বর্ষ ভাদ্র ১৩১৯ ২য় সংখ্যা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

এই সংখ্যার লেখকগণ

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম, এ,
যুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল
ও শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি।

সূচী

কলিকাতা

২৯ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত

এবং ১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কালিকা-যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৯

ষিক মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা; প্রতি সংখ্যা—।০ চারি আনা।

সূচীপত্র।

চিত্রসূচী।

(নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র)

(এক বর্ণের চিত্র)

বর্ষ ভাদ্র ১৩১৯ ২য় সংখ্যা।

গল্পলহরী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

এই সংখ্যার লেখকগণ
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম, এ,
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল
ও শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি।

সূচী

কলিকাতা
২৯ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
কালিকা-যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৯

ষিক মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা; প্রতি সংখ্যা—।০ চারি আনা।

গল্পলহরীর নিয়মাবলী।

১। গল্পলহরী প্রতি বাঙ্গলা মাসের ১লা তারিখে বাহির করিবার ইচ্ছা; কিন্তু আপাততঃ প্রথমাবস্থায় নানারূপ অসুবিধা বশতঃ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হইবে, পরে ৺শারদীয় পূজার পর হইতে প্রতি মাসের ১লা তারিখে নিয়মিত বাহির হইবে।

২। গল্পলহরীর আকার ডিমাই ৮ পেজি ৮ ফর্ম্মা। ইহাতে নানা রঙে ছাপা চিত্র ও হাফ্‌টোন্ চিত্র থাকিবে।

৩। গল্পলহরীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর ও মফস্বলে সর্ব্বত্র ২৷৷০ টাকা মাত্র। ভি, পি, ডাকে ২৷৷/০ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷০ আনা।

৪। ৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে একখণ্ড নমুনা পাঠান হয়।

৫। পত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে সেই মাসের ৩০শের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

৬। কোন গ্রাহক স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা তিনি পত্রিকা না পাইলে আমরা দায়ী হইব না। অল্পদিনের জন্য স্থানান্তরিত হইলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে জানাইলে চলিবে।

৭। কেহ যদি প্রেরিত পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন।

৮। মনি-অর্ডার, রেজেষ্ট্রী চিঠি, বা অন্য উপায়ে যাঁহারা এই পত্রিকা মূল্য পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক "কার্য্যাধ্যক্ষ গল্পলহরী" এই নামে গল্প লহরী কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন।

৯। গল্পলহরী সক্রান্ত পত্রাদি বা বিনিময় পত্রিকাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন এবং প্রবন্ধ-গল্পাদি সম্পাদকের নামে [illegible]ইবেন।

১০। গল্পলহরীর বিজ্ঞাপনের হার,—প্রতি পেজ ৪৲, অর্দ্ধ পেজ ২৲ টাকা, সিকি পেজ ১৷৷০ টাকা, কভারিংএর ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা হিসাবে, ৩য় পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা হিসাবে; বেশী দিনের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

গল্প লহরী আফিষ
২৯ নং দুর্গা[illegible] মিত্রের ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

নিবেদন।

সহায় সম্পত্তি হীন অবস্থায় যে উদ্দেশ্য ও গুরুভার মস্তকে লইয়া "গল্প-লহরী" প্রচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, যদি তাহাতে অনুমাত্র সফল হইয়া থাকি—ধন্য জ্ঞান করিব। প্রথম বৎসর পত্রিকা প্রচারে অযথা বিলম্ব হেতু অনেকেই আমাদের উপর বিরক্ত হইয়াছেন—সে ত্রুটী অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা আমাদের ইচ্ছাকৃত নহে। পত্রিকার গ্রাহক, গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের ক্ষমা করিবেন। এখন হইতে "গল্প-লহরী" স্বতন্ত্র প্রেসে ছাপা হইতেছে ও হইবে। যাহাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়, এবার তাহার বিশেষরূপ ও সাধ্যমত সুবন্দোবস্ত করিয়াছি। প্রতিমাসে পত্রিকা ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হইয়া যথা সময়ে গ্রাহকগণের নিকট যাইবে।

আমাদের এ ত্রুটী সত্ত্বেও আমরা সাধারণের কৃপালাভে বঞ্চিত হই নাই। পত্রিকার জন্য তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যই ইহার প্রমাণ। দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভের পূর্ব্বেই আমরা বহু অর্ডার পাইয়াছি ও পাইতেছি।—আমাদের সৌভাগ্য!

যাঁহারা প্রথম বর্ষে গ্রাহক আছেন, তাঁহারা দ্বিতীয় বর্ষের গ্রাহক থাকিলে বাধিত হইব। এই মাসের পত্রিকা পাঠাইবার পর, অর্থাৎ লাগাদ ২৫শে শ্রাবণ তারিখে দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা গ্রাহকদিগের নিকটে ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইব। প্রথম বর্ষের গ্রাহকগণ যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক থাকিবেন, তাঁহারা কিছু না লিখিলেও ঐ তারিখে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিঃ পোষ্টে যাইবে। আর যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা পত্র পাঠ একখানি কার্ডে লিখিয়া অসম্মতি জানাইবেন। নতুবা ভিঃ পিঃ পাঠাইয়া ফেরৎ আসিলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হয়। অনর্থক আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতে আপনারা বোধ হয় অনিচ্ছুক।

"গল্প-লহরীর"—২য় বর্ষের আয়োজনঃ আরও বিরাট। আমাদের পুরাতন প্রসিদ্ধ লেখকগণ ত লিখিবেনই, উপরন্ত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ডিটেকটিভ উপন্যাসে সিদ্ধ হস্ত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়দ্বয় "গল্প-লহরীতে" নিয়মিতরূপে গল্প ও উপন্যাস লিখিবেন। এ সুযোগ অতুলনীয় নহে, কি?

আশা করি দ্বিতীয় বৎসরেও মহাশয়কে আমাদের "গল্প-লহরীর" গ্রাহকরূপে পাইব।

বিনীত—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু

সম্পাদক।

গল্পলহরী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

১ম বর্ষ

[শ্রাবণ ১৩১৯—আষাঢ় ১৩২০।]

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু

সম্পাদিত।

কলিকাতা

২৯ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২০।

মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২৷০ টাকা।

সূচীপত্র।

চিত্রসূচী।

(নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র)

(এক বর্ণের চিত্র)

ফুলবালা।

গল্পলহরী

১ম বর্ষ } ভাদ্র ১৩১৯ { ২য় সংখ্যা

লাঞ্ছিতা।

১

ভাদ্র মাস,—ভরা বর্ষা। নদী সব কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কদিন ধরিয়া আবার অবিরত বাতাস ও বৃষ্টি হইতেছে। ভরানদী তরঙ্গভঙ্গে দ্রুতরঙ্গে খরস্রোতে ছুটিয়া সাগরাভিমুখে চলিয়াছে। নদীর তীর দিয়া বরাবর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে,—যতদুর দেখা যায়, রাস্তা কেবল কর্দ্দমময় ও পিচ্ছল। কোথাও কোথাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে কল কল শব্দে প্রবল জলস্রোত সেই সব ভাঙ্গা পথে নদীতে পড়িতেছে। এমন বর্ষা বাদলে, এমন দুর্গম পথে রাত্রিতে কেহ সহজে বাহির হয় না। যার বাহির হইতে হয়, সে বড় দুর্ভাগ্য—বড় বিপন্ন। এমন দিনে, যার ঘরের চালে জল পড়ে না, ভাঙ্গা বেড়ায় বৃষ্টির ছিট ঘরে আসে না

প্রভৃতির দাম বাড়িলেও যার

জলে ভিজিয়া, কাদ

ঘরে নাই, শ্রাদ্ধ

তারা বাস্তবিকই

দিয়া বেশ নিশ্চি

করিয়া, বন্ধুবা

সময় কাটে

খিচুড়ী, কি গ

বৃষ্টির ও সোঁ সোঁ বাতাসের শব্দ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়া—আহা! সে যে কি আরামের তাহা বলিয়া বুঝান অসাধ্য!

এমন ভাদ্র মাসের ভরা বাদলার রাত্রিতে কত লোকে এমন কত আরাম করিতেছে। নানাবিধ দুঃখ দুঃশ্চিন্তার কারণ আছে, এমন অনেকেও ঘরের শুষ্ক কোণে গায় কাঁথা জড়াইয়া বসিয়া বা শুইয়া তবু রাত্রিটার মত বেশ আরামে যে না আছে, তা নয়। প্রভাত যখন তার বহু ক্লেশ ও বহু কার্য্য লইয়া আসিবে, তখন যা হয় হইবে,—তাই ভাবিয়া এখনকার এ আরামটুকু,—তা কি ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়?

এমন রাত্রি, এমন বৃষ্টি, এমন বাদলা, নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে ও নগরে সকলেই যাহ'ক কিছু না কিছু আরামে ঘরে আছে। পূরা না হউক, আটআনা, চারি আনা, দুই আনা, নিদেন এক আনা আরামেও সকলে আছে। গৃহের বাহিরে গুপ্তসুখান্বেষী দু চার জন নিশাচর ব্যতীত, আর কোন লোক বাহিরে দেখা যাইতেছে না। রাত্রিও প্রহরাধিক হইয়াছে। এমন সময় সেই নদীর তীরে সেই পঙ্কিল ও পিচ্ছল—আবার মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গা পথে—একটী রমণী একাকিনী নিকটবর্ত্তী সহরের দিকে চলিয়াছে। কতবার অন্ধকারে সেই পিচ্ছল পথে পড়িয়া ও উঠিয়া, ভগ্নপথবাহী জলস্রোতসমূহ, বসিয়া মাটি ধরিয়া গড়াইয়া, কতকষ্টে পার হইয়া, রমণী চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ঘোর গর্জ্জনে বজ্র নাদিতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে,—রমণী নির্ভয়ে চলিয়াছে। বিদ্যুতালোকে মধ্যে মধ্যে রমণীর আকৃতি দৃষ্ট হইতেছে। রমণী সুন্দরী, যুবতী,—মুখে দারুণ বিষাদময় উৎকণ্ঠার ভাব। সিক্ত ও কর্দ্দমপৃষ্ট কেশরাশি আলু থালু [illegible] কাঁধে ও পিঠে লুটাইতেছে। পরিধেয় বসন বহুধা ছিন্ন,
[illegible] আহা! কে এ রমণী, কেন এমন করিয়া
[illegible] ভাবে চলিয়াছে?

[illegible] শ করিল। তখন
[illegible] খানা দোকান ঘর
[illegible] রাস্তায় লোক
[illegible] য়াছে। রাস্তা,
[illegible] হয়,—সর্ব্বত্র
[illegible] ছোট খাইয়া
[illegible] ইট খোয়ার

অনেক আমোদ ও হাসি গল্প করিতে করিতে আহার করিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। ঝি উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া গেল। প্রমোদকুমার আবার শয্যায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গড়গড়ার নলটি মুখে লইয়া তামাকু সেবনের আরাম উপভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। আমোদিনীও গালভরা একটী পান মুখে দিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয্যায় বসিলেন। মন্টু আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যতুও শয্যায় উঠিয়া নিজের স্থানে শয়ন করিল।

বাহিরের দিকের দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল। দ্বারে বাহির হইতে ধীরে ধীরে কে করাঘাত করিল। প্রমোদ কহিলেন, "কেও?" কেহ কথা কহিল না। একটু পরে আবার মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেল; প্রমোদ ঈষৎ বিরক্তি সহ হাতের নলটি রাখিয়া উঠিলেন। দরজা খুলিয়া আবার জিজ্ঞাসিলেন, "কেগা?" অতি মৃদু করুণ ও কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর হইল, "দাদা, আমি সুষমা।"

প্রমোদ চমকিয়া কয়েক পদ পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। আমোদিনী শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুষমা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পাঠক আর কি পরিচয় দিতে হইবে? এই দারুণ ঝড় বৃষ্টির রাত্রিতে, পঙ্কিল পিচ্ছল পথে কত আছাড় খাইতে খাইতে যে রমণী আসিতেছিল,—একটু আগে আঘাতের ব্যথায় কাতর হইয়া বৃষ্টিতে পথে বসিয়া যে অসহায়া রমণী কাঁদিতেছিল,—এই সেই সুষমা,—ডাক্তার প্রমোদ বাবুর ভগ্নী। ত্রাসিত মুখে, ছল ছল চোখে, সুষমা ভ্রাতার দিকে চাহিল। ভ্রাতার ভ্রুকুটি-কুটিল কঠোর দৃষ্টিময় চক্ষুর দিকে চাহিয়াই ভয়ে সুষমা মুখ নত করিল। শেষে বড় ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, "দাদা, আমি ফিরে এসেছি।"

প্রমোদ কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন, "এসেছিস্, তা ত দেখ্‌তে পাচ্চি। কোন মুখে আবার ফিরে এলি? যা করেছিস তার পর আবার ফিরে আসতে একটু লজ্জা হ'ল না?"

সুষমা কহিল, "দাদা, বড় দুঃখে ফিরে এসেছি। কোথায় আর যাব? এ জগতে কোথায় আর আমার স্থান আছে? তুমি ছাড়া কে আমায় আর আশ্রয় দেবে?"

আমোদিনী বলিয়া উঠিল, "এ হিসেব আগে ক'র্ত্তে পেরেছিলি না কালামুখী? যে সখে, যে সুখে আমাদের মুখে কালী দিয়ে ঘর ছেড়ে চ'লে গেলি, সে সখ যে শেষে এই ভাবেই মেটে, সে সুখে যে শেষে এমনিই বিষ ওঠে, এটুকু আগে ভাব্‌তে পারিস্ নি? ছি! ছি! ছি! কোন লজ্জায় আবার

ঐ মুখ নিয়ে ফিরে এলি? ও কালামুখ ঢাক্‌তে কি আর ঠাঁই ছিল না? আমাদের মুখে কালীর উপরে আরও কালী দিতে আবার এইখানেই ফিরে এলি? ছি ছি, কি ঘেন্না! গলায় দিতে একটু দড়ীও জোটেনি?"

সুষমা কাতর কণ্ঠে কহিল, "তোমার পায় পড়ি বউদি, অমন করে আমায় আর ব'লো না। লজ্জায় ঘৃণায় আমি আপনিই মর্ম্মে মরে আছি। এই পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ম'ত্তে সাহস পাইনি, তাই মরিনি,—আর মত্তেই যদি পার্‌ব,—সে সাহস, সে বল যদি আমার থাক্‌বে, তবে এ পথেই বা যাব কেন? আগে যদি হিসেব কর্‌বো; যে এতে একটুও সুখ নাই, কেবল আগুনমাখা দুঃখ, তা যদি আগে বুঝব, তবে আজ আমার এ দশাই বা হবে কেন? নিজে বুঝিনি, কেউ কখনও বোঝায়ও নি, বুঝ্‌তে পারি এমন শিক্ষাও ত কখনও পাইনি। দাদা, বড় ভুল বুঝেছিলুম। বড় দুঃখে, বড় ভুলে এই অকুল সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম। আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে,—পাগল হ'য়ে ফিরে এসেছি। আমায় কুলে তুলে নেও, রক্ষা কর। ঘৃণায় আমায় আবার অকুলে ভাসিয়ে দিওনা।"

প্রমোদ।—ভুল ভেঙ্গে থাকে, মনে অনুতাপ হ'য়ে থাকে, ভাল কথা। কিন্তু এ ভুল শোধরাবার উপায় নাই। স্ত্রীলোক একবার কুলত্যাগ ক'ল্লে গৃহে আর তার স্থান হ'তে পারে না। একবার যে মুখে কালী পড়ে, আত্মীয় স্বজন তা কোনও মতে মুছে ফেলতে পাল্লেও পাত্তে পারে। কিন্তু দিন দিন নূতন ক'রে মুখে কালী মাখা,—না, সে কখনও হ'তে পারে না? এসব জানা কথা, কেন আগে ভাবনি, এই আশ্চর্য্য।

সুষমা।—দাদা, কি দুঃখে, কি ভেবে, কি ভুল বুঝে যে এই কলঙ্ক-সাগরে ডুবেছিলুম, সে ঘৃণার কথা আর তোমাকে ব'ল্‌বো না। কিন্তু তোমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌তে পারি,—মা স্বর্গে আছেন,—বড় ভালবাস্‌তেন আমাকে। তাঁর নামে শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি,—দুদিনও সুখে রইনি। আগে বুঝিনি, কিন্তু ঘরের বের হয়েই বুঝতে পাল্লুম, কি সর্ব্বনাশ আমার ক'রেছি। রাত দিন কি আগুনে পুড়েছি,—তা আর তোমায় কি ব'ল্‌ব দাদা? তা বল্‌বার জ্বালা নয়।—এ জগতে নারী জন্মে বুঝি এর উপর জ্বালা আর কিছুতেই নাই। দুদিনও টিঁক্‌তে পাল্লুম না। পাগল হ'য়ে পালিয়ে চ'লে এসেছি। আমায় দূর ক'রে দিওনা দাদা, আমি তোমার মার পেটের

আমার মা—তোমারও মা—এক মার কোলে দুজনে মানুষ হয়েছি,—এক মার দুধ দুজনে খেয়েছি,—এক রক্তমাংসের শরীর আমাদের। সেই মা কত ভাল বেসেছেন আমায়,—দুঃখিনী বলে কত যত্নে রেখেছেন আমায়,—মর্‌বার সময় আমায় ফেলে গেলেন ব'লে কত কেঁদেছেন। কাঁদ্‌তে কাঁদতে তোমার হাতে আমায় সঁপে দিয়ে গিয়েছেন। সেই মার কথা মনে করে আজ আমায় আশ্রয় দেও দাদা,—মা স্বর্গে আছেন, আমার প্রাণ তিনি দেখ্‌ছেন। কি আগুনে আমার প্রাণ জ্বলে খাক হয়ে যাচ্চে,—তা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'চ্চেন। আজ বড় দুঃখে, বড় আশায় আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা কচ্চি,—আমায় পায় ঠেলে ফেলোনা দাদা,—মার কথা, মার ব্যাথা মনে করে আমায় আশ্রয় দেও। স্বর্গ থেকে মা তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন।"

আমোদিনী কহিল, "সতী লক্ষী মরে স্বর্গে আছেন। ওই মুখে আবার তাঁর নাম কচ্চিস্ কালামুখী? তাঁর নামে তুই কলঙ্ক এনেছিস্। স্বর্গ থেকে যদি তিনি আজ তোকে দেখ্‌তে পান, তবে লজ্জায় ঘৃণায় স্বর্গেও তিনি নরক ভোগ ক'চ্চেন। ছি ছি ছি! বেহায়ামোর কি একটা সীমা নাই? ঐ কালামুখ নিয়ে হতভাগী আবার এখানে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘেন্নায় যে আমারই ম'রতে ইচ্ছে ক'চ্চে।—দ্যাখ, তোমাকে বল্‌ছি ওই কুল উজ্জলকরা বোনকে ঘরে রাখ্‌তে ইচ্ছে হয়,—তোমার ঘর,—রাখ্‌তে পার। কিন্তু আমিও বল্‌ছি আমি আজই এই ঝড় বৃষ্টির রেতে ছেলে পিলে নিয়ে তোমার ঘর ছেড়ে চ'লে যাব। ও পাপের সংসর্গে আমি এক মুহুর্ত্তও থাক্‌বনা।"

সুষমা ভাতৃবধূর দিকে চাহিয়া কহিল, "বউদি, তুমি সত্যিই কি এত নিষ্ঠুর? তুমি ত মেয়ে মানুষ,—মেয়ে মানুষের এ দুঃখ কি একটুও বুঝ্‌তে পারনা?

আমোদিনী। না; মেয়ে মানুষের এ সব পাপ, এ সব দুঃখ আমি বুঝ্‌তে পারি না,—বুঝ্‌তেও যেন কখনও না হয়।"

সুষমা। বউদি, তুমি কখনও আমায় ভালবাসনি। মা যতদিন ছিলেন, ততদিন কোন দুঃখ আমার পেতে হয়নি। কিন্তু মা ম'রে গেলেন, যাবার সময় তোমার হাতে আমায় সঁপে দিয়ে যান। তুমি ত জান্‌তে বউদি, পৃথিবীতে

করে, যত্ন করে, এমন ত কেউ আর আমার ছিলনা। কিন্তু ভেবে দেখ বউদি,—আজ সে সব কথা আমার ব'ল্‌বার মুখ নেই,--কিন্তু তবু—তবু—না ব'লেও পাচ্ছিনি। তুমি যদি একটু আমায় স্নেহ ক'ত্তে,—তোমার ঘরে যে এ ভাঙ্গা কপালেও একটু শান্তি আমার আছে, তা যদি একটুকুও আমাকে বুঝ্‌তে দিতে,—তবে—তবে—কেবল প্রলোভনে বুঝি আমি ঘর ছেড়ে যেতুমনা। ঐ যতু—ওই মনু,—আমার খালি বুকে, বুকভ'রে ওদের তুলে নিতে গিয়েছি; তুমি আমার বুক থেকে ওদের কেড়ে নিয়ে গিয়েছ।—দাদা, রাগ ক'রোনা, এ সব তোমায় কখনও বলিনি, ব'ল্‌তুমও না। আজ বড় ব্যাথা পেয়ে ব'ল্‌তে হ'ল। এ পৃথিবীতে আমার সব সুখ, সব সুখের আশা ফুরিয়ে গিয়েছিল। তুমি ভাই,—মা আমায় তোমাদের হাতে সঁপে দিয়ে যান্‌,—যদি একটু স্নেহ পেতুম,—যদি আপনার ব'লে তোমার সংসারকে একটু জড়িয়ে ধ'ত্তে পাত্তুম, তবে কি আর এমন সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলি? আপনারই হ'ক্‌, আর আপনার জনেরই হ'ক্‌, সংসার ধর্ম্ম করা, মার মত ছেলে পিলে মানুষ করা,—এর চেয়ে বেশী সুখ কি আর মেয়ে মানুষের কিছু আছে?"

প্রমোদ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রাণে যে একটু না লাগিতেছিল, তাও নয়। কিন্তু সুষমাকে গৃহে রাখা—তাই বা কি প্রকারে হইতে পারে?

আমোদিনী বড় রাগিতেছিল। শেষে অভাগী তার নিজের পাপের জন্য তাকেই দোষী করিতেছে? কি এমন অযত্ন সে করিয়াছে? আর বিধবা মেয়েকে বেশী আদরযত্ন করাই কি ভাল? শ্বাশুড়ী ত অত বাড়াবাড়ি করিয়াই মেয়েটার মাথা খাইয়া গিয়াছিলেন। তাই তার কড়া শাসনে শেষে উল্টা ফল হইল। সে কহিল, "হ্যাঁ এখন ত আমারই সব দোষ হ'ল? আমি কেন তিন সন্ধে লুচী তরকারী রেঁধে খাওয়াইনি। ছাপর খাটে গদী তোষকে শোয়াইনি। চুল বেঁধে সেজে গুজে ঠ্যাকার ক'রে ছাতে বেড়াতে দিইনি,—তাই আমার যত অপরাধ হ'য়েছিল,—আর কি উনি ঘরে টিকতে পারেন,—একেবারে ধ্বজা উড়িয়ে বাজারেই গে ব'স্‌তে হ'ল।"

সুষমা কহিল, "দাদা! কি হবে? আমায় কি পায় রাখ্‌বে না? আমি আদর চাইনে, যত্ন চাইনে, এতটুকু স্নেহও চাইনে,—বোনের কোন দাবীই চাইনে,—আগে যা সইতে পারিনি,—এখন তার অনেক বেশীও পারব। আর কিছু আমি চাইনি দাদা,—ঘৃণা ক'রো, খুব ঘৃণা ক'রো,—তোমাদের ঘৃণা নিয়েই আমি থাক্‌বো, তবু আমায় পায় রাখ। তোমার বোন ব'লে আমার

পরিচয় দিওনা,—সে পরিচয় আমিও চাইনা,—আমি দাসী হ'য়ে থাক্‌ব, ঘরেও আসতে চাইনি, বাইরে থেকে, বাইরের দাসীর মত কাজ ক'র্‌ব, তবু দাদা আমায় একটু আশ্রয় দেও। সুখের জন্য আমি আশ্রয় চাইনে; পাপ থেকে, নরক থেকে রক্ষা পাবার জন্যে চাই। তোমার আশ্রয় ছাড়া যে আমার আর উপায় নাই দাদা? একদিন বড় দুঃখে একটা ভুল ক'রেছিলুম, হাড়ে হাড়ে তার সাজা আমি পাচ্চি, তবু কি একটু মাপ ক'র্‌বেনা দাদা? পায় ঠেলে আমায় আবার সেই পাপে, আবার সেই নরকে ফেলে দেবে?"

বলিতে বলিতে সুষমা ভ্রাতৃবধূর পাদমূলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বউদি, মা নেই, তুমিই এখন আমার মা। আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর।— মনের দুঃখে যা ব'লে ফেলিছি, মনে রেখোনা। যত ইচ্ছে আমায় শাসন ক'রো, তাড়না ক'রো, যত ইচ্ছে ঘৃণা ক'রো,—বা পায়েও আমায় কখনও একটু ছুঁয়োনা, তবু আমায় ঘরে থাকতে দেও। তোমাদের সেবা ক'রে জীবন ভরে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে দেও। যে ভাবে ইচ্ছে,—যত ঘৃণায়, যত অবহেলায় হ'ক্‌, আমায় ঘরে ঠাঁই দেও, দূর ক'রে দিওনা। কদিন হ'ল, পালিয়ে এসেছি। সারাদিন আজ এই জলবৃষ্টিতে কত আছাড় খেয়ে এসেছি। বড় আশায় আশ্রয় পাব ব'লে এসেছি, আমায় আশ্রয় দেও, আমি কোথায় আর যাব? আর আমার কোথায় স্থান আছে?"

আমোদিনী মুখ বাঁকাইয়া, কহিলেন, "কি আপদ? এ যে কিছুতেই ছাড়্‌বেনা? বলি যা হয় একটা কর না? আমার এ যন্ত্রণা কেন? তোমার বোন্‌, তোমার ইচ্ছে হয়,—তাকে নিয়ে থাক। আমি আর এ দেক্‌ সইতে পারি না।"

আমোদিনী জোরে পা ছাড়াইয়া নিয়া গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সুষমা কহিল, "দাদা!"

প্রমোদ কহিলেন, "এখানে তোমার থাকা হ'তে পারে না। এখানে আসাও তোমার উচিত হয় নাই। আমাকে একখানা চিঠি লিখ্‌লেই হ'ত, অন্য কোথাও খরচ পত্র দিয়ে থাক্‌বার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতুম।"

সুষমা কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রমোদও নীরব। সুষমা উঠিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "দাদা, তবে সত্যই আমায় আশ্রয় দেবেনা?"

প্রমোদ কহিলেন, "না, এখানে থাকা হ'তে পারে না। অন্য যেখানে

থাকা সুবিধা মনে কর,—বন্দোবস্ত ক'রে আমায় চিঠি লিখো। মাসে কিছু কিছু ক'রে আমি না হয় পাঠাব।"

সুষমা আর কিছু না বলিয়া গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। আমোদিনী তখন গৃহে প্রবেশ করিল। প্রমোদ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। আমোদিনী পায়ের কাছে বসিয়া অনেকক্ষণ যা মুখে আসিল, বকিল। তারপর ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিল।

প্রমোদ মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমোদিনী সারারাত্রি দিব্য নাক ডাকিয়া ঘুমাইল।

৩

দুঃখ, ক্ষোভ ও অভিমানের উত্তেজনায় উন্মাদিনীর ন্যায় সুষমা সেই অন্ধকারে, ঝড় বৃষ্টিতে ছুটিয়া চলিল। পথে কত আছাড় খাইল, জলস্রোতের মধ্যে কতবার পড়িল, উঠিল, কিন্তু কিছুতেই সে থামিল না, দমিল না, পাগলের মত ছুটিয়া চলিল। কোথায় যাইবে তার স্থিরতা নাই,—তবু সমান বেগে ছুটিয়া চলিল। প্রবল বায়ু বহিতেছে, মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে,—মেঘ গর্জ্জিতেছে,—কিন্তু সুষমাকে এ সব কিছুই যেন স্পর্শ করিতেছে না। প্রকৃতির এই ভীম তাণ্ডব-লীলা, তাও যেন, সুষমার হৃদয় ভরিয়া যে উন্মাদনার প্রচণ্ড-লীলা হইতেছিল, তার নিকট পরাভূত হইল। সুষমা এই ভাবে বহু-দূর চলিয়া গেল। বাতাস বৃষ্টির বেগ একটু নরম হইল। সুষমার চিত্তগত উন্মাদনাও যেন আপনার বেগে আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সুষমা আর চলিতে পারিল না। নদীতীরে বসিয়া পড়িল। বসিয়া আবার অনেক কাঁদিল। ক্রন্দনের বেগ একটু সমিত হইলে সুষমা আকাশের দিকে চাহিল। সমস্ত আকাশ, আকাশের সকল দেবতারা যেন ক্রোধে তার উপর ভ্রূকুটি করিয়া আছেন—জলন্ত নয়নে ঘন ঘন তাহাকে, তাহার পাপের জন্য ঘোর গর্জ্জনে ভর্ৎসনা করিতেছেন, এইরূপ তার মনে হইল। ঐ আকাশে, আকাশের ঐ দেবতাদের মধ্যে কি তার মা নাই? তিনিও একটু স্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিতেছেন না? তিনিও তার জন্য প্রাণে একটু বেদনা অনুভব করিতেছেন না? সুষমা মার কথা ভাবিতে লাগিল। কত কি ভাবিল, বাল্যাবধি তাঁর সকল করুণা, সকল স্নেহের কথা তার মনে পড়িতে লাগিল। বৈধব্যের পরে কত স্নেহে, কত যত্নে তিনি সুষমাকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, মরিবার

সময় কত কাঁদিয়াছিলেন, কত কাঁদিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধুর হাতে তাকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন,—একে একে সমস্ত কথা সুষমার মনে উঠিল। সেই মা কি তার আজ এতই নির্ম্মম হইবেন? আজ তাঁর কত স্নেহের সুষমার এই দশা,—সেই তাঁর কত যত্নের সুষমা, আজ এই অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একা অসহায় অবস্থায় নদীতীরে বসিয়া কাঁদিতেছে,—সুষমা যাই করিয়া থাক্, সেই মার প্রাণে তাতে একটু বাজিতেছে না? সুষমা 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল, "মা! মা! মাগো! কোথায় তুমি? যদি ওই আকাশে থাক, আজ এ সময়ে একবার দেখা দেও মা, তোমার সুষুর দশা একবার দেখে যাও মা! আর ত সইতে পারি না মা। এ জগতে আমার কোথাও যে একটু স্থান নাই। কেউ যে আমার নাই। কোথায়—কার কাছে গিয়ে এ জ্বালা আজ জুড়াব মা? মা, দেখা দেও মা। অভাগীকে কোলে তুলে নেও মা। এ পৃথিবীর সব আমার ফুরিয়ে গেছে। সুখ নাই, আশা নাই, ধর্ম্ম নাই, শান্তি নাই, সান্ত্বনা নাই। হেথায় কিছুই আর আমার নাই। তুমি এস মা,—কোলে তুলে আমায় নেও। এ দুঃখের জগৎ ছেড়ে তোমার কোলে গিয়ে যদি একটু জুড়োবার স্থান পাই। মা—মা—তুমি কি ডাক্‌লে মা? তবে—তবে—যাই মা! যাই! হাত বাড়িয়ে আমায় কোলে তুলে নেও।"

বলিতে বলিতে সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে সেই খর-স্রোতময় তরঙ্গায়িত নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সহসা বিদ্যুৎ চমকিল। সুষমা যেখানে বসিয়াছিল,—তার নিকটেই একটা ছোট খাল ছিল। খালেরমুখে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল। আরোহী জাগ্রত অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। বিদ্যুতালোকে তিনি দেখিলেন, একটী রমণী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অনুকূল স্রোতে সুষমা ডুবিতে ডুবিতে নৌকার কাছ পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। আরোহী জলে লাফাইয়া পড়িয়া সুষমাকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকার ভিতরে শোয়াইয়া আরোহী প্রদীপ জ্বালিলেন। সুষমা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। আরোহীকে দেখিমাত্র সে চিনিল,—বিকট চিৎকার করিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

আরোহী মাঝিদের নৌকা খুলিতে আদেশ দিলেন। পুরস্কারের লোভে মাঝিরা আপত্তি করিল না। ঝড় বৃষ্টির বেগও তখন অনেক কমিয়াছিল। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

অনুকূল স্রোতভরে নৌকা বেগে ছুটিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য যার প্রলোভনে সুষমা গৃহত্যাগ করিয়াছিল। পরে প্রবল অনুতাপের জ্বালায় পাগল হইয়া যার নিকট হইতে সুষমা পালাইয়া ভ্রাতার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিল,—সুষমা আবার তাহারই হাতে পড়িল।

সুষমা পালাইয়া আসিলে তিনি সুষমার অনুসন্ধানে নৌকাযোগে এ দিকেই আসিতেছিলেন।

৪

বৎসরাধিক কাল চলিয়া গিয়াছে। বৈকালে রাস্তা দিয়া কত লোক নিকটবর্ত্তী সহরের হাটে যাইতেছে, সওদা করিয়া কেহ বা ফিরিতেছে। গ্রামান্তে সেই রাস্তার পার্শ্বে একখানি ঘরের দাওয়ায় এক বুড়ী বসিয়া সরা ও নুড়ী লইয়া তামাকের গুঁড়া করিতেছে। পাশে মালসাভরা আগুন, তাহাতে তামাকপাতা পোড়ান হইতেছে। বুড়ী তামাকের গুঁড়া করিতেছে,—আর রাস্তার লোকদের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। তামাকের গুঁড়া হইল,—একটা ঘটের মধ্যে সাবধানে সব গুঁড়া রাখিয়া, ন্যাকড়ায় ঘটের মুখ বাঁধিয়া বুড়ী ঘরের মধ্যে গেল। ঘরের মধ্যে একপাশে একটী অতি রুগ্না স্ত্রীলোক শুইয়াছিল।

বুড়ী কহিল, "হ্যাঁ গা, তোমার সোয়ামী কবে আস্‌বে?"

রোগিনী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল, "তাত জানিনি মা।"

বুড়ী। কেন? তোমায় ব'লে যায় নি?

রোগিনী। না মা।

বুড়ী। ওমা এ কেমন কথা? তোমায় ব'লে যায়নি? এমন ব্যামো সুদ্ধ তোমার ফেলে গেল,—আর কবে আস্‌বে তাও ব'লে গেল না? কোথায় গ্যাছে?

রোগিনী। তাও জানিনি মা। যাবার সময় ব'লেও যায়নি। যাবে যে তা জানতমও না।

বুড়ী। ওমা এ কেমন মানুষ গো? এমন রোগী আমার ঘাড়ে ফেলে গেল! পাঁচটা টাকা দিয়ে ব'লে গেল, "আমায় বড় জরুরী কাজের জন্য বাহিরে যেতে হ'চ্চে,—তুমি এই টাকা দিয়ে খরচ পত্র চালিও। আমি শীঘ্রই

আস্‌ছি। এসে ভাল ডাক্তার এনে চিকিৎসা করাব।” কেন, এসব তোমায় কিছু বলে নি?

রোগিনী। না মা!

বুড়ী। ওমা, এমন কথা ত কোথাও শুনিনি? তা বাছা আমি আর কি কর্‌বো? টাকা ফুরিয়ে গেল। আমি দুঃখী মানুষ, তোমাকে খাওয়াই কোত্থেকে? ওষুধ বিসুদই বা কোথায় পাব? কেই বা এ সব করে? আমার ত আর কেউ নেই?

রোগিনী। কিচ্ছু দরকার নেই মা। ওষুধ দিয়ে আর আমি কি ক'র্‌বো? আমার এ ব্যামো ওষুধে সার্‌বে না। বেশী দিন আর বাকীও নেই। এখন যেতে পাল্লেই বাঁচি।

বুড়ী। ওষুধ যেন নেই খেলে। জল পথ্যি ত দিতে হবে। তার খরচই বা আমি চালাই কোত্থেকে?

রোগিনী।—পথ্যেরও কিছু দরকার নেই মা, দয়া করে একটু একটু জল দিও, তাতেই আমার হবে।

বুড়ী কতক্ষণ বসিয়া ভাবিল। তার মনে নানারূপ সন্দেহ হইল। নিজের সোয়ামী কি আর এমন করিয়া কাউকে ফেলিয়া যায়! রাম! তবে এ কি ব্যাপার! বুড়ী জিজ্ঞাসিল, “হ্যাঁগা? সে বাবুটি তোমার সোয়ামী ত?”

রোগিনী কথা কহিল না। শীর্ণ গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বহিল। কষ্টে সে পাশ ফিরিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইল।

বুড়ী কহিল, “সোয়ামী নয় তবে ও কে তোমার?”

রোগিনী নীরবে কাঁদিতে লাগিল। বুড়ী কহিল, হুঁ—বুঝেছি। এ সব কর্ম্মের এই ফল। তবু কি পোড়ারমুখীরা বোঝে?—তা বাছা, আমি ত আর তোমায় এখানে রাখ্‌তে পারিনে। সত্যিই ত কেবল একটু জল খাইয়ে তোমায় রাখ্‌তে পার্‌ব না? সেত না খাইয়ে মেরে ফেলা হবে। তোমাকে খাওয়াব, এমন পয়সাও আমার নেই।

এ যে সেই অভাগী সুষমা—তা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সুষমা কষ্টে অশ্রু সম্বরণের চেষ্টা করিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, “মা, সেজন্যে তুমি ভেবনা। আর ২।১ দিনের বেশী আমি বাঁচব না। ব্যামোতেই আমি মচ্ছি, আহারে আমার কোন রুচি নেই। না হয় তোমার পাতে যা প'ড়ে থাকে, বেড়াল কুকুরে না খায়,—তাই একটু একটু আমার মুখে তুলে দিও।”

বুড়ীর দুঃখও হইল ; ভয়ও হইল। সে কহিল, "বাছা, খাবার না হয়, যা খাই, তার একটু ভাগ ক'রে তোমায় দিলুম। কিন্তু তুমি কোথাকার কে, যদি মারাই পড়,—তবে পুলিশের কাছে আমি তখন কি জবাব দেব ?—সহর ত বেশী দূরে নয় ? তা তুমি হাঁসপাতালে কেন যাও না ? ওষুধ পথ্যি ভাল পেলে চাই কি এ যাত্রা বেঁচেও যেতে পার।"

সুষমা কহিল, "বাঁচবার আমার কোন সাধই নেই মা।"

বুড়ী কহিল,"তা বাঁচা মরা কি আর কারো সাধ মেনে চলে বাছা ? প্রমাই যদি থাকে তবে বাঁচতেই হবে। এই আমাকেই দেখনা,—ছেলে মেয়ে, নাতি নাত্নী একে একে সব যমে নিয়েছে। আমার কি আর সাধ যে বেঁচে থাকি ? তবে প্রমাই ফুরোয় না,—আর এই ঘর বাড়ীটুকু—তাই বা কাকে দিয়ে যাব,—তাই কোনও মতে বেঁচেই আছি। তা, তোমার হাঁসপাতালে যাওয়াই ভাল। আমি দুঃখী মানুষ, কেন আমাকে বিপদে ফেল্‌বে ?"

সুষমা কহিল, "তা যেতে পারি মা, যেখানে হয়, ম'ত্তে পাল্লেই বাঁচি। তা মা, আমি যে এক পাও চল্‌তে পারিনে। কি ক'রে যাব ?"

বুড়ী কহিল,"তা বাছা, পালকী ডুলী ত এখানে কিছু পাওয়া যায় না,—হেঁটে ছাড়া আর যাবার উপায় কি ? তা আমি বরং ধ'রে, তোমায় দিয়ে আস্‌বো।"

সুষমা কহিল, "আচ্ছা মা, কাল সকালেই তবে যাব।" বুড়ী কহিল, "আর সকাল পর্য্যন্ত কেন বাছা ? ক্রমে ত আরও দুর্ব্বল হবে। চল, এখনি গে তোমায় রেখে আসি।"

"এখনই যেতে হবে ? আচ্ছা।" এই বলিয়া সুষমা সাশ্রু নয়নে কষ্টে শয্যায় উঠিয়া বসিল। আহা, সে বড় দুর্ব্বল—বড় ক্ষীণ,—বড় অবসন্ন,—অনাহারেও একটী রাত্রিও যদি সে সেই দীন শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিত,—তবু বুঝি সে জীবনের এই শেষ সময় অনেক স্বস্তি পাইত। কিন্তু বিধাতা তাতেও বাদী হইলেন।

বুড়ী ধরিয়া সুষমাকে উঠাইল। হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে আনিল। কোনও মতে পড় পড় প্রায় রুগ্ন মুমূর্ষু সুষমাকে লইয়া বুড়ী হাঁসপাতাল অভিমুখে চলিল।

৫

হাঁসপাতালের ডাক্তার প্রমোদ বাবু সন্ধ্যার পর গৃহে গিয়া বসিয়াছেন। এ সে সহর নহে। প্রমোদ বাবু কয়েকমাস হইল বদলী হইয়া এখানে

আসিয়াছেন। আজও তেমনি বৃষ্টি হইতেছিল। অল্প অল্প বাতাসও বহিতেছিল। দিনের কার্য্যের পর শ্রান্তদেহে প্রমোদ শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। যতু ও মন্থু তেমনি খেলা করিতেছে। আমোদিনীও স্মিত মুখে কাছে বসিয়া ছেলেদের খেলা দিতেছেন, আর স্বামীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে হাঁসপাতালের লোক আসিয়া খবর দিল, একটা রোগী আসিয়াছে।

প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? কোন পুলিশ কেস্?"

লোক বলিল, "না, একটা দুঃখী স্ত্রীলোক। এক বুড়ী আসিয়া রাখিয়া গেল।"

"কি ব্যারাম?"

"অনেক দিনের পুরোণো ব্যামো বলে বোধ হয়। খুব কাহিল।"

প্রমোদ কহিলেন, "ফিমেল ওয়ার্ডে রেখে দেও। কাল সকালে দেখা যাবে। বেশী দুর্ব্বল বোধ কর ত একটু ষ্টিমুলেণ্ট দিও। আর একটু দুধ খেতে দিও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া লোক চলিয়া গেল।

প্রমোদ ও আমোদিনী আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি পোহাইল। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া প্রমোদ অন্য দিনের মত কিছু জলযোগ করিয়া সস্ত্রীক ও সপুত্র চা পান করিলেন, পান তামাক খাইলেন। তারপর পোষাক পরিয়া বাহিরে আসিলেন।

হাঁসপাতালের কাছে আসিতেই ডোম আসিয়া সংবাদ দিল, কালরাত্রিতে যে রোগী স্ত্রীলোকটি আসিয়াছিল, সে মরিয়া গিয়াছে, প্রমোদ কহিলেন, "বাহির করিয়া ওধারে রাখ।"

ডোম জানাইল, বাহির করিয়াই রাখা হইয়াছে।

প্রমোদ বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহের কাছে গেলেন। ডোমকে কহিলেন "মুখ দেখি।"

ডোম মুখের কাপড় তুলিল। প্রমোদ চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন মৃতা আর কেহই নহে,—তাঁহারই গৃহ তাড়িতা, লাঞ্ছিতা ভগিনী

সুষমা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।
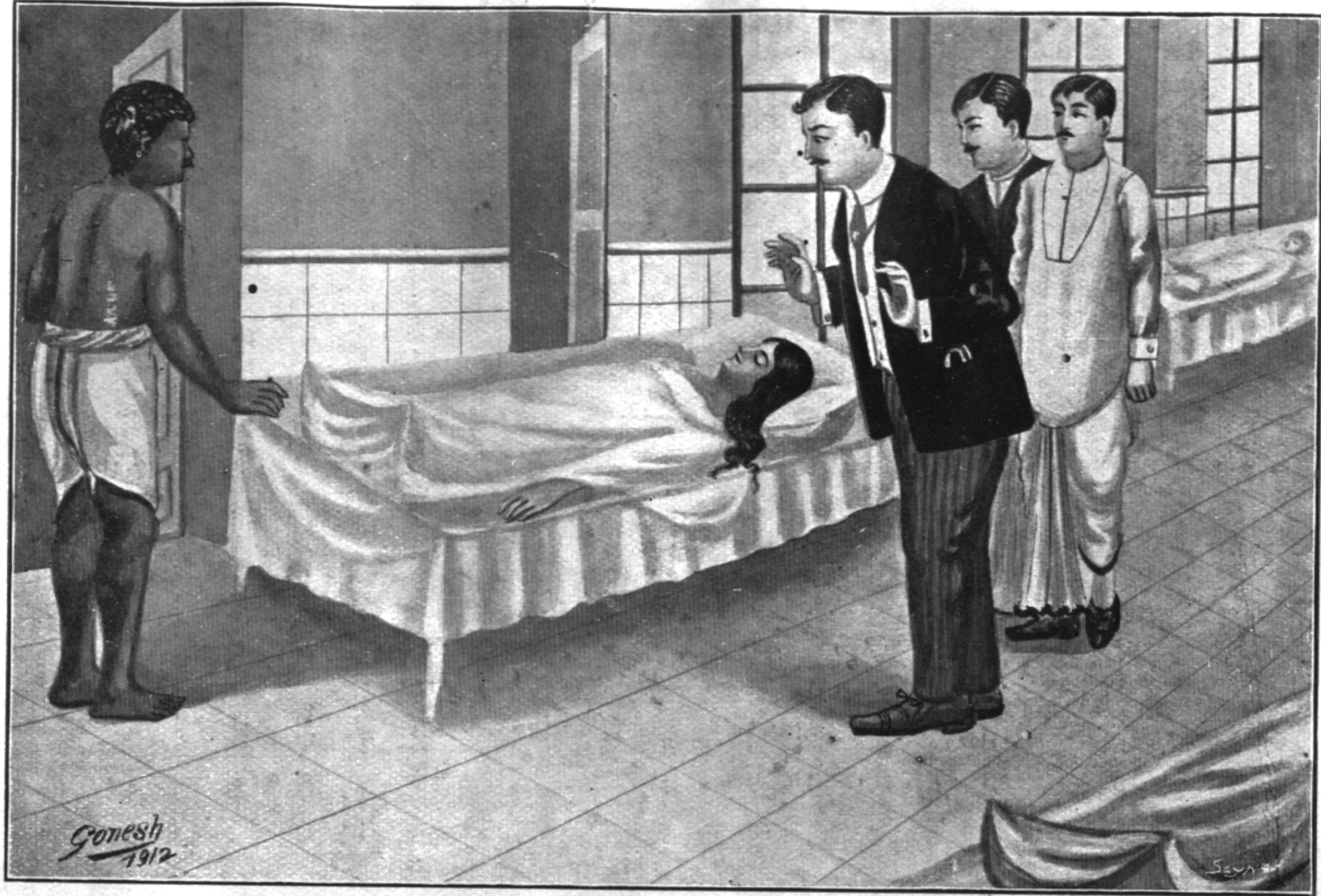
হাসপাতালে মৃতাবস্থায় সুষমা ও ডাক্তার প্রমোদকুমার।

K. V. Seyne & Bros.

দিনে ডাকাতি।
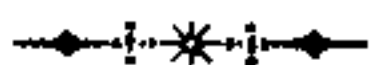
১

ভাগলপুরে মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন বড়দরের উকীল। বঙ্গদেশে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস,—কিন্তু তিনি পঁচিশ বৎসর যাবৎ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বসতি করিতেছেন। শ্যামনগরে এখন আর একেবারেই পদার্পণ করেন না। পৈতৃক বাটী এক্ষণে শৃগাল, কুক্কুর এবং তস্করের বিশ্রাম স্থানে পরিণত হইয়াছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবীন, বিজ্ঞ, বিদ্বান এবং আইনজ্ঞ উকীল। যে মক্কেলের মোকর্দ্দমার ভার তিনি লইতেন—তাহার জয়লাভ নিশ্চিত। তিনি মনে করিলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন,—কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। যে পরিমাণ অর্থ হইলে একটা গৃহস্থের সংসারের মোটামুটী রকম অভাবগুলি দূরীভুত হয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার অধিক সিকি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে যত্নবান হইতেন না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। মুখে সদাই গাম্ভীর্য্যের ভাব বিদ্যমান;—অধরপ্রান্তে কেহ কখন ভ্রমেও হাসির রেখা দেখিতে পায় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সে মুখ দেখিলেই ভয়ে জড়সড় হইয়া যায়। বয়স প্রায় ছাপ্পান্ন বৎসর—কিন্তু দেহে মত্ত মাতঙ্গের শক্তি। মাথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ দীর্ঘ গুম্ফ ও শ্মশ্রু; রক্তবর্ণ গোলাকার চক্ষুদ্বয়;—শ্যামবর্ণ স্থূল শরীর; সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিলেই স্বভাবতঃ সকল লোকেরই প্রাণে কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন মেঘের গর্জ্জন অনুমান হয়।

পাড়ার লোকেরা তাঁহার অলক্ষ্যে এবং অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে "বুনো মহিষ" বলিয়া ডাকিত। ভক্তিতে না হৌক ভয়ে তাঁহাকে সকলেই সম্মান করিত। পথে ঘাটে মাঠে বালকের দল বেড়াইতে বেড়াইতে কিম্বা খেলা

তৎক্ষণাৎ "ঐ বুনো মোষ্ আস্‌ছে রে" বলিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিত। সিগারেট মুখে করিয়া তো দূরের কথা,—যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বালক মাথায় তেড়ী কাটিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখে পড়িত তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার নাই! চোগাচাপকান আঁটিয়া মোটা লাঠী হস্তে গজেন্দ্র-গমনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আদালত হইতে বাড়ী ফিরিতেছেন,—অন্যমনে কালেজের একটী অপরিচিত যুবক শিস্ দিয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতে-ছেন; তাহাকে দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই যুবকের দিকে ফিরিয়া মেঘমন্দ্রস্বরে ডাকিলেন—"ও-হে! ও ছোক্‌রা! এ দিকে এস!" তাঁহাকে দেখিয়া সেই যুবক যদি প্রাণপণে ছুটিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিত,—তাহা হইলে সে যাত্রা তাহার নিষ্কৃতিলাভ হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে না চিনিয়া যুবক যদি সম্মুখে আসিল,—অমনি জেরা সুরু হইল—

"তোমার বাপের নাম কি?"

"আজ্ঞে—অমুক!"

"থাক কোথায়?"

"আজ্ঞে অমুক জায়গায়!"

"কোথায় পড়—কোন্ ক্লাসে?"

"আজ্ঞে অমুক কালেজে—অমুক ক্লাসে!"

"শিস্ দিয়ে গান গাইছিলে কেন?"

যুবক যদি তৎক্ষণাৎ অতি বিনীতভাবে বলে—"আজ্ঞে—আর হবে না; অপরাধ হ'য়েছে!" তাহা হইলে তাহার প্রতি হুকুম হইত—"যাও—চুপ্ ক'রে ভদ্রলোকের ছেলের মতন্ চলে যাও!" কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ উক্তরূপ আচরণ না করিয়া হতভাগ্য যুবক যদি বলিয়া ফেলে—"তা শিস্ দিচ্ছিলুম—গান গাইছিলুম,—তাতে আপনার কি মশাই?"——

অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ ধারণ করিয়া—তাঁহার সেই লৌহহস্তের একটি চপেটাঘাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই যুবককে "তাঁহার কি"—তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ইহার উপরও যদি যুবক আরও একটু মেজাজ দেখাইয়া বলেন—"কি মশাই,—আপনি গায়ে হাত তোল্‌বার কে?" ইত্যাদি——তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অম্লানবদনে নিজ হস্তস্থিত সেই মোটা লাঠীর কাঠিন্য অম্লানবদনে যুবকের পৃষ্ঠদেশ পরীক্ষা করিয়া লইতেন।

পরিচিত কোনও যুবক যদি গভীর রাত্রিতে কোন স্থান হইতে ফিরিবার কালে তাঁহার নজরে পড়িতেন, তাহা হইলে—যতক্ষণ না সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিতেন, ততক্ষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে তাঁহার নিস্তার নাই। কোন প্রবীন ব্যক্তি যদি নিজপুত্র বা কাহারও পক্ষ সমর্থন করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার রূঢ় আচরণ সম্বন্ধে দোষ দেখাইতে আসিতেন, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তর হইত—"আমি যা ভাল বুঝেছি—করেছি,—আপনার যা ইচ্ছে হয় ক'রতে পারেন!" অধিক তর্ক বিতর্ক করিলে তিনি ক্রোধের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি করিয়া ভদ্রলোককে তৎক্ষণাৎ বলিতেন—"যা—ও! আমার কাছ থেকে চলে যাও! নইলে অপমান হবে?" মানের দায়ে—অথবা প্রাণের দায়ে, আর অধিক প্রতিবাদ না করিয়া ভদ্রলোক আপনার পথ দেখিতেন, ভাবিতেন—কে অনর্থক "বুনো মহিষের" সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ কর্ব্বে!

জনকয়েক অত্যাচার প্রপীড়িত যুবক যুক্তি করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একদিন রাত্রে প্রহার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল,—কিন্তু হায়! তাহাদের সমস্ত উদ্যোগ—আয়োজন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যষ্টীহস্তে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই বিফল হইয়াছিল। একবার অন্ধকার রাত্রে একটী বালক দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একখানি এগারো ইঞ্চি ইঁট ছুড়িয়াছিল! ইঁট চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ব্যথিত করিয়াছিল। কিন্তু লাগিবামাত্রই তিনি তাঁহার নিত্য-সহচর পোষা ভয়ঙ্কর প্রকৃতি কুক্কুর "নেলিকে" সঙ্কেত করিবামাত্রই "নেলি" তৎক্ষণাৎ সন্ধান করিয়া অথবা গন্ধ পাইয়া সেই বালকের উরুদেশে প্রচণ্ড কামড় দিয়া ধরিয়া রহিল। বালক তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় সঙ্কেত করিতেই "নেলি" তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তবে সে রক্ষা পাইল। বালকের পিতা পাঁচজন প্রতিবেশীর পরামর্শে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে নালীশ রুজু করিয়াছিলেন,—আবার কি জানি কি বুঝিয়া তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট স্বয়ং গিয়া মার্জ্জনা চাহিয়া মামলা তুলিয়া লইলেন।

২

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধিক কথা কহিতে ভালবাসেন না। চাকর কিম্বা রাঁধুণী, অথবা বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র কন্যা কাহাকেও দুইবারের অধিক

হুতেই তিনবার ডাকিতেন না। প্রথম ডাকে হাজির হওয়া চাই ; তাহাতেও যদি না আসে—দ্বিতীয় ডাক। তাহার পর আর কথাবার্ত্তা নাই! নিজে উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গিয়া কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া একেবারে প্রহার আরম্ভ! অসময়ে চাকর বাকর কেহ নিদ্রিত হইলে—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শীতকালে বড় বালতির এক বাল্‌তি জল লইয়া তাহার নিদ্রিতাবস্থাতেই তাহাকে শয্যার উপরেই স্নান করাইয়া দিতেন ;—অথবা গ্রীষ্মকাল হইলে ছিঁচ্‌কে গরম করিয়া তাহাকে ছেকা দিয়া তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতেন।

মক্কেল অথবা কোন পাওনাদারকে বলিয়া দিলেন কাল ৯টার সময় এসো! পরদিন সে ব্যক্তি হয়ত নটা বাজিয়া দশ মিনিটের সময় গিয়া হাজির! তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—

"কাল কটার সময় আস্‌তে বলেছিলুম ?"

"আজ্ঞে ঠিক তো এম্‌নি সময়ই বলে ছিলেন ?"

"এমনি সময় কি ? ঠিক ক'টার সময়—বল !"

"আজ্ঞে—এই নটার সময়ইতো ব'লেছিলেন !"

"হু"—"(ঘড়ী দেখাইয়া গম্ভীরভাবে)" এখন কটা বেজে—কত হ'য়েছে ?"

"আজ্ঞে—নটা বেজে বারো মিনিট——"

অমনি হুকুম হইল—"যা—ও! বেরোও! যা—ও!" পাওনাদার হইলে টাকা দেখাইয়া বলিতেন—"এই দেখ—তোমার টাকা নিয়ে বসেছিলুম—আজ দোবোনা! যাও,—কাল ঠিক কখন আস্‌বে ব'লে যাও ;—ঠিক সেই সময়ে এসে টাকা নিয়ে যেও!" পরদিন সে ব্যক্তি যথা সময়ে উপস্থিত হইলে—তাহার পাওনাগণ্ডা সমস্তই চুকাইয়া দিতেন। এইরূপ বিলম্বে আসিয়া মক্কেল ফি দিতে গেলে—তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিতেন—"তোমার মোকর্দ্দমা কর্ব্বো না যাও—বিদায় হ-ও! যা——ও!"

এই কঠোর আদেশের পরও যদি কেহ হাতজোড় করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করুণার উদ্রেক করাইবার চেষ্টা বা উদ্যোগ করিত, তাহা হইলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "নেলি" কুক্কুরকে ডাকিয়া তাহার প্রতি আক্রমণের সঙ্কেত করিতেন। সে ব্যক্তি আর পালাইবার পথ পাইত না। প্রতিবেশী কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া করজোড়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন—"আজ্ঞে কাল রাত্রে দয়া ক'রে আমার বাটীতে গিয়ে

আহারাদি ক'র্ত্তে হবে?" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন কত রাত্রে খাওয়া দাওয়া হবে?"

"আজ্ঞে দশটার ভিতরেই!"

"আচ্ছা দেখো ঠিক দশটার ভেতরেই যেন হয়!"

"যে আজ্ঞে!"

পরদিন ঠিক ন'টা রাত্রে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিস্তর লোকজনের সমাগম হইয়াছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন—দশটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই! প্রায় দশটার সময় ব্রাহ্মণদের ডাক হইল। কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া আহার স্থানে লইয়া গেলেন। আহারস্থানে বসিতে যাইবেন এমন সময় ঘড়ীতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎ-ক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া হেলিতে দুলিতে আপনার গৃহাভিমুখে চলি-লেন। বাড়ী শুদ্ধ সকলে যৎপরোনাস্তি সাধ্য সাধনা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই ভবি ভুলিলেন না!

কাণা খোঁড়া দেখিলেই তিনি একটী করিয়া পয়সা ভিক্ষা দিতেন, তাহাদের বড় চাহিতে হইত না। কিন্তু সুস্থকায় সবল ভিখারী তাঁহার বাটীতে কিম্বা তাঁহার নিকটে আসিলেই তিনি হয় সেই মোটা লাটীর সাহায্য লইতেন,—নতুবা "নেলি" কুক্কুরকে—হিস্ হিস্ লেঃ— বলিয়া ইঙ্গিত করিতেন। এক-দিন শীতকালে তিনি সদর দরজায় বসিয়া স্নান করিতেছিলেন। সম্মুখে উনানে গরম জল টগবগ্ করিয়া ফুটিতেছিল। তাহার সহিত কাঁচা জল মিশাইয়া আরাম করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্নানদি সম্পন্ন করিতেছিলেন। একটী দীর্ঘকায় ভিখারী প্রাতঃকালে দিব্য চন্দনাদি অঙ্গে লেপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া "বাবু—একটা পয়সা—বাবু একটা পয়সা" বলিয়া ভিক্ষা চাইতে লাগিল। নফরা চাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গাত্র মার্জ্জনা করিতেছিল, ভিখারীকে দুই চারি বার বলিয়া দিল—"হিঁয়া কুছ্ হোগা নেহি,—চলা যাও!" ভিখারী তথাপিও বলিতে লাগিল—"বাবু! এক্ঠো পয়সা—" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন কথা না বলিয়া একঘটী ফুটন্ত গরম জল তুলিয়া একেবারে সেই ভিখারীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। বেচারী সেই পথের উপর পড়িয়া কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাঁচজনের সাহায্যে ভিখারী

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে নালীশ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রগণ সেই ভিখারীকে গোপনে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া ফেলিলেন।

আম্র বিক্রেতা বাজরা মাথায় লইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিল—বাবু ভাল বোম্বাই আম নেবেন?

"নেবো—কি দর?"

"আজ্ঞে দশ টাকা—"শ" !"

"দেখি—এইটে কেটে দে"—বলিয়া নিজে বাছিয়া একটী আম তুলিয়া বিক্রেতার হাতে দিলেন। আমটী ভাল করিয়া কাটিয়া আম্র বিক্রেতা বাবুকে দিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমটী দুইবার মুখে দিয়া আস্বাদন করিয়া বলিলেন—"হু—দশ টাকা শ!"—সঙ্গে সঙ্গে বিরাশিশিকার ওজনে এরূপ একটী চপেটাঘাত আম্রবিক্রেতার গণ্ডদেশে প্রদান করিলেন যে বাজরাশুদ্ধ সমস্ত আম রাস্তায় পড়িয়া গেল এবং সে হতভাগ্য ঘুরিয়া পড়িয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

৩

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চারি পুত্র এবং তিন কন্যা। তাঁহার পত্নী রাধামতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এরূপ ভীষণ প্রকৃতি স্বামীর মনোরঞ্জন করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করা তাঁহার পক্ষে যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ভাগলপুর নিবাসী লোকজন যেমন "বুনো মহিষের" ভয়ে সশব্যস্ত; চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর সকলেও সেইরূপ ব্যতিব্যস্ত। জ্যেষ্ঠপুত্র হরিপদ এম, এ পড়িতেছেন, তিন বৎসর হইল তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পুত্রবধূ শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু শ্বশুরের কড়া হুকুম, "যতদিন না হরিপদর এম-এ পরীক্ষা শেষ হয়, ততদিন কিছুতেই যেন স্ত্রীর সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ না হয়।" কর্ত্তার আদেশ লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য? কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আদালতে বাহির হইয়া গেলে রাধামতী দ্বিপ্রহরে পুত্র এবং বধূমাতাকে শয়ন কক্ষে দেখা সাক্ষাৎ করিতে বলিতেন। পিতার ভয়ে, পাছে তিনি কাহারও মুখে শুনিতে পান—হরিপদ প্রথমতঃ মাতার কথায় সম্মত হইতেন না, কিন্তু মনে ভাবিলেন বাড়ীতে এমন কে আছে যে কর্ত্তার কাছে একথা লাগাবে? এই ভাবিয়া দ্বিপ্রহরে দুই এক ঘণ্টা

"ওগো এবার ওদের মার্জ্জনা কর"

K. V. Seyne & Bros

পত্নীর সহিত আলাপ করিতেন। দুরদৃষ্ট ক্রমে একদিন মোকর্দ্দমার কি কাগজ পত্র লইবার জন্য অকস্মাৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিপ্রহরে বাড়ী আসিলেন। সে সময় হরিপদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের ভিতর পত্নীর সহিত প্রেমালাপে মগ্ন; তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না যে পিতা এমন অসময়ে বাড়ী আসিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া পাঠগৃহে হরিপদর সন্ধান করিলেন। ভৃত্যের মুখে শুনিলেন, তিনি বাড়ীর ভিতর শুইয়া আছেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি একেবারে হরিপদর শয়ন কক্ষের সম্মুখে গিয়া রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বনাশ! বাড়ীশুদ্ধ লোক ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। এমন অবকাশ কেহ পান নাই যে কর্ত্তার আগমন সংবাদ হরিপদকে জ্ঞাপিত করিয়া সাবধান করিয়া দেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারে ভীষণ ধাক্কা মারিতে মারিতে ডাকিলেন—"হরি! দরজা খোল!" হতভাগ্য যুবক এবং তাহার অভাগিনী পত্নীর গৃহাভ্যন্তরে কি অবস্থা, তাহা সকলে কল্পনা করিয়াই লইতে পারিবেন? হরিপদ বুঝিলেন আর যদি তিলমাত্র দ্বার খুলিতে বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে আর জীবন্ত থাকিতে হইবে না। অগত্যা নবমী পূজার পাঁঠার ন্যায় কম্পিত দেহে হরিপদ দ্বার খুলিয়া দিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—এক কোণে অবগুণ্ঠনবতী পুত্রবধূ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি পুত্রকে আদেশ করিলেন—"বৌয়ের হাত ধর!" হরিপদ দিরুক্তি না করিয়া পত্নীর হস্ত ধারণ করিলেন! চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"যা—ও! আমার বাড়ী থেকে বেরোও! যাও!" এই বলিয়া উপযুক্ত বি-এ পাশ করা দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ধাক্কা দিতে দিতে বলিলেন, "যাও—বেরোও! আমার হুকুম অমান্য করে আমার বাড়ীতে থাক্‌তে পাবে না! যা—ও—বেরোও?" বলিতে বলিতে একেবারে পুত্রবধূ সহ পুত্রকে সদর দরজায় আনিলেন। সে সময় তাঁহার সম্মুখীন হয় এমন ভরসা কাহার হইতে পারে? কিন্তু রাধামতী পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একেবারে কাঁদিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া বলিলেন "ওগো, এবার ওদের মার্জ্জনা কর।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্নীকে এরূপ একটী পদাঘাত করিলেন যে তাহাতেই অভাগিনীর সংজ্ঞালোপ হইল;—তাঁহাকে লইয়াই তখন অন্যান্য পুত্রকন্যাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। হরিপদ দেখিলেন,—

রোরুদ্যমানা পত্নীর হাত ধরিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং ঠিক পাশের বাটীর রঘুবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রঘুবর বাবু একজন মুন্সেফ্; অতি সজ্জন ব্যক্তি! সমস্ত ভাগলপুরবাসীর মধ্যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রঘুবর বাবুকে একটু খাতির যত্ন করিতেন, একটু মান্য করিয়া চলিতেন। রঘুবর বাবুর পরিবার-বর্গের সহিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারবর্গের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, হরিপদ তাঁহারই আশ্রয়ে পত্নী লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রঘুবর বাবু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অনেক অনুরোধ করিয়াও পুত্রকে মার্জ্জনা করাইতে পারিলেন না! কলিকাতায় একটী শিক্ষকতা কার্য্য জুটাইয়া একদিন হরিপদ পত্নীকে লইয়া ভাগলপুর পরিত্যাগ করিলেন। সেই অবধি পিতা পুত্রের আর মুখ দেখা-দেখি নাই।

দ্বিতীয় পুত্র শশীপদ, কয়েক বৎসর যাবৎ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয় বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন। তিনি বি. এ. পাশ করিতে পারেন নাই। শ্বশুরের পরামর্শে ওকালতী পাশ করিয়া বর্দ্ধমানকোর্টে বাহির হইতেছেন। পিতার কঠোর শাসন দণ্ড সহ্য না করিতে পারায় তিনিও পিতৃগৃহত্যাগী। প্রথমবার বি. এ. ফেল্ হইয়া পিতার নিকট এরূপ প্রহার খাইয়াছিলেন যে এক সপ্তাহ তাঁহাকে শয্যাত্যাগ করিতে হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়বারও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। যে দিন বি. এ. পরীক্ষার সংবাদ প্রথম বাহির হইল—তিনি আদালতে গেজেট আনাইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন—শশীপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে কি না! দেখিলেন—নাই! তৎক্ষণাৎ আদালতের কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাটী আসিয়া দেখিলেন,—পুত্র শশীপদ বৈটকখানায় শুইয়া দ্বিপ্রহরে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। অন্য কোন কথা না বলিয়া নিদ্রিত পুত্রের পরিধান বস্ত্র খুলিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। পুত্র হঠাৎ জাগরিত হইয়া পিতার কার্য্য দেখিয়া প্রথমে কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু পিতা তাঁহাকে বিবস্ত্র করিতেছেন বুঝিয়া সাধ্যমত বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অমনি সেই সঙ্গে দুটী প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন। অগত্যা পুত্র চুপ করিয়া রহিলেন। বলিতে লজ্জা হয়—বিংশতি বৎসর বয়স্ক পুত্রকে উলঙ্গ করিয়া তাহার গলা ধরিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

বাঁধিয়া রাখিলেন। পুত্র সেই অবস্থায় অনাহারে সমস্ত দিন রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। সেইদিনই পুত্র পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেন।

৪

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনটি কন্যা। দুইটীর বিবাহ দিয়াছেন—কনিষ্ঠ কন্যা অবিবাহিতা। জামাতৃদ্বয় দরিদ্রের সন্তান, শ্বশুরের আশ্রয়ে—শ্বশুরের অর্থেই প্রতিপালিত হইতেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারে খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, অলঙ্কারাদির কোনও অভাবও নাই—অথবা বাহুল্যও নাই। জ্যেষ্ঠ জামাতা আইন পড়িতেছেন ছেলেটী খুবই ধীর শান্ত। লেখাপড়া—স্বভাব চরিত্র খুবই ভাল। শ্বশুরের খুবই আজ্ঞাকারী। একদিন দুর্ভাগ্যক্রমে চাকরদের ঘরে বসিয়া গোপনে বড় জামাতা তামাক খাইতেছেন,—অকস্মাৎ "দ্বিতীয় কৃতান্তমিব" শ্বশুর মহাশয়কে সম্মুখে উপস্থিত দেখিলেন। বিষম বিপদ—বেচারী মহা অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধীরে ধীরে জামাতার হস্ত হইতে হুঁকা—কলিকাটী লইয়া,—প্রথমে কলিকার সমস্ত আগুন জামাতার গাত্রে ঢালিয়া দিলেন,—পরে হুঁকার জল দিয়া নিজেই তাহা নির্ব্বাপিত করিলেন। দ্বিতীয় জামাতাটী বি, এ পড়িতেছেন। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার আদেশ ছিল; কিন্তু যদি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে সে রাত্রি তাহার অনাহার এবং উত্তম মধ্যম প্রহারের বন্দোবস্ত হইত। জামাতা বাবাজী পড়িতে পড়িতে দশটার পূর্ব্বে যদি পড়িবার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িতেন,—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া দিয়া তাঁহার মাথার চুল পোড়াইয়া দিতেন। পাড়ায় কোন ভদ্রলোকের বাটীতে থিয়েটার হইতেছিল; জামাতা এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র রামপদ পিতাকে লুকাইয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। রাত্রি দুইটার সময় হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি পুত্র ও জামাতার অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন দুইজনেই বাটীতে নাই। বুঝিলেন—থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে। থিয়েটার, যাত্রা, নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদ, ইয়ারকি, রসিকতার উপর তিনি চিরদিনই খড়্গহস্ত। রাত্রি চারিটার সময় সদর দরজা খোলা দেখিয়া জামাতা ও পুত্র

প্রবেশ করিবেন, অমনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুইজনকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া পাইখানায় প্রবেশ করাইয়া বাহির হইতে চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন। পর দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীঘরদোর সমস্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। বাটীর কোন স্থানে ময়লা কিম্বা জঙ্গল পড়িয়া থাকিতে পারিত না। বাহির বাটী অপরিষ্কার থাকিলে ভৃত্যবর্গের প্রাণান্ত হইত;—অন্দরমহলের জন্য দাসী প্রধান দায়ী—তৎসঙ্গে তাঁহার পত্নী ও কন্যাগণ। একদিন দেখিলেন—বাটীর ভিতর সিঁড়ির দেয়ালের গাত্রে কে চূণ লাগাইয়াছে। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু কেহই সাহস করিয়া অপরাধ স্বীকার করিলেন না। হুকুম হইল,—"খবরদার—বাড়ীতে যেন পান,—চুণ,—খয়ের—না ঢুক্‌তে পায়!" সেইদিন হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পরিবার বর্গের পান খাওয়া বন্ধ হইল। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন —"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি এরূপ ভীষণ প্রকৃতির লোক,—তাহা হইলে তাঁহাকে সকলে "একঘরে" করিয়া জব্দ করেন না কেন? অথবা—ইহার কি কোনও প্রতিকার নাই?" থাকিতে পারে। কিন্তু ভাগলপুরবাসী ইচ্ছা করিয়াই কেহ কিছু তাঁহাকে বলিতেন না!—কেন? তাহার কারণও অনেক। তাঁহার এইরূপ কঠোর মেজাজের জন্য লোকে যেমন তাঁহাকে ঘৃণা বা ভয় করিতেন,—তেমনি তাঁহার কতকগুলি সদ্‌গুণের জন্য তিনি ভাগলপুরবাসী আবালবৃদ্ধ বনিতার সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তি যথার্থই এ সংসারে দুর্লভ। অমুক বিধবা পাঁচ সাতটী পুত্রকন্যা লইয়া অনাহারে দিন যাপন করিতেছেন। তিনি প্রথমে নিজে পাঁচশত টাকা চাঁদা দিয়া; পরে লোকের বাড়ী বাড়ী নিজে গিয়া চাঁদা তুলিয়া অন্ততঃ দুই হাজার টাকা বিধবাকে সংস্থান করিয়া দিলেন। অমুক ব্যক্তি ভয়ঙ্কর রোগগ্রস্ত;—অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না। তিনি দিবারাত্রি তাঁহার সেবা করিয়া,—নিজে ডাক্তার ডাকাইয়া,—টাকা দিয়া, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া—তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন। অমুক ব্যক্তির রাত্রি দুইটার সময় প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, সৎকার করিবার লোকজন জুটিতেছেনা; যদি ব্রাহ্মণ হয়,—তিনি নিজপুত্র ও জামাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া মৃতের সৎকার করিয়া আসিতেন। কায়স্থ কিম্বা অন্য কোনও জাত হইলে—

যেরূপ করিয়া হউক লোকজনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার উপায় করিয়া দিতেন। ভা'য়ে ভা'য়ে বিরোধ করিয়া আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তিনি সাধ্যমত আপোষে তাঁহাদের—"ঘরা-ঘরি" মীমাংসা করিয়া মাম্‌লা-মোকদ্দমা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াসী হইতেন। অনেকগুলি অনাথ দরিদ্র বালককে তিনি লেখাপড়ার খরচ যোগাইতেন। কিন্তু বারোয়ারী, শীতলাপূজার চাঁদা—কিম্বা কোন মিটিংয়ের চাঁদা ইত্যাদি কেহ তাঁহার নিকটে আদায় করিতে গেলে, তিনি "নেলি" কুক্কুরকে তাহাদের পশ্চাতে লেলিয়া দিতেন। আজ পর্য্যন্ত একটী আধ্‌লা পয়সা কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবল রঘুবর বাবুর সহিত এ সংসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধুত্ব; অর্থাৎ মেজাজ একটু ভাল থাকিলেই তিনি রঘুবরের বৈঠকখানায় বসিয়া দুদণ্ড তাঁহার সহিত "দুটো-দশটা" ভালমন্দ কথা-বার্ত্তা কহিতেন। একমাত্র রঘুবর বাবুকেই তিনি বন্ধুভাবে নিজ বাটীতে খাতির যত্ন করিতেন,—তাঁহার পুত্র কন্যাকে নিজ বাটীতে আনাইয়া আদরযত্ন করিতেন এবং নিজ পুত্রকন্যা পরিবারকে রঘুবর বাবুর বাটীতে যাইতে অনুমতি দিতেন। অন্য কেহ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বিনাকারণে পদার্পণ করিতেন না। তামাক নাই—পান নাই—পরচর্চ্চা নাই—আমোদ প্রমোদ নাই। কি জন্য ভদ্রলোক তাঁহার বৈঠকখানায় আসিবেন?

সংসারে তিনি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন আপনার কনিষ্ঠা কন্যা অনুপমাকে। যাহা কিছু একটু আদর আব্‌দার সহ্য করিতেন,—অনুপমার। বাড়ীর কাহারও কোন কথা কর্ত্তাকে জানাইবার আবশ্যক হইলে তিনি অনুপমাকে দিয়া বলাইতেন। রঘুবর বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন—তাঁহার একমাত্র পুত্র নীরদকুমারের সহিত অনুপমার বিবাহ দিবেন। ফুট্‌ফুটে মেয়ে অনুপমা যখন দিব্যকান্তি সুন্দর ছেলে নীরদকুমারের সহিত খেলা করিত,—কঠোর হৃদয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাদের দেখিয়া মনে মনে বলিতেন—"দুটোতে মিল্‌বে ভাল!"

সকলেই জানিত—অনুপমার সহিত নীরদের বিবাহ হইবে। ক্রমে দুইজনের বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে নীরদকুমার এনট্রেন্স পাশ করিয়া ফেলিলেন। রঘুবর বাবুর

ইচ্ছা—এইবার পুত্রের বিবাহ দেন—কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—“থাক্‌না—এত তাড়াতাড়ি কিসের? ছেলেটা আরও দু-একটা পাশ করুক্ না! মনে করনা—ছেলের বিয়ে দিয়েছ। ইচ্ছে হয়ত—অনুপমাকে নিয়ে গিয়ে তোমার কাছে রাখ্‌তে পার!” সুতরাং রঘুবর বাবু আর বড় পীড়াপীড়ি করিলেন না। হঠাৎ একদিন বিসূচীকা রোগে রঘুবর বাবু ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রঘুবর বাবুর স্ত্রীপুত্রের অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইলেন। রঘুবর বাবু বিস্তর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট। একমাত্র পুত্র নীরদকুমার পিতার বিষয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ছল করিয়া লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া বসিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—“লেখা পড়া ছাড়া হ’বে না। বিষয় দেখ্‌বার অন্য লোক বন্দোবস্ত ক’রে দিচ্ছি—তুমি লেখা পড়া কর।” কিন্তু নীরদকুমার সে কথা শুনিলেন না। তাহাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে সকলকে বলিয়া দিলেন—“খবরদার! নীরদের সঙ্গে যেন কাহারও কোনও সম্বন্ধ না থাকে। আমি অমন হতভাগাকে জামাই ক’র্ব্ব না!” নীরদও সে কথা শুনিয়া তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ তুলিয়া দিলেন।

কিন্তু সব ভোলা যায়—বাল্যপ্রণয় তো সহজে ভুলিবার নয়! অনুপমাকে নীরদ কেমন করিয়া ত্যাগ করিবেন? প্রতিদিন বিষণ্ণবদনা বালিকা অনুপমা, হতাশনয়নে যখন ছাদের উপর হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকে,—তাহাতে নীরদের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত সূচীকাবেধের জ্বালা অনুভূত হয়! কিন্তু উপায় কি? কাহার ক্ষমতা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যমত করায়? তিনি যখন একবার বলিয়াছেন—নীরদের সহিত অনুপমার বিবাহ দিবেন না,—তখন স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি সে কার্য্য করিবেন না।

৫

অকস্মাৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভয়ঙ্কর পীড়িত হইয়া পড়িলেন। প্রায় মাসাবধি তিনি শয্যাশায়ী; রোগ এত অধিক বৃদ্ধি পাইত না—যদ্যপি তিনি ডাক্তার মহাশয়দিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর করিয়া থাকিতেন। কিন্তু তাহা তো করিলেন না! যে ডাক্তার আসিয়া যখন যে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে যান,—তিনি রোগীর জেদের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া পড়ে[illegible]

সুতরাং পুনরায় ডাকিতে গেলে তিনি আসিতে চাহেন না। যাহা হউক্—ভগবানের কৃপায় রোগের অনেকটা উপশম হইল। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে না সারিতেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খেয়াল ধরিলেন—"কাশীতে হাওয়া খেতে যাই চল!" কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! কে বারণ করিয়া অনর্থ ঘটাইবে! অগত্যা সপরিবারে কাশী যাত্রার উদ্যোগ হইল; ভাগলপুরের বাড়ীতে রহিল—দ্বারবান ও একজন চাকর।

বেনারস ক্যান্টন্‌মেণ্টে একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া রুগ্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হাওয়া খাইতে গেলেন। কাশী হইতে যে ডাক্তার আসেন,—কাহারও চিকিৎসা তাঁহার মনে ধরে না। ডাক্তারেরাও তাঁহার অদ্ভুত প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার চিকিৎসাভার গ্রহণ করিতে চাহেন না। নিকটে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার থাকিতেন। পুত্র রামপদর পরামর্শে তাঁহাকে ডাকা হইল। বাব্‌রিকাটা চুল,—ফ্রেন্সকাট্ দাড়ী,—ঘন গুম্ফ,—চোখে কাল চস্‌মা, পরিধানে কোট্ পেণ্টুলুন্,—ইত্যাকার ডাক্তার বাবু আসিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার বাবুর নাম হরিধন মুখোপাধ্যায়—বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ। তাঁহার স্বর অতি কর্কশ। লোকটী কিন্তু খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান; একবার আসিয়াই রোগীর রোগ এবং স্বভাব বুঝিয়া লইয়া তদনুরূপ চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেমনটী চান—যেমনটী বলেন,—তিনি ঠিক সেইরূপই করেন। দুই চারি দিন আনাগোনা করিয়াই তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। অন্য রোগী ফেলিয়া তিনি প্রায় সমস্ত দিনরাত্রই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিকিৎসা ও সেবা করেন। একবারের বেশী আর "ফি" লন না। তিনি বলেন—"ডাক্তারি আমার পেশা নয়—সখ! লোককে আরাম করিতে পারিলেই আমার বিদ্যা ও পরিশ্রম সার্থক!" কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাইতে চাহেন না,—সুতরাং বাধ্য হইয়া ডাক্তার হরিধন বাবু দিনে একবারের "ফি" লইতেন।

ক্রমে ক্রমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। ডাক্তার বাবু সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে লইয়া এখানে ওখানে হাওয়া খাইতে যান। কথাপ্রসঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুনিলেন—ডাক্তার বাবুর নিবাস

দু'পয়সার সংস্থান আছে। ডাক্তার বাবু অদ্যাবধি অবিবাহিত। ভাল ঘরের মনের মতন মেয়ে না পাওয়াতে—এতদিন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহারই সহিত কন্যা অনুপমার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। ডাক্তার বাবু অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও—পিতৃতুল্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে মত দিলেন।

এক মাথা চুল,—এক মুখ দাড়ী গোঁপ শুদ্ধ জামাই হইবে শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় গৃহিণী তো কাঁদিয়াই আকুল! শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নয় ভাবিয়া—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাশীতেই বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ভাগলপুর হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজন কাশীতে আসিয়া বিবাহোৎসবে যোগদান করিলেন। ডাক্তার বাবুরও ভাগলপুরবাসী দুই চারি জন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এ বিবাহে উপস্থিত হইলেন। মহাসমারোহে কাশীতেই ডাক্তার হরিধন মুখোপাধ্যায়ের সহিত অনুপমার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে ডাক্তার বাবু তাঁহার বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া দেশে যাইবেন—এইরূপ স্থির হইল। বর-ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। অনুপমা কাঁদিতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাকে বলিলেন—"কাঁদিস্ কেন? তোকে ভাল লোকের হাতেই দিয়েছি—খুব সুখে থাক্‌বি!"

বর শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"চেনা ঘরে যেতে কান্নাই বা আসে কেন চাটুয্যে মশাই? আপনারই তো বাড়ীর পাশে আমার বাড়ী——"এই বলিয়া বর মহাশয় আপনার বাব্‌রি চুল, দাড়ী, গোঁপ এবং চস্‌মা খুলিয়া ফেলিলেন!

কি সর্ব্বনাশ! এ যে রঘুবরের পুত্র নীরদকুমার! চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাবিলেন——"এ কি দিনে ডাকাতি!"

তৎক্ষণাৎ তিনি মুখ ফিরাইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন—অনুপমা ও নীরদের মুখদর্শন করিবেন না।

"দিনে ডাকাতি" করিয়া নীরদকুমার অনুপমাকে ভাগলপুরে নিজগৃহে আনিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কামনাদেবীর মন্দির।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুবোধ চন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিত শাস্ত্রে এম্, এ, পড়িতেন, এবং স্ত্রী মালতীর সহিত প্রণয় চর্চ্চা করিতেন। মালতীর বয়স পনের বৎসর। দুই বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই দুইটি প্রাণীর পরস্পরের প্রতি প্রেমাকর্ষণ, তাহাদের কলহের সংখ্যা অনুপাতে নিরূপেয়। দিনের মধ্যে কারণে এবং অকারণে তাহাদের কলহ হইত দশবার; কারণ দশবারই কলহ মিটিয়া যাইবার সুযোগ পাইত। প্রতি দিবসের এই সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্য দিয়া প্রত্যহ উভয়ের মধ্যে যে জিনিষটা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা পরস্পরের প্রতি সুনির্ম্মল প্রেম। ইস্পাতকে কঠিন করিতে হইলে যেমন একবার অগ্নিতে তপ্ত এবং পরক্ষণেই জলে শীতল করিতে হয়; ঠিক সেই প্রণালী অনুরূপে তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

শরৎকালের আকাশকে যেমন বিশ্বাস নাই, এই মেঘমুক্ত সুনির্ম্মল, পরক্ষণেই সহসা কোথা হইতে মেঘ আসিয়া বৃষ্টিপাত করিয়া যায়,—তেমনি এই দুইটী প্রাণীর হাসি এবং অশ্রুর বিষয়ে কোনও প্রকার নিশ্চয়তা ছিল না। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল, প্রবল অভিমান ভরে সুবোধ অঙ্ক কষিতেছে এবং মালতী পান সাজিতেছে—তাহার দুই ঘণ্টা পরেই দেখা গেল, সুবোধ হৃষ্টমনে কাব্যপাঠ করিতেছে এবং মালতী নিবিষ্ট চিত্তে তাহাই শ্রবণ করিতেছে।

তখন কলিকাতা সহরে বেরী-বেরী রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। একদল লোক যথার্থই রোগে ভুগিতেছিল এবং অপর একদল লোক বেরী-বেরী রোগের অমূলক আশঙ্কায় ভুগিতেছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও হয়ত কোন দিন একটু পদস্ফীতি বোধ হইয়াছিল, কাহারও বা হৃদয় একটু দুর্ব্বল

স্বীকার করিয়া ঐকান্তিক চিত্তে ভুগিতেছিল। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীতে সুবোধ ভুগিতেছিল, তাহার যখন কোন প্রকারেই মীমাংসা হইল না—তখন স্থির হইল যে সুবোধ কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবে। সুবোধ যদি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তো তাহাতে তাহার শরীর আরোগ্যলাভ করিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহার মন সুস্থ হইবে। অতএব উভয়তঃই স্থান পরিবর্ত্তনে সুবিধা আছে।

সুবোধের ধারণা হইয়াছিল, তাহার যথার্থই বেরী-বেরী হইয়াছে। কিন্তু তাহার পিতা মাতা এবং মালতীর ধারণা, চিকিৎসকগণের মতের উপর নির্ভর করিয়া বিপরীত দাঁড়াইয়াছিল। সুবোধ ভাবিল আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, অধিক কি স্ত্রী পর্য্যন্ত, যখন তাহার রোগ অবিশ্বাস করিল, তখন বিদেশ যাওয়াই শ্রেয়ঃ। সেখানে অন্ততঃ একজনও বিশ্বাস করিতে পারে এবং সেখানকার ডাক্তারগণ হয়ত কলিকাতার ডাক্তারগণের মত মুর্খ না হইতে পারে। এখানকার ডাক্তারেরা মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগ নির্ণয় করিতে পারে না, মৃত্যুর পর তখন তাহারা রোগ স্থির করে!

সুবোধের এক বন্ধু দেবেন্দ্র নাথ শিমলা শৈলে লাট সাহেবের অধীনে কার্য্য করিতেন। স্থির হইল সুবোধ শিমলায় যাইবে, এবং তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিবে।

যাত্রা করিবার সময়ে মালতী সুবোধের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "ভগবান তোমার শরীর নিরোগ করে দিন্—তুমি শীঘ্র বাড়ী ফিরে এসো।"

সুবোধ বলিল. "শরীর নয়, মালতী—মন। তোমরা তো বল আমার শরীর বেশ আছে, অসুখ আমার মনে। কিন্তু এ শরীর যদি আর ফিরে না আসে, অন্ততঃ তখন মনে কোরো যে সত্য সত্যই—"

মালতী বাধা দিল। কি বলিয়া মালতী বাধা দিয়াছিল, কি কথা সে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিল এবং কি বেদনা সে ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার বক্ষ ফুলিয়াছিল এবং কেমন করিয়া তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল, উত্তরে সুবোধ কি বলিয়াছিল এবং তদুত্তরে মালতী কি বলিয়াছিল সে সকল কথা, লেখা বাহুল্য মাত্র। স্ত্রী পশ্চাতে ফেলিয়া, যে সকল পাঠক কখনও দূরদেশে গিয়াছেন, তাঁহারা সে তথ্য সঠিক অবগত আছেন। এবং যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহারা কল্পনা করিয়া লইতে পারেন।

অবসন্ন মন এবং অসন্তক—অধিক দ্রব্যাদি লইয়া সুবোধচন্দ্র পঞ্জাব মেলে একটি বেঞ্চ অধিকার করিয়া বসিল। পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া রেলগাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল। আত্মীয় স্বজন, মালতী, এবং বাঙ্গলাদেশকে সুবোধের উৎসাহহীন মন বারম্বার নিষ্ফল প্রয়াসে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না—আপনারই অর্থব্যয়ে সে এমন ব্যবস্থা করিয়াছে, যাহাতে তাহার দেহ এবং চিত্তের যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও, অতি দ্রুত গতিতে দূর হইতে দূরে ছুটিয়া চলিল।

দুই দিন অবিশ্রান্ত ধাবনের পর তৃতীয় দিন বৈকালে শিমলা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সুবোধ দেখিল তাহার বন্ধু দেবেন্দ্র তাহার জন্য প্ল্যাটফর্ম্মে অপেক্ষা করিতেছে। সুবোধকে লইয়া দেবেন্দ্র তাহার গৃহে পৌঁছিল।

দেবেন্দ্রের গৃহ জ্যাকো (যক্ষ) পাহাড়ের পশ্চিমে কার্টরোডের নিম্নে অবস্থিত। পূর্ব্বে সুবিমল জ্যাকো পাহাড়, তদুপরি অসংখ্য সরল, দীর্ঘ, কেলুবৃক্ষ তাহাদের ঘনবর্ণ লইয়া দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান। দক্ষিণে উপত্যকা বেষ্টন করিয়া পর্ব্বতমালা; দূরে পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত তারাদেবী রেল-ষ্টেশন; পশ্চিমে বহুদূরে বালুগঞ্জের গৃহগুলি অল্প অল্প দেখা যাইতেছে এবং উত্তরে ম্যালরোড পর্য্যন্ত শিমলা সহর স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। সে অপূর্ব্ব, স্নিগ্ধ গম্ভীর দৃশ্য বঙ্গদেশাগত সুবোধের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

"ভাই আর ত শিমলা পাহাড় ভাল লাগে না। তুমি ত সমস্ত দিন অফিসে কাগজে কলমে যুদ্ধ ক'রে সন্ধ্যা হ'লে বাড়ী ফিরবে। এদিকে নিতান্ত সঙ্গীহীন হয়ে সমস্তদিন কাটাতে আমার প্রাণান্ত হয়।"

প্রত্যুষে চা পান করিতে করিতে দুই বন্ধুতে গল্প হইতেছিল।

দেবেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, তোমার জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক হ'য়েছে। দুপুর বেলাটা তোমার নিতান্ত কষ্টে কাটে।"

সুবোধ বলিল "ব্যবস্থা আমি নিজেই এক রকম করেছি। তোমাদের প্রতিবেশী ভদ্রলোকটির সহিত তোমাদের এপর্য্যন্ত আলাপ হল না; কিন্তু

আমার সহিত কাল তাঁর আলাপ হয়েছে। তিনিও আমার মত এখানে বেড়াতে এসেছেন। তিনি আজ আমাকে ৩ টার সময়ে চা পানের নিমন্ত্রণ করেছেন।"

দেবেন্দ্র কহিল, "শুনেছি তিনি এলাহাবাদের একজন উকিল। এখানে সপরিবারে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য এসেছেন। তাঁহার কয়েকটি সুন্দরী কন্যা আছে। বড় মেয়েটি অতি সুন্দরী, বোধ হয় অবিবাহিতা। দেখো ভাই, একটু সাবধানে চা পান কোরো।" বলিয়া দেবেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

সুবোধ বলিল, "তুমি যে আমাকে সতর্ক করে দিলে তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। আমার জন্য তোমার কোনও শঙ্কা নাই।"

অতি সুকঠিন হৃদয় আমার, অতি সুকঠিন চিত্ত ;
এ নহে ময়ুর যে মেঘ দেখিয়া, অমনি করিবে নৃত্য !

চা এর পেয়ালা হইতে মুখ নামাইয়া দেবেন্দ্র বলিল "কিন্তু যদি হঠাৎ নৃত্য আরম্ভ করে তখন যে থামান দায় হবে। 'শঙ্কা যেথা করে না কেউ, সেইখানে হয় জাহাজডুবি।' মালতী ফুল ভাল লাগা সত্ত্বেও পাহাড়ী গোলাপ যদি তোমার মন আকর্ষণ করে তাতে আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হব না!"

"আর যদি আকর্ষণ না করে তা'হলে বিস্মিত হবে তো? হে বীর, তুমি কি এই আশঙ্কায় ভদ্রলোকের সহিত এতদিন আলাপ পর্য্যন্ত করনি? ছি ছি দুর্ব্বল হৃদয়!"

"হে সবল হৃদয়, তোমার হৃদয়ের সবলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হ'ক—চা এর পেয়ালা যেন কোনও প্রকারে তার ব্যতিক্রম না করে, এই আমার প্রার্থনা।"

দেবেন্দ্রের কথায় সুবোধ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দম্ভ ছিল যে, তাহার কঠিন মনকে সহজে বিচলিত করিতে পারে, পৃথিবীর মধ্যে এমন বিচিত্র বস্তু অতি অল্পই আছে। প্রতিবেশীর সুন্দরী কন্যা তো নিশ্চয়ই নহে—তা সে যতই সুন্দরী হউক না কেন। অভিমানে আঘাত পাইয়া সুবোধ বলিল "তুমি নিজের দুর্ব্বলতা দিয়ে আমাকে মাপবার চেষ্টা করছ।"

দেবেন্দ্র উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিল।

তিনটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বেই পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ পারিপাট্য করিয়া সুবোধ তাহার প্রতিবেশী বিপিন বাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। বিপিন

বাবু সুবোধের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন, সুবোধকে সযত্নে আহ্বান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ গল্প করিয়া বিপিন বাবু বলিলেন—"সুবোধ বাবু আপনার সহিত আজ জ্যাকো প্রদক্ষিণ করা যাবে। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্। আর বিলম্ব করে কাজ নেই।"

সুবোধ আগ্রহসহকারে বলিল—"বেশ ত, আমারও জ্যাকো প্রদক্ষিণ করবার বিশেষ আগ্রহ আছে।"

বিপিন বাবু একটু উচ্চস্বরে বলিলেন—"চারু, আমাদের জন্য দুই পেয়ালা চা দিয়ে যাও।"

সুবোধ ভাবিতে লাগিল চারু কি বিপিন বাবুর পুত্র, না কন্যা? যদি কন্যা হয় ত চারুই কি দেবেন্দ্র কথিত সেই সুন্দরী বালিকা!

একটি রূপার ট্রের উপর দুই পেয়ালা চা লইয়া চারুবালা কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সুবোধ দেখিল, দেবেন্দ্র একেবারে মিথ্যা বলে নাই—বিপিনবাবুর গৃহে চা পান করা সম্পূর্ণ নিরাপদ না হইতেও পারে।

চারুবালার অনুপম শ্রী দেখিয়া সুবোধ স্নিগ্ধ হইয়া গেল। চারু চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা—সুগঠিত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহে লাবণ্যের বর্ণটুকু, সুবর্ণপাত্রে গোলাপী মদিরার ন্যায় প্রভাময় বোধ হইতেছিল। সরল সুন্দর মুখে সলজ্জ হাস্যটুকু বর্ষাদিনান্তের রক্তাভ সূর্য্যকিরণের ন্যায়ই মনোরম!

বিপিনবাবু বলিলেন, "রাখ মা, এই টেবিলের উপর রাখ। সুবোধবাবু, এইটি আমার বড় মেয়ে, চারু—আর এইটি আমার মেজ মেয়ে, সুধা।"

একটি রূপার থালে কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া সুধা টেবিলের নিকট দাঁড়াইল।

সুবোধ বলিল, "বিপিনবাবু, এ দুটি আপনার লক্ষ্মী আর সরস্বতী।"

চা-পানান্তে বিপিনবাবু বলিলেন, "চলুন সুবোধবাবু, এবার 'জ্যাকো রাউণ্ড' দেওয়া যাক্।"

সুবোধ বলিল, "চলুন—"

'জ্যাকো রাউণ্ড' করিতে করিতে বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধবাবু, এই স্থানের নাম সন্‌জোলী, এমন সুন্দর দৃশ্য, বোধ হয়, আপনি শিমলায় এসে পর্য্যন্ত দেখেন নি।"

সুবোধ বলিল, "না।"

"সুবোধবাবু, আপনি mathematics এ কোন group নিয়েছেন?"

"B।"

"আপনার বিবাহ হয়েছে কি?"

সুবোধের মাথার মধ্যে কি খেয়াল হইল—সে বলিয়া বসিল, "না।"

গৃহ-প্রত্যাগমনের সময় বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধবাবু, আমার গৃহে আপনার চিরস্থায়ী নিমন্ত্রণ রইল—প্রত্যহ, এবং যখন ইচ্ছা, আস্‌বেন।"

সস্মিত মুখে সুবোধ বলিল, "আমার সৌভাগ্য।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুবোধ যখন গৃহে ফিরিল, তখন দেবেন্দ্র আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত করিয়া সুবোধের সহিত চা পান করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

দেবেন্দ্রকে দেখিয়া সুবোধ বলিল, "দোহাই তোমার, অন্ততঃ মাথা থেকে কাপড়টা খুলে ফেল। তুমি যে শিমলা বলে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় আছ, সেটা দেহ যেন মধ্যে মধ্যে টের পায়।"

দেবেন্দ্র বলিল, "আর তুমি যে শিমলা বলে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় এসেছ, সেটা যেন আমরা মধ্যে মধ্যে টের পাই। ধন্য তোমাকে, অক্টোবর মাসের দারুণ শীতে এই রাত্রি পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বেড়াও? আমি ত অফিস্ থেকে আস্‌তে আস্‌তে কাঁপি।"

সুবোধ বলিল, "ভাই, আমাদের হৃদয়ে এখনও দাসত্বের দুর্ব্বলতা প্রবেশ করেনি, তাই এই শীত সহজে কাঁপাতে পারে না—তোমাদের অবসন্ন মন, অবসন্ন—"

দেবেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "সে কথা যাক্—বিপিনবাবুর গৃহে কেমন চা পান করলে, বল?"

সুবোধ অত্যন্ত বেসুরা স্বরে বলিল, "সখা, কি কহব অনুভব মোয়, চা পান করিতে গরল ভখিণু, পলে পলে নূতন হোয়।"

দেবেন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—বলিল, "বাঃ, পদাবলী একেবারে নির্ভুল কণ্ঠস্থ আছে।"

সুবোধ বলিল, "যা হোক—আমার অবস্থা বুঝলে ত? হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচেরে হৃদয় নাচেরে!"

দেবেন্দ্র বলিল, "অতি সুকঠিন চিত্ত, তাহলে, অতি সহজেই নৃত্য আরম্ভ করলে?"

ভৃত্যের হস্ত হইতে চার পেয়ালা লইয়া সুবোধ বলিল, "হ্যাঁ ভাই, শু করেছে, স্বীকার করতেই হবে, শুনেছি, শুনেছি, কি নাম তাহার, শুনেছি, শুনেছি, তাহা, চারু, চারুবালা, চারুবালা ; চারু, কেমন মধুর, আহা!"

দেবেন্দ্র বলিল, "বড় মেয়েটির নাম, চারুবালা, বুঝি?"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া গেল, "চারুবালা, চারু, বাজিছে শ্রবণে, বাজিছে প্রাণের গভীরধাম, কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে, চারু, চারুবালা, মধুর নাম!"

দেবেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ, বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়—

পরিহাস করি প্রণয়ের কথা,
বলোনাক, সখা, বলোনা,
পরিহাস যদি করি পরিহাস,
পরিশেষে করে, ছলনা!

সুবোধ বলিল—"ছলনা করে ত, নিতান্ত মন্দ হয় না—আমি প্রস্তুত আছি। একবৃন্তে যদি দুটি ফুল ফুটতে পারে ত, এক হৃদয়ে কি দুজনের স্থান হতে পারে না?"

দেবেন্দ্র বলিল, "এ ঔদার্য্যের হিসাব তোমার গণিত শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও লেখা আছে কি না, জানি না—যা হউক, বিপিনবাবুর বাটীর চায়ের আস্বাদ শুধু চিনির দ্বারাই মিষ্টি নয়—তার মধ্যে অন্য রকমেরও ক্রিয়া আছে।"

দেবেন্দ্রর কথাই ঠিক হইল। চিনির পরিমাণ সমান থাকা সত্ত্বেও বিপিন বাবুর বাটীর চা, দিনের পর দিন, মিষ্ট হইতে মিষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সুবোধ ক্রমশ ঘড়ির কাঁটার মত বিপিনবাবুর গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিল। গল্প-গুজব, ক্রীড়া-কৌতুক ও পানাহারের মধ্য দিয়া, বিপিনবাবু ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সহিত সুবোধের পরিচয় অতি অল্পকালের মধ্যেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রত্যুষে উঠিয়া, সুবোধ বিপিনবাবুর গৃহে চা পান করিতে যাইত—মধ্যাহ্নে গল্প করিতে যাইত এবং বৈকালে বিপিনবাবু ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সহিত ভ্রমণ করিত।

ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক বা বিচিত্র কিছুই ছিল না। কলিকাতায় পরস্পর-পার্শ্ববর্তী দুই পরিবারের মধ্যে দশ বৎসরেও যে পরিচয়টুকু ঘটিয়া উঠে না, বহুদূর প্রবাসে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তদপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা

জমিয়া উঠে। কলিকাতার পথে যাহার সহিত সহস্রবার সাক্ষাৎ হইয়াছে—এবং সহস্রবারই যাহাকে অপরিচিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি—দূর প্রবাসের পথে তাহার সহিত সাক্ষাত হইলে, তাহাকে আর উপেক্ষা করিতে পারি নাই, তখন তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সুখ-স্বাস্থ্যের সংবাদ লইয়াছি, এবং পরিশেষে হয়ত তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। কর্ম্মহীন অখণ্ড অবসরের মধ্যে সুবোধকে লাভ করিয়া বিপিনবাবু তাহাকে সমগ্র অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলেন। সুবোধের প্রিয়বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট উদাসীন মনও শিমলার পার্ব্বত্য বিশালতার মধ্যে ক্রমশ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল; বিপিনবাবু এবং তাঁহার আনুসঙ্গিক নানাপ্রকার বিচিত্রতার অভিনব আস্বাদ পাইয়া, সুবোধও তাহা হইতে নিজেকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করিল না।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সুবোধ, চারুবালা, এবং চারুবালার পিতামাতা সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সর্ব্বাপেক্ষা চারুবালার প্রতিই সুবোধের মনোযোগ দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। চারুবালার তাহাতে লজ্জাও করিত, ভালও লাগিত। চারুবালার মা মধ্যে মধ্যে বিরক্তি বোধ করিতেন, চারুবালার পিতা উপেক্ষা করিতেন এবং সুবোধ নিজেকে দমন করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না।

চারুবালার প্রতি সুবোধের আকর্ষণ যদি প্রথম দর্শনেই পূর্ণ আকারে সঞ্চারিত হইত, তাহা হইলে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা সুবোধের পক্ষে কতকটা সহজ হইতে পারিত। কিন্তু কঠিন ব্যাধির ন্যায় তাহা প্রতিদিনই অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার গতি যেমন ধীর, তেমনি অব্যর্থ! তাহাকে সহজে অনুভব করা যায় না বলিয়াই, সহজে তাহার প্রতিকার করিবার উপায় নাই। যখন সুবোধ স্পষ্টভাবে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিল, তখন তাহা প্রায় দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

একদিন বিপিনবাবুর স্ত্রী বিপিনবাবুকে বলিলেন, "সুবোধ চারুর সঙ্গে সময়ে সময়ে একটু বেশী মাখামাখি করে—অতটা আমার উচিত মনে হয় না।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "আমি ত সুবোধের কোন রকম অন্যায় আচরণ দেখ্‌তে পাই নে। সুবোধ উচ্চশিক্ষিত, বড়লোকের ছেলে এবং সুশ্রী—সুবোধের সহিত চারুর বিবাহ হলে কেমন হয়, বল দেখি? চারুর প্রতি সুবোধের একটু ভালবাসা পড়ে গেলে, সেটা সহজেই হতে পারবে।"

বিপিনবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "এর মধ্যেও যে তোমার ওকালতি বুদ্ধি আছে, তা জানতাম না। কিন্তু চারুর অদৃষ্ট কি এত ভাল হবে!"

যতদিন চারুবালার প্রতি স্থবোধের আসক্তি কোনও প্রকার অসঙ্গত ভাব ধারণ করে নাই, ততদিন স্থবোধ কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু আকর্ষণ যেমন উত্তরোত্তর ন্যায় এবং সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল, স্থবোধ সেই অনুপাতে ক্রমশ অস্থির হইয়া উঠিল। একদিকে চারুবালার স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, সুমিষ্ট হাস্য এবং সুমধুর বাক্য স্থবোধকে, নেশার মত, চাপিয়া ধরিল; অপর দিকে নিরপরাধিনী মালতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তাহাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতে লাগিল। এক একদিন বিপিনবাবুর গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্থবোধ প্রতিজ্ঞা করে, পরদিন কোনমতেই চারুবালাদের বাটী যাইবে না; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইতেই শয়তান তাহার কাণে কাণে বলে, 'চল, চল, চারুবালার সুন্দর মুখের শোভা দেখিবে, চল, সুমিষ্ট কথা শুনিবে, চল, চারুবালার প্রচ্ছন্ন প্রেম উপভোগ করিবে, চল। মালতী ত চিরদিন আছে এবং চিরদিন থাকিবে, চারুবালা দুদিনের সৌভাগ্য, দুদণ্ডের শোভা, ক্ষণিকের খেলা! যেদিন তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ না করিবে, সেই দিনই ব্যর্থ, যে মুহূর্ত্ত তাহার কথা চিন্তা না করিবে, সে মুহূর্ত্তই বিফল!' নেশার মোহ যেমন অলক্ষ্যে মাতালকে মদের দোকানে উপস্থিত করে—সেইরূপ সকল তর্ক এবং সকল যত্ন নিষ্ফল করিয়া স্থবোধ যে স্থানে উপস্থিত হইত—তাহা বিপিন-বাবুর গৃহ, এবং যাহাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত, সে চারুবালা ভিন্ন অপর কেহই নহে।

দেবেন্দ্র বলিল, "অন্ধ ভাবে, সে যেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তেমনি তাকেও কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তুমিও প্রেমে অন্ধ হয়ে ভাবছ, তোমাকে কেউ বুঝতে পারছে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সবাই তোমাকে বুঝতে পেরেছে।"

স্থবোধ বলিল, "সেজন্য আমি সবাইকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাতে চাচ্ছিনে! সবাই নিজ নিজ বুদ্ধি নিয়ে তথ্য আবিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকুক, আমি ততক্ষ আপনার স্থখ নিয়ে সুখী হই।"

দেবেন্দ্র বলিল, "তুমি যাকে সুখ বলছ, সেটা যথার্থ সুখ কি না, সে বিষয়ে আমি সন্দেহ করি।"

স্থবোধ বলিল, দোহাই তোমার, সুখকে অত বিশ্লেষণ করে দেখবার

আবশ্যক দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যেই হয়—জীবনের মধ্যে হয় না। সুখ বলতে কি বুঝায়, সেইত একটা প্রহেলিকা, তার উপর আবার যথার্থ সুখ কি, সে নিয়ে তর্ক করলে, যথার্থ সুখ অন্তর্হিত হয়। আমি বলি, তর্ক করার চেয়ে উপভোগ করা ভাল।”

দেবেন্দ্র বলিল, “বাঙ্গালী যুবকদের এ একটা মস্ত দুর্ব্বলতা যে, কোন সুন্দরী বালিকার সংস্পর্শে আস্‌লে, তাকে ভাল বাস্‌তেই হবে। আমার কথা শোন, হৃদয় নিয়ে এ নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ কর। মালতী এবং চারুবালা, উভয়ের প্রতিই তুমি সমান অন্যায় আচরণ করছ।”

সুবোধ সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, যথার্থ কথা, এ নিষ্ঠুর খেলার সমাপ্তি যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। কিন্তু এর একমাত্র প্রতিকার, শিমলা ত্যাগ করা। আমি, ভাই, কালই কলিকাতায় যাব।”

দেবেন্দ্র হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, “আমার কথায় যদি তোমার মনে কষ্ট হয়ে থাকে ত আমাকে ক্ষমা কর—কিন্তু তোমার ব্যাধির চেয়ে প্রতিকার ভীষণ! চারুবালার মোহ কি এতই কঠিন এবং তোমার মন কি এতই দুর্ব্বল যে, শিমলা ছেড়ে পালান ভিন্ন উপায় নেই।”

বাস্তবিক অন্য উপায় ছিল না। সুবোধ যে চেষ্টা করে নাই, তাহা নহে। অনেকবার সে নিজেকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু সক্ষম হয় নাই। চারুবালার মুখে কি মাদকতা আছে—তাহার বাক্যে কি সুধা ক্ষরিত হয় যে তাহা হইতে সুবোধের কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। চারু-বালা যখন বলে, “সুবোধ বাবু, কাল একটু সকাল সকাল আসিবেন”, তখন এই সামান্য কথার শব্দ ও অর্থে সুবোধের চিত্ত পরিপূর্ণ ভাবে ভরিয়া উঠে। তাহার মনে হয়, বিশ্বজগতের মধ্যে তাহার যাহা কিছু কামনা আছে, তাহা যেন চারুবালার রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে, বলিতেছে, কাল আরও একটু শীঘ্র শীঘ্র এই সৌন্দর্য্য পান করিতে আসিও, এই আকাশের মত স্বচ্ছ ও উদার চক্ষুদুইটির মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি গ্রহণ করিতে, এই প্রস্ফুটিত পদ্মের মত, স্নিগ্ধ মুখখানির সলজ্জ হাসি দর্শন করিতে এবং এই কণ্ঠনিসৃত বীণা-নিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিতে আসিও। পরদিন নানাপ্রকার চিন্তা, তর্ক, গবেষণা এবং ইতস্তত করিয়া সুবোধ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বিপিন বাবুর গৃহে উপস্থিত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

— * —

বিপিনবাবুর বৈঠকখানায় সুবোধ ও বিপিনবাবু উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন, এবং চারুবালা ভ্রমণে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রিক্‌শর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিপিনবাবুর মনোযোগ ছিল সুবোধের প্রতি, এবং সুবোধের মনোযোগ ছিল, চারুবালার প্রতি।

চারুবালাকে আজ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। একখানা নীলাম্বরী শাড়ী চারুবালার দেহকে সুন্দরভাবে বেষ্টন করিয়া, তাহার বর্ণের শতগুণ গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিল। মনে হইতেছিল, চারু যেন একখানি মেঘ-বেষ্টিত চন্দ্র। যত্নবদ্ধ বেণীর চারিপাশে সুগন্ধি নারগেশ (নারশিসস্) পুষ্পের মালা জড়িত, এবং পদদ্বয় শুভ্রবর্ণ মোজা এবং জুতায় আবৃত। চারুবালার গণ্ড দুটি, শীত বায়ুর প্রভাবে সুপক্ক আপেলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। মুগ্ধ নেত্রে সুবোধ তাহাই দেখিতেছিল।

বিপিনবাবু বলিলেন, "দেখুন সুবোধ বাবু, শিমলায় অনেক রকম গাছ দেখা যায়, তার মধ্যে চারটেই প্রধান—কেলু, চিড়, বরাস, বান। বান কি জানেন?—ওক্। আপনার হাতে ওটা ওকেরই ছড়ি, এখানে কুসুমটি বলে একটা স্থান আছে, সেখানে অতি সুন্দর ছড়ি প্রস্তুত হয়।"

সুবোধ বলিল, "একদিন আপনার সঙ্গে কুসুমটি যাওয়া যাবে।"

বিপিনবাবু আগ্রহ-সহকারে বলিলেন, "বেশ ত, কালকেই যাওয়া যাবে। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই, আজ বেরোব না, মনে করেছি। চারু, তোমার রিক্‌শ এসেছে, তুমি বেড়িয়ে এস। সুবোধবাবু, আপনি যদি অনুগ্রহ করে চারুর সঙ্গে বেড়াতে যান ত, ভাল হয়। একা যাওয়া ভাল নয়। শিশিরও আজ বাড়ী নেই।"

শিশির বিপিন বাবুর বিংশতি বৎসরবয়স্ক পুত্র।

সুবোধ আগ্রহভরে বলিল, "নিশ্চয়ই যাব। চারু, আজ তোমার কোন্ দিকে যাবার ইচ্ছা?"

চারু হাসিয়া বলিল, "যে দিকে হয়, চলুন।"

সুবোধ বলিল, "চল, আজ ইলিশিয়ম্ রাউণ্ড দেওয়া যাক।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "তাই বেশ হবে।"

চারু রিক্‌শ করিয়া চলিল এবং সুবোধ তাহার পাশে পাশে পদব্রজে চলিল। চারু বলিল, "সুবোধবাবু, ইলিশিয়ম্ ত অনেক দিন গিয়েছি, আজ আমাকে প্রস্পেক্টে নিয়ে চলুন। সেখানে শুনেছি, কামনাদেবীর মন্দির আছে।"

প্রস্পেক্ট, শিমলার দুই মাইল পশ্চিমে, বালুগঞ্জে, একটি অতি মনোরম গিরিশৃঙ্গ। তাহার শিখরদেশে কামনাদেবীর মন্দির এবং খানিকটা সমতল ভূমি। তথা হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য যেমন বিশাল, তেমনই গম্ভীর, তেমনই সুন্দর। প্রস্পেক্টের শিখর হইতে সূর্য্যাস্ত দেখিতে অতি মনোহর!

প্রস্পেক্ট যাইবার কথা শুনিয়া সুবোধ মনে করিল, অতদূরে একাকী চারুবালাকে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। বিপিন বাবু শুনিলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু শয়তান পুনর্ব্বার কাণে কাণে বলিল—চারুবালাকে লইয়া একাকী প্রস্পেক্টের শিখর হইতে সূর্য্যাস্ত দেখার সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আর হইবে না, চেষ্টা করিলেও না। এ সৌভাগ্য পরিত্যাগ করিলে পরে বিশেষ অনুতাপ করিতে হইবে। সুবোধের অত্যন্ত লোভ হইল, সে চারুবালাকে বলিল, "তোমার বাবা যদি রাগ করেন?"

চারু বলিল, "আপনার সঙ্গে গেলে কখনও রাগ করবেন না।" সুবোধ তৎক্ষণাৎ আর একটা রিক্‌শ ভাড়া করিয়া তাহাতে নিজে উঠিয়া বসিল। দুইখানা রিক্‌শ দ্রুতবেগে বালুগঞ্জের দিকে ছুটিল।

প্রস্পেক্টের শিখরে আরোহণ করিতে হইলে অর্দ্ধ পথ পর্য্যন্ত রিক্‌শ করিয়া যাওয়া চলে, তাহার পর আর রিক্‌শ চলে না, হাঁটিয়া যাইতে হয়।

রিক্‌শ হইতে নামিয়া সুবোধ বলিল, "চারু, তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমার হাত ধরে চল।" বলিয়া সুবোধ চারুবালার হস্ত নিজ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিল। শীতল বায়ুতে সুবোধের হস্ত অসাড় হইয়া ছিল; চারুবালার হস্ত হইতে তড়িৎ-প্রবাহ সুবোধের দেহমধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল এবং তাহার বিপরীত প্রবাহ চারুবালার বক্ষের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া হৃদয়ের স্পন্দন বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। অনেক সময়ে হৃদয়ের কথা হৃদয় যেমন নীরবে অনুভব করিতে পারে—ভাষায় প্রকাশ করিলে তদপেক্ষা স্পষ্টতর হয় না। সুবোধ যাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া চারুবালা লজ্জিত হইতেছিল এবং চারুবালা লজ্জিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া সুবোধ উত্তরোত্তর চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

উভয়ে যখন প্রস্পেক্টের শিখর-দেশে পৌঁছিল। তখন সূর্য্য অস্তাচলে

সুবোধ ও চারুবালা।

K. V. Seyne & Bros.

নিমগ্ন হইবার কিছুক্ষণ বিলম্ব ছিল। চারুবালা প্রথমে কামনাদেবী দর্শন করিল। তৎপরে সুবোধ চারুকে লইয়া মন্দির পরিত্যাগ করিয়া শিখরস্থ মুক্ত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। নিম্নে গভীর উপত্যকার মধ্যে বিচিত্র বর্ণের শস্যক্ষেত্র ও ছোট ছোট গ্রামগুলি সুদক্ষ শিল্পীর তুলিকা দ্বারা চিত্রিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। উপত্যকার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী গগন ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, পর্ব্বতের গাত্র দিয়া বক্রগতি রেলপথ চলিয়া গিয়াছে—দেখিয়া মনে হয়, যেন এক প্রকাণ্ড সরীসৃপ অলসভাবে পর্ব্বতগাত্র বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। সম্মুখে বহুদূরে স্তূপীকৃত চুনের মত তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত-মালা সুনীল গগনের পৃষ্ঠে পবিত্রতার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছিল এবং পশ্চাতে বড় শিমলার অসংখ্য গৃহশ্রেণী পর্ব্বত-গাত্রে গ্যালারীর মুক্ত স্তরে স্তরে সজ্জিত।

দেখিয়া চারুবালা মুগ্ধ হইয়া গেল! তাহার বদনে বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার দেখিয়া সুবোধ বলিল—"চারু, কেমন দেখছ?"

চারু মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় বলিল, "চমৎকার!"

সুবোধ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে দূরে একটা পাহাড় দেখছ, উহার পিছন দিকে 'তালপাহাড়' বলে একটা পাহাড় আছে, সেখান-কার দৃশ্য আরও চমৎকার—দেখলে যেন পরীদের দেশ বলে মনে হয়। তোমার বাবার সঙ্গে তোমাকে এক দিন সেখানে নিয়ে যাব।"

কিছুদূরে একটা বেঞ্চ ছিল, সুবোধ সেটা বহন করিয়া আনিয়া সুবিধামত স্থানে স্থাপন করিল। তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছে। সুবোধ বলিল—"চারু, এই বেঞ্চিতে বসে সূর্য্যাস্ত দেখ।"

চারু উপবেশন করিলে, সুবোধ তাহার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল।

"চারু, অত কাঁপছ কেন? তোমার কি শীত কচ্ছে?"

চারু বলিল, "না।"

"আমার গায়ের কাপড়টা তোমার গায়ে দেব?"

পুনর্ব্বার চারু বলিল "না।"

"না, তোমার ঠাণ্ডা লাগচে" বলিয়া সুবোধ নিজের গাত্রবস্ত্র চারুবালার দেহে জড়াইয়া দিল। কিন্তু চারুবালার সহিত কথা কহিতে সুবোধের কণ্ঠস্বর কেন কাঁপিতেছিল! সে কথা জিজ্ঞাসা করার সামর্থ্যও চারুবালার ছিল না, সাহসও ছিল না।

অস্তমান সূর্য্যের রক্তাভ কিরণপাতে চারুবালার মুখের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল—সুবোধ মুগ্ধ নেত্রে দেখিতেছিল। সে রক্তবর্ণের মধ্যে কতখানি সূর্য্যকিরণের দ্বারা এবং কতখানি লজ্জার দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপিত করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। সুবোধ সে হিসাব পরিত্যাগ করিয়া শুধু তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

তখন সূর্য্য পর্ব্বতের অন্তরালে অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দিবস যেন বিদায়-কালে পশ্চিম আকাশকে শেষ চুম্বন দান করিতেছে—সেই লজ্জায় পশ্চিমাকাশ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

অলক্ষ্যে সুবোধের হস্ত চারুবালার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল—এবং অলক্ষ্যে সুবোধের মুখ চারুবালার কর্ণের অতিশয় নিকটে উপস্থিত হইল। সুবোধ ধীরস্বরে ডাকিল, "চারু!" মন্ত্র-চালিতের মত, চারুবালা ধীরে ধীরে সুবোধের দিকে মুখ ফিরাইল। তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে সুবোধের মন হইতে বিশ্বজগৎ বিলুপ্ত হইল। আকাশ, পর্ব্বত, বিপিনবাবু, মালতী, দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত লুপ্ত হইল। রহিল কেবল চক্ষের সম্মুখে চারুবালার সুধামিশ্রিত রক্তিম অধর! মুহূর্ত্তের জন্য সুবোধের লোলুপ্ত অধর চারুবালার অধরে স্থানলাভ করিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। সচকিত হইয়া উভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিল, পশ্চাতে মন্দিরের সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান।

সন্ন্যাসী সস্নেহে বলিল, "পরসাদ লেও, মায়ী।"

চারুবালা হস্ত পাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল। কয়েকখানা বাতাসা এবং কিছু কিস্মিস্।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুবোধ বলিল, "আমি অকপটে সমস্ত কথা তোমাকে বলেছি, তা শুনে, আমি যদি কাল চলে যাই, তোমার দুঃখ করা উচিত নয়।"

দেবেন্দ্র বলিল, "উচিত-অনুচিত বিচার করে দুঃখবোধ হয় না। দুঃখের কারণ উপস্থিত হ'লেই দুঃখ বোধ হয়। তুমি যে কারণেই চলে

সুবোধ বলিল, "আমি মালতীর প্রতি অন্যায় করেছি, বিপিনবাবুর প্রতি অন্যায় করেছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায় করেছি, চারুবালার প্রতি। তাকে নিয়ে দুদিন নিষ্ঠুরভাবে খেলা করে—অবশেষে তাকে অবহেলায় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। এত জঘন্য স্বার্থপরতা—আর কি হতে পারে! সে যখন দুদিন পরে সব জানতে পারবে, তখন ভাববে, একটা নিষ্ঠুর জানোয়ার শিমলা পাহাড়ে বেড়াতে এসে তার হৃদয় নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে চলে গেছে।"

দেবেন্দ্র সুবোধকে একটু সান্ত্বনা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "তুমি এমন কিছু অন্যায় আচরণ করনি—যার জন্য এতটা অনুশোচনা করিতে পার। এ দুদিনের কথা, দুদিনেই সকলে ভুলে যাবে।"

সুবোধ বলিল, "সবাই ভুলে যাবে—কেবল ভুলবে না, দুটি প্রাণী,—যে অন্যায় করেছে এবং যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। আমি চারু-বালার প্রতি যে আচরণ করেছি, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে যতটুকু বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি চারুবালার আছে।"

দেবেন্দ্র বলিল—"সব ত হ'ল। তোমার বেরী-বেরীর সংবাদ কি? সে পাপ গিয়েছ ত?"

সুবোধ বলিল, "সে অনেকদিন গিয়েছে—বৃহৎ পাপের মধ্যে ক্ষুদ্র পাপের লয় হয়েছে। এখন এ পাপের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য কাল বাঙ্গলা দেশে পালাতে হবে। পাহাড়ের উপর এর একটা সম্ভবমত মিটমাট হবার কোন উপায় নেই।"

রাত্রে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে করিতে সুবোধ অস্থির হইয়া উঠিল। নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়া তাহার লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। সে বিবাহিত—মালতী তাহার স্নেহময়ী সুন্দরী পত্নী—তবে তাহার এ মূঢ়তা হইয়াছিল কেন? সুবোধ নিশ্চল হইয়া মালতীর কথা চিন্তা করিতে লাগিল। অসুখের সময় মালতীর প্রাণপণ সেবা, সুবো-ধের মানসিক উত্তেজনার সময় মালতীর সুমধুর সান্ত্বনা, শিমলা আসি-বার সময় বিদায়কালে মালতীর সকরুণ ব্যবহার, আরও কত দিনকার কত সুখময় স্মৃতি! এমন গুণবতী স্ত্রীর প্রতি সুবোধ নির্ম্মমভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে—তাহার প্রেমকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে—সুবোধ হৃদয়ের মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল

একটি নির্ম্মল অনাঘ্রাত কুসুম চারুবালা, শরৎকালের শিশিরস্নাত পুষ্পের মত ঢল ঢল করিতেছিল, সুবোধ তাহাকে মলিন করিয়াছে, তাহাকে আঘ্রাণ করিয়াছে,—শুধু ক্রীড়াচ্ছলে, শুধু নির্দ্দয়ভাবে! প্রস্পেক্টের ঘটনা চারুবালার চিরদিন স্মরণ থাকিবে—চিরদিন সে সুবোধকে অসচ্চরিত্র প্রবঞ্চক বলিয়া মনে রাখিবে, চিরদিন তাহার হৃদয়ে সুবোধের স্মৃতি মসীময় হইয়া থাকিবে। হায়, অজ্ঞানহৃদয় সরলা বালিকা! সে নিষ্পাপ অন্তঃকরণে সুবোধকে বিশ্বাস করিয়াছিল—সুবোধ সে সুযোগের সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে! তাহার শিক্ষাকে ধিক্, তাহার সভ্যতাকে ধিক্, তাহার সুরুচিকে ধিক্! কিছুই তাহার দুর্ব্বল হৃদয়কে রক্ষা করিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাতে যখন দেবেন্দ্র সুবোধের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন সুবোধ মহা উৎসাহের সহিত পোর্টম্যাণ্ট, ক্যাশবাক্স, বিছানা-পত্র লইয়া গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মুখ হইতে পূর্ব্বরাত্রের সে অস্থিরতার চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে।

দেবেন্দ্র বলিল, "আজকেই নাকি?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "আজকেই।"

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "এ কঠিন মন দুদিন পূর্ব্বে কোথায় ছিল—তা'হলে ত কোন গোলই হত না। যত কাঠিন্য কি শিমলা ত্যাগ করবার সময়ই জুটল?"

সুবোধ বলিল, "পূর্ব্বকাল অবহেলা করে যেই জন।
পশ্চাৎ তাহারে ব্যথা দেয় অনুক্ষণ॥

পূর্ব্বে যদি একটু কঠিন হতে পারতুম, তাহ'লে এখন এত কাঠিন্যের কোন প্রয়োজন হত না। মন্দ ছেলের মত আমার স্কুল ছেড়ে পালান ভিন্ন আর কোনও উপায় নেই—অত্যন্ত পেছিয়ে পড়েছি!"

দেবেন্দ্র বলিল, "সে হচ্ছে না। তুমি যে ভীরুর মত রণে ভঙ্গ দিয়া পালাবে, তা হবে না। আরও কিছুদিন এখানে থেকে শরীর এবং মন দুই সুস্থ করে তবে তুমি যেতে পাবে। শুধু তোমার মন নয়, চারুবালার মনও সুস্থ করে দিয়ে যেতে হবে।"

সুবোধ বলিল, "দোহাই তোমার, আমি অত বড় বীর নই। তা যদি হতাম, তা হলে প্রথম যুদ্ধেই অমন শোচনীয় পরাজয় হত না। আমি কাপুরুষ, আমাকে কাপুরুষের মত পালাতে দাও—বাধা দিও না।"

কিন্তু বাধা সশরীরে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একটি বাবু এসেছেন," এবং তাহার পশ্চাতে বিপিনবাবুর পুত্র শিশির প্রবেশ করিল।

শিশির উভয়কে নমস্কার করিয়া বলিল, "সুবোধবাবু, আজ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী আপনার আহারের নিমন্ত্রণ। আজ অন্য দিনের মত নয়—আজ একটু বিশেষভাবে আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি।"

সুবোধ চিন্তিতভাবে বলিল, "বিশেষভাবে কি রকম?"

শিশির হাসিয়া বলিল—"সে এখন বলব না, যথাকালে টের পাবেন।"

সুবোধ বলিল, "কিন্তু আমি যে আজ কলিকাতায় যাবার উদ্যোগ করছিলাম।"

শিশির কক্ষ-মধ্যস্থ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কই, আমরা ত কিছুই জানতাম না! হঠাৎ আজ চলে যাচ্ছিলেন যে?"

কোনও বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া সুবোধ বলিল—"হঠাৎ একদিন এসেছিলাম—হঠাৎ একদিন চলে যাচ্ছি।"

শিশির বলিল—আজকে যাওয়া আপনার কিছুতেই হতে পারে না। আজ রাত্রে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে।"

সুবোধ অর্দ্ধ সজ্জিত পোর্টম্যাণ্টের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দেবেন্দ্র বলিল—"আজ সন্ধ্যার সময়ে সুবোধ আপনাদের বাড়ী নিশ্চয়ই যাবে। আপনারা নিমন্ত্রণ করে ভালই করেছেন। না করলেও আজ সুবোধের যাওয়া হত না। আমি সুবোধের জন্য দায়ী রহিলাম।"

শিশির বলিল—"তা'হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি?"

দেবেন্দ্র বলিল "নিশ্চয়ই।"

শিশির প্রস্থান করিলে সুবোধ বলিল "বিশেষভাবে নিমন্ত্রণের কি অর্থ আমি ত কিছু বুঝতে পারচি নে। চারু কি সব কথা বলে দিয়েছে! শেষ কালে বিশেষভাবে প্রহার খেয়ে আসতে হবে না ত?"

দেবেন্দ্র বলিল "বাস্তবিক বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা কি আমিও ঠিক বুঝতে পারচিনে।

সুবোধ বলিল "আমি যেমন যাচ্ছিলাম, চলে যাই। তুমি সন্ধ্যার সময়ে আমার প্রতিভু হয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ো।

পালাবে, আর প্রহারের নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করব! মধু এবং কণ্টক দুই তোমাকে সহ্য কর্‌তে হবে।"

সুবোধ বলিল "আমি আজ নিশ্চয়ই চলে যেতাম, কিন্তু আজ রাত্রের ব্যাপারটা না দেখে যেতে পারচিনে। কালকেই যাব।"

সুবোধের মনে চারুবালার মোহ আবার নূতন করিয়া সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিল। আবার চারুবালাকে দেখিবার জন্য মন চঞ্চল হইল। কামনাদেবী পর্ব্বতের ঘটনার পর চারুবালার কি প্রকার ভাবান্তর হইয়াছে, সুবোধের সহিত সাক্ষাত হইলে সে কি কথা বলিবে, কেমন করিয়া তাহার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিবে, কি কথা সে ভাষায় প্রকাশ করিবে না এবং কি কথা সে ভাবে ব্যক্ত করিবে ইত্যাদি জানিবার জন্য তাহার অতিশয় কৌতুহল হইতে লাগিল। উৎসুক হৃদয়ে সে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময়ে কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সহিত সুবোধচন্দ্র বিপিনবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। প্রথমেই বারাণ্ডায় বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ।

বিপিন বাবু বলিলেন, "এস সুবোধ, ঘরের মধ্যে গিয়ে বোস, আমি এখনি আসছি।"

বিপিন বাবুর সম্ভাষণ শুনিয়া সুবোধ একটু বিস্মিত হইল। অবশ্য বিপিনবাবুর সহিত সুবোধের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত একদিনও তিনি 'সুবোধ' এবং তুমি বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, আজ সহসা এই পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? তবে কি চারুর সহিত বিবাহের জন্য বিপিনবাবু আজ সুবোধকে অনুরোধ করিবেন? তাহা হইলে ত মহা বিপদের কথা!

চিন্তিত হৃদয়ে সুবোধ ঘরে গিয়া বসিল। কিন্তু বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সুধা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, জামাইবাবু, মা আপনাকে বাড়ীর ভেতর ডাক্‌ছেন।"

শুনিয়া সুবোধের বিশ্বাস হইল না—সে মনে ভাবিল, হয় সুধা ভুল বলিতেছে—নয় কর্ণ ভুল শুনিতেছে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছ মি তুং"

সুধা অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিল—"মা আপনাকে বাড়ীর ভেতর ডাকছেন। আপনি আসুন!"

সুবোধের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। সমস্ত ব্যাপার তাহার দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তবে কি ইঁহারা চারুর সহিত তাহার বিবাহ একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। না আর কোনও রহস্য ইহার ভিতর নিহিত আছে? না সুবোধ স্বপ্ন দেখিতেছে, না সুধা প্রলাপ বকিতেছে?

বারাণ্ডা হইতে বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধ বাড়ীর ভেতর যাও!"

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সুবোধ সুধার সহিত অন্দরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে বিপিনবাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া প্রথমে নত হইয়া প্রণাম করিল। বিপিন বাবুর স্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারুবালা মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল, দেখিয়া উদ্বেগে ও বিস্ময়ে সুবোধের মস্তক ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল এবং ললাট নবেম্বর মাসের শীতেও স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল।

বিপিনবাবুর স্ত্রী বলিলেন "তুমি যে আমাদের এত আপনার তা'ত পূর্ব্বে জানতাম না। কাল সন্ধ্যার সময়ে মালতীর চিঠি পেয়ে টের পেলাম। কয়েক দিন হ'ল চারু মালতীকে চিঠি লিখেছিল, সে তার উত্তর দিয়েছে। সে জানত না যে আমরা শিমলায় এসেছি। তোমার একটা ফটোও পাঠিয়ে দিয়েছে।"

বিপিনবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন "মালতী আমার ভাগ্নী, তোমার বিবাহের সময়ে আমারা ত উপস্থিত হতে পারিনি; সেই জন্য তোমাকে দেখে চিন্‌তে পারিনি। আর আমার কেমন একটা ধারণা ছিল যে তুমি অবিবাহিত। তুমি বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে একদিন আমাকে সেই রকম বলেছিলে।"

লজ্জায়, ঘৃণায়, সঙ্কোচে সুবোধের মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল! ছি, ছি, মামাশ্বশুরের সহিত প্রতারণা এবং শ্যালিকার সহিত প্রেম! বিপিনবাবুর প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনা সুবোধকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল।

কোনপ্রকারে আহার সমাপন করিয়া সুবোধ যখন বিশ্রামের জন্য একটু বসিল। তখন তাহার নিকট চারু এবং সুধা ভিন্ন অপর কেহই ছিল না।

সুবোধ বলিল—"চারু, মালতীর চিঠিটা একবার দেখাবে?" চারু

ছিল "তোমার জামাই বাবু—শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র শিমলায় চেঞ্জে গেছেন। তাঁর সন্ধান পাবার তোমাদের কোনও সম্ভাবনা নেই। আমি তাঁর একটা ফটো পাঠাইলাম; তাই দেখে যদি তাঁকে বা'র কর্ত্তে পার।

সুবোধ বলিল "ফটোটা দেখি।" চারু সুবোধের হস্তে ফটো দিল।

সুবোধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফটোটি মালতী চারুকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ফটোর পশ্চাৎভাগে লিখিত—"সস্নেহে চারুবালাকে প্রদান করিলাম।" দেখিয়া সুবোধ শিহরিয়া উঠিল। ফটো ও পত্র চারুকে প্রত্যর্পণ করিয়া সুবোধ বলিল "সুধা একটা পান আন ত।"

সুধা পান আনিতে চলিয়া গেল।

সুবোধ বলিল—"চারু আমি তোমার নিকট অপরাধ করেছি—আমাকে ক্ষমা করো।"

শুনিয়া চারুবালার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। সুবোধ দেখিল এ সেই কামনাদেবী পর্ব্বতের সূর্য্যাস্ত কালের মুখ।

সুবোধ যখন দেবেন্দ্রের গৃহে ফিরিল, তখন দেবেন্দ্র আহার সমাপন করিয়া সুবোধের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। সুবোধকে দেখিয়া বলিল "কি হে!—ব্যাপার খানা কি?"

সুবোধ সমস্ত ঘটনা দেবেন্দ্রকে বলিল।

দেবেন্দ্র বলিল "বল কি হে এমন তর অদ্ভুত ঘটনা উপন্যাসের মধ্যেও ঘটে না!" বলিয়া দেবেন্দ্র অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত হাস্য করিল; এবং সেই অবসরে পর দিন এগারটার গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে সুবোধ তাহার বাকি দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন শিমলার নিকট ও চারুবালার প্রেমের নিকট মনে মনে বিদায় লইয়া সুবোধ কলিকাতা যাত্রা করিল। রেল যখন বক্রগতিতে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কালুকার দিকে নামিয়া চলিল, তখন সুবোধের দুর্ব্বল চিত্ত বারম্বার বলিতেছিল হে মুগ্ধকারিণী, বিদায়, বিদায়, তোমার দৃষ্টি হইতে বিদায়, কিন্তু স্নেহ হইতে নহে! তোমার প্রেম হইতে বিদায়, কিন্তু

স্মৃতি হইতে নহে! এ দীনকে স্নেহ করো এবং এ দুর্ভাগাকে মনে রেখো। প্রস্পেক্ট পর্ব্বতের শিখরদেশ যতক্ষণ দেখা গেল,ততক্ষণ সুবোধ নির্ণিমেষ নয়নে তাহাই দেখিল। অবশেষে তাহা যখন দৃষ্টির অন্তরালে মিশাইয়া গেল তখন একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পর্ব্বতের শীতল পবনের মধ্য দিয়া কোনও দুর্ব্বলহৃদয়া বালিকার নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে বিচলিত করে নাই,তাহা কে বলিতেপারে!

যতক্ষণ সুবোধ পর্ব্বতপুঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল, শিমলার আকর্ষণ, চারুবালার মোহ, তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া রহিল। কিন্তু কালকায় পৌঁছিয়া সুবোধ যখন কলিকাতার গাড়িতে আরোহণ করিল—তখন, সহস্র মাইলের ব্যবধান লুপ্ত হইয়া তাহার যেন মনে হইল সে কলিকাতায় মালতীর নিকট প্রায় উপস্থিত হইয়াছে। রেল যখন নক্ষত্রবেগে কলিকাতার দিকে ছুটিল—তখন প্রখর সূর্য্যকরে তুষার যেমন ধীরে ধীরে গলিয়া গিয়া ক্রমশঃ প্রচ্ছন্ন তরু লতা পর্ব্বত প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া উঠে তেমনি সুবোধের মন হইতে চারুবালার প্রভাব ক্রমশঃ অপহৃত হইতে লাগিল। সুবোধ মনে মনে বলিতে লাগিল—হে অভিমানিনী, তোমার নিকট আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি—প্রাণপণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ করিব। তোমার প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি—সে বিশ্বাস আমি পুনস্থাপিত করিব। তোমার প্রতি আমি উৎপীড়ন করিয়াছি—প্রকাশ্যভাবে তাহার জন্য ক্ষমা চাহিব। সুবোধ মনে মনে স্থির করিল যে, সকল কথা সে মালতীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবে।

কিন্তু সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সুবোধ যখন কলিকাতায় পৌঁছিল তখন অবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহার তিন দিবস পূর্ব্বে সহসা মালতী ইহলোকের সব সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! সুবোধ তাহার নিকট হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করিবে—তাহার জন্যও সে অপেক্ষা করে নাই। কেহ তাহাকে কিছু বলে নাই—অথচ সে যেন সব মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল—তাই অভিমানিনী যথাসময়ে জীবনের লীলাভূমি হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছে। কাহাকেও অভিযোগ করে নাই—কাহাকেও অনুযোগ করে নাই; শুধু সকল দ্বন্দ্ব, সকল অশান্তির মধ্য হইতে নিজেকে লুপ্ত করিয়া অপরের জন্য পথ নিষ্কণ্টক করিয়া চলিয়া গিয়াছে!

সুবোধ যখন শুনিল যে মালতী চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহার মনে হইল যে, সে যেন কয়েক মাস হইতে এক ভীষণ

দুঃস্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ; যাহা হইতে তাহার আর কান ক্রমেই নিস্তার নাই। ক্রমশই অন্ধকার হইতে অন্ধকারের মধ্যে প্র .শ ; ক্রমশই দুঃখ হইতে দুঃখের মধ্যে নিমজ্জন ! দুঃখে শোকে সুবোধ এমন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেল যে তাহার বন্ধুবান্ধব এবং নিকট আত্মীয়গণ পর্য্যন্ত তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিল। যাহারা সুবোধের অন্তরের ব্যথা জানিত না ; তাহারা শুধু ধূম্র দেখিয়া নিন্দা করিল—বহ্নির কথা বুঝিল না।

মালতীর মৃত্যুর দুইমাস পরে সুবোধ বিপিনবাবুর এক পত্র পাইল। বিপিন বাবু লিখিয়াছেন—"তোমার চিত্তের এরূপ অশান্ত অবস্থার সময়ে তোমাকে যে কথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি তাহার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আমার কন্যা চারুবালার সহিত তোমার বিবাহ হয়, তাহা তোমার পিতামাতা এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা। এ বিবাহ না হইলে আমার কন্যার অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। তাহার কারণ তুমি কতকটা বুঝিয়া লইতে পারিবে। এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তোমার অভিমত আমাকে জানাইও।"

বিপিনবাবুর পত্র পাঠ করিয়া সুবোধ শিহরিয়া উঠিল। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! কিছুদিন পূর্ব্বে যাহাকে লইয়া সুবোধ সামান্য ক্রীড়ার বস্তুর ন্যায় খেলা করিয়াছে—কি মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া সে আজ কঠোর সত্য-রূপে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন তাহাকে লইয়া খেলা করাও চলেনা, অথচ সহজে তাহাকে পরিত্যাগ করাও যায় না। বৃক্ষে যখন শুধু ফুল ফুটিয়াছিল তখন তাহার সৌন্দর্য্যে সুবোধের নয়ন মুগ্ধ হইয়াছিল—তাহার সৌরভে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল—তাহা লইয়া সুবোধ অবহেলার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিল ; কিন্তু এখন সেই বৃক্ষে পুষ্প অন্তর্হিত হইয়া ফল ফলিয়াছে—সেই ফলের অম্ল-মধুর রসের মধ্যে সুধা না গরল কি নিহিত আছে তাহা চিন্তা করিয়া সুবোধ অস্থির হইয়া উঠিল। অবিবেচকের ন্যায় শুধু আর খেলা করা চলে না, এখন ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তখন শীতকাল ; লাটসাহেবের অফিসগুলি কলিকাতায় উপস্থিত। দেবেন্দ্রর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুবোধ বিপিনবাবুর পত্র দেখাইল। পত্রপাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বলিল—"উপস্থিত ক্ষেত্রে চারুবালাকে বিবাহ করাই সর্ব্বতো-ভাবে তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য বলে আমার মনে হয়।"

সুবোধ বলিল—"কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কর্ত্তব্য !"

সকল শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যগুলাই ত্যাগ করিতে হয়। শিমলায় চারুবালার প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য ছিল তাহা তুমি কর নাই। পুনর্ব্বার যদি তাহার প্রতি কর্ত্তব্য হ'তে বিচ্যুত হও ত' তুমি দ্বিতীয়বার চারুবালার প্রতি অবিচার করিবে।"

প্রথমে বিপিনবাবুর প্রস্তাবের প্রতি সুবোধের মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিল, কিন্তু নিরপরাধিনী চারুবালার কথা মনে করিয়া সুবোধ ভাবিল—সে চারুবালার প্রতি যে গুরুতর অত্যাচার করিয়াছে,চারুবালাকে বিবাহ করিলে তাহার কতকটা প্রতিকার হয়। একমাত্র তাহারই দোষে যে জটিল গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, চারুবালাকে বিবাহ করিলে তাহার মোটামোটি একটা রফা হইবার সম্ভাবনা। সুবোধ বিপিনবাবুর পত্রোত্তরে লিখিল—চারুবালার কোন আপত্তি না থাকিলে সে চারুবালাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছে।

উপসংহার।

সুবোধের সহিত চারুবালার বিবাহ হইয়া গেল।

যে সকল বন্ধু বান্ধব মালতীর মৃত্যুর পর সুবোধের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহারা সুবোধকে এত শীঘ্র পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইল। তাহারা ভিতরকার কথা কিছুই বুঝিল না। শুধু সুবোধকে অত্যন্ত লঘু প্রকৃতি বলিয়া মনে করিল। সে যেমন সহজে কাঁদিতে পারে, তেমনি সহজে হাসিতে পারে।

কিন্তু চারুবালার সহিত বিবাহের পর হইতে সুবোধ যে দুঃসহ যন্ত্রণা হৃদয়ের মধ্যে অণুক্ষণ বহন করিতেছিল তাহার সংবাদ কেহও জানিত না। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক চারুবালাকে বিবাহ করে নাই—এবং বিবাহ করিয়াও সে সুখী হইতে পারিল না। মালতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সুবোধ যে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার দণ্ড মালতীর মৃত্যুতেই শেষ হয় নাই। চারুবালার সহিত বিবাহও সেই প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। কঠোর নিয়তি সুবোধের স্বহস্ত নির্ম্মিত অস্ত্রে সুবোধকে আঘাত করিয়াছে, চারুবালাই তাহার সমগ্র অপরাধ এবং অনুশোচনাকে অহরহঃ সুস্পষ্ট ভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছে। তাহার বিস্মৃতি নাই, সমাপ্তি নাই, বিরাম নাই।

শিমলায় চারুবালার প্রতি সুবোধের যে তীব্র মোহ ছিল তাহা আকাশের নীলিমায় ইন্দ্রধনুর বর্ণের মত নিঃশব্দে কখন মিশাইয়া গিয়াছে। এখন চারুবালাকে দেখিলে সুবোধ মনে করে, সে যেন পরকালে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে বলিয়াই অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে অদৃষ্ট চারুবালাকে তাহার সহিত আবদ্ধ করিয়া

দিয়াছে। চারুবালার হাসির মধ্যে যেন অশ্রু, সোহাগের মধ্যে যেন অনুযোগ এবং ভালবাসার মধ্যে যেন বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সুবোধকে নিপীড়িত করে। সুবোধ তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ের সমগ্র শক্তি সঞ্চয় করিয়া চারুবালাকে ভালবাসিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সক্ষম হয় না। মালতীর স্মৃতি তাহাদের উভয়ের মধ্যে এক অনতিক্রমনীয় বাধার মত উভয়কে পৃথক করিয়া রাখে; কোনমতেই কাছা-কাছি আসিতে দেয় না।

বিবাহের ছয়মাস পরে একদিন শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে সিমুলতলার এক ফুলবাগানে বসিয়া সুবোধ চারুবালার সহিত গল্প করিতেছিল।

সুবোধ বলিল—"চারু, আমার সর্ব্বদা কেমন মনে হয়, আমার সহিত বিবাহ হয়ে তুমি সুখী হতে পারনি।"

চারু বলিল—"তোমার সহিত বিবাহ হয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে—কিন্তু হঠাৎ একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হয়, আর বড় কষ্ট হয়।"

সুবোধ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা?"

চারুবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—বলিল "আমিই বোধ হয় মালতী দিদির মৃত্যুর কারণ।"

"কেন?"

"শিমলায় কামনাদেবী পাহাড়ের কথা তোমার সব মনে পড়ে?"

"পড়ে!"

"তোমার মনে আছে, ফিরে আসবার সময় আমি আর একবার ইচ্ছা করে মন্দিরে ঢুকে ছিলাম। সুবোধ রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল "আছে!"

চারুবালা বলিল—"তোমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে আমার তখন অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। আমি মন্দিরে প্রবেশ করে, সর্ব্বান্তকরণে কামনা করেছিলাম যে তুমি ভিন্ন আর যেন কেউ আমার স্বামী না হয়। মালতী-দিদির জীবন দিয়ে আমার সে কামনা পূর্ণ হোল। কিন্তু আমি যদি জানতাম যে তুমি মালতী দিদির স্বামী, তা হলে কখনই—"চারুর চক্ষু দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চারুবালার কথা শুনিয়া সুবোধ শিহরিয়া উঠিল! সেই দিনই সন্ধ্যার পর বিসূচিকা রোগে মালতীর মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু সুবোধ সে কথা চারুবালাকে বলিল না।

বর্ষায়—মেঘদূত।

(সংস্কৃত ইন্দ্রবজ্রাদির অনুরূপ ছন্দে পাঠ্য।)

বরিষায় ধৌত ধরামালিন্যে
পঙ্কিল-তরঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী,
গো শকট-কুলি-কল কল্ল কুলা,
জাহাজ-বক্ষা ভাগীরথী তীরে। ১।

শকট চক্রে ঘর্ঘর ধ্বনিত
হয়-পদ-পাদুকাক্ষেপে ঠক্কারিত,
ভিক্ষু-ফিরিয়লা-নাদে নিনাদিত
সমন্বিতাষ্ট-রস সপ্ত-স্বরে। ২।

ট্রাম কম্পিত গোশকটবন্ধ
গবাশ্ব মানব পদ-পৃষ্ট পঙ্ক,
—শকট চক্রে ক্ষিপ্তেতস্ততশ্চ—
রাজ পথ মালিনী কলিকাতায়াম্ ।৩।

দ্বিতলাট্টালিকাস্থ প্রকোষ্ঠমধ্যে
গবাক্ষ পার্শ্বে চেয়ারোপবিষ্ট,
নবীন চন্দ্র নিবিষ্ট চিন্তায়,
ধূমিত সিগারেট বিষণ্ণ মুখে। ৪।

বরিষায় সিক্ত পবনশৈত্য
বারিতে দেহ র‍্যাপারাবৃত,
জড়িত কণ্ঠ ফ্লানেলখণ্ডে
সিগারেট ধূমে রক্ষিত নাসা। ৫।

প্রাচীরলগ্ন প্রাচীন খট্টায়
মলিন শয্যা—ধিক্ ধোপারে!
ন্যস্তেতস্ততশ্চ পুস্তকাবলী,
সে মলিন শয্যায় টেবিলস্যোপরি। ৬।

প্রণয় কাব্যের Choice Quotations,
পেন্সিলে অঙ্কিত প্রাচীর গাত্রে,
আকীর্ণ মেজে শালপত্র ঠোঙায়,
ধূল্যবলুণ্ঠিত ছেঁড়া খাতাপত্রে। ৭।

চঞ্চল পবনে নীরধারা বর্ষী
নবীন নীরদাবৃত নভোপানে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে নবীন চাহি,
নীরদ সম্ভাষি কাতরে কহে ; ৮।

"সিন্ধুজলোত্থিত নীরদ হে বর,
শুভাগমনে তব হর্ষিত চাষা,
প্লাবিত পঙ্কিত অসূর্য্যম্পশ্য
থিক্ থিক্ জোঁক পোকে জঙ্গলিত বঙ্গ। ৯।

"চঞ্চল ঢল ঢল বিপুলাঙ্গ ধূম্র,
সুগম্ভীর গর্জ্জী নীরবর্ষী ধারে,
হেরি তোমা নবঘন নীরদ হে
বিরহী প্রাণে ওঠে প্রেয়সী চিন্তা। ১০।

"প্রেয়সী আহা মোর সুগোলাঙ্গী শ্যামা
চিরাভিমানিনী সদাম্বুদাক্ষী
গজেন্দ্রকামিনী গজেন্দ্রগামিনী
গজেন্দ্রনাদিনী গজেন্দ্রদন্তা। ১১।

"চঞ্চল সুশীতল সমীর সঙ্গে
অম্বুদ যেই দিকে ধাইছ রঙ্গে ;
বিরাজে সেই দিকে কুটীরে দীন
এ দীনদয়িতা সে দীনানন্দদাত্রী। ১২।

"বঙ্কিম বহুঠামে সকর্দ্দমাম্বু
ঘন পানা-বক্ষা খালিকা ক্ষুদ্রা,
অদূরে তীরে তার দেখিবে গৃহ
বেষ্টিত তরুলতা সজীব গুল্মে। ১৩।

"বেষ্টিত শ্যামালতা গুলঞ্চাম্র জাম,
কণ্টকী সুফলা তিন্তিড়ী গাব,
নবপত্রা কদলী নয়নাভিরামা,
হিল্লোলিতা বাতে হরিদ্‌বংশাবলী। ১৪।

"টল টল জলরূপা মুকুতায় ফুল্ল
নির্ম্মল ঢল ঢল নব কচুপত্রিকা,
ষষ্ঠিকাদি শোভে আনাচ কানাচে
মশক ভেকগানে নিনাদিত সাঁঝে। ১৫।

"সুপুষ্পা সুফলা কুষ্মাণ্ডলতা
শোভে গৃহ চালিকায় আবরি ছিদ্র,
প্রসারিত নিম্নে সিক্ত বাস কন্থা
সবৎসা মার্জারী নিদ্রিতান্তরালে। ১৬।

"পদচিহ্নে ভিন্ন সুকোমল পঙ্কে
পঙ্কিল পিচ্ছিল বা প্রাঙ্গণ পন্থা,
উদ্ভিন্ন গৃহকোল কেঁচো কিল্‌কিলিত,
নীরব কোণে কুত্র উদ্‌গ্রীব ভেক। ১৭।

"সতেজ তক্‌ তকে নবপানাদামিত
গোসর্প তাড়নে হংস-কলরবিত
নবজলে ফুল্ল ভেক নিনাদিত
গৃহের প্রাচ্যে শোভে দিব্য সরঃ। ১৮।

"সে গৃহে কভু প্রিয়া গোময়লেপিনী,
মার্জ্জিনী বাসন সে সরস্তীরে বা,
কলসী বা কক্ষে কভু তত্র গামিনী,
আর্দ্রেন্ধন ফুৎকারে অশ্রু বা পাতিনী। ১৯।

"কাঁটাল লেবু কলায় কভু পান্তাভক্ষিনী,
সেলায়িনী কন্থা কভু ছিন্নবাসে,
ধান্য বা ভানিনী কভু ঢেঁকী শালে,
পঙ্কেক্ষত পদে তৈল বা মর্দ্দিনী। ২০।

"চিনিয়া গৃহ মোর যে ভাবে যত্র,
দেখিবে কান্তারে বারিদ হে সখা!
বিরহী কান্ত কত হেথা সহে,
সবারি বর্ষণে কহিও তারে! ২১।

"নিশায় ছাতে সিক্তাকাশতলে
বিরহে তপ্ত বাসমুক্ত দেহ,
শীতলীকার্য্যে কভু পর্য্যটণে
শয়নে বা কভু লেগেছে সর্দ্দি। ২২।

"অবরুদ্ধ কণ্ঠ,—বিরহ সঙ্গীতে
হৃদয় ক্লিষ্ট নারি সান্ত্বনিতে
পিপুল্যাদি চূর্ণ চাযুষ্ঠিপাচন,
ভক্ষিনু কত কিন্তু কণ্ঠ না ছাড়ে। ২৩।

বিষণ্ণ মন সদা, অবসন্ন দেহ,
পুস্তক করগতে দেহ শয্যাগত,
নাসিকা ধ্বনিতে সঙ্গিরা ত্যক্ত,
এ বারও পাশ বুঝি কপালে নাস্তি। ২৪।

"হিয়াগ্নি সংযোগে জঠরাগ্নি দীপ্ত,
দিবস শর্ব্বরী দেহমন দহে।
বামুনপক্ক দুখরোচ্য ভোজ্যে
পাচিনী প্রিয়া মূর্ত্তি ব্যথয়ে হৃদি। ২৫।

"কহিও প্রিয়ারে এ দুঃখ বার্ত্তা,
দিওগো তারে আর—চুঃ—চুঃ-শ্চুক্—
উড়ায়ে যে চুম্বন দিনু তোমাপানে—
বিরহদীপ্ত প্রেমাবেগ পূর্ণ।" ২৬।

এ হেন কালে, "আসেনি ঝি আজ
বামুন ও তাই—কর পৈটিকী চিন্তা,"
কহিল তারাপদ আসি অকস্মাৎ,

হিয়াগ্নি সংযোগে জঠরাগ্নি দগ্ধ
নবীন চমকি "অ্যাঁ" শব্দে উঠি,
তক্কার্দ্ধ পকেটি চলিল ত্রস্ত,
মোদক গৃহপানে ছত্রিকা শিরে। ২৯।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

নবীনের সংসার।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বালুকাময় বেলাভূমে বসিয়া একটী যুবক সমুদ্রের ভীম-ভীষণ-নিনাদ শ্রবণ করিতেছিল। সম্মুখেই অপার জলধি। নীল-সিন্ধুর ঊর্ম্মিময়, ফেণময় নৃত্য উল্লম্ফন দেখিয়া যুবক ভাবিতেছিল ঐ অনন্ত বারিধির ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে কত দূর দূরান্তরে যাইতে পারা যায়! কিন্তু তাহা ত আত্মহত্যা। যদি আত্মহত্যা করিতে হয়, তবে ত তাহার অনেক উপায় ছিল। সমুদ্রবক্ষে পড়িয়া সে কার্য্য করিতে হইবে কেন?

তখন ঊষা। তপনদেব স্বর্ণথালার আকার ধারণ করিয়া লম্ফে লম্ফে যেন সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছেন। একটু দূরে, মেঘমালা পর্ব্বতমালার ন্যায় নিশ্চলভাবে জমাট বাঁধিতেছিল। আর দুই চারি খণ্ড মেঘ একত্রিত হইলেই সূর্য্যদেবকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিবে।

'নুলিয়া' বালক ও যুবকেরা তখন জাল স্কন্ধে করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর হইতে বাহির হইতেছে। কেহ কেহ বা তাহাদের 'বোট' বংশখণ্ডে ঝুলাইয়া টানাটানি করিয়া জলে ভাসাইতেছে। তখন প্রাতঃসমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে—সমুদ্রের বর্ণ তখনও ধূসর হয় নাই, স্নানার্থিগণ তখন সমুদ্রের 'ঢেউ খাইতে' ভয় পাইতেছে না, কেবল স্ত্রীলোকেরা সমস্ত দেহ বস্ত্রাবৃত

করিয়া বালুময় 'গোষ্পদ' জলের উপর "উপুড়" হইয়া পড়িয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে।

যুবক যে স্থানে বসিয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল, তাহার অনতিদূরেই 'স্বর্গদ্বার।' স্বর্গদ্বারে লোকের ভীড়, হুড়াহুড়ি, ডাব্ ছোঁড়া, মন্ত্র পাঠ,—পাণ্ডাগণের চীৎকার, উপদ্রব প্রভৃতি দেখিয়া যুবক ভাবিল—এই ত স্বর্গদ্বার! এখানে স্নান করিলে না কি মহাপাতক খণ্ডন হয়। একবার চেষ্টা করিব না কি? কিন্তু কি হইবে!—আমার মনে যখন শান্তি নাই, সুখ-শান্তির আলাপ নাই, তখন স্বর্গদ্বারে স্নান করিয়া আমার কি লাভ?"

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে যুবক নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গও তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। তাহার নয়ন মুদ্রিত—যেন সমাধিস্থ। সমুদ্র গর্জ্জনেও সে সমাধি ভঙ্গ করিতে পারে নাই। যুবক অন্যমনে ভাবিতেছিল—"এ আমি কি করিলাম! পিতা আমায় না দেখিয়া কি আর বাঁচিয়া থাকিবেন! এ মহাপাপ আমি কেন করিলাম? একটু সহ্যগুণ থাকিলে, পিতৃসেবা হইতে ত বঞ্চিত হইতাম না। পিতৃসেবা করিয়া পিতাকে ত সুখী করিতে পারিতাম। দুর্ব্বুদ্ধিবশে এ আমি কি করিলাম!"

ভাবিয়া ভাবিয়া যুবক ভাবনার কুল-কিনারা পাইল না। চিন্তার স্রোতে পড়িয়া সে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। তখন বেলা একটু বাড়িয়াছে।

অনেক লোকেই যুবককে সেই অবস্থায় দেখিয়া চলিয়া গেল। কেহই যুবকের সংবাদ লইল না। এ সংসারে দুঃখীর সংবাদ কেইবা লইয়া থাকে? যিনি তাহা লইয়া থাকেন, তিনি দেবতা।

দণ্ড কমণ্ডলুধারী গৈরিকবস্ত্র পরিবৃত এক সন্ন্যাসী যুবকের নিকটে আসিয়া অতি ধীর, অতি শান্ত স্বরে ডাকিলেন—"বাবা!"

সচকিত যুবক চক্ষু মেলিয়া দেখিল সম্মুখে এক সন্ন্যাসী। সে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"নমঃ শিবায়" বলিয়া সন্ন্যাসী যুবককে বলিলেন—"তুমি—"

"আমি বিদেশী—নিরাশ্রয়।"

"তাহা বুঝিয়াছি। আমার সঙ্গে এস, আশ্রয় পাইবে।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত যুবক সন্ন্যাসীর অনুগমন করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

পাঠকেরা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই যুবকই শিশিরকুমার। সে বাটী ত্যাগ করার পর জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়াছে। ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্রতীরে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহার পর মহাপুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনশন ও অর্দ্ধাশনে কোনমতে চারি দিবস অতিবাহিত করিয়া শিশিরকুমার মহাপুরুষের আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছে। অনাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আর সে রূপ নাই, সে মাধুর্য্য নাই, সে উৎসাহ নাই, সে চাঞ্চল্য নাই—সে এখন অতি দীন, অতি মলিন!

সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষের আশ্রম কতকটা তপোবনের মত—লোকালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া মহাপুরুষ শিশিরকুমারকে একখানা অজিনাসন দেখাইয়া দিলেন এবং কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ফল মূলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনেকগুলি শিষ্য ও শিষ্যা সেই আশ্রমে বাস করিত; তাহারা সাদর সম্ভাষণে শিশিরকুমারকে আপনাদের সঙ্গী করিয়া লইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহই শিশিরকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল না বা কেহ কাহারও পরিচয় দিল না।

আশ্রমে কতকগুলি মৃগশিশু খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা শিশিরকুমারকে দেখিয়া একটু যেন ভীত হইল; কিন্তু অচিরেই তাহাদের সে ভয় দূর হইল। আশ্রমে কতকগুলি গাভী আছে, পক্ষী আছে, পারাবত আছে, পাঁচ সাতটা মার্জ্জার আছে, একটা কৃষ্ণ ও একটা লোহিত বর্ণ সর্প আছে। তাহারা একসঙ্গে আহার করে, খেলা করে ও নিদ্রা যায়—কেহ কাহারও হিংসা করে না। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিলে, সে আহার-সুখ ত্যাগ করিয়াও মহাপুরুষের নিকট ছুটিয়া আসে। উচ্চ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় দু-পাঁচটা বানরও বাস করে; সময়ে সময়ে তাহারা নিম্নে অবতরণ করিয়া সেই খেলায় যোগ দেয়। চারি পাঁচটী শিবাও সে আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছে, দুই তিনটা কুক্কুরও তথায় আছে। তাহারা সকলেই

আশ্রামবাসীরা আশ্রামের নানা স্থানে বসিয়া কেহ গল্প করিতেছে, কেহ স্তোত্র পাঠ করিতেছে, কেহ বা পশু পক্ষীদের আহার করাইতেছে, কেহ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছে, কেহবা তাহা শ্রবণ করিতেছে, কেহ খেলা করিতেছে, কেহ পূজা করিতেছে, কেহ ধ্যানে মগ্ন, আর কেহ কেহ বা সুশীতল ছায়া-বিশিষ্ট বটবৃক্ষতলে চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে কোন্ দিক দিয়া যে সে দিনটা কাটিয়া গেল, শিশিরকুমার তাহা জানিতে পারিল না। সন্ধ্যাসমাগমে আশ্রমবাসীগণ সকলে একত্রিত হইয়া মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে শিবস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল। শিশিরকুমারও তাহাতে যোগদান করিল। আনন্দধারায় শিশিরকুমারের হৃদয় পরিপ্লুত হইল।

সন্ধ্যা বন্দনাদির পর যে যাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহে চলিয়া গেল, শিশিরকুমারও তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া—ভোজনাদির পর শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মহাপুরুষ ধীরে ধীরে আসিয়া শিশিরকুমারের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শশব্যস্ত শিশিরকুমার আশ্রয়দাতাকে সম্মুখীন দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ মৃদু হাস্য করিয়া শিশিরকুমারকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। শিশিরকুমার সে আজ্ঞা পালন করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মহাপুরুষ পুনরায় তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন—শিশিরকুমার একটু দূরে বসিল।

মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন—"মানুষের মন বড়ই চঞ্চল। কখন যে কি প্রকারে, কি ভাবে, কি ঘটনায়, উত্তেজিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মানুষের এত মায়া, এত মোহ, তথাপি আবশ্যক হইলে তাহারা অতি প্রিয়জনকেও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ঘটনাচক্র এতই বলবান!"

মহাপুরুষের কথা শ্রবণ করিয়া শিশিরকুমারের হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। প্রশান্ত সরোবরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, তাহা যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়, শিশিরকুমারের হৃদয়-সরোবরও মহাপুরুষের বাক্যরূপ লোষ্ট্রাঘাতে সেইরূপ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। শিশিরকুমার ভাবিতে লাগিল—"ইনি কি সর্ব্বজ্ঞ?"

মহাপুরুষ পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"সংসার মায়ার। মায়া ত্যাগ করা কি সহজ ব্যাপার! জীব যতই মায়াপাশ হইতে ছিন্ন হইবার চেষ্টা করে, ততই তাহাতে আচ্ছন্ন হয়, কি বল বৎস।" মহাপুরুষ শিশিরকুমারের উদ্দেশে বলিলেন "কি বল বৎস।"

মহাপুরুষের আশ্রম
মহাপুরুষ ও শিশির।

শিশিরকুমার অন্যমনস্কে আপনার কথাই ভাবিতেছিল। মহাপুরুষের সম্বোধনে সে ভীত ও চকিত হইয়া পড়িল। "হাঁ", "না" কিছুই বলিতে পারিল না—ভয়গ্রস্ত শিশুর মত সে কেবল মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া একটী হরিণ শিশু ও একটী সর্প সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্প দেখিয়া শিশিরকুমার পিছাইয়া বসিতেছিল। মহাপুরুষ বলিলেন, "ভয় নাই, আশ্রমে থাকিয়া উহারা ক্রোধ হিংসা ভুলিয়াছে।"

শিশিরকুমার তথাপি যথেষ্ট সাহসের সহিত সর্পের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া মহাপুরুষ কৌতুকানুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে মৃদুহাস্য করিয়া উঠিয়া গেলেন। হরিণ শাবক ও সর্প টী তাহাদের প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া গেল।

শিশিরকুমার বসিয়া বসিয়া মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তির বিষয় ভাবিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তাহার বৃদ্ধ পিতার স্নেহের আহ্বান তাহার কর্ণে বাজিতেছিল। যুবক তখন আত্মহারা।

সে ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িল। তন্দ্রাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিল, নানা বিপদ জালে জড়িত হইয়া তাহার পিতৃদেব নিঃসহায় অবস্থায় একটী ক্ষুদ্র রুদ্ধ গৃহে পড়িয়া আছেন, আর 'বগীর' পিতা যেন তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নীলামের ডাকে সিকি মূল্যে খরিদ করিয়া লইতেছে। "বগীও" তাহার পিতার সঙ্গে আছে—সে বিষয় হস্তগত করিয়া যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে। "বগীর" পশু-প্রকৃতি পিতা বগীকে যেন পরামর্শ দিতেছে—"তোর বুড়া শশুরটার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল্। আর পারিস্ ত শিশিরটাকেও একটু বিষ খাওয়াইয়া দে।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শিশিরকুমার "বাবা বাবা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যখন সে জাগ্রত হইল, তখন সে দেখিল, বৃষস্কন্ধ অজানুলম্বিত-বাহু-সমুন্নত গৌরবর্ণ মহাপুরুষ, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভয় দিতেছেন। শিশিরকুমার ছুটিয়া আসিয়া মহাপুরুষের বাহুদ্বয়ের মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিল।

সে মহাপুরুষ আর কেহই নহেন—শিশির কুমারের আশ্রয়দাতা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

---*---

স্বপ্ন দেখিয়া অবধি শিশিরকুমার পিতার জন্য নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে আর একস্থানে বহুক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহার আর কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল লাগেনা, তপোবনের সৌন্দর্য্য-সুধাও তাহাকে আর পরিতৃপ্ত করেনা—সকল বিষয়েই সে উদাসীন, সকল বিষয়েই তাহার নৈরাশ্য। অথচ বাটী ফিরিয়া যাইতেও তাহার প্রবৃত্তি নাই। এরূপ স্থলে সে যে কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

এইরূপে শিশিরকুমার মহাপুরুষের আশ্রমে দুই সপ্তাহ কাটাইল। পাঁচজনের সহিত কথাবার্ত্তায় দিনটা তাহার একপ্রকারে কাটিয়া যায়—কিন্তু রাত্রি আর কিছুতেই কাটেনা। সে একাকী বসিয়া চিন্তা করে, পিতার জন্য ব্যাকুল হয়—নিদ্রাবস্থায় পিতাকে স্বপ্নদেখে, আর তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করে। বাটী ফিরিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা—কিন্তু অভিমান তাহাকে ফিরিতে দিতেছে না। শিশির কুমার মহা সমস্যায় পড়িল।

এখন সে তপোবনের অন্যান্য সকলের নিকট পরিচিত, কিন্তু কাহারও সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে সে বড় একটা আবদ্ধ নহে। সে নির্জ্জনে বসিয়া একা একাই ভাবে, একা একাই হা হুতাশ করে, একা একাই অশ্রুজল ফেলে। তাহার দুঃখের ভারটা, তাহার আশ্রয়দাতা ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে; কাহাকে বুঝিতে দেওয়াও শিশিরকুমারের ইচ্ছা নহে।

মহাপুরুষ আজ তিনদিন কাল আশ্রমে নাই। তিনি কোনও কার্য্যোপলক্ষে কোনও দুরদেশে গিয়াছেন। মহাপুরুষের অদর্শনে শিশিরকুমার অধিকতর কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

আশ্রমরক্ষার ভার মহাপুরুষ এক বিজ্ঞ শিষ্যের উপর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমের কার্য্য সুচারুভাবেই চলিতেছে।

শিষ্যের নাম শিবানন্দ। শিবানন্দ তাম্রবর্ণ অনতিদীর্ঘ পুরুষ। তাঁহার শরীরে তেজ প্রকাশমান, মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন—অথচ সরল, উদার। শিবানন্দ আসিয়া শিশিরকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আহারাদি বিষয়ে তোমার কোনও অসুবিধা হইতেছে না ত?"

"কিন্তু তোমার শরীর বিশুষ্ক হইতেছে কেন ?"

শিশিরকুমার তাহার কোনও উত্তর করিল না। যে স্থানে একটী হরিণ শিশু তাহার মাতার অঙ্গলেহন করিতেছিল, শিশিরকুমার সেই দিকে তাকাইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শিবানন্দ বলিলেন—"এ আশ্রমে আসিলে কেহই নিরানন্দ থাকেনা ; তুমি নিরানন্দ কেন ভাই ?"

"আজ্ঞে না" বলিয়া অপ্রতিভ শিশিরকুমার ভাবভঙ্গীদ্বারা আনন্দ প্রকাশের চেষ্টা করিল। শিশির কুমারের সে অপ্রতিভাবস্থা দেখিয়া শিবানন্দ তাহাকে আর কোনও কথা বলিলেন না! তিনি নিকটে থাকিলে পাছে শিশিরকুমার অধিকতর অপ্রতিভ হয়, এইজন্য শিবানন্দ সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"শ্যামলাকে পাঠাইয়া দিতেছি ; সে তোমার কাছে বসিয়া গল্প-সল্প করিবে।"

শ্যামলা আশ্রমবাসিনী বালিকা। বয়স আট বৎসর মাত্র। সে যখন চারি বৎসরের শিশু, সেই সময়ে মহাপুরুষ তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত সে এই আশ্রমেই আছে।

শ্যামলা ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া কুৎসিতা নহে। তাহার শরীরের গঠন ও মুখাবয়ব বড় সুন্দর। কেশগুচ্ছ কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া—মাথার উপর যেন ঢেউ খেলাইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলে, ভক্তের চক্ষে তারা মূর্ত্তি প্রতিভাত হয়। এতক্ষণ বলিতে ভুল হইয়াছে—মহাপুরুষ শক্তি মন্ত্রের উপাসক।

শ্যামলার সহিত শিশিরকুমারের এই কয়েক দিনের মধ্যে বেশ ভাব হইয়াছিল। শ্যামলা শিশিরকুমারকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শ্যামলা আসিয়া শিশিরকুমারকে বলিল—"দাদা" তুমি ভারী দুষ্টু, রাত দিন ব'সে ব'সে কাঁদ, রাত দিন বসে বসে ভাব—কেন ব'ল দেখি ?

"দূর্ পাগ্‌লী—কে বল্‌লে ?"

"হুঁ, আমি শিবুদার কাছে শুনেছি।"

"তা' বেশ করেছিস্, এখন একটা গল্প বল্।"

"আমি ত গল্প জানি না—সে কথা ত তুমি জান। তবে গল্প বল্‌তে বলছ যে।"

"ভুল হয়ে গেছে--আচ্ছা শোলক বল্।"

"শোলক্, শুন্‌বে—আচ্ছা বল্‌ছি শোন। নাঃ—তাও বল্‌ব না। তুমি ভারী দুষ্ট—দুষ্ট দাদাকে আমি কিছু বল্‌ব না।"

"না দিদি, আর আমি দুষ্টুমী করব না, তুই তোর শোলক বল—আমার ভারী মিষ্ট লাগে।"

"হুঁ, আচ্ছা দাদা, তোমার বাড়ী কোথায়, তুমি এখানে এক্‌লা কেমন ক'রে এলে?"

"তুই কেমন ক'রে এলি?"

"তা' জানি না—আমি যে ছোট। কিন্তু তুমি ত বড়। বলনা দাদা, তোমার কথা বলনা।"

শিশিরকুমার, বালিকার কথায় মহা সমস্যায় পড়িল।

শ্যামলা আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"হ্যাঁ দাদা, তোমার বাপ মা আছে! আমার কেউ নেই—কেউ নেই।"

শিশিরকুমার এবারও কথার কোন উত্তর করিল না। বালিকা আপনার মনেই বলিতে লাগিল—

"হুঁ—বুঝেছি, তোমার কেউ নেই, তুমি আমারই মত। যা'র কেউ নেই, তারাইত ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পায়—পায় না দাদা?"

শিশিরকুমার এইবার কথা কহিল; বলিল—

"ঠাকুর কে শ্যামলা?"

শ্যামলা শিশিরকুমারের কথায় আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—"ঠাকুর কে! ঠাকুর—ঠাকুর! ঠাকুর আবার কে গো!"

"তুই ঠাকুর দেখেছিস্?"

"হুঁ, সে দিনরাত আমার সঙ্গেই আছে—আমার বুকের মাঝখানেই আছে। এই দেখনা—দেখনা, নড়ছে দেখ না। দেখবে—ডাক্‌ব? দেখবে,—দেখবে?

শ্যামলা আর সে শ্যামলা রহিল না। তাহার নেত্র যুগল দিব্য প্রভাময় হইয়া উঠিল, বদনমণ্ডল কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রতিভায় পরিপূর্ণ হইল। শরীর হইতে কি যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি বাহির হইতে লাগিল।

বালিকা, মৃণাল-কোমল হস্ত দুই খানি আপনার বুকের উপর রাখিয়া—গান্ধার হইতে পঞ্চমে সুর তুলিয়া ডাকিল—

"মা—মা—মা।"

শিশিরকুমারের দেহ রোমাঞ্চিত হইল! সে অবাক্ হইয়া শ্যামলার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

শ্যামলা ডাকিতে লাগিল—

"মা—সাড়া দে মা। দাদা তোকে দেখ্‌তে চাচ্ছে! দেখা দে মা।"

শিশিরকুমার আশ্চর্য্যে দেখিল, শ্যামলা তখন মাতৃমূর্ত্তি, শিশিরকুমার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ডাকিল—"মা—মা—মা।" শিশিরকুমারের হৃদয়-মন্দিরে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। মাতৃরূপালোকে তখন তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে মাতৃরূপিণী—শ্যামলার চরণ-পদ্ম মস্তকে ধারণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু শ্যামলা আর সে স্থানে নাই—শ্যামলা ক্ষণপ্রভার ন্যায় বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্যা হইয়াছে।

শিশিরকুমারও মা, মা রবে শ্যামলার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল। কিন্তু শ্যামলা তখন কোথায়?

—:*:—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নবীনচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা সরসীর সহিত মাধবীর যথেষ্ট মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তাহার কারণ, সরসী মাধবীর অত্যাশ্চর্য্য গুণের কথাগুলি সকলের নিকট প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বলে, "মেনিমুখী মাধবীর কূট-বুদ্ধিতেই তাহার পিতৃবংশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, শিশিরকুমার গৃহত্যাগ করিয়াছে। সরসী যখন এই সকল কথা বলে তখন অনেকেই সে সকল কথার পোষকতা করে; কিন্তু পর-ক্ষণেই তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া মাধবী ও অশ্বিনীকুমারের কর্ণে তুলিয়া দেয়। এই সকল কারণে সরসী, মধ্যম ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে সে ব্যাপারটা মনে মনে। কাহাকেও কোনও কথা স্পষ্ট করিয়া বলা মাধবী কিম্বা অশ্বিনীকুমারের স্বভাব নহে।

অশ্বিনীকুমার শিষ্ট, শান্ত ও শিক্ষিত। চক্রান্তকারিণী স্ত্রীর হস্তে পড়িয়াই তাহার স্বভাবের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পত্নীভাগ্য

ভাল হইলে অশ্বিনীকুমার দেবতা হইতে পারিত। যাহা হউক চক্রিনীর কুচক্রে পড়িয়াও অশ্বিনীকুমার স্বভাবগুণে একটু কোমল-স্বভাব। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা যে একেবারেই বিস্মৃতি সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না; তবে পত্নীর কঠোর শাসনে তাহা ফুটিতে পায় না। তথাপি সে উদ্ধত ভাবাপন্ন নহে। পত্নীর ব্যবহারে অশ্বিনীকুমার আপনিই লজ্জিত; সে কাহাকে আর কি বলিবে!

কিন্তু মাধবী যে কাহাকেও কোন কথা প্রকাশ্যে বলে না তাহার কারণ অনেক। সে পিত্রালয় হইতে শিখিয়া আসিয়াছে, যে যাহার অনিষ্ট করিতে হয়, তাহাকে সে বিষয় বুঝিবার অবসর দেওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। অন্তরের গরল অন্তরে রাখিয়া, মুখে যে মধু বর্ষণ করিতে পারে, এ সংসারে তাহারই জয়লাভ, ইহাই মাধবীর ধারণা। সেই ধারণাবশেই এই স্ত্রীলোক এরূপ মধুরভাষিণী এবং অন্যের উপর বাক্য-বাণ প্রয়োগ করিতে বিরতা। সে যাহা চিন্তা করে, তাহা মনে মনেই রাখে, এবং সেই চিন্তা সুবিধা মত কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে।

মাধবীর কৌশলে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে শিশিরকুমার চপলার অলঙ্কারাদি চুরী করিয়া পলায়ন করিয়াছে। শিশিরকুমার এখন দেশে নাই; সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে এখন শত্রুতা সাধন করিয়া মাধবীর আর লাভ কি? দেবরের উপর অতীতের ক্রোধটা সুদে আসলে একত্রিত করিয়া মাধবী তাহা ননদিনীর উপর ফেলিল। মাধবীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নিস্ফল হইবার নহে।

সনৎকুমার থানায় যাইয়া অলঙ্কার চুরির অভিযোগ করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য চোর যে কে সে বিষয় সনৎকুমার অবগত ছিল না। সনৎকুমারকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে চপলার গহনার বাক্স চোরে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে—চোর ধরা আবশ্যক, নহিলে সংসার করা দায় হইবে। সেই জন্যই সে থানাদারের শরণাপন্ন হইয়াছিল। নহিলে তাহা করিত কিনা সন্দেহ। চৌর্য্যাপরাধ অবশ্য কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে দেওয়া হয় নাই। তদন্তের ভার থানাদারের উপর। তদন্তে যেরূপ প্রকাশ হইবে, সেইরূপই কার্য্য হইবে।

তদন্তের ভার থানাদারের উপর দিয়া সনৎকুমার নিশ্চিন্ত মনে বাটী

প্রভৃতি আসিয়া নবীনচন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইল। দারোগার আগমনে গ্রামস্থ লোক ভীতি-বিহ্বল হইয়া আপনাপন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত দুঃসাহসী তাহারাই কেবল এক পা, দুই পা করিয়া অগ্রসর হইয়া থানাদারের সম্মুখভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বরকন্দাজের হুঙ্কারে এবং লম্বা লম্বা লাঠির বহর দেখিয়া কৌতুহলী আগন্তুক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। তবে তাহারা একবারেই পলায়ন করে নাই। বিতাড়িত হইয়া বীরপুরুষগণ একটু দূরে অপসৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু অবসর বুঝিয়া তাহারা আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছিল। যাহারা নিতান্ত কাপুরুষ, তাঁহারাই কেবল আপনাপন জানালা, গবাক্ষ প্রভৃতির ফাঁক দিয়া থানাদার ও বরকন্দাজদিগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছিল। কৌতুহলীদিগের পশ্চাদ্ভাগ হইতে যে দুই দশখানি ঘোমটাবৃত মুখ দেখা না যাইতেছিল এমন কথাও শপথ করিয়া বলা যায় না। কারণ, গ্রামের মধ্যে থানাদারের শুভাগমন হইলে কোন্ রমণী তাহা দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে?

থানাদার আসিয়া তদন্ত করিল, যাহা লিখিয়া লওয়া উচিত বিবেচনা করিল, তাহা লিখিয়া লইল। তৎপরে বাটী তল্লাস আরম্ভ হইল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অপহৃত অলঙ্কারের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তদন্ত শেষ করিয়া থানাদার যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন বাটীর একজন মধ্যবয়স্কা দাসী ক্রন্দনের সুরে বলিল—"ম'শায় আমরা গরীব লোক, গতর খাটাতে পরের বাড়ী এসেছি, তাই আমাদের সিন্দুক পেঁটরা তছ নছ ক'রে খানাতল্লাসী কল্লেন; কিন্তু বাড়ীতে ত আরও অনেক লোক আছে—তারা পার পাবে কেন?"

থানাদার সনৎকুমারের মুখের দিকে একবার চাহিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সনৎকুমার বাটীর অন্যান্য লোকের সিন্দুক তোরঙ্গ তল্লাস করিবার আদেশ দিতে বাধ্য হইল; নতুবা তাহার নিস্তার কোথায়? সে তল্লাসের ফলে সরসীর বাক্স হইতে চপলার একজোড়া কর্ণফুল বাহির হইল, তাহা দেখিয়া বাটীর লোকেরা ভয়ে, লজ্জায় ঘৃণায় সাদা হইয়া গেল। সে সংবাদ শ্রবণান্তর সরসী কাঁপিতে কাঁপিতে

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী, সরসীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল—"ছোট ঠাকুর ঝি, ওঠ,—চল, বিছানায় গিয়ে শোবে।"

সরসী উঠিল না—বিনোদিনীর কথার কোন উত্তরও দিল না। সে কেবল অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিনোদিনীও আর সরসীকে কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেছিল না। বিনোদিনী ভাবিতেছিল—"আর কোনও কথা বল্লিলে যদি ঠাকুর ঝি কাঁদিয়া ফেলে!" চক্ষের জলকে বিনোদিনী বড়ই ভয় করে।

সরসী যখন সেইরূপ অবস্থায় ভূমিতলে বসিয়া আছে, সেই সময়ে সনৎ-কুমার ও অশ্বিনীকুমার আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। বিনোদিনী ঘোম্‌টা টানিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সনৎকুমার সরসীকে কহিল, কিরে এ সব কি? তুই এমন ঢলান ঢলালি যে লোক সমাজে আমাদের মুখ দেখান ভার হ'বে। চির-কালটা কি তোর এক রকমেই কাট্‌ল?"

সরসী মাথার কাপড় টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে সনৎকুমারের কথার কোনও প্রতিবাদ করিল না, কেবল উদাস ভাবে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অশ্বিনীকুমার বিরক্তির সহিত বলিল—"কট্‌মটিয়ে দেখছিস্ কি—গিল্‌বি নাকি? একে ত যে পাপ করেছিস্, সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নেই। তা'র উপর আবার রাক্ষুসে চাহনি! তোর লজ্জা করে না, তোর হায়া পিত্তি কিছু নেই?

এইবার সরসী কথা কহিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল—

"কিসের পাপ, কিসের লজ্জা, মেজদা?"

অশ্বিনীকুমার বিস্ময় সূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"আ ম'ল, চুরী ক'রে আবার জোর!"

"চুরী করিনি, চুরী করা আমার——"

সনৎকুমার ধমক দিয়া কহিল—"থাম্ বেয়াদব—এখনি হাতে দড়ী দিয়ে থানায় টেনে নিয়ে যা'বে, তা' জানে না, আবার সাধুগিরি ফলাচ্চে। এখন বল্, আর আর গহনা সব কোথায় রেখেছিস্?"

ফুলিয়া ফুলিয়া সরসী বলিল—

"আমি নেইনি—আমি কিছু জানিনে।"

"তোর ন্যাকাপনা রাখ; অমন কান্না, অমন ফোঁপানি আমি ঢের জানি। তুই যদি না নিলি, না ছুঁলি, ত ফুল জোড়াটা তোর বাক্সর মধ্যে এল কেমন ক'রে?"

রোরুদ্যমানা সরসী উত্তর করিল—

"ভগবান জানেন!"

ব্যঙ্গ ও শ্লেষ সহকারে অশ্বিনীকুমার বলিল—

"ভগবান ত জানেনই—সেই কারণে ভগবান তোর জেলখানার ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছেন। সেইখানে ভগবান দেখ্‌বি এখন।"

সরসী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল।

সনৎকুমার বলিল—

"ত্যাখ, সরি, ন্যাকামী ছেড়ে দিয়ে সত্যি কথা গুলা আমায় বল্ দেখি। যদি বাঁচ্‌তে চাস্, যদি কুলে কলঙ্ক দিতে না চাস্, যদি মরণাপন্ন বাপকে একটু শান্তি দিতে তোর ইচ্ছা থাকে, তবে বল্ গহনা কি কল্লি? সকল কথা শুন্‌তে পেলে একটা উপায় করা যেতে পারে। নইলে তুইত মারা যাবিই, আমাদের আর মুখ দেখাবার উপায় থাক্‌বে না। বল, সরি বল, লক্ষ্মী ব'নটী সব কথা বল দেখি। বাকী গহনাগুলা কোথায় রেখেছিস্?"

অশ্বিনী। সে গুলা ফিরিয়ে দে, পুলিসের হাতে পায়ে ধ'রে আমরা মিটিয়ে ফেলি।

সনৎ। কিরে বল না, চুপ্ ক'রে রইলি যে?

সরসীর আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। সে অজস্রধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অজিত আসিয়া সনৎকুমারকে সংবাদ দিল—থানাদার আর অপেক্ষা করিতে চাহিতেছে না। মাল এবং আসামী লইয়া তাহারা চলিয়া যাইতে চাহিতেছে।

অশ্বিনীকুমার ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল—এই, এই সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হল! সরি সর্ব্বনাশ কল্লে, সর্ব্বনাশ কল্লে! ও অজিত তবে কি হবে রে—"

অজিতকুমার সরসীর মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—

অজিতকুমারের স্নেহ সম্ভাষণে সরসী অধিকতর কাঁদিতে লাগিল। স্বভাবের নিয়মই এই—সহানুভূতি পাইলে মর্ম্মব্যথা আর চাপিয়া রাখা যায় না।

অজিত আবার বলিল—

"হাঁরে, তুই বৌএর গহনা নিয়েছিলি ?"

অশ্রুসিক্তা কম্পিত কলেবরা সরসী অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিল—

"তোমার কি বিশ্বাস হয় ছোড়্দা ?"

"আরে তা'ত হয় না—কিন্তু তোর বাক্সের মধ্যে এল কেমন ক'রে ?"

নবীনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা মানসী আসিয়া বলিল—

"সেজ বৌ বল্ছে, দুল জোড়াটা সেই বাক্সর মধ্যে রেখেছিল।"

অজিতকুমারের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিনোদিনীর নিকট ছুটিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অশ্বিনীকুমার মানসীর উদ্দেশে বলিল—

"মানু তুই কখন এলি—ছেলেরা সব ভাল ত ?—তা'রা কোথা ?"

"তা'রাও এসেছে"—বলিয়া মানসী, সরসীর চক্ষু মুছাইয়া দিল।

মানসীর শ্বশুরালয় নবীনচন্দ্রের বাটীর অনতিদূরেই। সে প্রায়ই পিত্রালয়ে আসিয়া থাকে। মানসীর স্বামীর দুই পয়সার সংস্থান আছে। তাহা ভিন্ন মানসী, তাহার পিতার নিকট হইতেও কিছু আদায় করিয়াছে। মানসীর অর্থ আছে বলিয়াই সে পিত্রালয়ে আদৃতা। সরসী অনাথা বিধবা—পরের গলগ্রহ। সুতরাং কোনও স্থানেই তাহার সম্মান নাই। সংসারের ব্যাপারই এই।

দ্রুতবেগে ফিরিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে অজিতকুমার বলিল—

"বড়দা, বড়দা, তোমাদের সংসার উচ্ছন্ন যা'ক্, চুলোয় যা'ক ; আমি আর তোমাদের সংসারের কেউ নই। চল, থানাদারের কাছে চল, তা'র সাম্‌নে আমি বল্ছি যে গহনা আমিই চুরী করেছি। আমি বেঁচে থাক্‌তে বংশের অপমান হ'তে দেব না। চল, চল, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

সনৎকুমার ও অশ্বিনীকুমারের হস্ত ধরিয়া অজিতকুমার টানিয়া লইয়া চলিল।

তাহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মানসী কাতর ভাবে বলিল—

সর্ব্বনাশ কত্তে যাচ্চ? বড়দা, মেজদা তোমরা থানাতেই বা খবর দিতে গেলে কেন?

অশ্বিনীকুমার ভীত ত্রস্ত ভাবে কহিল—"আরে আমি কি গিছিলেম্ ছাই—দাদাই ত এই কাণ্ড বাধালেন।

অপ্রতিভ সনৎকুমার বলিল –

"বটে! থানায় খবর দেবার পরমর্শ দিয়েছিল কে?"

উৎকণ্ঠিতা মানসী কহিল—

"তা' যেই দি'ক—যা' হবার হ'য়ে গেছে। এখন থানাদারুকে কোনও উপায়ে ফিরিয়ে দাও।"

অশ্বিনীকুমার বলিল—

"তা' তা'রা শুন্‌বে কেন? এ চুরীর মোকদ্দমা!"

মানসী একটু বিরক্তিভাবে বলিল—ও কথা ব'লনা মেজদা। চেষ্টায় কি না হয়। যা' কত্তে হয়, উনি ক'রে দেবেন এখন। থানাদারের সঙ্গে ওঁর আলাপ পরিচয় আছে।"

"উনি" "ওঁর" অর্থে মানসীর স্বামী।

সনৎ। যা' কত্তে হয়, কর ব'ন! আমার ঘটে আর বুদ্ধি শুদ্ধি নেই! অশ্বিনী কি বলিস্?

অশ্বিনী। আমি আর কি বল্‌ব—যা' ভাল হয়, তাই কর।

মানসী। ছোড়্‌দা, তুমি কাঁপ্‌ছ কেন—স্থির হও! ছি ছোড়্‌দা ঘরের কুচ্ছো কি বা'র কত্তে আছে?"

অজিত। না তা' কর্‌ব না—বলেই ত আপনি জেলে যেতে চাইছিলেম। একটা ভয় শুধু সেজ বৌএর জন্যে। সে যে সংসারের কিছুই জানেনা। তা'কে কে দেখ্‌বে?

মানসী। কাকেও কিছু কত্তে হবে না। তোমরা উত্তেজিত হ'য়ে বুদ্ধি শুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছ।

অজিত। হুঁ—

মানসী। তোমরা ঘরে বসে থাক—উনিই সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন। আয় সরি, তুই "সেজ"র কাছে বস্‌বি আয়।"

সরসীর হস্তখানি ধরিয়া মানসী তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অজিত কুমারও তাহাদের অনুসরণ করিল।

সনৎকুমার ও অশ্বিনীকুমার পরস্পরের মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সনৎকুমার বলিল—

"আজকালের ছেলে গুলো সব হ'ল কি? ওরা যে লঘুগুরু মেনে চলে না।"

অশ্বিনীকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—

"ও সব স্ত্রৈণ, স্ত্রৈণ! ক্রমশঃ

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি।

চাট্নী।

১

বামা। মিন্সের মুখে আগুন!

রমা। তা সে আর নূতন কি? চুরুট ত মুখে জ্বলছেই।

২

ছেলের বাপ। মোটে হাজার টাকা! আমার ছেলের এক খানা ঠ্যাঙের দামই যে হাজার টাকা হবে।

মেয়ের বাপ। হাজার টাকা দিচ্ছি, এক খানা ঠ্যাঙই তবে কেটে দেও। গোটা ছেলেটা নিতে পারি এমন টাকা ত আমার নেই।

৩

পাওনাদার। ওগো বাপু, তোমার বাবাকে ডেকে দাওনা—তিনি বাড়ীতে আছেন ত?

বালক। বাবা বাড়ীতে নেই। বেরিয়ে গ্যাছেন।

পাওনাদার। কখন আস্‌বেন?

বালক। (ভিতরের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ বাবা, এখন কি বল্‌ব?

৪

বৃদ্ধাজননী। বলতো আমার যেদোর কেমন শ্রী, আর মুখের গড়ন, গায়ের গড়ন—যেন বিশ্বকর্ম্মা আপন হাতে সব গড়েছেন।

মুখরা-প্রতিবেশিনী। হ্যাঁ, এই—ঠিক যেমন জগন্নাথকে গড়েছিলেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের একটি দৃশ্য, গঙ্গাবক্ষে—প্রতাপ ও শৈবলিনী।
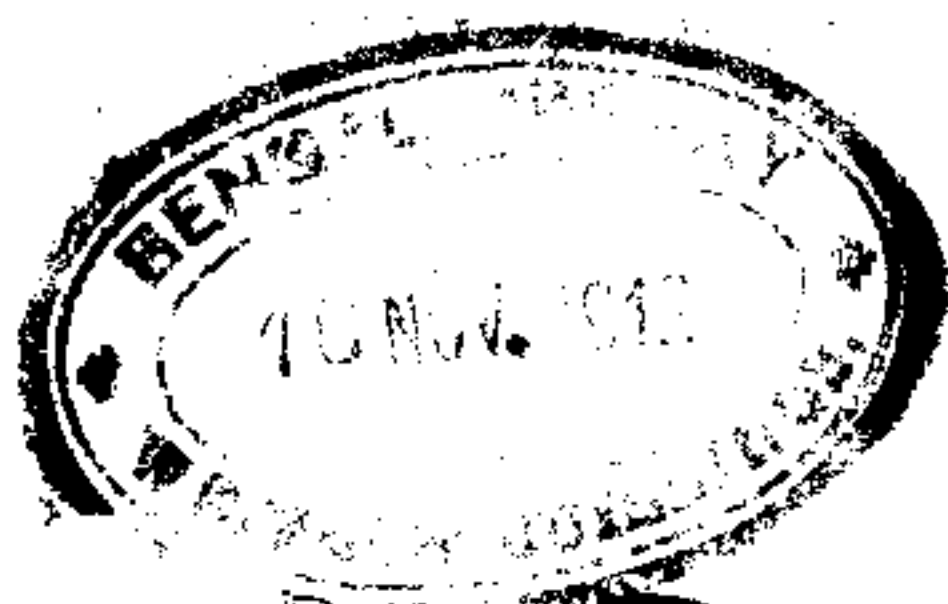
গল্পলহরী

১ম বর্ষ } আশ্বিন ১৩১৯ { ৩য় সংখ্যা

মোহনচাঁদ

১

আজিমগঞ্জ হইতে প্রায় তিনক্রোশ পূর্ব্বে, পুণ্য-সলিলা কলনাদিনী হিল্লোলময়ী জাহ্নবী তীরে, এখনও একটী পুরাতন প্রস্তর নির্ম্মিত বিস্তৃত সৌধ দেখিতে পাওয়া যায়। কে কবে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না;—তবে কিম্বদন্তী আছে, কোন হিন্দুরাজা প্রাচীনকালে নিজ ধন-সম্পত্তি পাঠানদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, এই দৃঢ় দুর্গসম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ইহার একদিকে গঙ্গা কল-কল শব্দে ঘূর্ণায়মান;—কেহ এখানে নৌকা আনিতে সাহস পাইত না। এই ফেনানিভ ঘূর্ণি হইতে অট্টালিকা বহু উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে;—প্রায় ত্রিশ হস্ত উপরে দুইটী মাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে,—তাহাও স্থুল লৌহ-কবাটে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ। পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ঐরূপ গবাক্ষ-শূন্য গৃহ-প্রাচীর। পশ্চিম দিকে এক বৃহৎ লৌহদ্বার আছে,—কেবল এই দ্বার দিয়াই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে পারা যায়,—অন্য কোনরূপে ইহার ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না।

কত কালের কত ঝড়-বৃষ্টি-বাত্যা ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে কালের প্রকোপ দুরাপহত—কাল তাহার অনন্ত লেখনী দিয়া এই প্রাচীনতম সৌধ-অঙ্গে অনেক কালীর

দাগ অঙ্কিত করিয়াছে। প্রস্তর প্রাচীরেও কৃষ্ণনীলাভ মকমল সদৃশ দাগ পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে এক একটা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বট অশ্বত্থ শাখা-প্রশাখা যে বিস্তার করিবার প্রয়াস পায় নাই, তাহাও নহে।

এই প্রাচীন সৌধপৃষ্ঠে বহুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বে একসময়ে ইহাই রাজার রাজ-প্রাসাদ ছিল;—পরে নীল-কুঠির আমলে, অত্যাচারী ইংরাজ কুঠিয়ালের অত্যাচারের লীলাভূমি হইয়াছিল। পরে বহুকাল ভূত-প্রেতের বাসভূমি বলিয়া কেহ ইহার ত্রিসীমানায় আসিত না;—অবশেষে আজিমগঞ্জের বিখ্যাত ধনী রায় সুরজমল ইহা হস্তগত করিয়া, তাঁহার অতুল ধনসম্পত্তি লইয়া এই ভূত-প্রেত সমাকীর্ণ অর্দ্ধভগ্ন সৌধে বাস করিতেছিলেন।

রায় সুরজমল ধনী,—তাঁহার অতুল ধন,—লোকে এইমাত্র জানিত। তবে সে ধনের কোন লক্ষণ বা চিহ্ন কেহ কখনও দেখিতে পাইত না। তিনি প্রাণ থাকিতে এক পয়সাও ব্যয় করিতেন না, বা করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের প্রাত্যহিক আহার-বিহার ব্যাপারে তিনি চারি আনার অধিক ব্যয় করিতেন না,—এই চারি আনা খরচ করিতেও তাঁহার হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হইত।

আজিমগঞ্জে থাকিলে নানা কারণে বহুতর বাজে ব্যয় করিতে বাধ্য হয়েন বলিয়া, তিনি এই মনুষ্য পরিত্যক্ত, প্রেত-প্রপীড়িত ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় লইয়াছিলেন,—বিশেষতঃ এই স্থান চোর দস্যু হইতে এতই নিরাপদ যে, তিনি এখানে আসিয়া রাত্রে সুনিদ্রা-সুখ জীবনে প্রথম উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিজন কেহই ছিল না। লোকে ভাবিত, সুরজমল মৃত্যুকালে তাঁহার অগণিত টাকা লইয়া কি করিবেন,—কাহাকে দিয়া যাইবেন। তাহা স্বয়ং সুরজমল ভিন্ন আর এ সংসারে দ্বিতীয় ব্যক্তি জানিত না। দুই ভীমকায় পাঞ্জাবী দ্বারবান্ ও একমাত্র বৃদ্ধ ভৃত্য লইয়া এই জনশূন্য অট্টালিকায় তিনি বাস করিতেন। এ পর্য্যন্ত অপর কেহ এখানে প্রবেশাধিকার পায় নাই। সুরজমল লৌহ দরজার বাহিরে এক ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন; দেনা পাওনার কাজ কর্ম্ম সমস্তই তিনি এই গৃহে বসিয়া সম্পন্ন করিতেন। ভৃত্য ও দ্বারবান্দ্বয় ব্যতীত কাহাকেও তিনি তাঁহার এই সুদৃঢ়দুর্গে প্রবেশ করিতে দিতেন না।

একদিন আশ্বিন মাসের শুক্রবারে সুরজমল দ্বারের বাহিরের ক্ষুদ্র গৃহে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এই সময়ে ডাক-পিয়ন আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল,—"রায় সাহেব, একখানি রেজেষ্টারী চিঠি আছে।"

"রেজেষ্টারি চিঠি!"

বলিয়া পিয়নের হস্ত হইতে ব্যগ্রভাবে পত্রখানি লইলেন;—শিরোনামা দেখিলেন,—পত্রে তাঁহারই নাম বটে। পার্শ্বেই কালিকলম ছিল,—তিনি রসিদ সই করিয়া দিয়া ডাক পিয়নকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পত্রখানি হস্তে করিয়া সুরজমল চিন্তিতভাবে নাড়া চাড়া করিতে লাগিলেন;—তৎপরে খামটা ছিঁড়িলেন,—ভিতরে একখানা পত্র।—পত্রের উপরে লিখিত,—"আলিপুর জেল।" জেল হইতে কে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছে, তিনি ভীত ভাবে তাহাই দেখিবার জন্য পত্রের নিম্নভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন;—তাহার পর তাঁহার মনে হইল যেন সহসা তাঁহার দেহস্থ সমস্ত রক্ত জলে পরিণত হইয়া গেল!—তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিল,—তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। পত্রে স্বাক্ষর—দস্যুরাজ "মোহনচাঁদ!"

অতি কষ্টে ছায়া-আবরিত নেত্রে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনি পত্র খানি পড়িলেন।—পত্রে এইরূপ লেখাছিল ঃ—

"রায় সুরজমল সাহেব! তোমার গঙ্গার উপরের দিক্‌কার ঘরের পূর্ব্বদিকে যে বড় সিন্দুক আছে, তাহার ভিতর হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়েকটী আমার নামে কাশীর পোষ্ট আফিসের ঠিকানায় পাঠাইবে। যদি না পাঠাও,—আমি ২৫শে বুধবার হইতে ২৬শে বৃহস্পতিবারের মধ্যে উহা স্বয়ং গিয়া লইয়া আসিব।

১। ভরতপুরের দরুণ হীরার হার।

২। বড় সাতনর মতির মালা।

৩। জহরত বসান সোণার পাঁইজোর। (দিল্লীর দক্ষণ)।

৪। ঢোলপুরের শিরপেঁচ।

৫। নবাব নাজিমের দরুণ হীরা, মতি, চুনি, পান্না বসান ঘড়ির চেন। আজ এই পর্য্যন্ত। তুমি নিজে পাঠাইয়া দিলে কোন গোল াই;—যদি আমাকে স্বয়ং গিয়া আনিতে হয়, তাহা হইলে ঐ ঘরের

অন্যান্য সিন্দুকেরও দুই চারিটা দ্রব্য আনিতে আপত্তি করিব না। ইতি—

অনুগত
শ্রীমোহনচাঁদ"

বলা অত্যুক্তি, এই পত্র পাইয়া কৃপণ সুরজমল ভয়ে প্রায় অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি বিখ্যাত, সুশিক্ষিত, অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতাবান দস্যু মোহন চাঁদের বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন। ইহার নাম ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে বিস্তৃত হইয়াছিল,—ইহার অদ্ভুত চুরির বিষয় শত শত সংবাদ পত্রে নানাভাবে নানাপ্রকারে প্রত্যহ লিখিত হইতেছিল। কি রেলে, কি ষ্টীমারে,—কি নৌকায়,কি গাড়ী পাল্কিতে,—কি সহর, কি পল্লী-গ্রামে,—ঘাটে, মাঠে, হাটে, বাজারে, পথে—কোনখানেই কেহ এই অভূত-পূর্ব্ব দস্যুর হস্ত হইতে নিরাপদ ছিল না। সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে মোহনচাঁদ চুরি করিয়াছে; কিরূপে সে চুরি করে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না,—তাহাতেই অনেকেই স্থির করিয়াছে যে মোহনচাঁদ যাদু জানে,—যাদুবলেই অত্যাশ্চর্য্য উপায়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবে চুরি ও ডাকাতি করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন ডিটেক্টিভ,—বিখ্যাত বিচক্ষণ মিত্রজার সহিত ইহার একরূপ লড়াই চলিতেছিল। মিত্রজা গবর্ণমেণ্ট হইতে অনেক পুরস্কার অনেক উপাধি পাইয়াছেন। চোর বদমাইসদিগের তিনি স্বয়ং দণ্ডধারী যম ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার হস্ত হইতে কাহারও রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা বিন্দু মাত্র ছিল না;—কিন্তু তিনিও বহু চেষ্টায় এই মোহনচাঁদকে কিছুতেই ধৃত করিতে পারিতেছিলেন না।

শত ছদ্মবেশে মোহনচাঁদ সিদ্ধ। কখন বৃদ্ধ, কখন যুবা,—কখন রাজা, কখন প্রজা,—কখন বণিক,—কখন ফকির, কখন ভদ্রলোক—কখন ছোট লোক, সে কখন কি ভাবে থাকে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাহার মুখের প্রকৃত কিরূপ চেহারা, তাহাও জানিবার উপায় ছিল না;—সে শত প্রকারে ইচ্ছামত মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। সকলেই জানিত, মোহনচাঁদ অতি সুশিক্ষিত,—নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত,—ভদ্র বংশোদ্ভব। যে কারণেই হউক সম্প্রতি মিত্রজারই জয় হইয়াছে;—তিনি অবশেষে মোহন

বিচারার্থ হাজতে আছেন। বিশেষ সাবধানে ডবল পাহারায় তাহাকে রাখা হইয়াছে; সমস্ত আরম্ভ হইবে।

২

সুরজমল এ কথাও জানিতেন;—কি পারিলেন না। এরূপ ভয়াবহ লোকে তাহা বলা যায় না। কিরূপে এই সন্ধান পাইল,—কে ইহাকে এই স হইলেন। কিন্তু পশ্চাতের দুর্গস দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,- করে;—তবে মোহনচাঁদ!—

তিনি তৎক্ষণাৎ আজি পুলিশের সহায়তা প্রা মোহনচাঁদ আ
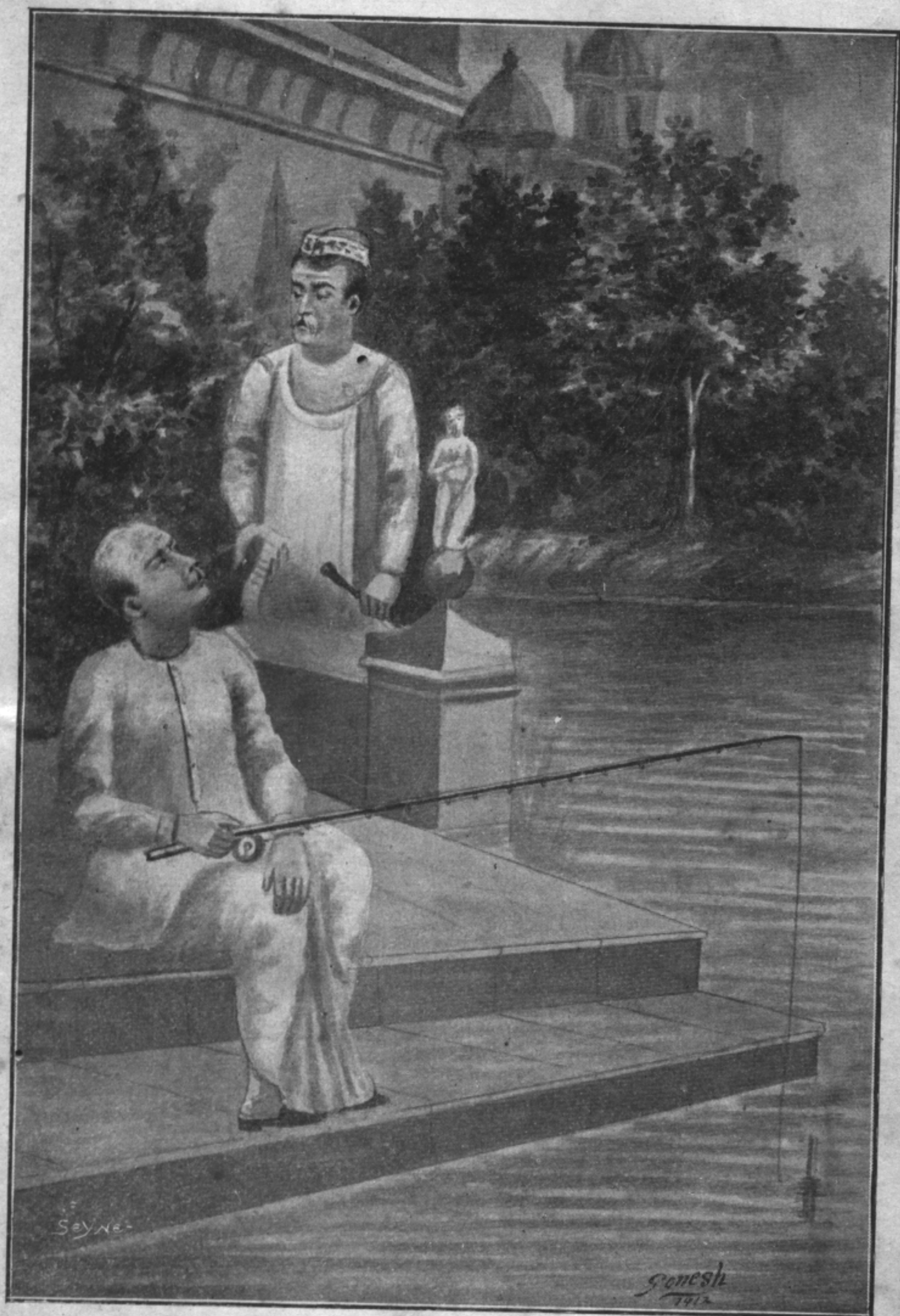
মিত্রজা ও সুরজমল।

মিত্রজা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আপনি কি মনে করেন যে, আমি এই রকম হাস্যজনক পাগলামি কাজে হাত দিব !"

"কত টাকা দিলে আপনি কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে থাকিতে পারেন !"

"এক পয়সাও নয়"

"কত চান বলুন।"

"আমি ছুটিতে রহিয়াছি,—এরূপ কাজ আমার করা এক্ষণে উচিত নহে।"

"যাহাই হউক না,—একথা আর কেহ জানিতে পারিবে না।"

কিছুই ঘটিবে না,—নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"হাজার টাকা দিব।"

মিত্রজা সুরজমলের মুখের দিকে চাহিয়া নস্য গ্রহণ করিলেন, তৎপরে বলিলেন ; "যখন আপনি জেদ করিয়া বলিতেছেন,—তখন কি করি, বিশেষত সেই সয়তানরূপী মোহনচাঁদকে বিশ্বাস নাই। নিশ্চয়ই তাহার অনেক অনুচর আছে। আপনার চাকরদের বিশ্বাস হয় !"

"সম্পূর্ণ নয়।"

"তবে তাহাদের কথা বাদ দিন। আমি আমার দুই জন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে করিয়া কাল সন্ধ্যার সময় আপনার বাড়ী যাইব ;—কোন ভয় নাই।—হাঁ—ইতিমধ্যে টাকাটা কোন লোকদিয়া পাঠাইয়া দিবেন। তাহার চর নিকটে থাকিতে পারে ;—আমাদের দুইজনের একত্রে অধিকক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য নয়।"

পর দিবস সন্ধ্যার পর মিত্রজা দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া সুরজমলের বাড়ী উপস্থিত হইলেন।—তাঁহার দ্বারবান ও ভৃত্যদিগকে নীচে শয়ন করিতে বলিয়া সুরজমল, মিত্রজা ও তাঁহার দুইজন অনুচরের সহিত উপরে উঠিলেন।

মিত্রজা মালখানার ঘরের সমস্ত জানালা দরজা ভাল করিয়া বন্ধ করিলেন ; তৎপরে তাঁহার লোক দুইটীকে বলিলেন, "এই ঘরে তোমরা থাকিবে—আমরা এখানে ঘুমাইতে আসি নাই,—খুব সাবধান !"

তিনি তাহাদের দুইজনকে সেই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নিজে বাহির হইতে দরজার চাবি বন্ধ করিলেন, চাবি নিজ পকেটে রাখিয়া বলিলেন,

"সুরজমল সাহেব, আমরা এই ঘরে থাকিব ;—সুতরাং অপরের আপনার মালখানা ঘরে যাইবার কোন পথই রহিল না।"

এই বলিয়া মিত্রজা সেই ঘরে এক বিছানা করিয়া লম্বা হইলেন। হাসিয়া

বলিলেন ;—“এরূপ হাস্যজনক কাজে যে আমি নিযুক্ত হইয়াছি, ইহা যখন আমার পরম বন্ধু মোহনচাঁদ শুনিবে, তখন হাসিয়া গড়া গড়ি দিবে।”

সুরজমল হাসিলেন না—যতই সময় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি ততই অধিকতর অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

১১টা,—১২টা—১টা বাজিল,—সহসা সুরজমল মিত্রজার হাত ধরিয়া টানিলেন! মিত্রজার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন, সুরজমল ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “শুনিলেন!”

দূরে বংশীধ্বনি হইয়াছিল। মিত্রজা বলিলেন; “রেলের বাঁশী,—বিশ্বাস করুন।”

রাত্রে আর কোন কিছুই ঘটিল না। মিত্রজা ঘুমাইয়া পড়িলেন ; কিন্তু দুর্ভাগা সুরজমল কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলেন না। একাকী জাগিয়া কান পাতিয়া বসিয়া রহিলেন,—কিন্তু কোনই সাড়া শব্দ শুনিতে পাইলেন না।

ভোর হইল ; তখন উভয়ে উঠিয়া মালখানার দিকে চলিলেন, চারিদিক তখনও নিস্তব্ধ, উষার সুশীতল সমীরণ গঙ্গা-বক্ষ বিধৌত করিয়া তাঁহাদের মুখে যেন কোমল পুষ্প স্পর্শিত করিতে লাগিল। সুরজমলের ভীষণ কালরাত্রি নিরাপদে কাটিয়াছে, সুরজমলের প্রাণ আনন্দে বিভোর ; তিনি এতক্ষণে হাঁপ ছাড়িয়া নিশ্বাস ফেলিতে সক্ষম হইলেন।

মিত্রজা দরজার চাবি খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার লোক দুই জন এক পার্শ্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি তাহা দেখিয়া ক্রোধে ও বিরক্তিতে বলিয়া উঠিলেন “মূর্খ গাধা!”

সঙ্গে সঙ্গে সুরজমল অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন ;—রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—সিন্দুক—সিন্দুক খোলা!” তিনি উন্মাদের ন্যায় সিন্দুকের দিকে ছুটিয়া আসিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—সব নিয়াছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে? দুইটী সিন্দুকের ডালা খোলা! সামান্য কয়েকটা দ্রব্য ব্যতীত বহু মূল্যের সমস্তই অপহৃত হইয়াছে! সুরজমল উন্মাদ! তিনি প্রস্তর প্রাচীরে মস্তক আহত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে উদ্যত, বোধ হয় মিত্রজার ব্যাকুলতা হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত প্রায় মূর্ত্তি দেখিয়াই তিনি হৃদয়ে কতকটা বল ও সান্ত্বনা পাইলেন,—নতুবা তিনি কি করিতেন, বলা যাইত না।

মিত্রজা জানালা দরজা সমস্ত বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন ;—কাল রাত্রে সে সকল যেরূপ ভাবে বন্ধ ছিল,—ঠিক সেই ভাবেই আছে,—কেহ যে ইহা কোনরূপে খুলিয়াছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না।

তিনি সবলে তাঁহার লোক দুইটীকে নাড়া দিলেন—তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল না,—বলিলেন,—দেখিতেছি ইহাদের বিষ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে।" সুরজমল উন্মাদের ন্যায় বলিলেন, "কে এমন কাজ করিল?" "সেই,—না হয় তাহার হুকুমে তাহার কোন লোক! এ কাজ মোহনচাঁদ ভিন্ন আর কেহই পারে না।"

"কিরূপে আসিল?"

"সেই জানে!"

"উপায়?"

"আইনের হাত দীর্ঘ।"

"আইন! কৈ আপনি তো কিছুই করিতেছেন না!"

"মোহনচাঁদ সূত্র রাখিয়া কাজ করে না।—এখন আমার মনে হইতেছে, হয়তো এই কাজ করিবার জন্যই সে ইচ্ছা করিয়া ধরা দিয়াছিল।"

"হায়—হায়—আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—সব লইয়াছে! সে যাহা লইয়া গিয়াছে,—সে সকলের দাম হয় না! পুরাতন জিনিষ,—তেমন জিনষ এখন আর কিনিবার উপায় নাই। সে যত টাকা চাহে, আমি দিতে প্রস্তুত আছি,—সে আমার জহরতগুলি ফেরত দেয় না?"

মিত্রজা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "এ কথাটা মন্দ নয়! যদি আমরা কিছুতেই তাহার কিছু করিয়া উঠিতে না পারি,—তখন এ চেষ্টা দেখা যাইবে। এখন, আমি যে এখানে ছিলাম,—কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিবেন না।—তাহা হইলে সকলই গোল হইয়া যাইবে;—আপনারও আর জহরত ফেরত লইবার আশা থাকিবে না, আমাকেও সর্ব্বত্র হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।"

এই সময়ে মিত্রজার দুইজন লোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল,—তাহারা উঠিয়া বসিল! রাত্রিতে কিছু ঘটিয়াছিল কিনা, মিত্রজা তাহাদিগকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন;—কিন্তু তাহাদের রাত্রের বিষয় কিছুমাত্র মনে নাই।—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন কিছু খাইয়া ছিলে?"

"ঐ ঘটিতে জল ছিল,—তাহাই খাইয়াছিলাম,—আর কিছু খাই নাই।" মিত্রজা ঘটি হইতে একটু জল লইয়া পান করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছু মিশ্রিত আছে বলিয়া বোধ হইল না। মিত্রজা বলিলেন "এবার সে আমাকে

সেই দিনই সুরজমল পুলিশে সংবাদ দিলেন,—আলিপুরের জেলে রুদ্ধ মোহনচাঁদ তাঁহার ফর্দ্দ লিখিত জহরত চুরি করিয়াছে।

৫

বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে চারিদিকে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল! জেলে আবদ্ধ থাকিয়া বাহিরে চুরি! অদ্ভুত! অত্যাশ্চর্য্য !! যে বাড়ীতে সুরজমল কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেন না, তাহা পুলিশ একরূপ চষিয়া ফেলিল। যেখানে কেহ কখন আসিত না, সেখানে শত শত লোক ছুটিল।

সুরজমল তখন ভাবিলেন, পুলিশে সংবাদ দিয়া তিনি তাঁহার বিপদ বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র;—বিশেষ যে কিছু ফল হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দু মাত্র আশা ছিল না। কোন গুপ্তদ্বার, সুড়ঙ্গ-পথ বাড়ীতে আছে কিনা, পুলিস উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত এই অতি পুরাতন অট্টালিকার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জহরত, ভুতের ন্যায় হাওয়া হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে না! নিশ্চয়ই কেহ গৃহমধ্যে আসিয়াছিল,—নিশ্চয়ই সে কোনরূপে জহরত লইয়া পলাইয়াছে,—কিন্তু কিরূপে, কে আসিল, তাহাই সমস্যা।

আজিমগঞ্জের পুলিশ কিছুই করিতে না পারিয়া কলিকাতার পুলিশে সংবাদ দিল। তখন বৃদ্ধ মিত্রজার ডাক পড়িল। তিনি ব্যতীত এ রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও ছিল না,—ইহাই সকলের বিশ্বাস। মিত্রজা মহাশয় বড় সাহেবের নিকট এই অত্যাশ্চর্য্য চুরির বৃত্তান্ত সমস্ত নীরবে শুনিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বাড়ীতে কোন সুড়ঙ্গ পথ আছে কিনা, ইহার অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র; এ রহস্যের মূল অন্যত্র।"

"কোথায়?"

"মোহনচাঁদই ইহার মূল।"

"তাহা হইলে আপনার মতে সে-ই এ চুরি করিয়াছে?"

"সেই ব্যতীত এমন কাজ আর কেহই করিতে পারে না।—কাহারও সে ক্ষমতা নাই। এই জন্য—গুপ্তদ্বার প্রভৃতি অনুসন্ধান করা বৃথা। আমাদের বন্ধু পুরাতন দ্রব্যের সহায়তা গ্রহণ করেন না। তিনি পূর্ণ আধুনিক উন্নত জীব!"

"তাহা হইলে কি করিতে হইবে?"

"অনুমতি দেন ত, জেলে ঘণ্টাকতক তাহার সহিত কথা কহিয়া আসি। আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া আমার উপর তাহার রাগ নাই। যদি তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সে নিজেই সকল কথা বলিতে পারে। আমাদের বৃথা আজিমগঞ্জে যাইবার কষ্ট পাইতে হইবে না।

১২টার একটু পরে মিত্রজা আলিপুরের জেলে প্রবেশ করিয়া, মোহনচাঁদের ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে ডবল পাহারায় রাখা হইয়াছিল। সে শয়ন করিয়াছিল, মিত্রজাকে দেখিয়া সত্বর উঠিয়া বসিল;—বলিল, "কি আনন্দ! কি সৌভাগ্য!—আসুন—আসুন—মিত্রজা মহাশয়! কি করিব, এখানে এই জঘন্য কম্বল বই আর কিছু আপনাকে বসিবার দিবার নাই; তবে এ আমার প্রবাস মাত্র।"

মিত্রজা মৃদু হাসিয়া বসিলেন! মোহনচাঁদ বলিল, "হা ভগবান! আজ এখন একজন সত্যপরায়ণ লোকের মুখ দেখিয়া আমার কি আনন্দ হইতেছে। ইহারা দিনের মধ্যে ১৫ বার আমার কাপড় ঝাড়া দিতেছে;—পাছে পালাই!—যাক্—এই সব কথায় ভুলিয়া যাইতেছি যে, আপনি একটা অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন,—মিত্রজা মহাশয় অভিপ্রায় ভিন্ন কোন কাজ করেন না।"

মিত্রজা মহাশয় কেবল মাত্র বলিলেন,—"সুরজমলের ব্যাপার!"

দাঁড়ান;—আমার মাথার ভিতর অনেক ব্যাপার আছে; একটু ভাবিয়া লই। হাঁ মনে পড়িয়াছে!

"আমরা কতদূর কি করিয়াছি, তাহা বোধ হয় তোমাকে বলিতে হইবে না।"

"কিছু মাত্র নয়—রোজ আমি কাগজ পড়িয়া থাকি। মহাশয়েরা যে গোলক ধাঁধায় ঘুরিতেছেন, তাহা আমি বেশ জানি।"

"আমি কয়েকটি কথা জানিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি।"

"আমি ত আপনার দাসানুদাস। হুকুম করুন।"

"প্রথম, আমি জানিতে চাহি মহাশয়ই কি একাজ করিয়াছেন?"

"অ হইতে চন্দ্র বিন্দু পর্য্যন্ত।" এই বলিয়া মোহনচাঁদ তাহার জেলের থলি হইতে দুই টুকরা কাগজ মিত্রজা মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল। মিত্রজা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন; কি আশ্চর্য্য! আমার বিশ্বাস ছিল যে

তোমাকে সর্ব্বদাই পাহারায় রাখিয়াছে ;—আর তুমি এখানে খবরের কাগজ পড়িতেছ,—রেজেষ্টারি চিঠির রসিদ প্যাইতেছ ,"

"সংসারে গাধা আছে বলিয়াই আমাদের দুই দশজনের একরূপ চলিয়া যাইতেছে। মোহনচাঁদ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "রায়.সুরজমলকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, সে বিষয়ে আপনি কি মনে করিতেছেন ?"

"আমরা ভাবিয়াছিলাম, এটা একটা কৌতুক মাত্র।"

"ও বটে ! মহাশয়েরা তাই মনে ভাবিয়াছিলেন ! মিত্রজা মহাশয়, আপনি কি মনে করেন যে, মোহনচাঁদ ঠাট্টা কৌতুক লইয়া এখানে জীবন যাপন করিতেছে ? আমি মোহনচাঁদ, কখন কি বৃথা বৃথা চিঠি লিখিয়া কাহাকেও বিরক্ত করি ? মহাশয় কি বুঝিতে পারেন নাই যে, ঐ পত্রখানাই এই কার্য্যের মূল। যখন দয়া করিয়া আসিয়াছেন, তখন বিষয়টা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।"

"বল, আমি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছি।"

মোহনচাঁদ ধীরে ধীরে বলিল, "ভাল,—তাহা হইলে মনে করুন, এমন একটা বাড়ী, যেখানে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব বা অসাধ্য। এমন স্থানে যদি চুরি ডাকাতি করিতে হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ছেলেমানুষি হয় নাকি ? সিঁদ কাটিয়া প্রস্তরের গৃহে চুরি করিতে যাওয়া পাগলামি মাত্র নয় কি ? সেইজন্য চিন্তা করিতে হইবে, কি করিলে এ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। বলুন দেখি মিত্রজা মহাশয়, সেই স্থানে কি করা উচিত ?"

"এমন স্থানে যেতে হইলে, আমার বিশ্বাস, বাড়ীওয়ালা নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া না গেলে, তথায় যাওয়া অসম্ভব।

"ঠিক্‌ তাহাই, আমার জাল মিত্রজা সেখানে রায় সুরজমলের সহিত যথেষ্ট বন্ধুত্ব করিয়াছে ; সুতরাং এ মামলা মহাশয়ের হাতে আসিবার সম্ভাবনা নাই।"

বিশেষ গম্ভীর ভাবে মিত্রজা বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে, তুমি এই জেলে থাকিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার ?"

এই সময় জেলে খাইবার ঘণ্টা বাজিল। মোহনচাঁদ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"মিত্রজা মহাশয়, এই মাত্র তার পাইলাম যে, সুরজমলের ব্যাপার মিটিয়া গিয়াছে। দশ হাজার টাকা দিয়া সুরজমল মিটাইয়া ফেলিয়াছে।

মিত্রজা অতি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাসিতে মোহনচাঁদ বলিল, "মিত্রজা মহাশয় মনে করিবেন না যে, জেলে ত মোহনচাঁদকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। আগামী বুধবার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি স্বস্থানে চলিয়া যাইব।"

মিত্রজা মৃদু হাসিয়া সেই ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন,—মোহ ডাকিয়া বলিল, "মিত্রজা মহাশয়, দাঁড়ান, ভুল ক্রমে আপনাদের একটা আমার পকেটে আসিয়া পড়িয়াছে।"

মিত্রজা অতি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"আমাদের ঘড়ি!"

মোহনচাঁদ অতি বিনীত ভাবে বলিল,—"এই জেলের লোকেরা আমার কাছে যাহা কিছু ছিল সব কাড়িয়া লইয়াছে। তাই বলিয়া আপনাদের ঘড়ি লইব না। আমার ব্যবহারের জন্য একটা ঘড়ি নিজের কাছেই রহিয়াছে।" এই বলিয়া মোহনচাঁদ গলার ভিতর হইতে একটি সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া দিল।

মিত্রজা দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "এ ঘড়িটি কার,—কার পকেট হইতে লইয়া ছিলে ?

মোহনচাঁদ উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"আপনাদের বড় বাবুর ;—একটী গাধা—সম্পূর্ণ গাধা!—যখন আমার কাপড় ঝাড়া দিতেছিল,—সেই অবকাশে তাহার পকেট হইতে এই ঘড়িটি তুলিয়া লইয়াছিলাম।"

কেবল মাত্র একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত মিত্রজা মোহনচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমাকে দস্যুর প্রধান বলা যাইতে পারে।"

অপরাধী।

১

সে বৎসর বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া অঞ্চলে ঘোরতর অন্নকষ্ট। আমি তখন মিহিরপুর থানার দারোগা। থানার আশেপাশে কয়েকখানি গ্রামে ঘন ঘন ডাকাতি আরম্ভ হইল। দস্যুরা বীরের মত আগে বেনামী চিঠি পাঠাইত,

াটে ঢাল তলোয়ার ব্যর্থ হইয়া যাইত, এমন কি বন্দুকের গুলিতেও াহাদিগকে কাবু করা যায় নাই।

দস্যুদের সম্বন্ধে অনেক জনরব রটিল। কেহ বলিত, ইহারা রেলে ডাকাতি করিয়া আবার রেলে চলিয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে, নৌকা করিয়া আসে,—অনেকে নাকি দু'একদিন গভীর রাত্রে গঙ্গের দামোদরে বড় বড় নৌকায় মশাল জ্বলিতে দেখিয়াছে। আর যাহারা অদ্ভুত রসের পক্ষপাতী, তাহারা বলিত, দস্যুরা মানুষ নয়,—স্বর্গের দেবতারা লোকের অন্নকষ্ট ঘুচাইবার জন্য দস্যুতা করিয়া স্বার্থপর বড়মানুষদের টাকা গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হন!—সেদিন নাকি দত্তদের বাড়ী লুটিয়া লইয়া ডাকাতেরা আকাশে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহাদের দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত গ্রাম জ্বল্-জ্বল্ করিতে লাগিল, ইত্যাদি। বাস্তবিক, এই দস্যুদল কেবল পরস্বাপহরণ করিবার জন্যই ডাকাতি করে না, ইহাদের গুপ্তদানে অনেক নিরন্নের প্রাণরক্ষা হইতেছে, এ ধারণা অনেকেরই ছিল। সেইজন্যই ইহাদের দমন করা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল; সন্ধান জানিলেও কেহ পুলিশের সহায়তা করিত না।

সদর হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব প্রভৃতি তদন্তে আসিলেন; কিন্তু কোনই ফল হইল না। খবরের কাগজে পুলিশের—বিশেষতঃ মিহিরপুর থানার দারোগার—অকর্ম্মণ্যতার কথা ঢক্কানিনাদে প্রচারিত হইতে লাগিল। উপরওয়ালাদের রাশি রাশি 'সরকারী' 'হাফ্‌সরকারী' এবং 'বেসরকারী চিঠির জ্বালায় আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম, চাকরী রাখা দায় হইল।

২

ধড়াচুড়াধারীদের কোন তদন্তেই ফল হয় নাই, সুতরাং স্থির করিলাম, গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করিতে হইবে। একদিন প্রত্যুষে ছেঁড়া একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে থান-দুই ধুতি এবং সূতায় বাঁধা এক তাড়া দলিল-দস্তাবেজ পুরিয়া অনাবৃত দেহের উপর উড়ানি ফেলিয়া, ছাতা হাতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সোণামুখী হইয়া যে রাস্তা বিষ্ণুপুরের দিকে গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া চলিলাম।

রক্তবর্ণ মাটির ঘাসের উপর মাঝে মাঝে শিশিরবিন্দু মুক্তাফলের মত দেখাইতেছিল। তখন গাছে পাখীদের প্রভাতবন্দনা আরম্ভ হইয়াছে এবং

ফিরিতেছে। আমি গুণ্ গুণ্ শব্দে গায়িতে গায়িতে চলিলাম,—"প্রভাত সময় জাগোরে হৃদয়, স্মররে ভবকারণে।"

এই ভাবে চলিতে চলিতে বেলা হইল। মাথার উপর সূর্য্যদেব ক্রমশঃ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, রৌদ্রে কষ্ট হইতে লাগিল। কোন একটা বিশেষ ফন্দি আঁটিয়া বাহির হই নাই ; ভাবিলাম, এ পথে আর কতদূর যাইব! দস্যুরা আমাকেই দেহমন সঁপিয়া দিবার জন্য বিষ্ণুপুরে কোন সরকারি আফিসে বসিয়া নাই, মহকুমার দিকে যাইয়া লাভ কি !

বড়রাস্তা হইতে নমিয়া পড়িলাম। বাম দিকে মাঠের মধ্যে একটা একপেয়ে পথ দেখিতে পাইলাম, সেইটা ধরিয়া চলিলাম। দূরে তরু-শ্রেণীর অন্তরালে একখানি গ্রাম আছে বলিয়া বোধ হইল। অনেকটা হাঁটিয়া আসিয়াছি, রৌদ্রও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ; গোয়েন্দাগিরিতে সুরাহা কিছু করিতে পারি আর না পারি, স্থির করিলাম আপাততঃ কোন বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। পেটে ভাত পড়িলে মাথায় মৎলব গজাইতে পারে।

গ্রামই বটে। গাছের আড়ালে মাঝে মাঝে খড়ের ঘর। পথের ধারে একজন বলিষ্ঠ লোক কুড়ুল দিয়া একটা গাছ কাটিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গ্রামে কোন গৃহস্থ বাড়ীতে অতিথি হইতে পারি কি না? মামলা মোকদ্দমার তদ্বিরে মহকুমায় যাইতেছিলাম, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়াছি।

লোকটি কুড়ুলখানা মাটিতে রাখিল। গলায় পৈতা দেখিয়াই বোধ হয়—ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল, "আজ্ঞে, সে জন্যে আর ভাবনা কি, আমার সঙ্গে আসুন।" কুঠার-স্কন্ধে সে আগে আগে চলিল, আমি তাহার অনুসরণ করিলাম।

৩

অনেক ঝোড় জঙ্গল বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া একখানি বাড়ীতে আসিলাম। বাহিরে প্রকাণ্ড খড়ের আটচালা, বেড়া নাই, এক পাশে ছোট একটি কুঠুরী, দরজায় একটা লোহার তালা লাগানো। ঘরের মাঝখানে একখানি তক্ত-পোষ। ভিতর বাড়ীতেও দুই তিনখানি ঘর আছে বলিয়া বোধ হইল, সেগুলির চারিদিকে মাটির প্রাচীর। বাড়ীর আশেপাশে বাঁশবন, তাল খেজুর প্রভৃতি বড় বড় গাছ।

আমার সঙ্গী বাহিরের আঙ্গিনায় পদার্পণ করিয়াই ডাকিল, "ফুলি—ফুলকুমারী, আয় ত মা!" মুহূর্ত্তমধ্যে ঝম্ ঝম্ শব্দে পায়ের মল বাজাইয়া বেগুণে রংএর ডুরে-পরা আট নয় বছরের একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিল। হাস্যচ্ছটায় তাহার মুখখানি যেন আলোকিত হইয়া উঠিল; বলিল, "কি বাবা এত শীগ্‌গির এলে যে!" লোকটি অবনত হইয়া সস্নেহে কন্যার মুখচুম্বন করিয়া কহিল "এই ঠাকুর মশায় আজ আমাদের বাটীতে অতিথ, কালুর মাকে বল পা ধোওয়ার জল দিক, আটচালায় রসুয়ের যোগাড় করুক।"

ফুলকুমারী একদৌড়ে ভিতরে চলিয়া গেল। তার বাবা কোমরের ঘুন্‌শি হইতে একগোছা চাবি বাহির করিল। একখানা টুল বাহির করিয়া আমাকে বসিতে দিল, দিব্য একটি কাল কুচ্‌কুচে হুঁকায় জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া আনিল। ইত্যবসরে এক বুড়ী একটা জলভরা গাড়ু রাখিয়া গেল, সে-ই বোধ করি কালুর মা। আমি ব্যাগ ও উড়ানি তক্তপোষের উপর রাখিলাম এবং পা ধুইয়া টুলের উপর বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলাম।

গৃহস্বামী পুনরায় কুড়ুলখানি কাঁধে তুলিল; মেয়েকে ডাকিয়া কহিল, "ঠাকুর মহাশয়ের কোন কষ্ট হয় না যেন মা। তুমি ওঁর কাছে থাক, যখন যা দরকার, কালুর মাকে দিতে বোলো।" সে বাহির হইয়া গেল, ফুলকুমারী আটচালার একটা খুঁটি ধরিয়া যতক্ষণ দেখা যায়—বাপের দিকে চাহিয়া রহিল।

৪

কালুর মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রাঁধ্‌বেন ঠাকুর!" রন্ধনে আমার আশানুরূপ নৈপুণ্য ছিল না, বলিলাম, "ভাতে-ভাত হইলেই চল্‌বে।" বুড়ী বিস্তর আপত্তি করিল, কিন্তু অমন অবস্থায় পড়িলে অনেকেরই মত বদ্‌লায় না, আমারও বদ্‌লাইল না! কালুর মা ঘরের একপাশে খানিকটা জায়গা নিকাইয়া দিল। কয়েকখানা ইট আনিয়া নিপুণ হস্তে উন্থুন তৈয়ারি করিল।

ফুলকুমারী কড়ি লইয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া খেলিতেছিল। আমি উন্থুনে হাঁড়ি চড়াইয়া জ্বলন্ত কাঠে ফুঁ দিতে দিতে বলিলাম, "ফুলকুমারী,

সে উৎক্ষিপ্ত কড়িগুলি হাতের মুঠায় ধরিয়া বলিল, "হাঁ, সকালবেলা ভাত খাই, আবার বিকেলে খাব, বাবার সঙ্গে।"

আমার উনুনে কাঠ ধরিল, টগ্‌বগ্‌ শব্দে জল ফুটিতে লাগিল। সে দিক্‌কার বন্দোবস্ত পাকা করিয়া সারিয়া টুলের উপর বসিলাম।

এই ছোট মেয়েটি একা এতক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে আমার তত্ত্বাবধান করিতেছে, আমিই ইহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছি, ভাবিয়া একটু কষ্ট হইল; বলিলাম, "ফুলকুমারী, তুমি ভিতরে যাও, তোমার মা হয় ত তোমাকে খুঁজ্‌ছেন।"

বালিকার ক্রীড়া-চপল মুখখানি সহসা গম্ভীর হইল, সে শূন্য দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাহিল। "মা ত নাই, তিনি ঐ খানে"—বলিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

প্রশ্নটা করিয়া ভাল করি নাই! বলিলাম, তুমি কালুর মার কাছেই থাক বুঝি?" ফুলকুমারী কহিল, "হাঁ, দিনের বেলায়, রাত্তিরে বাবার কাছে শুই।"

অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার জন্য বলিলাম, "তোমাদের বাড়ীতে ত অনেক গাছ আছে; এত বাঁশঝাড়!"

ফুলকুমারী সোৎসাহে কহিল, "এ বা কি বাঁশ, আরও কত ছিল, বাবা কাটিয়া লাঠি করিয়াছে; অনেক লাঠি।"

"অনেক লাঠি,"—শুনিয়া আমার মনে অন্ধকারের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাবা এত লাঠি দিয়া কি করে?

ফুল। তা জানি না, বাবা কিছু বলে না।"

আমি। তুমি রোজ রাত্তিরেই কি বাবার কাছে শোও?

ফুল। হাঁ, রোজ বৈ কি; বাবা যে দিন না থাকে, কালুর মার কাছে শুতে হয়; সে দিন কিন্তু আমার বড় মন-কেমন করে।

বিশেষ কারণ ছিল না, তথাপি ভয় হইতেছিল, পাছে ফুলকুমারী আমার অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলে! যথাসাধ্য সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবার নাম যেন কি?"

বালিকা কহিল, "নিতাই সর্দ্দার।"

লোকটার নাম সর্দ্দার, শরীর খুব বলিষ্ঠ, বাঁশ কাটিয়া অনেক লাঠি করিয়াছে, রাত্রেও মাঝে মাঝে বাড়ী থাকে না। এ দস্যুদলের মালিক না

হউক, নিশ্চয় একজন বিশিষ্ট ডাকাত। কখনও ভাবি নাই যে এত অল্প আয়াসে কার্য্যসিদ্ধির সূত্র পাইব। হায়, সরলা বালিকা!

গো-গ্রাসে আহার শেষ করিয়া, ব্যাগ ও চাদর লইয়া উঠিলাম। তখন নিতাই বাড়ী ফিরিয়াছে। সে প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞে, সেবা কিছুই হোলো না।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "সে জন্য দুঃখ কেন, আবার একদিন আস্‌বো।"

৫

থানায় ফিরিয়া আসিয়া গুপ্তচর নিযুক্ত করিলাম্। সে কয়েকদিন নিতাই সর্দ্দারের গতিবিধি লক্ষ্য করিল। প্রকাশ পাইল, সে-ই দলের সর্দ্দার, এবং অদ্বিতীয় লাঠি 'খেলোয়ার।' গ্রামের একটা নির্জ্জন মাঠে সে প্রায়ই সাক্‌রেদদিগকে লাঠি খেলা শিখায়

আরও শুনিলাম, নিতাই দস্যুতা করিয়া উপার্জ্জিত অর্থে গ্রামে একটা ধান চাউলের গোলা করিয়াছে। সেখানে প্রতি মঙ্গলবার গরীব দুঃখীরা সাতদিনের মত আহার্য্য পাইয়া থাকে। তাহার বদান্যতার কথা কেন যে এতদিন কাণে আসে নাই, ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। রাইটার বাবুটি একটু রসিক; তিনি হাসিয়া কহিলেন, "সাত ধারায় আসে না, তাইতে শুনি নাই।"

নিতাইকে গ্রেপ্তার করিবার আয়োজন হইল। চারিদিকে যত চৌকি-দার, দফাদার ছিল, আমার থানায় একত্র করিলাম। একদিন গভীর নিশীথে সসৈন্যে যাত্রা করা গেল। খবর পাইয়াছিলাম, নিতাই সে রাত্রে ডাকাতি করিতে বাহির হইবে না। আমরা যখন তাহার গ্রামে পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। দরজা ভাঙ্গিতে যাইয়া একটা সোরগোল্ করিলে নিতাই জাগিয়া উঠিয়া পলাইতে পারে; আর সে যদি হাতের কাছে কোন অস্ত্র পায়, তবে বড় বিপদের কথা,—প্রাণ বাঁচান ভার হইবে। সুতরাং মাটির দেওয়ালে সিঁধ কাটিয়া তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে স্থির করিলাম।

চৌকিদারেরা চক্রাকারে সমস্ত বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল! জমাদার বন্দুক লইয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাড়ীর ভিতরকার আঙ্গিনায় লাফাইয়া পড়িল।

জানালার নীচে কাণ পাতিয়া নাসিকা-গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম; বুঝিলাম, নিতাই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। সিঁধ কটিবার যন্ত্রটি তেওয়ারির হাতে দিলাম। সেটা দেওয়ালে বসাইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিঃশব্দে সে মাটি কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। তখন একবার মনে হইল, ছেলেমানুষকে ভুলাইয়া ঘরের সন্ধান লইয়াছি, আবার এখন চোরের মত সিঁধ কাটিতেছি! কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য; তখন অন্য ভাবনার অবসর ছিল না।

এক একবার ঘরের মধ্যে নাসিকাধ্বনি কমিয়া যায়, আর আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে! অবিলম্বেই দেওয়ালে একটা মানুষ গলিবার মত ছিদ্র হইল। আমরা একে একে রুদ্ধশ্বাসে হামাগুড়ি দিয়া ঘরে ঢুকিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কোন ব্যাঘাত হইল না। চোরা লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম, তক্তপোষের উপর নিতাই শুইয়া আছে, তাহার কোলের মধ্যে ফুলকুমারী। বালিকার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চুলগুলি মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

আমি প্রথমেই দরজা খুলিতে গেলাম। খিলটা বড় কড়া ছিল, হড়্ করিয়া একটা শব্দ হইল। অমনি নিতাই সুপ্তোত্থিত সিংহবৎ লাফাইয়া তেওয়ারির ঘাড়ে পড়িল। তেওয়ারি চিৎপাত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় লম্ফে নিতাই উঠানে গিয়া পড়িল। সেখানে জমাদার দাঁড়াইয়া ছিল; সে বন্দুকের গোড়ালি ফিরাইয়া নিতাইএর হাতে মারিল। নিতাই থমকিয়া দাঁড়াইতেই চোবে ক্ষিপ্রগতিতে তাহার বিকল হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল। এত বড় একটা কাণ্ড নিমেষের মধ্যেই ঘটিয়া গেল।

নিতাই স্তব্ধ হইয়া আমার মুখপানে চাহিল; জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

আমি কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলাম, তথাপি যে কথা মুখে আসিল কিছুতেই সেটাকে নিবারণ করিতে পারিলাম না,—"মনে নাই? সে দিন বলেছিলাম, আবার একদিন আস্‌বো।"

তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ও ললাটের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইল; ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "তুমি সেই বামণ, নও? অতিথী-সেবার প্রতিফল দিতেছ!"

ফুলকুমারী এতক্ষণ ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল; হঠাৎ আঙ্গিনায় ছুটিয়া আসিয়া বাপের দুই হাঁটুর ভিতর মুখ লুকাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নিতাই মাটিতে বসিয়া পড়িল, শৃঙ্খলিত দুই

বাহুর মধ্যে মেয়েকে বুকে লইয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দারোগা ঠাকুর, এ মেয়েটির মা নাই, আমি একে এতদিন বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি। তুমি দয়া কর,—ফুলীকেও আমার সঙ্গে তোমাদের কয়েদখানায় নিয়ে চল।"

আমি অনুতাপবিদ্ধ অপরাধীর মত অধোবদনে রহিলাম।

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

মাষ্টার।
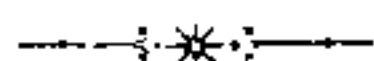
তা'র নামটা বড় কেউ জানে না—সকলেই মাষ্টার ব'লে ডাকে। মাষ্টারের বয়স প্রায় পঁচিশ, দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুখশ্রী ঘোড়ার মত, চক্ষু ছোট ও বসা, কাণ দুইখানা কুলার মত, নাকটা টিয়াপাখীর মত, দন্ত, গজদন্ত—সর্ব্বদা বাহির হইয়াই আছে, বুকখানা সরু, পেট্‌টি মোটা, হাত ল্যাল্‌নেলে, আর পা দুইখানা খ্যাংরাকাটির মত। মাষ্টার, জাতিতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব মাষ্টারের বড় নাই—তবে পৈতাটা স্কন্ধে ঝুলিয়া থাকে—সেইজন্য মাষ্টারকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া আর কিছু বলিবার উপায় নাই। মাষ্টার "অ আ ক খ" ক্লাসের ছেলে পড়ায়, সুবিধা বুঝিলে দুই একখানা কালোয়াতী গানও গায়, যাত্রা থিয়েটারেও যা হয় একটা কিছু সাজে। মাষ্টারের রোজ্‌গার আছে, কিন্তু খরচ নাই। মাষ্টারের ভোজন 'যত্র তত্র'—শয়ন 'হট্ট-মন্দিরে'। সুতরাং তাহার আবার খরচ কিসের? মাষ্টারের মাষ্টারণী আছে—কিন্তু মাষ্টারণী মাষ্টারের ভাতে নাই—সে ভার মাষ্টারের মাতুলের স্কন্ধে। মাষ্টার লোক ভাল—কিন্তু লোকে তাহাকে চিনিতে পারিল না, বুঝিতে পারিল না, এই যা' মাষ্টারের দুঃখ। মাষ্টারের জুতা আছে, কিন্তু তাহা পায়ে থাকে না—হাতেই থাকে। মাষ্টারের জামা, চাদর, কাপড়, সাজ-সজ্জা সবই আছে; কিন্তু সব থাকিতেও মাষ্টার শব হইয়া থাকে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে 'বরাত্‌।' মাষ্টার টাকা

মাষ্টার প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছিল। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতে হইলে মাষ্টার পিছ্ কাটায়। মাষ্টারের যত রোক্ সব "অ আ ক খ" পড়া ছাত্রের উপর। মাষ্টারের হাতও চলে, মুখও চলে। তথাপি মাষ্টার লোক ভাল। তাহার দ্বারা ইষ্ট না হউক, কাহারও কোন অনিষ্ট হয় না।

এ হেন মাষ্টার একদিন সখ্ করিয়া পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিল। মাষ্টারের সখ্ চাগিল, সে সকলকে 'খাওয়াইবে, দাওয়াইবে'—'পরাইবে' কি না তাহা ঠিক্ জানা যায় নাই। সকলে মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল— "হাঁ মাষ্টার, এটা কিসের খাওয়া?" মাষ্টার গম্ভীর ভাবে বলিল—"শ্রাদ্ধের।" শ্রাদ্ধটা কা'র, তা অবশ্য মাষ্টার প্রকাশ করে নাই। তবে সকলেই বুঝিল সেটা মাষ্টারের—কেননা পয়সা খরচ করিয়া মাষ্টারকে খাওয়াইতে হইতেছে। পয়সা খরচ করিতে হইলেই না লোকে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করিয়া থাকে— অন্ততঃ এমনটাই না মুখে বলে? মাষ্টারের শ্রাদ্ধটাও কতকটা সেইরূপ। মাষ্টার রাগিয়াই বলিয়াছে—খাওয়াটা শ্রাদ্ধের। ভাল, তাহাকে খাওয়াইতেই বা বলিল কে, রাগিতেই বা পরামর্শ দিল কে—আর শ্রাদ্ধই বা করিতে বলিল কে? নিমন্ত্রিতের দল ভাবিতে লাগিল—মাষ্টারের এমন বুদ্ধি কেন হইল! কিন্তু ভাবিয়া তখন আর কি হইবে? আজন্ম মাষ্টারের নিমন্ত্রণ আর কেহ এড়াইতে পারিল না। মাষ্টার লোক ভাল—সকলে মিলিয়া তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করে। মাষ্টারের নিমন্ত্রণ কে অগ্রাহ্য করিতে পারে?

সে যাহা হউক নিমন্ত্রিতের দল সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। তাহারা দলে প্রায় চল্লিশ জন হইবে। যে ভদ্রলোকের বাটীতে মাষ্টার অন্নধ্বংস করে, সেই বাড়ীতেই নিমন্ত্রিতের দল সমবেত হইয়াছে। মাষ্টারের অনুরোধে সে বাড়ীতে সে দিন দুই চারিটা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, সতরঞ্চির উপর একখানা ধপ্ধপে সাদা চাদর বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, দুই চারিটা তাকিয়া রাখা হইয়াছে, দুই চারিটা থেলো হুকারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক জানে না—ব্যাপারটা কি। মাষ্টার লোক ভাল—তাহার অনুরোধে বাড়ী- ওয়ালা বিছানা পত্রের ব্যবস্থা করিয়াছে মাত্র। মাষ্টারের মতলব কি, তাহা জানিবার জন্য বাড়ীওয়ালা অবসরও পায় নাই, আর উৎকণ্ঠিতও হয় নাই। মাষ্টার বলিয়াছে, তাহার পরিচিত দুই দশজন লোক কোন বিশেষ কর্ম্মো-

সেই জন্যই সমাগত ভদ্রলোকদিগের জন্য আসনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে।

রাত্রি আট্টা বাজিল, নয়টা বাজিল, দশটা বাজিল—এগারটা বাজিতে যায়—কিন্তু আহারের ত কোন উদ্যোগই নাই। নিমন্ত্রিতের দল ক্রমেই অধীর হইয়া পড়িল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কি মাষ্টার কতদূর ?" মাষ্টার গজদন্ত ঠোঁটের ভিতর চাপিবার চেষ্টা করিয়া, ক্ষুদ্র চক্ষু ক্ষুদ্রতর করিয়া, নাক্ মুখ সিট্‌কাইয়া বলিল—"কিসের কতদূর ?" নিমন্ত্রিতের দল ত অবাক্। মাষ্টার বলে কি ? নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এখন মাষ্টার বলে—"কিসের কতদূর ?" কি ভয়ানক ! মাষ্টার বলিতে লাগিল—"নিমন্ত্রণ ! নিমন্ত্রণ কিসের বাবা ? আমি গরীব লোক, না হয় আজই হয়েছি। কিন্তু চিরদিন ত এমন ছিলুম না বাবা ! আমার বাবাও রোজ্‌গেরে ছিলেন। চার্ ভাই ছিলুম। বাড়ীতে ৪।৫ সের ক'রে পাঁঠা আস্‌ত। বাবা আলু-ভাতে ভাতখেয়ে আফিস্ চলে যেতেন, আর আমরা চার ভায়ে পড়ে সেই ৪।৫ সের পাঁঠা মেরে দিতুম্। আমরা চার ভাইই সমান—ওঃ !"

নিমন্ত্রিতের মধ্যে একজন বলিল,—সে সব ত খেতে—তাতে হল কি ? আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনে—রাত্রি এগারটা অবধি ধরে রেখে, ও সব কি—পাগলামো কচ্ছ মাষ্টার ?

"পাগ্‌লামি কিছু করিনি বাবা। শোন, শোন, আমার কথাগুলো শোন। এখন ছাতা ঘাড়ে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই ব'লে, ময়লা কাপড় চোপড় পরি ব'লে, পরের বাড়ীতে ভাত মারি ব'লে, "অ আ ক খ" পড়াই বলে, যাত্রা থিয়েটারে তামাক সাজি ব'লে, তোমরা সবাই আমায় গ্রাহ্যের মধ্যেই আননা। তা' না আন বাবা, ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি যে মাথার ঘাম্ পায়ে ফেলে, পরের অন্নদাস হয়ে, এই যে টাকাগুলো রোজ্‌গার করে জমিয়েছিলুম্, তা'ত তোমরাই সুদের লোভ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে বার করে নিয়েছ। হাতটা উপুড় কর্‌বার আর নামটি নেই। সেই জন্যেই তোমাদের আজ নিমন্ত্রণ করেছি। টাকা দেবে ত দাও, নইলে সবাইকে আজ ছুঁচো ভাজা খাওয়াব।" এই কথা বলিয়াই মাষ্টার দৌড়াইয়া গিয়াই দ্বারের পার্শ্ব হইতে একটা প্রকাণ্ড বস্তা টানিয়া বাহির করিল। বস্তাটা উপুড় করিতেই রাশি রাশি সাদা কাল মৃত অর্দ্ধমৃত ছুছুন্দর পড়িয়া গেল।

দাঁড়াইয়া রহিল। মাষ্টার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি উন্মাদের। মাষ্টারের উন্মত্ততা দেখিয়া সকলেই ভয় পাইল। সকলে ভাবিতে লাগিল, "মাষ্টার কাম্‌ড়াইবে না কি?"

যাহারা যাহারা মাষ্টারের টাকা ধারিত, তাহারা সকলেই ঋণ পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু মাষ্টার তাহাতে স্বীকৃত হইল না। সে বলিল "তোমাদের বিশ্বাস কি? তোমরা এই বাটী ছাড়িয়া যাইবে, আর আমার টাকার কথা ভুলিয়া যাইবে। তা হইবে না। আমার টাকা দাও, তবে ছাড়িব, নতুবা ছুঁচো ভাজা খাওয়াইব।" মাষ্টার তখন দ্বারের অর্গল বদ্ধ করিয়া দ্বারে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাহার সাধ্য সে দ্বারের নিকট যায়! মাষ্টারের মূর্ত্তি তখন ভয়ঙ্কর। ক্ষুর ধার গজদন্তের বহর দেখিয়া তখন সকলকেই পিছু হটিয়া আসিতে হইল। মাষ্টারের তখন নৃত্য উল্লম্ফন দেখে কে? নিমন্ত্রিতের দল উপায়ন্তর না দেখিয়া যে যাহার ঘড়ী, চেন, আংটী, সোণার ও রূপার বোতাম্ খুলিয়া মাষ্টারের নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইল। তখন নিমন্ত্রিতের দল ছুটী পাইল। তৎপর দিবস সকলে আসিয়া যে যাহার দ্রব্য টাকা দিয়া খালাস করিয়া লইয়া গেল। সেই অবধি মাষ্টারকে কেহ আর সেইস্থানে দেখিতে পাইল না। অনাদায়ের টাকা আদায় হইতেই মাষ্টার দেশে চলিয়া গেল—দেশে চাষবাস আরম্ভ করিল। তখন মাষ্টার, মাষ্টারণীকে আনিল। মাষ্টারণী একদিন মাষ্টারকে বলিল—"হ্যাঁ গা, তোমার ত ঐ গজদন্তে মাষ্টারী বুদ্ধি খুব!" মাষ্টার দন্ত বিকাশ করিয়া কহিল—"না হ'লে কি পোড়ো টাকা আদায় হত, না তোমাকে ঘরে আন্‌তে পারিতাম? কষ্ট করেছিলুম্ বলেই না আজ কেষ্ট পেলুম।" মাষ্টারণী বলিল,—তা বেশ করেছ, কিন্তু দেখ যেন কেষ্টকে জবাব দিওনা। ভাল কথা, এত চাক্‌রী থাক্‌তে তুমি মাষ্টার হ'তে গেলে কেন?" এক গাল হাসিয়া মাষ্টার বলিল—"ওটা ভারী সুবিধার চাক্‌রী—ওতে হাত্‌ও চলে, মুখও চলে—আর পেট্ ত চলেই। নইলে এইত আমার বিদ্যে—আর তা'র উপর ত এই রূপ। চাক্‌রী দেবে কে? রূপে যে আবার চাকুরী হয় তাহা মাষ্টারণী কখনও শুনে নাই। মাষ্টারের মুখে সে কথা শুনিয়া তাহার জ্ঞান জন্মিল। মাষ্টারণীর রূপও মাষ্টারের অনুরূপ।

কিছু দিন পরে নিমন্ত্রিতের দলের মধ্যে একজনের সহিত ভউমিক মহাশয়ের দেখা হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"মাষ্টার ভাল আছ ত?" মাষ্টার বলিল—"মাষ্টার কে—আমি ত ভউমিক। ছুছুন্দর ভাজার কথা আগন্তকের মনে ছিল। সে মাষ্টারের সহিত আর বেশী কথা কহিতে সাহস করিল না। ধীরে ধীরে সে আপনার পথ আপনি দেখিল। নিধিরাম তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"ওহে আর টাকা ধার নেবে কি?" আগন্তক সভয়ে বলিল—"না মাষ্টার ভউমিক। নিধিরাম বলিল—"মনে থাকে যেন বাবা, আমি কেমন মাষ্টার—হুঁ।" আগন্তক চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"উঃ খুব মনে থাক্‌বে মাষ্টার। এমন মাষ্টারী ছুচো বাজী জীবনে আর কখনও দেখিনি।

কৃষি বাণিজ্য করিয়া মাষ্টার অবশেষে অর্থবান হইয়াছিল। মাষ্টারণী সখ করিয়া মাষ্টারের গজদন্ত দুইটী সোণা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিল। তাহাদের সুখের আর সীমা রহিল না বটে—কিন্তু মাষ্টারকে কেহ তখন মাষ্টার বলিয়া ডাকিলেই মাষ্টার চটিয়া লাল হইয়া যাইত। বৃদ্ধ বয়সে মাষ্টারের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলেই স্থির করিল—সেটা মাষ্টারের রোগ। পাড়া প্রতিবাসীর উৎপাতে সে রোগ মাষ্টারের আর কমে নাই। মৃত্যুকাল অবধি সে রোগ ছিল—মাষ্টার বলিলেই মাষ্টার ক্ষেপিয়া উঠিত।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

নিতাই সরদার ও ছদ্মবেশী দারোগা।

দস্যু-দমন।

১

শৈলগাত্রে অপূর্ব্ব কৌশলে খোদিত বহু বিচিত্র কারু-কার্য্যে শোভিত ভীমা দেবীর অতি প্রাচীন, অথচ নিত্য নবীন মন্দির। রাজকুমারী অরুণা দেবীর পূজা করিতে আসিয়াছেন। মালব রাজ্যের প্রান্তভাগে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে, রাজধানী হইতে বহুদূরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য ভূমি। গ্রাম বা নগরের সংখ্যা অল্প। রাজা পুরঞ্জয় কোন যুদ্ধ হইতে সসৈন্যে রাজধানীতে ফিরিতেছেন। রাজদ্রোহী কোন পার্ব্বত্যদস্যু ঐ অঞ্চলে রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিতেছিল। রাজা সেই দস্যুর দমনের জন্য বাণিজ্য প্রধান কোন ক্ষুদ্র নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শিবির হইতে মন্দির সাত আট ক্রোশ দূরে। রাজকুমারী অরুণা যুদ্ধযাত্রায় রাজার সঙ্গিনী ছিলেন। বীরপ্রাণা রাজকন্যার হৃদয় রণযাত্রার নামেই রণোন্মাদনায় নাচিয়া উঠিত; রণ কোলাহল, রণবাদ্য, রণনৃত্য,—সকলই রাজকন্যার প্রাণ প্রবলশক্তিতে আকর্ষণ করিত। বয়োপ্রাপ্তা হইবার পর হইতেই রাজকুমারী যখনই যুদ্ধ ঘটিত, অশ্বারোহণে পিতার সঙ্গে যুদ্ধে যাইতেন। এ হেন অশ্বারোহিনী রণসঙ্গিনী রণরঙ্গিনী কন্যার পিতৃত্বে পিতাও আপনাকে যারপর নাই গৌরবান্বিত মনে করিতেন। আগ্রহে ও আনন্দে কন্যাকে রণযাত্রায় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পাশাপাশি দুইজনে যখন অশ্বারোহণে চলিতেন—রাজা কন্যার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন,—আ মরি, কি সুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তি! যেন কোটী ভাস্কর-ভাসিতা সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী দশপ্রহরণধারিণী মহিষাসুরনাশিনী দুর্গা তাঁহারই কন্যারূপে তাঁহার পাশে চলিয়াছেন। মুগ্ধনেত্রে রাজা চাহিয়া থাকিতেন। গৌরবদীপ্তিতে তাঁহার স্বভাবতঃ উজ্জ্বল নয়ন উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিত। এক একবার এদিক ওদিক অন্যান্য সেনানীদের পানে চাহিতেন,—বোধ হইত যেন সহস্রকণ্ঠে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ছাখ! ছাখ! এই আমার কন্যা! এমন কি আর কেহ কখনও দেখিয়াছ?" বীর পিতার যদি

এইরূপ কন্যা। শতপুত্র ফেলিয়াও এমন কন্যা কোন্ বীর না চাহিবেন? দিগ্বিজয়ী পুত্রের গর্ব্বও কি এমন নিত্য রণসঙ্গিনী কন্যার গর্ব্বের উপরে উঠিতে পারে?

শিবিরে রাজকুমারী ভীমাদেবীর মন্দিরের কথা শুনিলেন। মন্দির দেখিতে এবং দেবীর অর্চ্চনা করিতে রাজকুমারীর বড় ইচ্ছা হইল। প্রত্যুষেই রাজকুমারী পিতার শিবির দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া রাজা পুরঞ্জয় বাহিরে আসিবামাত্র কন্যাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, "এ কি অরুণা, এত সকালে এখানে যে?"

অরুণা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সকাল কোথায় পিতা? তোমারই দেরী হইয়াছে। ঐ দেখ সূর্য্য উঠিতেছেন। বীরকেই আগে উঠিয়া সূর্য্য আবাহন করিতে হয়। সূর্য্য আগে উঠিয়া যে বীরের নিদ্রাভঙ্গ করেন, তার বীরতেজও তিনি হরণ করেন।"

রাজা কহিলেন, "সূর্য্য ত এখনও উঠিয়া পড়েন নাই। আমিই বরং আগে উঠিয়া আসিয়াছি।"

অরুণা কহিলেন, "আবাহণের সময় যে গেল।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "অরুণকে না পারিয়া থাকি, অরুণাকে ত পারিয়াছি।"

অরুণা উত্তর করিলেন, "অরুণা ত আর অরুণ নয় পিতা?"

রাজা কন্যার মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "অরুণাই আমার অরুণ দেব।"

অরুণা হাসিয়া কহিল, "তা হলে সেই অরুণ দেবই তোমাকে আগে আবাহন করিয়াছে। তোমার বীরত্বও সে হরণ করিবে।"

রাজা কহিলেন, "আমার বীরত্ব যদি কেহ হরণ করিতে পারে, তবে আমার এই অরুণ দেবই পারিবে। করুক, তাহাতে আমি ধন্যই হইব। আয় তবে মা, উভয়ে উদীয়মান ওই অরুণদেবকে প্রণাম করি। বিলম্বে যদি সত্যই অরুণদেবের নিকট অপরাধী হইয়া থাকি, তিনি স্বয়ং যেন মানবদেহ ধরিয়া আমার অরুণাকে হরণ করেন, তাতেই আমার তেজ হরণ করা হইবে।"

অরুণা কহিলেন, "আমাকে হারাইতে চাও পিতা?" পুরঞ্জয় আবার

কহিলেন, "তা হারাইতে ত একদিন হইবেই। যদি সাক্ষাৎ অরুণদেবের মত কোন বীরের হাতেই তোকে হারাই,—তবেই সে হারাণ সার্থক হইবে। চল্, ঐ দেখ্ অরুণদেবের মধুর রাঙা হাসি ফুরাইয়া যায়,—আর দেরী হইলে তিনি সত্যই ক্রোধের আগুণে জ্বলিয়া উঠিবেন।"

অরুণার হাত ধরিয়া রাজা পুরঞ্জয় অদূরে খরস্রোতা নির্ম্মলসলিলা বেত্রা নদীর তীরে পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে নদীর অপর পারে দিগন্ত বিস্তৃত বন্ধুর পার্ব্বত্যভূমির শেষ সীমায় ঈষৎ কুজ্ঝটিকা ছায়া মধ্যে লোহিত কিরণ ছটা বিকীর্ণ করিয়া, লোহিত উজ্জ্বল অরুণদেব উদিত হইতেছেন। পিতা ও কন্যা করজোড়ে মুদিত নয়নে গম্ভীর-মধুর মিলিত স্বরে স্তব আবৃত্তি করিয়া তরুণ অরুণদেবকে প্রণাম করিলেন।

প্রণামান্তে অরুণা কহিলেন, "পিতা, আজ শৈলমন্দিরে ভীমাদেবীকে পূজা করিতে যাইব।"

রাজা উত্তর করিলেন, "আজ নয় মা, আজ আমার অবসর হইবে না। কাল তোমাকে লইয়া যাইব।"

অরুণা কহিলেন, "তুমি নাই গেলে। আমি একাই যাইব। আজই যাইব, এরূপ সংকল্প করিয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "আচ্ছা যদি এমন সংকল্পই করিয়া থাক,—আজই যাইবে। একদল সৈন্য তোমার সঙ্গে পাঠাইতেছি।"

অরুণা হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "বাবা, একদল সৈন্য লইয়া কি দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইব?"

রাজা উত্তর করিলেন, "এ অঞ্চলে শান্তি নাই; রাজদ্রোহী দস্যুর বড় উৎপাত।"

রাজকুমারী কহিলেন, "তা সে জন্য আমার শিবিরের রক্ষিগণই যথেষ্ট। সৈন্যের প্রয়োজন হইবে না।"

রাজা আর কোন আপত্তি না করিয়া অরুণাকে স্বীয় শিবিরের রক্ষিগণসহ ভীমাদেবীর অর্চ্চনার জন্য যাইতে অনুমতি দিলেন।

২

বেলা প্রহরেকের মধ্যেই রাজকুমারী রক্ষিগণসহ মন্দির-সমীপে আসিয়া

পূজার্থীরা এইখানে স্নান করিত। রাজকুমারীও স্নান করিয়া সহচরীর সাহায্যে বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিলেন। পরে কণ্ঠে ও মস্তকে পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া ললাটদেশ সুরভি চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া পুষ্পসম্ভার হস্তে মন্দিরের দ্বারদেশে আসিলেন। সোপানশ্রেণীর উপরে মন্দিরের চাতালে দ্বারের নিকট একজন বিশালকায় সন্ন্যাসীবেশধারী পুরুষ দণ্ডায়মান ছিলেন। অরুণা ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বীরপতি লাভ কর।"

মন্দিরদ্বারে মন্দিরের বৃদ্ধ পূজকব্রাহ্মণ রাজকুমারীকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণকেও যথাবিধি প্রণাম করিয়া রাজকুমারী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

পূজাকরিয়া দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রাজকুমারী কিছুকাল স্তিমিত লোচনে করজোড়ে ধ্যান ও প্রার্থনা করিলেন। তার পর দেবীকে প্রণাম করিয়া পূজকব্রাহ্মণকে কয়েক খণ্ড স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা স্বরূপ দিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলেন।

বিশালকায় সন্ন্যাসী তখনও দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন, "রাজকুমারী, পূজান্তে ভীমা দেবীর নিকট কি কামনা করিলে?"

অরুণা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বীরবালার যাহা শ্রেষ্ঠ কাম্য, তাহাই কামনা করিয়াছি।" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন, "সে কি?" অরুণা সলজ্জ মৃদু হাসিতে আরক্ত নত মুখে উত্তর করিলেন, "বীর পতি।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "তবে সে কামনা দেবী এখনই পূর্ণ করুন, আমি বীর, আমার বীরত্বের পরিচয় এখনই পাইবে, আমাকে পতিত্বে বরণ কর।"

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীবেশধারী সেই বিশালকায় পুরুষ বস্ত্রান্তরাল হইতে একটী তীক্ষ্ণস্বর তুরী বাহির করিয়া বাজাইলেন। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তে জটা গুম্ফ শ্মশ্রু গৈরিক প্রভৃতি সন্ন্যাসীর বেশ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। রাজকুমারী বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, তেজোদীপ্তবদন, ঈষৎস্মিত-উজ্জ্বল-নয়ন যোদ্ধৃবেশধারী ভীমকায় সুন্দর যুবাপুরুষ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। বিস্মিতা ও মুগ্ধা রাজকুমারীর হৃদয়ে সে মুহূর্ত্তে ক্রোধের বা ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি স্তম্ভিত ভাবে বীরপুরুষের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ও দিকে ভীমনিনাদে হরহর ব্যোম শব্দে, ক্ষুদ্র একদল অপরিচিত সৈন্য পর্ব্বতান্তরাল

ফেলিল। যুবাপুরুষও একলম্ফে মন্দিরের চাতাল হইতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্ব কথিত সৈন্যদলের সহিত যোগ দিলেন।

বীরযুবকের নেতৃত্বে অসাধারণ কৌশলে এই নবাগত সৈন্যগণ রাজকুমারীর রক্ষিগণকে নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। কেহ হত বা বিশেষ আহত হইল না। বলাবাহুল্য এই নবাগত সৈন্যগণ সংখ্যায় রাজকুমারীর রক্ষিগণ অপেক্ষা বড় বেশি ছিল না।

সহসা চিন্তার অতীত, স্বপ্নেরও অগোচর, অপ্রত্যাশিত এইরূপ ঘটনায় যার পর নাই বিস্মিত হইয়া রাজকুমারী নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে মন্দির গাত্রে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া এই অপরিচিত বীরযুবা ও তাঁহার অনুচরবর্গের অদ্ভুত সাহস, কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতা দর্শন করিতে ছিলেন।

রাজকুমারীর মুখে ভয় বা উৎকণ্ঠার চিহ্ন মাত্র ছিল না। এ সব যেন কিছুই না, তাঁহার ভাগ্য ইহাতে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিবে না, এইরূপ একটা নিরপেক্ষ নিশ্চিন্ত ভাবে তিনি এই দুঃসাহসিক যুবার কার্য্য দেখিতে ছিলেন। যুবার সাহস তেজ ও রণ কৌশল সকলই অসাধারণ।

যুবার গিরিশৃঙ্গতুল্য বিশাল ও উন্নত বীরশ্রীমণ্ডিত দেহের ভীমকান্তরূপ স্বয়ং পার্ব্বতীপতি মহাদেব সদৃশ। কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্রবৎ গম্ভীর ও উচ্চ। পৌরুষ ও বীরত্ব যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই যুবাতে আবির্ভূত হইয়াছিল। বিস্মিতা রাজকুমারী মনে মনে এই যুবার প্রতি কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলেন। দুঃসাহসিক যুবার এবম্বিধ অবমাননায়ও রাজকুমারী মনে ক্রোধের উত্তেজনা আনিতে পারিতে ছিলেন না। এ কি হইল? কেন এমন হইল? নিজের উপরই এক একবার রাজকুমারীর যেন রাগ হইতে লাগিল।

সহজে মুক্ত হইতে না পারে এমন ভাবে রক্ষিগণকে বন্ধন করিয়া, অনুচরবর্গের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যুবা আবার মন্দিরের নিকট আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া রাজকুমারীকে অভিবাদন করিলেন।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি দুঃসাহসী?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমার নাম বোধহয় রাজকুমারীর অপরিচিত নয়।"

"কি তোমার নাম?"

"হেমরাজ! তুমিই সেই দুর্দ্দান্ত পর্ব্বত্যদস্যু?"

হেমরাজ উত্তর করিলেন, "আপাততঃ দস্যু নামেই অভিহিত। কিন্তু আর একটু বড় দস্যু হইতে পারিলেই রাজা নামের অধিকারী হইব।"

"কি, দস্যুরাজা?"

"দস্যুরাজা নয়,—বিজয়ী রাজ্যপ্রতিষ্ঠিতা—রাজ্যাধিপতি—রাজা।"

"কোন দস্যু কখনও রাজা নামের গৌরব পাইয়াছে এরূপ শুনি নাই।"

"ছোট দস্যু কেহ পায় নাই, বড় বড় দস্যু সকলেই পাইয়াছে। আমিও সেইরূপ বড় দস্যু হইবারই আকাঙ্ক্ষা রাখি। যেদিন তা হইব, মালবরাজ, যিনি আজ আমায় দমন করিতে আসিয়াছেন, আদরে আমার হাতে কন্যা দান করিবেন।"

রাজকুমারী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তা সেইদিন আসুক, তবেত! তার আগে এ দুরাকাঙ্ক্ষা, এ দুঃসাহস কেন?"

"আকাঙ্ক্ষা যত উচ্চই হউক, যে সে আকাঙ্ক্ষা সহজে পূর্ণ করিতে পারে, তার পক্ষে তা দুরাকাঙ্ক্ষা নয়। যে সাহসে চেষ্টা সফল হয়, সে সাহস দুঃসাহস নয়।"

"তোমার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, এ চেষ্টা সফল হইবে, তা কি প্রকারে বুঝিলে?"

"রাজকুমারী এখন আমার অধীন।"

"রাজ সৈন্যও বেশী দূরে নয়।"

"সে ভয় আমি একটুকুও করি না। আমার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদের পরাজিত করিয়া, আমার দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিবে, এরূপ শক্তি মালবসৈন্যের নাই।"

পিতার সৈন্যবল ও সমর শক্তির প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশে রাজকুমারী ঈষৎ বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন "দুর্গম পর্ব্বতবিবরে লুক্কায়িত মুষিক সিংহকেও এরূপ অবজ্ঞা করিতে পারে।"

হেমরাজ একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "যুদ্ধকালে যোদ্ধার দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান, সিংহভীত মুষিকের পর্ব্বতবিবরাশ্রয় নহে। রাজকুমারী রাজার নিত্য রণসঙ্গিনী বলিয়া শুনিয়াছি। তা রণনীতি কি কিছু শিখেন নাই?"

রাজকুমারী একটু কঠোরস্বরে উত্তর করিলেন, "রাজার কন্যা দস্যুর

হেমরাজ কহিলেন, "বৃথা বাক্‌যুদ্ধে অযথা সময় অতিবাহিত হইতেছে। রাজকুমারীর জন্য ঐ শিবিকা প্রস্তুত। এখন শিবিকায় উঠিবেন কি?"

"শিবিকায় কোথায় যাইতে হইবে?"

"আমার দুর্গে—।"

"কেন?"

"সেখানে রাজকুমারীই সেই দুর্গের অধিশ্বরী হইবেন।"

রাজকুমারী ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দন্তে অধর দংশন করিলেন। একটু ক্রোধের ভাব মুখে দেখা দিল। কিন্তু সে ক্রোধ কাহার প্রতি? দস্যুপতি হেমরাজের প্রতি—না আপন হৃদয়ের প্রতি! রাজকুমারী নিজেই তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছেন না। আমরা কি বুঝিব?

একটু আত্মসম্বরণ করিয়া রাজকুমারী কহিলেন, "বলপূর্ব্বক অবলাহরণ, কোন্ বীর-ধর্ম্ম নীতিতে এ বিধি আছে?"

হেমরাজ কহিলেন, "রাজকুমারী রমণী, কিন্তু 'অবলা' একথা এই প্রথম শুনিলাম।"

"রমণীমাত্রেই অবলা।"

"তাহা হইলে এদেশে নারীরূপে মহাশক্তির কল্পনা হইত না।"

"সে যাই হ'ক্ রমণীহরণই বা কোন বীরধর্ম্মের বিধি।"

"আমি ক্ষত্রিয় বীর, রাক্ষস বিবাহ যে ক্ষত্রিয় বীরের অবিধি নয়, তাও কি রাজকুমারী জানেন না! ভীষ্ম কাশীরাজকুমারীদের হরণ করেন, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেন; ভারতের আদর্শ বীর, আদর্শ মানব ইঁহারা। ইঁহাদের আচরণীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমি বীর-ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, লঙ্ঘন করিতেছি না।"

রাজকুমারীর অধর প্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা গেল। তিনি কহিলেন, "ক্ষত্রিয়বীর হেমরাজ কি নিত্যই এইরূপ বীরধর্ম্মের, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন? দুর্গে এইরূপ আর কতজন অধিশ্বরী গিয়া দেখিব?"

হেমরাজের মুখেও এবার একটু ক্রোধের ভাব দেখা গেল, কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া তিনি কহিলেন, "বিবাহের জন্য কোন যোগ্য কুমারীকে হরণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবিধি নয়, কিন্তু তাই বলিয়া নিত্য যে রমণী হরণ করে, সে বীর নয়, মানবও নয়—পশু। হেমরাজ পশু নয়, পশুহৃদয়ে

"পাপী কখনও আত্মপাপ ঘোষণা করে না, পুণ্যেরই গর্ব্ব করিয়া থাকে।"

"পাপ, পাপীর কার্য্যেই প্রকাশ পায়, ঘোষণার অপেক্ষা রাখে না। আমার অধিকৃত ও শাসিত এই পার্ব্বত্য প্রদেশমধ্যে ওরূপ পাপের নিদর্শন রাজকুমারী যখনই পাইবেন, স্বহস্তে এই মস্তক ছিন্ন করিয়া রাজকুমারীর চরণে উপহার দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

রাজকুমারী হাসিয়া কহিলেন, "নিজের মস্তক নিজে ছিন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু কেহ তাহা কখনও কাহারও পায়ে উপহার দিতে প্যারিয়াছে এরূপ শুনি নাই।"

"রাজকুমারী এখন শিবিকায় উঠিবেন কি?"

"যদি না উঠি?"

"অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক উঠাইতে হইবে।"

"আমার রক্ষিগণ তোমার বন্দী হইয়াছে। আমি নিজে এখনও পরাজিত কিম্বা বন্দী হই নাই।"

নিকটেই চাতালের নিম্নে রাজকুমারীর সহচরী দাঁড়াইয়াছিল। রাজকুমারীর ইঙ্গিত পাইয়া সে ত্বরিতগতিতে একখানা তরবারী আনিয়া রাজকুমারীর হাতে দিল। রাজকুমারী কহিলেন, "ভাল, তুমিত বীর! আগে যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজিত কর। তারপর বন্দী করিয়া লইয়া যাইও।"

এই বলিয়া রাজকুমারী চাতাল হইতে অবতরণ করিয়া নিজের অশ্বে আরোহণ করিলেন।

সহসা রাজকুমারীর এরূপ আচরণে হেমরাজ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অশ্বে আরোহণ করিয়াই রাজকুমারী ডাকিয়া কহিলেন, "কি বীর? ভয় পাইতেছ?" এই বলিয়াই রাজকুমারী বল্গা টানিয়া অশ্বের মুখ ফিরাইয়া তার পার্শ্বদেশে সবলে পদাঘাত করিলেন। অশ্ব তীরবেগে শিবিরাভিমুখ পথে ছুটিল। চকিত হেমরাজ চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কোন অশ্ব নাই। অশ্বাধিক বেগে তিনি রাজকুমারীর অশ্বের পশ্চাতে ছুটিলেন। কিয়দ্দুর গিয়াই হেমরাজ অশ্ব ধরিয়া থামাইলেন। রাজকুমারী তরবারি উঠাইলেন, হেমরাজ ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি কাড়িয়া লইলেন।

হেমরাজ ও রাজকুমারী অরুণা।

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "ধূর্ত্ত শত্রুর হস্ত হইতে কৌশলে মুক্তিলাভের চেষ্টা পলায়ন নহে। তুমি না রণনীতিতে বড় পারদর্শী বলিয়া গর্ব্ব করিতে-ছিলে?"

"যাই হ'ক, এখন তুমি পরাজিত ও আমার বন্দী। এখন আমার সঙ্গে যাইবে কি?"

"বিনাযুদ্ধে কেহ পরাজিত হয় না। এখনও যুদ্ধ হয় নাই।"

"ভাল, তবে যুদ্ধই হউক। রাজকুমারী তবে অশ্ব হইতে অবতরণ করুন।"

"অশ্বারোহণেই যুদ্ধ করিতে আমি অভ্যস্ত। তোমার অশ্ব লইয়া আইস।"

"আমার অশ্ব নাই। রাজকুমারী অশ্বারোহণেই থাকুন। আমি নীচে থাকিয়া যুদ্ধ করিব।"

"তাহাই হউক, তোমার রণ কৌশলের পরীক্ষা হইবে।"

হেমরাজ রাজকুমারীর তরবারি তাঁহার হাতে দিলেন। নিজের তরবারি লইয়া অশ্বের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

উভয়ের তরবারি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধও অদ্ভুত। উভয়েই অপূর্ব্ব কৌশলে তরবারি চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু একের অপরের অঙ্গে যে আঘাত করিতে এতটুকুও ইচ্ছা আছে, এরূপ বুঝা গেল না। হেমরাজের ত নয়ই।—রাজকুমারীরও এরূপ ইচ্ছার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হেম-রাজ দেখিলেন রাজকুমারীর হস্ত তরবারীচ্যুত করা ভিন্ন এ বৃথা অসিচালনার শেষ হইবে না। সতর্ক লক্ষ্য রাখিয়া হেমরাজ রাজকুমারীর মুষ্টির একটু উপরে তরবারির মূল দেশে সবলে আঘাত করিলেন। মূল ভাঙ্গিয়া রাজকুমারীর তরবারি ভূপতিত হইল।

রাজকুমারী কহিলেন, "ভাল তুমি রণকুশল বটে। আমি পরাজিতা হইলাম।—বন্দিনীকে কোথায় লইয়া যাইবে চল।"

"রাজকুমারী মার্জ্জনা করিবেন" বলিয়া হেমরাজ অশ্বের বল্গা ধরিয়া মন্দি-রের প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিলেন। কতিপয় অনুচর ইঙ্গিতে শিবিকা লইয়া অশ্ব সমীপে আসিল।

রাজকুমারী কহিলেন, "যদি হেমরাজের অনুমতি হয়, আমি অশ্বা-রোহণেই যাইব। আমার পরিচারিকা ঐ শিবিকায় যাইতে পারে।"

হেমরাজ বলিলেন, "রাজকুমারীর যেরূপ ইচ্ছা।"

রাজকুমারী কহিলেন, "সুভদ্রা, তুমি এই শিবিকায় উঠ। "হেমরাজ! আমার

রক্ষিগণ সকলেই কঠিন বন্ধনে বদ্ধ। আমরা চলিয়া গেলে কে ইহাদের মুক্ত করিয়া দিবে? মন্দিরের পুরোহিতও পলায়ন করিয়াছেন।"

হেমরাজ আদেশ করিলেন, "ইহাদের একজনকে মুক্ত করিয়া দেও। সে অপর সকলের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিবে।"

একজনের বন্ধন মুক্ত হইল। রাজকুমারী কহিলেন, "তোমরা অবিলম্বে আমার পিতাকে সংবাদ দিও। কহিও, এই দস্যু বীর। ইঁহার হস্তে আমার কোন অবমাননা হইবে না। তিনি যখন আমাকে উদ্ধার করিবেন, তাঁহার কন্যা জীবিতা ও নিষ্কলঙ্কা অবস্থাতেই তাঁহার চরণ বন্দনা করিবে।—আর এই আমার কঙ্কণ লও। ইহা দেখাইলেই পিতা তোমাদের মার্জ্জনা করিবেন। বুঝিবেন তোমাদের কোন ত্রুটী হয় নাই। আমাদের এরূপ সঙ্কেত আছে।"

রাজকুমারী হাতের কঙ্কণ খুলিয়া বন্ধন মুক্ত রক্ষীর নিকট ফেলিয়া দিলেন। সাশ্রুনয়নে রক্ষী তাহা তুলিয়া নিল। কোন কথা কহিল না।

অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিতা অশ্বারোহিণী অরুণাকে লইয়া হেমরাজ ধীর গমনে পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন। শিবিকা পশ্চাতে গেল।

৩

রাজদ্রোহী দস্যু হেমরাজ একদিন রাজারই প্রজা ছিল। সে মালবদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন গ্রামবাসী দরিদ্র ক্ষত্রিয় গৃহস্থের পুত্র। বাল্যাবধিই দুঃসাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া হেমরাজ পরিচিত। অসাধারণ শক্তি ও তেজ লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে, সে কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। যে অবস্থাতেই সে জন্মুক,—অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তি ও তেজ প্রভাবে তার কর্ম্মক্ষেত্র আপনিই প্রসারিত হইয়া পড়ে। সঙ্কীর্ণ খালের মধ্যে পড়িলেও প্রবল জলস্রোত দুইধার ভাঙ্গিয়া আপনার পথ আপনি বিস্তার করিয়া লয়, তাহাতে গ্রাম ভাঙ্গে, ঘর বাড়ী ভাঙ্গে, সাজান বাগানও কত ভাঙ্গে। কিন্তু সে জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রসারিণী গতি বদ্ধ করিয়া কেহ রাখিতে পারে না। দরিদ্র কৃষিজীবী ক্ষত্রিয় গৃহস্থের সন্তান হইয়াও হেমরাজের অদম্য ক্ষাত্রশক্তি ক্ষাত্রতেজ পিতার কৃষিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া কেহ রাখিতে পারিল না। যৌবনে হেমরাজ নিজ ও পার্শ্ব-

বন ভূমিতে মৃগয়ায় যাইত। বনভূমি প্রায় পশু শূন্য হইয়া উঠিল। নিকটে সীমান্তে তখন একটা যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হেমরাজ দলবল লইয়া, নিকটবর্ত্তী রাজ পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজার সহায়তা করিবার প্রার্থনা জানাইল। রাজপুরুষ হেমরাজকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিলেন। অচিরে হেমরাজ বীরখ্যাতি লাভ করিল। রাজপুরুষের ঈর্ষা হইল। এরূপ অবস্থায় কলহের কারণ সহজেই ঘটে। মধ্যে মধ্যে হেমরাজ অকারণে অবমানিত হইত। একদিন এরূপ কোন অবমাননায় ক্রুদ্ধ আত্মবিস্মৃত হেমরাজ আপন প্রভু সেই রাজপুরুষকে হত্যা করিল। শাসন নীতিতে এ অপরাধ গুরুতর দণ্ডের যোগ্য। হেমরাজ স্বদলসহ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজার একটী পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করিল।

এদিকে রাজার গোচরে এই সংবাদ যথা সময়ে আসিল। রাজা হেমরাজকে রাজদ্রোহী দস্যু বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পর্ব্বতবাসী দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর জাতীয় লোকদের হেমরাজ আপন সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিল। পর্ব্বতের নিম্ন ভূমিস্থ গ্রামবাসীদের নিকট হইতে হেমরাজ কর গ্রহণ করিত; কখনও কখনও রাজস্ব লুণ্ঠন করিত। রাজার প্রেরিত কোন রাজপুরুষ এ পর্য্যন্ত হেমরাজকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। রাজা তাই নিজেই এবার হেমরাজকে দমন করিবেন এই সংকল্প করিয়া যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পথে নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ছিলেন।

রাজা যে স্বয়ং এবার সসৈন্যে হেমরাজকে দমন করিতে আসিতেছেন, হেমরাজ এ সংবাদ রাখিত। রাজার গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য অসমসাহসিক হেমরাজ নিজেই ছদ্মবেশে কয়েকবার রাজ সৈন্যের নিকটে আসিয়াছিল। এই সময় হেমরাজ রাজার রণসঙ্গিনী অশ্বারোহিণী রাজকুমারী অরুণাকে দেখিতে পায়। দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল। কোন্ বীরের হৃদয় এমন বিদ্যুৎপ্রভাময় বসন্তকুসুমস্তবকের ন্যায় রূপময়ী যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়? অদম্য বাসনাপ্রবণতা হেমরাজের হৃদয়ের একটী প্রধান প্রকৃতি। এতদিন রণলালসা সে হৃদয়ে প্রাধান্য করিতেছিল, আজ প্রেমলালসায় সে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। রাজকুমারীর রূপমুগ্ধ হেমরাজ উন্মত্তবৎ হইল। কিন্তু রাজকুমারীকে লাভের উপায় কি? ক্ষত্রিয় হইলেও সে কোন রাজবংশীয় নহে। সে যত বড় বীরই হউক, সুকুশলী যোদ্ধা হউক, রাজদ্রোহী দস্যু

এমত অবস্থায় রাজা যে তাহাকে কন্যাদান করিবেন, এরূপ আশা বাতুলেও করে না। হেমরাজ দেখিল বলপূর্ব্বক হরণ করা ভিন্ন রাজকন্যা লাভের উপায়ান্তর নাই। বীরাঙ্গনা বীরত্বের পক্ষপাতিনী। বলপূর্ব্বক হরণ করিলেও ক্রমে তাহার অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া রাজকন্যা এ অবমাননা বিস্মৃত হইবেন, স্বেচ্ছায় তাঁহাকে বরমাল্য দিবেন, এরূপ আশা হেমরাজের মনে উদিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ হেমরাজের মত প্রকৃতির লোক আশা ছাড়া নিরাশার কথা কখনও ভাবিতে পারে না। একটা অসাধারণ ও অদম্য সাহসে, গর্ব্বে, আশায় ও ভরসায় এরূপ প্রকৃতির লোকদের হৃদয় সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। সহস্র আশঙ্কা ও বাধার মধ্যেও ইহারা জ্বলন্ত উৎসাহে অভীপ্সিত কার্য্য করিয়া যায়, কার্য্যে সিদ্ধিলাভও প্রায় করে। যাহা হউক একমাত্র যে উপায়ে রাজকন্যাকে লাভ করা যাইতে পারে, হেমরাজ সেই উপায়ই অবলম্বন করিবে এইরূপ সংকল্প করিল।

একদল অনুচর সহ হেমরাজ রাজ শিবিরের নিকটে পর্ব্বতান্তরালে ঘুরিতে ছিল। রাজকুমারীর ভীমামন্দিরে যাত্রার কথা হেমরাজ সহজেই জানিতে পারিল। সুতরাং অসমসাহসিক হেমরাজ সহজেই রাজকুমারীকে হস্তগত করিতে সমর্থ হইল।

এদিকে যথা সময়ে কন্যা হরণের সংবাদ রাজ-শিবিরে পৌঁছিল। রাজা অবিলম্বে ছাউনি তুলিয়া হেমরাজের দুর্গাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন।

রাজা যে তাঁহার রাজ্যের সমগ্রশক্তি কন্যাহারকের শাসন ও কন্যার উদ্ধারের জন্য প্রয়োগ করিবেন, হেমরাজ তাহা বুঝিয়াছিল। রাজ-কন্যাকে দুর্গমধ্যে সাবধানে রাখিয়াই হেমরাজ আপনার দুর্গ ও অধিকার রক্ষার আয়োজন আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে সমস্ত পার্ব্বত্যপথের দুর্গম অন্তরালে তিনি সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। দুর্গ অবরোধ করিতে পারিবার পূর্ব্বে যতদূর রাজার শক্তি ক্ষয় করা যাইতে পারে, ততই ভাল,—ততই দুর্গরক্ষা সহজ হইবে।

পার্ব্বত্য পথে বিপুলসৈন্যচালনা সম্ভব নয়। রাজসৈন্যকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইতে হইল। কিন্তু হেমরাজের গুপ্ত সুরক্ষিত পার্ব্বত্য সৈন্যের হস্তে রাজসৈন্য বড়ই লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। এইরূপে ২।৩ মাস যুদ্ধ চলিল। রাজধানী হইতে আরও সৈন্য আসিল। পর্ব্বতমালার পাদদেশ, সহজগম্য

সৈন্য হেমরাজের দুর্গের সমীপে উপনীত হইতে পারিল না। রাজা মনে মনে হেমরাজের রণকৌশলের প্রশংসা করিলেন। হায়! এই অসাধারণ রণ-কুশল বীর যদি রাজদ্রোহী দস্যু না হইয়া তাঁহারই সেনানায়ক হইত,—তবে কোন শত্রুকে তিনি আর ভয় করিতেন না! কিন্তু ধিক্! দুর্ব্বৃত্ত তাঁহার প্রাণাধিক কন্যা হরণ করিয়াছে,—রাজবংশের গৌরবজ্যোতি কলঙ্ক কালিমায় আঁধার করিয়াছে। যদি ইহাকে যোগ্যদণ্ডে শাসিত করিতে না পারেন, বৃথা ক্ষত্রিয়কুলে, রাজকুলে তিনি জন্মিয়াছেন।

৪

"সুভদ্রা, আজ কাল যুদ্ধের সংবাদ কি?"

"যুদ্ধ ত হইতেছেই। ২।৩ মাস গেল, রাজসৈন্য ত এখনও দুর্গের কাছে আসিতে পারিল না।"

"এই দস্যুর রণকৌশল অদ্ভুত বটে!"

"দস্যু না বলিয়া বীর বল। তুমিও কি এমন বীরত্বের সম্মান করিবে না?"

"বীর যেমনই হউন, আমার প্রতি দস্যুতাই করিয়াছেন।"

"বীরত্বে যদি মুগ্ধ হইয়াছ, দস্যুতার অপরাধ সহজেই ভুলিবে।"

"মুগ্ধ হইয়াছি কে বলিল?"

"এতদিন রাজকুমারীর সঙ্গে আছি,—চিত্তের গতি কি একটুও বুঝিতে পারি না?"

অরুণা নীরবে রহিলেন। সুভদ্রা কহিল, "রাজা এ জীবনে তোমাকে উদ্ধার করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা দেখিনা। রাজ্য উৎসন্ন যাইবে, তবুও যুদ্ধ শেষ হইবে না। হেমরাজ তোমার প্রেমে পাগল; ইচ্ছায় কখনও তোমায় ছাড়িয়া দিবেন না। আজীবন কেন বন্দিনী থাকিবে, এই দুর্গমধ্যে শুকাইবে; ইহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হও। এই দুর্গের অধিশ্বরী হও। যদি বীরপতি কামনা করিয়া থাক, ইহার বড় বীর আর কোথায় পাইবে? এমন বীরপতি কোন নারীর না কাম্য?

"যদি ইনি এমনই নারী মাত্রেরই কাম্য হইয়া থাকেন, তবে তুই ইহাঁকে বিবাহ করনা কেন?"

"তা হ'লে তখনই যে বাঘিনীর মত আমার গলা টিপিয়া মারিবে।"

অরুণা একটু হাসিয়া কহিলেন, "সুভদ্রা, তুই কি সত্যই মনে করিয়াছিস্,

"বিরক্ত যে, তারও ত কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না।"

"বিরক্ত না হইলেই কি অনুরক্ত হয়?"

"এ ক্ষেত্রে বিরক্তি না থাকিলেই অনুরক্তির কোন সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি মিথ্যা চিত্তকে আর কষ্ট দিও না। হেমরাজকে বিবাহ কর। দুজনেই সুখী হও। এদিকে এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধেরও নিবৃত্তি হউক।"

"তাতে যুদ্ধের নিবৃত্তি কেন হইবে।"

"তোমার যদি বিবাহই হইয়া গেল, তবে রাজা আর যুদ্ধ করিবেন কেন? জামাইয়ের কাছ হইতে মেয়ে কাড়িয়া নিয়া কি লাভ?"

"তুই অবোধ; তাই এমন কথা বলিতেছিস্। কন্যা হরণে তাঁর রাজ-বংশে যে কলঙ্ক হইয়াছে, তার প্রতিবিধান তাঁকে করিতেই হইবে। পিতৃবংশের প্রতি যদি কিছু মর্য্যাদা বোধ আমার থাকে, তবে এই প্রতি-বিধান আমারও প্রার্থনীয় হইবে।'

"বৈধব্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও।"

"বিবাহ হইলে ত বৈধব্য। তুই কি মনে করিতেছিস্ আমি পিতার অবমাননাকারী পিতৃবংশের গৌরবাপহারক এই দস্যুকে বিবাহ করিব?

"তবে কি করিবে?"

"যেমন আছি, তেমনই থাকিব।"

"কতকাল।"

"যতকাল প্রয়োজন হয়।"

"আমরণ তবে এমনই থাকিতে হইবে।"

"হউক।"

উভয়ে কিছুকাল নীরবে রহিলেন. পরে অরুণা আপন মনে কহিলেন "হেমরাজ আজ কয়দিন আসিতেছেন না।" সুভদ্রা উত্তর করিল, "বড় ঘন ঘন যুদ্ধ হইতেছে, বুঝি;—তাই অবসর হয় না।"

"জানিনা, এ যুদ্ধের সংবাদ কি আসিবে।"

"কিরূপ সংবাদে সুখী হইবে রাজকুমারী?" এই বলিয়া স্মিতমুখে হেমরাজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অরুণা হেমরাজের বিজয় গৌরবে দীপ্ত মধুর হাস্য-উজ্জ্বল মুখপানে চাহিলেন, চাহিয়াই ঈষৎ আরক্ত মুখ ফিরাইয়া বাতায়নের নিকট গিয়া

হেমরাজ কহিলেন, "রাজকুমারী আজ কিরূপ সংবাদের কামনা করিতেছিলে ?"

অরুণা জিজ্ঞাসিলেন, "আজকার সংবাদ কি ?"

হেমরাজ উত্তর করিলেন, সংবাদ আমার পক্ষে শুভ। কিন্তু রাজকুমারীর পক্ষে—"

"তবে অশুভ।"

"আমার বিজয় সংবাদ কি রাজকুমারীর পক্ষে সত্যই অশুভ ?"

"শুভ কিসে হইবে ?"

"রাজকুমারী !"

'দস্যু ?"

"যে কঠোর নামেই অভিহিত হই, আমি জানি রাজকুমারীর চিত্ত আমার প্রতি বিরূপ নহে।"

"এমন অসম্ভব সংস্কার কিসে তোমার মনে আসিল ?"

হেমরাজ কোমল কম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, "যে ভাল বাসিয়াছে, সে বুঝিতে পারে ভালবাসিয়া ভালবাসা পাইল কিনা ; যে প্রেমিকের হৃদয় অন্তরের অজ্ঞাত গভীর প্রদেশ হইতে কেবল ভরসাতেই ভরিয়া ওঠে, তার প্রেমাশা কখনও বৃথা হইতে পারে না।"

অরুণা কহিলেন, "তা যদি হইত, তবে প্রেমকে কবিরা অন্ধ বলিতেন না।"

হেমরাজ উত্তর করিলেন, "সে কবিরা তবে কল্পনার বলে প্রেমের কবিতাই রচনা করিয়াছেন, প্রেমের সত্ত্বা কখনও অনুভব করেন নাই।"

অরুণা বাতায়নের নিকট হইতে ফিরিয়া সম্মুখে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "দস্যু ! তুমি কি সত্যই মনে এইরূপ কোন বৃথা আশা পোষণ করিতেছ ? সত্যই ভাবিতেছ, মালবরাজকন্যা তার পিতৃদ্রোহী দস্যু কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়া, সেই দস্যুকে বরমাল্য দিবে ?"

তেজস্বী হেমরাজও একটু গর্ব্বিতস্বরে উত্তর করিলেন, "মালবরাজকুমারী ! আমি দস্যু নই, ক্ষত্রিয় বীর। যদি অনুসন্ধান কর, জানিতে পারিবে, কেবল তোমার পিতৃবংশের আদিপুরুষ নন, ভারতের আরও অনেক রাজবংশের আদিপুরুষ প্রথমে আমার মত দস্যু ছিলেন। ক্ষত্রিয়বীরের যদি রাজ্যাধিপত্যে অধিকার থাকে, ভারতে কাহারও অপেক্ষা সে অধিকার আমার কম নহে। রাজপুত্র

অরুণা উত্তর করিলেন, “তোমার গৌরবের বাদিনী আমি হইতে চাই না। আমার বক্তব্য এই যে আমাকে বৃথা তুমি বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছ, বৃথা এই যুদ্ধে এত লোক ক্ষয় করিতেছ। পিতার ও পিতৃবংশের এই অবমাননা মাথায় লইয়া কখনও তোমায় আমি বরমাল্য দিব না। সমস্ত মালবশক্তি ক্ষয় করিয়াও যদি পিতা আমাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হন, আজীবন তোমার এই দুর্গে বন্দিনী থাকিব, বন্দিনী থাকিয়া মরিব—তবু স্বেচ্ছায় তোমায় কখনও বিবাহ করিব না। আর যদি বল প্রয়োগের চেষ্টা কর—”

“তবে ?”

“তবে আমার জীবিত দেহ কখনও তুমি স্পর্শ করিতে পারিবে না।”

হেমরাজ কিয়ৎকাল নীরবে রাজকুমারীর উত্তেজনায় অগ্নিময় আরক্ত দীপ্ত মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার তেজপূর্ণ নয়নজ্যোতি অশ্রু-স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। ঈষৎ কম্পিত স্বরে তিনি কহিলেন, “আমি রাজকুমারীর প্রেমার্থী, রাজকুমারীকে সহধর্ম্মিনীরূপে পাইবার অভিলাষী। বল প্রয়োগের চেষ্টায় তাঁহার অবমাননা করিলে নিজেরই অবমাননা করা হইবে। সেরূপ বাসনা কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই, পাইবেও না।

রাজকুমারী আবার বাতায়নের সম্মুখে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলেন।

হেমরাজ কহিলেন, “রাজকুমারী, এই সংকল্প কি স্থির ?”

“স্থির !”

“তবে এখন রাজকুমারীর কি আদেশ ?”

“আমাকে পিতার হস্তে প্রত্যপর্ণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করিলে সুখী হইব।”

“আমি নিজে পরাজয় স্বীকারকরিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিব না। যদি রাজা যুদ্ধে জয়লাভে নিরাশ হইয়া সন্ধি করিতে চাহেন, রাজকুমারী তাঁর পিতৃসমীপে প্রেরিত হইবেন।”

“মালবে একটী প্রজার দেহে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে তা কখনও হইবে না। কেন বৃথা এত লোকক্ষয় করিবে ? তোমারও বীর অনুচরবর্গ অকারণে বিনষ্ট হইতেছে।”

“আমার কোনওরূপ দীনতা দেখিবার আগে আমার অনুচরবর্গ প্রত্যেক

রাজকুমারী কহিলেন, "হায়! ধিক্ আমার এ নারী জীবনে! একটী সামান্য নারী আমি, আমার জন্য এত লোকক্ষয়, এমন রাজ্যধ্বংশের আয়োজন। কেন বিধাতা এরূপ করিলেন!"

হেমরাজ কহিলেন, "নারীর জন্য লোকক্ষয়, রাজ্যধ্বংশ ;—পৃথিবীর ইতিহাসে আজ এ নূতন নহে। তবে বিদায় হই রাজকুমারী,—যে দিন আপন গৌরবে তোমাকে তোমার পিতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে পারিব, সেইদিন আবার সাক্ষাৎ হইবে, তার পূর্ব্বে নয়।"

হেমরাজ প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমারী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছুকাল বাতায়ন সমক্ষেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। হেমরাজ অশ্বারোহণে দূরে দুর্গপ্রাঙ্গণের বাহিরে চলিয়া গেলেন! রাজকুমারী চঞ্চল চরণে আসিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত হইল। সুভদ্রা দ্বার বদ্ধ করিয়া দিয়া বাহিরে গেল।

৫

আরও মাসাধিককাল এইরূপ চলিল। হেমরাজের দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বতীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুকৌশলে রক্ষিত গিরিপথ অতিক্রম করিয়া রাজা এখনও দুর্গ অবরোধ করিতে পারিলেন না। রাজার সৈন্য অনেক ছিল ; কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে বহু সৈন্যসজ্জার স্থান ছিল না। রাজা দেখিলেন, দস্যুকে দমন করিয়া কন্যা উদ্ধার সুদূরপরাহত, প্রায় অসাধ্য। তিনি হেমরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত জিজ্ঞাসা করিল, কি পণে হেমরাজ রাজকন্যার মুক্তি দিতে পারেন।

হেমরাজ উত্তরে জানাইলেন, কোন অর্থপণের বাসনায় তিনি রাজকন্যাকে হরণ করেন নাই। সুতরাং অর্থের বিনিময়ে রাজকন্যাকে বিক্রয় করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন।

দূত উত্তর করিল, "তবে কি হইলে হেমরাজ রাজকন্যার মুক্তি দিতে পারেন ?"

হেমরাজ কহিলেন, "রাজা আমাকে জয় করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার সাধনে অসমর্থ এরূপ যদি জানিতে পারি, তবে রাজকুমারীকে বিনাপণে

দূত আসিয়া রাজাকে হেমরাজের কথা জানাইল। রাজা কিছুকাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। ধিক্! শেষে কি রাজদ্রোহী দস্যুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উপায় নাই, অরুণা দস্যুর বন্দিনী। তাহার মুক্তি সকলের উপরে। রাজা সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি আর যুদ্ধ করিতে চাহেন না, হেমরাজ স্বীয় উদারতায় রাজকুমারীর মুক্তি দিলে সুখী হইবেন।

হেমরাজ উত্তরে জানাইলেন, তিনি স্বয়ং পরদিবস প্রভাতে রাজকুমারীকে লইয়া রাজশিবিরে উপস্থিত হইবেন। কিন্তু রাজা যে তাঁহার প্রতি শত্রুভাবে ব্যবহার করিবেন না এরূপ কোন অঙ্গীকার তিনি চাহিলেন না। রাজা বিস্মিত হইলেন। সৌৎসুক্যে পরদিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হেমরাজ এতদিন রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই, আজ আশুমুক্তির সংবাদ লইয়া রাজকুমারীর নিকটে গেলেন। কুমারী দৌত্যের কথা সব শুনিলেন। কিছুকাল নীরবে অধোবদনে বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, "হেমরাজ তোমার বীরত্ব ও উদারতা উভয়ই প্রশংসনীয়, আমি সশ্রদ্ধ হৃদয়ে চিরদিন তোমার কথা স্মরণ করিব। আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।"

হেমরাজ মস্তক অবনত করিয়া রাজকুমারীর অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। হৃদয় পরিপূর্ণ, কণ্ঠ রুদ্ধ, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। কোন কথা কহিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। বাহিরে দ্বারের কাছে আসিয়া একটু দাঁড়াইয়া কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া হেমরাজ ফিরিয়া কহিলেন, "প্রত্যুষে রাজকুমারী প্রস্তুত থাকিবেন, আমি অশ্ব লইয়া আসিব।"

এই বলিয়া হেমরাজ চলিয়া গেলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে অশ্বারোহণে রাজকুমারী হেমরাজের সঙ্গে পিতৃ-শিবিরাভিমুখে চলিলেন। উভয়েই নীরব, কেহ কোন কথা কহিলেন না।

হেমরাজের সৈন্যরক্ষিত ভূমির সীমান্তে আসিয়া অরুণা অশ্বের গতিরোধ করিলেন। হেমরাজও নিজের অশ্ব সংযত করিয়া দাঁড়াইয়া আদেশ অপেক্ষায় রাজকুমারীর মুখপানে চাহিলেন।

রাজকুমারী কহিলেন, "হেমরাজ, তোমার অধিকারের সীমায় আসিলাম এখন বিদায় প্রার্থনা করি।"

হেমরাজ কহিলেন, "এখানে নয় রাজকুমারী; রাজ শিবিরে বিদায় সম্ভাষণ হইবে।"

"রাজাকে জানাইয়াছি আমি নিজে রাজকুমারীকে তাঁহার শিবিরে লইয়া যাইব।"

"কেন ?"

এইরূপ আমার ইচ্ছা।"

"প্রয়োজন ত কিছু দেখি না।"

"রাজকুমারী, মানবের চিত্তে এমন অনেক ইচ্ছা হয়, প্রয়োজন হিসাবে যার কোন সার্থকতা নাই।"

"রাজা যে তোমাকে স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া আসিতে দিবেন, এরূপ কোন অঙ্গীকার পাইয়াছ ?"

"না এরূপ অঙ্গীকার প্রার্থনাও করি নাই।"

"তবে কি সাহসে যাইতেছ।"

"হেমরাজ কখনও কোন বিপদে ভয় করে নাই।"

"রাজার নিকট তুমি রাজদ্রোহী দস্যু। আবার তাঁর কন্যাহরণ করিয়া বড় গুরু অপরাধে অপরাধী হইয়াছ। এই যুদ্ধেও তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশ দিয়াছ, রাজা তোমাকে হাতে পাইলে প্রাণদণ্ড করিবেন। কেন তবে জানিয়া এ মৃত্যুমুখে চলিয়াছ !"

"রাজকুমারীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না। যদি তা নাই পারিলাম তবে আপন গৌরবে স্বহস্তে তাঁকে তাঁর পিতার নিকট ফিরাইয়া দিব, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি। যখন সংকল্প করিয়াছি—তখন তা পালন করিব। দণ্ডের ভয়ে কেন সে সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইব।"

রাজকুমারী কহিলেন, "যদি এইরূপ সংকল্পই ছিল তবে কেন রাজার কাছে মুক্তির প্রতিশ্রুতি নেও নাই ?"

হেমরাজ উত্তর করিলেন, "তাহার প্রয়োজন মনে করি নাই, সেরূপ ইচ্ছাও হয় নাই।"

রাজকুমারী কহিলেন, "হেমরাজ, আমার পিতাও তোমারই মত মহাপ্রাণ, কিন্তু তোমার এ মহাপ্রাণতা তাঁর বুঝিবার কোন অবসর হয় নাই, যদি হইত তিনি তোমাকে আদরে আলিঙ্গন করিতেন। কিন্তু এখন তিনি তোমাকে তাঁর কন্যাপহারক রাজদ্রোহী দুর্বৃত্ত দস্যু বলিয়া জানেন, রাজধর্ম্ম অনুসারে

পরস্পরের প্রতি যে নীতিধর্ম্মের অধীন থাকেন, তোমার সঙ্গে কোন ব্যবহারে, সেই নীতিধর্ম্মেও তিনি আপনাকে বাধ্য বলিয়া মনে করিবেন না।”

হেমরাজ কহিলেন, “রাজকুমারী, রাজা আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, কিরূপ ব্যবহার আমার পাওয়া উচিত, এই কার্য্যে আমার পরিণাম কি হইবে, এ সব কিছুই ভাবি নাই, ভাবিবও না। রাজকুমারীকে স্বহস্তে রাজার নিকট ফিরাইয়া দিব, এই একমাত্র কামনায়, একমাত্র সংকল্পে আমার হৃদয় পূর্ণ; অন্য কিছু ভাবিবার অবসরও আমার নাই। কোন আশা কি আশঙ্কা কিছুতেই আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে না। আমি যাইব সংকল্প করিয়াছি, যাইতেছি,—যাইবও, পরিণাম যাহাই হউক। চল রাজকুমারী, আর অনর্থক বিলম্বে ফল কি? রাজা ঔৎসুক্যে অধীরচিত্তে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।”

অরুণা কহিলেন, “ভাল, তবে চল বীর, আজ তোমার ও পিতার উভয়ের অধিকারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি তোমার কোন অনিষ্ট হয়, সেই অনিষ্টের সমভাগিনী আমি হইব। পিতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছি,—তোমার মহত্ত্বেরও মর্য্যাদা আমি রাখিব, রাখিয়া ধন্য হইব।”

“দস্যুর প্রতি আজ এ অনুগ্রহ কেন রাজ কুমারী? “অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে কম্পিত কণ্ঠে হেমরাজ এই কথা বলিলেন।

রাজকুমারীর চক্ষুও ছল ছল হইয়া উঠিল। তিনিও কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, “অনুগ্রহ নয় বীর, শ্রদ্ধার দান। যদি এ দান দিতে হয়, স্নেহে গ্রহণ করিও।”

আর কোন কথা না কহিয়া উভয়ে নীরবে রাজশিবিরাভিমুখে চলিলেন।

৬

উভয়ে নীরবে অশ্বারোহণে চলিলেন, দুই পার্শ্বে রাজসৈন্য নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল। নীরবে রাজকুমারীকে অভিবাদন করিল। কেহ কিছু বলিল না; হেমরাজের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিল না। রাজার এইরূপ আদেশ ছিল।

রাজা শিবিরে বসিয়া আছেন। যুদ্ধমন্ত্রী, প্রধান রাজপুরুষগণ দুইধারে

অভিবাদন করিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। অরুণাকে কোন কথা না বলিয়া রাজা হেমরাজের দিকে চাহিলেন।

পরাভূত হইয়াও হেমরাজের বীরত্বে ও রণকৌশলে রাজা চমৎকৃত হইয়াছিলেন; মনে মনে সহস্র প্রশংসাও করিয়াছেন। আজ সাক্ষাৎ হেমরাজের অপূর্ব্ব উজ্জ্বল বীরশ্রীমণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে ভাবিলেন, 'ধন্য সেই পিতা, এহেন পুত্র যার।' কিয়ৎকাল হেমরাজের দিকে চাহিয়া রাজা কহিলেন, "হেমরাজ! তুমি বীর। এই যুদ্ধে অপূর্ব্ব বীরত্ব ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছ। কিন্তু তোমার এ দুর্ব্বৃত্তি কেন?"

হেমরাজ বিনীতস্বরে উত্তর করিলেন, "অপরাধ যাই করিয়া থাকি, স্বয়ং রাজকুমারীকে মহারাজের নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছি। মহারাজ আপনার কন্যা নিষ্কলঙ্কা; ইহাঁকে আদরে গ্রহণ করুন, অবজ্ঞা করিবেন না।"

রাজা একবার অরুণার দিকে চাহিলেন। ছল ছল নেত্রে অরুণা পিতার দিকে চাহিয়াই আবার আরক্তমুখ নত করিল! রাজা কন্যাকে কিছু না বলিয়া আবার হেমরাজের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "হেমরাজ, ইহাঁকে হরণ করিয়াছিলে কি অভিপ্রায়ে?"

হেমরাজ নির্ভীক ভাবে উত্তর করিলেন, "বিবাহ করিব বলিয়া।"

"বিবাহ কি করিয়াছ?"

"না।"

"কি ভাবিয়া এ উপেক্ষা করিয়াছ?"

"রাজকুমারী স্বেচ্ছায় আমাকে বরমাল্য দিবেন, এই আশা ছিল। বলে তাঁহাকে বাধ্য করিব, এরূপ প্রবৃত্তি কখনও হয় নাই।"

রাজা অরুণার দিকে আর একবার চাহিয়া কহিলেন, "রাজকুমারী তবে স্বেচ্ছায় তোমাকে বরমাল্য দিতে চাহেন নাই?"

"না। আমি তাঁহাকে হরণ করিয়া তাঁর পিতার ও পিতৃবংশের অবমাননা করিয়াছি,তাই রাজকুমারী আমার সকল প্রার্থনা অবজ্ঞা করিয়াছেন। নহিলে—"

"নহিলে—কি?"

"নহিলে রাজকুমারী যতই চিত্তগোপন করিতে চেষ্টা করুণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইনি আমার প্রতি বিরূপ নহেন। অন্য অবস্থায় আনন্দে আমাকে

রাজা অরুণার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণা, এই দস্যু যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য ?"

অরুণা লজ্জায় অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল অরুণা। আমি তোমার পিতা। আমাকে প্রতারণা করিও না। তুমি কি সত্যই এই দস্যুর প্রতি অনুরক্ত ?"

অরুণা অবনতমুখে ধীরস্বরে কহিলেন, "পিতা, কোনও দিন কোনও বিষয়ে আপনাকে প্রতারণা করি নাই। আজও করিব না। ইঁহার অনুমান সত্য ; সত্যই আমি ইহার প্রতি অনুরক্ত। প্রথম দর্শনাবধিই ইঁহার বীরত্বে মুগ্ধ—অবশচিত্ত ইঁহার অধীন হইয়াছে। চিত্তের গতি দমনের অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফল হই নাই। আমার দুর্ব্বল চিত্তের অবস্থা যাহাই হউক, পিতা, আপনার কন্যা আমি, আপনার মর্য্যাদা হানি করি নাই। আমাকে মার্জ্জনা করুন,—আবার আপনার চরণ সেবার অধিকার দিন। যদি এ দুর্ব্বলতায় আপনার চরণে অপরাধিনী হইয়া থাকি, জীবন ভরিয়া আপনার সেবায় তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি, এ দয়া আমাকে করুন।

রাজা কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া কন্যাকে কহিলেন, "অরুণা, এই দস্যুর সঙ্গে বিবাহ হইলে কি তুমি সুখী হইবে ?"

অরুণা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "অপরাধিনী কন্যার প্রতি এ নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কেন মহারাজ ?"

রাজা কহিলেন, "বিদ্রূপ নয়। সত্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, এই বীরের পত্নীত্বে কি তুমি সুখী হইবে ?"

অরুণা কহিল, "যদি বীর বলিয়া ইহাকে শ্রদ্ধা করেন,—বীর বলিয়া যদি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে ইঁহার হস্তে আমাকে দান করেন, কেন সুখী হইব না ? নতুবা—"

"নতুবা—কি অরুণা ?"

"ইনি বাহুবলে পৃথিবীশ্বর হইলেও ইঁহার পত্নীত্ব-গৌরবের প্রার্থিনী আমি নই।"

রাজা হেমরাজের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "হেমরাজ, অরুণা তোমার বীরত্বে মুগ্ধ, তোমার প্রতি অনুরক্ত একথা শুনিলে। তোমার বীরত্বে ও রণকৌশলে আমিও চমৎকৃত হইয়াছি ; মনে মনে তোমার অশেষ প্রশংসা

তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। হরণ করিয়াও রাজকুমারীর প্রতি তুমি প্রকৃত বীরধর্ম্মীর ন্যায়ই ব্যবহার করিয়াছ। আজ স্বয়ং তাহাকে এখানে লইয়া আসিয়া অপূর্ব্ব নির্ভীকতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছ। যে দিন তুমি অরুণাকে হরণ কর, উষাকালে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলাম, অরুণদেব স্বয়ং যদি মানবদেহ গ্রহণ করিয়া অরুণাকে হরণ করেন, তবে ধন্য হইব। সাক্ষাৎ অরুণ সদৃশ তেজস্বী তোমার দ্বারা দেবতা আমার সেই প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়াছেন। অরুণার যোগ্য পতি যদি পৃথিবীতে কেহ জন্মিয়া থাকে, তবে সে তুমি। এস হেমরাজ, এই লও, আমার অরুণাকে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া তোমারই হাতে দিতেছি। আদরে আমার এ দান গ্রহণ কর।"

রাজা আসন হইতে উঠিয়া অরুণার হাত ধরিয়া হেমরাজের হাতে দিলেন। উপস্থিত সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

হেমরাজ ও অরুণা ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজার চরণবন্দনা করিলেন।

উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজা আবার স্বীয় আসনে গিয়া বসিলেন।

হেমরাজ কহিলেন,"মহারাজ আজ হইতে অধীন দাসরূপে আমাকে গ্রহণ করুন। রাজদ্রোহী পার্ব্বত্য দস্যু আজ হইতে রাজসেবক রাজদাস হইল। আমার যাহা কিছু ক্ষুদ্রশক্তি আছে, আপনার সেবাতেই নিয়োজিত হইবে।"

রাজা উত্তর করিলেন, "হেমরাজ, তোমার এ শক্তি কাহারও অধীনতা কি সেবার জন্য বিধাতা দেন নাই। আমার পুত্রসন্তান নাই। একমাত্র কন্যা—অরুণার স্বামী তুমিই আমার জীবনান্তে এ রাজ্যের অধিকারী হইবে। তোমা হেন রাজার বিক্রমে ও শাসনে মালবরাজ্য গৌরবান্বিত হইবে!"

হেমরাজ করজোড়ে উত্তর করিলেন, "বিধাতার নিকট প্রার্থনা আমাদ্বারা যেন মালবরাজবংশের গৌরব বিলুপ্ত না হয়। মহারাজ পুত্রসন্তান লাভ করুন, আমি তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইব। আর যদি বিধাতার সেরূপ ইচ্ছা না হয়, রাজকন্যা অরুণাই রাজ্যেশ্বরী হইবেন, আমি তাঁরই সেবায় নিযুক্ত থাকিব যদি দেবতার আশীর্ব্বাদে মহারাজের দৌহিত্র হয়, চিত্রাঙ্গদা-কুমার বভ্রুবাহনের ন্যায় সেই এই রাজবংশীয়রূপে এই রাজ্যশাসন করিবে।"

সকলে আবার 'ধন্য' 'ধন্য' করিয়া উঠিলেন।

রাজা উঠিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে হেমরাজকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

নবীনের সংসার।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্রের আর উঠিবার শক্তি নাই। তাঁহার ব্যাধিটা যে কি, তাহা কোনও চিকিৎসকেই ধরিতে পারিতেছে না—অথচ রোগীকে ঔষধ দিবারও বিরাম নাই। নবীনচন্দ্র কখনও ঔষধ সেবন করেন, কখনও বা তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন।

ইংরাজী চিকিৎসায় যখন রোগীর কোনও উপকারই হইল না—বরং উত্তরোত্তর রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; তখন নবীনচন্দ্রের পুত্র, মিত্র ও আত্মীয়-স্বজনগণ পরামর্শ করিয়া আয়ুর্ব্বেদিক-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। বৈদ্য আসিল, নাড়ী টিপিল, মাথা নাড়িল, নিদানের শ্লোক আওড়াইল—কিন্তু তাহাতে ত রোগ নিরূপণ হইল না। নবীনচন্দ্রের রোগ দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।

নবীনচন্দ্র শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। শয্যাতেই তিনি মলমূত্র ত্যাগ করেন, শয্যায় শয়ন করিয়া পথ্য ঔষধাদি সেবন করেন। আহারে তাঁহার রুচি নাই। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তবে রোগীকে আহার করাইতে হয়। রোগী যে নিতান্ত ক্ষীণ কিম্বা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহার শরীর দেখিলে মনে হয় না। তবে রোগী স্বয়ং বলিয়া থাকেন, তিনি বড় দুর্ব্বল—চলচ্ছক্তি হীন।

নবীনচন্দ্রের রোগ এখন অন্যরূপ আকার ধারণ করিয়াছে।—আপাততঃ তিনি কটীদেশে আর বস্ত্র রাখিতে চাহেন না—তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন, বিড়্ বিড়্ করিয়া আপন মনে কি বকিতে থাকেন, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। রোগী কখনও বেশ সহজ জ্ঞানে কথা কহেন, কখনও বা তাঁহার কথাবার্ত্তার অর্থবোধ হয় না—তাহা এমনই অসংলগ্ন। এতদিনের পর সকলে স্থির করিল—ইহা বায়ুরোগ—নিদারুণ মর্ম্মবেদনা ... এবং শিশিরকুমারের গৃহত্যাগই এই রোগের

নবীনচন্দ্র যে পাগল হইবেন, তাহা নবীনচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনেরা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। বৈদ্য চিকিৎসকে কেন যে তাহা এতদিন বুঝিতে পারে নাই—তাহাই আশ্চর্য্যের কথা। যাহা হউক এখন হইতে নির্দ্দিষ্ট রোগ মতই চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। চিকিৎসাও চলিতে লাগিল—কিন্তু কিছুতেই আর রোগোপশম হয় না। নবীনচন্দ্রের পুত্র কন্যাগণ বুঝিল—পিতার ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য। পিতা যে আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না, তাহাও তাহারা অন্তরে অন্তরে বুঝিল। এখন সকলেরই প্রাণে অনুতাপ আসিয়াছে যে তাহাদেরই নিষ্ঠুর ব্যবহারে শিশিরকুমার গৃহত্যাগ করিয়াছে; আর সেই গৃহত্যাগই পিতার মৃত্যুর কারণ। কিন্তু তখন অনুতাপে আর ফল কি? দিন যে তখন অনেক অগ্রসর হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের সংসারে সকলেরই অল্পবিস্তর অনুতাপ আসিয়াছে। অনুতাপ নাই কেবল মাধবীর হৃদয়ে। সে অবশ্য নানা ছন্দে, নানা কণ্ঠে শ্বশুরের জন্য অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করে। কিন্তু তাহার মুখের ভাব, আচার ব্যবহার প্রকাশ করিয়া দেয় যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা স্বভাবিক নহে—অস্বাভাবিক; প্রাণের নহে—মুখের। মাধবীও বুঝিল, যে তাহার মুন্সীয়ানা আর লোকসমাজে টিকিতেছে না—সেও ফাঁপরে পড়িয়া গেল। কিন্তু মাধবী হটিবার পাত্রী নহে। সে তাহার পিতা ও মাতার পরামর্শে শ্বশুরের অনেক সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার তাহাতে অবশ্য খুব সন্তুষ্ট হইল—কেননা মাধবীর নিকট যাহা কখনও সে প্রত্যাশা করে নাই, তাহাই যে মাধবী স্বেচ্ছায় করিতেছে। এরূপ স্থলে অশ্বিনীকুমার সন্তুষ্ট না হইয়া কি থাকিতে পারে? অশ্বিনীকুমার ত মন্দ লোক নহে—তাহাকে মন্দ করিয়াছে, তাহার স্ত্রী। সেই স্ত্রীকে পিতার সেবা করিতে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

কিন্তু সে সেবা দেখিয়া সংসারের অন্যান্য সকলে বড় সন্তুষ্ট হইল না। মাধবীর সেবার ঘটা দেখিয়া চপলা পর্য্যন্ত চমকিল। অজিতকুমার একদিন স্পষ্টই সনৎকুমারকে বলিল—"দাদা, মেজ বৌয়ের বড়ের চাল বুঝেছ?" সনৎকুমার বলিল—"ওটা ও'র চাল নয়, ওর বাপের বাড়ীর।"

বিনোদিনী অতশত বুঝিল না—বুঝিবার তাহার ক্ষমতাও নাই। আপনার মন দিয়া সে পরের মন বুঝে—বিনোদিনী ভাবিল, "মেজদি এখন

মানসী ও সরসী বহুপূর্ব্ব হইতেই মাধবীকে চিনিয়াছিল। তাহারা উভয়েই মাধবীর উদ্দেশে বাক্যবাণ বর্ষণ করিত। মাধবী, মানসীর কিছুই করিতে পারিত না—তবে সরসীকে জ্বালাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিত; অনেক সময়ে কৃতকার্য্যও হইত।

নবীনচন্দ্রের সংসারে যখন এইরূপ অবস্থা, তখন চপলার অলঙ্কারাদি চুরী হইয়া গেল, থানাদার আসিল, তদারক হইল, এক আধখানা অপহৃত অলঙ্কার সরসীর বাক্স হইতে বাহির হইল। বহুচেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে সরসী অবশ্য থানদারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল—কিন্তু হতভাগিনী, দুশ্চিন্তা ও অভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না।—দুশ্চিন্তায় সে একদিনেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাটীর সকলে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রবোধ মানিল না। শয্যায় শয়ন করিয়া সে কেবল কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইল। বিনোদিনী বালিকার ন্যায় ফোঁপাইতে লাগিল। চপলাও সহানুভূতিবশে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিল না কেবল মাধবী, সে আপনার গৃহে অর্গল বদ্ধ করিয়া মনের সুখে হাসিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার তখন সরসীকে প্রবোধ দিতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি গভীরা—জগৎ নিস্তব্ধ। নবীনচন্দ্রের গৃহেও তখন শান্তি বিরাজমানা। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখনও ঘুমায় নাই কেবল সরসী, বিনোদিনী ও মানসী। বিনোদিনী ও মানসী, সরসীকে লইয়া সরসীর গৃহে শয়ন করিয়া আছে। কিন্তু তাহারা সকলেই জাগিয়া আছে। সরসী না ঘুমাইলে, বিনোদিনী ও মানসী ঘুমাইতে পারিতেছে না। সরসীর মনটা যে আজ বড়ই খারাপ।

সরসীর খঞ্জ পুত্রটীও—সরসীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। অষ্টম বর্ষীয় বালক মাতাকে অবমানিতা দেখিয়া খুবই কাঁদিয়াছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বালক সে রাত্রিতে আহার পর্য্যন্ত করে নাই।

সরসীর চক্ষে এখন আর জলধারা নাই। সে এখন বেশ শান্ত। ধীরকণ্ঠে

"তোমরা ঘুমাওনা। মিছে রাত জেগে কষ্ট পাও কেন?"

মানসী কহিল—"তুই ঘুমো আগে।"

সরসী। আমার ঘুম আস্‌ছে—তোমরা ঘুমাও।

দীর্ঘকালের পর সরসীকে সহজভাবে কথা কহিতে দেখিয়া বিনোদিনীর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে ভাবিল—"ছোট ঠাকুরঝির মনে আর দুঃখ নাই।" তাই সে আহ্লাদ সহকারে বলিল—

"ছোট ঠাকুরঝি, একটু দুধ এনে দেব—খাবে?"

সরসী কি ভাবিয়া বলিল—"তা দেবে দাও।"

বাটিতে দুগ্ধ ছিল—বিনোদিনী তাহা সরসীর হস্তে তুলিয়া দিল। সরসী এক নিশ্বাসে তাহা পান করিল। দুগ্ধ পান করিয়া সরসী শয্যায় শয়ন করিল এবং বিনোদিনী ও মানসীকেও শয়ন করিতে অনুরোধ করিল।

বিনোদিনী ও মানসী যখন দেখিল, সরসী দুগ্ধপান করিয়া সুস্থচিত্তে শয়ন করিল, তখন তাহাদের আর দুশ্চিন্তার কারণ রহিল না, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিল এবং অবিলম্বেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সরসী কিন্তু ঘুমায় নাই। তাহার নিদ্রা—কপট নিদ্রা। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতেছিল। 'যা হবার তাই হবে,' বাবাও যায় যায়! বাবা বর্ত্তমানে আমার এই দুর্দ্দশা, বাবা অবর্ত্তমানে না জানি আরও কি হবে! বাবার আগেই ত আমার যাওয়া ভাল! এক বন্ধন—অমূল্য! তারজন্যেই আমার যা ভাবনা। কিন্তু আমি গেলে কি দাদারা ঐ খোঁড়া ভাগনেটাকে দেখ্‌বে না। তা দেখ্‌বে বৈ কি! আর কেউ না দেখে, ভগবান্ দেখ্‌বেন।

ওঃ—শেষে চোর হইলাম! ভগবান! ভগবান্ কি কল্লে! এমন কি মহাপাতক করেছি যে চোর নামটাও আমার রটে গেল! মাগো! আর মা। বাবা! বাবা! বাবাগো! মা কোথায়? তিনিও স্বর্গে! বাবা! তিনি ত পাগল হয়েছেন। শিশির! তুই আজ এখানে থাকলে কার সাধ্য আমার অপমান করে! আঃ—উঃ—মাগো! তিনি কোথায়! তিনি কোথায় গেলেন, তবে আমায় সঙ্গে নিলেন না কেন! বাবা—বাবাগো! মা! গৃহমধ্যে অস্ফুষ্ট শব্দ হইতে লাগিল। তাহা সরসীরই মর্ম্মবেদনার প্রতি-ধ্বনি। কিন্তু বেদনা কাতরা তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল সে শব্দ অন্য কাহারও পদ শব্দ। স্থির হইয়া সরসী আবার ভাবিতে লাগিল;

চিন্তা স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া সরসীর পতি বেদনা-কাতরা পত্নীর মানস পটে উদিত হইল। সরসী দেখিল—তাহার মৃতস্বামী যেন তাহাকে সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছে। বিদ্যুৎ বেগে সরসী উঠিয়া দাঁড়াইল। সরসী একবার খঞ্জ পুত্রের দিকে চাহিল। একবার তাহাকে আলিঙ্গন করিল, একবার তাহাকে প্রাণ ভরিয়া চুম্বন করিল। তাহার পর সে অর্গলবদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিল। সরসীর ধ্যান, জ্ঞান তখন তাহার পতিপদে। মানস নয়নে তখন সরসীর মৃত পতি অগ্রগামী, সরসী পশ্চাদ্গামী।

সরসী যখন গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন বিনোদিনী ও মানসী ঘোর নিদ্রা মগ্না। সরসীর খঞ্জ পুত্রটি কেবল একবার মুখ বিকৃত করিল, একবার অস্ফুষ্ট আর্ত্তনাদ করিল মাত্র। কিন্তু তাহা নিদ্রাঘোরে। সরসী নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সরসী খিড়কীর দ্বার খুলিয়া বাটী সংলগ্ন বাপীতটে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পাতার ফাঁক দিয়া সেই চন্দ্রালোক অন্ধকারের স্তূপে পড়িয়া খদ্যোতের মত চিক্ চিক্ করিতেছে। সেই অন্ধকারে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সরসী দেখিল যে তাহার মৃতপতি বাপীজলে একবার ডুবিতেছে, একবার ভাসিতেছে। সরসী যাহা দেখিতেছিল, তাহা অবশ্য তাহার চক্ষের ভুল। কিন্তু ভুলই তখন তাহার চক্ষে সত্যে পরিণত হইল। সরসী একবার ডাকিল,—"মাগো!" তাহার পরেই ঝপাৎ করিয়া শব্দ হইল। পুষ্করণীর জল আন্দোলিত হইতে লাগিল। আর সেই "মাগো" শব্দটা শেষ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া—কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যোম তরঙ্গে মিলাইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

প্রভাত হইতে না হইতেই নবীচন্দ্রের বাটীতে তুমুল গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে। উদ্যান রক্ষক নিধিরাম উড়িয়া নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া সকলকে বলিতেছে যে শেষ রজনীর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া একজন চোর মালপত্র

তাড়া খাইয়া চোরচন্দ্র পুষ্করণীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। নিধিরাম যষ্টীর সন্ধানে যখন তাহার কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিল সেই অবসরে চোর প্রভু সন্তরণ করিয়া পলাইয়া যায়। তাহার কথা সকলেই বিশ্বাস করিল। কারণ সকলেই দেখিল যে খিড়্কীর দ্বার উন্মুক্ত। তখন কোন্ কোন্ দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, কোন্ গৃহ হইতেই বা দ্রব্য সম্ভার অপসারিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অনুসন্ধানের গোলযোগে বাটীর সকলে জাগ্রত হইল।

নিধিরাম মালী যে গল্প ফাঁদিয়াছিল, তাহার মূলে যে কোনও সত্য নাই, পাঠকবর্গ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। ব্যাপারটা এই, সরসী যখন পুষ্করণীর জলে ঝম্পপ্রদান করে, তখন নিধিরাম উড়িয়া সবে মাত্র জাগ্রত হইয়াছে। নিধিরাম প্রত্যুষেই উঠিয়া থাকে—সেদিনও উঠিয়াছিল—জাগ্রত হইয়া যখন সে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে "মাগো" শব্দ শুনিল তখন তাহা র আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল—উড়িয়া তখন রাম নাম জপ্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার পর যখন জলে "ঝপাৎ" করিয়া শব্দ হইল। তখন উড়িয়ার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। শয্যাতেই সে পড়িয়া রহিল! তাহার উঠিবার আর তখন শক্তি কোথায়? এইরূপে যে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, তাহা নিধিরামের স্মরণ নাই। প্রভাত আলোক যখন তাহার ভগ্ন কুটীরে প্রবেশ করিল তখন নিধিরামের চৈতন্য হইল। কিন্তু তখনও সে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে সাহস করিল না। তখনও তাহার কর্ণে "মাগো" ও "ঝপাৎ" শব্দ বাজিতেছে। অপদেবতার ভয়ে নিধিরাম তখনও জড় সড়।

প্রভাতালোক যখন বেশ সুস্পষ্ট হইল, তখন নিধিরাম কুটীরের বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া—সে পুষ্করণীর ধারে আসিল!

তথায় আসিয়া সে ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। সরসী-সলিল তখন বেশ টল্ টল্ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে লতায় লতায় ফুল ফুটিয়াছে, বিহগপুঞ্জ সুললিত তানে গান গাহিতেছে, পূর্ব্বগগন বেশ রক্তিমাভ হইয়াছে। তখন আর নিধিরামের ভয় কি!

এদিক ওদিক করিতে করিতে নিধিরাম দেখিতে পাইল—খিড়কীর দ্বার অর্গল বদ্ধ নহে। তাহার বুকটা ধ্বণাৎ করিয়া উঠিল। প্রত্যুষে ত খিড়কীর

উড়িয়া মালী খিড়কীরদ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল। তখনও বাটীর কেহ জাগ্রত হয় নাই। নিধিরাম তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া চোরের গল্পটা ফাঁদিয়া ফেলিল। সে ভাবিল সে গল্প করিয়া বাহাদুরী লইবে। উড়িয়া বুদ্ধি কি না!

নিধিরামের কথামত সমস্ত বাটীতে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে সকলে সরসীর গৃহ সম্মুখে উপস্থিত হইল। মানসী, বিনোদিনী ও সরসীর খঞ্জ পুত্র তখনও পর্য্যন্ত সে সোর গোলেও জাগ্রত হয় নাই। অনেক রাত্রিতে তাহারা শয়ন করিয়াছে, তাই তাহাদের এরূপ গাঢ় নিদ্রা।

গৃহদ্বারের সম্মুখে অনুসন্ধানকারীদিগের ভীষণ চীৎকারে মানসী প্রভৃতি সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চীৎকার শ্রবণান্তর তাহাদের সকলেরই ভয় হইল। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। উঠিয়া দেখিল সরসীর শয্যায় সরসী নাই—শয্যা শূন্য পড়িয়াছে। সে ভয় পাইয়া বিজড়িত স্বরে ডাকিল—"ছোট ঠাকুরঝি!"

সে স্বর শ্রবণ করিয়া মানসীও অতিশয় সঙ্কিতা হইল।

সরসীর খঞ্জ পুত্রটীও কাঁদিয়া উঠিয়া ডাকিল "মা!"

সরসীর কোথাও সাড়া পাওয়া গেল না—অথচ বাহিরে ভয়ঙ্কর গোলমাল, গৃহদ্বার উম্মুক্ত করিতে যাইয়া মানসী দেখিল তাহা অর্গল বদ্ধ নহে। মানসী চীৎকার করিয়া উঠিল। বালকও—তাহার মাসী মাতার ক্রন্দনে যোগ দান করিল। বিনোদিনী ভূমিতলে বসিয়া পড়িল।

অনুসন্ধানকারীর দল মানসী, বিনোদিনীপ্রভৃতির অবস্থা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, তাহার পর যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিল, তখন তাহারা ও রোরুদ্যমানা মানসী বিনোদিনী প্রভৃতির ক্রন্দনে যোগদান করিল। সকলেই বুঝিল অভিমান ভরেই সরসী সরসী-জলে ডুবিয়াছে। উড়িয়ামালী সরসীকেই বুঝি ভুলক্রমে চোর বলিয়া মনে করিয়াছিল।

তখন সকলেই পুষ্করণীর দিকে ছুটিয়া গেল। সনৎকুমার তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। সেই কেবল ধীরে ধীরে তাহাদের অনুসরণ করিল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা জানালার খড় খড়ি দিয়া পুষ্করণীর দিকে চাহিয়া রহিল। পুষ্করণী তখন তোলপাড় হইতেছে। অজিতকুমার ও অন্যান্য তিন

লাগিল। কিন্তু সরসীকে পাওয়া গেল না। তখন পুষ্করণীর চারিদিক হইতে চারিখানা জাল পড়িল। একখানা জালে অভাগিনী সরসীর মৃতদেহ উঠিল। তাহা দেখিয়া কেহ আর স্থির থাকিতে পারিল না সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সে আর্ত্তনাদ উন্মত্তপ্রায় নবীনচন্দ্রের কর্ণেও পৌঁছিল। বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের কান্না রে?"

একজন ভৃত্য বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল; সে বলিল—"ছোট-পিসিমা, বড়মায়ের গয়না চু—চু—নিয়েছিলেন, তাই বড়বাবু, মেজবাবু তাঁকে বকেছিলেন। সেই জন্যে তিনি জলে ডুবেছেন।"

ভৃত্য যে কথাগুলা বলিল, তাহা মাধবীরই শিক্ষা মত। মাধবী তখন শ্বশুরের গৃহে শয্যাদি উঠাইতেছিল। ভৃত্যের মুখে "চুরী" কথাটা আটকাইয়া গিয়াছিল। হাজার হউক সে ত পর।

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—"হুঁ—সরি!—মরেছে? কে মাল্লে? ভৃত্য আর কথা কহিল না। নবীনচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া সে আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না।

নবীনচন্দ্র বহুকালের পর শয্যায় উঠিয়া বসিলেন—দাঁড়াইতেও চেষ্টা করিলেন।—কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না।—ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। বিপদের উপর বিপদ—নবীনচন্দ্র মূর্চ্ছাপন্ন। তখন অজিতকুমার সরসীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিল। সে আর পিতৃসন্নিধানে আসিতে পারিল না। বিনোদিনী তখন লজ্জা সরম ভুলিয়া গিয়া ছুটিয়া আসিয়া শ্বশুরের মাথাটী ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। সনৎকুমার ও অশ্বিনীকুমার পিতার মুখে চ'খে জল দিতে লাগিল, চপলা পাখার বাতাস করিতে লাগিল। মাধবী তখন শয্যা তুলিতেই ব্যস্ত। তাহার দ্বারা শ্বশুরের আর কোনও বিশেষ সেবা হইল না।

অল্পক্ষণ পরে নবীনচন্দ্রের চেতনা হইল। তিনি আবার উঠিতে চেষ্টা করিলেন। বিনোদিনী উঠিতে দিল না,—বলিল, "বাবা, শুয়ে থাকুন।"

নবীনচন্দ্র আশ্চর্য্যনেত্রে—বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "গোপাল আয় ব'স।"

বিনোদিনী বিন্দুমাত্র বিচলিতা না হইয়া বলিল,—"বসছি—আপনি শুন্।

বৃদ্ধ আর কোনও আপত্তি না করিয়া বিনোদিনীর ক্রোড়েই শয়ন করিয়া রহিলেন। ততক্ষণে পুলিস আসিয়া সরসীর মৃতদেহ লইয়া থানায়

সরসীর পুত্র বলিল—"সেজমামা, মা ?"

অজিতকুমার কিছু বলিলেন না। তিনি আপনার হস্ত আপনিই মোচ্‌ড়াইতে লাগিলেন।

অশ্বিনীকুমার তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"আয় অমূল, তোকে একটা ঘোড়া কিনে দেব এখন।"

"খোঁড়া অমূল" ঘোড়া চাহিল না—তাহার মাতার নিকট যাইতে চাহিল। চিতাগ্নিতে যখন সরসীর দেহ ভস্মীভূত হইল, তখন অমূল বলিল—"সেজ-মামা, মা কি আর আস্‌বে না ? মা কি ম'রে গেছে ?"

অজিতকুমার বলিল—না, সে বেঁচে গেছে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্র সেই যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই হইতে তিনি যেন স্বতন্ত্র লোক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সংসারের কাহাকেও তিনি আর চিনিতে পারেন না—কেহ ডাকিলেও তিনি তাহার আর প্রত্যুত্তর দেন না। এক চিনিয়াছেন "গোপাল"কে ডাকিবার মধ্যে ডাকেন "গোপাল"কে। কথা কহেন—"গোপালের" সঙ্গে। আনন্দালাপ করেন "গোপালের" সঙ্গে। তাঁহার এখন শয়নে "গোপাল", স্বপনে "গোপাল", আহারে "গোপাল! "গোপালই" এখন তাঁহার সহচর—"গোপালই" তাঁহার নিরানন্দের আনন্দ, অন্ধকারে আলোক, তৃষ্ণায় শীতল বারি, ক্ষুধায় অন্ন।

কিন্তু "গোপাল"টা যে কে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারে নাই। এই কাল্পনিক "গোপাল" যে নবীনচন্দ্র কোথা হইতে পাইলেন তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না। ডাক্তার বৈদ্যেরা বলিল, ইহা বৃদ্ধের খেয়াল মাত্র। সকলে তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল।

বিনোদিনী এখন আর সে বিনোদিনী নাই। বিনোদিনী এখন গোপাল। বৃদ্ধ, বিনোদিনীকে "গোপাল" বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন, বিনোদিনীও বৃদ্ধের আহ্বানে "গাপালের" মত উত্তর দেয়।

সেবা করে—আর "গোপাল" সাজিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করে।—বিনোদিনী তাহাতে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। বিনোদিনী বলে—"বাবা যদি আমাকে গোপাল মনে ক'রে ভুলে থাকেন, তিনি প্রাণে প্রাণেও যদি বেঁচে থাকেন, তা' হ'লে তাঁর কাছে আমার গোপাল হ'তে দোষ কি?" বিনোদিনীর অলৌকিক সরলতায় সকলেই মুগ্ধ—কেবল মাধবী তাহা সহ্য করিতে পারে না। মাধবী বলে—"সেজ বৌয়ের ও সব ন্যাকামী।"

যাহা হউক মাধবীর তীব্র সমালোচনায় বিনোদিনীর বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। সে প্রাণপণে শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিল।

"গোপাল" প্রাপ্তি অবধি বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র "মেজবৌ"কে আর তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দেন না। মাধবী যদি তাঁহার গৃহে কখনও অনিচ্ছায় প্রবেশ করে, বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র চীৎকার করিতে থাকেন। সেই জন্য মাধবী আর বড় শ্বশুরের গৃহে প্রবেশ করেনা। সে মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল ও বিনোদিনীর উপর প্রতিহিংসা লইবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল।

সরসীর মৃত্যুর পর হইতে চপলা আর সে চপলা নাই। সে সদাই বিষণ্ণ—কাহারও সহিত অধিক কথা কহে না—গৃহকর্ম্ম লইয়াই সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মাধবীর সহিত বাক্যালাপ সে প্রায় এক প্রকার বন্ধই করিয়া দিয়াছে। অনুতাপের জ্বালায় চপলা নিতান্তই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

সনৎকুমারও সরসীর মৃত্যুতে বিলক্ষণ কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সনৎকুমারের ধারণা "সেই সরসীর আত্মহত্যার কারণ। অলঙ্কারের ব্যাপার লইয়া সনৎকুমার যদি থানাদারকে বাটীর মধ্যে আনাইয়া থানাতল্লাসী না করিত, তাহা হইলে ত সরসী আত্মহত্যা করিত না। এই সকল নানা দুশ্চিন্তায় সনৎকুমার অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার উপর চপলার মুখভার দেখিয়া বেচারা অধিকতর দমিয়া গেল।

মানসী তাহার শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে। মানসীর স্বামী, সরসীর দাহকার্য্যান্তে শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রবলজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং মানসী আর পিত্রালয়ে থাকে কেমন করিয়া? তবে সে মধ্যে মধ্যে পিতাকে দেখিতে পিত্রালয়ে আসিয়া থাকে। তাহার পিত্রালয় ত তাহার শ্বশুরালয়ের নিকটেই। মানসীর স্বামীর রোগ সঙ্কটাপন্ন। সে কারণে মানসী বড়ই ব্যাকুলা।

সংসারের সকলের পরিত্যক্ত হইল, তখন সে হতাশ হইয়া অনুগত স্বামীর উপরেই ভর করিল। অশ্বিনীকুমারকে এখন কথায় কথায় মাধবীর নিকটে কথা শুনিতে হয়। মাধবী যে এখন অগ্নিমুখী।

অজিতকুমার সংসার দেখে, পিতৃসেবা করে, আর মধ্যে মধ্যে বিনোদিনীর আশায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু অজিতকুমার আপাততঃ বিনোদিনীর সাক্ষাৎ পায়না। বিনোদিনী এখন শ্বশুর মহাশয়ের "গোপাল" সে কি এখন আর সহজে অজিতকুমারের এক আধটা ফাঁকা আহ্বানে সাড়া দেয়। শ্বশুরের জীবন রক্ষার জন্য বিনোদিনী উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছে। পতিপ্রাণা বিনোদিনী মনে মনে বুঝিতে পারে, তাহার অদর্শনে পতিদেবতা কত ব্যথিত হ'ন। কিন্তু বিনোদিনী কি করিবে শ্বশুর যে একদণ্ড "গোপাল" ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

— * —

মহাপুরুষ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া শ্যামলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "তোর দাদা কোথায় ?

শ্যামলা। কোন্ দাদা ?

মহাপুরুষ। বটে! শিশির—শিশির, তোর শিশির দাদা!

শ্যামলা। তাই বলুন—নইলে দাদা ত অনেক আছেন। শিশির দাদা 'আসনে' বসিয়া আছেন।

মহাপুরুষ। আচ্ছা তবে থাক্। হ্যাঁরে শ্যামলী, তুই বেটী কি সকলকে পাগল করিতেই আশ্রমে এসেছিলি ?

শ্যামলা। কেন বাবা!

মহাপুরুষ। আবার কেন বাবা! আমায় পাগল করেছিস্, তা কর— পাগলামীর ভার আমি বহন করিতে পারি। কিন্তু তুই যে যা'কে তাকে তোর ওই রূপ দেখায়ে পাগল করিয়া দিবি— সেটা ত ভাল কথা নহে। তুই শিশিরকে কেন তোর সে

দিনের জন্য আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তুই কেন তাকে পাগল করিয়া দিলি মা।

শ্যামলা। কই বাবা আমিত কিছু জানি না।

মহাপুরুষ। বটে! বেটী সয়তানী! আমাকেও ফাঁকি!

শ্যামলা। বাবা, তুমি কোথা গিছলে—এতদিন কোথা ছিলে বাবা!

মহাপুরুষ। আমিত অনেক সময়ই এমন অনুপস্থিত থাকি শ্যামলা! কখনও ত সে কথা জিজ্ঞাসা করিস নাই; আজ তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিস্।

শ্যামলা। না, তাই কর্‌ছি। হ্যাঁ বাবা, তবে একটু খেলিগে?

মহাপুরুষের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বালিকা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালয়ন করিল। শিবানন্দ তাহাকে পথে পাক্‌ড়াও করিয়াছিল; কিন্তু অঙ্গুলী সঙ্কেতে সে মহাপুরুষকে দেখাইয়া দিয়া বিদ্যুতের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল। শিবানন্দ দ্রুতবেগে মহাপুরুষের সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিল।

মহাপুরুষ "নমঃ শিবায়" বলিয়া শিবানন্দকে আশ্রমের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবানন্দ আশ্রমের কুশল সমাচার জ্ঞাপন করিয়া মহাপুরুষের দ্বিতীয় আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মহাপুরুষ আর কোনও কথা কহিলেন না। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে ধীরভাবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একটি হরিণ সাবক ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল। তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইয়া মহাপুরুষ বলিলেন "এখন যা, একটু ব্যস্ত আছি।" হরিণ সাবক ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

মহাপুরুষ শিবানন্দের উদ্দেশে বলিলেন,—শিবু কিছু করিতে পারিলাম না। আমি পৌঁছিবার পুর্ব্বেই হতভাগিনী জলমগ্না হইয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

শিবানন্দ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন;—

"আর উপায় নাই—বৃদ্ধকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই। তাহাকে বাঁচাইতে পারিলে একটা গোটা সংসার রক্ষা হইতে পারিত—শিশিরের মুখে সকল কথা শুনিয়া তাই ছুটিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা আর হইল না। পুত্রকন্যা শোকে বৃদ্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার জীবনীশক্তি

শিবানন্দ এইবার কথা কহিল। সে বলিল—প্রভূত তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। যোগবলে কিই বা অসম্ভব!

মহাপুরুষ। সত্য—কিন্তু তাহাতে স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। স্বভাবের উপর অস্বাভারিক ক্রিয়া কিছুতেই বাঞ্ছিত নহে। ভগবৎ ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মফলই প্রবল।

ইতিমধ্যে শ্যামলা, শিশিরের হস্ত ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহাপুরুষ সে সম্বন্ধে আর কোন কথাবার্ত্তা কহিলেন না।

শিশিরকুমার মহাপুরুষকে প্রণাম করিল। মহাপুরুষ শিশিরকুমারকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। শিশিরের শরীরে যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

মহাপুরুষ শিশিরকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আনন্দ পাইতেছ?"

শিশিরকুমার বিনীতভাবে বলিল "আপনার চরণ প্রসাদে বেশ আছি।"

শ্যামলা হাসিতে হাসিতে বলিল "কেন লোকালয়ে কি "বেশ" ছিলে না দাদা?"

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শিশিরকুমারের হৃদয়ে অতীতের সকল স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। স্মৃতির দংশন জ্বালায় শিশিরকুমার অস্থির হইয়া পড়িল।

শ্যামলা পুনরায় বলিল—"ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আমি তা' ঠেকে শিখেছি দাদা। তোমার ভয় কি?"

বালিকার কথায় শিশিরকুমার চমৎকৃত হইল—মহাপুরুষের কপালে চিন্তার রেখা পড়িল।

শ্যামলা, শিশিরকুমারকে টানিতে টানিতে সমুদ্রতীরে লইয়া চলিল। মহাপুরুষ ও শিবানন্দ গভীর কথোপকথনে ব্যাপৃত হইলেন। সে কথোপ-কথন অবশ্য শিশিরকুমারের সম্বন্ধে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিশিরকুমার শ্যামলাকে কিছুতেই বুঝিতে পারে না—বুঝিবার অনেক

স্বয়ং জ্ঞাত নহে—অথবা সেইরূপ একটা ভাণ করে। শ্যামলার অনন্ত মূর্ত্তি। কখনও সে বালিকা, কখনও সে প্রৌঢ়া, কখন রমণী-জননী, কখনও ভৈরবী, রণমূর্ত্তিধারিণী। শ্যামলা, মহাপুরুষ পালিতা কন্যা, কিন্তু মহাপুরুষও যে শ্যামলাকে একটা অলৌকিক পদার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহার পরিচয়ও আমরা ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছি। শ্যামলা ও শ্যামলার প্রকৃতি অবোধ্য। মহাপুরুষই তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না—শিয়িরকুমার বুঝিবেন কিরূপে?

শ্যামলার মুষ্টিতে বদ্ধ হইয়া—শিশিরকুমার সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইল। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে—সূর্য্যদেবের তেমন আর প্রখরতা নাই। সমুদ্রতীরে তখন প্রবল বায়ু বহিতেছে—সে প্রবল বায়ুর তাড়নায় তটভূমি পরিপ্লাবিত, বালুকারাশি ঘনাকারে উড়িতেছে, ছুটিতেছে—আবার মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে পড়িতেছে। বায়ু বিতাড়িত বালুকণা সমুদ্রতীরে ভ্রাম্যমান পথিকগণের নগ্ন শরীরের উপর তীরবেগে আপতিত হইয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিতেছে—যে মহতের আশ্রয় লাভ ঘটিলে ক্ষুদ্রও অঘটন ঘটাইতে পারে। কিন্তু প্রবাদ আছে—দীপ্ত সূর্য্য সহ্য হয়, তপ্তবালু চেয়ে। এক্ষেত্রেও তাহাই। সমুদ্রতীরে এখন সূর্য্যদীপ্তি তেমন নাই—কিন্তু বালুকাপ্রান্তরে নিদাঘের তাপ অসহ্য। শিশিরকুমারের তাহাতে কষ্ট হইতেছে, কিন্তু শ্যামলার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।

ব্যাত্যা বিতাড়িত জলধির তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া শিশিরকুমার বলিল—

"শ্যামলা, সমুদ্র এখন কি ভীষণ। মহান যদি ভীষণ হয়, তা' হ'লে কি ভয়ঙ্করই দেখায়।"

শ্যামলা সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে আপন মনে সমুদ্রই দেখিতে লাগিল। সমুদ্রের বর্ণ তখন আর নীলাভ নাই—ধূসর হইয়াছে। সমুদ্রের বিস্ফূর্জথু তখন ভীষণ, সমুদ্রের নৃত্য তখন তাণ্ডব,—সিন্ধু তখন উন্মত্ত।

শিশিরকুমার আবার ডাকিল—"শ্যামলা।"

শ্যামলার কোন সাড়াশব্দ নাই।

তৃতীয় বারের আহ্বানে শ্যামলা উত্তর দিল—"কি দাদা?"

"চল্, আশ্রমে ফিরে যাই, সমুদ্র আর আমার ভাল লাগ্‌ছে না। সমুদ্রের হু হু শব্দ শুনে আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে।"

"তুই এখানে কি কর্‌বি? চল্ আশ্রমে গিয়ে আমায় শ্লোক শুনাবি।"

"হুঁ" "হুঁ!"

"হুঁ ক'রে বসে রইলি কেন—উঠ্‌না।"

শ্যামলা উঠিয়া দাঁড়াইল—উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিশিরকুমারের দিকে একবার কটাক্ষ করিল। সে কটাক্ষে শিশিরকুমারের দারুণ ভয় হইল। শিশির ডাকিল—

"শ্যামলা।"

বীণা-ঝঙ্কৃত স্বরে শ্যামলা বলিল—"কি দাদা।"

অভয়প্রাপ্ত শিশিরকুমার কোমলভাবে বলিল "চল্‌না দিদি, আশ্রমে ফিরে যাই?"

"কেন দাদা?"

"কেন, আর কি ব'ন—চলনা।"

"হুঁ! আচ্ছা দাদা, তুমি ঐ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পার?"

"আমিত অকুল সমুদ্রেই ঝাঁপ দিয়েছি দিদি—আর নতুন ক'রে ঝাঁপ দেব কি?"

"তা'ত দিয়েছ—সকলেই দিয়ে থাকে। তুমি ঐ পাগল-সিন্ধুর বুকে ঝাঁপ দিতে পার? পারনা—আমি পারি—পাগল আমি বড় ভালবাসি। পাগল না থাক্‌লে জগৎ চলে না—কেমন না দাদা?"

শ্যামলার কথা শিশিরকুমার আদৌ বুঝিতে পারিল না। সে অদ্ভুত বালিকার মুখে অদ্ভুত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্যামলা গাহিতে লাগিল—

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমি—যা'র প্রেমে পাগলিনী
সে কি আমায় দেখা দেবে।
সেধে সেধে ডাক্‌ছি তা'রে
সে কি আমায় ডেকে নেবে॥
পাগ্‌লী আমি, সে যে পাগল
পীযুষ ফেলে খায় সে গরল,
ডাক্‌লে তা'রে রইতে নারে
সে কি সে দেখা পা'বে।

পতি হয়ে পত্নীর পায়ে
ক্ষ্যাপা যে মাথা লুটাবে ॥

গীত সমাপ্ত করিয়া শ্যামলা, শিশিরকুমারকে কহিল—

"দাদা, দেখ্‌ছ, দেখ্‌ছ ?"

শিশিরকুমার সাশ্চর্য্যে কহিল—"কি! কি!

নয়ন বিস্ফারিত করিয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে শ্যামলা দেখাইল—"ঐ যে! ঐ যে!

শ্যামলা আর কিছু বলিল না—ঝম্প প্রদান করিয়া সিন্ধুর্ম্মিতে মিশাইয়া গেল। ভীতি-বিহ্বল শিশিরকুমার শ্যামলার অলৌকিক কৌতুক দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সমুদ্রতরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল।

"আয় শ্যামলা ফিরে আয়। তোর পায়ে পড়ি দিদি, ফিরে আয়।"

শ্যামলা ফিরিল না। উত্তাল তরঙ্গমালার উপর নৃত্য করিতে করিতে শ্যামলা সাঁতার দিয়া চলিল। শ্যামলা একবার তরঙ্গশিরে ভাসিয়া উঠিতেছে —একবার অদৃশ্য হইতেছে। শ্যামলাকে কৃষ্ণ বিন্দুবৎ তরঙ্গের উপর ডুবিতে উঠিতে দেখিয়া শিশিরকুমার কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে আশ্রমের দিকে ছুটীয়া চলিল—মহাপুরুষকে শ্যামলার বিষয় বলিতে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—— ៖*៖ ——

শিশিরকুমার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া মহাপুরুষকে সকল কথা জ্ঞাপন করিল, তাহা শ্রবণান্তর মহাপুরুষ কিন্তু উদ্বেগের ভাব কিছুই দেইখালেন না —বরং হাস্য করিলেন। দারুণ বিপদের সময় মহাপুরুষের সে অবহেলার ভাব দেখিয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইল—তবে সে ভাব প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না।

শিশিরকুমার ব্যস্ততার সহিত কহিল

"শ্যামলার যে বড় বিপদ প্রভু।"

"হুঁ, তা'ত দেখিতেছি—কিন্তু আমি কি করিতে পারি! সে স্বেচ্ছায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, আমি তাহাকে বাঁচাই কেমন করিয়া শিশিরকুমার!

"তবে কি সে ডুবিয়া মরিবে ?"

"পাগল!—"

শিশিরকুমার বুঝিল, শ্যামলাকে "পাগলী" না বলিয়া মহাপুরুষ, তাহাকে পাগল বলিতেছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে—মহাপুরুষ, শিশির কুমারকেই পাগল বলিতেছেন। শিশিরকুমার তাহা বুঝিল না। সে দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া আবার সিন্ধুতীরে ছুটিল। শ্যামলার জন্য শিশিরের প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে শিশিরকুমারের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। শিবানন্দও আশ্রমে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—তিনিও মহাপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

যখন শিশিরকুমার সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইল, তখন শ্যামলাকে আর দেখা যাইতেছিল না। শিশিরকুমারের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল—সে চখে অন্ধকার দেখিল।

মহাপুরুষ শিবানন্দ সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শিশিরকুমার বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তিনি শিবানন্দকে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিলেন—

"শিবানন্দ, ভক্ত-সাধক কেমন তাহা বুঝিতেছ কি?"

শিবানন্দ ঈঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন যে তিনি সমস্ত কথাই বুঝিয়াছেন।

মহাপুরুষ শিশিরের অঙ্গস্পর্শ করিয়া ডাকিলেন—"শিশির।"

শিশিরকুমার তড়িতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মহাপুরুষ, অঙ্গুলী সঙ্কেত সাগরোর্ম্মি দেখাইয়া শিশিরকুমারকে কহিলেন—

"শিশির দেখিতে পাইতেছ?"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে শিশির কহিল—

"কি—কি—কি!"

"কি ভাসিয়া আসিতেছে!"

"কই——কই?"

ঐ যে দূরে—দূরে—অতি দূরে! শিশিরকুমার কিছুই দেখিতে পাইল না—স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহাপুরুষ কহিলেন—

"আইস——দেখিবে।"

শিশিরকুমার মহাপুরুষের অনুবর্ত্তী হইল। শিবানন্দ মহাপুরুষের সঙ্কেতে আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

চিন্তা-পরায়ণা বাণরাজ-দুহিতা উষা।

ENGRAVED & PRINTED BY
THE ACME PRINTING & PROCESS WORKS
115, Amherst St., Calcutta.

Artist: HAREKRISHNA SAHA.
81, Sitaram Ghosh Street, Calcutta.

গল্পলহরী

১ম বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩১৯ {৪র্থ সংখ্যা

গরলে অমৃত।

"বৌমা! ও বৌমা"

"ডাকছেন কেন?"

"একবার শুনে যাও। যতীনের খাবার তৈয়ার হ'য়েছে?" শ্বাশুড়ী ডাকলেন, বৌ বিরক্তির সহিত আসিল।

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "যতীনের ছুটি হওয়ার সময় হ'ল, এখনও খাবার তৈয়ের হয় নাই!"

কলিকাতার বৌবাজার মধ্যস্থ নেবুতলা লেনে একটি দ্বিতল বাটীর প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া এই কথোপকথন হইতেছিল। এই সময় বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মকালের বেলা, এখনও রৌদ্রের তেজ কমে নাই।

শ্বাশুড়ীর মিষ্ট ভৎ সনায় বিরক্তির সহিত বৌ বলিল "এত রৌদ্রে আমি খাবার তৈয়ার করিতে পারিনা, বামুন ঠাকুরকে ভার দিলেই ত চুকে যায়।"

"বৌমা! এতে কি তোমার রাগ করতে আছে, যতীন্ তোমার পেটের ছেলের মত, তার যত্ন ত তোমার করাই উচিত।" বৌ আর কোন কথা না বলিয়া রাগের সহিত নীচে নামিয়া গেল এবং লুচি ও আলু পটোল ভাজিয়া উপরে লইয়া আসিল।

এই সময়ে একটি দ্বাদশ বর্ষীয় বালক স্কুল হইতে বাটী আসিয়া ঠাকুরমার নিকট খাবারের জন্য উপস্থিত হইল। ঠাকুরমা বালককে খাইতে দিলেন। আহারাদির পর বালক খেলিতে চলিয়া গেল।

নেবুতলার এই বাটী রামসুন্দর ভট্টাচার্য্যের। রামসুন্দরের পূর্ব্ব নিবাস

বর্দ্ধমান ছিল। তারপর কলিকাতায় দালালী করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এই বাটী নির্ম্মাণ করেন। তদবধি ইহারা কলিকাতাবাসী। রামসুন্দর ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামমোহন ও কনিষ্ঠ শ্যামমোহন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি পুত্র, তাহারই নাম যতীন। কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। হঠাৎ রামমোহনের মৃত্যু হয় এবং ইহার কিছু দিনপরেই তাঁহার পত্নী তাঁহার অনুসরণ করে। অতএব মাতৃ-পিতৃহীন বালক ঠাকুরমার স্কন্ধে চাপিল। রামসুন্দর ভট্টাচার্য্য পুত্রশোকে কিছুদন পরেই স্বর্গারোহণ করিলেন। শ্যামমোহন এখন এক সওদাগরের অফিসে কার্য্য করেন। পৌতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, এবং চাকুরীর আয় দ্বারা সংসার স্বচ্ছন্দে চালাইতে ছিলেন। শ্যামমোহনের স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরী বড়লোকের মেয়ে, সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে বদ্ধ অপারক। বৃদ্ধ শ্বাশুড়ীর উপর মনে মনে বড় বিরক্ত। তাহার স্বামীর রোজগারে সকলে বসিয়া খাইতেছে ইহা তাহার সহ্য হইতেছে না। অনঙ্গমঞ্জরীর ইচ্ছা যে, সে স্বামীকে লইয়া একাকিনী বাস করে, এসেন্স কাপড়ে দিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়, সর্ব্বদা নাটক নভেল পড়ে; কিন্তু তাহার স্বামীর জন্য যে অভিলাষ পূর্ণ হওয়া কঠিন হইল। শ্যামমোহন সাদাসিদে লোক, তিনি মাতৃবাক্য অবহেলা করিতেন না এবং মা যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না পান তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। ভ্রাতৃষ্পুত্র যতীনের প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ, যতীনও কাকাবাবুকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। যতীনের একটি প্রাইভেট টিউটার ছিল, কোনরূপ পড়ায় অনিষ্ট না হয় তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

অনঙ্গমঞ্জরী স্বামীকে বশে আনিতে অনেক চেষ্টা করিল, কত ঔষধ, কবচ দিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। শ্যামমোহন, মাতৃভক্তি ও যতীনের প্রতি স্নেহ কিছুই ভুলিল না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া অনঙ্গমঞ্জরী, যে সব কাজকর্ম্ম পূর্ব্বে করিত তাহাও ত্যাগ করিল। সুতরাং একজন পাচক নিযুক্ত করা হইল।

২

"কাকা বাবু!"

"কি বাবা!"

চর্ব্বণ করিতেছিলেন, স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরী স্বামীকে বাতাস করিতেছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, চারিদিকে গ্যাসের আলোক জ্বালিয়াছে। শ্যামমোহন জল খাইয়া বিশ্রামার্থ একটু শয়ন করিয়াছেন। অনঙ্গমঞ্জরী পাচককে রান্নার সব উপাদান দিয়া স্বামীর নিকট বসিয়া একখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে ; এমন সময় যতীন বাহির হইতে ডাকিল "কাকা-বাবু"। এই সময়ে যতীন আসিয়া ডাকাতে অনঙ্গমঞ্জরী বড় বিরক্ত হইল, কিন্তু শ্যামমোহন তখনই ডাকিলেন, "এস বাবা! ঘরে এস।" যতীন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। সে জানিত না যে তাহার কাকীমা সেস্থানে আছেন। যতীন তাঁহাকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তত হইল। কাকাবাবু বলিলেন, "কি চাই বাবা!" বালক ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, আমাদের ফুট্‌বলটা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, তাই একটা নূতন কিন্‌তে হবে। আমাকে চারি আনা চাঁদা ধরেছে।" খুড়ীমাতা বলিয়া উঠিলেন "তোর চাঁদার জ্বালায় যে অস্থির, আজ স্কুলে অমুক চাঁদা, কা'ল ফুটবলের চাঁদা, পরশু ব্যাট-বলের চাঁদা, তারপরদিন আর এক চাঁদা। দেখছ ত একজন লোক কত কষ্টে রোজগার করে তোমাদিগকে খাওয়াচ্ছে ; এত চাঁদা দিবে কেমন করে?" এই কথা শুনিয়া বালকের চক্ষু ছল্ ছল করিতে লাগিল, সে তখন মনে করিল তাহার মাতা থাকিলে একথা বলিতে পারিতেন না। শ্যামমোহন এ দৃশ্য দেখিলেন, তিনি তখনই জামার পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বালকের হস্তে দিলেন, বালক আনন্দে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অনঙ্গমঞ্জরী বড়ই বিরক্ত হইল, সে স্বামীকে বলিল, "তুমিই ছেলেটাকে নষ্ট করলে! যা চাইবে তাই দেবে—ওর পরকাল যে ঝর্‌-ঝরে করে দিচ্ছ।" শ্যামমোহন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ওর মা বাপ কেহ নাই, আমাদের ত ওকে যথেষ্ট ভালবাসা উচিত।"

অনঙ্গমঞ্জরী বলিল তোমাকে কি ভালবাস্‌তে নিষেধ কচ্চি, ছেলেটাকে এ ভাবে নষ্ট কচ্ছ কেন! তুমি যাকে ইচ্ছা ভালবাস্‌তে পার, আমার তাতে আপত্তি কি?" শ্যামমোহন বুঝিলেন গৃহিনী রাগ করিয়াছেন, তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন "যতীন যদি তোমার ছেলে হত, তা হইলে কি এরূপ করতে পারতে?" শুনিয়া গৃহিণী ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল, সেইরূপ স্বরে বলিল ;

মর্‌লেই তোম্‌রা বাঁচ। স্পষ্ট বল্‌লেই হয় যে তুমি আমার কাছে থেকো না। গৃহিনীর অশ্রু টপ্‌ টপ্‌ করিয়া পতিত হইতে লাগিল। শ্যামমোহন বলিলেন "তোমাকে পর বল্‌লে কে? তুমি আমার নিতান্ত 'আপন', তোমার চেয়ে বেশী কে আছে!" গৃহিণী উত্তর করিল "আর ঠাট্টায় দরকার নাই, তুমি তোমার সংসার নিয়ে থাক, আমিত শত্রু, আমি দূর হলেই ভাল। আমি কালই বাপের বাড়ী চ'লে যাবো"। এই বলিয়া রাগে 'গর্‌ গর্‌' করিতে করিতে গৃহিনী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। শ্যামমোহন নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিয়া রহিলেন।

৩

অনঙ্গমঞ্জরী তৎপর দিবস পিত্রালয়ে গেল না, মনে করিল একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে। যতীনের উপর মনে মনে ভয়ানক চটিল, এবং কিসে সে বালক কষ্ট পায় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। সময় মত আহার, সময় মত জল খাবার, এ সব যতীন ঠিক পাইতেছিল না। সে ঠাকুরমাকে সব বলিল, ঠাকুরমা প্রথম পুত্রকে কিছু বলিলেন না, নিজে চেষ্টা করিয়া তাহার কষ্ট দূর করিতে লাগিলেন।

এক দিন রাত্রিতে পাচক আসে নাই, অতএব গৃহিণীর রান্না করিতে হইবে। অনঙ্গমঞ্জরী বড়ই বিরক্ত হইতেছিল, সে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শয্যায় শয়ন করিল। যতীনের ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে আসিয়া বলিল "কাকী মা! কি খাবো?" প্রথম কাকীমা কোন কথাই বলিল না, তার পর বলিল "যা খুসী খাও'গে, দোকান আছে, কিনে নে এস।" যতীন বলিল "কাকীমা! তোমার কি অসুখ করেছে?" কাকীমাতা উত্তর করিলেন "আমার অসুখে তোদের কি? আমি মরে গেলেই তোদের ভাল"। বালক আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, ঠাকুরমার নিকট গিয়া সব বলিল। ঠাকুরমা বালককে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন "আমি আজ রান্না কর্‌তে যাচ্ছি তুই একটু বোস্‌"। বালক ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়া বসিল, ঠাকুরমা রাত্রির আহার্য্য প্রস্তুত করিলেন। অদ্য শ্যামমোহন আফিস হইতে বিলম্বে আসিলেন। তিনি আসিয়াই দেখিলেন গৃহিণী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তখন বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন "কি খবর? একে

না, কিন্তু স্বামীর বিদ্রুপে রাগান্বিত হইয়া বলিল "আর অত ঠাট্টা কেন? আমাদের কি আর অসুখ হতে নাই?" স্বামী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "অসুখ হবেনা কেন? বোধ হয় বামুন ঠাকুর আজ আসে নি, তাই অসুখটা একটু বেশী হয়েছে।" এই কথা গৃহিণীর একেবারে অসহ্য হইল, তাড়া তাড়ী শয্যা হইতে উঠিয়া হস্ত দ্বারা মাথা ধরিয়া বলিল "আমি যদি এত 'বালাই' হ'য়ে থাকি, তবে আমার মরণই মঙ্গল।" এই কথা বলিবার পরই অপর কক্ষে চলিয়া গেল। শ্যামমোহন আফিস হইতে পরিশ্রম করিয়া আসিয়া ক্ষুধায় একটু অস্থির হইলেন, ধীরে ধীরে মাতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন। দেখিলেন বৃদ্ধা মাতা রান্না করিতেছেন, যতীন নিকটে বসিয়া আছে। তিনি মাতার কষ্ট দেখিয়া স্বয়ং কষ্ট বোধ করিলেন। মাতাকে বলিলেন, মা! আজ তুমি রাঁধিতে এসেছ কেন?" মাতা বলিলেন "না এলে আর কে আস্‌বে? আজ বামুনঠাকুর আসে নাই, বৌমার অসুখ করেছে, রাত্রের জোগাড় ত চাই।" শ্যামমোহন এই কথা শুনিয়া স্ত্রীর উপর মনে মনে বড় বিরক্ত হইলেন, আর কোন কথা না বলিয়া নিজ শয়ন কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরে আহার্য্য প্রস্তুত হইলে বৃদ্ধা মাতা খাবার আনিয়া নিজ পুত্রকে খাইতে দিলেন। যতীনকে পূর্ব্বেই আহার করাইয়াছিলেন। তার পর কিছু আহার্য্য লইয়া যে ঘরে বৌ ছিল, সেই ঘরে রাখিয়া আসিলেন। তখন বৌর ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছিল, কিন্তু লজ্জার খাতিরে তখন আর আহার করিল না। শাশুড়ী চলিয়া গেলে ভোজনে নিযুক্ত হইল এবং অনায়াসে সমস্ত নিঃশেষ করিল। তার পর ধীরে ধীরে শয়ন কক্ষে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিল। শ্যামমোহন এবার আর হসি রাখিতে পারিলেন না, "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনঙ্গমঞ্জরী বুঝিল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না। স্বামী বলিলেন "তোমার মাথা ধরা সেরেছে ত?" ক্ষীণস্বরে স্ত্রী উত্তর দিল "হাঁ এখন গিয়াছে।" শ্যামমোহন বলিলেন" 'দুর্গা বাঁচলেম' আমার চিন্তা দূর হ'ল। এতক্ষণ ভাব্‌ছিলেম এমন গৃহিণী কয়জনের ভাগ্যে জোটে; কত জন্মের তপস্যা ছিল, তাই পেয়েছি। এমন রত্ন পাছে হারাই এই ভয় হয়েছিল। যাক্ আহারটি পরিপাটি হ'য়েছে ত?" গৃহিণী তাঁহার কথা শুনিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল, আর কোন উত্তর না করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অসুখ হইয়াছে; সম্ভবতঃ আজ কিছুই আহার করে নাই। তিনি স্ত্রীর নিকট গিয়া অশ্রু মোছাইয়া বলিলেন "এতে আর অত কান্না কেন।" এবার গৃহিণী সুবিধা পাইল, মনে করিল এখন কিছু সুবিধা হইতে পারে। তখন ক্রন্দনের মাত্রা একটু বাড়িল, তার পর বলিল "আমায় দিয়ে আর কি হবে? আমার মরণই মঙ্গল। আমিত সকলের চক্ষু-শূল; এমন কি যার হাতে মা বাপ দিয়াছেন তিনিও আমাকে দেখতে পারেন না। আমার মত হতভাগিনী পৃথিবীতে নাই।" ক্রন্দনের সুর একটু নামিয়া আসিল। শ্যাম-মোহন স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন "তুমি কি চাও?" স্ত্রী উত্তর করিল "আমি আর কি চাই? আমাকে একটু বিষ এনে দাও, তাই খেয়ে মরি!" এবার শ্যামমোহনের হৃদয়ে আঘাত করিল, তিনি মিষ্ট স্বরে বলিলেন "কি অসুখ হ'য়েছিল?" গৃহিণী বলিলেন "দিন রাত্রি সংসারে খেটে খেটে আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে, আমি আর পারিনা। তোমার মা এ সব বুঝেন না, দিন রাত্রি বক্‌ছেন, তোমার স্নেহের ভাইপোর ত একটু ক্রটি হবার উপায় নাই, যা ইচ্ছা তাই বলে।" শ্যামমোহন সব বুঝিলেন, তিনি মিষ্ট বাক্যে বলিলেন "তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি সব বুঝেছি। এক কাজ করা যা'ক, আমরা চল আর এক বাড়ীতে গিয়া বাস করি, আমার পৈতৃক যা ছিল তার ভাগ ইহাদিগকে দিয়ে যাই। তোমার মত কি?"

অনঙ্গমঞ্জরী স্বামীর বাক্যে বড় সন্তুষ্ট হইয়া নিজের মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল "আমি কি তাই চাই, আমি বলি তুমি একটু দেখে শুনে চল। তোমার টাকা একটিও থাকেনা, ভবিষ্যতের উপায় কি?" শ্যামমোহন বলিলেন, ভাল, আমি সব বিবেচনা কচ্ছি। অনর্থক কেন ইহাদিগকে খেতে দিচ্ছি। তোমার এমন সুন্দর গায়ে দুই চারিখানা অলঙ্কার প্রতি বৎসর হ'লে অধিক সুখের বিষয় হয়। আমি কালই সব বন্দোবস্ত কর্‌বো; আর অপব্যয় কর্‌বো না।" স্ত্রী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শয্যায় উপবেশন করিয়া একখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। শ্যামমোহন বলিলেন "আজ আহারের কি বন্দোবস্ত হ'ল?" স্ত্রী বলিলেন "আমার অসুখ দেখে মা রান্না কর্‌তে গিয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে এ বয়সে রান্না করা ভাল; এতে শরীর ভাল থাকে। আর তিনি ত কাহারও হাতে খান না, রোজ স্বহস্তে রান্না ক'রে খান।" শ্যামমোহন উত্তর করিলেন, "তা বই কি, মায়ের

কি দরকার ? অনর্থক খরচ। গৃহিণী বলিলেন, "ও টাকা বৃথা যায় বই কি ? তুমি সব বন্দোবস্ত কর।" শ্যামমোহন প্রতিশ্রুত হইয়া শয়ন করিলেন।

৪

তৎপর দিবস শ্যামমোহন মাতাঠাকুরাণীর সহিত কি পরামর্শ করিলেন, তারপর নিজের বাটীর নিকটই একটি ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া লইলেন এবং বাসায় সামান্য সামান্য জিনিস লইয়া গেলেন। সেইদিন তিনি সস্ত্রীক নূতন বাসায় গমন করিলেন এবং গৃহিণীকে সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে উপদেশ দিয়া আফিসে চলিয়া গেলেন।

অনঙ্গমঞ্জরী সমস্ত জিনিসপত্র গোছাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, রান্না করার সময় পাইল না। শ্যামমোহন আর কোন ক্রমেই পাচক রাখিবেন না বলিলেন, সামান্য বেতনে পাচকের খরচ দিতে সক্ষম নহেন। নিজবাটীতে যে পাচক ছিল তাহাকে জবাব দিলেন, সে বাড়ীতে মাতা-ঠাকুরাণী পাক করিতে লাগিলেন।

অফিস্ হইতে আসিয়া শ্যামমোহন দেখিলেন রান্না হয় নাই, তিনি তখন স্ত্রীর জন্য খাবার আনাইয়া দিলেন ও নিজে বাটী গিয়া মাতার প্রসাদ পাইলেন। রাত্রে অনঙ্গমঞ্জরী পাকের উদ্যোগ করিল। ঝী বাজার হইতে ময়দা, ঘৃত, তরকারি ইত্যাদি লইয়া আসিল; অনঙ্গমঞ্জরী লুচি তরকারি ও পটোল ভাজা প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে খাইতে দিল! স্বামী আহার করিলেন, তারপর অনঙ্গমঞ্জরী আহার করিয়া শয়ন করিল।

অনঙ্গমঞ্জরী বড় লোকের মেয়ে, দুবেলা রান্নাকরা বড় কঠিন হইল, তথাপি নিজে স্বাধীন ভাবে আছে মনে করিয়া প্রফুল্লচিত্তে থাকিল। কিন্তু একটা বড় অসন্তোষের কারণ হইল, স্বামী প্রায়ই মাতার নিকট গিয়া আহার করিতেন।

এই ভাবে কয়েকদিন গত হইল, অনঙ্গমঞ্জরীর ভয়ানক জ্বর হইল, এমন কি কয়েকদিন অচেতন অবস্থায় থাকিল। যখন চেতনা হইল, তখন দেখিল শ্বাশুড়ী পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, বালক যতীন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়াইতেছে। তখন তাহার সমস্ত বিষয় স্মরণ হইতেছিল না। কি বলিবে মনে করিল, পারিল না। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পায়ের নিকট বসিয়া পায় হাত বুলাইতেছে। শ্যামমোহন বলিল "কেমন বোধ কচ্ছ?" অতি ধীরে ধীরে অনঙ্গমঞ্জরী উত্তর করিল "বড় দুর্ব্বল।" যতীন উঠিয়া আর এক দাগ ঔষধ আনিয়া কাকীমাকে খাওয়াইল। অনঙ্গ-মঞ্জরী বালকের সরল মুখখানি দেখিল, আজ যেন তাহার একটু মায়া হইল, তখন অতি ক্ষীণস্বরে বলিল "বাবা! তুমি আর কষ্ট করো না, অসুখ হবে যে।"

বালক উত্তর করিল, "না কাকী মা! আমার ত কষ্ট হয় না।" শ্যাম-মোহন বলিলেন, "যতীন সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক'রে তোমায় ঔষধ খাওয়াচ্ছে, এমন ছেলে হয় না। ওর মা থাক্‌লেও বোধ হয় এর বেশী কিছু করিতে পারিত না। তুমি এই পনর দিন এই ভাবে আছ। "অনঙ্গমঞ্জরী শুনিয়া অবাক হইল, তখন আর অধিক কথা বলিল না।

কাকীমার যতদিন অসুখ ছিল, ততদিন যতীনের স্কুলে যাওয়া হইল না, সে দিবারাত্রি কাকী মাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। শ্বাশুড়ী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর পার্শ্বে থাকিতেন।

ক্রমে অনঙ্গমঞ্জরী পথ্য পাইল, শ্বাশুড়ীর মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি রন্ধন করিয়া বৌকে আহার করাইতে বসিলেন, বৌর আজ বড় লজ্জা বোধ হইল। যতীন অদ্য স্কুলে গিয়াছে, স্বামী আহারাদি করিয়া আফিসে চলিয়া গেলেন। দুই চারি দিন আহারের পর অনঙ্গমঞ্জরী স্বামীকে বলিল, "আর কেন? চল বাড়ী ফিরে যাই।" শ্যামমোহন কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিলেন, "এই ত বাড়ী, আবার বাড়ী কিসের?" অনঙ্গমঞ্জরী আর কোন কথা না বলিয়া শ্বাশুড়ীর পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল, এবং যতীনকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্বাশুড়ীকে বলিল, "আমি না বুঝ্‌তে পেরে অন্যায় কর্ম্ম করেছি। আমি আপনার মেয়ে, আমাকে ক্ষমা করুন ও দাসী ক'রে বাড়ী নিয়ে যান। যতীন্! বাবা! আমি তোমার মা, তুমি কিছু মনে করিও না, তুমি আমার পেটের ছেলের চেয়ে বেশী।" শ্বাশুড়ী এই কথায় বড় আনন্দিত হইলেন, তিনি বলিলেন "বৌ মা! ছেলে বয়সে কতই কি বুদ্ধি হয়। যা'ক তোমার নিজের সংসারে চল। আমি ত বুড় হ'য়েছি, যতীন তোমার ছেলে, নিজের সংসার নিজে দেখে শুনে কর্‌বে।" শ্যামমোহন বলিলেন "যাও, আমি যাবো না। আমি এখানে বেশ আছি,

মঞ্জরী আর থাকিতে পারিল না, স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া বলিল, "আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, এইবার ক্ষমা কর।" ইহার পর সকলে বাসা ছাড়িয়া দিয়া নিজ বাটীতে গেলেন, আবার সুখের সংসার হইল।

এই ঘটনার নয় বৎসর পরে যতীন বি, এ পাশ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট. হইয়াছে, তাহার ঠাকুরমা ও খুড়ীমাকে সে সঙ্গে লইয়া ফরিদপুর গেল। শ্যামমোহন চাকরী ছাড়িয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে গেলেন। যতীন বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু কাকাবাবু ও কাকীমাকে ভয় ও ভক্তি করে। এক দিন কাকীমাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, কাকী মা! কাকাবাবু তোমাকে কেমন জব্দ করিয়াছিলেন, আর আমাদের সঙ্গে পৃথক্ হবে?" কাকীমা হাসিয়া বলিলেন "সে তোমার কাকাবাবুর কীর্ত্তি, সে কথা বলিয়া আর লজ্জা দিওনা। তুমি আমার পেটের ছেলের মত।

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

শয়তানী।

—*—

হারাধন বাবু তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহে বহু কাগজ পত্র লইয়া বড়ই ব্যস্ত আছেন। তাঁহর দেহ ক্ষীণ, দীর্ঘ—কেহ কখনও তাঁহার মুখে হাসি দেখে নাই,—সহসা মনে হইত যেন হারাধন বাবুর মুখ খানা পাষাণে গঠিত। হারাধন বাবু, এ সহরের গুপ্ত রহস্যের একটী "গুদামঘর" ছিলেন। তিনি জানিতেন না, বা তিনি জড়িত ছিলেন না—এমন গুপ্ত রহস্য এ সহরে কিছুই ঘটিত না।

হারাধন বাবু নির্জ্জনে কর্ম্মকাজ করিবেন ভাবিয়া ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে আজ বড় বিরক্ত হইয়া উঠিতে হইতেছিল। এ ও সে দশ জনে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কাজের বড়ই ব্যাঘাৎ ঘটিতেছিল। তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিতে যাইতে ছিলেন—"এখন

সুন্দরী যুবতী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল,—হারাধন বাবু ভ্রুকুটী করিয়া মুখ তুলিলেন। সর্ব্বাঙ্গ নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, পরিধানে সুন্দর রঙ্গের সুন্দর সিল্কের সাড়ী,—অন্য কেহ হইলে নিশ্চয়ই এ মূর্ত্তি-দেখিয়া মুগ্ধ হইত, কিন্তু হারাধন বাবু কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুন্দরীর মুখেরদিকে চাহিতে লাগিলেন। রমণী অযাচিত ভাবে তাঁর সম্মুখস্থ এক খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল; মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল,-"বোধহয় আমায় দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

হারাধন বাবু ঈষৎ ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন "সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টের স্থান এখানে নাই।—তুমি আসিয়াছ এটা ঠিক।"

রমণী হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার দপ্তর খানায় এসেছি, এটা স্থির। অনেক সময় আমার মনে হয়, তুমি যথার্থই খুব চালাক লোক, না লোকে কেবল তোমায় বাড়ায়। হারাধন বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিবার সময় আমার নাই।" সুন্দরীর চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মুখ গম্ভীর হইল, সে ধীরে ধীরে বলিল, হারাধন উকিল, এটা স্থির যেন, জহরজান তোমায় ডরায় না"। হারাধন বাবু ভ্রুকুটী করিলেন বলিলেন, "মাতাল করিয়াই হউক, বা ভুলাইয়াই হউক, তুমি কুমার বিভুতি ভূষণের সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া লইয়াছ। এখনও সময় আছে, সমস্ত ফিরাইয়া দেও। কুমার বাহাদুরের মা তোমায় দশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।"

"হারাধন উকিল,—আমার যথেষ্ট টাকা আছে।"

"তবে এখানে আসিয়াছ কেন।"

"কাজ আছে—কাজ আছে—ব্যস্ত হইতে নাই! কুমারের মার নামেও অনেক জমিদারী আছে, তুমি হলে তার মন্ত্রী, গুরু, বন্ধু, উকিল, তার বিষয়-টাও আমি চাই। করে কর্ম্মে দিতে পার, তোমায় খুসী করব।"

স্ত্রীলোক না হইলে হারধন বাবু কি করিতেন বলা যায় না; তিনি গম্ভীর ভাবে ভৃত্যকে ডাকিলেন, বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটীকে বাহিরে রাখিয়া আইস।"

ভৃত্য বিস্মিত ভাবে উভয়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল কিন্তু তাহাকে কিছু বলিতে হইল না, জহরজান নিজেই নীরবে তথা হইতে চলিয়া গেল।

হারাধন বাবু বলিলেন, "এমন সুন্দর চেহারার ভিতর এমন ভয়াবহ

কাল সাপ থাকিতে পারে তাহা কে সহজে বিশ্বাস করিবে? একটা বড় লোকের ছেলেকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহার মার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা! মানুষ রূপের মোহে পড়িয়া যে কিনা করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা তাহার আর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কোথায়?

তিনি উঠিলেন, মনে মনে বলিলেন রাজবাটীর চুরি সম্বন্ধের কাজটার সময় হইয়া আসিল দেখিতেছি। তিনি ভৃত্যকে গাড়ী ডাকিতে বলিলেন।

২

মেছুয়া বাজারের একটা জঘন্য কাফীখানায় হারাধন বাবুকে দেখিলে লোকে নিশ্চয় নিতান্ত বিস্মিত হইত, কিন্তু প্রকৃতই তিনি এইরূপ কাফিখানায় প্রবেশ করিয়া কাফি পান আরম্ভ করিলেন; সে সময় তথায় অধিক লোকের সমারোহ ছিল না।

দুইজন জাহাজের খালাসী একপার্শ্বে বসিয়া কাফি খাইতে খাইতে বাঙ্গলা ভাষায় কি কথা কহিতে ছিল। বোধ হইল যেন হারাধন বাবু তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া, অন্য দিকে ফিরিলেন।

গৃহের এক কোণে একটী লোক বসিয়া নিদ্রা যাইতে ছিল, হারাধন বাবু তাহার পার্শ্বে বসিলেন ও চক্ষু অর্দ্ধ নীমিলিত করিয়া নীরবে কাফি পান আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে খালাসী দুইজন বাহির হইয়া গেল, তখন হারাধন বাবু ও নিদ্রিত ব্যক্তি ব্যতিত আর কেহ তথায় রহিল না। সহসা লোকটী চক্ষু মেলিল, প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলিল, কেমন,—মাল ঠিক।" হারাধন বাবুও সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "সব ঠিক।"

লোকটী তাঁহাকে একটী অন্ধকারাবৃত অতি ক্ষুদ্র গলির ভিতর লইয়া আসিল। তাহার পর একটী দ্বার দিয়া অর্দ্ধভগ্ন একটী বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইল, হারাধন বাবু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন, তিনি বুঝিলেন যে, তিনি ত্রিতলে আসিয়াছেন।

লোকটী একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠদ্বারে আঘাত করিলে ভিতর হইতে কে দরজা খুলিয়া দিল, তখন তাহারা উভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হারাধন দেখিলেন, গৃহ মধ্যে আসবাব পত্র কিছুই নাই, একটা জঘন্ন ছিন্ন মাদুরের উপর দুই জন ভীমকায় লোক বসিয়া সুরা পান করিতেছে, তাহা-

যে বসিয়া ছিল, সে বলিল, "এই যে হারাধন বাবু! এস—এস—বস—এক গেলাস খাও।" হারাধন বাবু ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, আমি এখানে আমোদ করিতে আসি নাই, মহারাজের যে সব অলঙ্কার চুরি গিয়াছে তাহা তোমাদের কাছে আছে।" লোক দুইটী বিস্মিত ভাবে হারাধন বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর একজন বলিল, "দশটি হাজার টাকা, দশ টাকার নোট এনেছ?"

"হাঁ এনেছি। গহনা গুলি ফেরত পেলে টাকা দিতে রাজী আছি"

"ভাল কথা, তার পর পুলিশ হাঙ্গামা প্রভৃতি—আর কিছু নয়?"

"না দেও গহনা।"

অন্য লোকটী বলিয়া উঠিল, "যেন লাট সাহেব"। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল চুপ করিয়া থাক, গহনা গুলি নিয়ে আয়।"

মহারাজ নরেন্দ্র নারায়ণের বাটী হইতে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের অলঙ্কার চুরি গিয়াছিল,—তিনি পুলিশ হাঙ্গামায় না গিয়া হারধন বাবুর উপর গহনা গুলি ফেরত পাইবার ভার দিয়াছিলেন, সেই জন্যই এক্ষণে হারাধন বাবু এই ভয়াবহ চোরের আড্ডায় উপস্থিত।

তিনি পথে পথে বিজ্ঞাপন লটকাইয়া ছিলেন, আমার কতগুলি জিনিষ হারাইয়াছে। যে সে গুলি ফেরত দিবে, তাহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব। বিজ্ঞাপনের উত্তরে এক পত্র আসিল সেই পত্রানুসারে হারাধন বাবু কাফি খানা গমন করেন। এক্ষণে এই ভয়াবহ স্থানে ভয়াবহ দুর্ব্বিত্তগণের মধ্যে একাকী আসিয়াছেন।

গহনা গুলি বাহির করিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিল, 'এত টাকার জিনিষ খুব সামান্য টাকায় আমরা ছেড়ে দিচ্ছি,—পশ্চিমে নিয়ে বেচলে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা হতো।"

হারাধন বাবু অবিচলিত ভাবে বলিলেন যাবজ্জীবন পুলি পলাও যেতেও পাত্তে, যাক, সে সব কথার আলোচনা করিবার আমার সময় নাই।"

তিনি পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া অলঙ্কারের থলিটি তুলিয়া লইতে প্রয়াস পাইলেন—কিন্তু একজন সহসা তাহার হাত হইতে গহনা ও নোট উভয়ই কাড়িয়া লইল, অপরে নিমিষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। হারাধন বাবু দেয়ালে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন, অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "ওঃ—

তাহারা বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল "হাঁ আমাদের মতলবটা এখন বুঝলে, হারাধন উকীল? লোকে না তোমায় ভারি চালাক বলে।"

হরাধন বাবু অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গহনাগুলি বাপের সুপুত্র হয়ে ফেরত দেও, তোমরা কি আমায় এমনই বোকা ঠাওরাইয়াছ যে আমি এ সব নোটের নম্বর রাখি নাই? এর একখানা ভাঙ্গাতে গেলেই ধরা পড়বে।"

তাহারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—বলিল, "হারাধন উকীল, এখান থেকে বেরুতে পাল্লে তবে তো!"

"মহাশয়েরা কেমন করে আমায় এখানে আটক রাখিবেন, শুনি!"

"ছোরা,—ছোরা,—ছোরায় জবাই কল্লে বড় শব্দ হয় না। আর এ বাড়ীতে চুনের গাদায় পুতে রাখিবারও যথেষ্ট যায়গা আছে।"

"বটে! তোমরা কি মনে কর, মহাশয়দের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত আমি একটা আয়োজন করিয়া আসি নাই!

নিমিষে হারাধন বাবু দুই হস্তে দুইটী পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, এক পা নড়েছিস্ কি কুকুরের ন্যায় গুলি করিয়া মারিব।"

দুর্ব্বৃত্তগণ বিস্মিত ও ভীত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। তখন হারাধন বাবু বলিলেন; তোমরা কি মনে কর যে আমি একাকী এ বাটীতে আসিয়াছি। কাফি খানার খালাসী দুইজন যে পুলিশের লোক তাকি মহাশয়েরা জানেন না! তাহারা যে আমার পেছনে পেছনে এসে সদলে এই বাড়ীর পাহারায় আছে, তাকি মনে হইতেছে না। আমি এই জানালা হইতে রুমাল নাড়িলে, এখনই তাহারা ছুটিয়া এখানে আসিবে।"

একজন বলিল, "সত্য মিথ্যা দেখা ভাল।" এই বলিয়া সে জানালায় গিয়া রুমাল নাড়িল। হারাধন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার কাজটা তুমিই করিলে, ভালই হইল।"

পরমূহুর্ত্তেই সিঁড়িতে বহুলোকের পদশব্দ শ্রুত হইল। দুর্ব্বৃত্তগণ পলাইবার চেষ্টা করিলে, হারাধন বাবু দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া বলিলেন, "সাবধান, একটুও নড়েছিস, কি প্রাণে মেরেছি, তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক পুলিস আসিয়া দুর্ব্বৃত্তগণের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। যে হারাধন বাবুর সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে দেখাইয়া দিয়া হারাধন

৩

বিচক্ষণ হারাধন বাবু এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই নানা প্রলোভনে এই লোকটিকে তিনি হাত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ইহার নিকটেই বিখ্যাত ডাকাত আবদালার ইতিহাস সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন।—এই জন্যই আবদালাকে ধৃত করিবার জন্য তিনি এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এক্ষণে আবদালাকে পুলিশের হস্তে দিয়া তিনি তাহার সঙ্গীকে নিজ বাড়ীতে আনয়ন করিলেন। তথায় তাহাকে ভৃত্যদিগের পাহারায় রাখিয়া, তৎক্ষণাৎ জহরজানের সুন্দর সুসজ্জিত বৃহৎ অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন এবং ভৃত্য দিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল,—হাসিয়া বিদ্রুপস্বরে বলিল, "কি উকিল বাবু,—আজ আবার কি সংবাদ!—বোধহয় এতদিনে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে!" হারাধন বাবু অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "কতকটা! উপস্থিত একটা খবর দিতে আসিলাম।"

জহরজান সেইরূপ কঠোর বিদ্রুপপূর্ণস্বরে বলিল, "কি—শুনি,—অনুগ্রহ হউক।"

হারাধন বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার গুণবান স্বামীর সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে।"—জহরজান রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কে—কে!—কি!"

"তোমার গুণবান স্বামী,—অপর আর কেহই নহে!"

সহসা জহরজানের মুখ যেন কাল মেঘে আবরিত হইল;—সে বলিল, "আমার স্বামী নাই।"

হারাধন বাবু মৃদু বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আছে বই কি!—আবদালা তোমার স্বামী। ডাকাত—চোর—বদমাইস—আবদালা তোমার স্বামী! তুমি তাহাকে লাহোরের জেলে পাঠাইয়া এক নবাবকে বিবাহ করিয়াছিলে,—কেমন নয় কি! তাহার পর, নবাবের কাছ থেকে তাহার সমস্ত বিষয় লিখাইয়া লইয়া ছয়মাসের মধ্যে তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিলে,—কেমন নয় কি?—হারাধন কখনও বাজে কথা কয় না!"

জহরজানের সুন্দর মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—সে স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল, তাহার কথা কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া ব্যাকুল ভাবে চাহিয়াছিল।—সে

হারাধন বাবু বলিলেন, "গুণধর আবদালা সুবিধা পাইলেই তোমা গলা টিপিয়া মারিবে তাহা তুমি বেশ অবগত আছ। আজ সে এক চুরী জন্য ধরা পড়িয়াছে, আমি তাহাকে ধরিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আজ রাত্রে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পাঠাইতে পারি।" জহর জান নির্ব্বাক—নিস্পন্দ! হারাধন বাবু বলিলেন, "তুমি স্ত্রীলোক, তোমা জন্য এই পর্য্যন্ত করিতে পারি, আজ রাত্রে, এ দেশ হইতে পালাও!"

এতক্ষণে জহরজানের মুখে বাক্য স্ফুরণ হইল, সে বলিল, "তুমি দশ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলে।"

হারাধন বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সে সময় আর নাই, চাকা ঘুরিয় গিয়াছে, এখন আর এক পয়সাও নয়।" হারাধন বাবু বিদায় হইলেন,— জহরজান পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে তাহাকে আর কেহ কলিকাতায় দেখিতে পাইল না;—সেই পর্য্যন্ত সে নিরুদ্দেশ!

অলক্ষণা।

১

সচরাচর 'ভালছেলে' বলিলে যাহা বুঝায়, অপূর্ব্ব ঠিক সেইরূপ। সে বরাবর সম্মানের সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবেশিকা ও আই, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রথম বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহার বিবাহে যে দর বেশ চড়িতেছিল ও কন্যার পিতাগণের লোলুপদৃষ্টি তাহার উপর বেশ তীক্ষ্ণতর ভাবে পড়িতেছিল তাহা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু, স্বর্ণ চশমা পরিহিত, কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সমন্বিত অপূর্ব্ব যে একটী সুন্দর সুপুরুষ যুবা এ কথা শতমুখে স্বীকার করিত।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ পিতার একমাত্র পুত্র—মাতৃহীন! এ অবস্থায় পিতার অত্যাধিক আদর ও বিধবা ভগ্নীর স্নেহ ও ভালবাসা অপূর্ব্বকে খারাপ করিতে পারে নাই।

অপূর্ব্ব কলিকাতার কোন কালেজে বি, এ পড়িতেছিল। তাহার পিতা

বিধবা ভগ্নী জগৎতারা, শ্বশুরালয়ের অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল হইলেও কৃপাবশতঃ পিতৃগৃহে বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেন—"সব বলে কি! আমার বুড়ো বাপ, কচি ছেলে ভাই, অবাক করেছে, আমি তাদের ছেড়ে সেখানে থাকি কেমন করে? আর সেখানে তাহাদের সঙ্গে আমার আর সম্পর্কই বা কি! যার সঙ্গে সম্পর্ক সেই যখন—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই জগৎতারা মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতেন। প্রশ্নকারিণী বন্যার পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিয়াই সরিয়া পড়িতেন। যদি কোন দুর্ম্মুখ বা হতভাগা বলিত—তবে আমারা যা শুনেছিলাম তা মিথ্যা; লোকে বলে কি না—মুখরা বলে, শ্বাশুড়ী, মাগীকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছে। তা'হলেই গোবিন্দপুর গ্রামবাসী সকলেই তাহাদের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ সচন্দন মধুর গীতাবলি শ্রবণ করিত। শুনা যায় বৃদ্ধ নবীচন্দ্র কন্যাকে আসন্ন সমর অথবা মরণ অপেক্ষা গুরু বোধ করিতেন। গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহাকে ভয় করিত।

নবীনচন্দ্র বাহিরে বসিয়া কাহারও সহিত টাকাকড়ির হিসাব করিতেছেন এমন সময় ভিতর হইতে শব্দ হইল,—"বাবা"—যে লোক ছিল, সে যদি দেনাদার হয়, টাকা দিয়া তমসুখ ফেলিয়া পলাইত, পাওনাদার হইলে সে প্রাপ্য টাকার মমতা পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া "দে পুকুরে" আঁচলা ভরিয়া জলপান করিত। নবীনচন্দ্রও জুতার পাটি উল্টা করিয়া পরিয়া কাছা গুজিতে গুজিতে অন্দরে প্রবেশ করিতেন।

বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্ত করিলেন। কন্যাপক্ষগণ নিলামের ডাক আরম্ভ করিলেন, ডেপুটী, মুনসেফ ও সবজজ প্রভৃতি ডাক বাড়াইলেন, একজন সবজজ ৫ হাজার পর্য্যন্ত উঠিলেন। জগৎতারা ও বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র পাঁচ হাজারের ডাক মঞ্জুর করিলেন; কিন্তু হ'লে কি হয়, অপূর্ব্ব একবারে বেঁকে বসিল। বন্ধুবান্ধব দ্বারা পিতাকে বলাইল যে যদি টাকা লইয়া বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি দেশত্যাগী হইব। বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র এতটুকু হইয়া গেলেন, জগৎতারা ভ্রাতাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক ধমক দিলেন কিন্তু অপূর্ব্ব স্বীয়মত কিছুতেই বদলাইল না। অবশেষে গরীব রামতারণ বাবুর কন্যার সহিত অপূর্ব্বের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বলা বাহুল্য বৃদ্ধ

একদিন বৈশাখের মধ্যাহ্নে চেলী পরিহিতা সুধা আসিয়া নবীনচন্দ্রের সংসারে প্রবেশ করিল। জগৎতারা বধু তুলিতে গিয়া সেই পিণ্ডাকার জীবটীকে 'ধপাস' করিয়া সিঁড়ির উপর ফেলিয়াই—"ওগো! বাবা গো—গেছি গো—উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল।" কোন অকালপক্ক বালক প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল—"এই ত রয়েছ গো। যাবে আবার কোথায় গো"—আর যায় কোথা? বিবাহ বাড়ীতে একটী ছোট খাট 'এগিন কোটের' যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এইরূপ আদর আপ্যায়নের মধ্য দিয়া সুধা শ্বশুর ঘরে 'ঘর' করিতে আসিল।

জগৎতারা সংসারের কার্য্যে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া—পেন্‌সন্ লইল। তবে কাজ হইতে অবসর লইল বলিয়া সুধার উপর বাক্যবাণ-বর্ষিত না হইত—পাঠক পাঠিকা একথা ভাবিলে তাহার প্রতি অবিচার করিবেন। কিন্তু সুধার তাহাতে দুঃখ ছিল না। সে গরীব গৃহস্থের কন্যা—তাহার পিতামাতা তাহাকে সংসারের সকল কার্য্যই শিখাইয়াছিলেন। সুধা নীরবে সকল কার্য্যই করিত। তবু তার নিস্তার ছিল না। কেন সে নীরব থাকিত? নীরব থাকাটা যে দোষ ও মিটমিটে ডাইনের লক্ষণ—তাহা জগৎতারা উচ্চরোলে প্রমাণ করিত। সুধার লাঞ্ছনা কখনও কখনও নবীন চন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি করিত। তিনি যদি জগৎতারাকে বলিতেন—হাঁ দেখ জগৎ! বৌমাকে তুমি—" বাধা দিয়া জগৎ হাঁকিত—ভোলা। (চাকরের নাম) বাবাকে তামাক দিস নি বুঝি—হতভাগা। যাও বাবা তামাক খাওগে—" বৃদ্ধ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতেন না। পাড়ার যদি কেহ বলিত—জগৎ! তোদের বৌটী বেশ লক্ষ্মী—" জগৎ উত্তরে কহিত—তোমার এত মাথা ব্যাথা কেন গা? ঘরে কাজ কর্ম্ম নেই? না থাকে ত 'দে-পুকুরের' পাড়ে হাওয়া খাওগে—যাও।" প্রতিবেশিনী সরিয়া পড়িত।

সুধা নাটক নভেল পড়া মেয়ে হইলেও ঠাকুরঝিকে ভক্তি করিত। তাহার কথার উপর কথা কহিত না। তবে মনে যে দুঃখ না হইত—একথা কিরূপে বলিব?

৩

প্রত্যেক শনিবারে অপূর্ব্ব বাড়ী আসিত। সুধা শনিবার বৈকাল হইতে রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিত। সকল কাষ-কর্ম্মের ভিতর থাকিয়াও সে

পারিয়া বলিত—"যাও গো, বাবুকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি বাহিরে বসগে—যাও।" সুধা যদি বলিত—"দিদি আমি কি—" উত্তর হইত—জানি গো সব জানি। আমরা যেন 'ভাতার' পাই নি—" সুধা মরমে মরিয়া যাইত।

রবিবারে সন্ধ্যার সময় ছাদে বসিয়া অপূর্ব্ব যখন হারমোনিয়মে স্বর মিলাইয়া গাহিত—

"তুমি বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ—
আমি পারি না যেতে ছাড়ায়ে—"

সে স্বর শূন্যে মিলিবার পূর্ব্বে জগৎতারার কণ্ঠস্বর নিনাদিত হইত—"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বল্‌ছি—হতভাগী! ওর কি কাজ নেই যে তুই ধরে রেখে দিবি?" উভয়ে হাসিয়া লুটা পুটী খাইত। সুধা চলিয়া আসিতে উদ্যতা হইলে, অপূর্ব্বর বাহুদ্বয় তাহাকে দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ করিত। সুধা বিশ্বের সকল দুঃখ, সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইত। দুইটী প্রাণী বিশ্বপতির অনুপম সৃষ্টির অবাধ সুখ-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিত। আবার সোমবারে সকালে যখন অপূর্ব্ব বিদায়কালিন সুধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঘরে ঢুকিত—বাহির হইতে জগৎ হাঁকিত—"ওরে—ও অপূর্ব্ব। গাড়ী তোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে নারে; আবার এসে কথা ক'স্। অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিত। কাছেই ষ্টেশন। ষ্টেশনের ঘড়িতে দেখিত—তখনও অনেক দেরী। যদি কোন দিন আবার ফিরিয়া আসিত, জগৎ কহিত—"কিরে ভাতের চাল নে'ব নাকি?" জ্যেঠার প্রশ্নের অন্য উত্তর খুজিয়া না পাইয়া বলিত—"একখানা বই ঘরে ফেলে এসেছি—" বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই সুমুখে যাহা পাইত সে 'চোখের বালি'ই হোক' বা 'কাণের শুরকী'ই হউক, লইয়া বাহিরে আসিত। সুধা তখন রান্না ঘরে। অপূর্ব্ব দু একবার ইতঃস্তত চাহিত—কিন্তু রান্না ঘরের দ্বারে যে জগৎতারা দাঁড়াইয়া!

৪

বিধাতা সুধার কপালে এ সুখটুকুও বুঝি কাড়িয়া লইলেন। যখন খবরের কাগজগুলা বি-এ পরীক্ষার ফলে অপূর্ব্বের নাম বাহির করিল না, তখন জগৎতারা প্রচার করিল—দেখ্‌লে গা? অলক্ষুণে, হাভাতে মাগী এসে, ভাই-

এবার একেবারে ফেল্‌! ছিঃ ছিঃ এমন অলক্ষুণে গা? বাবার যেমন, কোত্থেকে এই হাঘরে ঘরের মেয়েকে—” বাধা দিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন—“না জগৎ! বৌমার দোষ কি? অপূর্ব্ব বোধ হয় ভাল রকম তৈরী কর্ত্তে পারে নি—” প্রাঙ্গণ ঝঙ্কৃত করিয়া জগৎ বলিল—”বুড়ো হ’য়েছ বাবা! তুমি কি বুঝবে বল? ঐ তৈরী কর্ত্তে পারে নি—তার গোড়াই হ’চ্ছে—ঐ অলক্ষুণে!” নবীনচন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতেন।

হায় সুধা! তোমার দোষ কি? তুমি কেঁদে কি কর্ব্বে বল? অপূর্ব্ব যে Philosophy আলোচনার পরিবর্ত্তে প্রেম আলোচনা করিত; Literature এর পরিবর্ত্তে “নৌকা ডুবির ভাব সংগ্রহ করিত; Calculas এ মন নিবিষ্ট না করিয়া স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত; Lecture টুকিবার সময় যে প্রেমপূর্ণ কবিতা লিখিত। পৃথিবীর লোক ত তাহা বুঝিল না। তোমার ননদিনী ত সে কথা একবার ভাবিয়াও দেখিল না। কিন্তু আমরা জানি, তাহার মেসের আল্‌মারি ডেস্ক্‌ প্রভৃতি পরীক্ষার পুস্তকে পরিপূর্ণ না হইয়া বাঙ্গলা উপন্যাসে পূর্ণ থাকিত। অপূর্ব্ব যে ‘প্রেমের রোম্যান্সে’ ভোর হইয়া থাকিত—ইহাতে তোমার অপরাধ কি সুধা—তুমি কেন অলক্ষণা হইবে?

অপূর্ব্ব বাড়ী আসিল। তাহাকে দেখিয়া জগতের ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল—তাহার মূলে ও শেষে সুধা! লজ্জায় ঘৃণায় মৃয়মান সুধা রুদ্ধ আবেগে কাঁদিতে লাগিল। রাত্রে যখন অপূর্ব্ব শয়ন ঘরে আসিল, রোদন সম্বরণ করিয়া সুধা তাহার নিকটে গিয়া গদ গদ স্বরে কহিল—“কেন তুমি ফেল্‌ হ’লে? কিন্তু তুমি জান আমি তোমায় ফেল্‌ করি নাই।” বলিতে বলিতে, নিষেধ স্বত্বেও তাহার নয়নদ্বয় হইতে বারিধারা ছুটিল। অপূর্ব্ব তাহার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি সস্নেহে তুলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া বলিল—“তুমি কেন ফেল্‌ কর্ব্বে সুধা? আমার দোষেই আমি ফেল্‌ হয়েছি।”

তার পর একদিন জগৎতারা প্রকাশ করিল—অপূর্ব্ব আবার বি,এ পড়ুক। এবার সে যাতে ফেল্‌ না হয়, সে বিষয় জগৎ দৃষ্টি রাখিবে। জগতের প্রস্তাব পিতারও মনে লাগিল। তিনি পুত্রকে কহিলেন—অপূর্ব্ব, তুমি এবৎসর ভালরূপ পরীক্ষা দিবার চেষ্টা কর—ইহা আমার ইচ্ছা!

ইচ্ছা মাত্র—সুবোধ পুত্র কহিল “তাহাই হইবে পিতা! আপনার ইচ্ছাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, বাবা!” সুধাও বলিল “তুমি এবার খুব ভাল করে, প’ড়।” জগৎতারাও বলিল “খুব যে কয় দিন আছিস,

নিস্। কলিকাতায় গিয়া ভাল করে পড়বি,—অন্যদিকে মন দিতে পাবি না, একদম্"। ভোজন নিবিষ্ট নবীনচন্দ্র পুত্রের মুখপানে তাকাইয়া কহিলেন "হাঁ"।

৫

হঠাৎ একদিন নবীনচন্দ্র সংসার ছাড়িয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এ সংবাদ জগৎ কর্ত্তৃক অপূর্ব্বর নিকট প্রেরিত হইল।

শোকের বেগটা সর্ব্বাপেক্ষা সুধার বেশী লাগিয়াছিল। বৃদ্ধের স্নেহময় ক্রোড়চ্যুত হইয়া,তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তার উপর সেই অলক্ষণাই যে জগতারার পিতাকে মহাপ্রস্থান করাইয়াছে, এ কথা জগৎ বড় গলা করিয়া, প্রয়োজন হইলে শপথ করিয়া বলিতে পারিত। সুতরাং সুধার প্রতি তাহার ননদিনীর ব্যবহার কিরূপ চলিতে লাগিল, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ কল্পনা করিতে পারিবেন।

শ্রাদ্ধাদি মিটিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই, তত্বাবধান অভাবে জ্ঞাতির মোকদ্দমায় অপূর্ব্ব পরাজিত হইলেন। আদালত হইতে পেয়াদা ডিক্রী পরিশোধের পরওয়ানা দিতে আসিলে জগৎতারা সুধার কেশগুচ্ছ ধরিয়া বাহির বাটীতে আনয়ন করিয়া বলিতে লাগিল—দেরে অলক্ষুণে মাগী! দে টাকা দে।—বেটি দুই বছরের মধ্যে কি না কল্লে? দে তোর বাবার কত টাকা আছে—দে দেখি? অলক্ষুণে হাঘরে মাগী—মরেও না ত;—দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া জগৎতারা তাহার রোষের কতকাংশ প্রশমিত করিতে লাগিল। পেয়াদা সুধার লাঞ্ছনায় ব্যথিত হইয়া বলিল—"হা গা মাঠাকরুণ! ওঁর দোষটা কি? এ ত কর্ত্তার আমলের মোকর্দ্দমা। আর হার জিত ত আছেই। এ পক্ষ, না হয় ও পক্ষ! তা'তে আপনি ও মাঠাকরুণকে এত কষ্ট দেন কেন!"— অগ্নিতে ঘৃত সংযোগ হইল। জগৎতারা প্রাঙ্গণ হইতে এক খণ্ড বংশদণ্ড তুলিয়া লইয়া তাহার উদ্দেশ্যে ছুড়িয়া কহিল—"তবে রে নচ্ছার! মায়া দেখান হচ্চে! ও তোর কে—মা না মাসী! অলক্ষুণে মিন্‌সে—দেখি তোর মায়ার টান—পিঠ তোর কত শক্ত!"—পেয়াদা বেচারী নোটিশ খানা ও সেই সঙ্গে তাহার শত তালি-যুক্ত সেই মামুলি চটির মায়া পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল। জগৎতারা তখন দ্বিগুণতর উৎসাহে সুধাকে আক্রমণ করিল।

জানাইল,—ডিক্রীর টাকা মিটাইয়া দিবে। আর নগদ না থাকে ত লিখিস্ বৌয়ের গহনাগুলি রাখিয়া আমি মতি পোদ্দারের নিকট হইতে টাকা লইয়া দাখিল করিব। তুই কিছু ভাবিস না। এখানকার সব ভাল।"

৬

এবার অপূর্ব্ব পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। এবং তাহার গুণমুগ্ধ স্নেহবান কোনও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যে ও মুরুব্বিয়ানায় সে ডেপুটীগিরিকার্য্য পাইবার আশা পাইয়াছে।

জগৎতারার নিকট যখন গদাই পিওন এই সংবাদ-সম্বলিত পত্র দিল—জগৎতারা পাঠকরিয়া আহ্লাদে গদাইয়ের দাড়ী ধরিয়া নাচিয়া উঠিল। গদাই যত সরিয়া যায় আহ্লাদিনী জগৎ ততই তাহাকে আদর করিতে থাকে। অবশেষে গদাই পুরস্কারের আশা ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল। আর কক্ষ মধ্যে শয্যায় শায়িত৷ সুধা অতি কষ্টে একবার উঠিয়া বসিল। অলক্ষ্যে তাহার পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে একটী ক্ষীণ হাস্য-জ্যোতি ফুটিয়া সকলের অলক্ষ্যে মিলাইয়া গেল।

অপূর্ব্ব প্রায় একবৎসর কাল বাটী আসে নাই, সুধার অনুনয় বিনয়পূর্ণ পত্রের উত্তরে সাদা সিধে জবাব—পরীক্ষার পর যাইব। সুধা দিন গুণিত। পরীক্ষা হইয়া গেল, ফল বাহির হইল, তবু অপূর্ব্ব বাড়ী আসিল না। জগৎ তাহাকে লিখিয়াছিল তাড়াতাড়ি নাই। তুমি তোমার কাজকর্ম্মের সুবিধা করিয়া তবে বাটী আসিও। জগৎ সুধাকে শুনাইয়া বলিত, নাই বা এলো! কি আমার সোহাগ গো! সে এখন ডিপুটী মাজিষ্টর, সে এখন সেই অপূর্ব্ব কি না? সুধা চুপ করিয়া শুনিত। কখনও কখনও তাহার অজ্ঞাতসারে চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুধারা তাহার উপাধান সিক্ত করিত।

সুধা গোপনে একখানি পত্র লিখিতে বসিল। তাহার ক্ষীণ জ্বরাজীর্ণ অঙ্গুলি মধ্য হইতে লেখনী খসিয়া পড়িতে লাগিল। অনেক কষ্টে শেষ করিল—

"সত্যই কি তুমি আর পূর্ব্বের মত নও? তুমি এখন ডিপুটী, তাই কি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছ যে, দিনান্তে অভাগিনী সুধাকে তোমার একবারও মনে পড়ে না! তাই যদি হয়, লিখিও, তোমার স্মরণে আর আসিব না। আর তুমি যদি আমার সেই ঈশ্বর থাক, তবে যেন হতভাগিনী

হৃদয়খানি জুড়িয়া, তোমার আসন পাতিয়া রাখিয়াছি, প শুধু নয়নজ্যোতিঃ শুধু পথ পানে চাহিয়া আছে—তুমি কি আসিবে না?

তোমার সফলতায় আমি যত সুখী এবং গৌরবান্বিতা, বোধ হয় এই বিশ্বে তত কেহ নয়। আমার যে সুখ, আমি নীরবে, নিভৃতে, আত্মার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছি। তুমি ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যে আমার সুখে সুখী হইবে।

তোমার সময় মূল্যবান, বোধ হয় আমারও সময় অতি অল্পই বাকী। তাই শত উপেক্ষা, শত কষ্ট স্বীকার করিয়া এ পত্র লিখিতেছি।

অভাগিনী সুধা জীবনে একবার তোমার অবাধ্য হইতেছে—তা'কে মার্জ্জনা কোরো, তুমি পরে আসিবে লিখিয়াছিলে তাহাই ত আমার পক্ষে যথেষ্ট!—কিন্তু যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, ইহকালের অন্তিম মূহূর্ত্তে উপস্থিত, সে তাহার শেষ আকাঙ্ক্ষা, শেষ সাধ মিটাইতে ইচ্ছা করে না কি? ইহা যদি গুরুতর অপরাধ হয়, সুধার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর, তাকে অনুতপ্ত জেনে তুমি ক্ষমা কোরো। ইতি সুধা।

৭

সন্ধ্যাকালে মেসের বাসায় বসিয়া অপূর্ব্ব গান শুনিতেছিল। পার্শ্বের বাড়ীখানীতে 'এমেচার' পার্টীর সঙ্গীতশিক্ষক বালককে গান শিখাইতে-ছিলেন। বালক-কণ্ঠ নিঃসৃত কলধ্বনি স্তবকে স্তবকে ভাসিয়া আসিয়া অপূর্ব্বকে মোহিত করিতেছিল। এমন সময় বেহারা আসিয়া "বাবু চিঠি" বলিয়া পত্র দিয়া গেল। অপূর্ব্ব খাম খানি লইয়া উজ্জ্বল আলোকে দেখিলেন। কি জানি কেন, তাহার অজ্ঞাতে, তাহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব পত্র পাঠ করিয়া উন্মত্তের মত কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ছুটিতে লাগিলেন। সেখানেও বালকের মধুর কণ্ঠস্বর তাঁহাকে কাঁপাইতে লাগিল।

"হৃদয়ে বহিল ঝড়, বাষ্প রুধিল স্বর!
বলা হোল না—যদি ফুটিল না মুখ—
কেন ভাঙ্গিলা না বুক, খুলে দেখালিনি"—

* * * *

পরদিন সন্ধ্যার পর অপূর্ব্ব বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দত্তদের চপলা তাঁহাকে দেখিয়াই দ্রুত পলাইল। অপূর্ব্ব বাটীতে প্রবেশ করিয়াই

"দিদি।—সুধা! সুধা!—"

জগতের সবে মাত্র একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। অপূর্ব্বের উদ্বেলিত কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে বেসুরো বাজিয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব আবার ডাকিলেন—"দিদি!—"

তাড়াতাড়ি জগৎ বাহিরে আসিয়া কহিলেন—এই যে অপূর্ব্ব এসেছিস্ ভাই? তুই পাশ হয়েছিস—ম্যাজিষ্টর হয়েছিস শুনে তারাপ্রসন্ন উকীল—তার মেয়ে দেবার জন্যে কাল রাত থেকে আমার কাছে আনাগোনা কচ্চে। আঃ হাড়ে বাতাস লেগেছে। অলক্ষণ কেটে গিয়েছে। যেন শনি লেগেছিল; আঃ আপদ গিয়েছে।

পরুষ কণ্ঠে অপূর্ব্ব কহিল—"সুধা"—

"ওরে, সেই কথাইত বলছি রে, সেটা গেছেরে, গেছে—অলক্ষণা গিয়েছে রে! আর এখন তারাপ্রসন্নর টুকটুকে মেয়ে চারুকে গামোড়া সোণা দিবে—ঝোলাঝুলি—আর তুই হাকিম। এখন সকলদিকে সুলক্ষণ ভাই! আয় অপুর্ব্ব ভিতরে আয়।"

জগৎ কাহারও সাড়া না পাইয়া আলো আনিয়া দেখিল, কোথায় অপূর্ব্ব—শূন্য প্রাঙ্গণ। জগৎ হাকিল "অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব"! নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করিল—"পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব"! জগৎ এদিক ওদিক খুজিল—কেথায় কে?

প্রদীপ হস্তে জগৎ দাড়াইয়া রহিল। শুধু একটা উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ও একটা করুণ দৃষ্টি তাহার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি বৃষ্টি করিয়া গেল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

প্রকৃত বন্ধু।
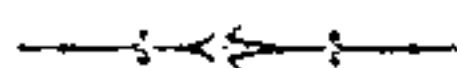
অতুল বাবু পুলিশে চাকুরি করেন। তিনি কখনও ছুটি পান না। বিশেষত তাঁর উপরিওয়ালারা তাঁর উপর বড়ই চটা। সর্ব্বদাই তাঁর ক্রটী অন্বেষণে ব্যস্ত, সুতরাং প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও অতুল বাবুর বাড়ী যাওয়া হয় না! কতবার ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, কত আশায় বুক

এই ভাবে প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহার বাড়ী যাওয়া আর ঘটে নাই!

বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী চপলা ও এক বিধবা পিসী মাত্র। সে পিসীও তাঁহার শ্বশুর বাড়ী গিয়া আজ প্রায় বৎসরাবধি রোগ শয্যায় শায়িতা। কাজেই এখন এক দাসীকে লইয়া চপলা একাকিনীই বাড়ীতে আছে।

অতুল বাবু কেবলই ভাবেন, এইবার ছুটি পাইলেই বাড়ী গিয়া দেশের বিষয়াদির একটা বন্দোবস্ত করিব ও চপলাকে এখানে লইয়া আসিব, কিন্তু আকাশ কুসুমের ন্যায় তাঁর মনের সাধ মনেই বিলীন হইতে লাগিল, ছুটি আর পান না! যখনই ছুটি পাওয়ার সম্ভাবনা হয়, তখনই একটা না একটা প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয়! হয়একটা ডাকাতি মোকর্দ্দমা, নয় একটা খুনী মোকর্দ্দামা,—তাও যদি না হয় তবে অন্য কোনও একটা তদারকের জন্য মফস্বলে যাইতে হয়; তাই অতুল বাবুর মনটা বড়ই বিমর্ষ; বিশেষ চপলা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। অনেক অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু বরাতের দোষে আর পোড়া চাকুরির খাতিরে একদিনও নিজে সুখী হইতে পারিলেন না, আর সেই বেচারীকেও সুখী করিতে পারিলেন না। জ্ঞাতিবর্গের উপর তো তাঁহার এক চুলও বিশ্বাস নাই! তাই নিদারুণ বিরহটা আবার মাঝে মাঝে এক ভয়ানক সন্দেহে অন্ধকার হইয়া উঠিত! উঃ তার কি জ্বালা!

তবে অন্ধকারেও বিদ্যুৎ খেলে! অতুল বাবুরও একটু ভরসা ছিল—বন্ধু দিগম্বর! দেশের মধ্যে অতুল বাবু এক মাত্র দিগম্বরকেই বিশ্বাস করেন ও আপনার লোক বলিয়া জানেন। তাই জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন থাকিতেও অতুল বাবু চাকুরিতে আসিবার সময় সংসারের সমস্ত ভার দিগম্বরের উপরই দিয়া আসিয়াছেন। এখনও প্রত্যেক পত্রেই দিগম্বরকে লেখেন,—'দেখো ভাই, আমার স্ত্রী চপলা একলা রয়েছে, আমার একমাত্র ভরসা তুমি। আমি আর কি লিখ্‌বো?' এমনই বিশ্বাস। বলা বাহুল্য অতুল বাবু খরচ পত্র সবই দিগম্বরের নিকট পাঠান। বিষয়াদির আদায় প্রভৃতি সমস্ত ভারই দিগম্বরের উপর।

চপলার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর—সুন্দরী। সে সৌন্দর্য্য ভাদ্র মাসের ভরা নদীর মত টলটল করিতেছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে হৃদয় বেগও দুর্দ্দমনীয়!

হইতে পারিলেই নারী বিশুদ্ধ সুবর্ণের মত প্রতিভাময়ী হ'ন। নতুবা এই সময়েই তাঁহাকে নারী জীবনের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র সমস্তই হারাইতে হয়।

চপলার ঠিক এমনি বয়স—এমনি অবস্থা—এমনি রূপোচ্ছাস—এমনি হৃদয় বেগ! সে বেগ প্রতিহত করিবে কে?

চপলার উদ্দাম মনোবৃত্তি, হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা অতর্কিত ভাবে দিগম্বরের প্রতি অকৃষ্ট হইল! দিগম্বর বাবুও পূর্ব্বে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এখন কার্য্যে তাহারই সূত্রপাত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং প্রাণের অন্তস্থল হইতে উত্থিত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া, তিনি মুখে একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন। চপলা তাহাতেই যেন হাতে স্বর্গ পাইল! তদনবধি দুই জনে মুখামুখী হইয়া কতই কথাবার্ত্তা, কতই গল্প-গুজব তামাসা, কতই ভালবাসা, যেন কতই প্রগাঢ় প্রণয়ের পূর্ব্বাভাষ।

এই ভাবে কিছুদিন কাটিল। অবশেষে অভাগিনী চপলা দিগম্বরকে একদিন বলিল,—"ওগো আমার হৃদয় দেবতা, আমি আর আমার প্রেমকে এমন করে উপবাসী রাখ্‌তে পারি না!······ তুমি আমায় দগ্ধ কোরোনা ·········আমায় রক্ষা কর!"

দিগম্বর সংক্ষেপে জানাইল তিনি রক্ষা করিবেন!

কালামুখী সমস্ত রাত্রি দিগম্বরের অপেক্ষায় জাগিয়া কাটাইল—কিন্তু দিগম্বর আসিলেন না। ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া সে পরদিন দিগম্বরকে যে কয়টি কথা বলিল তাহাতে শুধু যে দিগম্বর শিহরিয়া উঠিলেন তাহা নহে—সেই সঙ্গে সঙ্গে চপলার অজ্ঞাতে চপলার নারীধর্ম্মও বোধ হয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল!

দিগম্বর নিজের মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চপলা, রাগ কোরোনা, আমি একান্তই তোমারি। কাল বাবার ব্যামোটা বড়ই বেড়ে উঠেছিল বলে' আসতে পারিনি। আজ নিশ্চয়ই আস্‌বো। যতই রাত হো'ক আজ আসবই আস্‌বো! তুমি দরজা খুলে রেখো। এসে যেন আর ডাক্‌তে না হয়! আমি এখন আসি, বাবার জন্য কবিরাজ নিয়ে যেতে হবে।" এই বলিয়াই দিগম্বর বাবু চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাইবার সময় আবার চপলা হাত ধরিয়া দিব্য করাইয়া লইল।

অতুল বাবুর বৈঠকখানাটি বরাবর বেশ সাজানই ছিল। আজ সমস্ত

দিন ধরিয়া চপলা সব পরিষ্কার করিয়াছে। আহারান্তে দাসী ঘুমাইলে চপলা একটি আলো লইয়া সেই সজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিল।

আলোটি যথাস্থানে রাখিয়া চপলা দর্পণের নিকট গিয়া একবার নিজের বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিল। মাথার খোঁপাটি, পায়ের আলতা টুকু, নিজের সুগোল হাতখানি, সব এক একবার দেখিতে লাগিল—যদি কোথাও কোনও খুঁৎ থাকে!

'এই আসে, এই আসে' করিয়া সে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। সামান্য কোনরূপ শব্দ শুনিলেই চপলা আহ্লাদে শিহরিয়া দরজার দিকে যাইতেছে, কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিতেছে!

ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। তবু দিগম্বরের দেখা নাই। চপলা অস্থির হইল; 'এই আসে, এই আসে' করিয়া মিনিট গণিতে লাগিল। ক্রমে ঘড়িতে একটা, দুইটা, তিনটা বাজিল, তখন হতাশ হইয়া আলোটি নিভাইয়া দিল, এবং বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ঘুম আসেনা! এখনও আশা—যদি দিগম্বর আসে!

এইরূপে চারিটা বাজিয়া গেল। তখন ধীরে ধীরে কে যেন গৃহে প্রবেশ করিল! চপলার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! সে ধরা গলায় বলিল,—"তবু ভালো!—এতক্ষণে আসা হ'ল!"

রাগ ও অভিমান মিশ্রিত স্বরে এই কথা গুলি বলিয়াই চপলা আলো জ্বালিল।—আলো জ্বালিয়াই শিহরিয়া উঠিল এবং থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

* * * * *

চপলার মূর্চ্ছা অন্তে অতুল বাবু সস্নেহে স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "চপল! তুমি আমায় এত ভালবাস—আমার জন্য ভেবে ভেবে এমন রোগা হ'য়ে গেছ! না আর তোমায় আমার কাছ ছাড়া করব না।"

আত্মগ্লানিতে চপলার হৃদয়টা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল!……… তার এমন স্বামী—আর সে, — কি!!

এমন সময় চপলা সম্মুখে দিগম্বরকে দেখিল—কিন্তু নূতন চোখে! তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন সম্মুখে তার ত্রাণকর্ত্তা দেবতা দাঁড়াইয়া তাহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন!! চপলা বেশিক্ষণ সে দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল!

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

মহাপুরুষ, শিশির ও সন্তরণশীলশ্যামলা।

নবীনের সংসার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বালুকাময় বেলাভূমির উপর প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ চলিয়া আসিয়া মহাপুরুষ শিশিরকুমারকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন দেখিতে পাইতেছ।"

"আজ্ঞা হাঁ—একটা নরমুণ্ড।"

"ঐ শ্যামলা।"

শ্বাসরুদ্ধ করিয়া শিশিরকুমার শ্যামলার শবদেহের তীরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সেই ভাসমান পদার্থ তট-ভূমির অতি সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। শ্যামলা মৃতা নহে—জীবিতা। শিশিরকুমারের হৃদয়ের গুরুভার নামিয়া গেল। আবেগ ভরে শিশিরকুমার ডাকিল—

"শ্যামলা।"

বালুকাময় বেলাভূমির উপরে উঠিতে উঠিতে শ্যামলা বলিল—

"কি দাদা।"

শিশির। আর তোর সঙ্গে কোথাও যাব না, তুই মানুষ খুন কত্তে পারিস্।

শ্যামলা। কেন দাদা?

শিশির। সে কথায় আর কাজ নেই এখন চল আশ্রমে ফিরে চল্।

শ্যামলা। যাচ্ছি, হাঁ দাদা, তুমি ভেবেছিলে শ্যামলা ডুবে মরেছে—না দাদা! তা মরণ যে হয় না দাদা—আমার মরণ হ'তেই পারে না। আমার বাপও নেই, মা'ও নেই—আমার জন্যে কাঁদার লোক কেউ নেই—মরণ হবে কেন দাদা!

শিশিরকুমার কোনও কথা কহিল না—কেবল শ্যামলার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্যামলা বলিতে লাগিল "দাদা, তোমার জন্যে বেশ একটা মজার জিনিস এনেছি—এই দেখ।

"দেখ" বলিয়াই শ্যামলা একটী সুন্দর কৌটা শিশিরকুমারের হস্তে অর্পণ করিল। কৌটাটি বন্ধ, শিশিরকুমার তাহা তাড়াতাড়ি খুলিতে যাইতেছিল। মহাপুরুষ তাহা কৌশলে শিশিরকুমারের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন। শিশিরকুমার অবাক হইয়া মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শ্যামলা হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তীরবেগে আশ্রমাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

মহাপুরুষ বলিলেন—"ও কৌটা তোমারই রহিল। তবে উহা এখন আমার নিকটে থাকুক।"

আপনার যেরূপ অভিরুচি।

মহাপুরুষ ধীরপদবিক্ষেপে আশ্রমের দিকে চলিলেন—শিশিরকুমার তাঁহার অনুসরণ করিল।

তখন সূর্য্যকিরণ অস্তমিত—কিন্তু দিনের আলোকও একেবারে নিভিয়া যায় নাই। সাগরোর্ম্মি তখন তাল বৃক্ষ প্রমাণ, সাগরের গর্জ্জন তখন ভীতিপ্রদ।

শিশিরকুমার ভাবিতে লাগিল—অষ্টম বর্ষীয়া শ্যামলা কেমন করিয়া ঐ ভীম-তরঙ্গ মথিত করিয়া কূলে আসিল, আর সাগর বক্ষে ঝাঁপাইয়াই বা পড়িয়াছিল কেন? কৌটার কথা ভাবিতেও শিশিরকুমার ভুলিল না। ভাবিতে ভাবিতে শিশিরকুমারের মস্তক গোলমাল হইয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

সরসীর মৃত্যুর পর হইতে নবীনচন্দ্রের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে পাঠকবর্গ তাহা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। "গোপাল", "গোপাল" করিয়া বৃদ্ধ সারা। "গোপাল" ভিন্ন বৃদ্ধ মুহূর্ত্ত মাত্র থাকিতে পারে না।

চিকিৎসকগণ স্থির করিল, বৃদ্ধকে স্থানান্তরিত করা একান্ত উচিত। বায়ু পরিবর্ত্তনে রোগীর রোগোপশম হইতে পারে বলিয়া সকলেই স্থির করিল। কিন্তু সেরূপ অবস্থায় রোগীকে স্থানান্তরিত করা যায় কেমন করিয়া

নবীনচন্দ্রের বাটীতে একদিন এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল। তাঁহার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনা দেখিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইল সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন। বিশেষ তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের হৃদয় স্বতঃই ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। তিনিও আদেশ করিলেন—বৃদ্ধকে কোনও একটা তীর্থস্থানেই লইয়া যাওয়া উচিত। তীর্থস্থানে বৃদ্ধের রোগোপশম না হউক, পরলোকের কিছু কার্য্য হইতে পারে। চিকিৎসকগণের পরামর্শে বৃদ্ধকে পুরী সমুদ্রতীরে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইল। নবীন চন্দ্রের পুত্রপরিজনগণ সপরিবারে পুরী যাইতেই মনস্থ করিল। তাহার আয়োজনও চলিতে লাগিল।

যে সন্ন্যাসী নবীনচন্দ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন স্বয়ং "মহাপুরুষ।" শিশির কুমারের মুখে সকল কথা শ্রবণান্তর তিনি বিল্ব-গ্রামে আসিয়াছিলেন। বিল্বগ্রামে যখন তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সরসীর মৃতদেহের সৎকার করিয়া অজিতকুমার প্রভৃতি গৃহে ফিরিতেছে। মহাপুরুষ আর নবীনচন্দ্রের গৃহে যাইলেন না। অন্য একস্থলে আশ্রয় লইলেন। পরে সুবিধামত নবীনচন্দ্রের গৃহে অতিথি হইয়া পৌরজনকে বলিলেন, বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রকে কোন এক তীর্থস্থানে লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। কথায় কথায় তিনি পুরীক্ষেত্রেরই নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। চিকিৎসকগণ সমুদ্র তীরের কথা উল্লেখ করিল। কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া—মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। নবীনচন্দ্রের পৌরজনেরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও আর "সন্ন্যাসীর" দর্শন পাইল না।

ইতিমধ্যে আর এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। চপলার যে অলঙ্কার-গুলি অপহৃত হইয়াছিল, তাহা গ্রামান্তরে এক পোদ্দারের দোকানে পাওয়া গিয়াছে। পুলীশ আসামী ও অলঙ্কারগুলি লইয়া নবীনচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইল। আসামী আর কেহ নহে—মাধবীর ভ্রাতা। অশ্বিনীকুমার ঘৃণায় ও লজ্জায় মরিয়া গেল।

মাধবী কিন্তু দমিবার পাত্রী নহে। সে বলিল—"হতভাগা ছোঁড়াকে যখনই আমি ছোটঠাকুরঝির সঙ্গে দেখেছি, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। যা'ক্—এখন জেলে যা'ক্। অমন ভাই থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। বংশের কুলাঙ্গার।"

মাধবীর ভ্রাতা জীবনচন্দ্রের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। সে মদ্যপ—

মদ্যপেরা সচরাচর যেরূপ চরিত্রের হইয়া থাকে, জীবনচন্দ্রও তাহাই। জীবনচন্দ্র মূর্খ—কিন্তু তাহার ভগিনীস্নেহ আদর্শনীয়। জীবন চন্দ্র ভগিনীকে বিশেষ ভালবাসে। সে তাহার পিতা মাতাকে আদৌ গ্রাহ্য করেনা—কিন্তু ভগিনীর কথায় সে মরিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ভগিনী মাধবীলতাও ভ্রাতাকে যথেষ্ট স্নেহ করে—এমন কি তাহার মদ্যপানের ব্যয় পর্য্যন্ত সে বহন করে।

জীবনচন্দ্র পিতামাতার সহিত বিল্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী বদনগঞ্জে বাস করে। সেই গ্রামের এক পোদ্দারের দোকানে সে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিতে গিয়াছিল পোদ্দার সন্দেহ বশতঃ পুলীশে সংবাদ দেয়। পুলীশ আসিয়া তাহাকে ধৃত করিলে সে বলে অলঙ্কারগুলি বিল্বগ্রামস্থ নবীনচন্দ্রের পরিবারের কোনও এক স্ত্রীলোকের—সে এই অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিতে দিয়াছে। পুলীশ আসামীকে লইয়া নবীনচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া তদারক আরম্ভ করিল, অজিতকুমার দেখিল—মেজদাদার শ্বশুরবংশে একটা কলঙ্ককালিমা পড়ে; সে সনৎকুমার প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া পুলীশের সমক্ষে আসিয়া বলিল।

"হাঁ, গহনা আমাদেরই বটে। গহনাগুলি জীবনচন্দ্রকে বিক্রয় করিতেই দেওয়া হইয়াছিল। অতএব পুলীশ তাহাকে নিগ্রহ করে কেন?"

সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবনচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। জীবনচন্দ্র নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপনগ্রামে চলিয়া গেল। কেহ তাহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না—জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিল না।

বিনা দোষে সরসীর অকাল মৃত্যুর জন্য এখন সনৎকুমার চপলা প্রভৃতি সকলেই অধিকতর অনুতপ্ত হইল। অশ্বিনীকুমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—"স্ত্রীর আর মুখ দর্শনও করিব না। আমিও শিশিরকুমারের মত গৃহত্যাগ করিব।"

অজিতকুমার যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যুষেই তাহারা ৺পুরী যাত্রা করিবে। বৃথা সময় নষ্ট করিলে পরদিন প্রত্যুষে আর যাত্রা করা হইবে না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।
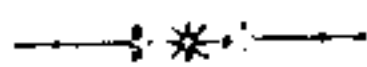
যাত্রার উদ্যোগ হইল—মোট মাট গো-যানে উঠিল— পুরস্ত্রীগণ অশ্বযানে উঠিল, কেবল কর্ত্তা গাড়ীতে উঠিলেই গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নবীন-চন্দ্রের পুত্রগণ উদ্বিগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—কর্ত্তা দ্বিতল হইতে কিছুতেই নামিতেছেন না। তিনি অর্দ্ধ হিন্দি, অর্দ্ধ বাংলায় বলিতেছেন—

"হামি যা'বেনা বাবা।"

পিতার কথা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ প্রমাদ গণিল।—হুগ্‌লি হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়া তবে তাহাদিগকে পুরী যাত্রা করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিতে না পারিলে যে মধ্যপথে বড় বিপদেই পড়িতে হইবে। "হামি যাবে না বাবা" শুনিয়া পুত্রগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

সনৎকুমার অশ্বিনীকুমারকে বলিল "কি হবে অশ্বিনী—যাওয়া স্থগিত করব না কি ? বাবা যে রকম বেঁকে বসেছেন, তা'তে ত দেখছি—আজ আর যাওয়া ঘটে না।"

অশ্বিনী। তাকি হয় দাদা। সব ঠিক্‌ঠাক্, জিনিস পত্র গাড়ীতে উঠেছে ?

সনং। আরে তা'ও ত দেখছি—কিন্তু যাওয়া হয় কেমন ক'রে ?

কেমন করিয়া পিতাকে দ্বিতলের গৃহ হইতে নামাইতে পারা যায়, পুত্রগণ তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও সে পরামর্শে যোগদান করিল ; কিন্তু কেহই কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিল না ! মানদী গাড়ীর ভিতর হইতে অজিতকুমারকে ডাকাইয়া বলিল—"ছোড়্‌দা, একবার "সেজ"কে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেখনা।

সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্য সকলেই সে কথার সমর্থন করিল। বিনোদিনী গাড়ীর ভিতর হইতে নমিয়া শ্বশুরকে আনিতে গেল। চপলাও বিনোদিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মাধবী তাহা দেখিয়া মনে মনে হিংসানলে জ্বলিয়া গেল। বিনোদিনী ও চপলাকে কর্ত্তার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভৃত্য, কর্ত্তার শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনোদিনী শ্বশুরকে ডাকিল—"বাবা।" নবীনচন্দ্র তাহাতে কোনও উত্তর দিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া শয্যাতেই পড়িয়া রহিলেন। বিনোদিনী পুনরায় একটু উচ্চকণ্ঠে

নবীনচন্দ্র চক্ষু উন্মিলীত করিয়া বলিলেন—"কেরে গোপাল, আয় বাবা আয়। কিছু খাবি ?"

"হাঁ বাবা খাব। বাজার থেকে আপনি খাবার কিনে দেবেন চলুন।"

বা-জা-র! সে কোথা ? আচ্ছা চল্। "আচ্ছা চল্" বলিয়াই নবীন চন্দ্র শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। বিনোদিনী, চপলাকে কি ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত মাত্রেই চপলা সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমার ও অজিতকুমারকে গৃহের মধ্যে পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী শশুরকে আবার বলিল—

"চল বাবা।"

"কোথায়।"

"বাজারে।"

"হুঁ বাজারে! আচ্ছা চল্।"

পুত্রগণকে দেখিয়া নবীন চন্দ্র বলিলেন "এরা কে? এরা এরা? হুঁ হুঁ বাজারের চৌকিদার। উঁহু উঁহু ডাকাত! না গোপাল?"

বিনোদিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল।—

"চলুন না বাবা, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

বিনোদিনীর পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে "আহা—বাছারে—ক্ষিদে ? ক্ষিদে ? হুঁ, হুঁ—ডাকাতে খাবে—মারবে, কেড়ে নেবে—পালাবে--হুঁ হুঁ!

"চলুন বাবা ?"

"যাবি, যাবি, হুঁ—আচ্ছা—।"

নবীন চন্দ্র একটু একটু করিয়া উঠিতে লাগিলেন, সনৎকুমার প্রভৃতি পিতাকে বগলে হস্ত দিয়া তুলিয়া ধরিতে লাগিল। নবীনচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চলিতে লাগিলেন। বিনোদিনী অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

বাটীর ফটকের নিকট আসিয়া নবীনচন্দ্র বহু গোযান ও অশ্বযান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হুঁ—হুঁ—গাড়ী গাড়ী! গাড়ী!

"গাড়ীতে উঠুন।"

"হামি যা'বে না বাপ। হুঁ—হুঁ—!"

"আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে বাবা।"

"এই যে আমি আপনার সঙ্গে আছি। আসুন—আসুন—উঠুন।"

"উঠি—উঠি। হুঁ—গোপাল!"

"কি বাবা?"

এই সময়ের মধ্যে সকলে ধরাধরি করিয়া নবীনচন্দ্রকে গাড়ীর মধ্যে উঠাইয়া দিল। নবীনচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া—ডাকিলেন—

"গোপাল?"

"কি বাবা?"

"আয় বোস্—কিছু খাবি?"

"হাঁ। তাইত বাজারে যাচ্ছি।"

নবীন চন্দ্র দুই একবার "হুঁ—হুঁ" করিয়া অবশেষে স্থির হইয়া বসিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বিনোদিনী শ্বশুরের গাড়ীতেই রহিল। না থাকিলে উপায় নাই।

বিনোদিনীর সাহায্যে নরীনচন্দ্রকে ট্রেণে উঠান হইল। তৎপরে যথা-স্থানে গাড়ী বদল করিয়া পুরীর গাড়ীতে সকলে উঠিল। নবীনচন্দ্র গাড়ীতে আসিতে আসিতে বেশ একটু আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে আলোক মালা দেখিয়া বিনোদিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—গোপাল—"এটা কাদের নরক, এত গুল্‌জার কেন?"

বিনোদিনী শ্বশুরের মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেণ ছাড়িল—নির্দ্দিষ্ট সময়েই নবীনচন্দ্রের পরিবার পুরী পৌঁছিল। বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র পথে আর কোনও গোলযোগ করেন নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

শ্যামলা হাসিয়া হাসিয়া শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল—"শিবুদাদা, তুমি শিশিরদাদাকে বেশী ভালবাস, না আমাকে বেশী ভালবাস?"

"তুই বল্ দেখি শ্যামলা, আমি কা'রে বেশী ভালবাসি?"

"বেশী—বেশী! আচ্ছা বল্‌ছি দাঁড়াও না,—বলবনা।"

"দুষ্ট মেয়ে—যাঃ, তোর কথা শুন্‌তে চাই না। আমি গুরুদেবের কাছে চল্লুম, তোর সব দুষ্টামীর কথা আমি সব তাঁ'র কাছে বলে দিচ্ছি—দাঁড়াত!"

"আচ্ছা তা' ব'ল। বাবা কোথায়?"

"শিশিরের সঙ্গে কথা বলছেন।"

"তুমি আজ সেখানে যাবে না!"

"কোথায়?"

"যেখানে রোজ সন্ধ্যার সময় যাও।"

'যাব—তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

"নাঃ—তারা কেমন লোক!"

"কা'রা কেমন লোক—শ্যামলা।"—বলিয়া শিশিরকুমার সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শিশিরিকুমারকে দেখিয়া শ্যামলা হাসিতে লাগিল; শিবানন্দ ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

শিশির। কাদের কথা বল্‌ছিলে শ্যামলা?

শ্যামলা। সে—সে তুমি চেন না। দাদা তুমি আজ এত শুখিয়ে গেছ কেন?

শিশির। মনটা বড়ই খারাপ হয়েছে দিদি। বাড়ীর জন্যে—বাবার জন্যে প্রাণটা আজ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে।

শ্যামলা। এই বুঝি, তোমার সন্ন্যাস!

শিশির। বাবাকে একবার দেখ্‌তে পেলে আমি আমার মন স্থির কর্‌তে পারি। আমি যে বাবাকে না ব'লে চলে এসেছি শ্যামলা।

শ্যামলা। তা'ত অনেকবারই বলেছ। আর সে ত অনেক দিনের কথা। আজ হঠাৎ তুমি এমন হ'লে কেন?

শিশির। তা' জানি না—কিন্তু আজ যেন মনটা কেমন হয়ে গিয়েছে, সেটা বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

শ্যামলা একটা ছোট, "হুঁ" বলিয়া শূন্যপানে চাহিয়া রহিল। তখন সে বড়ই গম্ভীরা, তখন যেন সে কোন গভীর তত্ত্ব-কথা ভাবিতেছে। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে শিশিরকুমারের সাহস হইল না।

শ্যামলার চরিত্রের এইটুকুই বিশেষত্ব। সে যখন বালিকার ন্যায় কথা বলে, বালিকার ন্যায় চঞ্চল স্বভাবাপন্না হয়, তখন সে এক প্রকার; কিন্তু যখন সে গম্ভীর মূর্ত্তিধারণ করে, তখন সে আর এক প্রকার। শিশিরকুমার

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শিশিরকুমার অনিমেষ লোচনে, শ্যামলার ভাব-ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার বাতাস তখন সবেমাত্র বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ণিমা তিথির পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। বিহগকুলের কল-কাকলী তখনও নীরব হয় নাই। সেই দিবা ও নিশির অপূর্ব্ব মিলন সন্ধিকালে শ্যামলা মুক্ত গগনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল—"মা।"

সে 'মা' রবে শিশিরকুমারের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যোড় করে শিশিরকুমারও ডাকিল—"মা।"

শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরে শ্যামলার সমাধি ভঙ্গ হইল। সে শিশিরের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"দাদা সংসারটা ভোজবাজী। হাঃ—হাঃ—হাঃ শুন্‌বে শুন্‌বে? তবে শোন।

শ্যামলা, ইমন রাগিনীতে "কল্যাণ" মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল,—

এ সংসার যে ভোজের বাজী
মিছে আমার আমার করা!
বদ্ধ সবাই দ্বন্দ্ব হয়ে
যায় যে চ'লে ছেড়ে ধরা।
সবাই হেথা থাকে পড়ে
প্রাণ পাখী যায় কেবল উড়ে—
সবাই তখন শব হয়ে যায়
ধরা তখন দুঃখ ভরা
আবার হাসে, আবার কাঁদে
ধরাই যে গো এমনি ধারা॥

সে গান শুনিয়া শিশিরকুমারের চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।

শ্যামলা কহিল—"দাদা কাঁদছ—কাঁদ, কাঁদ—আবার হাস্‌বে। কাঁদলেই হাস্‌তে হয়, হাস্‌লেই কাঁদতে হয়।

শ্যামলার কথাগুলি অসংলগ্ন কিন্তু ভাব পরিপূর্ণ। শিশিরকুমার শ্যামলাকে সকল সময়ে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু তাহার কথা শিশিরকুমারের বিশেষ ভাল লাগে। শ্যামলার কার্য্যকলাপও অলৌকিক। মহাপুরুষও যে শ্যামলাকে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে দেখিয়া থাকেন, সে কথাও শিশিরকুমার অনবগত নহে। এই পাঁচ রকমে শিশিরকুমার

মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছে, শ্যামলা সাধারণ বালিকা নহে—শ্যামলা দেবী-ভাবে পরিপূর্ণা। শ্যামলা যাহা করে, তাহা বালিকার ভাণ মাত্র। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই শিশিরকুমার শ্যামলাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে কিন্তু শ্যামলা শিশিরকুমারকে তাহা করিতে দেয় না। সে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া শিশিরকুমারের সমস্ত মনের ভাবটা ওল্‌ট পাল্‌ট করিয়া দেয়।

শিশিরকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"শ্যামলা, বাবাকে কি একবার দেখ্‌তে পাব না?"

শ্যামলা মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল—"কি জানি। আমি নিজেকেই জানি না তা, হাঁ, পাবে বৈকি হয়ত না পেতেও পার। না—না পা'বে বৈকি; ব্যাকুল হয়েছ, পাবে না? পাবে, পাবে।"

শ্যামলা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল, শিশিরকুমারও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বৃক্ষান্তরাল হইতে মহাপুরুষ গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন,—শ্যামলা, মা।"

"কি বাবা" বলিয়া উত্তর দিয়া শ্যামলা মহাপুরুষের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শিশিরকুমার বসিয়া ভাবিতে লাগিল—শ্যামলা ত বলিয়াছে "বাবার সঙ্গে দেখা হবে।" কিন্তু কবে?"

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ।

৺পুরীধামে পৌঁছিয়া অবধি নবীনচন্দ্র যেন একটু আরোগ্য-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। সকলেই বলিতে লাগিল স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য বোধ হয় এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী সুন্দর দ্বিতল বাটীতে নবীনচন্দ্রের আবাস স্থান। তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে। উষায় ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে সমুদ্রতীরে বায়ু সেবন করাইতে লইয়া যাওয়া হয়; আহারাদির ব্যবস্থাও বৃদ্ধের মনোমত; এই সকল ব্যবস্থায় বৃদ্ধ যেন একটু প্রফুল্লতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেকার ভাব এখন আর তেমন নাই! তবে 'গোপাল'কে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। বিনোদিনীর কিন্তু এখন "গোপাল সাজিতে লজ্জা করে।

মানসী একদিন বিনোদিনীকে রহস্য করিয়া বলিল—"সেজ তোর ঢং কত!"

বিনো। কেন দিদিমণি!

মানসী। তুই গোপাল হলি কেমন করে বল্ দেখি?

"মিছে নয়" বলিয়া মাধবী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মাধবী বলিতে লাগিল—"কর্ত্তার ও আর আর পুরুষদের সাম্‌নে তোর অমনতর বেহায়া-গিরি কত্তে লজ্জা করেনা সেজ বৌ?"

বিনো। কেন দিদি!

মাধবী। আবার কেন দিদি? মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষের মত থাকাই ভাল। অতটা বাড়াবাড়ী ভাল নয়। তাতে লোকে নিন্দে করে।

মানসী। কিসের নিন্দে মেজ বৌদি? "সেজ" যদি না থাকৃত, তা'হলে বাবার পরমায়ু ত ফুরিয়ে এসেছিল। বাবা যা ভালবাসেন -

মাধবী। রেখে দাও তোমার "ভালবাসেন।" ঘরের বৌ পুরুষ সেজে ঢং করে বেড়ায়, আবার বলা হচ্চে ভালবাসেন; তুমিই ত এই বল্‌ছিলে "সেজ তোর ঢ়ং কত?" আবার আমাকে দেখে মেজাজ্ বদ্‌লে গেল কেন?

মানসী। আমি বল্‌ছিলুম, ঠাট্টা ক'রে,—তুমি বল্‌ছ হিংসা ক'রে এই তফাৎ।

মাধবী। কি—আমি হিংসা করি!

মানসী। চিরকাল। তোমার হিংসার বিষেই যে সংসারটা উচ্ছন্নে গেল, তা'কি আর জান না!

মাধবী। দেখ, তুমি মুখ্ সাম্‌লে কথা ব'লো।

মানসী। অনেক সাম্‌লেছি, অনেক সয়েছি। আর সইতে পারিনে বলেই আজ এত গুলো কথা কয়ে ফেল্লুম—নইলে চুপ্ ছিলেম্, চুপই থাক্‌তেম

বিনো। তুমি রাগ কচ্চ কেন ঠাকুর ঝি? মেজদি ত আমাকে কোন কড়া কথা বলেন নি। তা'তে আর দোষ কি? বাবা সেরে উঠুন, আমি লক্ষগণ্ডা কথা শুনব, আর হাস্‌ব। মেজদি, তুমি রাগ ক'রনা মেজদি। আমি যে বাবার মেয়ে।

মাধবী। আচ্ছা বাপু, আমার ঘাট হয়েছে। আমি না যেনে না শুনে একটা কথা কয়ে ফেলেছি, তা'র কি আর মাপ্ নেই ঠাকুরঝি।

মানসী। না বৌদি মাপ্ কিসের? নানা যন্ত্রণায় মনেরও ঠিক নেই।

কিছু না” বলিয়া মাধবী আপনার দন্তপংক্তির মধ্যে জিহ্বাগ্রভাগ নিপেষিত করিতে করিতে চলিয়া গেল। মানসী তাহা লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু বিনোদিনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, সে শিহরিয়া উঠিল। বিনোদিনীর হৃদয়ে অন্ধকারের ছায়া পড়িল। কিন্তু সে তাহা মনসীর নিকট উল্লেখ করিল না।

এমন সময়ে মঠ হইতে স্বামী শিবানন্দ “কর্ত্তার” খোঁজ খবর লইতে আসিলেন। নবীনচন্দ্রের পরিবার বর্গের সকলেই অতি মাত্র ব্যস্ত হইয়া শিবানন্দস্বামীকে আতিথ্য গ্রহণ করাইতে যত্নবান হইল। সেই গোলযোগের মধ্যে মানসী ও বিনোদিনী, মাধবীর সকল কথা, সকল ব্যঙ্গোক্তি ভুলিয়া গেল।

শিবানন্দস্বামী মহাপুরুষেরই প্রেরিত। তিনি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় আসিয়া নবীনচন্দ্রের সংবাদ লইয়া যান। তবে মহাপুরুষের আশ্রমে যে শিশিরকুমার আশ্রয় পাইয়াছে—সে কথা নবীনচন্দ্র এবং তাঁহার পরিবারবর্গ জ্ঞাত নহেন, কিম্বা শিশিরকুমারও সে বিষয় অবগত নহে। মহাপুরুষের এমনই আদেশ।

শিবানন্দস্বামীকে পাদ্যার্ঘ্য দিয়া সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভো, আজ আপনার তেমন প্রফুল্লতা নাই কেন ?” শিবানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সন্ন্যাসীর আবার প্রফুল্লতাই বা কি আর অপ্রফুল্লতাই কি ! আমরা এক প্রকার তাহার অতীত।”

শিবানন্দস্বামীকে পুরস্ত্রীরা আসিয়া প্রণাম করিল। শিবানন্দ “স্বস্তি” উচ্চারণ করিলেন।

শিবানন্দ আসন গ্রহণ করিলে অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল “প্রভু” পিতার জীবনের আশা আছে ত ?”

শিবানন্দ। প্রভুই বল্‌তে পারেন। তবে দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতি দেখে মনে হচ্ছে যে তাঁর জীবনের আশা ক্ষীণ নয়।

অজিত। কাল যে ঔষধ দিয়াছিলেন, বাবা তাত খান নি। সব ফেলে দিয়েছেন। বলেন, আর ওষুধ খাব কেন। আমার কি হয়েছে।”

শিবা। যা’তে তিনি ভাল থাকেন, তাই তোমরা কর। ওষুধ যা তিনি খেয়েছেন, তাই যথেষ্ট—আর হয়ত না খেলেও চলে।

মানসী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার জন্য শিবানন্দস্বামীকে কহিল “ভাগ্যে” এদেশে এসেছিলেম, তাই ত আপনার [illegible]

শিবানন্দ। আগে পাও, তার পর ব'ল মা।

এইরূপ নানা কথা বার্ত্তায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল। তৎপরে শিবানন্দস্বামী বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় শিবানন্দস্বামী মাধবীর উদ্দেশে বলিলেন—"কি গো তুমি আজ কাল এত চুপ চাপ্ কেন? মাধবী তাহার কোন উত্তর দিল না—কেবল কি যেন একটা ইঙ্গিত করিল। শিবানন্দস্বামী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অন্যান্য সকলে সে হাসির অর্থ বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মাধবী তাহা বুঝিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নবীনচন্দ্রের পরিবারবর্গ পুরীধামে আসা অবধিই শিবানন্দস্বামী যে মহাপুরুষের আদেশে সে বাটীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নবীনচন্দ্রের পরিজনবর্গ সকলেই শিবানন্দস্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে—আর করাও ত উচিত। বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রের জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী কত মহামূল্য সময়ই যে নষ্ট করিতেছেন ও কত পরিশ্রমই না স্বীকার করিতেছেন। নবীনচন্দ্রের পরিজনবর্গ যে শিবানন্দস্বামীর প্রতি এরূপ ভক্তিমান তাহা কতকটা কৃতজ্ঞতা সূত্রেও বটে আর কতকটা সন্ন্যাসী বলিয়াও বটে। কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রতি সেই ভক্তি ও সেই কৃতজ্ঞতা একজনের পক্ষে কালস্বরূপ হইল। সেই কথারই উল্লেখ করিতেছি।

শিবানন্দস্বামী বালযোগী নহেন। তিনি সংসার আশ্রমেই ছিলেন। সংসারে ব্যাথা পাইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপুরুষের কৃপায় আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেও উন্নীত হইয়াছেন। শিবানন্দ মহাপুরুষের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। মহাপুরুষের অনুপস্থিতে মঠের কার্য্যাদি শিবানন্দস্বামীই চালাইয়া থাকেন। শিবানন্দস্বামী এত উন্নত না হইলে কি তিনি মহাপুরুষের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইতে পারিতেন?

সেই শিবানন্দস্বামীকে মাধবী হস্তগত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা

করিবে, নবীনচন্দ্রের সংসারের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। সে কথা অবশ্য পাপিয়সী শিবানন্দস্বামীর সম্মুখে প্রকাশ করে নাই। তবে তাহার মনের ভাব এইরূপই।

শিবানন্দস্বামী প্রতিদিনই সে বাটীতে আসিয়া থাকেন, সকলের সহিত গল্প-সল্প করেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলিয়া যান। সেই অবসরেই মাধবী সন্ন্যাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে। শিবানন্দস্বামী মধ্যে মধ্যে যখন মাধবীর সহিত নির্জ্জনে কথা বার্ত্তা কহিতেন, সেই সুযোগে মাধবী তাহার মনের কথা সন্ন্যাসীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল। শিবানন্দস্বামী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন এ রমণী পাপিয়সী, ইহার সংস্রবে না থাকাই উচিত। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভাবিলেন—আমরাও যদি ইহাকে পাপিয়সী বলিয়া পরিত্যাগ করিব, তবে ইহার উপায় হইবে কি! তাহাপেক্ষা ইহাকে পাপপথে যাইতে না দিয়া পুণ্যপথে পরিচলিত করিবার চেষ্টা করা যাউক--হয়ত সুফলও ফলিতে পারে।" সন্ন্যাসী সেই পথই সুপথ স্থির করিয়া মাধবীর সহিত দিন দিন ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু মাধবীর প্রকৃতি সেরূপ নহে - তাহার কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইল না। বরং সন্ন্যাসীর আশ্রয় লাভ করিয়া তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা দ্বেষ-হিংসা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিবানন্দস্বামীও বিপদে পড়িলেন। তিনি তখন মাধবীকে পরিত্যাগ করিতেও পারেন না—কারণ মাধবীর সকরুণ দৃষ্টি ও রমণী সুলভ কোমলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার একটু দয়াও হইয়াছে; আর মাধবীর প্রতি তাঁহার একটু মায়াও পড়িয়াছে। অথচ তাঁহার দ্বারা যে মাধবীর কোন উপকার হইতেছে না তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছেন। বুঝিতে পারিয়াও সে কথা প্রকাশ্যে বলিতে পরিতেছেন না। "একটু স্নেহ, একটু মায়া আসিলে মানব মাত্রেই একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যথেষ্ট শক্তিমান পুরুষ না হইলে সে মায়া কি চক্ষু লজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শিবানন্দস্বামী মহাপুরুষের মত শক্তিমান পুরুষ নহেন। তিনি মাধবীর মায়ায় পড়িয়া সংসারীর মত অনেক কথাই অপ্রকাশ রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাধবী যে সে কথা না বুঝিতে পারিল, এমন নহে। তাহা বুঝিতে পারিয়াই সে সন্ন্যাসীর উপর আদর আবদার বাড়াইবার সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না। অবশেষে

হইতে হইত। তবে তাহাতে কাহারও অনিষ্ট না হয় সে বিষয়েও তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল।

মাধবীর চাল চলন দেখিয়া অশ্বিনীকুমারের মনে কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু অশ্বিনীকুমার বড়ই কোমল প্রাণ এবং পত্নীকে তিনি বিলক্ষণ ভয়ও করিয়া থাকেন, সহসা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। বাটীর অন্যান্য লোকে মাধবীর চরিত্রে যদিও সন্দিহান হইল, কিন্তু শিবানন্দস্বামী তাহার কতকটা পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া তাহারাও কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। কারণ শিবানন্দস্বামী যে দেবচরিত্রলোক সে বিষয়েও আর কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং মাধবীর মনোবৃত্তি-গুলি স্বচ্ছন্দজাতা বিষলতার ন্যায় দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল।

মানসী ও বিনোদিনীর উপরেই মাধবীর ক্রোধ ও হিংসার মাত্রাটা অধিক। চপলার উপরেও সে সন্তুষ্টা নহে। শ্বশুরকে সে কোন কালেই গ্রাহ্য করে নাই, আজও করে না। সনৎকুমারকেও সে বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কারণ তাহার ধারণা "বট্‌ঠাকুর কাপুরুষ।" কাপুরুষকে কে আবার ভক্তি শ্রদ্ধা করে! কেবলমাত্র অজিতকুমারকে মাধবী অল্পমাত্রায় ভয় করিয়া থাকে। কারণ অজিতকুমার ভয়ানক রাগী। রাগ হইলে সে আর কাহাকেও আত্মীয়তার গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে চাহে না। এইরূপ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া মাধবী-সর্পিনী ফণা ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অজিতকুমার তাহার পক্ষে নিতান্তই "হেঁতাল" বলিয়া সে সে বিষয়ে তত কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। মাধবীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য শিবানন্দস্বামী বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু "স্বভাবো এ বাত্র তথাতিরিচ্যতে।" মাধবীর স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না—বরং সে দিন দিন ভয়ঙ্করী হইতে লাগিল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্র ডাকিলেন—"গোপাল।"

বিনোদিনী উত্তর দিল—"কি বাবা!"

বৃদ্ধ বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। সে মুখ

দেখিয়া দেখিয়া তিনি যেন কি ভাবিতেছেন, কি একটা হারাণ স্মৃতি বিস্মৃতি-সাগর হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু তাহা করিতে পারিতেছেন না। সব যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, কপালে চিন্তারেখা পড়িল, নয়ন বিস্ফারিত হইল। স্মৃতি আর যেন কিছুতেই জাগরিত হয় না। ভাবিয়া ভাবিয়া নবীচন্দ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার ক্লান্ত চক্ষু শ্রান্তিবশে মুদ্রিত হইল। তখনও তাঁহার বদন মণ্ডলে চিন্তারেখা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বিনোদিনী বসিয়া বসিয়া পিতৃপ্রতিম নবীনচন্দ্রকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

অজিতকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পিতা নিদ্রিত—বিনোদিনী তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। অজিতকুমার ইঙ্গিতে বিনোদিনীকে বাহিরে উঠিয়া আসিতে বলিল। বিনোদিনী ইঙ্গিতেই স্বামীকে বুঝাইয়া দিল যে পিতৃদেব নিদ্রিত নহেন, জাগ্রতাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। সময়টা তখন সন্ধ্যা; বরং বলা যায় সন্ধ্যা সবে মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রদীপের অস্পষ্টালোকে অজিতকুমার জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল একটা অস্পষ্ট ছায়া যেন বাটীর পশ্চাৎদিকের প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অজিতকুমার চমকিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, বাটীরই কোন লোক বোধহয় কোন কার্য্যসূত্রে প্রাঙ্গণে চলাফেরা করিতেছে। অন্ধকারে তাহাকে ছায়ার মতই দেখাইতেছে। ছায়াকে আর দেখিতে পাওয়াও গেলনা, অজিতকুমারও সে বিষয় লইয়া আর আন্দোলন করিল না।

নবীনচন্দ্র পুনরায় ডাকিলেন,—"গোপাল।"

বিনোদিনী তারপর আর উত্তর দিল না—বসিয়া বাতাসই করিতে লাগিল। অজিতকুমার উত্তর দিল—"বাবা ডাক্‌ছেন।"

নবীন। দূর, তোকে কেন, গোপালকে—তুইত—তুইত—হ্যাঁ তুইত—দুর ছাই, তুইত—

অজিত। আমি অজিত।

নবীনচন্দ্র অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে বলিলেন,—হাঁ তুই অজিত। আর কে, কে ছিলরে!

অজিত। কেন সবাইত আপনার কাছে আছে। বড়দা, মেজদা, মানু,

নবীন। হাঁ আছে। আছেত কি হ'ল!

অজিত। না কিছুই হয়নি। সবাই আছে, তাই বল্‌ছি!

নবীন। হাঁ, বল্‌ছি, বল্‌ছি। সে কোথা রে! সেই সে—সে? সেই-যেরে—সেই—সেই? বুঝ্‌তে পারিস্‌না সেই যে রে ভারী দুষ্টু, ভারী অভিমানী ভারী রাগী—বুঝ্‌তে পারিস্‌? বল্‌না, বল্‌নারে সে কোথায়?

অজিতকুমার বুঝিল পিতৃদেব শিশিরকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অজিতকুমারের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। বিনোদিনীও অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"বুঝলি কে? বল্‌ দেখি সে কোথায়? এত ডাকি, সে আসে না কেন? আর মেয়েটাই বা কোথায় গেল?

অজিতকুমার গদগদ কণ্ঠে ডাকিলেন—"মানু।"

নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন,—"হাঁ মানু, মানু। সেত একজন, আর একজন? বুঝলি না—আর একজন! আচ্ছা সে থাক্‌। গোপাল! বিনোদিনী অতি নম্র, অতি সুমধুর, অতি বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল—"কি বাবা।"

চকিত নবীনচন্দ্র ত্রাস্তভাবে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন - এঁ্যা, তুমি না—না, তুমি ত গোপাল নও। গোপাল, গোপালকে ডাক্‌ছি—গোপালের মাথায় কি কাপড় থাকে! না যাঃ—তুই গোপাল নস্‌। সব রাক্ষসী পেত্নী, ডাইনি। সংসারকে খেলে, সর্ব্বনাশ কল্লে যাঃ - যাঃ—পালা।

কথা শেষ হইতে না হইতে নবীনচন্দ্র বালিসের উপর মুখ লুকাইয়া শয়ন করিয়া পড়িলেন। পিতার ভাবান্তর দেখিয়া অজিতকুমার ভীত হইয়া পড়িল, বিনোদিনীও অধিকতর ভীতা হইল। বিনোদিনী যে শ্বশুরের নিকট ভর্ৎসনা তিরস্কৃতা হইয়াছে তাহার জন্য সে ক্ষুণ্ণা নহে। সে শ্বশুরের রোগ-বৃদ্ধির আশঙ্কায় ভীতা হইল। অজিতকুমার ছুটিয়া যাইয়া বাটীর অন্যান্য সকলকে সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলিল। পরিজনবর্গ সকলেই বৃদ্ধের পদপার্শ্বে সমবেত হইল। বিনোদিনী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

নবীনচন্দ্র তখনও সেই ভাবে উপাধানে মুখ লুকাইয়া শয়নে রহিয়াছেন। অজিতকুমার পিতার গাত্রস্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—"বাবা!"

নবীনচন্দ্র ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"কি!"

অজিত। আজত বেড়া'তে যান্‌নি। চলুন্ না একটু ছাদে গিয়ে বস্‌বেন।

নবীন। নাঃ—গোপালটাও ঘোম্‌টাউলী হয়ে গেল। আর তবে কা'কে বিশ্বাস কর্‌ব? আচ্ছা তা'কে একবার ডাক্ দেখি—সে যদি কোন উপায় কত্তে পারে?

অশ্বিনী। কা'কে ডাক্‌ব বাবা?

অজিত। মেজদা, চুপকর।

নবীন। কেন্ চুপ্ কর্‌বে! তোর ভয়ে? ওরে—ওরে—ওরে—ওরে—আমি বল্‌ছি তুই ডাক্। ডাক্ বল্‌ছি! নইলে খুন ক'রে ফেলব, জলে ডুবিয়ে মার্‌ব।

সনৎ। অজিত!

নবীন। অজিত! কেন অজিতকে?

মানসী। বাবা, অমন করছেন কেন, একটু চুপ করে শুন্ না।

নবীন। তুই কে'রে? আমার মা—আয় বোস্! এদের কাছে থাকি-স্‌নি। এরা তা'কে তাড়িয়ে দিয়েছে, না খেতে দিয়ে গলা টিপে একটাকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। বুঝলি, আমার টাকা ফুরিয়েছে ব'লে, এরা সব অমার কাছে ঘেঁসে না! বুঝেছিস্—টাকা—টাকা! এই হাতে কত টাকা এসেছে,—গেছে, বুঝেছিস্ ময়লা মত—বুঝেজিস্, বুঝেছিস্? হুঁ। আচ্ছা সে আসুক, তারপর বুঝব, তারপর সব ব্যবস্থা কর্‌ব—হুঁ।

সনৎ। মাথায় একটু হাত্ বুলিয়ে দেব বাবা?

নবীন। কিছু না, কিছু না! ডাক্—ডাক্—ওরে—ওরে!

অশ্বিনী। অজিত, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ওষুধটা একবার দেনা। সেজ বৌমা গেল কোথা—একবার ডাক্ না।

নবীন। ডাক্‌বি, আচ্ছা ডাক্ না। ডাক্—ডাক্।

অশ্বিনী। অজিত বসে বসে ভাব্‌ছিস্ কি! শিশি থেকে ওষুধটা ঢালনা।

সুপ্ত ব্যাঘ্র পত্রের মর্ম্মর শব্দে জাগরিত হইয়া যেমন লাফাইয়া উঠে, শিশি হইতে ঔষধ ঢালার কথা শুনিয়া নবীনচন্দ্রও সেইরূপ লাফাইয়া উঠিলেন। কেহ আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। "শিশির, শিশির করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তিনি একবারে বহির্ব্বাটীতে অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় ছুটিয়া গেলেন। বাটীতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

---*---

সকলে মিলিয়া নবীনন্দ্রকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু বৃদ্ধ কাহারও কোন কথাই শুনিতে চহিলেন না। শিশিরের নামোচ্চারণ হওয়া অবধি তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বস্মৃতির যাতনায় তিনি অস্থির হইয়াছেন। বৃদ্ধের মূর্ত্তি তখন ভয়ঙ্কর দেখিয়া সকলের দারুণ ভয় হইল।

বহুকষ্টে তাহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বহির্ব্বাটীর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট করাইয়া সকলেই শিবানন্দস্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার আসিতে কেন যে আজ এত বিলম্ব হইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। অন্য দিবস এতক্ষণ তিনি আশ্রমে ফিরিয়া যান। কিন্তু আজ তাঁহার এতাবৎকাল পর্য্যন্ত দর্শন নাই। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল।

নবীনচন্দ্রের পরিজনবর্গ সকলেই উৎকণ্ঠিতচিত্তে সে গৃহে বসিয়া আছে। নবীনচন্দ্রের চক্ষে তখন অবিশ্রান্ত জলধারা বহিতেছে, তিনি হা হুতাস করিতেছেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। নবীনচন্দ্রের চক্ষে এতদিন কেহ জল দেখে নাই—আজ তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল তাঁহার জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহার নিকট শিশির ও সরসীর সম্বন্ধে কোন কথা গোপন করা নিতান্তই কঠিন কার্য্য। সনৎকুমার ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। চপলার তাড়নাতেই যে শিশিরকুমার গৃহত্যাগ করিয়াছে—সে কথার উত্তর সনৎকুমার পিতার নিকট কি দিবে। অশ্বিনীকুমার লজ্জায় ও সঙ্কায় জড় সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পত্নীর গুণ ত এখন কাহারও নিকট অবিদিত নাই। অজিতকুমারই কেবল সাহসে নির্ভর করিয়া পিতৃদেবকে নানা কথা বুঝাইয়া বলিতে লাগিল—কিন্তু শুনে কে?

শিশির কুমারের গৃহত্যাগ, সরসীর মৃত্যু ও নবীনচন্দ্র শয্যাশায়ী হওয়া অবধি নবীন চন্দ্রের সংসারে যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সনৎকুমার ও চপলার এখন আর তেমন উদ্দাম ভাব নাই। আপন দোষ বুঝিতে পারিয়া, পিতার রোগাবস্থা চক্ষে দেখিয়া তাহারা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে এবং তাহাদের স্বভাবেরও অনেক

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অশ্বিনীকুমার চিরকালই কোমল ও শান্ত প্রকৃতির কিন্তু মাধবীর অন্তর্মুখী প্ররোচনায় সে নিতান্তই বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অবস্থা অনেকটা মারীচের মত—রাম মারিলেও মারিবে, রাবণ মারিলেও মারিবে। সেইজন্য সে এক প্রকার উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। অজিতকুমারের কথা স্বতন্ত্র—সে চিরকালই সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, আজও তাহাই। তবে পিতার প্রতি একান্ত অনুরক্ত সেই জন্যই এখনও পর্য্যন্ত নানা কষ্ট, নানা ব্যাথা, নানা যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সে পিতৃসেবায় প্রাণ মন কায় ঢালিয়া সেই দুরন্ত সংসারে পড়িয়া রহিয়াছে। বিনোদিনীর ত কথাই নাই।—সে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাহার ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যেই অজিতকুমার অনেকটা অনুপ্রাণিত।

মাধবী-সর্পিনী—তাহার জন্যই নবীনচন্দ্রের সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইতে বসিয়াছে। সকলেই সে কথা বুঝিতে পারিয়াছে; কিন্তু কেহই তাহার প্রতীকার করিতে পারিতেছে না;—কারণ বাটীর কর্ত্তা—বাটীর সর্ব্বস্ব যে তখন মৃত্যু মুখে। অনুতপ্ত সন্তানগণ সকলেই তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা লইয়া ব্যস্ত। কে আর তখন মাধবীর শাস্তির বিধান করে। মাধবী প্রকাশ্যভাবে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই, সেই জন্য প্রকাশ্য ভাবেও কেহ তাহার দণ্ড বিধান করিবার পক্ষপাতী নহে। সরসীর মৃত্যুর পর তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পরেই সে পোঁটলা পোঁটলি বাঁধিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মাধবী বলে—"শ্বশুরের এমন অসুখের সময় কেমন করিয়া পিত্রালয়ে থাকি।"

সংসারের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন নবীনচন্দ্রের জ্ঞান পুনরুদ্দীপিত হইল। কাজেই অনুতপ্ত সন্তানাদির একটু ভয় ও লজ্জার কারণ হইবে বৈকি। কিন্তু মাধবীর মনের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত হইল। শ্বশুরের আরোগ্য লাভের সমাচার পাইয়া তাহার জিঘাংসা প্রবৃত্তি অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এখন তাহার সংসারের সকলের উপরেই ক্রোধ ও হিংসার মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। তবে বিনোদিনীর উপরেই কিছু বেশী, কারণ সকলেই যে বিনোদিনীর সুখ্যাতি করে, বিনোদিনী যে দেবী। পিশাচী আবার কবে কোন্ কালে দেবীর পক্ষপাতিনী হয়।

রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শিবানন্দস্বামী আর সেদিন আসিলেন না। নবীনচন্দ্র ডাকিলেন—"মানসী" মানসী উত্তর দিল—"কেন বাবা"

নবীনচন্দ্র। অমূল কোথা' তা'কে ডাক।

অমূলকে তখন ডাকা হইল। অমূল মৃতা সরসীর খঞ্জ পুত্র—তাহা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। অমূলকে ডাকা হইল বটে, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া গেল না। সকলে প্রথমে মনে করিল যে বালক নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই কথাই নবীনচন্দ্রকে বলা হইল। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—সে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে তোল। আমি তা'কে দেখ্‌তে চাই। অনেক দিন তাকে দেখিনি।

কাজে কাজেই 'অমূল'কে ডাকিতে যাওয়া হইল। অশ্বিনীকুমারই ডাকিতে গেল। অশ্বিনী কুমার 'অমূল'কে ডাকিতে যাইয়া দেখে, সে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। 'অমূল' বাক্‌শক্তি হীন। তাহার মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতেছে, বদনমণ্ডলে কালিমা পড়িয়া গিয়াছে বালকের মূর্ত্তি তখন ভয়ঙ্কর। অশ্বিনীকুমার কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অল্পক্ষণ তাহার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ছুটিয়া আসিয়া যে গৃহে নবীনচন্দ্র অধিষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উত্তেজিত স্বরে ডাকিল "দাদা"।

সে আহ্বান শুনিয়া গৃহস্থিত সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। সনৎকুমার বাহিরে আসিলে অশ্বিনীকুমার সমস্ত কথা তাহাকে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। তাহা শুনিয়া সনৎকুমার চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে বাটীতে আর একটা নূতন গোলযোগের সৃষ্টি হইল। বাটীর রমণীগণও ক্রন্দন করিয়া উঠিল। মাধবীও সে ক্রন্দনে যোগদান করিল।

অল্পকাল মধ্যেই প্রচারিত হইল "অমূল" বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। বিষপানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পানীয় জলের সহিত কে তীব্র বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল, সেই জল পানেই অভাগিনী সরসীর একমাত্র খঞ্জ পুত্র লোকান্তরিত হইল। তবে সে কথা আর বাহিরে প্রকাশ করা হইল না। তাহাতে বিপদও অনেক, আর কুল-কলঙ্কেরও ভয় আছে।

রাত্রির মধ্যেই মৃত দেহের সৎকার করিতে হইবে—নহিলে প্রভাতে একটা দারুণ গোলযোগ ঘটিতে পারে—এই ভাবিয়া রাত্রি কালেই শব-দাহের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু সে কাজের জন্য লোকজনই বা পাওয়া যায় কোথায়! আর কাহাকেই বা বিশ্বাস করিয়া সে কার্য্যে প্রেরণ

মিলিয়া মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল। আর ঝটিকা বিধ্বস্ত মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মত শোক-সন্তপ্ত পিতৃদেবকে লইয়া অজিতকুমার সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া রহিল।

এ দিকে আর এক বিপদ, হঠাৎ বিনোদিনী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। মানসী চপলা ও মাধবী তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। বাটী নিস্তব্ধ, নীরব—যেন জনহীন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। চন্দ্রকিরণস্নাত সমুদ্র-তরঙ্গ ফুলিয়া ফুলিয়া সমুদ্র বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে এবং সেই নৃত্য ও উল্লম্ফনের ঘাত প্রতিঘাতে জলধি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। সিন্ধোর্ম্মির নৃত্যেরও আর বিরাম নাই, যুদ্ধেরও বিশ্রাম নাই, কল্লোল গর্জ্জনেও ক্লান্তি নাই। সে গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি বায়ু বিতাড়িত হইয়া দিক দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সলিলসিক্ত সমুদ্রবায়ু রঙ্গভঙ্গে সমুদ্র তরঙ্গের যুদ্ধবার্ত্তা চারিদিকে ঘোষণা করিতেছে।

সিক্ত বালুকণাযুক্ত বেলাভূমে বসিয়া মহাপুরুষ প্রকৃতির দৃশ্য দেখিতেছিলেন ও হাসিয়া হাসিয়া শিশিরকুমারকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে সংসার সমুদ্রেও এইরূপ তরঙ্গ ভঙ্গ আছে, কল্লোলগর্জ্জন আছে। সে সমুদ্রে পড়িয়া যে আপনাকে রক্ষা করিয়া সচ্চিদানন্দে প্রাণমন অর্পন করিতে পারে, কিম্বা সচ্চিদানন্দের উপর সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তরঙ্গের মাথায় মাথায় ভাসিতে পারে, সেই সংসার-সমরে বিজয়ী হয়, সমুদ্র তখন তাহার পক্ষে গোষ্পদ, সংসার তখন তাহার পদানত, চিত্তবৃত্তি তখন তাহার আয়ত্তাধীন, বিশ্বপ্রেমে তখন সে আপনহারা, তখন সে নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, নিরিন্দ্রিয়, ঈশ্বর তুল্য। সংসারে অবশ্য সকলেই কর্ম্ম লইয়া আসিয়া থাকে, কর্ম্ম করিয়াও থাকে--কিন্তু কর্ম্মবীর কয়জন হয়। কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্ম খণ্ডন হইয়া যায়—কর্ম্ম খণ্ডন হইলেই জীব মুক্ত। মুক্ত জীবের আবার প্রবৃত্তি কোথায়! তখন জীব ঈশ্বর মহেশ্বরের অঙ্গে বিলীন হইতে

শ্যামলা মহাপুরুষের বাণী শুনিয়া হাসিতে হাসিতে গাহিতে লাগিল—

কে যা'বে সমরে,
প্রেমবশে অনুরাগ ভরে॥

বেহাগ রাগিণীতেই শ্যামলা গীত আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সে রাগিণী তেমন ভাল লাগিল না। শ্যামলা মূলতান আলাপ করিতে লাগিল। মহাপুরুষ স্থির দৃষ্টিতে শ্যামলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি তখন তন্ময়। শ্যামলা মহপুরুষের অবস্থা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে গাহিত লাগিল—

ভক্তি মন্ত্রে হ'বে রণে আগুয়ান
হিংসা দ্বেষ ভুলে কেবা মতিমান,
ত্যজিয়া কৃপাণ রণ অবসান কে করে॥
প্রবৃত্তি নিচয় সে বিষম অরি
মোহিত মানবে দেয় মত্ত করি',
মায়াতীত যেই রণজয়ী সেই
সে যে অপরূপ শক্তি ধরে।
তা'রে জিনিতে পারে কে সমরে॥

গীতান্তে শ্যামলা হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাতে মহাপুরুষের সমাধি ভঙ্গ হইল। মহাপুরুষ আদ্রকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন—মা—মা—মা। শিশির কুমারও ডাকিতে লাগিল মা—মা—মা শ্যামলাও সঙ্গীতের সুরে ডাকিতে লাগিল—মা—মা—মা।

সে 'মা' রব সমুদ্র গর্জ্জনকে পরাজিত করিয়া দিক দিগন্ত মুখরিত করিয়া ভাবসমুদ্রে বিলীন হইল। মহাপুরুষের মুখে দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। শ্যামলা যে বালিকা, সেই বালিকা; শিশির কুমার বিস্ময়াভিভূত।

এমন সময়ে দুরান্তরে ক্ষীণ মিলিত কণ্ঠে শব্দ উঠিল--"বল হরি, হরি বোল।" এ গভীর নিশীথে "হরিবোল" শুনিয়া শিশিরকুমার চমকিত হইল, মহাপুরুষের মুখ গম্ভীর হইল, বালিকা শ্যামলা কেবল বালিকা সুলভ হাসি হাসিতে লাগিল।

মহাপুরুষ উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমার ও শ্যামলাও উঠিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ শ্মশানাভিমুখে চলিতে লাগিলেন, শিশিরকুমার ও শ্যামলা ছায়ার মত তাঁহার অনুসরণ করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

— * —

অজিতকুমার বিষম বিপদেই পড়িয়াছেন। অমূলের শবদেহ বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া অবধি, রোগে শোকে উত্যক্ত উত্তেজিত পিতাকে লইয়া অজিতকুমার সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছে। পিতা আপন মনে কত কি বলিতেছেন, কত বিভীষিকা দেখিতেছেন, কত জ্বালা যন্ত্রণা নিরাশার কথা কহিতেছেন। অজিতকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিল—জ্ঞানাপেক্ষা বুঝিবা পিতার অজ্ঞানতাই ছিল ভাল। তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসা অবধি তিনি যে দারুণ যন্ত্রণাই পাইতেছেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা বাহ্যাবয়বে যেরূপ ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যে অতি বড় নির্দ্দয় নিষ্ঠুরেও দেখিতে পারে না। অজিতকুমার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল—হে ভগবান আবার না হয় কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞানান্ধকারে মর্ম্মপীড়িত পিতাকে সংরক্ষিত কর, পিতা সুস্থ হউন।

ওদিকে বিনোদিনীর অবস্থাও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিমা-প্রতিম সৌন্দর্য্যলতা ভূমিতে পড়িয়া বিলুণ্ঠিতা হইতেছে, শোকে তাপে যাতনায় অত্যাচারে সে মূর্চ্ছিতা, তাহারও তেমন সেবা শুশ্রূষা হইতেছে না। অজিত-কুমার পিতাকে একাকী রাখিয়া বৈদ্য চিকিৎসকের চেষ্টায় ত বহির্গত হইতে পারিতেছে না। আর চিকিৎসকই বা তেমন স্থানে, তত রাত্রে পাওয়া যায় কোথায়! চিকিৎসক আনিতে হইলে অজিতকুমারকে অন্ততঃ তিন মাইল পথ পদব্রজে যাইতে হইবে। সহর ভিন্ন ত চিকিৎসকের সন্ধান মিলিবে না। অজিত কুমার বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেল।

মানসী সভয়ে দেখিল বিনোদিনীর মুখ হইতে ফেণময় লালা নিঃসৃত হইতেছে। 'অমূলের' মুখ হইতেও এইরূপ লালা বহির্গত হইয়াছিল। তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। সে কথা মানসী ও চপলার মনে উদিত হওয়া মাত্রই তাহারা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। মাধবী তাহাদের বুঝাইতে লাগিল—"ভয় নাই, এখনই ভাল হইয়া যাইবে।" সে ক্রন্দন শুনিয়া অজিত কুমারের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে প্রকোষ্ঠ দ্বারে, দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মাধু, কি হয়েছে রে।"

অজিত। আমি যাই কেমন ক'রে, বাবা যে একলা।

সে কথা নবীনচন্দ্রের কর্ণে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আবার কি? এবার কার পালা? চল্ চল্ দেখি।"

নবীনচন্দ্র দ্রুত গতিতে প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলেন, অজিত ভাবিল—"বাবা আবার একটা কাণ্ড না বাধান।" সে তাড়াতাড়ি পিতাকে ধরিতে গেল। কিন্তু বৃদ্ধের শরীরে তখন মত্ত হস্তীর বল আসিয়াছে। নবীনচন্দ্র অজিত কুমারের হস্ত ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন।

শ্বশুরকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চপলা ও মাধবী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, মানসী পিতার সন্নিকটে যাইয়া কাতর ভাবে বলিল--"বাবা আপনি কেন, আপনার যে কষ্ট হবে।

"হুঁ হবে। এই যে মা আমার জগদ্ধাত্রী ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। ওরে ও ছোঁড়া মুখে একটু জল দেনা। ওরে অজিত—শুন্‌ছিস্।"

বিনোদিনীর অবস্থা দেখিয়া অজিতকুমার মাথায় হাত দিয়া একবারে বসিয়া পড়িল। সে প্রায় বাহ্জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। নবীনচন্দ্র বেশ সহজ জ্ঞানে বলিতে লাগিলেন—"ভাব্‌ছিস্ কি, ডাক্ ভগবানকে ডাক্। গোপাল, গোপাল, কোথায় তুমি! একবার এস, আমার মাকে ভাল করে দাও। গোপাল গোপাল!"

পিতার সেই কথায় অজিতকুমারের ছিন্ন হৃদয়-তন্ত্রী আবার যেন নব সুরে, নব ভাবে বাজিয়া উঠিল। অজিত কুমারও পিতার সহিত ডাকিতে লাগিলেন "গোপাল গোপাল! বিপদ বারণ মধুসূদন! আমাদের যে বড় বিপদ। রক্ষা কর, রক্ষা কর, গুরু—গুরু।

"এই যে এই যে, ভয় কি—ভয় কি" বলিয়া সন্ন্যাসী শিবানন্দ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। কেহ কোন অশরীরী প্রাণী দেখিলে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, গৃহস্থিত সকলেই শিবানন্দস্বামীর আকস্মিক প্রবেশে সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল। কাহাকেও কোন কথা কহিবার অবসর না দিয়া শিবানন্দস্বামী আপনার ভিক্ষাঝুলি হইতে কি একটা পত্রিকা বাহির করিয়া হস্তে মর্দ্দন করিয়া তাহারই রস রোগিনীর মুখে ঢালিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই রোগিনী উদগার তুলিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত বমন। শিবানন্দ

পুনরায় রস বাহির করিতে লাগিলেন। গৃহস্থিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিতে লাগিল। নবীনচন্দ্র "গোপাল গোপাল" করিতে করিতে গৃহের বাহির হইয়া আসিলেন। অজিতকুমারও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। শিবানন্দ রোগিনীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সে গৃহে তখন কি ভীষণ নীরবতা। সেই ভীষণ নীরবতার মাঝখানে বিনোদিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল—"মা" শিবানন্দ স্বামী কহিলেন—"আর ভয় নাই। এই ঔষধ আর এক ঘণ্টা পরে সেবন করাইও। সম্পূর্ণ রূপে সুস্থির হইবে। সে কথা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল। শিবানন্দস্বামী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় ডাকিলেন—"মাধবী!"

ধীরে ধীরে মাধবী শিবানন্দস্বামীর নিকটে আসিল। শিবানন্দস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্য বল্. কখন কোন্ অবসরে তুই আমার ভিক্ষাঝুলি হ'তে এ তীব্র বিষ বাহির ক'রে লয়েছিস্? তোকে আমি কন্যার মত ভাল বেসে ফেলেছিলাম, অধঃপতিত জেনে আমার দয়া হয়েছিল। তুই কেন আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি, কেন আমায় মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন কর্‌লি?

মাধবী বাতাহতপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল। অন্যান্য সকলে শিবানন্দ স্বামীর কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। অজিতকুমার ও নবীনচন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শিবানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন "আমি কি ক'রে আর মহাপুরুষের নিকট মুখ দেখাইব। যে তীব্র বিষে সেই খঞ্জ বালকটীর মৃত্যু হয়েছে, আর একজন মৃত্যু মুখ হ'তে বাঁচিয়া গেল, সে বিষ অন্য এক রোগীর প্রাণ বাঁচাবার জন্যই মহাপুরুষ আমায় দিয়েছিলেন। সেই বিষ আমার ভিক্ষা ঝুলিতে ছিল তা তুই জান্‌তিস্। আজ সন্ধ্যাকালে আমি তোদের বাটী এসেছিলাম, তুই তা'কেমন ক'রে চুরি কর্‌লি? অজিত কুমার জিজ্ঞাসা করিল "তবে কি আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনাকেই বাটীর পশ্চাতে দেখেছিলেম?

"তা হ'বে, এই হতভাগিনী আমায় বল্লে বাটীতে কেহ নাই, সকলেই সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গেছে। তাই শুনে আমি ফিরে গেলাম। স্থানান্তরে অন্য একটী রোগী ছিল—সেখানে যেতে হল। তারই ঔষধ প্রস্তুত জন্য এই তীব্র বিষের আবশ্যকতা ছিল। ভাব্‌লেম তার ব্যবস্থা করে দিয়ে অচিরে এইখানে ফিরে আস্‌ব; কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি আমার ভিক্ষা

"আপনি ভিক্ষা ঝুলি কোথায় রেখেছিলেন ?"

নবীনচন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিলেন—চুলোয়—সাপের বাসায়। এই কথা বলিয়াই তিনি দ্রুত পদবিক্ষেপে সিঁড়িতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ও অজিতকুমার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিলেন। মাধবী ছুটিয়া যাইয়া একঘটি বিষমিশ্রিত জল পান করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মানসী ও চপলার জন্য তাহাতে কৃতকার্য্য হইল না। তাহারা জলের ঘটি কাড়িয়া লইল—জল ফেলিয়া দিল।

যখন সকলে দেখিল মাধবী প্রবল বিক্রমে আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছে, তখন শিবানন্দস্বামীকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি বাহির্ব্বাটী হইতে ভিতর বাটীতে আসিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেন—পিশাচিনীকে বন্ধন করিয়া রাখ। পাপের মাত্রা সে আর না বৃদ্ধি করে। তাঁহার আদেশ পালন করা হইল।

শিবানন্দস্বামী অজিত কুমারের নিকট বলিতে লাগিলেন—"তিনি সে রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার ভিক্ষাঝুলিতে সে বিষ নাই। তখনই তাঁহার সন্দেহ হইল যে মাধবীই সে বিষ অপহরণ করিয়াছে। কারণ ভিক্ষাঝুলিটীতে যে বিষের মোড়ক আছে, এবং থাকে, তাহা মাধবী জানিত। যখন তিনি নবীনচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়া ঝুলিটি একটী কীলকে ঝুলাইয়া রাখিয়া হস্ত পদাদি ধৌত করিতে গিয়াছিলেন, সেই অবসরেই বোধ হয় তাহা মাধবী কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। তাহার পর যখন্ তিনি শ্রবণ করিলেন যে বাটীতে কেহ নাই, তখন স্থানান্তরে রোগী দেখিতে যাইবার জন্য অগত্যা তিনি বাধ্য হইলেন। তথায় রোগীর অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নবীনচন্দ্রের বাটীতে আসিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একটী অতি দীনা স্ত্রীলোক আসিয়া কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে বলিল তাহার স্বামী মৃতপ্রায় একবার তাহাকে যাইয়া দেখিতে হইবে। অগত্যা শিবানন্দস্বামীকে তথায় যাইতে হইল। সেই জন্যই তাঁহার ফিরিতে এতটা বিলম্ব হইল। নতুবা বহুপূর্ব্বেই তিনি নবীন-চন্দ্রের বাটীতে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন।"

যখন নবীনচন্দ্রের বাটীর সম্মুখে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভৃত্য যখন সেই খঞ্জ পুত্রটীর মৃত্যু সংবাদ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিল, তখন শিবানন্দস্বামীর আর বুঝিতে বাকী রহিল

এত শীঘ্র সে বিষ অন্যের উপর প্রয়োগ করিবে, তাহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

বিনোদিনী ধীরে ধীরে সুস্থ হইল। তবে সে বড় দুর্ব্বল। মানসী ও চপলা প্রাণপণে তাহার সেবা করিতে লাগিল। মাধবী বন্ধনাবস্থায় চক্ষু বিস্তার করিয়া সকলের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। অভাগিনীর মনের অবস্থা তখন কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শবদেহ শ্মশান ভূমিতে রক্ষা করিয়া বাহকেরা চিতা প্রস্তুত করিতে মনযোগী হইল। কাষ্ঠাদি সংগ্রহনান্তর চিতা প্রস্তুত করিয়া বাহকেরা আদ্রনয়নে চিতোপরি বিগত প্রাণ 'অমূল'কে অতি যত্নে, অতি কোমল ভাবে শয়ান করাইল। ব্যবস্থা হইল সনৎকুমারই 'অমূলের' মুখাগ্নি কার্য্য করিবে।

কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা হইতে লাগিল। ভিজা কাষ্ঠ সহজে প্রজ্জ্বলিত করা যায় না। দুই তিন জনে মিলিয়া সে কার্য্যে ব্রতী হইল। এমন সময়ে মহাপুরুষ শ্মশান ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সনৎকুমার প্রভৃতি সকলেই দারুন ভয় পাইলেন; তাহা বুঝিতে পারিয়া মহাপুরুষ তাহাদের অভয় প্রদান করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—

"চিতা প্রজ্জ্বলিত করিবার আবশ্যকতা নাই। উহাকে নামাও। শবদেহ চিতার উপর হইতে নামাইয়া ভূ-শয্যায় রক্ষা করা হইল। মহাপুরুষ মৃতদেহস্পর্শ করিলেন। মৃত 'অমূল' যেন নড়িয়া উঠিল। সকলে বিস্মিত নেত্রে অলৌকিক পুরুষের অলৌকিক কার্য্য দেখিতে লাগিল।

শ্যামলা ও শিশিরকুমার পিছাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এতক্ষণে আসিয়া মহাপুরুষের সহিত মিলিত হইল। শিশিরকুমার অস্পষ্টালোকে দেখিতে পাইল, তাহার "বড়দা" ও "মেজদা" শ্মশান ভূমিতে মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। পার্শ্বে মৃতদেহ—দেহটা যেন 'অমূলের', হাঁ—অমূলেরই ত বটে। শিশিরকুমারের মস্তক ঘুরিয়া গেল। সে চক্ষু মুদ্রিত করিল, চক্ষু ভাল করিয়া রগড়াইতে লাগিল। ক্ষীণালোকে কিন্তু সনৎকুমার প্রভৃতি

তাহাদের তেমন লক্ষ্য ছিল না। অলৌকিক পুরুষের কার্য্যাবলীর প্রতি তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

শিশির কুমার একবার দেখিল, দুইবার দেখিল, তিনবার দেখিল। তখন তাহার আর সন্দেহের কারণ রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, দাদারা এখানে কেমন করিয়া আসিল।" সে ভাবনার গতি বিদ্যুৎলতার মত মুহূর্ত্ত মধ্যেই শিশিরকুমারের মনে বাটীর কথা জাগিয়া উঠিল, পিতার কথা জাগিয়া উঠিল। সে ইরম্মদ গতিতে ছুটিয়া আসিয়া সনৎকুমারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল "দাদা!"

ভীত চমকিত বিস্মিত সনৎকুমার সে আহ্বানে কাঁপিয়া উঠিল। অশ্বিনী কুমার কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে বসিয়া পড়িল। সকলে দেখিল, তাহাদের শিশিরকুমার তাহাদেরই সম্মুখে। সকলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। চক্ষে চক্ষে মিলিত হইতেই সকলের চক্ষে অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল। মহাপুরুষ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"চুপ"।

মহাপুরুষের আদেশ মাত্রেই সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শ্যামলা কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। হাসিটা তাহার স্বভাব।

ক্রিয়া বলেই হউক, মন্ত্র বলেই হউক আর যোগ বলেই হউক, তথাকথিত মৃত 'অমূল' চক্ষুরুন্মীলীত করিল। সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মহাপুরুষ তাহাকে উঠিতে নিষেধ—করিলেন। "অমূল"কে দেখিয়া শিশিরকুমারের প্রাণের ভিতর যে কি করিতে লাগিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মহাপুরুষের নিষেধ কেহ কোন কথা না কহে। সুতরাং শিশিরকুমারকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। মহাপুরুষ অমূলের গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সে মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া বলিল—"বাড়ী"। মহাপুরুষ বলিলেন—"হাঁ বাড়ী যা'বে। এই ত তোমার সব তোমার কাছেই রয়েছেন, ভয় কি? কিছু খা'বে?"

'অমূল' বলিল—হাঁ, ক্ষিদে। মহাপুরুষ শ্যামলাকে কি ইঙ্গিত করিলেন; শ্যামলা মহাপুরুষের গাত্রবস্ত্রের ভিতর হইতে কি একটা চমৎকার ফল বাহির করিয়া দিল। তাহা ভক্ষণান্তর 'অমূল' বলিল—"আঃ" এইবার 'অমূল' উঠিয়া বসিল। শিশির কুমার ডাকিল 'অমূল"।

'অমূল' সাশ্চর্য্যে বলিল—এঁ্যা ছোট মামা? তুমি কোথা বেড়াতে

শ্যামলা তাহা শুনিয়া হাত্তালি দিয়া হাসিয়া জংলা সুরে গাহিতে লাগিল—

সে আসে ভবে পুন চলে যায়।
যাওয়া পুন ফিরে আসা সে যে এক দায়।
কে জানে বা সে কি চায়
কোথা আসে কোথা' যায় ;
কর্ম্মভার শিরে তা'র ছুটে সে বেড়ায়
থাকে থাকে ফিরে এসে পুন সে পালায়।

গীত সমাপ্ত হইলে শ্যামলা শিশিরকুমারকে কহিল - "দাদা, তুমি তবে বাড়ী যাও,—আমিও যাই।

শিশিরকুমার কোন কথা কহিল না। সনৎকুমার ও অশ্বিনীকুমার ভাবিতে লাগিল এ মেয়ে কে ?

মহাপুরুষ শ্যামলাকে কহিলেন "শ্যামলা তুই তোর দাদার সঙ্গে যাবি ?"

শ্যামলা। না।

শিশির। কেন, শ্যামলা ?

শ্যামলা। তা' জানিনা।

মহাপুরুষ। চল একবার দেখেই আসি। বুড়্টার সাধ কেন আর অপূর্ণ থাকে ?

শ্যামলা আর কোন কথা না কহিয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। সকলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। অমূল্য কেবল শিশির কুমারের ক্রোড়ে উঠিয়া 'ছোটমামাকে' নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অন্য সকলে নীরব। মহাপুরুষ একবার মাত্র বলিয়াছিলেন—বিষে মৃত্যু হইলে তাড়াতাড়ি কাহারও সৎকার করিতে নাই।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

সনৎকুমার প্রভৃতি যখন মহাপুরুষের সঙ্গে বাটীতে উপস্থিত হইল তখন উষার বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। শিবানন্দস্বামী তখনও পর্য্যন্ত সে

তাহা দেখিয়া কেমন করিয়াই বা তিনি আশ্রমে ফিরিয়া যান। কাজে কাজেই তাঁহাকে সেই বাটীতেই রাত্রি যাপন করিতে হইল।

বাটীর অন্যান্য সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র শিবানন্দস্বামীই জাগ্রত আছেন। তিনি সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী নিদ্রাহারের উপর তাঁহার যথেষ্ট সংযমাধিকার আছে। শিবানন্দস্বামী আসিয়া অর্গলাবদ্ধ দ্বার অর্গল হীন করিয়া দিলেন। দ্বারোদ্ঘাটিত হইতেই শিবানন্দ স্বামী দেখিলেন সম্মুখে মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মহাপুরুষ বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন –

"শিবানন্দ!"

শিবানন্দ নেত্র আনত করিয়া মহাপুরুষের সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাপুরুষের মুখের আকৃতি তখন আর তেমন মধুর ও কোমল নহে। তাঁহার সেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কেহ কখন পূর্ব্বে দেখে নাই। শিবানন্দ মহাপুরুষের প্রকৃতির কথা অবগত ছিলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার পিছাইয়া দাঁড়াইল। অন্যান্য সকলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল। শ্যামলা কিন্তু তখনও হাসিতেছে।

মহাপুরুষ বলিতে লাগিল—"তোমার পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিব শিবানন্দ?"

শিহরিত শিবানন্দ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"আমার কি অপরাধ প্রভো?"

মহাপুরুষ। তোমার অপরাধ তুমিই জ্ঞাত। অপাত্রে তোমার মায়া পড়িয়াছিল। সেই মায়ায় তুমিও ভ্রষ্ট, আর একটা সংসারও নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। যে স্ত্রীলোকের মোহিনী শক্তিতে বশীভূত হয়, সন্ন্যাসে তাহার অধিকার নাই।

শিবানন্দ! মাধবী আমার কন্যা স্থানীয়।

সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমার, শিশিরকুমার প্রভৃতি এতক্ষণ কেবল বিস্ময়-বিষ্টই ছিল। মাধবীর নামোচ্চারিত হইবা মাত্র তাহারা সর্পাঘাতের জ্বালা অনুভব কবিতে লাগিল। মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন।

"তাহাও জ্ঞাত আছি। তুমি তাহাকে কান্যা স্থানীয় মনে করিতে বলিয়াই না সে তোমার ভিক্ষাঝুলী হইতে তীব্র বিষ সংগ্রহ করিতে পারিয়া

ছিল। অধিক বাক্যব্যয় করা আমার স্বভাব নহে—তাহাত জ্ঞাত আছে। যাও তোমার যে স্থানে ইচ্ছা চলিয়া যাও। তুমি আর আশ্রম কলুষিত করিতে আশ্রমে যাইও না। সে স্থানে তোমার আর স্থান নাই।

মহাপুরুষ শিবানন্দকে আর কোন কথা বলিলেন না। তিনি বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শিবানন্দ বাটীর বহির্দ্দেশেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর নয়নে তখন অশ্রুধারা—দেখিবার জিনিষ বটে!

সনৎকুমার 'অমূলকে' লইয়া উপরে উঠিয়া গেল, অশ্বিনীকুমার, হস্তে কপোল রাখিয়া নীচেই বসিয়া রহিল। শিশিরকুমার মহাপুরুষের সঙ্গে বাটীর প্রাঙ্গণে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। অজিতকুমার অর্দ্ধ নিদ্রাবস্থাতে পিতার পার্শ্বে ভূমি শয্যাতেই পড়িয়াছিল। বহির্দ্দেশে কোলাহল শুনিয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া যখন সে শিশিরকুমারকে দেখিতে পাইল, সে ছুটিয়া আসিয়া শিশিরকুমারের গলা জড়াইয়া ধরিল। বাটীতে একটা গোল পড়িয়া গেল, 'অমূলকে' দেখিয়া মাধবী ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"ভূত, ভূত! "তাহার মুখে আর কোন কথা নাই—তাহার শরীরের কম্পন ও পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিয়া সকলে মনে করিল যে মাধবীর শরীরে আর বিন্দুমাত্র রক্ত নাই। চপলা বিনোদিনী ও মানসী প্রভৃতি 'অমূলকে' লইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল। তাহার পর যখন তাহারা শুনিল যে শিশিরকুমার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে তখন তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

মহাপুরুষ সনৎকুমারকে ডাকিয়া কহিলেন—"আর কেন, তবে আমি যাই।

সনৎ। সে কি প্রভো, যদি দয়া ক'রে এ বাটী পবিত্র কল্লেন, তবে এর মধ্যেই যাবেন কেন? শ্যামলা হাসিতে হাসিতে বলিল "দাদা কি বল।" শিশির কুমার ছল ছল দৃষ্টিতে শ্যামলার দিকে চাহিয়া রহিল, সে আর কোন কথা কহিতে পারিল না।

মাধবীর বন্ধন তখন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে যথায় ইচ্ছা, তথায় যাইতে পারিত বটে, কিন্তু সে সেই স্থানেই বসিয়া রহিল। উঠিবার আর তাহার শক্তি নাই। শিশিরকুমার তাহার সম্মুখে যাইয়া ডাকিল—"বাগী" সে কণ্ঠস্বর, সে আহ্বান শুনিয়া মাধবী চমকিয়া উঠিল। মাধবী দেখিল

কুড়াইয়া লইয়া মাধবী তাহা শিশিরকুমারকে ছুঁড়িয়া মারিল। তাহা শিশিরকুমারের কপালে লাগিতেই রক্তধারা বহিতে লাগিল। মাধবী হাঃ—হাঃ—হাঃ, করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পরেই সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। মাধবী তখন ঘোর-উন্মাদিনী! পলকে প্রলয় ঘটিয়া গেল।

রক্তধারা মুছিতে মুছিতে শিশির কুমার ধীরে ধীরে চপলা, মানসী, বিনোদিনী প্রভৃতির নিকট উপস্থিত হইল। তখন তাহারা 'অমূলকে' লইয়া আদর করিতেছে। শিশিরকুমারকে দেখিষা মানসী কাঁদিয়া ফেলিল, বিনোদিনী ও চপলা কাতর নয়নে, করুণ কণ্ঠে শিশিরকুমারকে সম্বর্দ্ধনা করিল। শিশিরকুমার বলিল "একটু জল দাও, "বাগী" বাটি ছুঁড়ে মেরে আমার মাথা কাটিয়া দিয়েছে। সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি শিশির-কুমারের মস্তকে জলপটি বাঁধিয়া দিল।

মহাপুরুষ ও শ্যামলা সনৎকুমারের সাধ্য সাধনায় প্রাঙ্গণ হইতে দ্বিতলে উঠিয়া আসিয়াছেন। তখনও নবীনচন্দ্র জাগরিত হন নাই। ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া তিনি এখনও নিদ্রা যাইতেছেন। শিবানন্দস্বামী বাটীর বহির্দ্দেশে বৃক্ষতলেই দাঁড়াইয়া আছেন।

চপলা প্রভৃতিকে দেখিয়া শ্যামলা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। শ্যামলার অলৌকিক হাস্য ও ব্যবহারে বিনোদিনী প্রভৃতি যেন অতিশয় সঙ্কুচিতা হইয়া গেল। শ্যামলা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল "এরা সব সংসারী কিন্তু সংসারের খবরদারী কেইবা করে? কি বল দাদা, এঁ্যা! হঁ্যা দাদা সংসারে ফির্‌তে না ফিরতেই রক্তপাত। কি বল দাদা এঁ্যা!

শিশিরকুমার কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। মহাপুরুষ সনৎকুমারের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন দেখত গা ও কোথা গেল। বুড্ডার নিকট ও এখন না যায়।"

শিশিরকুমার তখন নীচে নামিয়া আসিয়াছে। নবীনচন্দ্র তখন সবে মাত্র জাগরিত হইয়া চীৎকার করিয়া অজিতকুমারকে ডাকিতেছেন। কিন্তু অজিতকুমার তখন গৃহে নাই। শিবানন্দস্বামীকে শান্ত করিবার জন্য অজিতকুমার বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়াই সন্ন্যাসীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছে। শিশিরকুমার পিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। দ্রুতবেগে পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

শিশিরকুমার গৃহে প্রবেশ করিতেই নবীনচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন

একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিলেন, তাহার পরেই ছুটিয়া আসিয়া শিশিরকুমারকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিলেন—গোপাল—হা—রা—শিশিরকুমার পিতার পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছিল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বৃথা। পিতা তাহাকে দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছেন। তাহার আর নড়িবার চড়িবার উপায় নাই। অথচ পিতা কোন কথা কহিতেছেন না, তাঁহার শরীর যেন হিম—শীতল। শিশির কুমার ডাকিল—"বাবা"! সে আহ্বানের প্রত্যুত্তর নাই। শিশিরকুমার আবার ডাকিল—"বাবা"।

সেবারেও কোন উত্তর নাই। শিশিরকুমারের স্কন্ধে নবীনচন্দ্রের মস্তক, শরীর বাহুদ্বারা বেষ্টিত। শিশিরকুমার, ভার অনুভব করিতে লাগিল। সে আবার ডাকিল—"বাবা"! কোন উত্তরই নাই। সনৎকুমার গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতা ও শিশিরের সেই অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকার শুনিয়া সকলে সে গৃহে উপস্থিত হইল।

মহাপুরুষ বলিলেন—"সব শেষ। প্রবল আনন্দবেগেই বৃদ্ধের জীবন-দীপ নিভিয়া গিয়াছে। হারা নিধি কোলে পাইয়া বৃদ্ধ বড় শান্তিতেই ভব ধাম ছাড়িয়াছে। হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল। মা—মা—মা! তারা ব্রহ্মময়ী!"

শ্যামলাও মা—মা করিয়া উঠিল। শিশিরকুমারও মা নামে স্থির থাকিতে পারিল না। মহাপুরুষ ও শ্যামলা ব্যতীত সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। অজিতকুমার ও অশ্বিনীকুমার ধূলায় পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সনৎকুমারের পুত্র, 'অমূল' ও মানসীর পুত্র কন্যাগণ 'দাদা দাদা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, সনৎকুমার ও মানসী ভুমিতে মাথা কুটিতে লাগিল, বিনোদিনী "বাবাগো বাবাগো" বলিয়া চীকার করিতে লাগিল। তখন কেইবা কাহাকে দেখে! সেই সময়ে মাধবী একবার মাত্র সে গৃহে উঁকী মারিয়া হোঃ—হোঃ—করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে অট্ট হাসি শুনিয়া শ্যামলা পাগলিনীকে ধরিতে ছুটিল। কিন্তু পাগলিনী ছুটিয়া পালাইল।

মহাপুরুষ বলিলেন—কাঁদিয়া আর লাভ নাই। কাল পূর্ণ হইলে সংসারে আর কে থাকিতে চাহে, আর কেই বা রাখিতে পারে? বৃদ্ধের অকাল মরণ

হও।" শিশিরকুমার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"প্রভো এই দেখাতে কি আমায় বাটী আন্‌লেন?"

শ্যামলা দ্রবময়ী সঙ্গীতের সুরে শিশির কুমারের উদ্দেশে বলিল—ছি—দাদা, অধীর হতে আছে কি?

মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন, বৃদ্ধের বড় ইচ্ছা ছিল, শিশিরকে একবার কোলে করেন—সে সাধ পূর্ণ হয়েছে। "গোপাল" চেয়েছিলেন, শিশিররূপী গোপালের কোলে তিনি স্বর্গলাভ করেছেন। "গোপালের" লোভে জগন্নাথ ক্ষেত্রে এসে তিনি জগন্নাথ দেখ্‌তে চাননি—দেখিতেও পান নাই। "গোপাল" চেয়েছিলেন "গোপাল" পেয়েছেন। তিনি এখন মুক্ত পুরুষ, তাঁর জন্য কি আবার কাঁদিতে হয়, তাঁকে কি আবার পাছে ডাক্‌তে হয়? পাছু ডাক্‌লে যে তাঁর প্রস্থানে বিঘ্ন ঘট্‌বে!"

মহাপুরুষের সহানুভূতি ও মধুর কথায় সকলে কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন চলিতে লাগিল। তখনও শিশিরকুমার সেই ভাবে পিতার আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ রহিয়াছে।

বহু চেষ্টায়, বহু পরিশ্রমে মৃতের আলিঙ্গন পাশ হইতে শিশিরকুমারকে মুক্ত করা হইল। পুত্র পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতিতে বেষ্টিত হইয়া নবীনচন্দ্র চারি জনের স্কন্ধে চড়িয়া মহাতীর্থ স্থান শ্মশান ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন। মহাপুরুষ শবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্মশানে আসিলেন। শ্যামলা টৌড়ী ভৈরবীতে মা'র নাম গাহিতে গাহিতে অবশেষে গাহিল—

ওই যায় ওই যায়
(তবু) পথ না ফুরায়
আঁধার তাহাতে হায়
আলো কে দেখায়।
মা যদি না দয়া করে
মা যদি না আলো ধরে
ধরিবে কেন বা পরে
পরের কি দায়।
মা বলে ডাকিলে পরে
মা এসে দাঁড়ায়।

শ্মশান ভূমিতে পূর্ব্ব রাত্রির চিতা সজ্জিতই ছিল—সেই চিতাই দৈর্ঘে ও প্রস্থে

বিস্তারিত করিয়া দিয়া শবদেহ চিতোপরি শায়িত করা হইল। মহাপুরুষের নির্দ্দেশ মত সনৎকুমার পিতার মুখাগ্নি করিয়া চিতা প্রজ্জলিত করিয়া দিল। চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিন ঘণ্টা পরে নবীনচন্দ্রের চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, তখন নবীনচন্দ্রের একখানি অস্থিও তথায় অন্বেষণ করিয়া পাওয়া গেল না। মহাপুরুষ মন্ত্রোচ্চাণ করিয়া চিতাভস্মে শান্তি বারি নিক্ষেপ করিলেন। চিতাভস্ম হইতে একটা অলৌকিক দীপ্তি প্রকাশ হইল। সকলে দেখিল দীপ্তিমণ্ডিত হইয়া নবীনচন্দ্র যেন ধীরে ধীরে মহাব্যোমে বিলীন হইলেন।

সম্পূর্ণ।

উপসংহার।

--- ঃ*ঃ ---

সাগরকূলেই নবীনচন্দ্রের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপন হইল। মহাপুরুষই পণ্ডিত মণ্ডলী ডাকাইয়া শ্রাদ্ধাদির বিধান করিয়া দিলেন।

শ্রাদ্ধকাল পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমার বাটীতেই অবস্থান করিয়াছিল। শ্রাদ্ধের পর আর তাহাকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। সে নিরুদ্দেশ হইল।

শিশিরকুমারও আর বাটীতে ফিরিল না। সে মহাপুরুষের আশ্রমেই রহিয়া গেল। চপলা, বিনোদিনী, মানসী, সনৎকুমার, অজিতকুমার প্রভৃতি সকলেই তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিল কিন্তু কিছুতেই সে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে চাহিল না। সে বলিল. সংসার –সাগর। সে সাগরে সন্তরণ করিবার আমার শক্তি নাই। মহাপুরুষের পদাশ্রয়েই জীবন অতি বাহিত করিব।

শ্যামলা একদিন যে কৌটাটি সাগর জল হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল, সেই কৌটাটী মহাপুরুষ চপলার হাতে দিয়া বলিলেন—" ইহা তোমারই প্রাপ্য, তুমিই লইও।" কৌটাটি খোলা হইলে দেখা গেল, তাহার ভিতর একছড়া মুক্তার মালা ও এক খানি পত্র রহিয়াছে। পত্রে লেখা আছে—

মাধু,

ভয়ে মালা বিক্রয় করিতে পারিলাম না। ফিরাইয়া দিলাম। তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই করিও। যাহার দ্রব্য তাহার বাক্সের ভিতর কৌশলে রাখিয়া দিতে পার ভালই, নতুবা তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিও।

তোমার
পিতা।

মহাপুরুষ বিনোদিনীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"মা তুমি সংসারে রত্ন গর্ভা হইও। ইহার অধিক আর কিছু আমি বলিতে জানিনা।"

শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মানসীর স্বামী পূরীধামে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়াই তিনি শ্বশুরের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহার ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

মাধবী এখন ভিখারিণী—পাগলিনী। সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, রাস্তার অন্ন কুড়াইয়া খায়—কিন্তু কেহ ডাকিয়া তাহাকে অন্ন দিলে সে তাহা খাইতে চাহে না। "বিষ বিষ" বলিয়া চীৎকার করিয়া সে অন্ন ফেলিয়া পলাইয়া যায়। অজিতকুমার তাহাকে বাটিতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

একদিন সনৎকুমার পথে যাইতে যাইতে দেখিল পথের ধারে অভাগিনী মাধবী শয়ন করিয়া আছে—তাহার শরীর হইতে শতধারে রক্তধারা বহির্গত হইতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে কতকগুলি দুষ্ট স্কুলিয়া বালক তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ। সেই দিন সনৎকুমার ও অজিত কুমার শক্তি প্রয়োগে পাগলিনীকে বাটীতে আনিল এবং তাহাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। গৃহাভ্যন্তরে সে বিকট চীৎকার করিত, কখনও হাসিত, কখনও কাঁদিত, কখনও বা নৃত্য করিত, কখনও অনির্দ্দিষ্ট লোকের উদ্দেশ্যে গালাগালি করিত।

মহাপুরুষ, শিবানন্দকে অবশেষে ক্ষমা করিয়া ছিলেন। তাহাও শ্যামলার অনুরোধে। শ্যামলা বহু চেষ্টায় অশ্বিনীকুমারের অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছিল, সে মন্দিরে সেবকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। সনৎকুমার তাহার সন্ধান পাইয়া অজিত কুমারকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু অশ্বিনীকুমার কিছুতেই আর গৃহবাসী হইতে চাহিল না। সে বলিল

—ইহাই আমার উপযুক্ত কর্ম্ম ; এই কর্ম্ম জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত করিয়াই আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

মানসীর স্বামী সনৎকুমার প্রভৃতিকে বলিল—“আর এই নির্ম্মম দৃশ্য দেখিয়া লাভ কি? চল বাড়ী ফিরিয়া যাই। সকলেরই সে কথা মনোমত হইল। পুরী ত্যাগ করিয়া সকলে বাটী অভিমুখে রওনা হইল। মহা-পুরুষ, শ্যামলা শিশিরকুমার ও অশ্বিনীকুমার আসিয়া তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। পাগলিনীকে গাড়ীতে আরোহণ করাইতে সকলকেই বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া সে আর বিশেষ কোন গোলমাল করে নাই।

নবীনচন্দ্রের সংসারে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন একান্নবর্ত্তী আদর্শ পরিবার এখনকার কালে আর বড় সহজে দৃষ্ট হয় না।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

গল্পলহরী

১ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩১৯ {৫ম সংখ্যা

স্বপ্ন।

১

যদুনাথ কলিকাতায় কলেজে পড়িত, মেসে থাকিত। যদুদের মেসটা কিছু বনিয়াদী গোছের। যে গ্রামে যদুর বাস, সেই গ্রামে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী আরও কতকগুলি গ্রামের শিক্ষার্থীরা বহুকালাবধি একত্রে মেস করিয়া থাকিত। এখন যাহারা মেসে আছে, তাহাদের পিতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লপিতামহ এমন কি পিতামহগণের সময় হইতেই ঐ সব গ্রামের ছাত্রেরা এই এক মেসেই থাকিয়া আসিতেছে।

যদু ছেলে তুখোড়, বেশ ইংরাজি জানে বলিয়া খ্যাতিও আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-প্রণালীর গুরুতর দোষে আজও এফে পরীক্ষায় পাশ হইতে পারে নাই। আজ ৪।৫ বৎসর যাবৎ যদু পরীক্ষা দিতেছে, কিন্তু যদুর ইংরাজি দেখিয়া পরীক্ষকের মাথা ঘুরিয়া যায়, হাতে নম্বর ওঠে না, তাই যদু পাশ হয় না। ইহার উপর পাঠ্য এবং পরীক্ষা-প্রণালীর ত অশেষ দোষ আছেই। যদু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য, কখনও X. Y. Z. কখনও Truth. কখনও Vox pupil. প্রভৃতি নামে সংবাদপত্রে পত্র লিখিত। কিন্তু অবিবেচক কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল না।

পরীক্ষায় পাশ না হউক, যদুর অনেক গুণ ছিল। যদু ইংরেজি ও বাঙ্গলায় ভাল বক্তৃতা করিতে পারিত ; প্রবন্ধ লিখিতে পারিত। সভা-সমিতিতেও তার অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। ছাত্র-প্রধান সকল রকম সভাতেই যদুকে অগ্রবর্ত্তী দেখা যাইত। বিদায় ও অভ্যর্থনা প্রভৃতির অভিনন্দনগুলি যদুই প্রায় পড়িত। বক্তৃতা, যদুর কোন

সভাতেই বড় বাদ যাইত না। মেসে যদুর দেরাজে সাবধানে সুরক্ষিত-দপ্তরে বহু বক্তৃতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত অনুলিপি সংগৃহীত ছিল। কোন সভায় বক্তৃতা দিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, যদু রাত্রি জাগিয়া সেই সংগ্রহ হইতে বাছা বাছা কথাগুলি নিয়া একত্র করিয়া লিখিত ও মুখস্থ করিত; তার পর সভায় বেশ বক্তৃতার অভিনয় করিত। সমবেত সভ্যমণ্ডলীর বাহবায় ধন্য হইত।

একদিন যদু এমনই এক সভায় বক্তৃতা করিতেছে। কতিপয় উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যদু বেশ উচ্চকণ্ঠে সু-উচ্চারিত দ্রুত ইংরেজিতে বলিতে ছিল। মহিলাদের মধ্যে একজন—বিশেষ সুরূপা সুবেশা, সুভূষা ও সুহাসা—যদুর বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ প্রীতি ও মুগ্ধ হইলেন বলিয়া বোধ হইল। ইনি যদুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িতে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে হাতের পাখাটি চেয়ারে ঠক্ ঠক্ করিয়া বক্তৃতার তারিফও করিতেছিলেন। বাগ্মীতার আবেশে এদিক ওদিক ঘুরিতে ফিরিতে, হেলিতে দুলিতে যদু মধ্যে মধ্যে তাহা দেখিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে যদু বসিল। সকলে করতালি দিল, মহিলাও বড়জোরে পাখা ঠক্ ঠক্ করিলেন। যদু মহিলার দিকে চাহিলে মহিলা অধরস্ফূরণে কুন্দ-ধবল দন্তপাতি ঈষৎ বিকাশ করিয়া বড় মধুর হাসি হাসিয়া মোহন ভঙ্গীতে মাথা নোয়াইয়া যদুকে আপ্যায়িত করিলেন। যদুর সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল, অভিনব এক পুলক-প্রবাহ সর্ব্বশরীরে ছুটিল! শীর্ণ শ্যামল গণ্ডেও যেন রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিতে চাহিল। যদু ভাবিল, তার বক্তৃতামুগ্ধা কে এ মোহিনী!

সভা ভঙ্গ হইল। মোহিনী অন্যান্যের সঙ্গে বাহিরে আসিলেন, যদু দেখিল একজন পরিণত বয়স্ক সাহেববেশধারী পুরুষের সঙ্গে মোহিনী মোটরে উঠিলেন। হুস্ হুস্, ফস্ ফস্, ভস্ ভস্ শব্দে মোটর চলিয়া গেল। যদু শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চারিদিকে কত লোক, কত গোলমাল, সম্মুখে গাড়ীর কত ঘড়ঘড়ী, কিন্তু যদুর মন সেই অদৃশ্য মোহিনীর পাশে ছুটিয়া গিয়াছে;—চক্ষু দৃষ্টিহীন, কর্ণ শ্রবণ হীন। কিন্তু স্পর্শানুভূতি যদুর একবারে লুপ্ত হইয়া ছিল না। কে আসিয়া যদুকে পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা দিল। যদু চাহিয়া দেখিল তাহার মেসবাসী বন্ধু বিনোদ।

বিনোদ কহিল, "হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবছিস্ কি রে? বাসায় যাবিনে?"

উভয়ে কিছু দূর অগ্রসর হইল। বিনোদ কহিল, "বেড়ে ব'লেছিস্ আজকে! একটা মেয়ে যা তরিফ ক'চ্ছিল

যদু যেন বিস্মিতের ন্যায় কহিল, "কে?"

বিনোদ কহিল, "আরে যাঃ! তোর কি চোক্ ছিল না, এটা দেখিস্‌নি? মেয়েদের সব শেষের দিকে যে বসেছিল। কেবল মাথা নাড়ছিল, হাস্‌ছিল আর চেয়ারে পাখা ঠক্ ঠক্ ক'চ্ছিল। তোর বক্তৃতায় সে ভারি মজে গিয়েছে। বাপের টাকা আছে, দ্যাখ যদি বিলাত যাবার যোগাড়টা ক'রে নিতে পারিস্; এখানে ত কিছু হ'চ্চে না। সোজায় ব্যারিষ্টার হয়ে আস্‌তে পার্‌বি।"

যদু একটু রোষ ও বিরক্তি প্রকাশে কহিল, "আরে যাঃ! তুই ভারি বকা!" সভায় উপস্থিত মহিলাদের নিয়ে এ সব বিদ্রূপ অভদ্রোচিত। আমি এ পছন্দ করি না।"

বিনোদ আর কথা কহিল না। কত দূর গিয়া যদু জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বিনোদ, ঐ মহিলাটি কে?"

"কোন মহিলাটি?"

"ঐ যিনি—"

"যিনি কি?"

"ঐ তুই যার কথা বল্‌ছিলি।"

"সেত দারুণ অভদ্রতা ক'রেছিলুম, আবার সে কথা কেন?"

"না—বলি, পরিচয়টা জান্‌তে ত দোষ নাই।"

"অপরিচিতা ভদ্র মহিলার পরিচয় জানবার জন্যই বা এত উস্‌খুসি কেন?" মনটা বুঝি তিড়িং ফিড়িং ক'চ্চে, মুখে ব'ল্লেই হ'ল অভদ্রতা।"

"আরে যাঃ। তুই কি কেবল বকামো না ক'রেই পারিস্‌নি! একজন ভদ্র মহিলা সভায় এসেছিলেন, তিনি কে তা জান্‌তে চাওয়াই কি অন্যায় হ'ল?"

"সভায় ত আরও কয়েকজন ভদ্র মহিলা ছিলেন। তাদের পরিচয় ত জিজ্ঞাসা ক'চ্চিস না?"

"তুই কি সবাইকে চিনিস্?"

"একে যে চিনি তাই বা কে ব'ল্লে?"

"অমন রাজ-কন্যার মত চেহারা, সুন্দর বেশ-ভূষা। মোটরে চ'ড়ে বাপের সঙ্গে চলে গেল, এতে সে যে বড় বাপের মেয়ে তা কি অনুমানে বলা যায় না?"

"তবে চিনিস্ না?"

"আমি কোত্থেকে চিন্‌ব। তবে বলিস্ ত খোঁজে লাগি। ঘটক বিদায় কিছু দিস্?"

"আবার বকামো—যাঃ। এসব কথা বল্‌তে তোর কি একটু লজ্জা হয় না?"

বিনোদ উত্তর করিল, "লজ্জার এমন কি কথা! তোরও বে হবে ও মেয়েরও বে হবে। না হয় এ শুভ যোগটা তোদের দুজনের মধ্যেই হ'ল! আর পছন্দ না হয়, না কর্‌বি! দুটো কথায় এমন বয়ে গেল কি! আমি ত আর কোন অসঙ্গত কি অসম্ভব সংযোগের কথা ব'লছিনি?"

যদু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "অসঙ্গত না হ'ক, অসম্ভব!"

বিনোদ উত্তর করিল,—

"সম্ভব হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রমা
অসম্ভব যত্নে ব্যর্থ যদুর বাসনা।"

যত্ন কর, যত্নে রত্ন মেলে। অসম্ভব সম্ভব হয়। আর অসম্ভব কথা কি দাদা তোমার মুখে মানায়?

"সভায় বক্তৃতাকর বজ্র ধর বুকে,—অসম্ভব সাধনায় সিদ্ধি তব মুখে!"

যদু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস কষ্টে চাপিয়া শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে একটু মৃদু হাসিল। এমন সময়ে মেসের আর দুইটি যুবক বৌবাজার হইতে খুব বড় দুইটি গঙ্গার ইলিস্ কিনিয়া লইয়া তাহাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। উভয়েই ক্ষুধার্ত্ত, সম্মুখে মেসাভিমুখগামী যুগল গাঙ্গেয় ইলিস্। সুতরাং উভয়ের রসনাই তৎপ্রতি প্রীতিরসেই সিক্ত হইয়া উঠিল। তদালোচনাই গড় গড় চলিতে লাগিল। যতই উচ্চ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবর্ত্তিনী হউক, অধুনা কোন মানব-বৎসার আলোচনা আর সে রসনাযুগলে উত্থিত হইল না।

২

ভোজনের পূর্ব্বে সুস্বাদু ভোজ্যের কল্পনা ও আলোচনা আর যতই চিত্ত

বিকৃতি কারিণীই হইয়া উঠে; অন্তত চিত্তাকর্ষিণী চিত্তোন্মাদিনী শক্তি তার আর থাকে না। সুপক্ক গাঙ্গেয় ইলিস-রসে পরিতোষ পূর্ব্বক থালিকা-পূর্ণ অন্নরাশি উদরসাৎ করিয়া যদু যখন শয়ন করিল, তখন সেই ইলিসের স্মৃতি আদৌ তাহার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিল না,—তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনাও তাম্বুল-রসপূর্ণ রসনায় উঠিল না,—আর সকলেই তখন শায়িত ও নিদ্রিত হইতেছে; আলোচনা করিবেই বা কাহার সঙ্গে?—যদু শুইল—শুইয়াই সেই সভার কথা, সেই বক্তৃতার কথা, সেই বক্তৃতা-মুগ্ধা স্মিত-বদনা সুরূপা মহিলার কথা তার মন ভরিয়া উঠিল; যদুর প্রাণটা কেমন নাচিয়া উঠিল। বুক হইতে কেমন একটা পুলকের প্রবাহ তার গুরুভোজন-ক্লিষ্ট দেহ ভরিয়া ছুটিল। যদু উঠিয়া বসিল, দীপ জ্বালিল,—আরসী খুলিয়া মুখখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। ব্রুস লইয়া চুল গুলি আঁচড়াইল,—আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মুখখানা আরও ভাল করিয়া দেখিল। কিন্তু দর্পনে প্রতিবিম্বিত সেই মুখখানা গঠনসৌষ্ঠবে কিম্বা সু-বর্ণ লাবণ্যে বিশেষ রমণীরঞ্জন বলিয়া তার মনে হইল না। বস্তুতঃ যদু বড় সুপুরুষ ছিল না। যৌবনেও বিশেষ কোন মনোরম লাবণ্য-বিকাশ তাহার দেহে ঘটে নাই।

যদু কৃষ্ণাভ শ্যামবর্ণ, তার শীর্ণ দেহ স্বাস্থ্যের পরিপুষ্টি বিহীন। ললাট জীর্ণতারে সঙ্কিত,—কোটরগত নয়ন ও শীর্ণ কুঞ্চিত কপোলের মধ্যবর্ত্তী চক্ষুদ্বয় যেন অনুচিত উন্নত বলিয়া মনে হয়। নাসিকা চলনসই,—অধরোষ্ঠ ও চিবুক লইয়া মুখের নিম্ন অংশটা কিছু বেশী দীর্ঘ। যদু এত খুটিয়া তার মুখ কখনও নিরীক্ষণ করে নাই; আজ করিল,—মনে মনে বিধাতাকেও কিছু নিন্দা করিল। ইহার উপর আবার যদু দেখিল, ললাট ও গণ্ডের স্থানে স্থানে কতকগুলি বয়োব্রণ আবির্ভূত হইয়া বদনখানিকে আরও শ্রীহীন করিয়াছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যদু সে গুলিকে খুব টিপিল। কিন্তু হায়, টিপে সেই রূপবৈরীদের অন্তর্দ্ধান হইল না, বরং আবির্ভবাটা আরও বিপুল-কায় হইয়া উঠিল। ক্ষুব্ধচিত্তে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যদু আরসী ফেলিয়া দিল। অলোক-সামন্যা সভাসীনা অজ্ঞাত নামধামা সেই নবীনা যে তার রূপে কখনও মুগ্ধা হইতে পারেন না, যদু তাহা বেশ বুঝিল। আহা! সেই মধুর হাসি, সেই মোহন মিঠা মাথা নাড়া, সে ত কেবল সুবক্তার প্রতি

সঞ্চারেব হাসি। বড় মধুর—বড় মধুর! সেই যে মাথা নাড়া,—আহা, সে কি যেমন তেমন নাড়া,—প্রাণ কাড়া ছাড়া কি মাথা অমন মিঠে নড়ে! রমণীর চিত্ত নিশ্চয়ই যদুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে,—ইহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কিসে হইল? তার ত রূপ নাই, বরং রূপের বিকৃতিই আছে। তবে কিসে রমণীরঞ্জন হইতে পারে। যদু ভাবিল, ভাবিয়া তার মনে পড়িল, রূপ ব্যতীতও পুরুষ সুরূপা ও প্রেমের অধিকারী আর এক গুণে হইতে পারে, সেটি বীরত্ব,—যেমন সুভ্র কুসুম শোভা, অতুলন রূপ-প্রভাময়ী ডেস্‌ডিমোনার প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন,—কদাকার কৃষ্ণবর্ণ মূর ওথেলো। যদু আশ্বস্ত হইল। বঙ্গালী বীরজাতি নহে, বক্তার জাতি। বক্তৃতা-শক্তিই বাঙ্গালীর বীরত্ব। বাঙ্গালী বক্তৃতায় কত মরে, কত মারে কত সঙ্কটে পড়ে, কত আত্ম-বলিদান করে, কত কত মহা বিপদ, দুঃসহ উৎপীড়ন শিরে তুলিয়া লয়। বক্তৃতায় এমন বীরত্ব কোন্ জাতি কোথায় দেখাইতে পারে? বক্তৃতাতেই যদি বাঙ্গালীর বীরত্ব, তবে বক্তাবীর বঙ্গযুবক যদুর বক্তৃতাবীরত্বে কেননা নারীচিত্ত মুগ্ধ হইবে? কেননা সে সেই অতুল সৌন্দর্য্যশালিনীর প্রেমের অধিকারী হইবে? যদু আশ্বস্ত হইল। আবার আরসীতে মুখ খানা দেখিল, বুকটান করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া শীর্ণ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিল। দূর হউক রূপ নাই থাকিল? বজ্র-ঘোর নির্ভীক নিনাদে ত সে সভা কাঁপাইতে পারে! বঙ্গীয় যুবক যদি কেহ কোন সুন্দরীর প্রেমলাভের যোগ্য হয়, তবে সে যদু। None but the brave, none but the brave, none but the brave, deserve the fair!

প্রফুল্লচিত্তে যদু দীপ নিভাইয়া শয়ন করিল। নিতান্ত সুপরিছন্ন সুখ শয্যা না হউক, সুখ-স্বপ্নে সুনিদ্রায় যদুর রাত্রি কাটিল।

৩

পরদিন যদু সেই অপরিচিতার পরিচয় অনুসন্ধানে বাহির হইল। বিভিন্ন কলেজের ও মেসের বহু যুবক ছাত্র যদুর পরিচিত ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে সভায়ও গিয়াছিল। যদু অনেকের কাছে গেল; কিন্তু কোথাও স্পষ্ট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল.না। কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। যদুর কেমন মনে হইল, সকলেই তার সেই অন্ত-

ছিঃ তারা কি মনে করিবে? মনে মনে তাহাকে উপহাস করিবে। যদু কোথাও সে কথা সাক্ষাৎভাবে উত্থাপন করিতে পারিল না। পরোক্ষে ইঙ্গিতে যাহা বলিল, তাহাতে কেহই যদুর মনের প্রশ্ন বুঝিল না। যদু ক্ষুণ্ণমনে বাসায় ফিরিল। দিনটা বড় উস্ খুস্ করিয়া কাটাইল। বিনোদ যদুর উস্‌খুসি দেখিয়া চাপিয়া চাপিয়া দিন ভরিয়া হাসিল। সে সভাতেই উক্ত মহিলার পরিচয় জানিয়া ছিল। বাহির হইয়া যদু যে হাঁ করিয়া মোটরের দিকে চাহিয়াছিল,—মোটর চলিয়া গেলেও যদু যে পথ পানে অন্‌-মনাভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তাও লক্ষ্য করিয়াছিল। যদুর ভাব দেখিয়া তাহাকে একটু জব্দ করিবে বলিয়া বিনোদ পথে মহিলার পরিচয় তাহাকে দিল না, বরং জানেনাই বলিল।

বৈকালে যদু আর বিনোদ বেড়াইতে গেল। রাস্তায় দেখিল, সেই মহিলা, সেই পরিণত বয়স্ক পুরুষটির সঙ্গে মোটর হাঁকাইয়া তাহাদেরই পাশ দিয়া ভোঁস্ ভোঁস্ করিয়া চলিয়া গেল। যদু বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। মুখও লাল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বয়োব্রণ-বিকৃত শীর্ণ শ্যামল গণ্ডে সে আভা লক্ষিত হইল না।

যদু বলিয়া উঠিল, "ঐ,—ঐ যে তিনি যাচ্চেন।"

বিনোদ যেন কিছু জানে না, এমন ভাবে কহিল, "কে?"

"কা'লকার সভার সেই মহিলা।"

"কোন মহিলা?"

"ওই যার কথা তুই বল্‌ছিলি!"

"কে, মেরী পার্ব্বতী ভোস্?"

"কে—কে!"

যদুর চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এবার একটা উজ্জ্বল আভা সেই শীর্ণ গণ্ডের শ্যামল চর্ম্ম ভেদিয়াও যেন উঠিল। বিনোদ একটু হাসিয়া কহিল, "মেরী পার্ব্বতী ভোস্।"

"তুই নাম জানিস্ তবে?"

"জানি বইকি!"

"কি ক'রে জান্‌লি?"

বিনোদ উত্তর করিল "ইচ্ছা থাক্‌লে, যত্ন কল্লে হাজার শক্ত হউক্, কি না

যদু মনে মনে আপনাকে ধিকার দিল। বিনোদ জানিল, আর সে দুপুর পর্য্যন্ত মেসে মেসে ঘুরিয়াও জানিতে পারিল না! ধিক্ তাহাকে! যত্নে একটি স্ত্রীলোকের পরিচয় জানা যাইবে না একি কথা! এও একরূপ উদ্যম বিহীনতা কাপুরুষের লক্ষণ, এরূপ কাপুরুষতা করিলে এমন মুখ চোরা হইলে, কি প্রকারে যদু সেই রমণীরত্নের যোগ্য হইবে। যদু মনে মনে সংকল্প করিল, সভায় যখন সে এমন বক্তা, সভার বাহিরে ও ঘরে সে অলস, মুখ চোরা, পিছনেপড়া হইয়া থাকিবে না।

যদু নাম হইতে বিনোদের কাছে মহিলার অন্যান্য পরিচয় জানিল।

যে পরিণত বয়স্ক পুরুষটির সঙ্গে মহিলা মোটরে চড়িয়া কাল সভা হইতে গিয়াছিলেন, তিনি মিষ্টার ভি, ভি, ভোস্, (বাবু বীরেন্দ্র বিহারী বসু),—উচ্চ পদস্থ ঐশ্বর্য্যশালী বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি। ভোস্ কলিকাতা-বাসী কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির একমাত্র পুত্র। পিতার একটু সায়েবী টান ছিল। প্রথম বয়সেই পুত্রকে শিক্ষার্থ বিলাতে পাঠান। ৭।৮ বৎসর পরে ভোস্ ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ব্যবসায়ে কখনও বিশেষ মন দেন নাই, অর্থ প্রাচুর্য্যে তাহার বড় প্রয়োজনও হয় নাই। কিছু অতি-রিক্ত মাত্রায় সাহেবী ও সাহেবী সৌখিনতার পক্ষপাতী হইলেও ভোস্ মোটের উপর বেশ সহৃদয় ও উদারচেতা ব্যক্তি। মেরী পার্ব্বতী ইঁহার একমাত্র কন্যা। আর দুইটি পুত্র আছে,—তাহারা বাল্যাবধি বিলাতে শিক্ষালাভ করিতেছে।

আর যা হউক তা হউক, মেয়ের নাম মেরী পার্ব্বতী,—একি অদ্ভুত নাম! সকলের মনেই এই প্রশ্ন হইতে পারে, ইহার এমন একটা নাম কেন? অবশ্য বাঙ্গালী কন্যার ইংরেজী নাম রাখা, অথবা ইংরেজি বাঙ্গলা দুই নাম মিশাইয়া রাখা,—এটা কিছু নুতন নয়। এমন কত আছে। কিন্তু দুইটা নামে একটা সামঞ্জস্য চাই ত? ভোস্ বিলাতে শিক্ষিত, উন্নতজীবন, সুমার্জ্জিত রুচির লোক। তিনি কিনা অমন সুন্দর ইংরেজী 'মেরী' নামের সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন, অতি সকেলে বিশ্রী একটা অসভ্য নাম 'পার্ব্বতী!' এ কি নাম!

আসল কথা ভোস্ বাল্যাবধিই বঙ্গসমাজ হইতে দূরে রক্ষিত। বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গলার কাব্য সাহিত্যাদির মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধও অতি সামান্য। বঙ্গীয় নারী নর বালিকা বালকের কোন নামটা সেকেলে, কোনটা একেলে

অমার্জ্জিত, এ সব জ্ঞান বা ধারণা তাঁহার আদবেই নাই। দার্জ্জিলিং পাহাড়ে অবস্থান কালে তাঁহার কন্যার জন্ম হয়। কোন বন্ধু হাসিয়া বলিয়া ছিলেন, তোমার কন্যা পর্ব্বতে জন্মিল; সুতরাং এটী "পার্ব্বতী!" কথাটা ভোসের মনে লাগিল। তাই নামকরণের সময় মেরীর সঙ্গে পার্ব্বতী মিশাইয়া রাখিলেন। আর হিসাব করিয়া দেখিলে পার্ব্বতী নামটা এমন সেকেলেই বা কেন হইবে! মেরী নামও আজকার নয়, সে কবে দুই হাজার বৎসর আগে যিশুখৃষ্টের জননীর নাম ছিল মেরী। আবার এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরীর নামও মেরী। এতাবৎকাল রাণী হইতে চাকরাণী পর্য্যন্ত কত নারীর নামই যে মেরী রাখা হইয়াছে, তাহা গননা সম্ভব হইলেও শেষ করা যায় না। এতকাল ধরিয়া এত নাড়া চাড়ায় মেরী নাম যদি পুরাণ না হইল, তবে 'পার্ব্বতী' নামটারই বা এমন কি অপরাধ হইল? তার পর পর্ব্বতরাজ হিমচল-দুহিতা বলিয়া ভগবতীর আর এক নাম 'হৈমবতী'। সেটা ত কেহ সেকেলে বা বিশ্রী বলে না। কত একেলে ধরণের লোকও আদর করিয়া কন্যার নাম 'হৈমবতী' রাখিয়া থাকেন। তবে 'পার্ব্বতী'তে এমন দোষ কি? আসলে দোষ কিছু নাই, দোষ যে ভাবি সে আমাদের মনের দোষ, রুচির দোষ; নামটায় দূষ্য কিছুই নাই।

৪

যদু নাম শুনিল, পরিচয় পাইল, একবার দেখিয়াছিল, আবারও দেখিল! যদুর ছোট প্রাণটা বড় আকাঙ্ক্ষার আবেগে ফাটো ফাটো হইয়া উঠিল। যদু হেটে চলে, সে হাটা আর তার নাই, দুটি পা যেন তর তর ফর ফর করিয়া নাচিয়া চলে। যদু কথা কয়, সে কথা আর নাই,—যদুর কথা নাচে, মুখ নাচে, চোক নাচে। বিনোদ হাসিল। যদু ভাবিল, আর এ দেশের শিক্ষায় আপনাকে রুদ্ধ সে করিবে না; সে বিলাত যাইবে,—নিদেন ব্যারিষ্টারটা হইয়া আসিবেই। নতুবা ইহার বামে ভোস-নন্দিনী মেরী পার্ব্বতীর পতিত্বের দাবী কি প্রকারে করিতে পারে? কিন্তু খবর কোথায় পাইবে? যদুর মনে পড়িল, বিনোদের সেই কথা—

'সভায় বক্তৃতা কর বজ্র ধর বুকে,
অসম্ভব সাধনায় সিদ্ধি তব মুখে?'

সাধনায় সাধকের যদি অপার্থিব নিত্য ধন মিলে, তার কি ছার পার্থিব নশ্বর ধনও মিলিবে না? অবশ্য মিলিবে! নহিলে কি ছার তার সাধনা। কিন্তু তা যেন মিলিল, বিলাত হইতে ত সে এক দিনেই ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিতে পারিবে না? আলাদিনের মত মুহূর্ত্তে অঘটন ঘটন পটিয়ান কোন দানবের আনুগত্য তার নাই, পাইবার কোন সম্ভাবনাও নাই। কয়েক বৎসর বিলাতে থাকিতে হইবে। ইহার মধ্যে যদি মেরী পার্ব্বতীর পাণি প্রার্থী কেহ উপস্থিত হয়? দীর্ঘ অদর্শনে মেরী পার্ব্বতীর, তাহার প্রতি সঞ্চারীয়মান অনুরাগ ক্ষীণ হইয়া অনুরাগান্তরে পরিণত হয়,—সর্ব্বনাশ! তবে কি হইবে? যদু ভাবিল, এরূপ দুঃসাহস কোন ক্রমে সঙ্গত নহে। ঘন দর্শনদানে ও ঘন বক্তৃতাশ্রবণে এই অঙ্কুরিত অনুরাগকে ঘনীভূত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। তাহাতে আর একটী লাভও হইবে। বিলাত গমনাভিলাষ পরিপূরণ সাহায্যে অর্থ সংগ্রহও সহজ সাধ্য হইবে, ভোস্ যদি কন্যার অনুরাগে বাধ্য হইয়া তাহাকে ভাবি জামাতৃপদে মনোনীত করেন, তিনি তাহার বিলাত শিক্ষার ব্যবস্থাও অবশ্য করিবেন।

রাত্রি ভরিয়া শুইয়া শুইয়া, গড়াইয়া গড়াইয়া, কখনও জানালা খুলিয়া বসিয়া যদু ঐরূপ কত ভাবিল। ভাবিয়া আপত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সংকল্প স্থির করিল।

পর দিন সকালে উঠিয়াই যদু গোঁফ কামাইল, আজকাল বিলাতে যাহারা যায়, তাহাদের বদন সুধাকর সচরাচর গুম্ফ-কলঙ্ক বিবর্জ্জিতই দেখা যায়। তাহাদের অনুকরণে অনেক যুবকই আজকাল গুম্ফমুণ্ডিত ভট্টাচার্য্য-বদন-শোভার অনুরাগী হইয়াছেন। যদুনাথ এ পর্য্যন্ত এবম্বিধ কোন প্রয়োজন অনুভব করে নাই—এখন করিল।

যদু গোঁফ কামাইল, কদর্য্য তৈল ছাড়িয়া সাবান ধরিল। হাটু পর্য্যন্ত লম্বা নূতন ফ্যাসানের জামা প্রস্তুত করিল। চাদর ত্যাগ করিল, নেকটাই কলার প্রভৃতি সমেত একস্যুট সাহেবী পোষাকও সংগ্রহ করিল। ২।১ শিশি এসেন্সও কিনিল। বিলাত প্রত্যাগত যুবকদের মধ্যে খুব আনা গোনা আরম্ভ করিল। এন, ডট্ (নবীন দত্ত) নামক তাহাদের মেসের কোন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছিল। এই যুবক ভোসের কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় পুত্র। বিলাত গমনে ভোস্ ইহাকে কতক অর্থ সাহায্যও

খানা খাইত, মেরী পার্ব্বতীর গান বাজনা শুনিত। যদু ডটের সঙ্গে পারিচয়টা ভাল করিয়া ঝালাইয়া লইল। যখন তখন তার বাড়ী যাইত, গল্প সল্প করিত। ক্রমে তাহার সহায়তায় ভোসের বড়ীতেও তার প্রবেশাধিকার জন্মিল। মেরী পার্ব্বতী বড় মধুর হাসিয়া তাহার বক্তৃতার প্রশংসা করিল। স্বহস্তে চা দিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিল। সেই চার পেয়ালার স্পর্শ, আহা সে যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ স্পর্শ করিল। যদুর বুকটা দশ হাত উচু হইয়া লাফাইয়া উঠিল। এখন আর তাকে পায় কে? সিদ্ধি প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

৫

এ দিকে গ্রামে যদুর পিতা কোন সদ্বংশজাত দরিদ্র-গৃহস্থ-কন্যার সঙ্গে যদুর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। এ সম্বন্ধে পুত্রের মত জানার যে কিছু প্রয়োজন থাকিতে পারে, এরূপ তাঁহার মনেও হইল না। তিনি জানিতেন বিবাহটা কাহারও নিজের করণীয় নহে। পিতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, জ্যৈষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবক কর্তৃকই দেয়। যতদুর জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পিতৃ পিতামহগণের বিবাহ এইরূপেই হইয়াছে। প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, পরিচিত ও আত্মীয়স্থানীয় গ্রামান্তরবাসী সকলেরই বংশ পরম্পরায় এইরূপেই বিবাহ হইয়া আসিতেছে। ইহার যে অন্যথা কিছু হইতে পারে, এরূপ তাঁহার কল্পনায়ও কখন আইসে নাই।

যদুর পিতা বিশ্বনাথ তরফদার কতকটা সেকেলে ধরণের গ্রাম্য গৃহস্থ, সামান্য কিছু খামার ও পত্তনি জমি আছে; যৎসামান্য লগ্নী কারবারও আছে; আবার নিকটবর্ত্তী জমিদারের কাছারীতেও কাজ করেন। মোটের উপর অবস্থা নিতান্ত অস্বচ্ছল নহে। পিতামাতার সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সামান্য রকমে গরীবানা ভাবে দুর্গোৎসব এবং অন্য দুই একটা পাল-পার্ব্বণ সাধারণ ভাবে করিয়া, মোটা ভাত কাপড়ে সংসার বেশ চালাইতেছেন। আবার যদুকে কলিকাতায় পড়ার খরচও দিতেছেন। বড় কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাও মনে রাখেন না। পুত্র যদিও কলেজে পড়ে, বিবাহে রাজকন্যাসহ কাহারও অর্দ্ধ রাজত্ব লাভের বাসনা কখনও তাঁহার মনে ওঠে নাই। নিজে যেমন, তেমনই কোন সমান ঘরের গৃহস্থ কন্যা আসিয়া তাঁহার ঘরের মোটা চালে, মোটা

তাঁহার গৃহিণী অন্নপূর্ণার সহায়তা করিবে, এইরূপ কোন চলনসই সুরূপা শ্যামাঙ্গী কন্যা তিনি পুত্রবধূত্বে মনোনীত করিয়া পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

সম্বন্ধের কথা এবং বিবাহের আয়োজন যথা সময়ে কলিকাতায় যদুর গোচরে আসিল। যদু রাগিয়া আগুণ হইল। সন্ধ্যার শীতল বায়ুতে গোলদীঘির চারি পাড়ে কয়েক পাক দ্রুত ঘুরিয়া গরম মাথাটা কিছু ঠাণ্ডা করিল। পরে বাসায় ফিরিয়া পিতাকে এক পত্র লিখিল। ঠাণ্ডামাথায়ও কলমে যে ভাষা বাহির হইল, তাও যথেষ্ট উষ্ণ। ভাগ্যে দিনে যদু পত্র লিখে নাই, তাহা হইলে অগ্নি-গিরিতুল্য মস্তিষ্ক নিস্থত অত্যুষ্ণ দ্রব-ধাতুবৎ ভাষায় নিশ্চয়ই তার গ্রাম্য লাউ কুমড়ার তরকারীর মত ম্যাজ ম্যাজে নরম পিতা একেবারে শুষ্ক কৃষ্ণ অন্ধকারে পরিণত হইতেন।

যদু পিতাকে জানাইল,—বিবাহ সে করিবে, তাহার পিতা করিবেন না। বিবাহিতাকে লইয়া যদুকেই জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহার পিতাকে হইবে না। যদু উচ্চশিক্ষিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ উদ্যমশীল যুবক, তাহার সম্মুখে অতি বিস্তৃত জীবনক্ষেত্র অতি মহৎ কর্ম্মসমূহের ফসল তুলিতে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। এই ক্ষেত্রে এমন কঠোর উন্নত কর্ত্তব্য-সাধনে তাহার সহায়তা করিতে পারে, এমন উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতপ্রাণা মহৎকর্ত্তব্য ধারণায় সক্ষমা কোন পরিণত বয়স্কা বুদ্ধিশালিনী নারী ভিন্ন তাহার জীবনের সঙ্গিনী আর কেহ হইতে পারে না। কোন্ বুদ্ধিতে, কোন্ সাহসে ধৃষ্ট পিতা একটা অসভ্যা অপরিণতা অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা তাহার জন্য মনোনীত করিলেন? সামান্য কাপড় চোপড় জুতা ছাতাটা সকলে নিজে পছন্দ করিয়া কেনে, পিতার মতের অপেক্ষা রাখে না,—ইহা দুদিনের, দুদিনেই ছিঁড়িয়া হারাইয়া নষ্ট হইয়া যায়, ইচ্ছামত ফেলিয়া দিয়া ফের কেনা যায়। আর স্ত্রী,—যাহাকে লইয়া চিরজীবন,জীবনের ব্রতপালন করিতে হইবে, যে ছিঁড়িবার, হারাইবার, ফেলিয়া দিবার, ইচ্ছামত বদলাইবার জিনিষ নহে, তাহার নির্ব্বাচনে নিজের কোন কণ্ঠ (Voice) থাকিবে না; যে কোন অজ্ঞ অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত বুদ্ধি উন্নত রুচি বিহীন পিতৃনামধারী ব্যক্তি, যোগ্য শিক্ষিত মার্জ্জিত বুদ্ধি উন্নতরুচি পুত্রের জন্য তাহা নির্ব্বাচিত করিবেন? ইহার মত অস্বাভাবিক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? পিতার একটু বুদ্ধি থাকিলে

তাহার বিবাহ তাহার নিজের যখন যেখানে সুবিধা ও সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে, তখন সেইখানে করিবে। পিতা যেন এ সম্বন্ধে কোনও অনধিকার-চর্চ্চা না করেন। ইতি—

প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তরফদার মহাশয় গৃহের দাওয়ায় একটী ছিন্নপ্রান্ত পুরাতন অর্দ্ধ মলিন মাদুরে বসিয়া সম্মুখে হাতবাক্সটি রাখিয়া চোখে চসমা বাঁ হাতে হুকা, ডান হাতে কলম লইয়া হিসাব পত্র দেখিতেছেন এমন সময় ডাকহরকরা আসিয়া যদুর পত্র দিয়া গেল। তরফদার মহাশয় হুকাটী ও কলমটি যথাস্থানে রাখিয়া পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া ভ্রুকুটি করিলেন। বিরক্তিব্যঞ্জক বদন বিকৃতি সহ পত্র খানা অবজ্ঞায় এক ধারে ফেলিয়া আবার হুকাটি লইয়া মুখে ধরিলেন; আস্তে আস্তে একটু একটু ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বংশতিলক পুত্রের ব্যবহার ও তৎসম্বন্ধে নিজের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা ঘাটে বাসন মাজিতে মাজিতে ফিরিবার পথে হরকরাকে দেখিয়াছিলেন। পত্র যা আসে, তা প্রায় যদুরই; আর কার আসিবে? তিনি সত্বর বাসন মাজিয়া ঘরে ফিরিলেন। মাজা বাসনগুলি ক্ষিপ্রহস্তে ঘরে রাখিয়া একটু তামাকু ভস্ম দশনে ঘর্ষণ করিয়া ও তামাকুচূর্ণ-মুখামৃত-অঙ্গুলী পশ্চাৎ বস্ত্রে মার্জ্জনা করিয়া ঘরের বেড়ায় পিক ফেলিয়া, বহুপরিমাণ সেই রস নিক্ষেপ করিয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তামাকু ধূম্রমণ্ডল সম্মুখে স্বামীর বিষণ্ণ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অন্নপূর্ণা কিছু চিন্তিত হইলেন। শেষে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা? যদু কি লিখেছে?" তরফ-দার ভ্রূকুঞ্চিত বিকৃতমুখে ঈষৎ ক্রোধ মিশ্রিত বিরক্তিসহ উত্তর করিলেন, "লিখেছে আমার মাথা, আর তোমার মুণ্ড।"

স্বামীর মাথা আর নিজের মুণ্ড যথাস্থানেই আছে, পুত্রের পত্রে তাহা কি প্রকারে লিখিত হইতে পারে, অন্নপূর্ণা তাহা কোনও মতে বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, কি হয়েছে? কি লিখেছে? ষাট, কোন ব্যামো পীড়ে ত হয় নি! আহা, বাছা আমার একলা সেই দূরদেশে পড়ে আছে। কেই বা দেখে শোনে, কেই বা ভাল করে একটু রেঁধে দেয়,—"

"ওগো ব্যামো পীড়ে কিছু হয় নি? ও ছেলে মরবার নয়।" "বালাই। বালাই। অমন কথা মুখে আনতে আছে! আহা, বাছা আমার ষেঠের

কোলে একশ যাট বছর প্রমাই লয়ে বেঁচে থাক। তা কি হয়েছে! কি লিখেছে বল না? তোমার কথা শুনে যে আমার গা কাঁপছে।"

"তা শুন্‌লে আরও গা কাঁপ্‌বে, এখন ভাবনার হয়েছে কি? লিখেছে তার বিয়েতে আমরা কোন অনধিকার চর্চ্চা না করি।"

অন্নপূর্ণা অতি বিস্ময়ে উত্তর করিলেন, "অনেক আদার চচ্চড়ি! ওমা সে কি? বিয়েতে কেন তা কর্ত্তে যাব! কেই বা তা ক'রে থাকে! আর সে ব্যামো হলেও মোটে আদার গন্ধ, আদার ঝাল সইতে পারে না, আর বিয়েতে তাকে খাওয়াব অনেক আদার চচ্চড়ি? এও কি কখনও হয়!"

"ওগো, অনেক আদার চচ্চড়ি নয়। আর এমন অবোধ নিয়েও প'ড়েছি?"

"তবে কিসের চচ্চড়ি?"

"ওগো চচ্চড়ি ফচ্চড়ি কিছু নয়—চর্চ্চা,—অনধিকার চর্চ্চা। লিখেছে—তার বিয়েতে আমরা অনধিকার চর্চ্চা কিছু না করি।"

"সে কাকে বলে?"

"এই যা করবার নয়, তাই করা।"

"ওমা তার বিয়েতে আমাদের কিছু করবার নেই ত কার আছে?"

"সেই নিজেই সব কর্‌বে?"

"নিজে ক'রবে! ওমা সে কি? বিয়ে দেবে কে? সম্বন্ধ করবে কে? এ সব ত বাপ মায়েই করে। নিজে কে কোথায় করে থাকে।"

তরফদার উত্তর করিলেন, "ওগো তোমার ষেটের বাছা রত্ন ছেলে, সাহেব হ'য়েছেন, বাপ মার বাছা মেয়ে তিনি নেবেন না; বাপ মার দেওয়া বিয়ে তিনি কর্‌বেন না। নিজে দেখে শুনে সায়েবী এক ধেড়ে মেয়ে বিয়ে ক'রবেন। নইলে তার জীবন-ক্ষেতে ফসল কাটা হবে না?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "ওমা! ও কেমন কথা! বউ নিয়ে কেন ক্ষেতে ফসল কাট্‌তে যাবে। তবে কি কোন চাষার ঘরের ধেড়ে মেয়ে বিয়ে কর্‌বে! আবার বল্‌ছ সায়েব হয়েছে। তা সায়েবরা কি মেম নিয়ে ফসল কাটতে যায়!"

"ওগো তা নয়, তা নয়, তুমি বুঝছো না। ও সব পত্রের ভনিতে। আসল, খিষ্টেনী মতে একটা খিষ্টেন মাগী বিয়ে কি নিকে যা হয় ক'রে, খিষ্টেনী চালে থাক্‌বে?"

এবার অন্নপূর্ণা কথাটা প্রণিধান করিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে আভিভূত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "ওমা কি সর্ব্বনাশ গো! কি হবে! অ্যাঁ! যদু যে আমার সবে ধন নিলমণি গো! সে খিষ্টেন হবে! বউ নিয়ে ঘর কর্ত্তে পার্‌বো না! নাতি নাতকুড়ের মুখ দেখবো না। ম'লে জল পিণ্ডি পাব না! ও মা! কি হবে গো, যদু আমার শেষে এই সর্ব্বনাশ কল্লে। পরে আমার ইহকালে ঘর সংসার, পরকালে জল পিণ্ডি সব ফুরিয়ে গেল গো!"

অন্নপূর্ণা স্বর তুলিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন। তরফদার ধমকাইয়া তাহার স্বরে বিনান রোদন বন্ধ করিলেন। অগত্যা অন্নপূর্ণা ফ্যাঁৎ ফোঁৎ করিতে করিতে ঘরের মেঝে বসিয়া খুঁটিতে ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া তথাবৎ অর্দ্ধ প্রকাশিত দুর্ব্বলনীয় শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণার উচ্চকণ্ঠে রোদনধ্বনি কোন কোন গৃহকর্ম্ম-নিরতা প্রতিবেশিনীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা যদুর বুঝি কি হইল ভাবিয়া ত্রাসে যার যার হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে অন্নপূর্ণাকে ঘিরিয়া বসিয়া বহু প্রশ্ন করিলেন। অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অঞ্চলপ্রান্তে নয়নের অশ্রু, নাসিকার শ্লেষ্মা মুছিতে মুছিতে যথা সাধ্য অবস্থা বর্ণনা করিলেন। প্রতিবেশিনীরাও মোটের উপর ব্যাপারটা বুঝিল, বুঝিল যদুর খ্রীষ্টানী মত হইয়াছে, বাপ যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহ সে করিবে না। আপনার খৃষ্টানী পছন্দমত বিবিয়ানা ঢঙ্গের ধেড়ে মেয়ে খৃষ্টানীমতে বিবাহ করিবে। গায় হলুদ বরযাত্র বৌভাত প্রভৃতি কোনও উৎসব বাড়ীতে হইবে না। জুতা টুপি পরা বিবি বউ এ বাড়ীতে পদার্পণ করিবে না। আহা আবাগী যদুকে চক্ষে কখনও দেখিবে না। আহা! এক ছেলে, আর নাই, মরিলে এক গণ্ডুষ জলই বা কে দিবে! আহা জল জল করিয়া বৈতরনীর পরপারে মিন্সে মাগীতে শুষ্ক ধূলায় লুটাইয়া মরিবে! নিতান্ত পাপের ফল নহিলে এমন অপদার্থ ছেলেও কেহ পেটে ধরে!

সকলে এমন কত আলোচনা করিলেন। আরও কত এমন বৃথা পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। শেষে সকলের এই মন্তব্য স্থির হইল, যদুর জনকজননীর ইহকালে পুত্রবধূ পৌত্র প্রপৌত্রাদি লইয়া সংসারের এবং পরকালে জল পিণ্ড

ভাবিয়া আর ফল কি? এখন কাশীবাসী হওয়াই বিধেয়। আর ছাই সংসারে জড়াইয়া থাকা কিসের জন্য!

এইরূপ মন্তব্য করিয়া যদুর মাতাকে নিষ্ফল রোদন না করিয়া কাশী বাসের আয়োজন করিতে উপদেশ দিয়া, যদুকে যার যা মুখে আসিল গালি দিতে দিতে প্রতিবেশিনীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিলেন।

* * * * *

বিনোদ এই সময় একবার বাড়ী আসিয়াছিল। আজকাল রেল ষ্টীমারে পথ বড় খাটো করিয়া দিয়াছে, কলিকাতা প্রবাসী ভদ্রগণ ইচ্ছামত যখন তখন বাড়ী যাইতে পারে এবং গিয়াও থাকে। বলা বাহুল্য নববিবাহিত যুবকগণের সদা সর্ব্বদা এইরূপ বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন হয়, বরং সে প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে কাহারও কোন অবহেলা বা অলঙ্ঘ্য বাধাও দেখা যায় না। বিনোদ বিবাহিত, গৃহে তরুণী প্রণয়িনী, সুতরাং সে মধ্যে মধ্যে বাড়ী যাইত। যদুর গৃহে মাত্র প্রাচীন পিতামাতা, সুতরাং সে অনর্থক পথের ক্লেশ সহিয়া ও অর্থব্যায় করিয়া বাড়ী যাইত না। এক লম্বা ছুটিতে না আসিলে নয়, তাও প্রতি বৎসরই পরীক্ষা, পরীক্ষার পড়ার ছুতা দেখাইয়া কোন কোনবার সে কলিকাতায়ই রহিয়া যাইত।

তরফদার মহাশয় বিনোদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিনোদ আসিলে তাহাকে যদুর পত্র দেখাইলেন। বিনোদ পত্র পড়িয়া একটু হাসিল। তরফদার জিজ্ঞাসিলেন, "কি বাপু, ব্যাপারটা কি খুলে ব'লতে পার? কারও সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক ক'রে ফেলেনি ত?"

বিনোদ কহিল "না, অতটা কিছু হয়নি। তবে মাথায় একটা খেয়াল ঢুকেছে,—তা ভাব্‌বেন না, খেয়াল শীঘ্রই ভেঙ্গে যাবে।"

"যাবে ত?"

"ঠিক যাবে, আপনি ভাববেন না। কদ্দিন ধ'রে বেজায় একটা অসম্ভব রকম পাগলামো মাথায় এসেছে। যখন ভুলটা বুঝবে, সব খেয়াল ছেড়ে যাবে।"

"কি ভুল হ'য়েছে বাবা, তা তোমরাই জান। তা, তোমরা কি একটু বুঝিয়ে সে ভুলটা ভাঙ্গাতে পার না?"

বিনোদ উত্তর করিল,

"অনেক আদার চচ্চড়ী ওমা সে কি গো ?"

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

চ'লেছে, শীঘ্রই আপনিই ভাঙ্গবে, তার আগে স্বয়ং চাণক্য এসেও তা ভাঙ্গতে পারবেন না।"

তরফদার কহিলেন, "তা, এদিকে যে বিয়ের সম্বন্ধটা ক'রেছি, তাদেরই বা কি বলি? কবে মতি ফির্‌বে?"

বিনোদ কহিলেন, "আপনি সম্বন্ধ ঠিক রাখুন। দরকার হয় একটু তারিখ পিছিয়ে দেবেন। তারও বোধহয় দরকার হবেনা। আমিও দেখ্‌বো, যদি অবস্থাটা একটু এগিয়ে দিতে পারি।"

বিনোদের কথায় তরফদার মহাশয় অনেক আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু গৃহিনীকে এ সব কিছু বলিলেন না। আজ কালকার হিসাবে সুশিক্ষিত না হইলেও তরফদারের সাধারণ বিষয় বুদ্ধি এবং লোকচরিত্র-জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তিনি জানিতেন গৃহিণীর কর্ণে এই ভরসার কথা প্রবেশ করিবামাত্র তাহা গৃহিণীর মুখ হইতে প্রতিবেশিনীদের মুখে, এবং প্রতিবেশিনীদের মুখ হইতে গ্রামবাসিনীদের মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত, আলোচিত, বহুধা অতি বর্দ্ধিত ও বহু অলঙ্কারে বিভূষিত হইবে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছিবে। কলিকাতায় যদুর কাণে নিশ্চয় যাইবে। বিনোদ যদি কিছু এ সম্বন্ধে সহায়তা করিতে পারে, তাহা আর হইবে না। তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। যদু নিজেও বিশেষ সতর্ক হইবে।

৬

যদু ভোসের গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। সহৃদয় ও অমায়িক ভোস যদুকে অনাদর করিতেন না। ছোঁড়াটা আসে আসুক—ক্ষতি কি? চা খায়, তা খাক না—তাঁর গৃহে চায়ের অভাব কি? কিন্তু যদু একটা বড় অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। সে যখনই যায় ডট্‌কে সেখানে দেখিতে পায়। মেরী পার্ব্বতীকে ডট্ ছাড়া কখনও পায় না। নির্জ্জনে সুধু দুজনে বিশ্রামালাপ ব্যতীত অনুরাগের পরিস্ফূরণ কি প্রকারে ঘটাইবে? সে যতই চেষ্টা করুক ডট্‌কে ছাপাইয়া বেশী কিছু কথা কহিবার অবসরই পায় না। ডটের মুখে যেন তুবড়ী বাজির ফুল্‌কি ছুটিতে থাকে। তার পর সে বিলাতের কথা, হোটেলের ল্যাণ্ডলেডীর কথা, তাহাদের যুবতী কন্যা ও চাকরাণীদের কথা, আরও কোথায় কোন্ পার্টিতে, কোন মিস্ মিসেস্ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে, এ দেশের নারীদের ন্যাকার জনক আচার ব্যবহার; সাধারণ

মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া পান্তা খাওয়া, আঁচল পাতিয়া শোয়া, প্রভৃতির বর্ণনা শুনিয়া কে কেমন হাসিয়াছে, ইত্যাদি কত আমোদ জনক কথা কহিত। কহিতও বেশ সরস রঙ্গে, মেরী পার্ব্বতী কত হাসিত, হাসিমুখে সব কথা শুনিত। হায়! যদু ইহার মধ্যে কি এমন কহিবে? কহিবার তাহার এমন কি আছে, যাহাতে মেরী পার্ব্বতীর চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। আর ছাই তার অবসরই বা কোথায়? যদু বড় উৎসাহে, কত আশা উৎসাহ লইয়া যাইত; কিন্তু প্রত্যহই কেমন একটা বিষাদ ময় নিরাশার ভার লইয়া মনে মনে ডটের মুণ্ডপাত করিতে করিতে বাসায় আসিত।

আলাপের ত জুত হইতেছেই না। ছাই সভা সমিতির কোথাও কোন ঘটনাতেও যেন মড়ক লাগিয়াছে। তারও কোন সুবিধা জুটিতেছে না, তাহা হইলেও যাহা হউক, দুই চারিটা অগ্নিময় বক্তৃতায় মেরী পার্ব্বতীর মনের সেই কেবল উন্মেষিত অনুরাগটা জ্বালাইয়া রাখিতে পারিত। তাহাও একেবারে ছাই-চাপা পড়িয়া নিভিবার মতই হইল। ওদিকে আবার হতভাগ্য ডটটা আসিয়া উল্টাটান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদু যার পর নাই অশান্তিতে কাল যাপন করিতে লাগিল।

বিনোদ একদিন যদুকে জিজ্ঞাসা করিল, "যদু, কত দূর এগুলে?"

যদু বিস্ময় চকিত ভাবে কহিল, "কিসের?"

"বলি আমরা কি আর চালের ভাত খাইনা? তুমি কিসের জন্য, কোথায় কি ভাবে ঘুর্‌ছো, তাকি আর কিছুই বুঝিনা?"

"কোথায় কি জন্যে ঘুর্‌ছি?"

"ভোসের বাড়ীতে যে বড় ঘনঘন যাতায়াত আরম্ভ ক'রেছ!"

"সে বন্ধুভাবে যাই আসি; মিষ্টার ভোস্ বন্ধুভাবে শ্রদ্ধা করেন, মধ্যে মধ্যে যেতে বলেন, তাই যাই। আর কি জান বিনোদ, সেখানে গিয়ে উন্নত পারিবারিক জীবনের একটা হাওয়া পাই, তাতেও বেশ তৃপ্তি বোধ হয়। আমাদের সব ঘরে ত ওর এতটুকু সাড়াও কখনও মেলে না।"

"তা সে তৃপ্তিটা কি স্থায়ী কর্‌বার কোন আশা পা'চ্চ?"

"স্থায়ী কিসে আর হ'তে পারে?"

"সেই পরিবার ভুক্ত যদি হ'তে পার, তবেই পারে।"

"একজন অন্যের পরিবার ভুক্ত আর কি ক'রে হয়? তিনি ত আর

"পোষ্য জামাতা ক'রে নিতেও পারেন ? তাঁর জামাই হ'লে তুমি তাঁর পোষ্য পরিবার ভুক্তই হবে, নিজের মা বাপের ত আর থাক্‌তে পার্‌বে না ? মিস্ ভোস্ কিছু আর তোমাদের ঘরের বউ হ'তে পারেন না, তোমাকেই বরং তাদের ঘরজামাই হ'তে হবে।

যদু একটু হাসিয়া কহিল, "এ সব অসম্ভব জল্পনা কল্পনা কেন বিনোদ ?"

বিনোদ কহিল, "অসম্ভব যে সম্ভব ক'রে তুল্লে হে ?"

গালভরা হাসিতে যদুর দন্তপাটি বিকশিত হইল, সে কহিল, "সত্যি কি তাই তোমার মনে হয় বিনোদ ?"

বিনোদ উত্তর করিল, "সুধু আমার মনে কেন হবে ? কাজেও যে হয়ে উঠ্‌ল ? কেমন নয় কি ?"

যদু কহিল, "একেবারে নয়, তাও বল্‌তে পারি না। ভোস্ ত খুব আদর যত্নই কচ্চেন। আর মেরীও——"খুব মিষ্টি হেসে, মিষ্টি কথা ক'য়ে, মিষ্টি মিষ্টি গরম – চা, আদর ক'রে এগিয়ে দেয়।

যদুর দশন পংক্তি আবার হাস্যে বিকশিত হইল। সে কহিল, "সত্যি বিনোদ, তোকে ব'ল্‌তে কি ? মেরীর ব্যবহারটা খুবই অশাপ্রদ। তবে ওই ডট্‌টা রয়েছে। সেটা ভারি জালাতন ক'চ্চে। ভাল ক'রে একটু নিরেলা আলাপ করবারই ফুরসুত পেয়ে উঠ্‌ছি না।"

বিনোদ একটু গম্ভীর ভাবে কহিল, "তাইত এটা ত বড় ভাবনার কথা, ডট্ বিলাত ফের্‌তা, ওদের আত্মীয়। আর দিব্যি চটুল চট্‌পটে লোক, সে আগেই কেল্লা ফতে না ক'রে ফেলে।"

যদু কহিল, "না,—না,—না, ও সব ভয় কিছু নেই। হাজার হ'লেও লোকটা নেহাৎ ফাল্‌তো। Solid merit কিছু নেই। মেরীর প্রাণ আছে, merit appreciate ক'রবার মত noble sentiment আছে। তিনি কি আর ফাঁকা চাক্‌চিক্যে ভুল্‌বেন ?"

"তা বই কি ? বরং খনির ময়লা মাখা অমার্জ্জিত হ'লেও খাঁটি সোণাই চিনে নেবেন।"

যদু কহিল, "আশা ত তাই করি। দু চারটে মাস যেতে দেওনা বিনোদ, দেখবে আমি আর এই নোংরা মেসের ঘরের ক'চ ম'চে ক্যাওড়ার চৌকিতে ময়লা বিছানায় বসে নেই।"

এম, পি, তরফদারকে নিয়ে, বিলাতী কোন ডচেসের পাশে ডিউকের মত বিরাজ ক'চ্ছ। বলি তা দেখে আমাদেরও চক্ষু সার্থক ক'রবার অধিকার থাকবে ত ?"

এমন সময় অপর একটি ছাত্র "যদু, এই তোমার চিঠি" এই বলিয়া অতি সুন্দর সুগন্ধময় বড় এক খানা খামে মোড়া এক খানি চিঠি তার চৌকির উপর ফেলিয়া দিয়া গেল।

যদু কার্ড খানি হাতে লইয়া কহিল, "মিষ্টার ভোসের লেখা দেখতে পাচ্চি। আজ মেরীর জন্ম দিন, নিশ্চয় ডিনারের নেমন্তন্নের চিঠি হবে। দ্যাখ, বিনোদ, দ্যাখ!"

যদু খামটা খুলিল। প্রথমেই ভোসের নাম দেখিয়া যদুর মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। একবার সগর্ব্ব হাসিময় চক্ষে বিনোদের দিকে চাহিল। তার পর বিনোদকে শুনাইয়া কার্ড পড়িতে আরম্ভ করিল।

দুই লাইন পড়িয়াই যদু থামিল। তার মুখ বিবর্ণ হইল। কম্পিত শিথিল হস্ত হইতে কার্ড পড়িয়া গেল। আনত মৃতবৎ বিবর্ণ মুখ যদু বিনোদের পানে তুলিতে পারিল না।

বিনোদ তাড়াতাড়ি কার্ড খানা লইয়া পড়িল। বিনোদ পড়িল, আগামী কল্য এম্ ডটের সঙ্গে মিস্ মেরী পার্ব্বতী ভোসের বিবাহ, যদুকে যথা নিয়মে সম্ভাষণ উপহার দিয়া, উৎসবে তাহার উপস্থিতির আনন্দ সাগ্রহে মিষ্টার ভোস্ প্রার্থনা করিতেছেন।

* * * * *

২।৩ মাসের মধ্যেই পিতৃনির্ব্বাচিতা সেই অজ্ঞা অসভ্যা গ্রাম্য গৃহস্থ বালিকার সঙ্গে যদুর বিবাহ হইল। যদু ক্রমে দেখিল, সেই অমর্জ্জিতা বালিকার সংসর্গও অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রকম মিষ্ট। জীবন যাত্রার পথটা তার সঙ্গেই বেশ মধুময় বোধহয়; সঙ্কীর্ণ হইলেও জীবন ক্ষেত্রটা তাহাতেই যেন সুরভি সজীব বন্য-কুসুম-শোভায় পরিপূর্ণ। মেরী পার্ব্বতীর স্বপ্ন-স্মৃতির ছায়াপাতেও সে বিমল কান্তি, উজ্জ্বল শোভা কোথাও একটু মলিন হয় না।

হৃদয়-হীনা।

---*---

কবির "স্ত্রীর উমেদার" গানটী সর্ব্বথা সমর্থন না করিলেও নরেন্দ্র কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল ও সেই মতে তাহার ভাবী পত্নীর অন্বেষণ করিতেছিল। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, যে যে জিনিসটা চায়, সে ঠিক সেইরূপ পায় না। আবার অনেক সময় যাহা চাওয়া হয় নাই তাহাও আসিয়া পড়ে। নরেন্দ্রের অদৃষ্টে অবশেষে এই ফলই ফলিয়া গিয়াছিল।

সে শৈশবে পিতৃ-মাতৃ-হীন। কলিকাতায় কোন আত্মীয়ের সাহায্যে ও টিউসনী করিয়া বি এ পাশ করিয়াছিল। এইখানেই সে সরস্বতীর সহিত সম্বন্ধ বিছিন্ন করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তাহার আত্মীয়টি তাহাকে ওকালতি পড়িবার জন্য অনুরোধ করেন ও সে ব্যয়ভারও বহন করিতে স্বীকৃত হয়েন। সে 'ল' কলেজে ভর্ত্তি হইল।

হঠাৎ কলিকাতার এক ধনীর কন্যার সহিত শিক্ষিত ও চরিত্রবান নরেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের রাত্রে নরেন্দ্র তাহাদের ঐশর্য্য বৈভব দেখিয়া চমকিত হইল। সে দরিদ্র ছিল বলিয়া কখনও ধনী সমপাঠী-দের সহিত বন্ধুত্ব করিত না; কোন ধনবান আত্মীয়ের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখিত না। সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিত। এখন সে তাহার শ্বশুরালয়ের বিবিধ শোভন বিলাস ঐশর্য্যের ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

তাহার সেই আত্মীয়ের ভবন হইতেই বিবাহ কার্য্যাদি সম্পন্ন হইল। নরেন্দ্র ফুলশয্যার রাত্রে, লজ্জাবশতঃ স্ত্রীর সহিত আলাপ করে নাই। সে ইংরাজী শিক্ষিত যুবক হইলেও পল্লীগ্রামের লজ্জা সংকোচ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

রাত্রে যখন শ্যামা ঘুমাইল, সে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। শ্যামা সুন্দরী নহে। তাহার বর্ণ শ্যাম, মুখাবয়ব অতিশয় সুন্দর না হইলেও কুশ্রী নহে। তাহাতে বেশ একটা স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোতিঃ ও সরলতা মাখান আছে। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল—মোটের উপর মন্দ নহে।

শ্যামার বয়স বেশী হয় নাই। সে ধনীর কন্যা হইলেও বালিকা বয়সেই

দিয়া যৌবন তখন আপনার অপ্রতিহত বেগটা তাহার উপর দিয়া চালাইবার সুবিধা করিতে পারে নাই। নরেন্দ্র বুঝিল তাহার আর খুব বেশী দেরীও নাই। শীঘ্রই যৌবন তাহার মধুময় সংস্পর্শে শ্যামাকে মধুময়ী করিয়া তুলিবে। নরেন্দ্র অনিমিষ নয়নে দেখিতেছিল, একারণ তাহাকে অপরাধী করা যায় না। যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিতে হইবে; হৃদয়ে আত্মায়-আত্মায় যাহাকে জড়ীভূত করিয়া রাখিতে হইবে, যাহার সহিত ইহকাল পরকালের সম্বন্ধ অটুট অভেদ্য, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবে না! আমার পাঠিকা হয়ত কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন—"ছ্যা শিক্ষিত নরেন্দ্র এরূপ চুরী করিয়া অসাক্ষাতে কেন তাহাকে দেখিতেছে!" এ কথার উত্তর দিতে হইলে একটু রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। পাঠিকা মনে করুন না, বিবাহের পর প্রথম মিলনে তিনি গোপনে ঘোমটার অন্তরাল হইতে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাঁহার জীবন-সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন না কি? তবে, একথা হইতে পারে নরেন্দ্র পুরুষ,—যুবা! তাহার পক্ষে এরূপ দুর্ব্বলতা দোষনীয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রাম্য সরলতায় তাহার হৃদয় মন পূর্ণ।

পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে যখন শ্যামা চক্ষু উন্মিলন করিল, নরেন্দ্র ক্ষিপ্র গতিতে উপাধানে মস্তক রক্ষা করিতে গিয়া পালঙ্কে আঘাত প্রাপ্ত হইল। 'ঠকাস্' শব্দ শুনিয়া শ্যামা উঠিয়া বসিল। দেখিল নরেন্দ্র নিদ্রিত! কক্ষের উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাষিত নরেন্দ্রের সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া শ্যামা মুগ্ধ হইল।

জানিনা কেন হঠাৎ তাহার অজ্ঞাতে একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘ নীশ্বাস নরেন্দ্রের কপোলের উপর পড়িল। তার পরেই সে উঠিয়া আলোক নিভাইয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহাদের প্রথম মিলন এইরূপে নির্ব্বাকভাবেই শেষ হইল। যাঁহারা বিষম উৎসাহে 'আড়ি' পাতিতে আসিয়াছিলেন, নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে নব দম্পতির প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

২

বিবাহের পর প্রায় বৎসরাধিক কাল অতীত হইয়াছে। ইতি মধ্যে নরেন্দ্র একবারও শ্বশুর গৃহে নিমন্ত্রিত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে তাহার শ্যালক রমণীমোহন তাহার মেসে আসিয়া গল্প গুজব করিয়া যাইত বটে; কিন্তু একদিনও সে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল না। [illegible]

তাহার শ্বশুর জীবন বাবু ভাবিতেন বাবাজীর পরীক্ষান্তে তাহাকে বাটীতে আনিয়া আমোদ আহ্লাদ করিব। এখন তাহার পাঠে ব্যাঘাত দিব না।

শ্যামা ভাবিত তিনি আগে চিঠি লিখিবেন। সে মাঝে মাঝে পিওনের অপেক্ষা করিত, কিন্তু তাহার শিরোনামাযুক্ত কোনও পত্রই কেহ দেয় না। তাহার বাল্যসখী বোসেদের চপলা মাঝে মাঝে দুপুরবেলা একতাড়া চিঠি আনিয়া তাহা অপূর্ব্ব ভঙ্গীসহকারে পাঠ করিত। শ্যামা শুনিত আর ভাবিত কেন তিনি চিঠি লিখেন না? চপলার স্বামী মোহিনী যদি আদালতের কেরাণী হইয়া এত পত্র লিখিতে পারে, তিনি ত বিদ্বান, পণ্ডিত, তিনি কেন পত্র লিখেন না। এটা তাহার পক্ষে খুব দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কাহারও কাছে তাহা ব্যক্ত করিল না। চপলা তাহার চিঠি দেখিতে চাহিলে শ্যামা কক্ষস্থ পাথার বৈদ্যুতিক তত্ত্বানুসন্ধানে মন নিবিষ্ট করিত। চপলা মুখ বিকৃত করিয়া প্রস্থান করিত।

মেসের বাসায় সন্ধ্যাকালে বন্ধুগণ যখন সমস্বরে গাহিত।—

"আমার প্রিয়ার হাতে সবই মিঠে—
তা রং হোক মিশ্‌মিশে বা ফিটফিটে।"

তখন নরেন্দ্র আপনার ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। সে ভাবিত ইহারাই সুখী। প্রকৃত স্ত্রী লাভ করিয়াছে ইহারা! সে কখনও সান্ধ্য সম্মিলনে যোগ দিত না। তাহার সহপাঠী বন্ধুগণ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিত না। কেহ কেহ বলিতেন "নরেন্দ্রের স্ত্রীটী কালো—আর নামটীও 'শ্যামা' তাই নরেন্দ্রের পছন্দ হয় নাই।" নরেন্দ্র সে কথা শুনিত। ভাবিত না তাহা কি করিয়া বলি!

* * * *

যে দিন তাহার পরীক্ষা শেষ হইল। সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্যালক রমণীমোহন আসিয়া বলিল জামাই বাবু! আজ আমাদের বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ। ঠিক আট-টার সময় যাওয়া চাই-ই। "নরেন্দ্র ঈষৎ ব্যঙ্গ স্বরে কহিল বহুপূর্ব্বে আমার engagement হইয়া গিয়াছে, আজ আমি ৮টার গাড়ীতে মুঙ্গের রওনা হইব। আর তোমাদের ওখানে আমার বিশেষ প্রয়োজন ত দেখি না।" বলিয়া গম্ভীর ভাবে একখানা Time table খুলিয়া বসিল। রমণী বয়সে বালক হইলেও সে নরেন্দ্রের পরিহাস বুঝিল—

বাড়ীতে হইবে। আট-টায় আমাদের গাড়ী আসিবে—যাইবেন। ভুল না হয়। বলিয়াই বালক দৌড়িল। নরেন্দ্র পিছু ডাকিলেন। বালক বলিয়া গেল—"পোড়েছো বাঁধা জোর কেন আর।"

৩

বৃহৎ 'ল্যাণ্ডো' আসিয়া বৈঠকখানার পার্শ্বে দাঁড়াইল। নরেন্দ্র নামিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমবেত সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। জীবন বাবু আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইলেন। তাঁহাদের সাদর আহ্বানে নরেন্দ্র লজ্জিত হইতেছিল। সে চুপ চাপ বসিয়া রহিল।

এখানে একটী কথা না বলিলে—তাহার বিষয় কতকটা সত্য গোপন করা হয়। নরেন্দ্র আজ অনেক দিনের সঞ্চিত আশা, পুঞ্জীভূত প্রেমরাশি লইয়া, শ্যামার সহিত মিলনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আহারাদির পর রাত্রে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল শ্যামা অবগুণ্ঠন টানিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিবামাত্র সে উঠিয়া আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। নরেন্দ্র আবেগভরে শ্যামাকে হৃদয় মধ্যে টানিলেন, শ্যামা পিছাইয়া গেল। নরেন্দ্র বিরক্ত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্যামা! ভাল আছ?" অবনতমুখী শ্যামা কহিল—হাঁ, তুমি ভাল ছিলে?" রুদ্ধ আবেগ ছুটীল—"মন্দ নয়। শ্যামা! আজ প্রায় ২ বৎসর পরে, যখন সে তোমাদের বাড়ীতে অতিথি—তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল ছিলে? অথচ, তোমাতে আমাতে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কি একবারও কি সংবাদ লইতে পারিতে না? 'পারিতাম'—"তবে লও নাই কেন? ইচ্ছা হয় নাই, কেমন? সহস্র বিলাস বাসনার মধ্যে এ দরিদ্রের মলিন মূর্ত্তি তোমার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই কেমন?"—"না, তা'হবে না—" বাধা দিয়া নরেন্দ্র কহিল—অপলাপ কর কেন, শ্যামা! আমি কি এতই মূর্খ যে তোমাদের—তোমার, তোমার পিতা মাতার উপেক্ষা বুঝিতে পারি নাই। খুব পারিয়াছিলাম। কেবল তোমায় দেখবার ইচ্ছাটা পরিত্যাগ কর্ত্তে পারিনি বলেই আজ্ এখানে এসেছি। এখন বুঝেছি ভুল করেছি। ভেবেছিলাম তোমায় দেখলে, তোমায় হৃদয়ে

কল্পনা করেছিলাম। ধনীর কন্যার সহিত সামাজিক মিলন হইতে পারে ; কিন্তু মনের মিলন হয় না। ধনীর হৃদয়, দরিদ্রের জন্য লালায়িত হয় না—হওয়া অসম্ভব।” শ্যামা কোন উত্তর করিল না। শুধু একবার স্বামীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া নরেন্দ্র আবার কহিল—শ্যামা! তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলে না—ভাল ছিলাম কিনা! শ্যামা! যে হতভাগ্যের স্ত্রী তাহার প্রতি বিমুখ—তাহার আবার ভাল মন্দ কি?” নরেন্দ্র ভাবিয়াছিল এবার শ্যামা তাহার মনোমত উত্তর দিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে তেমনই সলজ্জভাবে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন্দ্র শয্যা প্রান্তে বসিয়া পড়িল। তখন শ্যামা কহিল—“রাত হয়েছে—শোবে না?” নরেন্দ্র সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে কহিল—ওঃ ঘুম পেয়েছে তোমার! আমায় মাফ করো, শ্যামা! আমি বুঝতে পারি নাই। ঘুমাও তুমি, আমি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ক'র্ব্ব না। আমি চলিলাম।” দ্বার খুলিয়া নরেন্দ্র বাহির হইয়া গেল। শ্যামা কিয়ৎক্ষণ দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হইবে কেন? তিনিও ঘুমাইতেন আমিও ঘুমাইতাম। সে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিল—কেহ কোথাও নাই। তখন হতাশভাবে শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। একটী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিল “কেন এমন হইল”—কথাটি তাহার মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন করিতে লাগিল।

প্রত্যুষে যখন সকলে দেখিল নরেন্দ্র নাই, চলিয়া গিয়াছে—বাড়ীতে সকলেই শ্যামাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহার মাতাঠাকুরাণী দৃঢ়স্বরে কহিলেন নিশ্চয়ই ও তাহাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়াছে; শ্যামা অনেক চেষ্টা করিয়াও মা'র মন হইতে এ ধারণা দূর করিতে পারিল না। তাহার পিতা বলিলেন—গিন্নী! ব্যস্ত হইবার দরকার নাই—রমণীকে এখনি পাঠাচ্ছি সে যেনে আসুক—কেন নরেন্ চলে গেলো।

৪

নরেন্দ্র বাসায় আসিয়া আপন কক্ষে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। প্রভাতে তাহার বন্ধুগণের ডাকা ডাকিতে দ্বার খুলিয়া দিল। তাহারা তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কি পরিবর্ত্তন এক রাত্রের মধ্যে

আয়ত চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। চারিধারে গভীর কালিমা পড়িয়াছে। বন্ধুগণ তাহাকে পরিহাস করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া রহস্যাবেগ অন্তর্হিত হইল। তাহারা সবিশেষ কারণ জানিতে চাহিলে নরেন্দ্র সকল কথা বলিল, বন্ধুগণ সমস্বরে কহিলেন,"কি স্পর্দ্ধা! একবার ফিরিতেও বলিল না—গর্ব্ব, গর্ব্ব! নরেন্দ্র হাতের সিগারেট কেস্‌টা ছুড়িয়া ফেলিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিল—"তাহার হৃদয় নাই। ঐশ্বর্য্য, দম্ভ তাহার হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছে—সে হৃদয়হীনা।" বন্ধুগণও গম্ভীর ভাবে কহিল—"নিশ্চয় সে হৃদয়হীনা। নহিলে তোমার এই আকুল, অসীম প্রেম, ভালবাসা প্রত্যাখান করে!" এমন সময় রমণী আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"জামাই বাবু! বাবা জান্তে পাঠিয়েছেন—আপনি কাহাকেও না বলে কেন চলে এসেছেন?" নরেন্দ্র উত্তর করিল—"কেন, তিনি কি কিছু জানেন না? আমি বুঝিয়াছি—এ সকল তোমাদেরই চক্রান্ত! আমার নিমন্ত্রণ করা হ'তে রাত্রের অপমান-- সব চক্রান্ত!" বালক কহিল "কি বলছেন আপনি? আমরা ত কিছুই জানি না।" "জানিবার আবশ্যকও নাই। তুমি যাও এখানে থেকে। আমার শরীর ও মন ভাল নেই।" রমণী দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেল। সে বাহিরে গিয়া শুনিতে পাইল—তাহার উদ্দেশে একটা বিকট অট্টহাসি কক্ষমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে মর্ম্মাহত হইল।

রমণী বাড়ী আসিয়া পিতাকে সকল কথা বলিল। তিনি প্রথমে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে সে ভাব গোপন করিয়া রমণীকে বলিলেন—"আচ্ছা! দেখি—সে আমার কথার উত্তরে কি বলে। আমার গাড়ী জুত্‌তে বল।" তিনি প্রস্থান করিলে রমণী শ্যামার নিকট যাইয়া খুব বকিল। সে বলিল "তোর জন্যেই আমি আজ অপমানিত হ'য়ে এসেছি। ইচ্ছে হয়েছিল একবার ঘোড়ার চাবুক দিয়ে ঘা কতক দিয়ে আসি, শুধু তোর কথা ভেবে কিছু করি নাই।" শ্যামা দাদার হাত দুটী ধরিয়া সস্নেহে কহিল—"দাদা! তুমি আমার ভাই যে!" এমন সময় জীবন বাবু ক্রোধ কম্পিত কলেবরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আসিয়া কহিলেন "শুয়ারটা উচ্ছন্ন গিয়েছে। আমায় যা নয় তাই কতকগুলা বল্‌লে। আর আমার সুমুখে বসে কতকগুলা 'সিগারেট' খেয়ে একমুখ করে ধোঁয়া আমার মুখের উপর ছাড়তে লাগ্‌ল। সে উচ্ছন্ন গিয়েছে। গিন্নী, মনে কর—তোমার জামাই নাই—সে মরিয়াছে।"

৫

"বাবা ?" "কেন মা !" "বাবা ! তুমি তাঁকে এখানে নিয়ে এস বাবা" —"না শ্যামা, সে পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ ! সেখানেই থাক্, আমরা গিয়ে দেখে আস্‌ব !"—"কিন্তু বাবা, সে যে 'মেস্' । কে সেখানে তাঁর সেবা কর্ব্বে ? কে তাঁকে দেখ্‌বে বাবা ?" "তা জানি না, জানবার দরকারও নেই।" "বাবা—" জীবন বাবু কন্যার মুখপানে চাহিলেন—অশ্রুসিক্ত মুখখানি—সরল, পবিত্র ! কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—"শ্যামা !" "কি বাবা"—"জানিস্ মা। সে আমার, তোর দাদার—কত অপমান করিয়াছে—তবু তা'কে তুই আস্তে বলিস্।" "এ কি তোমার অভিমান কর্ব্বার সময় বাবা ? তিনি যে,—" সে আর বলিতে পারিল না। শ্রাবণের ধারার মত বারিরাশি তাহার মুখখানিকে ভাসাইতে লাগিল। বৃদ্ধ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া কন্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। শ্যামা ডাকিল—"বাবা"—"চুপ কর্ মা ! আমি এখনি লয়ে আস্‌ছি, চুপ কর মা আমার।" বৃদ্ধের চক্ষু হইতেও দুই বিন্দু আশীর্ব্বাদ অশ্রু কন্যার মস্তকে পতিত হইল।

বৃদ্ধ জীবন বাবু পীড়িত নরেন্দ্রকে বাড়ীতে আনিলেন। তাহার রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ডাক্তারেরা কহিলেন অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা বশতঃ হঠাৎ প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়াছেন। রীতিমত সেবা শুশ্রূষা চলিলে শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবেন। শ্যামা সেবা করিতে লাগিল। সে দিবা রাত্রি রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা করিতে লাগিল। তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার জননী বিস্মিতা হইয়াছিলেন—কি আশ্চর্য্য ! যে শ্যামা আজ কয়েকদিন পুর্ব্বে এই নরেনকে অপমানিত করিয়াছে—যে অপমান তাহার রোগের প্রধান কারণ ; তার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, কি প্রাণপাত সেবা ! তিনি নিষেধ করিতেন, শ্যামা শুনিত না। সে অস্ফুটস্বরে কহিত—"সেবা ! সেবা কি ! যদি সুযোগ পাইয়াছি না হয় এ জীবনই উৎসর্গ করিব।" বৃদ্ধজীবন বাবু শুধু মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেন। দেখিতেন নরেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে দেবীরূপিণী শ্যামা ! শ্যামার শরীর যেন স্বর্গীয় লাবণ্যে পূর্ণ। তিনি ভাবিতেন শ্যামার শুশ্রূষায় মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে—তা নরেন্দ্র !"

কোথায় কইল। পাঁচদিনের পর জ্বর ত্যাগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র চৈতন্য

ফিরিয়া পাইল। রোগের সময়ে সে একটী শান্ত, শীতল স্পর্শ অনুভব করিত। আজ চৈতন্য লাভ করিয়া সে চাহিয়া দেখিল—অনতিদূরে একখানি চেয়ারে এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন। সে ধীরে ধীরে ডাকিল—"আপনি কে?"—"আমি একজন চিকিৎসক! আপনার pulse টা দেখি একবার।"—"পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। বুঝিয়াছি, আমি জীবন বাবুর বাড়ীতে আছি।" "হাঁ, জীবন বাবু আপনার শ্বশুর!" গম্ভীর কণ্ঠে নরেন্দ্র কহিল—"হুঁ! চিকিৎসার কোন প্রয়োজন ছিল না।" "চিকিৎসার বিশেষ আবশ্যকও হয় নাই। সাধ্বীর সেবা শুশ্রূষাতেই আপনার রোগ সারিয়াছে।"—"কিন্তু আমি সে সেবা চাহি নাই।" ডাক্তার বাবু একটু উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—"তিনিও তার অপেক্ষা করেন নাই। নরেন বাবু! আমি আজ বিশ বৎসর রোগী দেখিতেছি।—এরূপ সেবা কখনও দেখি নাই;—যদি আর দেখিতে পাই ধন্য হইব। রোগাতুর পুত্রের প্রতি জননীর সেবা দেখিয়াছি। পিতার রোগে পুত্রের সেবা দেখিয়াছি। স্ত্রীকে স্বামীর সেবা করিতেও অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু এমন আর দেখি নাই। আপনি পুণ্যবান, সৌভাগ্যবান"—উত্তেজিত কণ্ঠে নরেন্দ্র কহিল—"আমার কে?"—"আপনার সহধর্ম্মিনী। বালিকা শ্যামাই আপনার জীবন দাত্রী!" উপাধানের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া নরেন্দ্র উদাসভাবে কহিল—"অসম্ভব! সে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কোমলতা নাই। কণামাত্র স্নেহ, ভালবাসা নাই। গর্ব্বিতা, প্রেম হীনা শ্যামার সেবা শুশ্রূষা! হায়! সে যে হৃদয়-হীনা।"

—"অকৃতজ্ঞ আপনি। লোকে বলে—আপনি বিদ্বান। না, তা নয়—পৃথিবীতে আপনার মত মূর্খ দ্বিতীয় কেহ আছে কি না জানি না! আজ বুঝিতে পারিতেছেন না—কি অমূল্য রত্ন আজ আপনি হারাইতে বসিয়াছেন।" "হারাইতে বসিয়াছি?" ডাক্তার বাবুকে নীরব দেখিয়া ব্যাকুল স্বরে নরেন্দ্র বলিল,—বলুন! হারাইতে বসিয়াছি কেন?—বলুন। আমার প্রাণ দান করুন ডাক্তার বাবু!" "কি বলিব! সাধ্বী আপনার জন্য হাস্যমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে, অনিদ্রায় শ্যামা কঠিন রোগাক্রান্তা। তাহার জীবনের আশা নাই।" নরেন্দ্র শয্যা হইতে উঠিল। কম্পিত কলেবরে ডাক্তার বাবুর হাত দুইটী ধরিয়া কহিল—"একবার—

দিন দেখি নাই। আজ একবার তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব। চলুন ডাক্তার বাবু—"

৭

শ্যামার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইতেছে। নরেন্দ্রের অসুখের চতুর্থ দিবসে শ্যামার অত্যন্ত জ্বর হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়া শয্যাশায়িত হইয়াছিল। আজ মধ্যাহ্ন হইতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গিয়াছে। সকলেই বুঝিল শ্যামার আয়ু শেষ হইতেছে। তাহার জননী তাহাকে জড়াইয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। অদূরে দাঁড়াইয়া জীবন বাবু সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতেছিলেন। বৃদ্ধের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রুও নির্গত হয় নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার শ্যামা চক্ষু মেলিল। তাহার জননী আকুল স্বরে ডাকিলেন—"শ্যামা! মা আমার!" শ্যামা উত্তর দিতে পারিল না। সে শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষুদ্বয় যেন কাহার অন্বেষণ করিতেছিল।

এমন সময়ে মাতালের মত টলিতে টলিতে নরেন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই শ্যামার বক্ষোপরি পড়িয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—"শ্যামা! শ্যামা!"

শ্যামার সেই শান্ত, সকরুণ, মরণছায়া-নিবীড় বদন-প্রান্তে ক্ষীণ হাস্য-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। পাণ্ডুর কপোলে ঈষৎ আনন্দ-ভাব দেখা দিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য! মলিন আঁখি মুদিত হইল।

তাহার দেহলতা জড়াইয়া নরেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইল।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে নরেন্দ্র চাহিয়া দেখিল—কোথায় কিছু নাই। একাকী শয্যার উপর সে পড়িয়া আছে। চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিল সব শূন্য! কেবল একটা মলিন বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি ও সংবদ্ধ ক্ষীণ হস্তদ্বয় তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছে।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

নির্ব্বুদ্ধিতা।

১

চন্দ্রশেখর রায় মাধবপুর গ্রামে একজন বেশ গণ্যমান্য এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর বাবুর পুত্রের বিবাহে বরযাত্র যাইতে হইবে বলিয়া তিনি গৃহের বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে তারঘরের হরকরা আসিয়া তাঁহার হাতে একটী জরুরী টেলিগ্রাম দিয়া চলিয়া গেল। তাড়া তাড়ি টেলিগ্রামের আবরণ উন্মোচন করিয়া তিনি উহা পাঠ করিলেন। টেলিগ্রামে যাহা লিখিত ছিল, তাহার ভাবার্থ এই ঃ—

"আপনার পুত্র বিধুভূষণ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দেখা করিবার ইচ্ছা থাকিলে টেলিগ্রাম পাইবামাত্র এখানে আসিবেন।

"ম্যানেজার প্রমথনাথ বোর্ডিংহাউস—রাজসাহী।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া রায়মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি কপালে করাঘাত করিতে করিতে সেইস্থানেই বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন আর ভাবিবারও সময় ছিল না, রাজসাহী যাইবার ট্রেণ ষ্টেশনে তখন প্রায় আসিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি আর বিবাহের বাটীতে না যাইয়া একেবারে ষ্টেশনের দিকে ছুটিলেন, পথে কনিষ্ঠ পুত্র বিমলেন্দুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; তিনি তাহার দ্বারা বাটীতে খবর পাঠাইয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ট্রেণখানি আসিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাড়া তাড়ি একখানি টিকিট লইয়া গাড়ীতে চড়িতে না চড়িতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। রায় মহাশয় গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া অনবরত কেবল দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে রায়মহাশয় রাজসাহীতে উপস্থিত হইলেন। প্রমথ নাথ বোর্ডিং হাউসের ২নং ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন যে মেজের উপর রোগশয্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধুভূষণ শায়িত, তাহার চতুর্দ্দিকে কলেজের ছাত্র ও বিধুভূষণের বন্ধুগণ তাহার পরিচর্য্যা কার্য্যে

সার জন্য চেষ্টা এবং অর্থব্যয়ের ত্রুটী করিলেন না। আর কলেজের ছাত্রবর্গ ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া অক্লান্তভাবে দিবারাত্রি তাহার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল, নিজের বাটীতে থাকিলেও তাহার সেরূপ শুশ্রূষা হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু কাহারও পরমায়ু না থাকিলে সহস্র চেষ্টাতেও কেহ তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। তিনদিন তিনরাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর, অবশেষে বিমল চরিত্র বিধুভুষণ তাহার বন্ধুবান্ধব ও পরিবারবর্গকে অপার শোকসাগরে ভাসাইয়া দুরন্ত ওলাউঠা রোগে ইহলোক ত্যাগ করিল।

প্রাণাধিক পুত্রকে শ্মশান শৈকতে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া রায়মহাশয় যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার বাটী পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই বিধুভূষণের মৃত্যু সংবাদ গ্রামের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে রায়মহাশয়ের গৃহ প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দেখিতে পাইল যে রায় মহাশয় অসহ্য পুত্রশোকে উন্মত্তের ন্যায় ধুলায় পড়িয়া গড়া গড়ি দিতেছেন, সকলে তাঁহাকে ধরিয়া সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা; তাহাতে তাঁহার নির্ব্বাপিত পুত্র-শোকাগ্নি তখন আরও জ্বলিয়া উঠিতেছে। বহুক্ষণ এইভাবে রোদন করিয়া অবশেষে সকলের চেষ্টায় রায়মহাশয়, কিছু সান্ত্বনা লাভ করিলেন। প্রতিবেশীগণ তখন একে একে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

২

রায় মহাশয়ের সংসারে এক্ষণে তিনি নিজে, কনিষ্ঠ পুত্র বিমলেন্দু, সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা দক্ষবালা ও বিধবা পুত্রবধু সুভাষিনী। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে রায়মহাশয়ের গৃহিণীর কাল হইয়াছে। সেই সময় তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের অনেকেই তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের নিজেরও যে এ বিষয়ে কতকটা আন্তরিক ইচ্ছা না ছিল, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু একে তাঁহার বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে আবার সংসারে উপযুক্ত পুত্র ও পুত্রবধু বর্ত্তমান। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিয়া অযথা একটা লোকনিন্দার ভাগী হইতে হইবে মনে

এক্ষণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুতে সংসার চালাইবার লোকের একান্ত অভাব হওয়ায়, রায় মহাশয়ের পূর্ব্ব কথিত বন্ধুবান্ধবগণ সেই পুরাতন কথাটা তুলিয়া পুনরায় তাঁহাকে বিবাহ করিবার পরামর্শ দিতে লাগিল। অবশ্য এই সময় তাঁহার সংসারে লোকাভাব অনেকটা হইয়াছিল; কিন্তু রায়মহাশয় যদি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে পরিণামে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। পুত্রবধু সুভাষিনীকে এক্ষণে বিধবার আচারে থাকিতে হয়। সুতরাং মাছ রাঁধিয়া দিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া রায়মহাশয় দুই দিনেই পাগল হইয়া উঠিলেন। রায়মহাশয় যদি তাঁহার বালিকা বিধবা পুত্রবধুর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নিরামিষ ভোজন অভ্যাস করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে এই বৃদ্ধ বয়সে আর একটী বালিকার বৈধব্যের পথ প্রশস্ত করিতে হইত না। কিন্তু তিনি এতদিন কেবল লোকনিন্দার ভয়ে যে কার্য্য করিতে পারেন নাই, সেই বিবাহ করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, কোনমতেই উহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এই সময় তাঁহার পূর্ব্ব কথিত কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ব্যতীত গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তিই, তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলে সংসারে অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে মনে করিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বিমলেন্দুর বিবাহ দিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। রায়মহাশয় তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণপুর গ্রামের বরদা ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী শ্যামাপ্রভার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

বরদা ভট্টাচার্য্য নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি, তাহা না হইলে তিনি এমন করিয়া তাঁহার কন্যাটীকে জলে ফেলিয়া দিবেন কেন? যাহা হউক তিনি মাধবপুরে কন্যা উঠাইয়া আনিয়া বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বোক্ত এক বন্ধুর বাটীতে থাকিয়াই বিবাহ হইল। যথাসময়ে বিবাহ সমাপনান্তে রায় মহাশয় তাঁহার নববিবাহিতা বধূকে লইয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর-কন্যার পাল্কী বাড়ীর উঠানের উপর আসিল, কিন্তু কেহই বধূকে বরণ কবিতে গেল না। কেই বা যাইবে, বিবাহের সময় রায়মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা দুই কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী হইতে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া ছিলেন; কিন্তু তাহারা এত শীঘ্র মা ও ভাইএর শোক ভুলিয়া পিতার

একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ সুভাষিনী। নূতন বধূকে বরণ করিবার জন্য, তাহারই খোঁজ পড়িল; সকলে খুঁজিতে খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাইল যে অভাগিনী গৃহের এককোণে মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত করিতেছে। সকলে তাহাকে এমন দিনে ক্রন্দন করিয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতে নিষেধ করিল—উঠিয়া বধূকে বরণ করিয়া তুলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু অভাগিনীর হৃদয়ে তখন বিষম স্বামীশোক বাজিতে-ছিল, বাহিরের উৎসব ও আনন্দ-কোলাহল তাহার নিকট বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় অনুভূত হইতেছিল, পৃথিবী তাহার নিকট অন্ধকারময় দেখাইতেছিল। সে কোন্ প্রাণে যাইয়া নববিবাহিতা শ্বশুর-শাশুড়ীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবে? সকলের আহ্বানে তাহার সেই তীব্র শোকের-বন্যা বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল, অভাগিনী ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। অগত্যা রায়মহাশয়ের অষ্টম বর্ষীয়া কনিষ্ঠ কন্যা দক্ষবালা যাইয়া বরবধূকে বরণ করিয়া আনিল!

তারপর বউ পরিচয়ের সময় মুখ দেখিবার পালা আসিল। কে প্রথমে মুখ দেখিবে, আবার পুত্রবধূ সুভাষিনীর ডাক পড়িল। যে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল! সুভাষিনীর দুঃখ দেখিলে পাষাণও বুঝি গলিয়া যাইত, মনুষ্যের কথা ত কোন্ ছার। সুতরাং রায়মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র বিমলেন্দু যাইয়া তাহার স্বর্গীয়া মাতার ব্যবহৃত একখানি বাজু দিয়া তাহার নূতন বিমাতার প্রথমে মুখ দেখিল।

অতঃপর যথাসময়ে বিবাহের অন্যান্য সমুদয় কার্য্য যথারীতি নির্ব্বাহিত হইল! তারপর রায়মহাশয় তাঁহার পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বিধুভূষণের মৃত্যুর তিনমাস অতীত না হইতেই তাঁহার নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া বিলাস-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন।

৩

রায়মহাশয় সুখের আশা করিয়াই এই বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে এমনই সুখভোগ ঘটিতে লাগিল যে তাহা ভোগ করিবার জন্য আর তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারিলেন না।

গৃহেও তাহাই হইতে লাগিল। তাঁহার অত্যধিক আদর ও প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার নবপরিনীতা পত্নী শ্যামাপ্রভা ক্রমে ক্রমে আপনাকে সংসারের একমাত্র কর্ত্রী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সংসারের যত কিছু কাজকর্ম্ম সকলই বিধবা পুত্রবধূ সুভাষিনীর স্কন্ধে চাপাইয়া নিজে অহরহঃ কেবল নভেল লইয়া সময় অতিবাহিত করিত, এবং সময়ে অসময়ে অকারণে সুভাষিনীর উপর বিষম বাক্যবাণ বর্ষণ করিত। এদিকে সকলের পশ্চাতে শুইয়া আবার চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতেই সুভাষিনী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিত। তারপর সমস্ত দিন গাধার খাটুনি খাটিতে থাকিত। একদিন একমুহূর্ত্তের তরেও তাহার বিশ্রাম লইবার উপায় ছিল না।

দশমীর দিন রাত্রিতে মাছ আসিয়াছে। সুভাষিনী হবিষ্যঘরে ভাত, ডাল, তরকারী প্রভৃতি রান্ধিয়া শ্যামাপ্রভাকে গিয়া বলিলেন,—"ছোট মা! তোমার মাছের ব্যঞ্জনটা রাঁধিয়া লও; আজ আমার দশমী, মাছ ছুঁইব না"। শ্যামাপ্রভা অমনি মুখখানা ভার করিয়া বলিলেন,—"আমার আজ মাথা ব্যথা করিতেছে, আমি রাঁধিতে পারিব না।" সুভাষিনী আবার বলিলেন—"তাহা হইলে মাছগুলো কি [নষ্ট হইবে? আমার কাল উপবাস, রাত্রে পিপাসা পাইলে একটু জল খাইতে হইবে, কেমন করিয়া মাছ ছুঁইব? তখন শ্যামাপ্রভা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"অমন যদি তোমাকে নবাবপুত্রীর মতন থাকিতে হয়, তাহা হইলে তোমার এ সংসারে স্থান হইবে না। সময়ে অসময়ে যদি শরীরকে একটু আরামই দিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার অমন লোক থাকিয়াই বা লাভ কি?" সুভাষিনী আর কি করেন, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে মাছ রাঁধিয়া দিলেন, দশমীর দিন রাত্রেও তাঁহার ভাগ্যে একটু জল খাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

* * * * *

রায় মহাশয় ও বিমলেন্দু খাইতে বসিয়াছেন, তাঁহাদের এক পার্শ্বে বালিকা দক্ষবালাও খাইতে বসিয়াছে। খাইতে খাইতে সহসা বালিকার গলায় একটি কাঁটা বিঁধিয়া গেল, বালিকা কাসিতে কাসিতে পাতের গোড়ায় বমি করিয়া ফেলিল। অমনি শ্যামাপ্রভা আসিয়া পৃষ্ঠে ধপাধপ্ চড় চাপড় সুরু করিয়া দিল। বালিকার অপরাধ—সে দেখিয়া খায় নাই কেন। বিমলেন্দু তাহার মাতৃহীনা ছোট বোন্‌টির

সুভাষিনী কান্না শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল—বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া শ্যামাপ্রভাকে বলিল—"আহা তোমার কি একটু মায়া দয়া নাই ? কচি মেয়ে—মা নাই—উহাকে কি এমন করিয়া মারিতে—হয় ? অমনি শ্যামাপ্রভা সুভাষিনীকে পঞ্চাশ গণ্ডা কড়া কথা শুনাইয়া দিল। বলিল—"তোমার এত কথা শুনিয়া আমি থাকিতে পারিব না। তুমি এমন করিয়া যদি মুখ চালাও তাহা হইলে এ বাটিতে তোমার স্থান হইবে না।" সুভাষিনীর সে দিন আর খাওয়া হইল না। রাঁধা ভাত ফেলিয়া সে ঘরে যাইয়া মেজের উপরে আঁচল পাতিয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রথমে দক্ষবালা, পরে বিমলেন্দু যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া অনেক টানাটানি করিল ; কিন্তু সুভাষিনী উঠিল না। তাহার রাঁধা ভাত নষ্ট হইল—সমস্ত দিন উপবাসে গেল।

রায়মহাশয়ের গৃহে এইরূপ নিত্য নিত্য, নূতন নূতন—ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এমন দিন যাইত না, যে দিন বালিকা দক্ষবালা তাহার বিমাতার হস্তে দুই চারিটী প্রহার না খাইত। এমন সপ্তাহ যাইত না, যাহার মধ্যে সুভাষিনী দুই এক দিন উপবাস না করিত। রায়মহাশয় এই সকল দেখিয়া মনে মনে কষ্ট অনুভব না করিতেন তাহা নহে ; কিন্তু পত্নীর বিরাগের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেন না। এমনই ভাবে নিত্য অশান্তির মধ্য দিয়া রায়মহাশয়ের দ্বিতীয় বিবাহের পর বৎসর অতীত হইয়া গেল। এতদিনে তিনি বিধুভূষণের মৃত্যুশোক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

আর সুভাষিনী! সে বিষাদ প্রতীমা সর্ব্বদাই পরিম্লান ; সে ফুল্লর-বিন্দবৎ আনন সর্ব্বদাই বিষাদছায়ায় মলিন ; সে অসামান্য রূপরাশি কীটবিদ্ধ কুসুমের দশাগ্রস্ত। যেন নিদাঘের অগ্নিতাপে বসন্তের বন সোহাগিনী শুকাইয়া উঠিতেছে, যেন হিমবর্ষী শীতের তুষার-শীতল সমীরণে শরৎ-সোহাগিনী সরোজিনী ম্লান হইয়া যাইতেছে। হায়। বক্ষে কণ্টক লইয়া কে কবে সুখে কাল কাটাইতে পারিয়াছে ?

৪

আর এক দিন রাত্রিতে রায়মহাশয় ও বিমলেন্দুর সঙ্গে বালিকা দক্ষবালা খাইতে বসিয়াছিল। সে দিন রাত্রি কিছু অধিক হইয়াছিল,

ইহা দেখিয়া তাহার বিমাতা তাহাকে আর খাওয়াইতে চেষ্টা না করিয়া আঁচাইয়া দিবার জন্য তাহাকে গৃহের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল! আঁচা-ইতে গিয়া বালিকা ঘুমের ঘোরে এক জায়গায় বসিয়া পড়িল। তাহার বিমাতা হাতে করিয়া জল লইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল, কিন্তু নিদ্রায় বালিকার চক্ষু তখন মুদিয়া আসিতেছিল; সে অনেক ডাকাডাকিতেও সে স্থান হইতে উঠিল না। ইহা দেখিয়া শ্যামাপ্রভা আর তাহার ক্রোধ সামলাইতে পারিল না। নিদারুণ প্রহারে বালিকার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জ-রিত করিয়া দিল। বালিকার ক্রন্দন শুনিয়া সুভাষিনী দৌড়িয়া সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল—দেখিল তখনও শ্যামাপ্রভার ক্রোধ শান্ত হয় নাই, তখনও শ্যামাপ্রভা বালিকার গাল দুইটী টিপিয়া ধরিতেছে বালিকাকে সুভাষিনী আপনার সন্তান অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিত। বিমাতার হস্তে তাহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, সবলে বালিকাকে শ্যামাপ্রভার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লইল। ক্রোধে ও দুঃখে সুভাষিনীর তখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। সে কেবলমাত্র শ্যামা-প্রভাকে বলিল—"কচি মেয়ে, এমন করিয়া রোজ রোজ মারিলে এ যে মরিয়া যাইবে।" আর যায় কোথায়, এই একটা কথার বদলে শ্যামাপ্রভা তাহাকে পঞ্চাশটা কথা শুনাইয়া দিল। "তোমার আস্পর্দ্ধা দেখিতেছি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তুমি আমাকে কোনও দিনই দশটা কথা না বলিয়া জলগ্রহণ কর না। আমি কি তোমার দেনা ধারী যে নিত্য নিত্য এমনি করিয়া তোমার কথা শুনিয়া থাকিব? আমার সঙ্গে তোমার এ বাটীতে স্থান হইবে না। আজ আবার বলিতেছি, শোন, হয় তুমি এখনই বাটীর বাহির হও, না হয় তুমি শ্বশুরের সহিত ঘর কন্না কর, আমি আমার বাপের বাড়ী চলিলাম। সুভাষিনী কাঁদিয়া বলিলেন—তুমি নিত্য নিত্য আমাকে ওই একই খোঁটা দাও। আমি এখন আর কোন্ অধিকারে এ বাটীতে থাকিতে চাহিব, একা তোমারই অধি-কার, তুমিই থাক; আমার দুই চক্ষু যে দিকে যায়, সেই দিকে চলিলাম। এই বলিয়া সুভাষিনী দক্ষবালাকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া তাহার বিছানায় শোয়াইয়া আসিল। তার পর একবস্ত্রে গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া মনে মনে মৃত স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিল।—"ইষ্টদেব! তুমি যখন

সেখানে চলিল।" এই বলিয়া সুভাষিনী আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই অন্ধকার নিশীতে গৃহের বাহির হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া পড়িল।

রায়মহাশয় আহার সমাপনান্তে এতক্ষণে সেখানে উঠিয়া আসিলেন, দেখিলেন শ্যামাপ্রভা একাকিনী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছে! "বউমা কোথায় গেল?" শ্যামাপ্রভা উত্তর করিল, "বউমা কোথায় তাহা আমি জানিনা। তাহার গুণের কথা কত কহিব? বউমা এ বাটীতে আমার সহিত থাকিবেন না।" এমন সময়ে বিমলেন্দুও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল—বলিল, "বাবা? আমি বউদিদিকে বালিতে শুনিয়াছি আমার দুই চক্ষু যে দিকে যায় সেই দিকেই চলিলাম, বোধ হয় তিনি রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" শ্যামাপ্রভা তখন বলিল,—"যমের বাড়ী ভিন্ন আর তাহার যাইবার স্থান কোথায় আছে। তোমরা অত বাড়াবাড়ি করিও না; সে এখন আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে!" রায় মহাশয় অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন আর পারিলেন না, ক্রুদ্ধ হইয়া শ্যামাপ্রভাকে বলিলেন,—"আমি বহুদিবস হইতে তোমার অত্যাচার সহিয়া আসিতেছি, কিন্তু আর পারিব না। যে দিন হইতে তুমি এখানে আসিয়াছ, সেই দিন হইতে তুমি আমার শান্তির সংসারে অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছ। তোমার অত্যাচারে আজ আমার কুললক্ষী গৃহত্যাগিনী হইল। আমি পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমারই অত্যাচারে আমার সেই পুত্রশোকাগ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হইল। এবার তুমিও তোমার কর্ম্মের ফল ভোগ কর—আজি হইতে তুমি আমার পরিত্যজ্যা। অন্য কোন স্ত্রীলোক যদি স্বামীর মুখে এমন কথা শুনিতেন, তবে সেই মূহুর্ত্তেই বজ্রহাতে ন্যায় বসিয়া পড়িতেন কিন্তু শ্যামপ্রভা তাহা করিল না। সে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল— "বেশ তাহাই হউক, আমাকে এই মূহুর্ত্তেই আমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দাও। তুমি তোমার পুত্রবধুকে লইয়া সংসার কর। আমার তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। রায়মহাশয়ও তেমনই ভাবে উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন - "তাহাই হইবে; কাল প্রত্যুষেই তোমার পিত্রালয়ে চলিয়া যাও, আমি সকল জ্বালার হাত হইতে অব্যাহতি পাই।" এই বলিয়া রায়মহাশয় তাঁহার বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রে আর তিনি বাটীর মধ্যে শুইতে গেলেন না। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই রায়মহাশয় পাল্কী বেহারা ডাকাইলেন শ্যামাপ্রভাও

৫

রায় মহাশয় বহির্ব্বাটীতে আসিয়াই তাঁহার পুত্রবধূর অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন ’ কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও তাহারা কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে একে একে ফিরিয়া আসিল।

এ দিকে সুভাষিনী গৃহের বাহির হইয়াই সোজা রাস্তা ধরিয়া দ্রুতপদে দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল। তাহাদিগের বাটী গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত, সুতরাং গৃহ ছাড়িতেই সে একেবারে মাঠে আসিয়া পড়িল। এই পথ ধরিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সে একটি ক্ষুদ্র নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুভাষিনী এইস্থানে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল। রজনী ঘোরান্ধকারময়ী, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল, পদনিম্নে বীচিমালিনী ক্ষুদ্র ‘পান্দীরা’ নদী কুলু কুলু শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল ; নৈশ বায়ু পান্দীলের নক্ষত্রালোকযুক্ত ক্ষুদ্র বক্ষের উপর দিয়া হু হু শব্দে বহিয়া যাইতেছিল, এবং অদূরে শ্মাশন ক্ষেত্রে দুই একটা শিবা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছিল। কিন্তু এ সকলের প্রতি সুভাষিনীর কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিলনা, সে ভাবিতে লাগিল যে এখন তাহার কর্ত্তব্য কি? কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল যে যখন শ্বশুর গৃহে তাহার আর স্থান নাই, তখন আর তাহার প্রাণ ধারণ করায় ফল কি? এই মনে করিয়া সে নদীতে ডুবিয়া মরিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। সেই অন্ধকার নিশীথে সুভাষিনী ডুবিয়া মরিবার জন্য নিঃশব্দে নদীর জলে নামিতে লাগিল। সে সাহসে বুক বাঁধিয়া একগলা জল পর্য্যন্ত নামিল, কিন্তু এই সময় অকস্মাৎ তাহার মনে হইল যে কেন সে অকারণে আত্মহত্যা করিবে? এখনও সংসারে তাঁহার যথেষ্ট কাজ রহিয়াছে। যদ্যপি এক্ষণে সে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে কে মাতৃহীনা বালিকা দক্ষবালাকে লালন পালন করিবে? এই সকল মনে করিয়া সে আর মরিতে পারিল না, চিন্তাকুল মনে ধীরে ধীরে তীরে উঠিল, এবং আদ্র বসনেই নিকটস্থ কালী বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে যাইয়া শ্রান্তি বশতঃ ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

প্রভাতে বিমলেন্দু খুঁজিতে গিয়া

করিতেছিল, এমন সময়ে সে পার্শ্ববর্ত্তী মণ্ডপ ঘরের বারান্দায় তাহার স্নেহময়ী বৌদিদিকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইল. দেখিয়া বিমলেন্দু আনন্দে আত্মহারা হইল এবং তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া সুভাষিনীকে নিদ্রা হইতে জাগরিতা করিল, এবং তাঁহাকে গৃহে যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। সুভাষিনীও সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন আপত্তি করিল না—নিঃশব্দে বিমলেন্দুর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ইহার কয়েক দিবস পরেই রায়মহাশয় হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। সুভাষিনী ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে শ্বশুরের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু সে একা কয়দিক বজায় করিতে পারে? তাহার অনবরত রোগীর নিকট অবস্থিতি নিবন্ধন সংসারের অন্যান্য কাজকর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। আর যাহাই হউক, বিমলেন্দু ও দক্ষবালা সময়মত একমুঠা ভাত পাইলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু এক সুভাষিনী তাহাও পারিয়া উঠিতেছে না। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া রায়মহাশয় তাঁহার পত্নীকে আনিবার জন্য পাল্কীসহ শ্বশুরের গৃহে লোক পাঠাইলেন। পাঠক শুনিলে ব্যথিত হইবেন যে স্বামীর এরূপ দুঃসময়েও শ্যামাপ্রভা তাঁহার নিকট আসিল না। সে তাহার স্বামীকে বলিয়া পাঠাইল—"সুসময়ে তোমার পুত্রবধূকে মিষ্ট লাগিয়াছিল, এখন অসময়ে বিষ্ঠামূত্র পরিস্কার করিবার জন্য আমাকে মনে পড়িয়াছে কেন? সে সময়ে যাহাকে মিষ্ট লাগিয়াছিল, এখন তিনি তিক্ত হইলেন কেন? যাহা হউক, আমাকে যখন তোমার বাটী হইতে বিদায় করিয়াই দিয়াছ, তখন আর আমাকে ডাকাডাকি কি জন্য? আমি আর তোমাদের গৃহে যাইব না।" শ্বশুর গৃহ হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া যখন রায়মহাশয়কে এই কথা শুনাইল, তখন তিনি যে তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ে যেরূপ বিষম বেদনা অনুভব করিলেন, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে কেমন করিয়া বুঝাইব? ভগ্নহৃদয়ে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অভাগিনী নিজ কর্ম্মদোষে নিজেই মজিল! বিধাতার হাত, আমি কি করিব?" অতঃপর তিনি নিজের অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে করিয়া তাঁহার সম্পত্তির উইল করিবার জন্য প্রতিবেশীদিগকে আহ্বান করিলেন। সকলে আসিয়া সমবেত হইলে মুহুরীকে লিখিতে বলিলেন—"আমি আমার

পুত্রবধূ সুভাষিনী পাঁচআনা এবং কনিষ্ঠাকন্যা দক্ষবালা এক আনা পাইবে। পত্নী শ্যামাপ্রভা তাহার অসৎ ব্যবহারের জন্য নিজ অংশ হইতে বঞ্চিতা হইল। কেবল মাত্র বিমলেন্দুর নিকট হইতে সে তাহার ভরণ পোষণের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া সাহায্য পাইবে।" উইলের এই মর্ম্ম শুনিয়া—শ্যামাপ্রভার অংশে শূন্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সকলেই পত্নীর নামে কিছু দিবার জন্য রায়মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রায়মহাশয় কাহারও কথা কানে তুলিলেন না। মুহুরী লিখিতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া তিনি পুনরায় তাহাকে বলিলেন, "কেন—এইরূপই হইবে।" অনন্তর উইল লিখিত ও যথারীতি সাক্ষ্যাদি সমেত স্বাক্ষারাদি হইয়া গেল।

সেইদিন শেষরাত্রে সহসা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হওয়ায় রায়মহাশয় তাঁহার পরিবার ও বন্ধুবর্গকে অপার শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

৬

রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর মাধবপুরের প্রতি গৃহস্থের বাটীতে সকাল সন্ধ্যা কেবল এই কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। তিনি জরাগ্রস্ত হইয়াও যে নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ অযথা একটী বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই এই সকল আলোচনার স্থূল মর্ম্ম। মৃতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ; কিন্তু মাধবপুরের অধিবাসিগণ একথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। সত্যবটে রায়মহাশয় বহুসদগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন; কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বয়সে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুর তিনমাস অতীত হইতে না হইতেই, পুত্র ও পুত্রবধূ বিদ্যমান পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সমাজের উপর যে বিষম অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমুদয় সদ্গুণগুলি ডুবিয়া গিয়া দোষের ভাগই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় লোকে যে তাঁহাকে একটী বালিকার সর্ব্বনাশ করিবার অপরাধে অপরাধী করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এদিকে যথা সময়ে বিমলেন্দু সমারোহ সহকারে তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিল। তারপর একদিন সে কৃষ্ণপুর গ্রামে গমন করিয়া তাহার বিমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিল; এবং তাঁহাকে

তাঁহার অবর্ত্তমানে সংসার চালাইবার লোকের একান্ত অভাব, আপনারও নিজের বাড়ীঘর ছাড়িয়া চিরকাল পিত্রালয়ে বাস করা উচিত হয় না। এইজন্য আমাদের ইচ্ছা আপনি বাড়ীতে যাইয়া আপনার ন্যায্য প্রাপ্য গৃহিনীর পদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে লালন পালন করুন।" কিন্তু অভাগিনী শ্যামাপ্রভা ইহাতেও রাজী হইল না। সে বিমলেন্দুকে বলিল—"তোমাদের সংসারে যাইয়া আর আমি বাস করিতে পারিব না। তুমি এখন গৃহে ফিরিয়া যাও।" অগত্যা বিমলেন্দু গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

কিয়ৎকাল পরে শ্যামাপ্রভার পিতা বরদা ভট্টাচার্য্য স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপীমোহন সংসারের কর্ত্তা হইল। গোপীমোহন অত্যধিক স্ত্রৈণ ছিল—পত্নীর আলতাপরা চরণযুগলতলে আপনাকে বিক্রীত করিয়া রাখিয়াছিল; সুতরাং সকল বিষয়েই সে নিজে কোন বুদ্ধি খরচ না করিয়া তাহার স্ত্রীর কথামতই চলিত। গোপীমোহনের সেই আদরিনী ভার্য্যা আনন্দমোহিনী তাহার ননদিনীকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিত না। এক্ষণে সংসারে তাহার আধিপত্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সে শ্যামাপ্রভাকে নানা প্রকারে ক্লেশ দিতে লাগিল। শ্যামাপ্রভা প্রথম প্রথম কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত সকলই সহ্য করিয়া রহিল, কিন্তু অবশেষে উহা তাহার ঘোর অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল। সেই সময়ে শ্যামাপ্রভা একবার মনে করিল যে ভ্রাতৃবধুর হস্তে এ নরক যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা বিমলেন্দুর সংসারে যাইয়া সেখানে গৃহিনীর পদ গ্রহণ করিয়া চিরশান্তিতে বাস করিবে। কিন্তু অমনি কুবুদ্ধি আসিয়া তাহার কানে কানে বলিয়া দিল—"বিমলেন্দুর সংসারে কি সুভাষিনীর হস্তে যন্ত্রণাভোগ করিতে যাইবে? এক্ষণে সময় পাইয়া সে তোমার পূর্ব্ব ব্যবহারের প্রতিশোধ দিবে, তাহা কি ভুলিয়া যাইতেছ?" সুতরাং সেখানেও শ্যামাপ্রভার যাওয়া হইল না। নিদারুণ মানসিক কষ্টে ছটফট করিতে লাগিল, অবশেষে আর সহ্য করিতে পারিল না, আত্মহত্যা দ্বারা এ অসহ্য যন্ত্রণার অবসান করিবে স্থির করিল।

একদিন প্রাতে অনেক বেলা হইয়া গেল, তথাপি শ্যামাপ্রভা তাঁহার শয়ন গৃহের দরজা খুলিল না। বাটীর সকলে বাহির হইতে অনেক ডাকা-ডাকি করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু

অবশেষে তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সহসা সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে পথিক যেমন স্তম্ভিত হয়, তাহারা গৃহমধ্যে একপদ অগ্রসর হইতেই সহসা সেইরূপ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, প্রকৃতিস্থ হইলে সকলে দেখিতে পাইল, শ্যামাপ্রভার প্রাণহীন দেহ গৃহের কড়িকাষ্ঠে ঝুলিতেছে, অভাগিনী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

হায় ভবিতব্য! অমোঘ তোমার দণ্ড—কঠিন বিধান!

সম্পূর্ণ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার।

তুমি কে গো

প্রথম খণ্ড—মুকুল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি

মাদারিপুরের বিস্তৃত বিল—যত দূর দৃষ্টি যায়—কেবলই বিল;—বৃক্ষাদির সংস্রব নাই।—কেবল দূরে দূরে, অতি দূরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পুঞ্জ;—ঐ সকল দ্বীপের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেটে ঘর. আম্র কদলি তাল নারিকেল খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া ঘরগুলি পুর্ণিমার রাত্রির জ্যোৎস্নাবিধৌত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণিপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

নিম্নে অতলস্পর্শ জল;—কিন্তু সেই মীনসঙ্কুল গভীর জল, নীল সবুজ শ্যামল দামে পরিশোভিত।—মধ্যে মধ্যে কুমুদিনীগণ বাতাসে হাসিয়া হাসিয়া নীল আকাশের সোনার চাঁদের সহিত প্রেমালাপে ঢলিয়া ঢলিয়া বেড়াইতেছে। কোথায়ও গোলাপ বিনিন্দিত পদ্মরাজী জ্যোৎস্নালোকে শত শোভায় ভাসিয়া মনোরম স্নিগ্ধ-সৌরভ চারি দিকে বিস্তৃত করিয়া অর্দ্ধসুপ্ত মধুকরের প্রাণ আকুলিত করিয়া তুলিতেছে! বিস্তৃত বিল-বক্ষে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ পয়োঃপ্রণালী সকল চন্দ্রমাকিরণে সুন্দর সুন্দর রজত-হারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যত দূর দৃষ্টি যায় এই সকল তরনী-পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া তর-

আকাশ এই বিস্তৃত বিলের চারি দিকে ঢলিয়া পড়িয়া যেন ইহাকে দুই হস্তে টানিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইতে প্রয়াস পাইতেছে।—চারি দিক ঘোর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ। এই নিশীথ নিস্তব্ধতায়—এই পূর্ণচন্দ্র-বিশোভিত বিলের শোভা শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে!

সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ নহে,—এক অবিরাম শোঁ শোঁ শব্দ সমস্ত বিল জুড়িয়া উত্থিত হইতেছে।—কোটী কোটী মশা উড়িয়া উড়িয়া নিজের আনন্দে ঘুরিতেছে। মানুষ পাইলে তাহার প্রাণান্ত করিতেও ক্রটী করিতেছে না।

মধ্যে মধ্যে জল-বিহঙ্গমগণ চারি দিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া নিশার নিস্তব্ধতা আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে!—দূরে দূরে তাহাদের বিকট ধ্বনি বাতাসে বাতাসে মিলিয়া গিয়া নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা আরও গভীরতর করিয়া তুলিতেছে!

দূরে কিসের অস্পষ্ট "ঝুপ্ ঝুপ্" শব্দ শ্রুত হইতেছে। স্পষ্টত এই নিশীথ নিস্তব্ধ রাত্রে, এই বিলের মধ্য দিয়া কেহ তরণী চালিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে!

নৌকা নহে,—এক খানি ক্ষুদ্র তালের ডোঙ্গা। ডোঙ্গাখানি নিজ মৃত্তিকা সজ্জিত ক্ষুদ্র মুখখানি ঈষৎ উত্থিত করিয়া অপরিসর প্রয়োঃপ্রণালীর রঁজত হারের জল উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছে।

ডোঙ্গার উপর দাণ্ডায়মানা একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা। এই নিশীথ রাত্রে জনশূন্য বিলে নির্ভয়ে বালিকা দুই হস্তে ক্ষুদ্র বংশদণ্ড মৃত্তিকায় প্রথিত করিতে করিতে ডোঙ্গা বাহিয়া চলিয়াছে। বংশ ক্ষেপণী-সঞ্চালনে ডোঙ্গা তীর বেগে ছুটিতেছে!

বালিকা আলুলায়িতাকেশা,—জলসিক্তা। তাহার সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশদাম তাহার পৃষ্ঠে, বক্ষে গড়াইতেছে।—সিক্ত কেশ চন্দ্রালোকে স্বর্ণরঙ্গে রঞ্জিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে!

বালিকার অঙ্গে আবরিত গ্রাম্য তন্তুবায়-হস্ত প্রস্তুত সিক্ত লাল পেড়ে মোটা সাড়ী ও তাহার হস্তস্থিত দুই গাছি সরু লাল শাঁকা তাহার স্বভাব সৌন্দর্য্যে যেন আরও শোভা ঢালিয়া দিয়াছে। বালিকা পূর্ণ গৌরাঙ্গী না হইলেও মুখের অতুলনীয় কমনীয়তা চন্দ্রালোকে স্বর্গীয় শোভায় বিভাসিত হইতেছে,—তাহার সুললিত কোমল হস্তপদ, অঙ্গের গঠন দেখিলে অনুমিত

হয় যেন কোন সু-শিল্পী-ভাস্কর বহু আয়াসে কোন সুন্দর প্রস্তর খণ্ডে তাহাকে খোদিত করিয়াছেন।

জ্যোৎস্নালোকে বালিকার সর্ব্বাঙ্গ হইতে মুক্তাপাতির ন্যায় জল ঝরিতে ছিল ;—দেখিলেই প্রতীতি হয়, বালিকা নিশ্চয়ই একটু পূর্ব্বে জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র তালের ডোঙ্গা হইতে জলে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে ;— ইহার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাকে জলের উপর দিয়া লইয়া যাওয়াই বিচিত্র!

সহসা বালিকা ক্ষেপণী সঞ্চালন বন্ধ করিল,—চারি দিকে উৎকণ্ঠিত ভাবে চাহিয়া দেখিল,—কে যেন কোথা হইতে কি বলিল! অথচ কেহ কোথায়ও নাই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাৎ।

"কে যাও—দাঁড়াও।"

সেই জনশূন্য বিলের মধ্যে কে একজন কোথা হইতে এই কথা বলিল। তাহার কথা যেন সহসা সরোবরে ইষ্টক বিক্ষিপ্ত তরাঙ্গাবলীর ন্যায় এই বিলের নিস্তব্ধতায় এক অভূত পূর্ব্ব তরঙ্গ উত্থিত করিল। বালিকা স্তম্ভিত হইয়া ক্ষেপণী-সঞ্চালন বন্ধ রাখিয়া বিস্মিত ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। চারিদিক জনশূন্য, চারিদিক নিস্তব্ধ, উপরে জ্যোৎস্নার আলোক—নিম্নে সবুজ শ্যামল দাম-যুক্ত বিস্তৃত বিল—আর কোন দিকে কিছু নাই!

আবার কে বলিল, "ডাকাতে আমার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া, আমায় এখানে ফেলিয়া গিয়াছে।—তুমি যে হও,—আমায় রক্ষা কর।" যেখান হইতে স্বর উত্থিত হইল, বালিকা সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বলিল, "তুমি কোথায় ;—কে তুমি?"

লোকটী বলিল, "আমায় তাহারা এই ঢিপির উপর রাখিয়া গিয়াছে, চারিদিকে জল।

বালিকা বলিল "তোমায় দেখিতে পাইতেছি না,—তুমি কোথায়?"

"আমি এই ঝোপের ভিতর আছি?"

"তাহারা আমার কাপড় পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ;—প্রাণ যায়,—তুমি যে হও,—আমায় রক্ষা কর।"

"তুমি উলঙ্গ।"

বালিকার মুখ এতক্ষণ এক বিষাদের ছায়ায় আবরিত ছিল,—এক্ষণে মেঘান্তরিত চন্দ্রের ন্যায় সেই মুখে বালিকাসুলভ হাসি বিভাসিত হইয়া পড়িল, কিন্তু বালিকা মুহূর্ত্ত মধ্যে ওষ্ঠের হাসি ওষ্ঠে নিমজ্জিত করিয়া বলিল, "তুমি যদি ডাকাত হও ?"

এবার লোকটী ঝোপের ভিতর হইতে ঈষৎ মুখ বাহির করিল।—অতি সুন্দর,—সুপুরুষ,—যুবকের মুখ। বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার বয়স দ্বাবিংশের ঊর্দ্ধ হইবে না। যুবক কাতরে বালিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমায় ডাকাত বলিয়া কি বোধ হয়। প্রাণ যায়, মশায় খাইয়া ফেলিল ;—আমায় রক্ষা কর।"

বালিকা বলিল, "কখনও কেহ এ পথে আসে না,—আমি না আসিলে তোমার কি হইত!"

যুবক বলিল, "ভগবান আমায় রক্ষা করিবার জন্যই তোমায় আনিয়া দিয়াছেন। আমায় রক্ষা কর, প্রাণ যায়, মশায় খাইয়া ফেলিতেছে।"

বালিকা আবার ওষ্ঠের হাসি ওষ্ঠে চাপিল, বলিল, "দেখিতেছি, আপনি বিদেশী, আমাদের বিলের মশা অভ্যাস নাই। কিন্তু আপনাকে আরও একটু মশা সহ্য করিতে হইবে।

যুবক অতি কাতরে, ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল "কেন ?"

বালিকা বলিল ; "আমার আইমার বড় ব্যামো, তাই কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিবার জন্য এত রাত্রে বাহির হইয়াছি। এই পথে গেলে তাঁহার বাড়ী শীঘ্র পৌঁছিতে পারিব বলিয়াই এই পথে যাইতেছিলাম ; না হইলে কেহ এ পথে যায় না।—আমি এ দিকে না আসিলে, হাজার চেঁচাইলেও কেহ আপনার কথা জানিতে পারিত না!"

"ভগবান আমায় রক্ষা করবার জন্যই তোমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন,—এখন আমায় রক্ষা কর।"

"দেখিতেছেন, আমি তালের ডোঙ্গায় যাইতেছি ;—ইহাতে দুই জনের যাইবার উপায় নাই ; আমিই একবার জলে পড়িয়া গিয়া দেখুন ভিজিয়া গিয়াছি। কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছি—

পারিব; তাঁহার নৌকা আছে, সেই নৌকায় আপনাকে তুলিয়া লইয়া যাইব।"

"আর যদি তুমি না এস।"

"আসিব না কেন? আপনার সঙ্গে যতক্ষণ কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতেছি, ততক্ষণ আমি অনেক দূর যাইতে পরিতাম। ভয় নাই, আমি শীঘ্রই আসিব;—যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ সব সহ্য করিতে হইবে—উপায় নাই।"

বালিকা সবলে বংশ দণ্ডে ডোঙ্গা চালিত করিল, ডোঙ্গা তীর বেগে ছুটিল,—দেখিতে দেখিতে ডোঙ্গা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঢিপির উপর।

যুবক গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, হতাশ ভাবে বলিলেন, "যদি না আসে!—তাহা হইলে উপায়?—প্রাণ যায়!—এমন মশা ত্রিসংসারে যে কোথাও আছে, তাহা জানিতাম না,—আঃ—উঃ?"

দুই হস্তে যুবক সর্ব্বাঙ্গে চপেটাঘাতের উপর চপেটাঘাত মুসল ধারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সুন্দর কাঁচা সোণার রং রক্ত বর্ণে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলেন;—তবুও রক্ষা নাই; কোটী কোটী মশা শোঁ শোঁ শব্দে তাঁহার অঙ্গ ছাইয়া ফেলিতেছিল!

যুবক লম্ফ দিয়া উঠিলেন,—বলিলেন না আর সহ্য হয় না!—বেটারা ইহাপেক্ষা আমায় একেবারে মারিয়া ফেলিল না কেন?—আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে!—আর একটু কষ্ট!—নিশ্চয়ই আসিবে! এ বালিকাকে দেখিলে ভদ্র লোকের মেয়ে বলিয়া বোধ হয়, এ কখনই আমায় এ অবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না। না, নিশ্চয়ই আসিবে! এমন সুন্দর, এমন ভয়ানক স্থানে কিরূপে জন্মিল; ইহার কথা বার্ত্তায় বোধ হয় এ নিতান্ত পাড়া গেয়ে নহে, বোধ হয় লেখা পড়াও জানে! উঃ—খেয়ে ফেলিল!—আসিবে,—নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে।

যে দিকে ডোঙ্গা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছিল, যুবক ব্যাকুল ভাবে কিয়ৎক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও চপেটাঘাতের বিরাম

যুবকের পক্ষে সে যে কিরূপ অসহনীয় ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা যিনি কখনও তাঁহার অবস্থায় পতিত হয়েন নাই, তিনি কখনই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে বলিয়া যুবক মনকে শত প্রকারে প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে যন্ত্রণা সম্পূর্ণ অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল,—আর সহ্য হয় না!

"এতক্ষণ মনে হয় নাই!"

এই বলিয়া যুবক জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বাপ্ বলিয়া উন্মাদের ন্যায় তিনি ঢিপির উপর উঠিলেন, জলে সহস্র সহস্র জোঁক।

এই বিলে লোকালয়ের নিকট মশা ও জোঁক দুইই নাই বলিলে হয়, কিন্তু জনশূন্য স্থানে তাহাদের সংখ্যার সীমা নাই।

যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে তীরে উঠিলেন, এই অত্যল্প সময়েই দু দশটা জোঁক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল; তিনি তাহাদিগকে নিমেষে দূরে নিক্ষেপ করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—অতি কষ্টে তাঁহার ন্যায় কষ্টে—হাসি অবসম্ভাবি। বলিলেন, "কে বলিবে এ স্থান এ রূপ ভয়ানক! উপরে এমন সুন্দর চাঁদ,—সম্মুখে এমন সুন্দর সুন্দর জলের খাঁড়ি, মধ্যে মধ্যে কি সুন্দর পদ্ম! তাহার উপর এমন মন বিমোহন জল-সুন্দরী? সকলই চমৎকার!—আকাট মূর্খের হৃদয়ও এ সুন্দর দৃশ্যে কবিত্বে পূর্ণ হয়।—কিন্তু কি ভয়ানক!—উপরে কোটী কোটী মশা,—নিচে সহস্র সহস্র জোঁক। এখানে কালিদাসকে ছাড়িয়া দিলেও পাঁচ মিনিটে তাঁহার কবিত্ব ছুটিয়া যাইত! কি ভয়ানক!—দুর্ব্বৃত্ত ডাকাতেরা জানিয়া শুনিয়া আমায় এইখানে ফেলিয়া গিয়াছে? কি বদমাইস! সময় পাইত একদিন বুঝিয়া লইব! মেয়েটা কি আর ফিরিবে না? যদি না ফেরে, তবে উপায়? বলিল,—এখান হইতে হাজার চেঁচাইলেও কেহ শুনিতে পাইবে না! তবে কি এই ভয়ানক স্থানে অনাহারে ——"

যুবক শিহরিয়া উঠিলেন—যে ভয়াবহ মৃত্যুর কথা তাঁহার মনে উদিত হইল, তহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, শিরার রক্ত জল হইয়া গেল!

আমাকে রক্ষা করিবার জন্যই এই বালিকাকে এই পথে পাঠাইয়া ছিলেন।
সে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। আর আশাই বা ছাড়িব কেন? যদি মেয়েটা
নিতান্ত না আসে,—সাঁতার জানি, কোন গতিকে কাল সকালে কোন গ্রামে
পৌঁছিতে পারিব। তবে জোঁক! কি ভয়ানক! উঃ—আঃ।

আবার সহস্র সহস্র মশা যুবককে আক্রমণ করিয়াছে। যাতনায়
তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে! এবার যুবক বলিয়া উঠিলেন, আমি
কি মূর্খ! এ কথাটা এতক্ষণ মনে হয় নাই? গাটা জলে ভিজা ছিল
বলিয়াই এতক্ষণ মশায় কামড়াইতে পারে নাই।—হাতের কাছে জল
আছে, জলে গাটা ভিজাইয়া রাখিতে পারিলেই কতকটা ইহাদের হাত
হইতে রক্ষা হইতে পারে; ততক্ষণ সে নিশ্চয়ই ফিরিবে।

আশাই মনুষ্য-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! যুবক আশার আশায়
উৎসাহিত হইয়া জলের ধারে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ জলে সিক্ত করিতে আরম্ভ
করিলেন। তাহাও সহজ কার্য্য নহে, সর্ব্বদাই ভয়াবহ জোঁকে আক্রান্ত
হইবার সম্ভাবনা! এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। পূর্ণ-
চন্দ্রের হাসি ক্রমে মলিন হইয়া আসিল। চাঁদ ধীরে ধীরে নীল আকাশের
নিম্নে অবতীর্ণ হইলেন,—উষার সুশীতল সমীরণ বহিল, মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে
ডাক পাখি ডাক ছাড়িল। বালিকা কোথায়? যুবক ব্যাকুল ভাবে সেই
ক্ষুদ্র পয়োঃপ্রণালীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নিকট সময়
তিল তিল করিয়া চলিল, কষ্টের সময় কবে কাহার শীঘ্র যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভট্টমহাশয়।

মাদারীপুরের বিস্তৃত বিলের মধ্যে কোটালিপাড় গ্রাম বিখ্যাত। বহু
ভদ্র পরিবারের বাস, জন সংখ্যাও অত্যল্প নহে;—তবে গ্রামটী দ্বীপ-পুঞ্জ
মাত্র।—এক একটী জল পরিবেষ্টিত দ্বীপের উপর দশ বিশ ঘর লোকের
বাস;—নৌকায় নৌকায় হাটবাজার হইয়া থাকে।

কোটালিপাড়ের একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে রামরূপ ভট্ট কবিরাজ মহাশয়ের
বাস।—এ প্রদেশে ভট্ট মহাশয় সর্ব্বত্র বিদিত;—সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার
... প্রতিপত্তিও আছে;—বয়োবৃদ্ধ বলিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি দিন দিন

অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে।—আবাল বৃদ্ধ বনিতা, রাজা প্রজা, ধনি দরিদ্র, সকলেই ভট্ট মহাশয়কে জানে, তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও মান্য করে। রোগ হইলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার স্মরণাপন্ন হয় ;—ভট্ট মহাশয়ও প্রাণ দিয়া সকলেরই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অর্থ লালসা তাঁহার একেবারেই ছিল না,—নতুবা সম্ভবত তিনি ধনাঢ্য হইতে পারিতেন।

তিনি সম্পূর্ণ সেকেলে মানুষ ;—নিষ্ঠাবান হিন্দু। মস্তকে দীর্ঘ টিকী, গায় কি শীত, কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা, সর্ব্বদাই শতবর্ষ স্থায়ী পৈত্রিক আমলের লাল বনাত।—নিতান্ত দূরে যাইতে হইলে চর্ম্মচটি ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন, নতুবা খড়মই তাঁহার সঙ্গের সাথী ছিল।

দেশের চারি দিকে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা হইতেছে, সরল চিত্ত ভট্ট মহাশয় তাহার কিছুই জানিতেন না, কখনও সে সন্ধানও লইতেন না ; গ্রন্থাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সংসারে তাঁহার সন্তানাদি ছিল না ; বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী যাহা রন্ধন করিয়া দিতেন, তাহাই আহার করিয়া তিনি অতি পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। যাহা পাইতেন, ব্রাহ্মণীর হাতে আনিয়া দিতেন, সংসারের কোন ধারই ধারিতেন না।

ব্রাহ্মণ ঈষৎ নাসিকা গর্জ্জন করিয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন, এই সময় ব্রাহ্মণী তাঁহার গা ঠেলিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ওগো, কে যেন দরজা ঠেল্‌চে,—ওঠো !"

ব্রাহ্মণীর পুনঃ পুনঃ সবলে নাড়া খাইয়া—"অ্যাঁঃ ! অ্যাঁঃ ! কি !" বলিয়া ব্রাহ্মণ সভয়ে চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন। ব্রাহ্মণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "কে যেন ডাক্‌চে,—ওঠো,—দেখ !"

ব্রাহ্মণ গাত্র বস্ত্র মুখের উপর অধিকতর টানিয়া, অস্পষ্ট ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "উহুঁ—চুপ—দস্যু—আততায়ী।"

কয়মাস হইতে এ প্রদেশে চুরি ডাকাতির অতিশয় প্রদুর্ভাব হইয়াছিল, প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ডাকাতি হইতেছিল, সুতরাং সরলপ্রাণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে নিতান্ত ভীত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি !"

ব্রাহ্মণী কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি উঠিলেন, বলিলেন, "কেউ তোমায় ডাক্‌তে এসেছে ; কারও বাড়ী নিশ্চয়ই খুব ব্যামো হয়েছে, মেয়েমানুষের গলা—ওঠো !"

ব্রাহ্মণ "উহুঁ" বলিয়া আরও অধিকতর মুখ ঢাকিলেন। সহসা ব্রাহ্মণী

শয্যা হইতে উঠিয়া বলিলেন, "এ যে সুপ্রিয়ার গলা!" তিনি তৎক্ষণাৎ প্রদীপ জ্বালিলেন, আবরণের অন্তরালে মুখ রাখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "নিষেধ বাক্য শ্রবণ কর না,—ঐ তোমার দোষ!"

ব্রাহ্মণী প্রদীপ হাতে লইয়া দ্বার খুলিলেন, প্রাঙ্গণে আসিয়া বলিলেন "কে? এত রাত্রে কে?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "দিদিমণি আমি;—আমি সুপ্রিয়া।"

"এত রাত্রে!"

বলিয়া সত্বর ব্রাহ্মণী বাহিরের দ্বার খুলিলেন। জলসিক্তা সুপ্রিয়াকে দেখিয়া অতি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি এত রাত্রে সুপ্রিয়া তুই! – কার সঙ্গে এলি।"

সুপ্রিয়া বলিল, "কারও সঙ্গে নয়—একলা। আই মার বড় ব্যারাম! তাই কবিরাজ দাদাকে ডাক্‌তে এসেছি।"

"ব্যায়ারাম! কি ব্যারাম।"

"তা জানি না,—বড় কষ্ট পাচ্চে?" ভিতর হইতে ভট্ট মহাশয় বলিলেন, "বহির্দ্দেশে কে?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "সুপ্রিয়া এসেছে, তার আইমার বড় ব্যারাম।"

ব্যারামের কথা শুনিলে ভট্টমহাশয়ের রাত্রি দিনের জ্ঞান থাকিত না। তিনি পরিধান বস্ত্র কোটী দেশে জড়াইতে জড়াইতে সত্বর বাহিরে আসিলেন, সুপ্রিয়াকে দেখিয়া বলিলেন, "একি? এরূপ রজনী যোগে! কিরূপ ব্যাপার!"

সুপ্রিয়া বলিল, "কবিরাজ দাদা! আইমার বড় ব্যারাম, তাই তোমায় ডাক্‌তে এসেছি,—এখনই যেতে হবে—চল।"

"রাত্রে—এই গভীর রজনীকালে,—দস্যু—"

"ভয় নেই দাদা,—ডাকাতে আমাদের মার্ব্বে না;—চল।"

"অসম সাহসিকা বালিকা!"

"দাদা,—আমি তালের ডোঙ্গায় এসেছি, তোমার নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে, চল!"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই তেজশীলা সিক্তা উন্মুক্তকেশা বালিকার দিকে কিয়ৎক্ষণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভট্ট-গৃহে।

গোবিন্দ ভট্ট মহাশয়ের এক মাত্র পরিচারক। কৃষ্ণকায় নাতি-দীর্ঘ, গোলগাল গোবিন্দ গোয়ালা, কবিরাজ মহাশয়ের দুই সুগোল গাভীর পরিচর্য্যা করিত;—রন্ধনের ইন্ধন কটিত, ক্ষেতের কাজ দেখিত, প্রয়োজন মতে নৌকা বাহিয়া তাঁহাকে গ্রামান্তরে লইয়া যাইত;—রাত্রে শয্যাপার্শ্বে লগুড় রাখিয়া তাঁহার বাড়ীর রক্ষকের কার্য্যও করিত; এক গোবিন্দ ভট্ট মহাশয়ের হস্ত পদ বহনের সমস্ত কার্য্যই করিত। ভট্ট মহাশয় তাহাকে কার্য্যবশতঃ গ্রামান্তরে পাঠাইয়াছেন,—গোবিন্দ আজ রাত্রে গৃহে ফিরিতে পারে নাই।

"গোবিন্দ গৃহে নাই"র অর্থ সুপ্রিয়া বুঝিল। সে বলিল; "কবিরাজ দাদা, আমার এ হাতে জোর আছে,—চল, আমি নৌকা বেয়ে যাব।"

ভট্ট মহাশয় সুপ্রিয়ার বিস্তৃত সুগোল সুন্দর সুদৃঢ় বাহুর দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। সুপ্রিয়া বলিল, "চল দাদা,—দেরি করো না,—আই একলা আছে ?" ভট্ট মহাশয় ব্রাহ্মণীর দিকে চাহিলেন, তিনি বলিলেন, "যাবে বই কি ? সুপ্রিয়ার আইমার ব্যারাম হয়েছে;—খুব ভারি ব্যারাম না হলে সুপ্রিয়া কখনও এত রাত্রে ছুটে আসত না।"

সুপ্রিয়াও বলিয়া উঠিল, "হা দাদা, ভারি ব্যারাম।"

বৃদ্ধ চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "গোবিন্দ গৃহে নাই,—গভীর রাত্রি—দস্যু ভয়—ব্রাহ্মণী একাকিনী গৃহে—

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "রাত্রি প্রায় ভোর হয়, আমার জন্য কোন ভাবনা নেই, তুমি যাও।"

সুপ্রিয়া আসিয়া দুই হস্তে ব্রাহ্মণের হাত ধরিল, বলিল "দাদা এস, আমি কোন কথা শুনব না।"

ব্রাহ্মণ হতাশ ভাবে বলিলেন, "অনন্যোপায়; ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া লই।"

ব্রাহ্মণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণী বলিলেন "সুপ্রিয়া, একখানা

আমার কোন অসুখ হবে না, তবে আমায় একখানা কাপড় আর একখানা গায়ের কাপড় দরকার,—দেও।"

ব্রাহ্মণী বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন, কি করিবি।"

সুপ্রিয়া বলিল, "দরকার আছে। কাল যখন ফেরত দিতে আসব, তখন সব বলব।"

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়েই সুপ্রিয়াকে কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন। কেবল তাঁহারা কেন, অনেকেই সুপ্রিয়াকে ভালবাসিত। পরের জন্য সে সর্ব্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইত ;—পরের করিলেই—পরে ভালবাসে ;—ভালবাসাই ভালবাসা সংসারে আনিয়া সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণী দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ একখানি কাপড় ও একখানি গায়ের কাপড় আনিয়া দিলেন, সুপ্রিয়া তাহা বগলের মধ্যে লুকাইল।

ঔষধাদির পুটুলি বাঁধিয়া, নস্যের শামুক বাম হস্তে লইয়া ভট্ট মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন, ব্রাহ্মণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঊষা আগত প্রায়,—তথাপি অতি সাবধানতা পুরঃসর রাত্রি যাপন কর,—দস্যু—ব্রাহ্মণী প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "যাও,—আমার জন্য ভয় নেই।"

ব্রাহ্মণ কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিলেন, বলিলেন, "গাভী দুইটির প্রাতঃ আহারের যেন কোনরূপ ত্রুটী সংঘটন না হয়, গোবিন্দ গৃহে নাই।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "যাও, গরুর জাব দিয়ে অন্য কাজ কর্ব্বো।"

দ্বারে আসিয়া ব্রাহ্মণ আবার দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "ক্ষেপণী গৃহ প্রাঙ্গণে রহিয়াছে ; দস্যু ভয়ে ঐ রূপ কাজ করা প্রয়োজন!"

ব্রাহ্মণী আড়াল হইতে বলিলেন, "সুপ্রিয়া, উঠানের কোণে দাঁড় রয়েছে নিয়ে যা।"

তিনটী ক্ষুদ্র দাঁড় গৃহ প্রাঙ্গণে রক্ষিত ছিল, সুপ্রিয়া তিনটাই স্কন্ধে তুলিয়া লইল। দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তিনটী নিষ্প্রয়োজন, আমরা দুইজন মাত্র—

সুপ্রিয়া বলিল ; দাদা, একটা বেশি থাকা ভাল, কি জানি পথে যদি কোন লোকই জুটে যায়! তা হলে শীঘ্র পৌঁছিতে পার্ব্বো।"

"রাত্রে মনুষ্য বিরল," বলিয়া ব্রাহ্মণ ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন ;

কৃষ্ণকায় দীর্ঘ ব্রাহ্মণ,—পশ্চাতে দাঁড়স্কন্ধে, আলুলায়িতা কেশা, সবল, সুস্থা বলিষ্ঠা সুন্দরী বালিকা,—জ্যোৎস্নাবিধৌত রাত্রি নীরব নিস্তব্ধ ; চিত্রকরের সুন্দর চিত্রের বিষয়,—বাক্যে বর্ণনার অতীত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নৌকা পথে।

ভট্ট মহাশয় নৌকায় উপবিষ্ট হইলে, একটা ক্ষুদ্র দাঁড় তাঁহাকে দিয়া সুপ্রিয়া নৌকায় বসিয়া নৌকা খুলিয়া দিল ; বলিল দাদা, তুমি হাল ধ'রে বসে থাক, আমি দাঁড় টেনে যাচ্চি।

এ প্রদেশে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই নৌকা চালনে সিদ্ধহস্ত। বৃদ্ধ হাল ধরিলেন, সুপ্রিয়া দুই হস্তে দাঁড় ধরিয়া স্ফীত বক্ষে আলুলায়িত কেশ সঞ্চালিত করিয়া সবলে ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিয়া চলিল, ক্ষুদ্র নৌকা নাচিতে নাচিতে ছুটিল।

কিয়দ্দুর আসিয়া সুপ্রিয়া বলিল, "দাদা, এই দিক দিয়ে যাব, হাল ঘুরাও।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "অজ্ঞাত পথ সর্ব্বদা পরিহার্য্য। এ খাঁড়ি দিয়া কেহ গমনাগমন করে না।"

সুপ্রিয়া বলিল, "আমি এ পথ চিনি, এ দিক দিয়া গেলে শীঘ্র পৌঁছিতে পার্ব্বো।"

বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া সুপ্রিয়া বলিল, "দাদা, আমি এ পথ চিনি, এই পথে এসেছি, হাল ঘুরাও।"

অগত্যা বৃদ্ধ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাল ঘুরাইলেন, নৌকা ক্ষুদ্র খাঁড়ির ভিতর প্রবেশ করিল !

বৃদ্ধ বড় অধিক কথা কোন সময়ে কহিতেন না ; সুপ্রিয়া প্রাণপণ বলে দাঁড় টানিতেছিল , তাহার কথা কহিবার অবসরও ছিল না। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রে নীরবে নৌকা চলিতেছিল। সুপ্রিয়ার ক্ষেপণী সঞ্চালনে মুখ রক্তিমাভ হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম,

বেগে বহিতেছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনিমিষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন; মনে মনে পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন।

"অসম সাহসিকা বালিকা;—অসম সাহসিকা বালিকা।"

সহসা ব্রাহ্মণ অতি বিকটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষেপণী সঞ্চালন প্রতিরোধ কর,—প্রতিরোধ কর!"

সুপ্রিয়া বলিল, "কেন দাদা, কি হয়েছে!"

ব্রাহ্মণ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ কর। প্রেত—প্রেতমূর্ত্তি!"

সুপ্রিয়া ফিরিল, দেখিল দূরে ঢিপি—এক উলঙ্গমুর্ত্তি সেই ঢিপির জলের নিকট হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঝোপের দিকে ছুটিতেছে।

সুপ্রিয়া হাসিয়া ফেলিল, "দাদা প্রেতমুর্ত্তি নয় ও একজন মানুষ,-ডাকাতে ওর সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে ওকে ঐ ঢিপির উপর ছেড়ে গেছে। আমি যাবার সময় ওকে তুলে নিয়ে যাব।"

অতি বিস্ময়ে ব্রাহ্মণ সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "স্থির নিশ্চিত অবগত আছ!"

"হা দাদা, আমি ওর সঙ্গে কথা কয়ে গেছি।"

"সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্ত্তি!"

"ডাকাতেরা ওর কাপড় পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে।"

"কি দুর্ব্বৃত্ততা, কি দুর্ব্বৃত্ততা! এক্ষণে কিবম্বিধ উপায়—উলঙ্গ ্তি কিঁদ্রূপ—"

"আমি ওর জন্য দিদির কাছ থেকে কাপড় চেয়ে এনেছি।"

"অসম সাহসিকা বালিকা;—অসম সাহসিকা বালিকা!"

সুপ্রিয়া নৌকা তীরে লাগাইয়াছিল। তীরের উপর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতি ভীত স্বরে বলিয়া উঠিলেন. "বৎস;—তুমি ভ্রমান্ধ হইয়াছ। নিশ্চিতই প্রেতমুর্ত্তি তোমার দর্শন পথে পতিত হইয়া ছিল। মনুষ্য হইলে দৃষ্টিগোচর হইত।—ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ কর।"

সুপ্রিয়া তাঁহার কথায় কান না দিয়া নৌকার উপর দাঁড়াইয়া কাপড় ও গাত্রবস্ত্র ঝোপের উপর সবলে নিক্ষেপ করিল, বলিল "মহাশয় এই

সুপ্রিয়া ডোঙ্গা বাহিয়া কবিরাজ বাড়ী যাইতেছে।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

বৃদ্ধ বলিলেন, "সুপ্রিয়া,—তোমার ভ্রম জন্মিয়াছে। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে—তোমার ঔষধ সেবন আবশ্যক।"

এই সময়ে বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া যুবক ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইলেন ;—ব্রাহ্মণ কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি—তুমি—কে—কিদ্রূপ,—

যুবক একবার ব্রাহ্মণের দিকে চাহিলেন, পরে সুপ্রিয়ার দিকে চাহিলেন। কি বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। সুপ্রিয়া বলিল, "উঠুন,—পরে কথা বার্ত্তা হইবে। আমার আইমার ব্যামো—দেরি করিতে পারিব না।"

যুবক নৌকায় উঠিতে উদ্যত হইলে সুপ্রিয়া বলিল, "এ দিকে আসুন,—দাড় টানিতে পারেন ?"

যুবক সুপ্রিয়ার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার সুন্দর বিশাল চক্ষুদ্বয় তাঁহার চক্ষের উপর প্রতিফলিত হইল। সেই দৃষ্টির সহিত তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব বিদ্যুত ছুটিল।—তাঁহার হৃদয়ের ভিতর কি হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এ ভাব তিনি আর কখনও অনুভব করেন নাই। তিনি থতমত খাইয়া অস্পষ্ট স্পন্দিত স্বরে বলিলেন। কলেজে—রোইং—দাঁড় টানিতাম—

যুবকের চক্ষু সুপ্রিয়ার চক্ষে পতিত হওয়ায় সে ব্রীড়াবনতা হইয়া মুখ অবনত করিয়া ছিল। তাহার মুখ ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়াছিল ; তাহার শিরায় রক্ত সবেগে বহিতে ছিল। সে সরলা কোমলা বনের ফুল, সে এই বিলের মধ্যে সকলের সহিত কথা কহিত। কখনও কাহারও সহিত কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইত না ;—আজ তাহার মুখ যেন কে চাপিয়া ধরিল, সে অবনত মস্তকে মৃদুস্বরে বলিল, "পা ধুইয়া এই দিকে উঠিয়া বসুন।"

কম্পিত হৃদয়ে সুপ্রিয়ার পার্শ্বে যুবক বসিয়া দাঁড় ধরিলেন, নৌক ছুটিল !

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

খুন না আত্মহত্যা।

নীরব নিস্তব্ধরাত্রে ক্ষুদ্র নৌকার ক্ষেপণী সঞ্চালনশব্দ বিস্তৃত বিল-মধ্যে দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল;—নৌকাস্থিত তিন জনই নীরব। অবনত মস্তকে দুই হস্তে সুপ্রিয়া দাঁড় টানিতে ছিল। যুবক তাহার সঙ্গে সঙ্গে একত্রে দাঁড় নিক্ষেপ করিবার জন্য অনন্যমনে ক্ষেপণী সঞ্চালন করিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে বঙ্কিম নেত্রে তাহার সুন্দর মুখের সুন্দর শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইতেছিলেন। তিনি পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ সবল সুস্থ বলিষ্ঠা সুন্দরী সরলা বালিকা দেখেন নাই। এরূপ বালিকার পার্শ্বে এরূপ চাঁদিমা রাত্রে, এরূপ নির্জ্জন বিল মধ্যে বসিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে একত্রে দাঁড় টানিতে টানিতে তাঁহার যৌবনসুলভ প্রাণে যে এক অভিনব তরঙ্গের সমাবেশ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

সহসা তিনি চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন, পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুগণ কিরূপে তোমার উপর দুর্ব্বৃত্ততা সম্পাদন করিল? দুর্ব্বৃত্তগণ কে? কোন দিকে পলায়ন পর হইল।"

যুবক বলিলেন, "আমি মাদারিপুর হইতে নড়াইল যাইতে ছিলাম। মাদারিপুরে একখানি দুই দাঁড়ী এক মাঝির নৌকা ভাড়া করিয়াছিলাম, এখন বুঝিতেছি, তাহারা এই ডাকাত-দলের লোক।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ঐরূপ জনশ্রুতি শ্রবণ করা যায়।"

যুবক বলিলেন, "এই বিলের মধ্যে নৌকা আসিলে আমি ঘুমাইয়া পড়ি, কতকগুলা লোক নৌকায় উঠায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহা-দের সকলের মুখেই কাপড় বাঁধা, তাহারা কে তাহা দেখিতে পাই নাই; তাহারা আমাকে জোর করিয়া ঢিপির উপর নামাইয়া দিয়া, কোন দিকে চলিয়া গেল, তাহাও এখন ঠিক বলিতে পারি না।"

"সঙ্গে ধন সম্পত্তি কি পরিমাণ অবস্থিত ছিল।"

"ব্যবসায় কার্য্যে মাদারিপুর আসিয়া ছিলাম, সেই জন্যই নড়াইল যাইতে-ছিলাম, সঙ্গে প্রায় তিন হাজার টাকা ছিল।"

"কি দুর্ব্বৃত্ততা! কি দুর্ব্বৃত্ততা! একাকী এরূপ পথ পরিভ্রমণ যুক্তি

“সঙ্গে একজন দ্বারবান ও একজন চাকর ছিল, কিন্তু তাহাদের কি হইয়াছে বলিতে পারি না। ঘুম ভাঙ্গিলে যখন নৌকায় ডাকাতদের দেখিলাম, তখন নৌকায় আমার চাকর বা দ্বারবান দুইজনের কাহাকেও দেখিতে পাই নাই!”

“বিস্ময়কর ব্যাপার! পুলিশে সংবাদ প্রেরণ প্রয়োজন!”

এই কথায় সুপ্রিয়া ক্রুদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় মস্তক উত্তোলিত করিল, বলিল, “কবিরাজ দাদা, পুলিশের নাম করিও না;—পুলিশ!”

যুবক বিস্মিত ভাবে সুপ্রিয়ার মুখের দিকে চাহিলেন; পুলিশের উপর এই ক্ষুদ্র বালিকার এরূপ জাত ক্রোধ কেন?

বৃদ্ধ বলিলেন, “বৎস! সুপ্রিয়ার পুলিশের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার সমুচিত কারণ প্রদর্শন করিতে পারা যায়।—”

সুপ্রিয়া বলিল,“কবিরাজ দাদা তোমায় বলিতে হইবে না, আমিই ইঁহাকে বলিতেছি। মহাশয়, আমরা বড় গরীব লোক। বাবা যৎসামান্য কাজ কর্ম্ম করিতেন, একটু জমি জিরাত আছে তাহাতেই আমাদের কষ্টে শ্রেষ্ঠে সংসার চলিয়া যাইত। মা ছেলে বেলায় মারা গিয়াছেন, দাদা আর আমাকে, বাবা মানুষ করেন। বাবা অনেক কষ্টে দাদাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু এক বৎসর হইল তিনিও মারা গিয়াছেন; আর বৎসর দাদা বি এ পাশ হইয়াছিলেন, আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, দাদাই আমাকে শিখাইয়াছিলেন। বাবা কত আশা করিয়াছিলেন যে দাদা পাশ হইলে আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট যাইবে। বি এ পরীক্ষা দিয়া দাদা দেশে আসিয়া যাহাতে এ দেশের লোক বিলাতী জিনিষ ছাড়িয়া স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করে, তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়া লোককে বুঝাইতে ছিলেন, তাঁহারই জন্য এ দেশে আর বিলাতী জিনিষ নাই;—এই দেখুন আমার গায় মোটা দেশী কাপড়, আর এই হাতে দিশি শাঁখা। দাদা লোককে স্বদেশী জিনিসের যাহাতে উন্নতি হয় তাহাই বুঝাইতেন,—বিলাতি লবণের নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া, বিলাতী কাপড়ের দোকান জ্বালাইয়া দেওয়া বা কোনরূপ অত্যাচার অনাচার করার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি সকলকেই বলিতেন অধর্ম্মপথে অত্যাচার অনাচার পাপে কোন জাতির উন্নতি কখনও হয় না,—বিলাত আমাদের বন্ধু, বিলাতের সঙ্গে আমাদের বিবাদ বিসম্বাদ নাই,—ইংরাজরাজত্ব
... আমাদের উন্নতির সম্ভাবনা

নাই ;—ইংরাজের নিকট আমরা চিরঋণী—কৃতজ্ঞ। কেবল দেশের শিল্প বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়া দেশের লোকের জন্য অন্নসংস্থান করিবার জন্যই বিলাতি দ্রব্যের বর্জ্জন—ইহাতে হিংসা দ্বেষ অত্যাচার অনাচার নাই। যে এ সকল করিবে, যে ইংরাজ বা ইংরাজ রাজত্বের শত্রুতা সাধন করিবে সে দেশের শত্রু,—সে দেশের সর্ব্বনাশ করিবে।"

সুপ্রিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য নীরব হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "বৎসে –"

তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া সুপ্রিয়া বলিল, "মহাশয়, এই সময় মদারিপুরে কাহারা একখানা বিলাতি লবণের নৌকা ডুবাইয়া দেয়। দাদা সে সময় বাড়ীতে ছিলেন, দাদার মত্ সকলেই জানিত ;—তবুও পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। শেষে,—শেষে শুনিলাম নাকি পুলিশ তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, কিন্তু—কিন্তু—পরদিন মাদারিপুর হইতে এক ক্রোশ দূরে রাস্তার ধারে দাদা নাকি—গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া ছিলেন।"

সুপ্রিয়া সিক্ত বস্ত্রে মুখ আবরিত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ নস্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন, যুবকের দুই চক্ষু জল-পূর্ণ হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হীরালোন।

সুপ্রিয়া শীঘ্রই আত্মসংযম করিয়া আবার নীরবে দাঁড় টানিতে লাগিল, যুবকও নীরবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার সুপ্রিয়াকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুপ্রিয়া বলিল, "দাদা যে আত্মহত্যার মহাপাপে পাপী হইবেন না, তাহা আমি জানি। তাঁহাকে কেহ যে গলা টিপিয়া মারিয়াছে তাহাও বোঝা গিয়াছে। পুলিশ তাঁহাকে খুন করিয়াছে, একথা আমি বলি না, তবে তাহারা দাদার হত্যা কারীকে ধরিতে পারিল না কেন?

সুপ্রিয়া বালিকা বই ত নহে।—সম্প্রতি সে প্রাণের ভাই হারাইয়া নিরাশ্রয়া হইয়াছে, এক মাত্র আই রোগ শয্যায়,—এই অজ্ঞাত কুলশীল যুবক তাহার বাড়ীতে আসিয়া সহসা কঠিন পীড়ায় সংজ্ঞা হীন ;—সে অসহায়া,—সে কি করিবে! সে ব্যাকুলভাবে বলিল, "কবিরাজ দাদা ইঁহাকে আমি একলা কেমন করিয়া লইয়া যাইব, দাদার ঘরে বিছানা আছে।"

ভট্টমহাশয় বলিলেন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, দেহে যথোচিত সামর্থ নাই, অগত্যা পিণ্ডিরামের আগমন পর্য্যন্ত নিরুপায়।"

সুপ্রিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, "দাদা ইনি কতদিনে আরোগ্য হইবেন ?"

বৃদ্ধের ভ্রুকুঞ্চিত হইল, তিনি বলিলেন "রোগের কাল নির্ণয় সম্ভবপর নহে, তবে ইতি মধ্যে প্রাণের হানি সংঘটিত না হইলে পক্ষাধিক কালে শয্যা ত্যাগ সম্ভব। ভীতির কোন কারণ নাই। চিকিৎসার ভার আমি গ্রহণ করিলাম, তোমার পরিচর্য্যায় ইনি আরোগ্য লাভ করিবেন।"

দশম পরিচ্ছেদ।

পিণ্ডিরাম।

সুপ্রিয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "এই পিণ্ডিরাম এসেছে!"

ভট্ট মহাশয় নস্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন ' উত্তম ?"

বৃহৎ তৈল মৰ্দ্দিত মসৃণ দীর্ঘ বংশখণ্ড স্কন্ধে পিণ্ডিরাম আসিয়া উপস্থিত হইল। পিণ্ডিরাম দেখিবার দ্রব্য! দৈর্ঘে পিণ্ডিরাম সার্দ্ধ এক হস্তের অধিক নহে,—প্রস্থে এক হস্তের অনধিক। পা দুইটী সুগোল অতি ক্ষুদ্র, লৌহ নিৰ্ম্মিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হস্তদ্বয় আপদ দীর্ঘ যেন প্রস্তরে খোদিত। মস্তক অতি বৃহৎ, উরুও তথৈবচ। এরূপ বলবান কৃষ্ণকায় বামন সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না ? পিণ্ডিরাম ক্ষুদ্র হইলেও দেহে তাহার সিংহ বল ছিল। এমন কি প্রায় চতুষ্কোণ, সার্দ্ধ এক হস্ত দীর্ঘ পিণ্ডিরাম, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা অনায়াসে মস্তকে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিত।

সুপ্রিয়ার পিতা ৺ রামবহু ঘোষ মহাশয় পিণ্ডিরামকে কলিকাতায় নিরাশ্রয় দেখিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। সে পাঁচ সাত বৎসরের কথা ; তখন পিণ্ডিরামের কত বয়স ছিল, আর এখনই বা তাহার

কত বয়স হইয়াছে; তাহা কেহ বলিতে পারে না, তবে তাহার সুগোল বৃহৎ মুখ, ও তাহার গোল বৃহৎ চক্ষুদ্বয় দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে সে আর বালক নাই।

পিণ্ডিরাম কি জাতি, কাহার পুত্র, তাহার সে কিছুই জানিত ন ;—অথবা জানিলেও তাহার সে পরিচয় দিবার ক্ষমতা ছিল না। অধিক কথা কহিবার তাহার শক্তি হয় নাই, তবে সে সম্পূর্ণ হাবাও নহে ;—কাজ চালাইবার মত সকল কথাই সে বলিতে পারিত ;—তবে কোন কথাই স্পষ্ট বলিতে পারিত না!

রামযদু ঘোষ মহাশয় কলিকাতায় সামান্য চাকুরি করিতেন,—বাসা করিয়া বাস করিতেন,—একদিন তিনি পিণ্ডিরামকে পথে নিরাশ্রয় দেখিয়া দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে বাসায় লইয়া আইসেন। দেশে আসিবার সময় পিণ্ডিরাম তাঁহার সঙ্গে আইসে, সে পর্য্যন্ত সে তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। প্রভুভক্ত কুক্কুর যেরূপ তাহার প্রভুকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসে, পিণ্ডিরাম, রামযাদু বাবু, তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বযেন কুমার ও তাঁহার কন্যা সুপ্রিয়াকে ঠিক তেমনই ভালবাসিত।—রামযদু বাবু তাহাকে দেশে রাখিয়া কন্যার ভাবনা হইতে অনেক অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তিনি জানিতেন, সুপ্রিয়ার পদে কণ্ঠক বিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পিণ্ডিরাম নিজের প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না।

রামযদু বাবুর সহসা মৃত্যুতে পিণ্ডিরাম প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছিল। কিন্তু কেহ তাহার চক্ষে কখনও জল দেখে নাই,—সে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলে নাই। স্বযেন কুমারের হঠাৎ অপঘাতমৃত্যুতেও তাহার চক্ষে জল বাহির হয় নাই। সেই দিন হইতে সুপ্রিয়াকে এক মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের আড়াল করে নাই;—যাহাতে তাহার কোনও কষ্ট না হয়, তাহার জন্য নীরবে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিল;—দিনের মধ্যে সে তিন চারিটী কথার অধিক কহিত না।

ক্রমশঃ
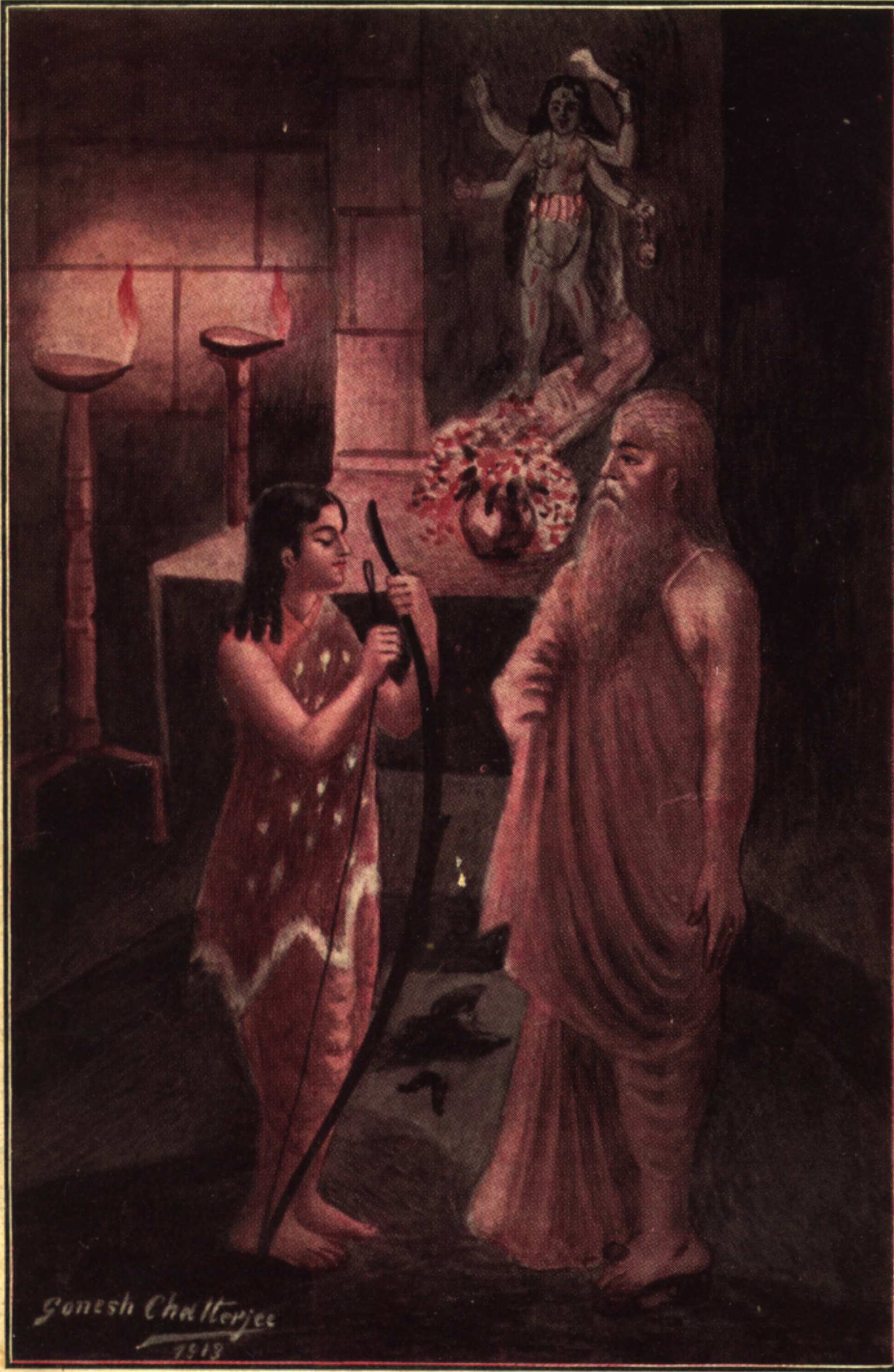
শান্তির দীক্ষা—সত্যানন্দ ও শান্তি।

(সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দ মঠের একটী দৃশ্য।)

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.
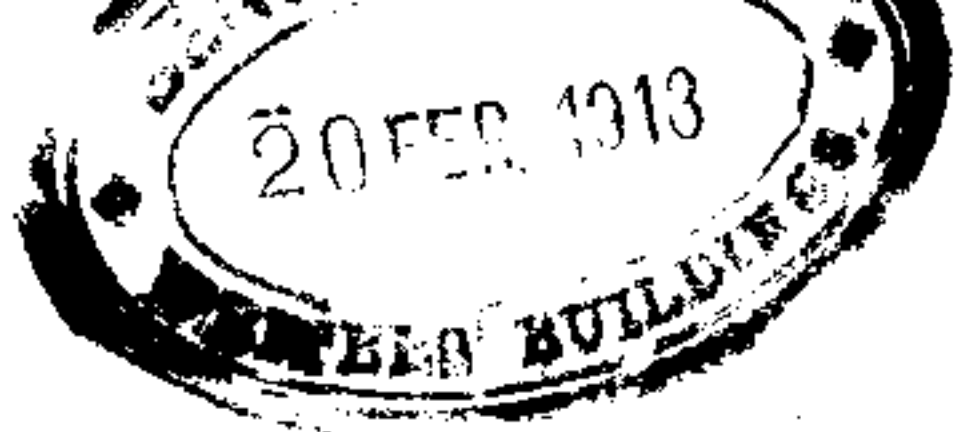
গল্পলহরী

১ম বর্ষ } পৌষ ১৩১৯। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভুল।

ক

ইভলিন পিতার শত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিল। বাল্য-সহচর সম্পত্তিশালী হেলমোরের অকৃত্রিম প্রেমও উপেক্ষা করিল। সে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিল না। দীন-দরিদ্র চিত্রকর জ্যাককে বিবাহ করিবেই।

বৃদ্ধ পিতা একমাত্র কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। মাতৃহীনা বালিকাকে বৃদ্ধ তাঁহার বুকের মধ্যে করিয়া স্নেহ, যত্নে লালন পালন করিয়াছেন। তাহার এই বিরুদ্ধ আচরণে বৃদ্ধের অন্তঃকরণে যে দুঃখ, কষ্ট হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। পিতা, পুত্রীর নিকট স্নেহের দাবী করিলেন—নিষ্ফল হইল। তাঁহার অতুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন—তাহাও ব্যর্থ হইল। ইভলিন তাহার মত পরিবর্ত্তন করিল না।

একদিন তাঁহার বাটীর পার্শ্বস্থ গির্জ্জায় ইভলিনের কণ্ঠোচ্চারিত শপথধ্বনি শুনিলেন, বৃদ্ধ কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তার পরক্ষণেই সেই স্নেহ দুর্ব্বল বৃদ্ধ কঠিন হইলেন। খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়া দিলেন—"ইভলিন নাম্নী আমার যে এক কন্যা ছিল, সে এখন হইতে আমার কেহ নহে। তাহার বা তাহার মনোনীত স্বামীর সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই বা থাকিবে না। আমার স্বোপার্জ্জিত ধন-সম্পত্তিতে তাহাদের কোন অধিকার রহিল না। এই বিজ্ঞাপন দ্বারা আমি ফিলিপ ফষ্টর, তাহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলাম।"

এই সংবাদ যখন প্রকাশিত হইল,—তখন নব পরিনীতা ইভলিন তাহাতে বিশেষ মনঃসংযোগ করিল না। বুঝি তাহার সে অবকাশও ছিল না। সে

তখন জ্যাকের নুতন প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জমানা। জ্যাক এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া চিন্তিত হইল। সে ধীরে ধীরে ইভলিনের নিকটে আসিয়া তাহাকে বলিল—"ইভলিন! দেখ, কি দুর্ভাগ্য আমি। আমার জন্য তুমি আজ তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয় পিতাকে হারাইলে। অনেকবার বলিয়াছি, আজও বলি, ইভলিন,—এই দরিদ্রকে আত্ম সমর্পন করিয়া পিতার অগাধ সম্পত্তির অধিকারচ্যুতা হইলে। তুমি কি ইহাতে সুখী হইতে পারিবে?" প্রেমিকা ইভলিন ক্ষুণ্ণ ভাবে কহিল—"আমিও তোমায় বারম্বার বলিয়াছি, যে শুধু তোমারই জন্য আমি পৃথিবীর সকল সুখৈশর্য্য উপেক্ষা করিয়াছি। শুধু তোমায় ভাল বাসিতে চাই। তুমি কি দরিদ্রা ইভলিনকে, আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিতা রমণীকে তোমার ওই শুভ্র হৃদয়ের অনাবিল, স্বচ্ছ প্রেম দিতে পারিবে না, প্রিয়তম!" জ্যাক মুখে কোন কথা বলিতে পারিল না। সে আবেগভরে প্রেয়সীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া চুম্বন করিল।

ফিলিপ ফষ্টরের বিজ্ঞাপন পাঠে আর একজন মর্ম্মাহত হইল। সে ইভলিন ও তাহার স্বামীর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে জন হেল-মোর। বাল্যকাল হইতে হেলমোর ইভলিনকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে ইভলিনকে বিবাহ করিয়া সুখে জীবন যাপন করিবার কল্পনা করিত। সে ধনী যুবক। প্রিয়তমাকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখিবে ভাবিয়া-ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাহার সকল সাধের মূলচ্ছেদ হইল।

হেলমোর জ্যাকের অবস্থা জানিত। তাহার দু'দিনের রুটীর সংস্থান নাই তাহাও জানিত। ইভলিনের পিতার সম্পত্তি তাহারা পাইলে জীবনটা সুখে কাটিয়া যাইত; কিন্তু সে ফিলিপকে ভাল রকম চিনিত। সরল, স্নেহময় বৃদ্ধের প্রতিজ্ঞা অটল—ভীষণ। সে বুঝিয়াছিল স্নেহবান ক্ষুব্ধ পিতা মর্ম্মান্তিক ক্রোধে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবে না। কন্যার বিনিময়েও না! তথাপি হেলমোর একদিন সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধের আবাসে যাইয়া অনুরোধ করিল। সে বলিল—"আপনি ইভলিনকে ক্ষমা করুন।"

"সে আমার ক্ষমার অতীত। সে নিজে, পূর্ব্বেই আমার সহিত সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন করিয়াছে। ইহাতে আমার কোন ক্রটী নাই। তুমি কোনও অনুরোধ করিও না। তাহা টিকিবে না। তুমি—যাঁও।" ব্যর্থ মনোরথ হইয়া হেলমোর প্রস্থান করিল। [illegible]

লাগিলেন—"আশ্চর্য্য চরিত্র এই হেলমোরের! সে তাহার প্রেমে হতাশ হইয়া এখনও তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে—কেন? তাহাতে ইহার লাভ? কি জানি! না,—ইহার ভিতরে কিছু কুট রহস্য আছে,—নিশ্চয়ই। মানুষ কি এত সরল, এত ক্ষমাশীল, এত সহিষ্ণু হইতে পারে? কিম্বা হেলমোর এখনও কি তাহাকে——! ভুল, হেলমোর—ভুল!"

খ

জ্যাক চিত্রকর বটে; কিন্তু নামেই চিত্রকর। ক্ষুদ্র একখানি কুঁড়ে ঘরে তাহার চিত্রালয় স্থাপিত ছিল। তাহার সে দোকান হইতে কেহ কোন ছবি প্রায়ই কিনিত না। কচিৎ কোন কৃষক রমণী এক আধখানা তৈল-চিত্র সামান্য মূল্য দিয়া লইয়া যাইত। কাযেই, তাহার অঙ্কিত সমস্ত চিত্রই চিত্রালয়ের শোভা বৃদ্ধি করিত। আর আজ কয়েক মাস হইতে সে একখানি ভুবন-মোহিনী সৌন্দর্য্য প্রতিমা, তাহার সেই কুঁড়ের চিত্রালয়ে আনিয়া রক্ষা করিতেছে। কি সে সৌন্দর্য্য! কি শুভ্র! কি স্বচ্ছ! কি নির্ম্মল! সে চিত্র দেখিয়া জ্যাকের আশা মিটে না। আঁখি শ্রান্ত হয় না; মন অবসন্ন হয় না। কি যেন মধুময় লালসা সেই চিত্রের বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত আছে। কি যেন মোহময় দীপ্তি সেই চিত্রের সর্ব্বাঙ্গে জড়িত আছে। সে বিশ্ববিমোহিনী ছবি ত মানুষের সৃষ্ট নয়। সে তুলিকা সম্পাত যে জগদীশ্বরের! তেমন সৌন্দর্য্য কি মানুষে আঁকিতে পারে? সেই ছবিই জ্যাকের ধ্যান,—জ্ঞান, স্বপ্ন!

জ্যাক মনোনিবেশ সহকারে যত চিত্র আঁকিতে যায়, সবই সেই মূর্ত্তির অনুযায়ী হয়। সে নদীর চিত্র আঁকিতে গিয়া দেখে,—সে ত নদীর ছায়া হয় নাই; সে ইভলিনের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। সে আবার আঁকিতে বসিল—এবারও তাই!!

সে তুলিকা রাখিয়া খালের ধারে আসিয়া ইভলিনের কাছে দাঁড়াইল। ছোট খাল দিয়া ছোট ছোট পানসী দু'একখানা পাল তুলিয়া ছুটীতেছিল। মাঝিরা, সুদূর দেশে কুটির-বাসিনী প্রিয়তমার বিরহ-কাতরা মুখখানি ভাবিয়া উদাস সুরে গান জুড়িয়া দিয়াছিল;—ইভলিন একমনে তাহাই দেখিতে ছিল—সেই অশুদ্ধ ভাষার বিশুদ্ধ প্রেম-সঙ্গীত শুনিতে ছিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে জ্যাক ডাকিল—"ইভলিন।" সুন্দরী মুখ ফিরাইয়া বলিল—"কি বলছো, প্রিয়তম!" জ্যাক সেই শুষ্ক মুখ দেখিয়া

বিস্মিত হইল। সে মাথা নীচু করিয়া আস্তে আস্তে কহিল—"আজ মধ্যাহ্নে তোমার খাওয়া হয় নাই বুঝি, ইভলিন"—ইভলিন বলিল—"তুমি আঁকগে যাও, আজ সেই ওয়াকারের বউ বড় ছবিখানা নিতে আসবে জান?" জ্যাক হতাশভাবে কহিল—"হা অদৃষ্ট! তবু আমায় প্রবোধ দিতেছ; ইভলিন! হতভাগ্য আমি যে—"বাধা দিয়া ইভলিন কহিল—"তুমি যদি এমন ছেলে মানুষি কর, জ্যাক, আমি বড় দুঃখিত হ'ব। যাও তুমি,—যা'তে সন্ধ্যার রুটীর যোগাড় করতে পার—চেষ্টা করগে—যাও।" বিষণ্ণ অন্তরে জ্যাক প্রস্থান করিল। ইভলিন আবার সেই শিলাখণ্ডে বসিয়া খালের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল, একখানা পানসী ছুটিয়া তীরের দিকে আসিতেছে। তার পর পানসীর আরোহীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল,—পারিল না। নতমুখে বসিয়া রহিল।

পানসী তীরে লাগিবামাত্র একটি সুন্দর যুবা নামিয়া ধীরে ধীরে ইভলিনের হস্তস্পর্শ করিয়া ডাকিল—"ইভলিন!" ইভলিন তাহার হস্ত হইতে নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া নিজ চক্ষুদ্বয় আবৃত করিল। আগন্তুক কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন "ইভলিন্ চাহিয়া দেখ আমি হেলমোর!" এবার ইভলিন উত্তর দিল "কেন তুমি এখানে এসেছো? কি দরকার তোমার? যাও তুমি আমার সম্মুখ হ'তে। নহিলে—" হেলমোর শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"নহিলে?" "নহিলে আমি আমার স্বামীকে ডাকিয়া তোমায় দূর করিয়া দিব।" "তা তুমি পার ইভলিন! যে প্রেমিকের অসীম, উন্মুখ প্রেমকে একটা হতাশায় পরিণত করে দিতে পারে; আর এক হীন, দরিদ্র পল্লীবাসীকে আত্মসমর্পন করিতে পারে তার অসাধ্য কিছুই নাই।" ইভলিন মুখ তুলিল। ফণাহতা ফনিণীর ন্যায় গ্রীবা বক্র করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার! তুমি আমার সম্মুখে আমার স্বামীর নিন্দা করো? মুর্খ হেলমোর!"

"আমি মুর্খ, কিম্বা অন্য কেহ মুর্খতা করিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না, যতটা তোমায় মুর্খ মনে করি। যাক্ সে কথা। তোমাদের দুরাবস্থার কথা শুনিয়াই আমি আসিয়াছি, সঙ্গে কয়েকটা স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ইভলিন লও, তোমাদের খাদ্যের সংস্থান হইবে।" ইভলিন আবার গর্জ্জিয়া উঠিল—"প্রলোভন দেখাইতে আসিয়াছ? হেলমোর! তুমি জাননা, প্রকৃত স্বর্গীয়

নদীর তীরে চিন্তাপরায়না ইউলিন ও দূরে জ্যাক।

তোমায়!" ইভলিন ধীর গতিতে প্রস্থান করিল। হেলমোর শূন্য দৃষ্টিতে তাহার পাণে চাহিয়া রহিল। সে দেখিতে লাগিল ইভলিন, সেই সুন্দরী শিরোমণি ইভলিন ত এ নয়। সে মনমোহিনী সৌন্দর্য্য কই! সে নিরাবিল রূপরাশি যে মেঘাচ্ছাদিত। দেহ শীর্ণ, ক্ষীণ কটি আজ অধিকতর ক্ষীণ, বক্র। সেই ক্রীড়াশীলা হংসিনী আজ বুঝি আহারাভা.ব শুষ্ক—অবসন্ন। ইভলিন দৃষ্টি বহির্ভূতা হইলে সে একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল "এই কি প্রেম! সত্য না মিথ্যা!"

আর দূরে দাঁড়াইয়া জ্যাক সেই দৃশ্য দেখিল। হেলমোরের হস্ত সংলগ্ন ইভলিনকে দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। পরে ইভলিনকে কুটীরে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধভাবে প্রশ্ন করিল "ইভলিন! কে এসেছিল?" "জন্ হেলমোর!" "তোমার পূর্ব্ব প্রণয়ী?" "জ্যাক! আমি কি এতই"—তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

গ

অনাহারের সুতীক্ষ্ণ করাল কবলে এই দম্পতি অতি শীঘ্রই বন্দী হইল। কোনও দিন অতি কষ্টে আহার জুটে; কোনও দিন উপবাস যায়। ইহাতেও তাহারা সুখে ছিল। ইভলিনও তাহাতে কিছুমাত্র কাতরা নহে। সে নীরবে সে কষ্ট সহ্য করিত। কিন্তু জ্যাকের বিষণ্ণতা তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। জ্যাকের পক্ষেও সে এক মহাজ্বালা! জ্যাকের হৃদয়ে সে সরলতা নাই; এখন সদাই বিষণ্ণ—সদাই চিন্তাশীল।

যাই হউক—জ্যাক কর্ত্তব্য বুঝিত। সে তাহার ছবিগুলি লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। আজ কয়েকদিন হইতে সে একখানি ছবিও বিক্রয় করিতে পারে নাই। সে সকলের কাছে তাহার অবস্থা জানাইল—"ছবি বিক্রয় না হইলে আমরা স্বামী স্ত্রীতে অনাহারে মরিব।" কিন্তু কেহ ছবি কিনিল না। সে ফিরিল। অবসন্ন দেহে, ব্যথিত মনে—শীতের সন্ধ্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার কুটীর দ্বারে ফিরিয়া আসিল। সে কুটীরে প্রবেশ করিয়া স্তিমিত প্রদীপের অল্প আলোকে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আপাদমস্তক শিথিল হইয়া আসিল। বিপদের উপর বিপদ। ইভলিন একটী সদ্যোজাতঃ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া

দৃশ্য কি করুণ, কি মমতাময়! পরক্ষণে বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল—"ইভলিন! এও এক মহাজ্বালা। যাহার নিজের এক টুকরা রুটীর সংস্থান নাই—তাহাদের আবার এ শাস্তি কেন?" তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। সে স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। সে কঠিন স্বরে বলিল—"ইভলিন! তুমি তৃপ্ত!" ইভলিন মুখ তুলিয়া স্বামীর প্রতি চাহিল, তাহার পাণ্ডুবর্ণ, অবসন্ন মুখ দেখিয়া বিচলিতা হইল। আস্তে আস্তে কহিল—"সত্য! কিন্তু এ বেচারার অপরাধ কি, তা আমি বুঝতে পারছি না।"

"কিছু না। অপরাধ কারো নয়—অপরাধ আমার! তোমায় বিবাহ করা অপরাধ, আমার দারিদ্র্য অপরাধ, এই সন্তান একটা অপরাধ, আমি নিজে একটা মহা অপরাধ" জ্যাক কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ইভলিন ব্যাকুল স্বরে ডাকিল—"জ্যাক! জ্যাক! ফিরে এসো—"তাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শূন্যে মিলাইয়া গেল। জ্যাক ফিরিল না।

ইভলিন আবার পুত্রের পানে চাহিল। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি সে যে একবিন্দু দুধ পায় নাই। শরীরে উত্তাপ দিবার জন্য কাষ্ঠ নাই, অগ্নি নাই। ইভলিন শিশুর মুখে তাহার স্তন ধরিল; সে তাহা টানিল না। তাহাতে যে দুগ্ধের লেশমাত্র নাই। ইভলিন আজ কতদিন উপবাসিনী – তাহার স্তনে দুগ্ধ কি থাকিতে পারে? তাহার বক্ষঃমধ্যে রাখিয়া শিশুকে উত্তপ্ত করিতে গেল কিন্তু তাহার শরীরও যে হিম। ইভলিন, কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চক্ষু হইতে অবিরাম বারিধারা ক্রোড়স্থ শিশুকে ভিজাইতে লাগিল।

এমন সময় জ্যাক ফিরিয়া আসিল। তাহার এক হাতে একটী কাচপাত্র অন্য হাতে দুইটী সুপক্ক ফল। ইভলিন ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"জ্যাক, তুমি কি ওই পাত্রে—শিশুর জন্য দুধ আনিয়াছ? দাও—দাও—আহা! বাছা আমার!—দাও—" জ্যাক টলিতে টলিতে বলিল—"না ইভ—আমি দুধ আনি নাই। সুধা আনিয়াছি। আমি অনাহারে আছি—তুমি অনাহারে আছ,— পূর্ব্বেই আমি এক পাত্র খাইয়াছি, আর এ পাত্র তোমার জন্য আনিয়াছি। নাও—খাও, সকল জ্বালা জুড়াইবে। আর এই ফল দু'টী এনেছি—খাও—নাও—পেট ভরাও। সে একখানা ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া পড়িল। ইভলিন তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে ভয়াকুল স্বরে কহিল—"কি ও বিষ?" দৃঢ়স্বরে জ্যাক উত্তর দিল "হাঁ বিষ!

দুঃখ নাই—কিছু না—বড় সুখ—ইভলিন! এসো—চলো। তোমায় ছেড়ে গিয়েও আমার কোন সুখ হবে না। এসো—এক সঙ্গে দু'জনে চলে যাই।" ইভলিন পুত্রকে রাখিয়া উঠিয়া আসিল। জ্যাকের হাত হইতে পাত্র লইয়া মুখের কাছে ধরিল। আবার তাহা নামাইয়া রাখিয়া কহিল—"কিন্তু জ্যাক! এই শিশু" ইভলিনের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া জ্যাক বলিল "কে শিশু!—কে আমাদের? কতক্ষণের আলাপ! যার সৃষ্ট তার হাতে দিয়ে চলো—আমরা যাই। জ্যাকের দেহ ঢলিয়া মাটীর উপর লুটাইল। ইভলিন তাহা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"জ্যাক! জ্যাক! প্রাণাধিক স্বামী আমার!" "ইভলিন—না হেলমোর!"—জ্যাকের অন্তরাত্মা বহির্গত হইল। ইভলিন জ্যাকের ফেনাসিক্ত মুখখানিকে চুম্বন করিয়া সেই বিষ-পাত্র আপনার মুখে ঢালিয়া দিল।

"উঃ কি জ্বালা!—গলা যে জ্বলিয়া যায়! ওহো—হো!"

ইভলিন পুত্রের পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। তাহার ছোট হাত দু'খানি আপনার গলায় জড়াইয়া বুকের উপর শোয়াইয়া রাখিল। সে যে তাহার হৃদয়ের রক্তপিণ্ড! সে কি এত শীঘ্র তাহাকে ছাড়িতে পারে! সে যে মা!

"হা ভগবান! এই শিশু, ইহার উপায় কি"—বোধ হয়, ভগবান তাহার অন্তিম প্রার্থনা শুনিলেন। তৎক্ষণাৎ কুটীর দ্বার খুলিয়া হেলমোর উন্মত্তবৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "ইভলিন, ইভ"—আসন্নমরণা ইভলিন শান্ত সকরুণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ধরিয়া আগন্তুককে দেখিল। সেই পাণ্ডুর কপোলে গাঢ় কালিমা দেখা দিল। বিরক্তিস্বরে সে বলিল—"কে হেলমোর! তুমি?" "হাঁ—ইভলিন! হতভাগিনী ইভলিন! আমি হেলমোর! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।" ইভলিন শান্তস্বরে কহিল—"হেলমোর! দেখছো—এ কি?"—"হাঁ, ইভ—ও তোমার পুত্র! আমায় দাও—আমি পুত্রের মত স্নেহে যত্নে রাখিব।"

ইভলিন বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে আবার চাহিল। সে হেলমোরের ব্যাকুল, বেদনাপূর্ণ দৃষ্টির অর্থ বুঝিল। ক্রমে বিস্ময়ভাব তিরোহিত হইয়া গেল। সেই মরণছায়ানিবীড় মলিন বদনপ্রান্তে যেন শেষ অনন্দজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে দৃষ্টি আরও গাঢ় করিয়া চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিল। পার্শ্বেই স্বামীর মৃতদেহ দেখিল। আপন সন্তানের ক্ষুদ্র শরীর নীরবে দেখিল;

হেলমোর তাহার নিকটে বসিয়া ডাকিল—"ইভলিন!"—কেহ উত্তর দিল না। ইভলিনের প্রাণবায়ু নিশ্বাসের সহিত তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল।

হেলমোর দেখিল—দুইটী সূক্ষ্ম অশ্রুধারা কপোলে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু হইতেও দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু পড়িয়া মৃতার আত্মার তর্পণ করিল।

সে ক্ষুব্ধ উদ্বেলিত হৃদয়ে শিশুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

আর—যখন প্রাসাদ-শিখরে বসিয়া ফিলিপ উষা সমাগমের সঙ্গে এই সংবাদ শুনিল—সে উদ্‌ভ্রান্তস্বরে কহিল—"ভুল! ভুল!" *

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

আনন্দকিশোর!

—*—

অধুনা আরশিতে এবং লোকমুখে নিজের চেহারাখানার যে রকম সার্টিফিকেট পাই, তাহাতে ছেলেবেলা আমি যে দিব্য গৌরাঙ্গ ছিলাম, এমন ভরসা কিছুতেই হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাল্যকালে একজন লোক আমাকে 'সাহেব' বলিয়া ডাকিত। সে 'আনন্দকিশোর!'

বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি না বাড়িলে কেহ খাঁ সাহেব, রায় সাহেব ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতে পারে না। আজকালকার বাঙ্গালী সাহেবদের মত আমার এ সাহেবিয়ানার সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রেরও কোন সম্পর্ক ছিল না। কারণ জীবনের সেই আদিম যুগে ম্যাঞ্চেষ্টারের মিল অথবা দেশী তাঁতের তোয়াক্কা আমি রাখিতাম না। সম্বোধন পদটির পূর্ব্বে যে বিশেষণ বসিত তাহা শুনিলেই এ সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর হইবে। শুধু 'সাহেব' নয়,—'ন্যাংটা সাহেব' বলিয়া আনন্দকিশোর আমাকে সম্ভাষণ করিত।

বৈষম্যের মধ্যে সাদৃশ্য অনুভব করিবার একটা দার্শনিক শক্তি ছিল ভাবিয়া কেহ যেন আনন্দকিশোরকে পরম পণ্ডিত স্থির করিয়া না বসেন। কারণ সে করিত পেয়াদাগিরি এবং থাকিত নদীতীরে খর্জ্জুর-কুঞ্জবেষ্টিত একখানি পর্ণকুটীরে।

আনন্দকিশোরের ঘরের আগড় মাসের মধ্যে পোনর দিন বন্ধ থাকিত। সে সুদূর পল্লীগ্রামে সমনজারি করিতে যাইত। পাড়াগাঁয়ের লোকের কাছে সমন আর শমন একই কথা, সুতরাং তাহার বেশ দু'পয়সা রোজগার ছিল, সন্দেহ নাই। উপার্জ্জিত অর্থের ব্যয় যাহা হইত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল দুইটি মাত্র। এক—জুতা, দুই—লাঠি। খাঁটি সরিষার তেল কিনিয়া আনন্দকিশোর জুতা ও লাঠির অঙ্গসৌষ্ঠব করিত।

পরের পা'য় ছাড়া কে কবে বেশী তেল মাখায়! পদে ভিন্ন পাদুকায় তৈলম্রক্ষণ বড় একটা প্রচলিত নাই। কিন্তু সকাল বেলা যখন খেজুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদ আসিয়া ঘরের দাওয়ায় পড়িত তখন প্রায়ই দেখা যাইত, আনন্দকিশোরের তৈলসিক্ত নাগরা জোড়া খুঁটিতে ঠেস দিয়া রোদ পোয়াইতেছে। পিতলে বাঁধা গিটওয়ালা লাঠির প্রসাদনেও তাহার তুল্যরূপ মনোযোগ ছিল। লাঠিগাছটি ঘানিতে ফেলিয়া দিলে যে কোন গৃহস্থের দু'এক বেলার তৈল সংস্থাপন হইতে পারিত।

মুক্ত আকাশের নীচে খোলা বাতাসে থাকা অসম্ভব বলিয়াই লোক ঘর বাড়ী তৈয়ারি করে। গৃহনির্ম্মাণের যাহা উদ্দেশ্য, গবাক্ষ প্রভৃতি রাখিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং আনন্দকিশোরের ঘরে একটাও জানালা ছিল না। মনে পড়ে, এক দিন ঘর খোলা ছিল, আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছিলাম। আনন্দকিশোর উপুড় হইয়া কোমরের ঘুনশিতে বাঁধা চাবি দিয়া বাঁশের মাচার নিচে টিনের পেটরা খুলিতেছিল। গৃহ মধ্যে আলোক অপেক্ষা অন্ধকার অধিক। আমাকে দেখিয়া সে উচ্চকণ্ঠে প্রীতি সম্ভাষণ করিল, "আরে—ন্যাংটা সাহেব!" তার দাঁতন-করা দাঁতগুলি অন্ধকারে একেবারে ঝলসিয়া উঠিল। আচমকা ভয় পাইয়া আমি ছুটিয়া পলাইলাম।

আনন্দকিশোরের আহারের আয়োজন কখনও লোক চক্ষুর গোচর হইয়াছে কি না সন্দেহ। সে শুধু—একবেলা খাইত। আটার মোটা মোটা রুটী গড়িয়া বুটের ডাল সংযোগে অতি দ্রুত ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে

এই রুটির আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি। খাদ্য সামগ্রীর পুষ্ট কলেবর দেখিয়া যতটা তুষ্ট হইতাম, আহারে কিন্তু তাদৃশ সুখানুভব হইত না।

আদালতের পদাতিক ভাবে আনন্দকিশোর কয়েক দিনের জন্য মফঃস্বলে গিয়াছিল। একদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে শুনিতে পাইলাম, রাস্তায় খুব সোরগোল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়াগিয়া দেখি, আনন্দকিশোর তাহার লাঠি দিয়া প্রতিবেশী নেপালকে পিটিতেছে। নেপাল মাটিতে পড়িয়া বাপ্‌রে মা রে ডাক ছাড়িয়া চেঁচাইতেছে। চারিদিকে রাজ্যের লোক জড় হইয়াছে। আনন্দকিশোরের একটা বক্‌রী ছিল। মফঃস্বল যাওয়ার সময় সেটার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেপালের উপর অর্পিত হইত। অবশ্য এ দায়িত্ব গ্রহণে প্রতিবেশীর বন্ধুত্ব ভিন্ন নেপালের অন্য কিছু লাভ ছিল না। ছাগলটা ছাড়া পাইয়া কা'র ক্ষেতের ফসল খাইতেছিল; ক্ষেত্রস্বামী সেটাকে ধরিয়া খোয়াড়ে দেয়। বক্‌রীকে উদ্ধার করিতে আনন্দকিশোরের একটা দু'আনি খরচ হইয়াছে। কর্ত্তব্য কর্ম্মে নেপালের উদাসীন্যই এই অপব্যয়ের কারণ। তাই আনন্দকিশোর তাহাকে একটু সমঝাইয়া দিতেছিল। দর্শকবৃন্দের চেষ্টায় অবশেষে আপোষ হইয়া গেল। প্রহারের চোটে নেপাল সাতদিন খাটিয়া হইতে উঠিতে পারে নাই।

লগুড় প্রয়োগে সিদ্ধ হস্ত হইলেও কলাবিদ্যায় আনন্দকিশোরের অশ্রদ্ধা ছিল না। বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত সে সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুশীলন করিত। এক এক দিন সন্ধ্যার সময় নদীর পরপারে অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করিয়া জোৎস্নাপ্লাবনে চারিদিক্ ভাসাইয়া হাসাইয়া, আকাশে চাঁদ উঠিত; নদীর স্বচ্ছ সলিলে গলিত স্বর্ণ জ্বলিত। চন্দ্রালোকে আনন্দকিশোরের ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিগুলির সমান্তরাল ছায়া পড়িত। আলো ও ছায়া জুড়িয়া মাদুর বিছাইয়া জাত ভাইদের লইয়া সে মজলিস করিয়া বসিত। একটু রাত্রি হইলে হাটের লোক বাড়ী ফিরিত;—তখন গানের আসর জমিবার দিকে। রাত্রি দেড় প্রহরে পাটনী খেয়া বন্ধ করিয়া নৌকা ঘাটে বাঁধিত;—তখন মজলিস মশগুল হইয়া উঠিতেছে। গভীর নিশীথে পাহারাওয়ালা রোঁদে বাহির হইয়া—পথের ধারে গানের আসরে বসিয়া যাইত। সকলের সম্মিলিত সুরের সীমালঙ্ঘন করিয়া, ঢোল করতালের খচ্ মচ্ শব্দ ছাপাইয়া আনন্দকিশোরের উচ্চঃকণ্ঠ উঠিত, "বিহারী,

সে সঙ্গীতের রসাস্বাদন করিত; কারণ, গান না থামিলে আর ঘুম হইত না। শেষ রাত্রে হঠাৎ জগিয়া শুনিতাম, আনন্দকিশোর ধুয়া ধরিয়াছে, "আরে —বিহারী, বিহারী!" বিহারীকে লইয়া এতটা মাতামাতি করিলেও গানের মধ্যে বনে যাওয়ার পর তাঁর কোন খোঁজ খবর আনন্দকিশোর রাখিত, এমন মনে পড়ে না।

পূজার সময় দেশে যাওয়ার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইতাম। ছোট বড় কত নদীর বুকের উপর দিয়া নৌকা চলিত! মাঝিমাল্লারা কখনও দাঁড় ধরিত, কখনও গুণ্ টানিত, কখনও বা পাল তুলিয়া দিত। জেলেরা বেড়াজাল দিয়া নদী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে;—জালের উপর নৌকা তর্ তর্ করিয়া ছুটিত, একটুও আটকাইত না! আশেপাশে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে খড়কুটা ও মরাকাঠ পাক খাইতে খাইতে ডুবিত, আবার ভস্ করিয়া ভাসিয়া উঠিত। ভাগ্যে সে সব যায়গায় নৌকা তীর ঘেঁসিয়া চলিত! শুশুকেরা জলে ডিগ্‌বাজি খাইত,—এই একটা, ঐ একটা, অনেক দূরে আরও একটা। শেষেরটা কত বড়! বিরাট দৈত্যের মত গর্জ্জন করিয়া মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড কলের জাহাজ দেখা দিত। নদীর জল অস্থির হইয়া উঠিত, নৌকাখানি তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত,—মাস্তলের কাঠটা শক্ত করিয়া ধরিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতাম। পথের দুই দিকে কত বনজঙ্গল, কোঠাবাড়ী, খড়ের ঘর;—হাটে মাটে ঘাটে নানান্ রকমের কত না মানুষ! সন্ধ্যার সময় নৌকা একটা গঞ্জে আসিয়া পৌঁছিত, হা'হের মাথায় কাটা নিশান উড়িত, দুম্‌দাম্ করিয়া নাগরায় ঘা পড়িত, সাধু্ সাবধান!—এ সরকারী নৌকা!

সেবার কোন কারণে দেশে যাওয়া ঘটিল না। মনটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল! আনন্দকিশোর সান্ত্বনা দিয়া বলিল, পূজার জোগাড় এখানেই হইবে। ষষ্ঠীর বোধনের সময় কোথা হইতে সে একখানি প্রতিমা স্কন্ধে আসিয়া উপস্থিত! খুব ছোট অথচ অতি সুন্দর ঠাকুর। লাল নীল রংএর কাগজ কাটিয়া সাজ করা হইল। কোন স্বর্ণকারের মূল্যতালিকায় সে সব অলঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু ঠাকুরের বেশভূষা দেখিয়া আনন্দকিশোর ভারী খুসি! সে পূজার সময় একবারে হাতযোড় করিয়া বসিয়া গেল। কেবল প্রসাদ গ্রহণ উপলক্ষে যুক্ত করপুট মুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভক্তির কোন ব্যাঘাত হয় নাই;—ভাবের বন্যায় লুচির পাহাড় অনায়াসে ভাসিয়া গেল!

আনন্দকিশোরের নামে কখনও রিপ্লাই কার্ড এবং পরের বার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বেয়ারিং চিঠি আসিত। নিপুণ পড়ুয়ার পক্ষেও কায়েতি লেখার পাঠোদ্ধার সর্ব্বত্র সহজ নহে,—আজমীর গমনের সংবাদ, আজ মরিয়া যাওয়ার খবরে রূপান্তরিত হওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে! এ জন্য অধিকাংশ চিঠি ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইত। আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আনন্দকিশোর সেগুলি পড়াইয়া লইত। এক দিন একখানি পত্রের ব্যাখ্যা হইতেছিল। শুনিতে শুনিতে হঠাৎ আনন্দকিশোর ভ্রূকুঞ্চন পূর্ব্বক দন্তরুচিকৌমুদী বিকশিত করিয়া বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আঃ মরি গেল"! অনেক টাকা খরচো হৈছিল হামার।" আমি অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইলাম। আপশোষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মরেছে আনন্দকিশোর-দা? বক্‌রী বুঝি? কত টাকা দিয়ে কিনেছিলে?" আনন্দকিশোর বাম হস্তের তালুর উপর খৈনি ডলিতেছিল; খপ্ করিয়া সেটা মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আরে না সাহেব, বক্‌রী কাঁহাসে আস্‌বে? —বৌটা। বৌটা মরি' গিছে। মহাজনের দুই শো টাকা হামি দেনা আছি।"

কিছুকাল পরে শৈশবের লীলাভূমির নিকট আমার চির্‌বিদায় লওয়ার দিন আসিল। শরতের প্রভাতে ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠিয়া বসিসাম। তখন আকাশে বাতাসে আগমনীর আভাস, কিন্তু প্রাণে বিজয়ার বিসর্জ্জন বাজিতেছিল। নদীতীরে আমাদের বিদায় অভিনন্দের জন্য অগণিত বন্ধু-বান্ধব দাঁড়াইয়া ছিলেন। সকলেরই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, কিন্তু আনন্দ-কিশোরের নয়নে ধারা বহিতেছিল। আমাকে বুকে করিয়া সে একেবারে বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। মাঝিরা অবশেষে নৌকা খুলিয়া দিল; ক্ষুদ্র জনতার মধ্যে রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের মুর্ত্তি নদীর বাঁকের আড়ালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

* * * * *

বহুদিন পরে কলিকাতার বাসায় আনন্দকিশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আমি সেবার এম্-এ পরীক্ষা দিয়াছি। নীচের ঘরে গাঁটরিটা মেঝেতে রাখিয়া সে তক্তপোষের উপর বসিয়া ছিল। আমি সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র সসম্ভ্রমে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আনন্দকিশোর পিয়াদা-

শরীর শিথিল হইয়া আসিয়াছে, মাথার চুল এবং দাড়ি-গোঁপ সমস্তই প্রায় শাদা। সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আনন্দকিশোর-দা, ন্যাংটা সাহেবকে মনে আছে ?" আনন্দকিশোর কিছু বলিল না, অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিলাম, তা'র ধূলায় মাখা নাগরা জুতা এক পাশে পড়িয়া আছে ; লাঠি গাছটা নাই।

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

মানসী

১

পাবনার একটী সুদূর নিভৃত পল্লীতে আমার ক্ষুদ্র বাসভবন অবস্থিত হইলেও রাজসাহীতেই আমার শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতৃদেব তখন রাজসাহীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল, তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না।

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পিতৃদেব আমাকে রাজসাহীর কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। কলেজিয়েট স্কুলে পাঠকালে একটী মহৎহৃদয় বালকের সহিত আমার আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল ; এই বালকের নাম যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যোগেশের পিতা মতিলাল বাবু রাজসাহীতে মোক্তারী করিতে করিতে তাঁহার মস্তকের কেশ পক্ক করিয়াছিলেন। আমি যোগেশের সহিত বন্ধুত্ব নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে তাহাদের পদ্মাতীরবর্ত্তী বাসাবাটীতে যাইতাম।

সেই কৈশোরে আমি যোগেশের সহিত বসিয়া পদ্মার শোভা দেখিতে বড়ই ভাল বাসিতাম। নিত্য সন্ধ্যায় যোগেশের সহিত মিলিত হইয়া পদ্মার সায়ংকালীন অতুলনীয় দৃশ্য দর্শন করাই আমার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল।

বর্ষাকাল, নদীর জল কূলে কূলে ভরা। স্ফীতযৌবনা পদ্মা তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া উভয়কূল প্রতিধ্বনিত করিয়া কল কল শব্দে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছে। দূরে— অতিদূরে—পদ্মার সীমাপারে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন—অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ বর্ণ কিরণ সকল

পদ্মার তরঙ্গরাজির উপরে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে। ক্রমে তপনদেব অস্তগমনোন্মুখ হইলেন—পশ্চিম গগন রঞ্জিত করিয়া একখানি সুবর্ণ গোলকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই সুবর্ণ গোলকখানি ঝুপ্‌ করিয়া পদ্মার-নীরে ডুবিয়া গেল। যোগেশ ও আমি পদ্মাতটে বসিয়া আলোকোজ্জ্বল দিগন্ত বিস্তৃত নীলিমারাশির অন্তরালে সূর্য্যদেবের এই অস্ত-গমন শোভা দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে একটী ক্ষুদ্র বালিকা পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র দুইটী হস্তদ্বারা সহসা আমার নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া হাসিয়া কহিল,—"বল দেখি আমি কে?"

আমি। তুমি—তুমি মলিনা।

বালিকা। না।

আমি। তবে এইবার ঠিক বলিব?

বালিকা। হাঁ।

আমি। তুমি—তুমি মানসী।

"এইবার ঠিক বলেছ" বলিয়া বালিকা হাসিতে হাসিতে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "মানসী! তুমি কাকে বেশী ভালবাসো? আমাকে—কি তোমার দাদাকে?" বালিকা হাসিয়া বলিল,—"তোমাদের দুইজনকেই সমান ভালবাসি।"

মানসী যোগেশের কনিষ্ঠা ভগিনী, এই সবে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। যোগেশ ও আমি যখন নিত্য সায়ংকালে আসিয়া পদ্মাতীরে বসিতাম, মানসী আমাদের সঙ্গে আসিয়া পদ্মার সায়ংকালীন শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিত।

যথাসময়ে যোগেশ ও আমি কলেজিয়েট স্কুল হইতে একই সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। পরে উভয়েই রাজসাহী কলেজে এফ্‌ এ পড়িতে লাগিলাম। যোগেশ ও আমি সমবয়সী; যখন আমরা কলেজে প্রবিষ্ট হই, তখন আমাদের উভয়েরই বয়স ষোল বৎসর।

যোগেশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব-বন্ধন একদিনের তরেও শিথিল হয় নাই। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছিলাম। একবার আমার জ্বর হইয়াছিল, এক সপ্তাহ জ্বরে শয্যাগত ছিলাম। যোগেশ এই সপ্তাহকাল এক মুহূর্ত্তের জন্যেও

বাড়ী গমন করে নাই। নিয়ত আমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিত—আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিয়ত আমার পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। আমি তাহাকে বাড়ী যাইবার জন্য সহস্র অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই! যোগেশের ন্যায় দ্বিতীয় বন্ধু ইহজীবনে আর পাইব না।

আর বালিকা মানসী আমার অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়খানি অধিকার করিয়া লইতেছিল। এক দিন নির্জ্জনে পাইয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"মানসী! তুমি কি আমাকে ভালবাস?" বালিকা অম্লান-বদনে বলিয়াছিল—"বাসি!"

যোগেশও আমার অন্তরের ভাব বুঝিয়াছিল। এক দিন সে নির্জ্জনে বেড়াইতে গিয়া আমাকে বলিল,—"দেখ মণি! তুমিই মানসীর উপযুক্ত পাত্র। আমার যদি হাত থাকে, তাহা হইলে আমি তোমারই হস্তে মানসীকে অর্পণ করিব।

২

যথাসময়ে যোগেশ ও আমি রাজসাহী কলেজ হইতে এফ্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। এফ্, এ, পাশ করিবার পর যোগেশ শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতে গেল, আমি রাজসাহীতেই বি, এ, পড়িতে লাগিলাম। যোগেশের বিরহ আমি বড় তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। দুইটী বৎসর কোনরূপে কাটাইয়া দিলাম। দুই বৎসর পরে যথাসময়ে আমি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্, এ, পড়িবার জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। পিতৃদেবের ইচ্ছা যে আমি আর এম্, এ, পড়িতে না যাইয়া একেবারে আইন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। কিন্তু আমি তাঁহাকে স্পষ্ট জবাব দিয়া দিলাম যে নিত্য চোগা চাপকান পরিয়া শামলা মাথায় দিয়া কাছারী বাটীতে হাজিরী দেওয়া আমার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। ফলে পিতৃদেব আর এ জন্য আমাকে পীড়া পীড়ি করিলেন না। তবে তিনিও আমার রাজসাহী ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ওকালতী ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন এবং জীবনের শেষ কয়েকটা দিন নিভৃতে ঈশ্বরের চিন্তায় অতিবাহিত করিবার জন্য পাবনার পল্লীভবনে যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

কলিকাতায় আসিয়া যোগেশকে পাইয়া আবার আমি পূর্ব্বের ন্যায় সুখী হইলাম। দুই বৎসরের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনরায় মিলন হওয়ায়,

যথাসময়ে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। এম্, এ, পাশ করিবার পর গবর্ণমেণ্ট আমাকে আড়াইশত টাকা বেতনে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া পাটনা কলেজে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার কিয়ৎকাল পরেই যোগেশও শিবপুর কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিবার অত্যল্পকাল পরেই রাজসাহীর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের জেলা ইঞ্জিনিয়ারের পদ খালি হইল, এবং যোগেশ আবেদন করিবামাত্র সেই পদে নিযুক্ত হইল।

পাটনায় আসিয়া আবার আমি যোগেশের বিরহে বড় কাতর হইয়া পড়িলাম। ইহারই মধ্যে একদিন যোগেশের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। যোগেশ লিখিয়াছে,—এখানকার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষ বাবু এক বৎসরের ছুটী লইতেছেন; তুমি সেক্রেটারী ব্ল্যাকউড সাহেবের সহিত দেখা করিয়া রাজসাহী কলেজে বদ্‌লী করাইয়া লইবে।" তার পর একদিন দার্জিলিঙ্গে যাইয়া আমি সেক্রেটারী সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আসিলাম; তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

পরসপ্তাহের কলিকাতা গেজেট খুজিবামাত্রই দেখিলাম যে রাজসাহী কলেজে আমার বদলী হইয়া গিয়াছে। বড় আহ্লাদ হইল। যোগেশের সঙ্গে মিলিত হইবার আশায় আবার আমি উৎফুল্ল হইলাম।

যথাসময়ে আমি রাশীকৃত লগেজ সঙ্গে লইয়া রাজসাহীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টীমার ঘাটেই যোগেশ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সে ভৃত্যকে আমার লগেজের সমুদয় ভারার্পণ করিয়া আমাকে তাহার গাড়ীতে করিয়া তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই আমার বাসা ঠিক করা ছিল; কিন্তু সেদিন আর যোগেশ আমাকে বাসায় যাইতে দিল না।

যোগেশের সঙ্গে আমি তাহার মাকে প্রণাম করিবার জন্য বাটীর মধ্যে গেলাম। সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে কে ডাকিল,—"মণি দা!" ফিরিতেই দেখিতে পাইলাম, মানসী দাঁড়াইয়া আছে। দীর্ঘ দুই বৎসর পরে আজ আবার আমি মানসীকে দেখিলাম। এই দুই বৎসরের মধ্যে মানসীর কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে! মানসীর এখন আধফুটন্ত যৌবন—আপনার

মণীন্দ্র ও মানসী

রূপে মানসী আপনি আলোকিত। প্রথম বর্ষায় তটিনীর যে আবেগ, নব বসন্তাগমে ব্রততীর যে হরিৎ শোভা, মানসীর স্ফুটনোন্মুখ যৌবন, কমনীয় দেহে সেই অপার সৌন্দর্য্যরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল। আমি মন্ত্র-মুগ্ধের মত মানসীর দিকে চাহিয়া রহিলাম, চাহিয়া—চাহিয়া—চাহিয়া তাহার অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম। সহসা গৃহিণীর আহ্বান কর্ণে গেল,—"মণি! এসেছিস্?" আমি অপ্রতিভ হইয়া ঢিপ্ করিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিলাম।

* * * *

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমি বাসায় যাইবার জন্য গৃহিণীর নিকট বিদায় লইতে গেলাম। ফিরিবার সময়ে দেখিলাম, বহির্ব্বাটীতে আসিবার রাস্তার ধারে একখানি ঘরের অন্তরালে মানসী একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে। আমি নিকটে আসিলে মানসী আমাকে ডাকিয়া বলিল,—"মণিদা! একটা কথা শুনে যাও।" আমি তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম,—"কি মানসী?"

মানসী অধোবদনে হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল;—"তুমি কি আমায় ভুলিয়া যাইবে, মণিদা? তুমি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আসিয়া দেখা করিয়া যাইও!" আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম,—"তোমায় আমি ভুলিয়া যাইব মানসি, তাহা কি সম্ভব?" মানসী কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"আমিও তোমায় এ জন্মে ভুলিব না। তবে এখন এস।" এই বলিয়া মানসী আমার হস্তমধ্য হইতে আপন হস্ত বাহির করিয়া লইয়া দ্রুতবেগে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। মানসী চলিয়া গেলে আমি ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিলাম।

৩

একদিন আমি সবে মাত্র কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়াছি, এমন সময়ে যোগেশের প্রিয় ভৃত্য হরলাল আসিয়া আমায় হাতে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল যে "বিশেষ কোন উদ্বেগের কারণ নাই, আপনি সুস্থ হইয়া অবসর মত পাঠ করিবেন।" আমি কিন্তু একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। মনে হইল যে যোগেশ নিত্য পঞ্চাশবার করিয়া আমার বাসায় আসিয়া থাকে, তাহার এমন কি কাজ হইল যে নিজে না আসিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়া

পাঠাইল। বলা বাহুল্য যে আমি সর্ব্বকার্য্য ফেলিয়া অগ্রে তাহার পত্র পাঠ করিতে বসিলাম। পত্রে লিখিত ছিল।—

"ভাই মণি!

বড় দুঃখে আজি তোমাকে আমি এই পত্র লিখিতে বসিয়াছি। এ সময়ে আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ, তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে জানিবে? ভাই আমায় ক্ষমা করিও; আজি আমি তোমার হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত করিব, তাহার বেগ তুমি সহজে সাম্‌লাইতে পারিবে না।

ভাই মণি! তুমি আর কখনও আমাদের বাসায় আসিও না—আর কখনও মানসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। আমি পিতৃদেবকে অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছি, তিনি তোমার সহিত মানসীর বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

তোমার কাছে আর আমি কেমন করিয়া এ মুখ দেখাইব? আমিই তোমার আশাতরু বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম; আজি আবার আমাকেই তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইল। এ দুঃখের সান্ত্বনা কোথায়? আজি হইতে সপ্তাহ কালের মধ্যে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না; এই এক সপ্তাহ ধরিয়া আমি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে চাই।

পিতৃদেবকে আমি যথেষ্ট বুঝাইয়াছি—যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তিনি বলিলেন যে "একে ত মনীন্দ্র কুলীন নহে, তারপর তাহারা বারেন্দ্র—আমরা রাঢ়ী। সুতরাং মনীন্দ্রের সহিত মানসীর বিবাহ হওয়া অসম্ভব।" আমি তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম; বলিলাম যে "রাঢ়ী বারেন্দ্রে একভিন্ন ত দুই নহে, কেবল স্বতন্ত্রস্থানে বাসস্থান নিবন্ধন স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এ সম্বন্ধে আপত্তি করিবার আর কি কারণ থাকিতে পারে?" আমার বাক্যে পিতৃদেব গম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—"তোমরা ছেলে মানুষ অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়াই হঠাৎ যে সে কার্য্যে হাত দিয়া ফেল। তুমি না হয় আজ গায়ের জোরে এমন একটী কাজ করিয়া ফেলিলে। কিন্তু সমাজ তাহা মানিয়া লইবে কি? ইহার উত্তরে আমি তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়াই বলিলাম,—"বাবা! যে সমাজ সঙ্কীর্ণতার এতদূর প্রশ্রয় দিতে পারে, হয় তাহার আমূল সংশোধন আবশ্যক, নতুবা সে সমাজ অচিরে ত্যাগ করাই শ্রেয়। আর সমাজের ভয়ে কি নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন? একবার মানসীর মুখের দিকেও

চাহিবেন না?" কিন্তু পিতৃদেব ইহাতেও টলিলেন না, বলিলেন—"তোমাদের মত নব্য ছোকরাদিগের কথা শুনিতে গেলে আর আমাদিগকে সংসারে থাকিতে হয় না। মানসীর জন্য কি আমি আমার বংশের অগৌরব করিব?" আবার আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, বলিলাম—"বারেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হইলেই বংশের এমন কি অগৌরব হইবে বাবা? আর মনীন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ না হইলে মানসী হৃদয়ে যে আঘাত পাইবে, তাহার বেগ সে সামলাইতে পারিবে ত? আমার ত মনে হয়, মানসী এ আঘাত কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেনা। কিন্তু তবু পিতৃদেব টলিলেন না; বলিলেন,—"সে যাহাই হউক, তাহার জন্য আমি আমার কুলের অগৌরব কিছুতেই করিতে পারিব না।" ইহার উপর আর আমার কি হাত আছে? পিতৃদেবের কোন কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার আমার নাই; কিন্তু তথাপি বলিতে হইতেছে যে তাঁহার এই আচরণে আমি যেরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছি, জীবনে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

অদ্য এই পর্য্যন্ত। সপ্তাহ পরে আবার আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব; এক্ষণে বিদায়। অভিন্ন হৃদয়—যোগেশ।

৪

সপ্তাহ অন্তে যোগেশ আমার বাসায় বেড়াইতে আসিল; সেদিন পদব্রজেই আসিয়াছিল। আসিয়াই আমাকে বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমার মানসিক অবস্থা ভাল নয় বেড়াইতে বাহির হইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু যোগেশের অনুরোধ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে পদ্মাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল; আকাশে দুই একটী করিয়া নক্ষত্র উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর তীরে একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলাম। আমি একটু অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম ধীরে ধীরে যোগেশ আমার হাত ধরিয়া বলিল,—"ভাই মণি! সেদিন তোমার মনে আমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দিয়াছি; আমার দুর্ভাগ্য যে আমি

প্রদান করিবে।” আমি যোগেশের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম,—“তুমি কি সে কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছ ? আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না, তুমি নিঃসঙ্কোচে সমস্ত কথা বলিয়া যাও।” যোগেশ পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন,—“তুমি কাতর হইবে কিনা, তাহা আমি জানি। তবে আজই হউক বা দু’দিন পরেই হউক একথা তোমাকে শুনিতেই হইবে ; সুতরাং তাহা আর গোপন করিয়া কি হইবে ? মানসীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, বাঁকীপুরের বৃদ্ধ উকীল বিপত্নীক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মানসীর পাত্র মনোনীত হইয়াছেন।

আমি। তোমরা কি মানসীকে জবাই করিবার ব্যবস্থা করিলে ? বৃদ্ধ রঙ্গলাল ভিন্ন কি আর ভারতবর্ষে মানসীর যোগ্যপাত্র মিলিল না ?

যোগেশ। পিতৃদেবের মতে উকীল রঙ্গলাল বাবুই মানসীর যোগ্যপাত্র। কেননা রঙ্গলাল বাবু কুলীন, রঙ্গলাল বাবু রাঢ়ী এবং রঙ্গলাল বাবু অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। একাধারে এতগুলি গুণ আর কোথাও পাইবেন না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

আমি। এই রঙ্গলাল বাবুরই স্ত্রী কি গত পুজার সময় দুই তিনটী শিশু-সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছেন ?

যোগেশ। হাঁ তিনিই।

আমি। সে শিশু সন্তান গুলির এখন কে লালন পালন করিতেছে ?

যোগেশ। তাহাদের লালন পালনের জন্যই তিনি এই পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে পুনরায় বিবাহ করিতেছেন।

আমি। তাহাই যদি হয়, তবে তিনি তাঁহার পুত্র সিদ্ধেশ্বরের বিবাহ দিলেন না কেন ? সিদ্ধেশ্বর ত বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে ? আমি যখন পাটনায় ছিলাম, তখন নির্ম্মল ডাক্তারের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর অনেকবার আমার বাসায় আসিয়াছে !

যোগেশ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। তোমার সম্মতি অনুসারেই কি এ বিবাহ হইতেছে ?

যোগেশ। না।

আমি। তবে তুমি কি করিবে ?

যোগেশ। বিবাহের সময় আমি উপস্থিত থাকিব না।

খাইতে দিলে ভাল করিতে। তোমরা বালিকার কোমল হৃদয়ে যে আঘাত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছ, সে আঘাতে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে।

দুইজনেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব হইয়া রহিলাম। মাথার উপরে অন্ধকার-আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল; পদনিম্নে ভীমনাদিনী পদ্মা তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া মহাশব্দে প্রবাহিত হইতেছিল; স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ পদ্মার অন্ধকারময় বিশাল বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এ সকল তখন কেবল ভাবুকের চক্ষে—আমার নিকটে এ সকল কিছুই নয়। আমার তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে ছিল, পৃথিবী শূন্যময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল জানিনা; অবশেষে যোগেশ আমার হাত ধরিয়া বলিল,—"চল ভাই! রাত হইয়া গিয়াছে, এখন গৃহে ফিরি।" তখন দুইজনে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম।

৫

প্রত্যূষে বৈঠকখানাগৃহে বসিয়া আমি মনোযোগ সহকারে একখানি মাসিক-পত্র পাঠ করিতে ছিলাম, এমন সময়ে যোগেশের প্রিয় ভৃত্য হরলাল আসিয়া প্রণাম করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হরলাল, কি সংবাদ?" হরলাল বলিল—"আজ্ঞা কর্ত্তামা আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

আমি। এখনই কি যাইতে হইবে?

হরলাল। আজ্ঞা হাঁ; কাল দিদিমণির বিবাহ উপলক্ষে শ্যামাপূজা হইবে; তাই কর্ত্তামা আপনাকে ডাকিয়াছেন।

বড় বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। একদিকে যোগেশের নিষেধ, অন্যদিকে গৃহিণীর আহ্বান, কোন্‌দিক রক্ষ করিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। পরিশেষে আমি হরলালকে ইহাই বলিয়া বিদায় করিলাম যে—"আজ আমার শরীর বড় খারাপ, এখন যাইতে পারিলাম না; যদি ভালবুঝি, বৈকালে বেড়াইয়া আসিব।" পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া মানসীর বিবাহের সময় আমার রাজসাহী ত্যাগ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম।

সেদিন শনিবার; যথাসময়ে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তৎপর

বন্ধ। সুতরাং আমি সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় দার্জ্জিলিংএ রওনা হইয়া গেলাম।

দার্জ্জিলিংএ আসিয়া জনৈক বন্ধু ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। আমার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক শীতল করিবার পক্ষে দার্জ্জিলিংএর শৈলশিখরই উপযুক্তস্থান মনে করিয়া আপনাকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম; এবং দুইটি দিন কোন প্রকারে কাটাইয়া দিলাম।

মঙ্গলবার প্রাতে আমি বৈঠকখানা গৃহের জানালাপথে অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত গাত্রে মেঘের ক্রীড়া দেখিতেছিলাম। আমার প্রাণে তখন অনন্ত বেদনা, তথাপি পাহাড়ের ক্রোড়ে সেই মেঘের ক্রীড়া বড় সুন্দর দেখাইতে ছিল। নিকটেই একটী বকুল বৃক্ষের ডালে বসিয়া একটী পিক পঞ্চমস্বরে কুহুধ্বনি করিতেছিল আমার কিন্তু তাহার সেই কুহুধ্বনী প্রীতিকর না হইয়া বড় কর্কশ বলিয়া বোধ হইতেছিল। এক একবার মনে হইতেছিল যে উঠিয়া কোকিল-টাকে সেস্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়া আসি। কিন্তু পর্ব্বত গাত্রে সেই অপুর্ব্ব সৌন্দর্য্য—মেঘের কোলে সৌদামিনীর ক্রীড়া দেখিয়া আমার মন এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এই উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিতে ছিলাম না! এমনই সময়ে তার ঘরের হরকরা আসিয়া আমার হাতে একটী জরুরী টেলিগ্রাম দিয়া চলিয়া গেল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমি টেলিগ্রামের আবরণ উন্মোচন করিয়া পড়িয়া দেখিলাম। টেলিগ্রামে যাহা লিখিত ছিল, তাহার ভাবার্থ এই—"মনীন্দ্র! শ্রীমতী মানসী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা; মুহুর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আসিয়া দেখা করিবে ইতি। শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; দুইহস্তে সবলে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া আমি বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

হৃদয়ের ভার একটু লাঘব হইলে আমি বন্ধুবরের কাছে বিদায় লইয়া তখনই ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে উঠিলাম। সমস্ত পথ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় অতি-বাহিত হইল। পরদিন বেলা আটঘটিকার সময় আমি রাজসাহীতে যাইয়া মতিলাল বাবুর বাসার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম।

সংবাদ পাইবা মাত্রই শোক কাতর বৃদ্ধ বাটীর বাহির হইয়া আসিলেন, এবং আমাকে দেখিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বহুকষ্টে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বৈঠকখানা গৃহে উপবেশন করিলাম। তারপর রোরুদ্যমান বৃদ্ধের মুখে একে একে সমস্ত কথা শুনিলাম।

বিবাহের রাত্রেই মানসী সকলের অলক্ষে বাসর ঘর হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তারপর সে যখন তীরভূমি হইতে পদ্মাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তখন নিকটে কেহই ছিল না। রাত্রি গভীর, পদ্মাতীর তখন প্রায় জনশূন্য, সুতরাং কেহই তাহার এই অকস্মাৎ ঝম্পপ্রদান লক্ষ্য করিল না। কেবল ভৃত্য হরলাল সেই সময় পদ্মাতীরে মলত্যাগ করিতে আসিয়াছিল, দূর হইতে সে চন্দ্রালোকে মানসীর অস্পষ্ট মূর্ত্তীকে পদ্মাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিয়া তীর-বেগে ছুটিয়া আসিল; তখনও মানসীর মস্তকের কেশরাশি জলের উপর ভাসিতেছিল; সুতরাং হরলাল তৎক্ষণাৎ পদ্মাগর্ভে ঝাপাইয়া পড়িল। তারপর বহুক্ষণের চেষ্টায় সে যখন মানসীকে লইয়া তীরে উঠিল, তখন বালিকা সম্পূর্ণরূপ সংজ্ঞাহীনা। সেই অবস্থাতেই আমার নিকটে টেলিগ্রাম করা হয়। মঙ্গলবার ভোর রাত্রি পর্য্যন্ত মানসীর অবস্থা সমানভাবেই ছিল; চিকিৎসকগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, কিছুতেই তাহার সংজ্ঞা উৎপাদন হইল না। সেইদিনই উষা সমাগমে মানসীর প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

দুঃখের উপর দুঃখ। মানসীকে বাঁচাইতে গিয়া হরলাল নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। তীরভূমি হইতে সে যখন পদ্মাবক্ষে লাফাইয়া পড়ে, তখন সে বক্ষে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল; মানসীকে তীরে উঠাইয়া অল্পক্ষণ পরেই সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে—চিকিৎসককে ডাকিয়া আনা পর্য্যন্ত ভরসহে নাই। ভয়ানক আঘাতের ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ হরলাল প্রাণত্যাগ করে।

একান্ত শোক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া বাসার দিকে চলিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া একটা বকুলবৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশন করিলাম।

সেই সময় দেখিতে পাইলাম, দূরে নদীতীরে একস্থানে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে; বুঝিলাম মানসীর দাহন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।

সমাপ্ত।

পি, ডব্লিউ, ডি।

১

হরেকৃষ্ণ সরকার জাতিতে কায়স্থ, সামান্য বেতনের চাকুরী করে। তাহার সন্তান সন্ততি অনেকগুলি—তাহাদের ভরণ পোষণ করা সরকারের পক্ষে একপ্রকার দায় হইয়া উঠিল। সরকারের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী বোঝার উপর সাকের আঁটি হইয়া স্বামীর উপর নানা উৎপাত করে। গৃহিণী যে খুব সুন্দরী, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে তিনি দ্বিতীয়ার চন্দ্র—এই পর্য্যন্ত। হরেকৃষ্ণ বিষম মুস্কিলেই পড়িয়া গেল। এ দিকে সন্তান সন্ততির জঠরানলের ধূমোদ্গীরণ হইতেছে, ওদিকে গৃহিণীর বচন বিন্যাসের জলদপটল পুঞ্জীভূত হইয়া সরকারের হৃদয়াকাশ ঘনান্ধকারে আবরিত করিতেছে,—সরকার করে কি? নানা দুশ্চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া সরকার দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চাকুরী লইয়া চলিয়া গেল। সরকারের পরিবার বর্গ সরকারের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের উপর পড়িল। আত্মীয় লোক মন্দ নহে, সে যথাসাধ্য যত্ন ও আদরে সরকারের পরিবার-বর্গকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। কিন্তু সরকার-গৃহিণীর তাহাতে মন উঠে না। তাহার অভাব ও অভিযোগের কোলাহলে আত্মীয়ের শান্তিময় সংসারে একটা অশান্তির রোল উঠিল। আত্মীয় তাহা সহ্য করিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু 'আত্মীয়ের' পুত্র কন্যাগণ সহ্য করিবে কেন? সুতরাং অচিরেই সরকার গৃহিণীকে পুত্র-কন্যাদি লইয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। নূতন আশ্রয়, সরকার-গৃহিণীর মাতুলালয়। এই সময়ে হরেকৃষ্ণ সরকারের প্রেরিত একখানি রেজেষ্টারী পত্র সরকার গৃহিণীর হস্তগত হইল। পত্রের ভিতর দুইশত টাকার দুই-খানি নম্বরী নোট ছিল। তাহা দেখিয়া সরকার গৃহিণীর চতুর মাতুল ভাগিনেয়ী ও তাহার পুত্র কন্যাগণকে সমাদরে গৃহে স্থান দিল। অর্থের গন্ধে আপামর সাধারণে আকৃষ্ট হয়—মাতুলই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন?

এখন হইতে সরকার গৃহিণীর দিন ভালরূপেই চলিতে লাগিল। কারণ হরেকৃষ্ণ মাথার ঘাম্ পায়ে ফেলিয়া মাসে মাসে পঞ্চাশটী টাকা

বেলা দুই মুঠা করিয়া অন্ন দেয়, আর ভাগিনেয়ীর মন যোগাইয়া চলে। সুতরাং গোলযোগ ঘটিবার আর সম্ভাবনা নাই। এইরূপে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল বটে; কিন্তু সরকার গৃহিণীর মনে তেমন সুখ নাই। তাহার পতি প্রবাসে, সে পরান্ন-পালিতা, তাহার পুত্র-কন্যাগণও পরান্নভোজী।—তাহা লইয়া পাঁচ জনে পাঁচকথা বলে, টিট্‌কারী দেয়। সরকার গৃহিণী তাহা সহ্য করিতে পারে না। সরকার গৃহিণীর স্বভাবটা কিছু উগ্র। কাজে কাজেই সকলের সহিতই তাহার কোন্দল বাধে। মাতুল মধ্যস্থ হইয়া সে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিবাদের জের মিটেনা বা 'খোঁচ্' মরেনা। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি সুযোগ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। ইন্ধনের অভাবে আবার তাহা ভস্মাচ্ছাদিত হয়—কিন্তু একবারে নির্ব্বাপিত হয় না। স্বভাবের ধর্ম্মই এই। তাহাতে দোষ দিলে চলিবে কেন?

২

নানা বাধা নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হরেকৃষ্ণ সরকারের পত্নী পুত্র ও কন্যাগুলি জীবিত রহিল। তন্মধ্যে দুই তিনটী পুত্র প্রায় সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইল। বহু চিন্তা, বহু গবেষণার পর সরকার গৃহিণী স্থির করিল যে একটী পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে, বিবাহের পণ-লব্ধ অর্থে হয়ত তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচিতে পারে। পঞ্চাশ টাকায় সংসার চলা সুকঠিন। একটা কিছু লম্বা চওড়া মোটা সোটা টাকা হস্তগত না হইলে সংসারী লোকের টাকা কিছুতেই জমে না। সরকার গৃহিণী তাহা বেশ করিয়া ভাবিল, বেশ করিয়া বুঝিল, তৎপরে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। ঘটক ঘট্‌কী আসিল, বিবাহের সলা পরামর্শ চলিতে লাগিল, হরেকৃষ্ণ সরকারের প্রথম পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর অনুসন্ধানে ঘটক ঘট্‌কীর দল গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িল। কিন্তু পাত্রী আর জুটে না। পাত্রের কুলশীল ও অবস্থার কথা শুনিয়া কোন সুবিবেচক গৃহস্বামীই আর তাহাকে কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হয় না। তাহা শ্রবণান্তর সরকার গৃহিণী চিন্তা সাগরে ভাসিতে লাগিল। হরেকৃষ্ণ সরকারের কন্যাগণেরও বয়স বাড়িতেছে, তাহাদের বিবাহেরই বা উপায় কি? সরকার গৃহিণী সরকার কর্ত্তাকে সে বিষয়ে অনেক চিঠি পত্র লিখি-

সরকার লিখিয়া থাকে—"অর্থ সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। অর্থ সংগ্রহ হইলেই বাটী ফিরিব ও পুত্র কন্যাগণের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিব। ইতি-মধ্যে তুমি কিছু করিতে পার, সে ত উত্তম কথা।" এরূপ উত্তর পাঠে গৃহিণী সন্তুষ্ট হৌক্ বা না হৌক্, তাহার মনে একটা গর্ব্ব আসিত। সে ভাবিত, কর্ত্তার উপর "গিন্নী" আমি—তাই কর্ত্তা সকল কার্য্যেই আমায় নির্ভর করে। সেই সুখ-কল্পনায় সরকার গৃহিণীর হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার হইত। আবার সে ঘটক ঘট্‌কীর দলকে ডাকিত, আবার মন্ত্রণা চলিত, আর হতশ্বাসে যন্ত্রণা বাড়িত। আশাতেই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। আশাতেই সরকার গৃহিণী বাঁচিয়া রহিল।

কিন্তু আশা এক—দুরাকাঙ্খা আর। সরকার গৃহিণীর প্রবল ইচ্ছা তাহার পুত্রবধূ রমণী ললামভূতা" হইবে, সে পিতার একটী মাত্র কন্যা হইবে, তাহার পিতা কুবেরের ন্যায় ধনাধিপতি হইবে, আর "ঘর"ও অবশ্য "ঘরোয়ানা" হইবে।" এতগুলির একত্র সম্মিলন ত খুব সহজ-সাধ্য নহে। সুতরাং সরকার-পুত্রের বিবাহ এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কিন্তু সরকার গৃহিণীর তাহাতে আশা ভঙ্গ হইল না। তাহার মাতুল বলিয়াছিল—চেষ্টা, চেষ্টা—চেষ্টায় অসাধ্যও সাধন করিতে পারা যায়।" সরকার গৃহিণী অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

৩

কিষণ লাল মিত্র নানা ফন্দীবাজী করিয়া দুই পয়সার সংস্থান করিয়াছিল। পূর্ব্বে সে পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে কি একটা চাকুরী করিত। তাহার বেতন স্বল্প হইলেও "ঘুস্ ঘাষে" সে দুই দশ হাজার জমাইতে পারিয়াছিল কিন্তু একদিন মিত্রজার ঘুস্ লওয়ার সংবাদ উপরওয়ালা কর্ত্তাদের কাণে উঠিতেই মিত্রজার চাকুরী "খতম্" হইয়া গেল। মিত্রজা তাহাতে সাতিশয় দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু সে একবারে "বুকভাঙ্গা" হইল না। সে ভাবিল—কছু টাকা হাতে আছে, তখন ভাবিবার আর বিশেষ কোন কারণ নাই। একটা কিছু ব্যবসায় বাণিজ্যও করিতে পারিব ত। কিষণ লাল সেই আশায় আশান্বিত হইয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল। তখন

দেখিয়া জ্বলিয়া গেল। কারণ সেই দণ্ডেই যে তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু বিবাহে ত খরচ আছে। বিশেষ রোমাবতী কুৎসিতা না হইলেও সুন্দরী নহে। রোমাবতীর স্বর অনুনাসিক, দক্ষিণ কর্ণের কতকটা অংশ কাটা, কণ্ঠস্বরও তাদৃশ সুললিত নহে। ছিন্ন কর্ণ না হয় কেশ গুচ্ছে ঢাকা পড়িতে পারে। কিন্তু অনুনাসিক স্বর শুনিলেই যে লোকে ভয় পাইবে। মিত্রজা তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিল। মিত্র গৃহিণীও মিত্র কর্ত্তার কার্য্যে সহায়তা করিয়া উপায় নির্দ্ধারণে মনোনিবেশ করিল। রোমাবতীর শিশু ভ্রাতা তখন প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছিল। রোমাবতী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বাগ্‌দী পাড়ায় চলিয়া গেল। স্বামী ও স্ত্রী কন্যার বিবাহের কথায় ব্যাপৃত রহিল। কর্ত্তা বলিল—গিন্নি তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা যে খুব শক্ত সেটা বুঝ্‌ছ কি? মেয়ের রূপও যেমন গুণও তেম্‌নি।”

গৃহিণী। তুমি থাম, টাকা থাক্‌লে আবার ভাবনা কিসের? একি তোমার ভায়ের মেয়ে যে পয়সা অভাবে বিয়ে হবে না। তুমি হলে পি, ডব্‌লু, ডি, তোমার মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা!

কর্ত্তা। সে গুড়ে ত এখন বালি। এখন যে চাক্‌রিটী গেছে। আর পি, ডব্‌লু, ডি, আছি কি? সেইটেই ত হল ভাবনা। তারপর তোমার ধেড়ে মেয়ে ফাঁক্ পেলে আমার সট কার নল্‌টীও মুখে দেয়, সুবিধে হলে চাঁড়ালদের ধেড়ে ধেড়ে ছেলেগুলার সঙ্গে ঘোড়া ঘোড়াও খেলে। হাত্‌টান স্বভাবটীও বেশ আছে। এ সব যারা শুনবে, তারা কি আর তোমার মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাবে!”

গৃহিণী। যা’বে, যা’বে— তার উপায় আমি স্থির করে রেখেছি। এসনা, শুনবে এসনা।

এই কথা বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তাকে গৃহাভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া গেল। কর্ত্তা পোকাটীর মত গৃহিণীর পশ্চাতে পশ্চাতে অদৃশ্য হইল।

৪

ঘটক্ ঘট্‌কী ছুটাছুটি করিয়া হরেকৃষ্ণ সরকারের পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিল। কিষণলাল মিত্রের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

সরকার গৃহিণী শুনিয়াছে কিষণলাল মিত্র বুনিয়াদি লোক, তাহার অর্থও যথেষ্ট আছে, অর্থাধিক্য বশতই কিষণলালের আর এক নাম—"পি, ডবলু, ডি।" সরকার গৃহিণী স্বয়ং যাইয়া পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিল। রোমাবতীর মাতা রোমাবতীকে সাজাইয়াছিল ভাল। কন্যা দেখিয়া সরকার গৃহিণীর পছন্দ হইল। দেনা পাওনার কথা মিটিল। কথা-বার্ত্তা কালে মিত্রজাপত্নী প্রকাশ করিল না যে রোমাবতীর একটা শিশু ভ্রাতা আছে। বিদায় গ্রহণ কালে সরকার গৃহিণী, মিত্র গৃহিনীকে বলিয়া গেল "দেখ বেয়ান, কুটুম কুটুম্বিতার যেন অসৌরস না হয়।" মিত্র গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার উনি যে পি, ডবলু, ডি!" সরকার গৃহিনীও বুঝিয়া গেল "সত্যই ত, বাপ যখন পি, ডবলু ডি, তখন কুটুম কুটুম্বতায় আর অসৌরস হইবে কেন?"

দিন দেখিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল। দিনই বা আর কি—যেদিন আশীর্ব্বাদ সেইদিনই গাত্র হরিদ্রা আর সেই দিনই বিবাহ। পাত্রের আত্মীয়স্বজন কেহ বড় সে বিবাহে আসিল না, পাত্রীর গৃহেও প্রায় সেইরূপ ব্যবস্থা। পনের টাকাটা সরকার গৃহিণীর মাতুল আসিয়া গণিয়া গাথিয়া লইয়া গেল। বিবাহের পর বর বাসর গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রবণ করিল "কনে" বলিতেছে—আঁমাঁরঁ খিঁদেঁ পেঁয়েঁছেঁ, আঁমিঁ খাঁবঁ, খাঁবঁ। সেই অনুনাসিক স্বর শ্রবণ করিয়াই ত বরের দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল। বর কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে অগ্র পশ্চাৎতে না চাহিয়া ক্রমাগত দৌড়াইতে লাগিল। পরণে বিবাহের সেই রক্তবর্ণ "চেলী", গলায় যুঁই ফুলের "গড়ে", দক্ষিণ পদে পাদুকা বিহীন, বামপদে জরির জুতা। দর্শকবৃন্দ বরের সে অবস্থা দেখিয়া কৌতকানন্দে করতালি দিতে লাগিল। বিবাহ বাটীতে একটা হৈ হৈ শব্দ পড়িয়া গেল।

৫

সরকার গৃহিনী শয্যায় শয়ন করিয়া নানা সুখ কল্পনায় তন্দ্রাতুরা হইয়া পড়িয়াছিল। সদ্য বিবাহিত পুত্র উন্মত্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া মাতার পদ-তলে পড়িয়া গেল। সরকার গৃহিণীর তন্দ্রা ছুটিল। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সে নিদারুণ ভয় পাইল। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি সে তাহা বুঝিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বিবাহ বাটী হইতে প্রত্যাগত লোকের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া সরকার গৃহিণী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু

তখন তাহার সে আস্ফালন বৃথা। "পি, ডবলিউ, ডি" আসিয়া সরকার গৃহিণীকে বলিল "বেয়ান দুঃখ করিও না। তোমার পুত্রের সহিত যখন আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন তাহা আর অসিদ্ধ হইতে পারে না। জামাতা আমার কন্যাকে লইয়া ঘরকন্না করুক। আমি তোমা-দের অন্নবস্ত্রের ভার লইতে কাতর হইব না। সরকার গৃহিণী স্থির হইয়া সকল কথা শুনিতে লাগিল—কোন কথা কহিল না। মিত্র পত্নী রোমাবতীকে সঙ্গে লইয়া বরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সরকার গৃহিণী ক্রোধে কম্পিত স্বরে বলিল—"হ্যাঁগা এই কি তোমার "পি, ডবলু, ডি ?" মিত্র গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিল, হাঁ বেয়ান তাই বটে—তবে এখন গোটা নহে—ভাঙ্গা। যাই হোক্ তোমাদের অন্নবস্ত্রের ভাবনা হবে না। তোমরা যাহা খুঁজ্‌ছিলে, তা'ত পেয়েছ। তবে আর রাগ দুঃখ কিসের! উনি "পি, ডবলু, ডি" না হলে ওঁর মেয়েরও বিয়ে হ'ত না—পয়সার অভাবে, আর তোমার ছেলেরও বিবাহ হ'ত না—অন্নের অভাবে। কেমন নয় কি ?

সরকার গৃহিণী ভাবিল উত্তরটা তাহার মুখের মত হইয়াছে। সে উত্তরের আর কোন প্রতিবাদ করিল না। ব্যাপারটা আপোষে মিটিয়া গেল। কিছুদিন পরে হরেকৃষ্ণ সরকারের মৃত্যু হইল। সরকারের গোষ্ঠীটা "পি, ডবলু, ডি" র অন্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তখন সরকার গৃহিণীও বুঝিল আর সরকার পুত্রও বুঝিল যে "পি, ডবলু, ডি"র আশ্রয় লাভটা একান্ত দৈব অনুগ্রহ। "পি, ডবলউ, ডি" ওরফে কিষণলাল মিত্র একদিন রহস্য করিয়া সরকার গৃহিণীকে বলিল, "দেখ বেয়ান আমি একজন বিজ্ঞলোকের নিকট শুনেছি—"ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী।" আমি টাকার ভাবনা করেছিলেম, টাকা পেয়েছি, তুমি অন্ন চিন্তা করেছিলে—অন্ন পেয়ছ ? কেমন ঠিক্ কি না ?" সরকার গৃহিণী গম্ভীর ভাবে বলিল,—"নিশ্চয় ; এই গুণেই ত তুমি "পি, ডবলউ, ডি, আর আমার পরিবারবর্গ তোমার অন্নদাস।" সরকার গৃহিণীর ধারণা লোকের অনেক টাকা হইলেই পি, ডবলু, ডি, হয়, আর পি, ডবলু, ডি, হইলেই লোকে যাহা করে তাহাই শোভন হয়! পি,ডবলু ডি, সম্বন্ধে সরকার গৃহিণীর যেরূপ ধারণা, তাহা অবশ্য ভুল। কিন্তু সে ভ্রম সংশোধনের উপায় কি ?"

শ্রীসতীশপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

তুমি কে গো ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এ দেশে ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হইলে তাহার বিকৃত দেহের জন্য পুলিশ তাহার উপর সন্দেহ করিয়া তাহাকে চৌকীদার নিযুক্ত করিল। এই সময়ে কেবল জীবনের মধ্যে পিণ্ডিরাম ঘোর রাগ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে রাগও উপসমিত করিয়া নীলকুর্ত্তা পরিয়া বাঁশের লাঠি লইয়া চৌকীদার হইয়াছিল। সুপ্রিয়া একবার মাত্র তাহাকে অনুরোধ করায় সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ব্রিটিস সিংহের চৌকীদার-রূপ-বাহনে পরিণত হইল;—যথা বিহিত নীরবে চৌকীদাররূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল,—কিন্তু গৃহ কার্য্যের কিছুই সে সুপ্রিয়াকে করিতে দিত না। ঘর নিকান হইতে বাজার হাট করা, চাষাদিগের নিকট হইতে ধান চাল ফসল সংগ্রহ হইতে গরুর সেবা করা, সমস্তই সে একাকী সমাধা করিত; দশজন লোকের কাজ পিণ্ডিরাম একাকীই অনায়াসে করিতে পারিত,—তাহাতে কিছু মাত্র বিরক্ত হইত না।

তাহার পিণ্ডিরাম নাম আপন হইতেই হইয়াছিল।—রামযাদু বাবু যখন তাহাকে পাইয়াছিলেন তখন তাহার নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল মাত্র ঘাড় নাড়িয়াছিল, বাসার লোকে তাহাকে মাংসপিণ্ড বলিত, দেশে তাহাকে আনিলে বিলের লোকও তাহাকে মাংসপিণ্ড বলিত, রামযাদু বাবু মাংস পিণ্ড নাম দূর করিবার জন্যই তাহাকে আদর করিয়া পিণ্ডিরাম বলিয়া ডাকিতেন। সেই পর্য্যন্ত পিণ্ডিরাম,—পিণ্ডিরাম নাম কেটালী পাড়ের বিলে বিখ্যাত হইয়াছে। তাহাকে জানে না এবং প্রাণে প্রাণে ভয় করে না, এমন লোক এ প্রদেশে কেহ ছিল না—অথচ তাহার ন্যায় নিরীহ জীবও আর কেহই ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের অঙ্কুর।

ভূপতিত অপরিচিত যুবক, ব্যাকুলা সুপ্রিয়া ও গম্ভীর ভট্টমহাশয়কে দেখিয়া পিণ্ডিরাম বিস্মিত হইয়া তাহার বৃহৎ গোলচক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত

করিয়া একবার সুপ্রিয়ার মুখের দিকে, একবার ভট্টমহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল, ভট্ট মহাশয় বলিলেন। ইহাকে উত্থিত কর।

পিণ্ডিরাম সুপ্রিয়ার দিকে চাহিল,—সুপ্রিয়া, ব্যস্তভাবে বলিল, "পিণ্ডিরাম এঁর অসুখ করেছে—ধর, এঁকে ধরাধরি করে দাদার বিছানায় শোয়াইয়া দি ;—কবিরাজ দাদা বলছেন।"

সুপ্রিয়া যুবকের মস্তক ধরিয়া তুলিতে উদ্যত হইল ;—পিণ্ডিরাম উহুঁ বলিয়া ঘাড় নড়িল, হস্তদ্বারা সুপ্রিয়াকে সরিয়া দাঁড়াইতে ঈঙ্গিত করিল,—তাহার মত যুবককে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় তাহার দুই দীর্ঘ বলবান হস্তের উপর তুলিয়া লইয়া ভিতরের পশ্চিমদিককার ঘরে তক্তপোষ উপরিস্থিত দুগ্ধফেণনিভ পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। সুপ্রিয়া ও ভট্ট মহাশয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন—বৃদ্ধ বলিলেন, "উত্তম !"

সুপ্রিয়া অতি যত্নে সঙ্গাহীন যুবকের মস্তক ধরিয়া ভাল করিয়া বালিসে রাখিল ; একখানি গরম কাপড় আনিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল ; যত্নে আঁচল দিয়া তাঁহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল ; তৎপরে ভট্টমহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে বলিল কবিরাজদাদা ইনি অজ্ঞান। কি রকম করে ঔষধ খাওয়াইব।

বৃদ্ধ বলিলেন, আবশ্যক। যৎকিঞ্চিৎ উদরস্থ হইলেও উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা, এই ঔষধে জ্বরের বিরাম সংঙ্গত হইবে, প্রাণের আশঙ্কা লাঘব হইবে, এমন কি এই রোগী তিন দিনে আরোগ্যলাভ করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিতেও পারিবে।

সুপ্রিয়া অতি ব্যগ্র ভাবে বলিল, "দাদা, তাই করে দেও।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বৎস,—যথাসাধ্য চেষ্টা সাধন পক্ষে কোন ক্রটী পরিলক্ষিত হইবে না।

সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ খল আনিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিল। অতি যত্নে যুবকের মুখে ঔষধটা ঢালিয়া দিল,—ঔষধ সমস্ত তাঁহার উদরস্থ হইল না, ওষ্ঠের পার্শ্ব দিয়া গড়াইয়া বালিসে পড়িল। সুপ্রিয়া কাপড় দিয়া যত্নে মুখ মুছাইয়া দিল। ঔষধ অধিকাংশ উদরস্থ হইল দেখিয়া বৃদ্ধ সন্তুষ্ট স্বরে বলিলেন "উত্তম।

ভট্ট মহাশয় ফিরিয়া পিণ্ডিরামকে বলিলেন, "আগমন করঃ— আমার গৃহে সমুপস্থিত করিয়া দেও।"

তৎপরে সুপ্রিয়াকে বলিলেন, "বৎস,—এই যুবককে যদ্রূপ ভাবে বলি-

লাম, তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিও, অযথা ইহাকে কোনরূপে বিরক্ত করিও না! তোমার আইমার জন্য কোনরূপ চিন্তা নাই, পূর্ণিমার জনিত বাত-জ্বর শীঘ্রই বিরাম হইবে। অদ্য বৈকালে আমি আবার আগমন করিয়া রোগীদ্বয়কে দর্শন করিয়া যাইব।

বৃদ্ধ ভট্ট মহাশয় পিণ্ডিরামের সহিত প্রস্থান করিলেন। অনাথিনী সুপ্রিয়া সেই জন শূন্য গৃহে একাকিনী রহিল। এক ঘরে বৃদ্ধা আই পীড়িতা আর এই ঘরে এই অপরিচিত যুবক অজ্ঞানবস্থায় শায়িত। ভ্রাতার মৃত্যুর পর হইতে অভাগিনী বালিকা সংসারের চারি দিকে ঘোর শূন্য দেখিতেছিল; আজ তাহার সেই প্রাণের শূন্যভাব যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুদ্বয় জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; এ সংসারে তাহাকে দেখিবার কেহ নাই; তাহাকে আপনার বলিবার কেহ নাই; তাহার অদৃষ্টে ভগবান কি লিখিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে।

আর এই যুবককে দেখিয়া তাহার প্রাণে যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছে, তাহার দগ্ধিভূত-প্রাণে যেন কি এক শান্তি সুধা বর্ষিত হইতেছে;—সে বহুক্ষণ অনিমিষ নয়নে অন্যমনস্ক ভাবে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সহসা ব্রীড়াবনতা হইয়া সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বরূপ মণ্ডল।

যুবকের যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি কোথায় রহিয়াছেন, তাঁহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বোধ হইল যেন বাহিরের ঘরে একটা পাখী চীৎকার করিতেছে। এইপর্য্যন্ত মনে হয়। যেন কেএকটী বালিকা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অতি যত্নে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল,—কে যেন দেবীমূর্ত্তি তাঁহার দগ্ধদেহে হস্ত বুলাইয়া তাঁহার অঙ্গে সুধা সিঞ্চিত করিতেছিল,—এক দেবী মূর্ত্তির হাত ধরিয়া তিনি যেন কোন দূর দেশে বেড়াইতে যাইতেছিলেন —সে মূর্ত্তি যে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল;— সে মূর্ত্তি কোথায়?

ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার চক্ষুর উপর হইতে কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইল তিনি দেখিলেন, তিনি একখানি মেটে ঘরের মধ্যে শয্যার উপর শায়িত

স্বরূপ মণ্ডল ও সুপ্রিয়া।

রহিয়াছেন। অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ,—চাল হইতে অতি সুন্দর দুইটি কড়ির ঝাঁপি ঝুলিতেছে,—গৃহের এক পার্শ্বে সিন্দুর কৌটায় রঞ্জিত একটী বড় প্রাচীন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সিন্দুক, তাহার উপরে অনেক গুলি বই অতি সুন্দর ভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে;—তাঁহার সম্মুখে বেড়ায় একখানা ছবি ঝুলিতেছে;—সুন্দর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি!

তাঁহার মস্তকের নিকট একখানি জল-চৌকীর উপর একটী বাটীতে কি ঢাকা রহিয়াছে। পার্শ্বে একটী অর্দ্ধ ভগ্ন ডালিম, তৎপার্শ্বে ঔষধের খল। দেখিয়া যুবকের মনে হইল, তিনি পীড়িত,—অসুস্থ। উঠিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, তিনি অতি দুর্ব্বল,—তাঁহার উঠিবার সামর্থ নাই।

তিনি কোথায়? তাঁহার কি হইয়াছে, তিনি কোথায় আসিয়াছেন? বহুক্ষণ তিনি ইহা স্মরণ করিবার জন্য চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু স্মরণ হইল না। তখন তিনি তাঁহার স্বপ্নের সেই দেবীমূর্ত্তির জন্য ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল, ধীরে ধীরে আবার তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইতেছে।

এই সময়ে তাঁহার কর্ণে কাহার কথা প্রতিধ্বনিত হইল, সেই স্বরে তাঁহার জ্ঞান পুনরাগত হইল, তিনি কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বাহিরে এক জন হাসিয়া বলিল, "ডাকাতির কথা শুনিয়াছ। বিদেশী জিনিষ যাহারা বেচিবার চেষ্টা পাইবে, তাহাদেরই ঐ দশা হইবে।"

বালিকা-কণ্ঠে উত্তর হইল, "স্বরূপ মণ্ডল,—তোমার মত দুর্বৃত্তের জেলে যাওয়া উচিত!"

অপর ব্যক্তি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল, "সুপ্রিয়া, তুমি আরও এক দিন আমায় এ কথা বলে'ছিলে। তুমি মনে করিয়াছ আমি এই সকল ডাকাতি করি? হা, হা,—সুপ্রিয়া তোমার এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না! স্বরূপ মণ্ডল কোটালি পাড়ের তালুকদার, বড় লোক, তাহার উপর সে খ্রীষ্টান,—পাদরী সাহেব বলিবে, স্বরূপের মত ধার্ম্মিক লোক এ দেশে আর নাই;—তাহার পর পুলীশ,—আমি তাহাদের ডান হাত। তাহারা বলিবে, স্বরূপ মণ্ডল তাহাদের সাহায্য না করিলে তাহাদের এক পাও নড়িবার যো নাই। হা,—হা,—হা! তোমার এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

বালিকা বলিল, "লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, আমি বিশ্বাস করি।"

স্বরূপ বলিল, "আর যদি তাহাই হয়, তবে সে কাহার জন্য? তোমার জন্য নয় কি? তোমার দাদা এক দিন কি বলিয়াছিল, মনে নাই কি! যে এ দেশ হইতে বিলাতি জিনিস তাড়াইতে পারিবে,—কেবল সেই তোমায় পাইবে;—"

"স্বরূপ মণ্ডল,—দাদা জীবিত থাকিলে তুমি আমায় এরূপ অপমান করিতে সাহস করিতে না—স্বরূপ মণ্ডল,—আমি ছেলে মানুষ,—নিরাশ্রয়া, আমার বাপ মা ভাই কেহ নাই। তোমার বাপের সঙ্গে আমার বাবার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আমি তাঁহাকে মণ্ডল কাকা বলিয়া ডাকিতাম। তুমি আমাদের এক রকম জমিদার, তোমার কি আমার উপর অত্যাচার করা উচিত? আমার আর কে আছে?"

যুবক বুঝিলেন বালিকার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিয়াছে। বোধ হয় বালিকা কাঁদিয়া ফেলিয়াছে! ইহাদের কথায় তাঁহার পূর্ব্ব কথা মুহূর্ত্তে সমস্তই স্মরণ হইল। তাঁহার শিরায় শিরায় যেন অগ্নি ছুটিল, তিনি সবেগে দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন। শুনিলেন, স্বরূপ বলিল, "তোমার জন্য আমি পাগল হইয়াছি; তুমি আমার,—ইহাতে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার! দেখ তোমার জন্যই আমি যত বেটা বিদেশীওয়ালার—"

বালিকা গর্জ্জিয়া বলিল, "তুমি দুর্বৃত্ত, ডাকাত, চোর, খুনে—"

স্বরূপ শ্লেষ স্বরে বলিল, "আর এখন তোমার কে আছে? সহজে রাজি না হও, জোর করিয়া আমি তোমায় বিবাহ করিব; তাহার নমুনা দেদিন, আজ হইতেই—"

যুবকের কর্ণে অর্দ্ধস্ফুট কাতর আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল,—দেহে মত্ত মাতঙ্গের বল দেখা দিল, তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল;—তিনি উন্মাদের ন্যায় গৃহ হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন।

থইয়ের মণ্ড। বৎসে সুপ্রিয়া, ঔষধ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, বহির্দ্দেশে অপেক্ষা কর, ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছি !”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ-কথা।

ভট্ট মহাশয় বাহিরে আসিবা মাত্র আইবুড়ী বলিয়া উঠিল, “ও ভট্ট ভাই, এ দিকে এক বার শুনে যেও। অলপ্পেয়ে, হাড়হাবাতে, হতচ্ছাড়া কাক্, দে তো ঝাঁটা গাছটা—একবার ঝেঁটিয়ে দি !”

প্রায় সমস্ত দিনই আই বুড়ী কাক ও বিড়ালের সহিত কলহে নিযুক্তা থাকিত, তাহার অবিরাম বাক্য-স্রোতে সহজে কাহারও সে বাড়ীতে স্থান পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

ভট্ট মহাশয় নিকটে আসিলে বৃদ্ধা তাহার অষ্ট হাত কাপড়ের একাংশ চক্ষে দিয়া বলিল, “আহা, আমার রামযদু ; বাছা সুষেন ; ওরে তোরা কোথায় গেলি রে !”

বৃদ্ধ বলিলেন, “বৃথা শোক পরিহার কর, সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা !”

বৃদ্ধা চক্ষু হইতে বস্ত্র অপসারিত করিয়া বলিল, “এখন আমার বাছার বে দেবে কে ? বাছা আমার সোমর্ত্ত হয়েছে ; ভট্ট ভাই, তুমি আমার বাছার একটা শীঘ্র বে দিয়ে দেও। ওরে সুষেন রে—”

ভট্ট মহাশয় বলিলেন, “ক্রন্দন করিও না, বৎস সুপ্রিয়ার যথা শীঘ্র বিবাহ দেওয়া আমি আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। সুষেন কুমার আধুনিক ছেলে বিধায়, বাল্যে সুপ্রিয়ার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত ছিল। আধুনিক যুবকগণের মতামতের বিড়ম্বনা পড়িয়াছে। এতদ্রূপ যুবকগণের মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মিয়াছে। তুমি চিন্তা পরিহার কর ; আমি শীঘ্রই সুপ্রিয়ার বিবাহের আয়োজন সম্পাদন করিব।”

সুপ্রিয়া অবনত মস্তকে নীরবে দণ্ডায়মান ছিল ; বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা উভয়কে তাহার মুষ্ঠাঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছিল ; কেন তাহা সে জানে না।

ভট্ট মহাশয় যুবকের ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়া সুপ্রিয়ার হস্তে দিলেন,—গমনে উদ্যত হইয়া বলিলেন, বৎস সুপ্রিয়া,—একবার এই দিকে সমভি-

সুপ্রিয়া বিস্মিত ভাবে ভট্ট মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল; তাহার হৃদয় ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল; ভট্ট মহাশয় এত গম্ভীর কেন?—তিনি তাহাকে কি বলিবেন? তাহাকে তিনি কোথায় ডাকিয়া লইয়া যাইতেছেন?

নীরবে ভট্ট মহাশয়ের সহিত সুপ্রিয়া বাহিরে আসিল। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ নৌকায় উপবিষ্ট হও,—আমি ত্বরিত তোমার অনুসরণ করিতেছি।"

গোবিন্দ প্রস্থান করিলে ভট্ট মহাশয় বলিলেন, "এই যুবক কাহার সন্তান, কুত্র নিবাস, কিবম্বিধ কারণে অত্র আগমন;—এ সকল অবগত হইয়াছ?"

অবনত মস্তকে মৃদুস্বরে সুপ্রিয়া বলিল, "না, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি;—তিনিও কিছু বলেন নি।"

ভট্ট মহাশয় অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই যুবক নরহত্যাকারী দস্যু।"

মুহূর্ত্তের জন্য সুপ্রিয়ার বোধ হইল যেন সহসা চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিল, সে বৃদ্ধের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অতি দৃঢ়স্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা।"

বৃদ্ধ বিষণ্ন স্বরে বলিলেন, বৎসে, মিথ্যা কথা নহে। আমার নানা স্থানে রোগী দর্শনার্থে গমনাগমন করিতে হয়, এতদুপলক্ষে আমি অনেক বিষয় অবগত হইয়া থাকি। পুলিশ ও রাজপুরুষগণ এই যুবকের অনুসন্ধান করিতেছে। ইহার আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া গ্রামে গ্রামে ঢোল বাদ্য করিয়াছে।—ইহাকে বহিষ্করণ করিয়া দিলে সহস্র মুদ্রা পুরষ্কার ঘোষণা করিতেছে।—তুমি কি শ্রবণ কর নাই,—আজ কাল কয়েকটী বিকৃত মস্তিষ্ক উন্মাদ যুবক ইংরাজের উপর অত্যাচার করিতেছে,—স্থানে স্থানে দস্যুতা করিতেছে"—

সুপ্রিয়া বৃদ্ধকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল "হাঁ, শুনিয়াছি, দুই চারিটা অর্দ্ধ শিক্ষিত উন্মাদ, দেশের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এই রকম উন্মত্ততা কোথাও কোথাও করিয়াছে,—তাহার জন্য দণ্ডও পাইয়াছে ও পাইতেছে। যত শীঘ্র দেশ হইতে এ কণ্টক সমুলে নির্ম্মূল হয়, ততই ভাল। কিন্তু কবিরাজ দাদা মনে করিবেন না, যাহারা শিক্ষিত, যাহারা ইংরাজ রাজত্বের গুণাগুণ ও প্রয়োজনীয়তা অবগত আছে, যাহারা যথার্থ দেশভক্ত, মায়ের প্রকৃত সন্তান,

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম এদেশে সংস্থাপিত হইবে—যথার্থ তাহা অবগত আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ এরূপ উন্মাদ, পাপী, নীচ হইতে পারে না? দাদা আমার শিক্ষিত ছিলেন,—তাহাই তিনি প্রাণের সহিত এই সকল নিচাশয় আততায়ী দেশ-শত্রু দিগকে ঘৃণা করিতেন,—ইনিও শিক্ষিত !"

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সম্ভব! তবে পুলিশ এই যুবককে ধৃত করিবার জন্য এত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে কেন ?"

সুপ্রিয়া সতেজে মস্তকোত্তলিত করিয়া বলিল, "পুলিশে মানুষ নাই বলিয়া। কবিরাজ দাদা, আমি ইহাও জানি, পুলিশকে মূর্খ পাইয়া দস্যুগণ ডাকাতি করিয়া, সেই ডাকাতি সুশিক্ষিত নিরপরাধী যুবকদিগের স্কন্ধে চাপাইতেছে। আমি ইহাও জানি, যাহারা ডাকাতি করিতেছে,—পুলিশের চক্ষে ধুলি দিয়া তাহারাই আবার পুলিশের চর হইয়াছে, তাহারাই সাধু সাজিয়া অপরের সর্ব্বনাশ করিতেছে! এই সকল দুর্ব্বৃত্তের কেহ যে অনায়াসে ইহাকে বিপদে ফেলিতে পারে,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কবিরাজ দাদা, আমি তোমায় বলিতেছি, নিতান্ত উন্মাদ ব্যতীত ভদ্রবংশজাত সুশিক্ষিতের মধ্যে কেহ নরহত্যাকারী, আততায়ী, ডাকাত দুর্ব্বৃত্ত হয় নাই, কখনও হইবেও না—হইতে পারে না। তাহারা জানে অধর্ম্মে, পাপে, অনাচারে দেশের উন্নতি হয় না। ইনি ভদ্র বংশ জাত,—সুশিক্ষিত—উন্মাদ নহেন,—সুতরাং ইনি খুনী বা ডাকাতও নহেন।"

বৃদ্ধ বিস্মিত ভাবে সুপ্রিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "অত্যদ্ভুত বালিকা—অত্যদ্ভুত বালিকা!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রথম ছায়া।

সুপ্রিয়ার তেজপূর্ণ বাক্যে ভট্ট মহাশয়ের হৃদয়ের সন্দেহ দূর হইল না;—তিনি বলিলেন, "যদ্রূপই হউক,—জনশ্রুতি, যুবক রাজপুরুষদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই এতদ্রূপ কৌশলে তোমার গৃহে লুক্কাইত হইয়াছে।"

আবার সুপ্রিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা।"

"যদ্রূপই হউক, এই অজ্ঞাত কুলশীল যুবককে গৃহে স্থান দেওয়া যুক্তি যুক্ত হইতেছে না!"

"আপনি কি তাঁহার এই অবস্থায় তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে বলেন?"

"না—না,—আমি এবম্বিধ বাক্য প্রয়োগ করিতেছি না। একটু সুস্থতা লাভ করিলে এই যুবকের স্বগৃহে গমন করা কর্ত্তব্য!"

কবিরাজ দাদা, তুমি কি মনে কর যে তাঁর মত লোক আমাদের এই দুর্গন্ধময় মশা-জোঁকের আবাসস্থল বিলের মধ্যে ইচ্ছা করে এক দিনও থাকিবেন?"

বৃদ্ধ যাহা মনে করিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না।—তিনি সুপ্রিয়াকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন;—যাহাতে কোনরূপে তাহার কোন অনিষ্ট না ঘটে তাহারই জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। যুবক খুনী ও দস্যু হউক আর নাই হউক, সে অজ্ঞাত কুল শীল,—তাহার ন্যায় যুবকের যৌবনমুখিনী সুপ্রিয়ার সহিত একত্রে বসবাসে, সুপ্রিয়ার ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা; সেই জন্যই যুবককে বিদায় করিবার জন্য বৃদ্ধ ভট্ট মহাশয় এত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "একটু সাবধান পুরঃসর বাস কর,—পুলিশ চারিদিক পরিদর্শন করিতেছে!"

বৃদ্ধ নৌকার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বৎসে,—প্রয়োজন বিবেচনা কর তো রাত্রে এখানে বাসের জন্য গোবিন্দকে প্রেরণ করিতে পারি?"

সুপ্রিয়া বলিল, "না, কিছু দরকার নাই পিণ্ডিরাম আছে।"

অতি বিষণ্ণ চিত্তে বৃদ্ধ নৌকায় গিয়া বসিলেন,—গোবিন্দের সবল ক্ষেপণী সঞ্চালনে শীঘ্রই নৌকা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল!—সুপ্রিয়া তীরে দাঁড়াইয়া সেই দিকে এক দৃষ্টে অন্য মনস্কে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিল।—বহুক্ষণ সে এইরূপে একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল;—তাহার হৃদয় যেন কি এক কালো কুজ্ঝটিকায় ধীরে ধীরে আবরিত হইয়া আসিতেছিল।—যুবক কে, যে সে তাহার দাদাকে ভুলিয়া, দাদার চির মন্ত্র "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী" ভুলিয়া—সে সব ভুলিয়া, এই অজ্ঞাত কুলশীল যুবকের কথা ভাবিতেছে? আহা,—নিরাশ্রয় বিপন্ন পীড়িত,—অতিথি, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করা কি তাহার কর্ত্তব্য নহে?—দাদা বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি তাহাকে

তাহাকে বলিয়াছেন, "সুপ্রিয়া দেশের নরনারীর সেবার নামই স্বদেশ পূজা। জন্মভূমি-রূপিণী মাতৃপূজা আর কিছুই নহে,—কেবল পরহিতে প্রাণ দান।"

এই নিরাশ্রয় যুবককে আশ্রয় দিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা না করিলে সে ঘোর পাপে নিমগ্না হইত। তবে—তবে—যদি ইনি যথার্থই খুনী ডাকাত হয়েন ? না—না—অসম্ভব ! ইনি কখনও দুর্ব্বৃত্ত—দেশ-শত্রু,—আততায়ী হইতে পারেন না ;—অসম্ভব !

শতবার সুপ্রিয়া প্রাণকে এ কথা বলিল, কিন্তু তবুও তাহার প্রাণ এক অব্যক্ত বিষণ্ণতায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "যদি তাহাই হয়, একটু ভাল হইলেই ইহাঁকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিব। দুর্ব্বৃত্ত পাপী হন, ভগবান দণ্ড দিবেন।

বিদায় করিয়া দিব ;—যুবক চলিয়া যাইবে, এ কথা স্মরণ হওয়ায় তাহার প্রাণ এরূপ ব্যাকুলিত হইতেছে কেন ? তাহার কি হইল ? এ যুবক কে ? তাহার জন্য সে ভাবিতেছে কেন ? না, আর সে ইহার কথা ভাবিবে না। তাহার আই বুড়ী আছে ; তাহার পিণ্ডিরাম আছে। দাদা গিয়াছেন, তিনি দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ভার, অভাগিনী মাতৃভূমিকে উন্নত, ধনধান্যে পূর্ণ করাইবার ভার, তাহার উপর দিয়া গিয়াছেন, সে সবই ভুলিয়া যাইতেছে ;—না—না—না, দাদা কি বলিবেন।

সুপ্রিয়া প্রাণ হইতে এই সকল চিন্তা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু প্রাণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তাহার কি হইল ?

সহসা পশ্চাতে পদ শব্দ শুনিয়া সুপ্রিয়া চমকিত হইয়া ফিরিল, দেখিল পিণ্ডিরাম। তাহার হস্তে একখানি কাগজ।

সে নিকটে আসিয়া সুপ্রিয়ার হস্তে কাগজ খানি দিয়া বলিল, "তিতি—পরো।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরোয়ানা।

সুপ্রিয়া কাগজ খানি লইল, পড়িল ;—পড়িয়া তাহার মুখ বিশুষ্ক হইয়া গেল ; তাহার হৃদয় হৃদয়ের ভিতর বসিয়া গেল। তাহার হস্তে কাগজ খানি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—কাগজ খানি এই ঃ—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মাদারিপুরের হাকিম বাহাদুরের সকল চৌকিদার দিগের উপর হুকুম এই যে ঃ—

"গুণেন্দ্র ভূষণ মিত্র নামে একটী যুবক নিরুদ্দেশ হইয়াছে। শেষ কোটালি পাড়ের বিলে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় ;—সেই পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান নাই ;—ইহার বর্ণনা ; বয়স আন্দাজ ২২ বৎসর, গৌরাঙ্গপুরুষ, ক্ষীণ নহে, স্থুলকায়ও নহে, দাড়ি নাই, গোঁপের রেখা মাত্র আছে।

যে ইহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, সে হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। এই নোটিশের পর যে তাহাকে লুকাইয়া রাখিবে, আইনানুসারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।"

সুপ্রিয়ার ভীতিবিহ্বল বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া পিণ্ডিরাম বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তিতি—পরো।"

সুপ্রিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, তাহার কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গিয়া ছিল, কিন্তু অতি কষ্টে আত্ম-সংযম করিয়া প্রায় অস্পষ্ট স্বরে অতি ধীরে ধীরে সে পরোয়ানা খানি পাঠ করিল!

পিণ্ডিরাম সুপ্রিয়ার অবনত মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিল, তাহার কাগজ খানি পাঠ শেষ হইলে বলিল, "শুনেছি তুনি সেড়াড়ি" ঐ যুবক যে গৃহে ছিলেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর বলিল—তৌকিদার—কাগ—সরা—না।"

অন্ধে পিণ্ডিরামের সকল কথা বুঝিতে পারিত না, কিন্তু সুপ্রিয়া সে কোন কথা না বলিলেও তাহার মনের সকল ভাব সকল কথা বুঝিতে পারিত। পিণ্ডিরাম যাহা বলিতেছে, সে তাহা বুঝিল। এই যুবক যে ফেরারি খুনী দস্যু, পিণ্ডিরামও তাহা শুনিয়াছে। সে চৌকিদার, ইহাকে

অনায়াসে বড়লোক হইতে পারে, না ধরাইয়া দিলে তাহার দ্বীপান্তর যাইবার সম্ভাবনা আছে, তবুও সে বলিতেছে, "না—তাহাকে ধরাইয়া দিবে না।" কাহার জন্য সুপ্রিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল,"পিণ্ডিরাম, ইনি আমাদের অতিথি, আমরা কিছুতেই এঁকে ধরাইয়া দিতে পারি না।"

পিণ্ডিরাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হু হু!"

সুপ্রিয়া বলিল, "ইনি আমাদের বাড়ী আছেন, তা কেহ জানে না—"

"সফিড়াজ!"

"কবিরাজ দাদা কিছু বলিবেন না।"

"সড়া সণ্ডোল"

সুপ্রিয়া স্বরূপ মণ্ডলের কথা একেবারেই ভুলিয়াগিয়াছিল! পিণ্ডিরামের কথায় তাহার মনে হইল, স্বরূপ মণ্ডল সে দিন যুবককে দেখিয়া গিয়াছে, সে শক্রতা সাধনে ক্রটী করিবে না। সুপ্রিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, "হাঁ, সে এঁকে দেখে গেছে; সে পুলিশের চর, সে নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিবে; উপায়!—"

পিণ্ডিরাম ধীরে ধীরে বলিল, "রাট্রে সড়া।"

"আমি এখনই গিয়ে এঁকে বল্‌চি তুমি চারি দিকে নজর রাখ।"

এই বলিয়া সুপ্রিয়া গৃহের দিকে ছুটিল! কেন সে যুবকের জন্য ব্যাকুল তাহা সে নিজেই জানে না!—পিণ্ডিরাম অনিমিষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সুপ্রিয়া গৃহমধ্যে অন্তর্হিতা হইলেই সে অতি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল,—বোধ হইল যেন তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে হৃদয়কে শতধা করিয়া এই দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সত্য কি মিথ্যা!

সুপ্রিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যুবক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়াছেন। তিনি তাহার শব্দ পাইবামাত্র চক্ষু মেলিলেন, উঠিয়া বসিলেন সুপ্রিয়ার বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এ কি! সুপ্রিয়া, কি হয়েছে

সুপ্রিয়া যুবককে তখনই সকল কথা বলিবে মনে করিয়া ছিল, কিন্তু কে যেন তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিল,—সে সময় যুবকের অলক্ষে পরোয়ানা খানি বস্ত্র মধ্যে লুকাইল, অবনত মস্তকে মৃদু স্বরে বলিল, "কই; আমার তো কিছু হয় নি।"

যুবক বলিলেন, "আমি আজ একটু বল পেয়েছি।—কয় দিন এই ঘরে পড়ে আছি, আমার হাতটা ধর,—চল একটু বাহিরে যাই।"

সুপ্রিয়া ব্যগ্র ও ভীতভাবে বলিল, না,—বাহিরে যেয়ে কাজ নেই!

তাহার এইরূপ ভীত ব্যাকুলিত ভাব দেখিয়া যুবক নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সুপ্রিয়া একটু ইতঃস্তত করিয়া হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া বলিল, আপনার নাম কি গুণেন্দ্র ভূষণ?"

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ। তুমি কেমন করে জানলে, তোমায় আমার নাম কে বল্লে? আমারই তোমায় অনেক আগেই পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমার অসুখ হয়েছিল, সেই জন্যে কিছুই—"

সুপ্রিয়া সবেগে বলিল, "আপনি কি খুনী ডাকাত!"

যুবক অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি! খুনী—ডাকাত আমি!" তাহার পর তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার মনে পড়ে, তুমি বিলের ভিতর ঢিপির উপর আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে। সুপ্রিয়া আমায় দেখলে কি খুনী ডাকাত বলে বোধ হয়? এ কথা তোমার মনে হলো কিসে?"

সুপ্রিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে পরোয়ানা খানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল। যুবক কাগজ খানি লইয়া পাঠ করিলেন;—তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল; তিনি কিয়ৎক্ষণ কোন কথা না কহিয়া অন্য মনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া সুপ্রিয়ার হৃদয় যেন হৃদয়ে বসিয়া যাইতে লাগিল,—যে টুকু সন্দেহ তাহার হৃদয়ে ছিল, তাহা দূর হইল না; শতগুণ বেগে তাহা তাহার হৃদয়ময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সে মনে যে কষ্ট পাইল সেরূপ কষ্ট আর যে কখনও জীবনে পায় নাই! এই অপরিচিত যুবক খুনী, ডাকাত দুর্ব্বৃত্ত নহে, ইহা বিশ্বাস করিবার জন্য তাহার প্রাণ এত ব্যাকুলিত হইতেছে কেন?

কিন্তু তাহার পা উঠিল না। সে কাষ্ঠ-পুত্তলির ন্যায় অবনত মস্তকে তথায় দণ্ডায়মান রহিল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার দেহ ধীরে ধীরে প্রস্তরে পরিণত হইতেছে।

যুবক বলিলেন, "এতে আমি যে খুনী, ডাকাত, দুর্ব্বৃত্ত, তা প্রমাণ হলো কিসে?"

সুপ্রিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "সকলে বল্‌চে।"

যুবক একটু বেগে বলিলেন, "কে এ কথা বলে?"

"কবিরাজ মশায় বল্লেন।"

"কবিরাজ মশায় যদি এ কথা বলে থাকেন, তবে তিনি পাগল।"

"পিণ্ডিরাম বলে—"

"পিণ্ডিরাম উন্মাদ!"

"তবে এ কাগজ কেন?"

যুবক বলিলেন, "তাহা দেখছি তোমায় বুঝাতে হলো; সুপ্রিয়া আমি গরীবের ছেলে নই, আমার সন্ধান না পেয়ে বাবাই পুলিশে খবর দিয়েছেন; তাহাতে পুলিশ এ রকম পরোয়ানা বাহির করেছে। এখন বুঝলে, আমি ডাকাত খুনী নই!"

সুপ্রিয়া সম্পূর্ণ বুঝিল কি না, তাহা বলা যায় না, তবে যুবকের কথায় তাহার হৃদয়ে যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপজিল, তাহা সে হৃদয়ে বেশ উপলব্ধি করিল। সে বলিল, "তা হ'লে আপনার কোন ভয় নেই!"

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "বিন্দুমাত্র নয়, তুমি আমারই জন্যে এত ভয় পেয়ে ছিলে?"

যুবক সুপ্রিয়ার হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। সুপ্রিয়ার মুখ আরক্ত হইল, তাহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল, সে অবনত মস্তকে যুবকের পার্শ্বে বসিল। সে মুখ তুলিয়া যুবকের দিকে চাহিতে পারিল না; সে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে ব্যগ্র হইয়াও সরিয়া যাইতে পারিল না।

যুবক আদর করিয়া তাহাকে পার্শ্বে বসাইয়া তাহার হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "সুপ্রিয়া, সেই জন্যেই কি তুমি আমায় বাহিরে যেতে বারন করিলে। পাছে পুলিশ আমায় ধরে নিয়ে যায়,—এই ভয়! তোমার কোন ভয় নেই, কেহই আমাকে ধরিবে না। চল বাহিরে ঐ গাছতলায় গিয়ে

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃক্ষ নিম্নে।

যুবক উঠিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "সুপ্রিয়া, তোমার সন্দেহ আমি সম্পূর্ণ দূর করে দিচ্ছি। এক খানা কাগজ আর দোয়াত কলম দেও;—আমিই পুলিশে পত্র লিখছি, তাহ'লে তো আর তোমার মনে হবে না যে আমি খুনী, ডাকাত,—কি মুস্কিল!"

সন্দেহ একবার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা জোঁকের ন্যায় হৃদয়ে আবদ্ধ হয়, সহজে তাহাকে দূর করিতে পারা যায় না। এই যুবক যে ডাকাত, খুনী, দুর্ব্বৃত্ত একথা সুপ্রিয়ার প্রাণ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই; তবুও সন্দেহ একবার তাহার হৃদয়ে তিলমাত্র স্থান পাইয়া সহজে দূরিভূত হইতে চাহিল না!—যুবকের কথায় তাহার হৃদয় আনন্দেপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তবুও যেন তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে সন্দেহ ঈষৎ উঁকি মারিতে লাগিল। যুবক তাহার সন্দেহ একেবারে দূর করিতে চাহেন বুঝিয়া তাহার হৃদয় বড়ই আনন্দিত হইল; কেন আনন্দিত হইল, তাহা সে জানে না! তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কিসের বীজ রোপিত হইয়াছে, সে তাহা অবগত নহে। কেন তাহার সহসা এ ভাব হইল, তাহার সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। সে তাহার পিতাকে প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসিত, সে তাহার দাদাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিত; সে পিণ্ডিরামকে খুব ভাল বাসে; আইমাকে মায়ের মত ভালবাসে;—এ যুবককে সেরূপ ভালবাসে না; অথচ এই কয়দিনে তাহার প্রাণ কেন তাহার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছে? কেন তাঁহার কাছে থাকিলে তাহার এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি হয়!—কেন তাহাকে খুনী ডাকাত বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় তাহার হৃদয়ে এরূপ দারুণ বেদনা অনুভুত হইতেছিল! কেনই বা তিনি দস্যু দুর্ব্বৃত্ত নহেন শুনিয়া তাহার এত আনন্দ হইতেছে! বালিকা সুপ্রিয়া—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে তরঙ্গ উত্তোলিত হইয়াছে, সে কিসের তরঙ্গ, তাহার সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। সে এক অপার সুখ অনুভব করিতেছে, অথচ সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ যেন কি এক দুঃখের মেঘে আবরিত হইতেছে!
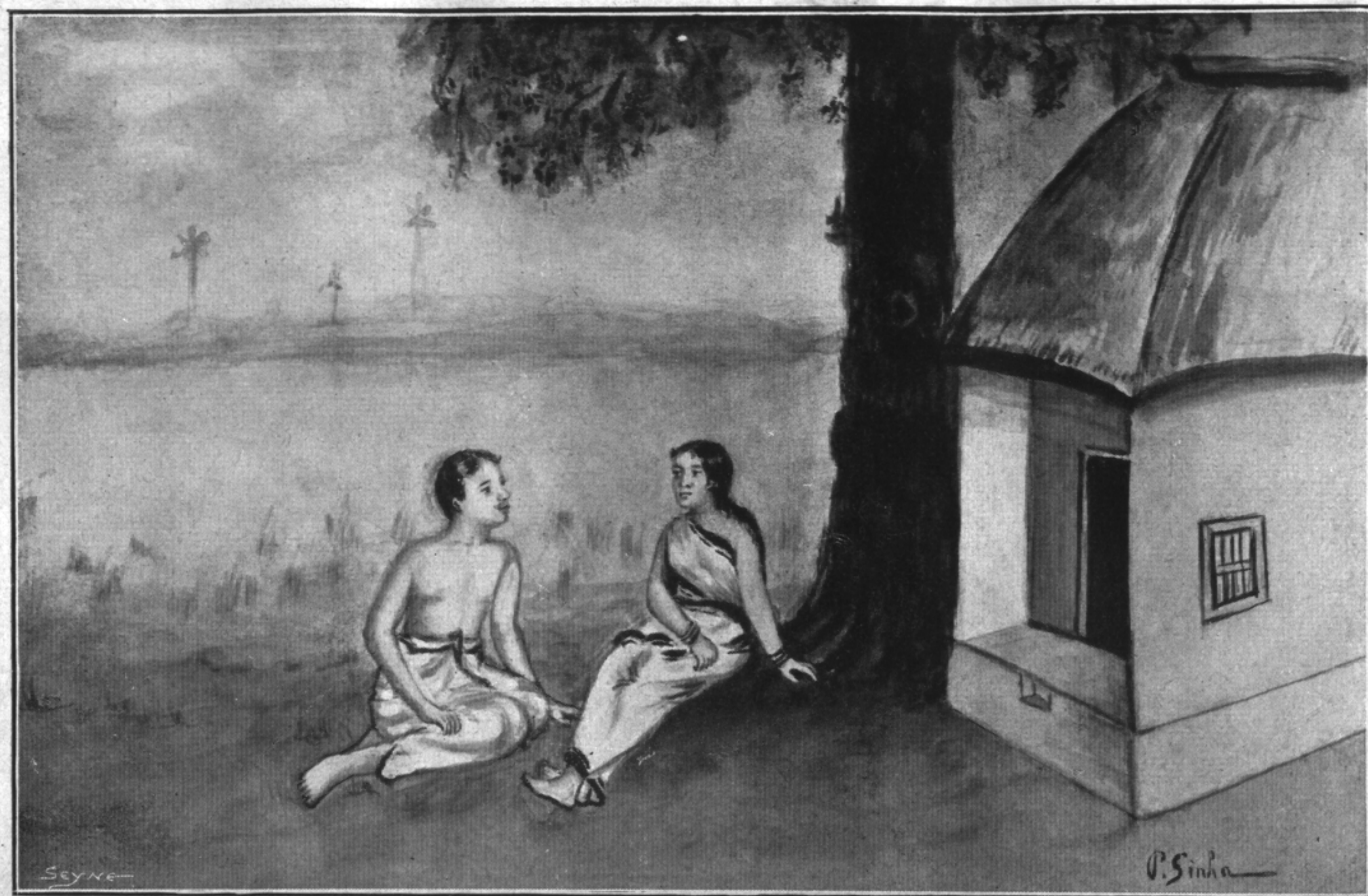
বিলের ধারে তেতুল তলায় উপবিষ্ট সুপ্রিয়া ও পিড়ীত অতিথী।

মাননীয় মাদারীপুরের সবডিভিসনাল আফিসার

মান্যবরেষু—

মহাশয় !

আমি কোটালিপাড় গ্রামে ৺রামযদু ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে পীড়িত হইয়া আছি। সুস্থ হইলেই বাড়ী যাইব ; অনুগ্রহ করিয়া আমার পিতাকে সংবাদ দিবেন ; আমার সম্বন্ধে আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। ইতি

বশম্বদ

শ্রীগুণেন্দ্র ভূষণ মিত্র।

গুণেন্দ্র ভূষণ পিতাকেও এক খানি পত্র লিখিলেন, উভয় পত্রই সুপ্রিয়াকে দিয়া বলিলেন, "এখন সন্দেহ গেল তো ? পিণ্ডিরামকে দিয়ে এই পত্র দু খানই পাঠিয়ে দেও। তা'হলে পুলিশ আর আমার খোঁজ কর্ব্বে না।"

পত্র লইয়া সুপ্রিয়া বাহিরে আসিল। পিণ্ডিরাম গাভীর আহার দিতেছিল,—সুপ্রিয়া তাহাকে ডাকিয়া যাহা যাহা করিতে হইবে সমস্তই বলিয়া তাহাকে তখনই পত্র লইয়া মাদারিপুর যাইতে বলিল। পিণ্ডিরাম একটী কথাও না কহিয়া সমস্ত নীরবে শুনিল ;—তাহার মুখ গম্ভীর হইল ; তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যে এ কার্য্য সম্পূর্ণ অসম্ভব ; কিন্তু সে কখনও সুপ্রিয়ার কোন কথায় "না" বলিত না ;—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে সে পত্র দুইখানা লইল, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল "একৃতা— তুমি—"

সুপ্রিয়া বলিল, "আমার জন্য ভয় নেই, যত শীঘ্র পার ফিরে এস।"

পিণ্ডিরাম আর কোন কথা কহিল না, মাদারিপুর রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে প্রস্থান করিল ;—তখন সুপ্রিয়া গুণেন্দ্রভূষণের নিকট আসিল।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এখন বোধ হয় তোমার আর কোন ভয় নেই। চল ; আমায় একটু বাহিরে নিয়ে চল ; কদিন এই ঘরে পড়ে আছি !"

তিনি হাত বাড়াইলেন ; সুপ্রিয়া তাঁহার হাত ধরিল। তাঁহার হস্ত স্পর্শে সুপ্রিয়ার হৃদয় প্রবল বেগে স্পন্দিত হইল ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ; সে তখন অবনত মস্তকে নীরবে হাত ধরিয়া যুবককে বাহিরে লইয়া [illegible]। বেলা তখন প্রায় দুই প্রহর ;—চারি দিক প্রখর রৌদ্রে বিভাসিত।

থাকে ;—এই কয়দিন আইমার আহার নাই ; সুতরাং রন্ধনের কোন নিয়মও নাই। নিজের জন্য দুইটা রাঁধা। সুপ্রিয়া যখন হয় রাঁধিয়া লইত। আজ পিণ্ডিরামও চলিল, সুতরাং আজ সুপ্রিয়ার রন্ধনের জন্য ব্যগ্রতা কিছুমাত্র ছিল না, প্রকৃত পক্ষে সে রন্ধনের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তুমি বিদেশী।

"ঐ দিকে ঐ গাছতলায় বেশ ছায়া আছে, ঐ গাছতলায় চল।"

যুবক বাড়ীর পশ্চাৎস্থ একটী বৃহৎ তেঁতুল গাছ দেখাইয়া এই কথা বলিলেন।

তেঁতুল বৃক্ষের নিম্নে সুন্দর সুকোমল দূর্ব্বাদল স্তরে স্তরে বিলের জল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। সম্মুখে শত শত পদ্ম মনবিমুগ্ধকর রঙ্গে প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক অপরূপ শোভায় বিভাসিত করিয়াছে ?

এ দিক দিয়া কেহ বড় যাইত না। দূরে সম্মুখে বিলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র খাঁড়ি ছিল, কিন্তু সে পথে প্রায়ই কেহ নৌকা আনিত না।—বাড়ীর সম্মুখস্থ খাল দিয়াই সকলে যাতায়াত করিত ; গুণেন্দ্রভূষণ এই তেঁতুল বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া বসিলেন ; সুপ্রিয়ার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বসো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সুপ্রিয়া স্পন্দিত হৃদয়ে তাঁহার পার্শ্বে বসিল।—তাঁহার পার্শ্ব হইতে পলাইবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছিল কিন্তু সে পলাইতে পারিল না। তাহার হৃদয় এত সবলে স্পন্দিত হইতেছিল যে সে বাম হস্তে তাহার হৃদয় চাপিয়া ধরিল,—এ কি ভয়, এ কি লজ্জা ? এ কি কষ্ট, এ কি সুখ ?—এ কি ? কখনও তো তাহার প্রাণে এরূপ ভয় পূর্ব্বে আর হয় নাই।

গুণেন্দ্র ভূষণ তাহার হাত লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বলিলেন, "সুপ্রিয়া, তুমি আমার রক্ষয়ত্রী, আমার সব কথা তোমায় বল্‌তে আমি বাধ্য। অসুখের জন্যেই এত দিন তোমায় বল্‌তে পারি নি। আমার নাম তো এখন জান্‌তে পেরেছ ! আমার বাবার নাম শ্রীঅমূল্য রতন মিত্র। তোমার

আমি তাঁর একই ছেলে;—আমার মা আছেন। একটী ছোট বোন আছে, তারও খুব বড় লোকের বাড়ী বে হয়েছে।

যুবক নীরব হইলেন, সুপ্রিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া দুর্ব্বাদলের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না। যুবক নীরব হইলে একবার সে মস্তকোত্তলিত করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু পারিল না।—যুবক বলিলেন, "আমার বে হয় নি।"

গুণেন্দ্র ভূষণ আবার নীরব হইলেন ; সুপ্রিয়ার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না ; সে বাম হস্তে দূর্ব্বাদল একটী একটী করিয়া ছিন্ন করিতেছিল।

যুবক বলিলেন, "তোমাকে আমায় আর একটা কথাও বলা আবশ্যক। অন্য কেউ হ'লে বোধ হয় সে কথা বলবার আবশ্যক হতো না, কিন্তু তোমায় বলা প্রয়োজন।"

এবার সুপ্রিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, পর মুহূর্ত্তেই সে আবার মস্তক অবনত করিল।

গুণেন্দ্রভূষণ বলিলেন, "তোমার মুখে যা শুনেছি, তোমার পাখীর মুখে যা শুনেছি, তাতে বুঝেছি তুমি ভারি স্বদেশী। বিলাতি জিনিসে ঘৃণা কর। তোমার পাখী ––

সুপ্রিয়া বলিল "পাখীকে আমিই ঐ কটী বুলি শিখিয়েছি।"

গুণেন্দ্রভূষণ বলিলেন, তোমার পাখীর কথায় আমার মনের যে ভাব হয়েছিল, জীবনে আর আমার সেরূপ ভাব কখনও হয় নি" –

পাখী কি অন্যায় কিছু বলেছে ?"

"না নিশ্চয়ই নয়। তবে হয় তো তুমি আমার কথা শুন্‌লে আমাদের ঘৃণা কর্ব্বে।"

সুপ্রিয়া মস্তক তুলিয়া যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন ?"

গুণেন্দ্র বলিলেন, অমরা নানা বিলিতি জিনিসের ব্যবসা করি।—বাবা যা কিছু উপার্জ্জন করেছেন,—এই বিলিতি জিনিস থেকে। আমি এখন বাবার হয়ে ব্যবসার কাজ কর্ম্ম দেখছি। এদেশে বিলিতি জিনিস বিক্রি বন্ধ হয়েছে বলে আমি এদেশে এসেছিলাম। যাতে এদেশে বিলিতি জিনিস বিক্রি হয়, তারই চেষ্টায় ছিলাম। তোমরা এদেশ হতে বিলিতি জিনিস তাড়াচ্চ—সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি আমায় ঘৃণা কর্ব্বে।"

সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে যুবকের হস্ত হইতে নিজ হস্ত অপসারিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল যুবক তাহার হস্ত ছাড়িলেন না। গুণেন্দ্রভূষণ যাহা বলিলেন, তাহার সমস্ত কথা সুপ্রিয়া শুনিতে পাইল কিনা সন্দেহ। তাহার বোধ হইল পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে তাহার পদনিম্ন হইতে সরিয়া যাইতেছে। তাহার চক্ষের উপর কি এক কুয়াসার মেঘ উদিত হইয়া চারিদিক অন্ধকারে পূর্ণ করিতেছে;—কি এক ঘোর রোল উঠিয়া বজ্র গর্জ্জিতেছে;—সে চক্ষে কিছুই ভাল দেখিতে পাইতেছে না। সে কানে আর কিছুই স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে না। যুবক খুনী দস্যু দুর্ব্বৃত্ত একথা শুনিয়াও তাহার এ ভাব হয় নাই। তিনি বিলাতি দ্রব্য দেশে প্রচলিত করিতেছেন, দেশের শিল্প বাণিজ্যের অবনতির সহায়তা করিতেছেন। তাহাতেই বড় লোক হইয়াছেন,—তিনি স্বদেশী নহেন;—একথা মনে হইবা মাত্র সুপ্রিয়ার মস্তক ঘূর্ণিত হইল;—সে সবলে যুবকের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। যুবক অতি বিস্ময়ে, অতি ক্ষুব্ধভাবে এই তেজস্বিনী বালিকার মুখের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম চুম্বন।

গুণেন্দ্রভূষণের মন এই তেজস্বিনী স্বদেশিনী বালিকাকে দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।—সহসা সম্মুখে অপরূপা দেবী মূর্ত্তি দেখিলে মানুষের যেরূপ মনভাব হওয়া সম্ভব, গুণেন্দ্র ভূষণের ঠিক সেই ভাব হইয়াছিল। তিনি বিস্ফারিত নয়নে সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুপ্রিয়া সব না শুনে আমায় ঘৃণা কর না,—মনে কর না যে আমি স্বদেশী নই,—মনে কর না আমি আমার জন্মভূমি মাতৃভূমিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি না।—তবে হয় তো তোমাদের মতের সঙ্গে আমাদের মত মিলবে না। দেশে আমাদের দরকারি সব জিনিস প্রস্তুত হয়, এ কে না ইচ্ছা করে?—আমাদের আর কোন জিনিসের জন্য পরের মুখ চেয়ে থাকতে না হয়, এ কার না ইচ্ছা?—দেশের লোক নানা

সঙ্গে এ ইচ্ছা করে? এই জন্যে আমরা সকলই এ দেশে নানা কল কারখানা বসাইবার চেষ্টা পাচ্চি। স্বদেশী বলে বিলিতি জিনিসকে ঘৃণা কর্ত্তে হবে? স্বদেশের উন্নতির জন্য কি ইংরাজ রাজত্বের, ইংরাজের শত্রুতা কর্ত্তে হবে? ইংরাজ রাজত্ব নষ্ট হলে অরাজকতায় আমাদের কি সর্ব্বনাশ হবে না? তা হলে কি আমাদের উন্নতির আশা চিরদিনের জন্যে নষ্ট হবে না?—আমরা যা কিছু উন্নত হয়েছি, তার কি সবই ইংরাজের প্রাসাদাৎ নয়? এখনও কি আমাদের ইংরাজের কাছে শিখবার সহস্র বিষয় নেই? যারা নানারূপ অত্যাচার অনাচার উপদ্রব করিয়া দেশে অরাজকতা আনছে, তারা কি দেশের সর্ব্বনাশ কচ্ছে না?—তোমার দাদা——"

সুপ্রিয়া গুণেন্দ্র ভূষণকে প্রতিবন্ধক দিয়া স্ফীত বক্ষে সগর্ব্বে বলিল, "দাদার কি মত ছিল, আপনি কিরূপে জান্‌বেন? তিনি দেশে স্বদেশী জিনিস যাতে সকলে ব্যবহার করে, তারই জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা পাচ্চিলেন, যাতে দেশে সকল রকম জিনিস প্রস্তুত হয় তারই চেষ্টা পাচ্ছিলেন, তিনি আমায় যা শিখিয়েছেন,—আমি তাই শিখেছি,—তাই বলিতেছি;—তিনি কখনও ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন কাজই করেন নি,—তিনি পাগল ছিলেন না, ইংরাজের সাহায্য ভিন্ন এদেশের যে উন্নতি হবার সম্ভব নেই;—তা তিনি জানতেন,—তাই তিনি যে সব লোক দেশ-শত্রু, উন্মাদ অত্যাচারী প্রাণের সঙ্গে তাদের ঘৃণা কর্‌তেন।—তিনি জান্‌তেন ফুতে ইংরাজ সিংহাসন টলে না, টল্‌লেও তাতে আমাদের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নেই। আমাদের সব আশা ভরসার শেষ—"

গুণেন্দ্র ভূষণ সুপ্রিয়ার হাত ধরিতে উদ্যত হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "তবে তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের কোন তফাত নেই এস—বসো।"

সুপ্রিয়া হাত সরাইয়া লইয়া বলিল।

"কিন্তু —"

"কিন্তু কি বল?

"ইংরেজ বা মাড়োয়ারি বিলিতি জিনিস বেচে, তাতে আমাদের দুঃখ নেই, কিন্তু আপনি দেশের লোক হয়ে এই কাজ করচেন্?"

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, সুপ্রিয়া আমি জানি, এমন দিন এক দিন আসিবে, যখন কা'কেও আর বিলিতি জিনিস বিক্রি কর্ত্তে হবে না,—সবই

শিল্প দ্রব্যজাতে রোপের অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হয়ে আমরা জগতকে চমকিত কর্ব্বো। যতদিন তা না হয়, ততদিন আমাদের ধৈর্য্য আবশ্যক।"

সুপ্রিয়া বলিল, যারা অধৈর্য্য হয়েছে, তারা মায়ের সুসন্তান নয়, দেশের শত্রু। আমরা দেশ বলে, স্বদেশ বলে যে কিছু আছে তা জানতাম না,—আমরা মোটেই দেশকে ভালবাসতাম না, এখন একটু একটু ভালবাস্তে শিখেছি—" গুণেন্দ্র ব্যগ্রভাবে বলিলেন, ঠিক কথা,—"আমিও সেই কথা বলি।—ধৈর্য্য আবশ্যক, সহৃদয়তা আবশ্যক,—ধর্ম্ম আবশ্যক,—স্বার্থত্যাগ আবশ্যক,—আমাদের স্বদেশের, আমাদের জন্মভূমির উন্নতির জন্য আমাদের ইংরেজ রাজত্ব, ইংরাজ শাসন আবশ্যক, ইংরাজের শিক্ষা সহানুভূতি সহায়তা আবশ্যক। যে এ বুঝেছে সেই প্রকৃত স্বদেশী,—স্বদেশ হিতৈষী,—সেই প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক, সেই মায়ের যথার্থ সন্তান। যাতে মায়ের সমূহ ক্ষতি হয়, না বুঝিয়া অন্ধ ভালবাসায় তা কর্‌লে,—সে ভালবাসা, ভালবাসা নয়। "আমিও একথা বলি, দাদাও ঠিক এই কথা বলতেন।"

"যারা এ না বুঝে রাজ্যে অরাজকতা, অনাচার, নরহত্যা,—পাপাচার অধর্ম্ম আন্‌চে তারা কি ঘৃণ্য, হেয়, নীচ নয়? তাদের অন্ধ স্বদেশ-প্রিয়তা জন্য তাদের উপর কৃপার উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু তাদের কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

"নিশ্চয়ই!"

গুণেন্দ্র ভূষণ হাসিয়া সুপ্রিয়ার হাত ধরিলেন,—তাহাকে টানিয়া পার্শ্বে বসাইলেন,—বলিলেন, তবে আমাদের আর বিবাদ নাই।"

তিনি কি করিতেছেন জানিবার পূর্ব্বেই গুণেন্দ্র দুই হস্তে সুপ্রিয়ার মুখ তুলিয়া তাহার গোলাপ বিনিন্দিত ওষ্ঠে চুম্বন করিলেন, আবেশে সুপ্রিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

দূর হইতে এই দৃশ্য দুই জন দেখিল,—উভয়েরই মুখ বিকট ভয়াবহ ভাব ধারণ করিল;—সে ভয়াবহ ভাব বর্ণনাতীত। কাব্যে দানবের মুখ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহাপেক্ষাও শত গুণ সে মুখ ভয়াবহ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই কি প্রেম ?

সুপ্রিয়ার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল; তাহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল;—তাহার অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল;—সে ধীরে ধীরে গুণেন্দ্রভূষণের বাহু বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল, "আমার রাঁধা বাড়া সব পড়ে আছে।"

সে তথা হইতে ছুটিয়া পলাইতেছিল,—গুণেন্দ্র বলিলেন আমায় ধরে ধরে নিয়ে চল; আমি কি একলা যেতে পার্ব্বো ?

সুপ্রিয়া ফিরিল,—অবনত মস্তকে তাঁহার নিকট আসিয়া হাত বাড়াইল, গুণেন্দ্র বাবু হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহের দিকে যাইতে যাইতে তিনি আদরে প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিলেন "সুপ্রিয়া আমার উপর রাগ করেছ ?"

সুপ্রিয়া অবনত মস্তকে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "না।"

"আমি কলিকাতায় গিয়ে শীঘ্রই ফিরে আসব, তখন আমায় চিন্‌তে পা'র্‌বে ?

"কেন পা'র্‌বো না।"

"তোমার এখানে এ রকম ভাবে একলা থাকা উচিত নহে। আমি তোমায় কলিকাতায় নিয়ে যাব, যাবে না ?"

"আই-মাকে ছেড়ে কোথায়ও যাব না।"

"তোমার আইমাকেও নিয়ে যাব;—যাবে না ?"

সুপ্রিয়া ঘাড় নাড়িল, গুণেন্দ্র বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কেন ?"

এই সময়ে পাকশালা হইতে আইবুড়ী ডাকিল, "ও সু—ও সু;—বেলা তিন পহর হলো—কখন রাঁধা বাড়া কর্ব্বি ?"

"আই ডাক্‌চে !"

বলিয়া সুপ্রিয়া যুবকের হাত ছাড়িয়া পাকশালার দিকে ছুটিল। গুণেন্দ্র বেড়া ধরিয়া ধরিয়া শয্যায় আসিয়া বসিলেন।

তিনি হৃদয়ে বড়ই আনন্দ উপলব্ধি করিতেছিলেন; অথচ সেই আনন্দ পূর্ণ আনন্দ নহে। তাহাতে যেন বিষাদের ঘন ছায়া জড়িত রহিয়াছে।—সুপ্রিয়ার সুন্দর মুখের সহিত তাঁহার পিতা মাতার মুখ তাঁহার মনে

বিবাহ করিতে হয়, তবে সুপ্রিয়াকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা মাতার কথা মনে হইতেছে তিনি ইহা বেশ বুঝিতেছেন যে কোটালি পাড়ের বিলের এই গরীবের কন্যার সহিত তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না।

তিনি বহুক্ষণ শয্যায় বসিয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এখন এক মুহুর্ত্ত সুপ্রিয়া তাঁহার নিকটে না থাকিলে তিনি অধীর হইয়া উঠেন;—কতবার তাঁহার মনে হইল তিনি উঠিয়া তাহার নিকট পাক শালায় গমন করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, সেখানে আইবুড়ী আছে, সে কি মনে করিবে?

এ পর্য্যন্ত তিনি আর কোন বালিকাকে কখনও চুম্বন করেন নাই। সুপ্রিয়ার অধর সুধা যেন এখনও তাঁহার ওষ্ঠে লাগিয়া রহিয়াছে, এখনও যেন সেই যুবক তাঁহার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় সুধা সিঞ্চিত করিতেছে,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন সুধায় স্নাত হইয়া গিয়াছে।

আর সুপ্রিয়া। তাহার জীবনে আর কখনও এ ভাব হয় নাই। বিহঙ্গিনী বাণ বিদ্ধা হইলে সে যেরূপ পক্ষদ্বয় সঞ্চালন করিয়া লুটোপাটি করিতে থাকে, সুপ্রিয়া আজ ঠিক সেইরূপ করিতেছে। তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার নয়ন জল তাহার দেহে পতিত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। মধ্যে মধ্যে কি এক অব্যক্ত লজ্জায় সে ব্রীড়াবনত হইয়া পড়িতেছে!

ক্রমশঃ

“উদ্ভ্রান্ত প্রেমের” প্রণেতা, বঙ্গবিশ্রুত আচার্য্য
শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,

[illegible]
১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩১০।

সর্ব্বমঙ্গলালয়েষু—

'সাহিত্য' আমি নিয়মিত রূপে পাঠ করিয়া থাকি ও পড়িয়া প্রীতি লাভ করি। ইহার প্রবন্ধের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য উভয়ই প্রশংসার্হ। রচনাশৈলি প্রায়শঃই সুনির্ব্বাচিত ও মনোহর। 'সাহিত্যের বিশেষত্ব, ইহার মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'। ইহার সূক্ষ্মদর্শিতা, নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা যেমন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, ইহার সরসতাও তেমনি উপভোগ্য। 'সাহিত্য' আসিলে আমি সর্ব্বাগ্রে 'সাহিত্য-সমালোচনা' পড়িয়া থাকি। ছোট গল্পের কোনো কোনটি আমার ভাল লাগে না; সেটা লেখকের দোষ, কি আমার বয়সের দোষ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আরও কিছু বলিবার আছে, তাহা পরে বলিব।

আমি অপেক্ষাকৃত ভালই আছি। তোমার মঙ্গল সংবাদে সুখী করিবা। ইতি।

চিরহিতৈষী
শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—

ঋণ-পরিশোধ

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্ এ, প্রণীত।

অতি মনোহর বাঁধাই—মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ইহা আদ্যোপান্ত পুণ্যের স্বর্গীয় প্রভায় আলোকিত, কর্ম্মের অমৃতময় শ্রেষ্ঠ উপদেশে গ্রথিত। অথচ উপাখ্যানভাগ অত্যন্ত আশ্চর্য্য কৌশলময়—একান্ত কৌতুহলোদ্দীপক।

এই গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ের, সমাজের—বঙ্গের এ যুগের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস !

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন,—"আখ্যান বস্তুর কৌশলে শেষ অবধি পাঠের কৌতুহল অক্ষুণ্ণ থাকে। চরিত্রগুলি উন্নত। সার্ব্বভৌম ঠাকুরের মত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও মদনের মত বামুন-চাষা সমাজে প্রয়োজন হইয়াছে।"

প্রবাসী বলেন ;—* * * "গ্রন্থকার পদে পদে মনুষ্যত্বের আদর্শ আঁকিয়াছেন, তাহা সংস্কারে আচ্ছন্ন নয়, লোকাচারে কুণ্ঠিত নয়, তাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তেজে মহীয়ান, স্বাধীন চিন্তায় জীবন্ত। প্রত্যেক যুবক যুবতীকে এই উপন্যাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

The Bengalee :—"It is just the sort of book that young Bengali wants. *Jaya's* character would do honour to the softer sex of any country in two worlds. Manik and Madan are twin jewels,—we only wish all our young men emulated their edifying example,"

The Madern Review:—"Views and sentiments are highly patriotic and rational, and calculated to exercise a wholesome influence on the minds of the readers."

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীর একটি দৃশ্য।

বাপীতটে মনোরমা ও হেমচন্দ্র।

Lakshmibilas Press.

গল্পলহরী
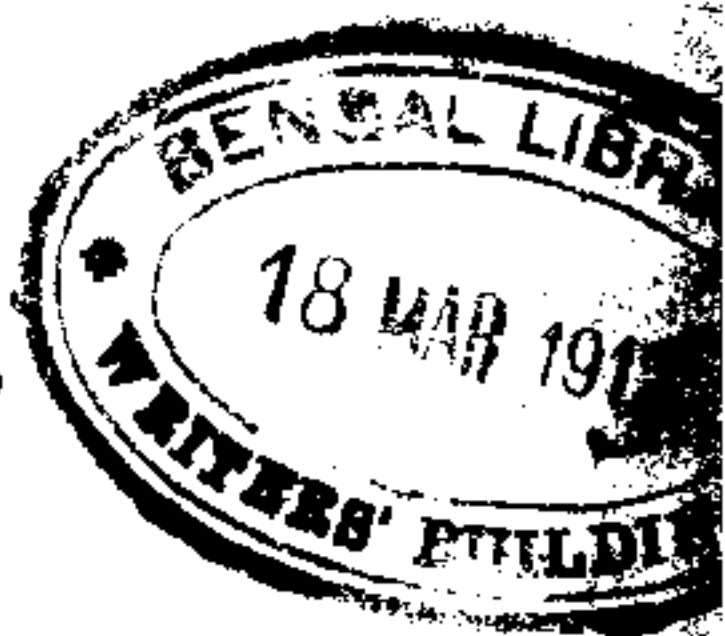
১ম বর্ষ } মাঘ ১৩১৯। { ৭ম সংখ্যা

তুমি কে গো?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সে রাঁধিবে কি?—রাঁধিবার তাহার ক্ষমতা নাই।—লবণ দিতে হরিদ্রা দিতেছে,—তেলের কড়াইতে ভুলিয়া জল ঢালিতেছে।—সে অন্যমনস্কা, চঞ্চলা,—ব্যাকুলা—অস্থিরা, তাহার এ কি হইল? সে তো এমন কখনও ছিল না।

কোনরূপে রন্ধন শেষ করিয়া সে নাম মাত্র আহার করিল। আইমাকে খইয়ের মণ্ড দিল; তাহার পর,—গুণেন্দ্রকে পথ্য দিতে হইবে,—সে বাটি হাতে লইল, কিন্তু তাঁহার নিকট যাইতে তাহার পা উঠিল না। তাহার মুখ আকর্ণ আরক্তিম হইয়া মন বিমোহন শোভা ধারণ করিল;—তাহার হৃদয় এতই স্পন্দিত হইতে লাগিল যে, সে প্রাচীর ধরিয়া দাঁড়াইল।

ভিতর হইতে গুণেন্দ্র ডাকিলেন, "সুপ্রিয়া একটু জল দেও।"

বাহিরে পাখী বলিল, "ছি, ছি, তুমি বিদেশী,—বল বন্দে মাতরম্।"

সুপ্রিয়া আজ পাখীকেও আহার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।—সে মনে মনে লজ্জিত হইল,—পথ্যের বাটী দাওয়ায় রাখিয়া সে তাহার আদরের হীরামোনকে আহার দিতে ছুটিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জল নিয়ে।

পিণ্ডিরাম পথ সহজ করিবার জন্য তাহার ক্ষুদ্রা ডিঙ্গা বোটে মারিয়া বাটীর পশ্চাতস্থ ক্ষুদ্র খাড়ি দিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে দিকে জল উচ্চ খাগড়া বনে আবরিত। সুতরাং সেই ঘন উচ্চ খাগড়া বনের পার্শ্ব দিয়া নৌকা গেলে, কেহ তাহা বড় দেখিতে পাইত না। সুপ্রিয়া ও গুণেন্দ্র কেহই খাড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; তাহাই তাহারা পিণ্ডিরামের ক্ষুদ্র ডিঙ্গা দেখিতে পায় নাই;—কিন্তু সে তাহাদের দেখিয়াছিল;—সে গুণেন্দ্রের চুম্বনও দেখিয়াছিল। এ দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখ ভয়াবহ ভাব ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য;—পর মুহূর্ত্তেই সে তাহার ক্ষুদ্র বিকৃত গোল দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া উঠিল,—তাহার পর সবলে বোটে চালাইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

তাহার ন্যায় আর এক ব্যক্তিও খাগড়া বনের ভিতর দিয়া নিঃশব্দে ক্ষুদ্র ডিঙ্গা বাহিয়া সুপ্রিয়াদের বাড়ীর দিকে আসিতেছিল।—সুপ্রিয়া বা গুণেন্দ্র তাহাকেও দেখিতে পায় নাই; কিন্তু সে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছিল। সেও গুণেন্দ্রের চুম্বন দেখিতে পাইয়াছিল; তাহার মুখ এ দৃশ্যে ভয়াবহ পৈশাচিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল;—সে দন্তে দন্ত পেষিত করিল,—প্রবল বেগে তাহার নিশ্বাস বহিল,—সে কিয়ৎক্ষণ খাগড়া বনে ডিঙ্গা লইয়া অপেক্ষা করিল, তাহার পর সুপ্রিয়া ও গুণেন্দ্রের দিকে আসিল না, নিঃশব্দে চোরের ন্যায় ডিঙ্গা লইয়া পিণ্ডিরামের অনুসরণ করিল।

যাহাতে শীঘ্র মাদারিপুরে উপস্থিত হইতে পারে,—সেই জন্য পিণ্ডিরাম পথ ছাড়িয়া বিলের আপথা দিয়া নৌকা চালাইতেছিল। যেখান দিয়া গেলে পথ সংক্ষেপ হয়, সেই দিক দিয়াই যাইতেছিল। সে দিক দিয়া কেহ যায় কি না, তাহা সে একবারও ভাবিয়া দেখিল না, সুপ্রিয়াকে একাকিনী রাখিয়া আসিবার ইচ্ছা তাহার বিন্দুমাত্রও ছিল না;—সেই জন্য যত শীঘ্র সে ফিরিতে পারে, প্রাণপণে সে তাহারই চেষ্টা করিতেছিল।

প্রায় সন্ধ্যা হয়; সেও প্রায় বিলের প্রান্ত সীমায় আসিয়াছে, আর একটু

হয় আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সে পত্র দিয়া ফিরিতে পারিবে ;—সুতরাং সে রাত্রি দশটা এগারটার সময় বাড়ী ফিরিতে পারিবে। পিণ্ডিরাম এইরূপ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে সবলে বো'টে চালাইতেছিল ;—এই সময়ে সহসা তাহার ক্ষুদ্র ডিঙ্গা কিসে সবলে আঘাতিত হইল ;—তাহার বোধ হইল কি যেন ডিঙ্গার নিম্নে আসিয়া অতি বলে ডিঙ্গাকে উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিল ;—সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডিরাম দূরে জলে গিয়া পতিত হইল। সে প্রথম ডুবিয়া গিয়াছিল,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভাসিয়া উঠিয়া অর্দ্ধ মগ্ন ডিঙ্গা ধরিতে হাত বিস্তৃত করিল, কিন্তু এই সময়ে জল নিম্নে কে তাহার পা ধরিয়া তাহাকে সবলে টানিল, সে আবার জল মগ্ন হইল।

ভয় বলিয়া সংসারে যে কিছু আছে, পিণ্ডিরাম তাহা জানিত না,—তাহার দেহে শত কুম্ভীরের বল ছিল, সে বুঝিল কুম্ভীর বা কোন হিংস্র জলজন্তু তাহাকে ধরে নাই ; যে ধরিয়াছে সে মানুষ ! এই ভয়াবহ বিভীষিকার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে লাগিল। সেই বিলগর্ভে, জল নিম্নে, কর্দ্দম মধ্যে, যে ভয়াবহ যুদ্ধ ঘটিল, তাহার বর্ণনা হয় না। কতক্ষণ পিণ্ডিরাম জলনিম্নে অপর ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধ, প্রাণ লইয়া ভয়াবহ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা সে জানে না। তাহার দেহের সমস্ত রক্ত মস্তিকে উঠিয়াছিল,—সে চারিদিকে এক অভূতপুর্ব্ব প্রজ্জলিত অগ্নি দেখিতেছিল, বোধ হয় আর এক মিনিট জল নিম্নে থাকিলে তাহার দম বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিত। এই সময়ে সহসা বিভীষিকা তাহাকে ছাড়িয়া দিল ;—সে নিমিষে ভাসিয়া উঠিল। উপরে ভাসিয়া উঠিয়া আবদ্ধ নিশ্বাস সবলে ত্যাগ করিল।

অপর কেহ হইলে এতক্ষণ জল নিম্নে থাকিলে বাঁচিত না।—আশৈশব পিণ্ডিরাম এই বিলে আসিয়া বিবরের ন্যায় জলজন্তু হইয়া গিয়াছিল। সন্তরণে তাহার সমকক্ষ কেহ এ প্রদেশে ছিল না।

সে নিশ্বাস ফেলিয়া দম লইয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চারিদিকে চাহিল। প্রথমে সে কিছুই দেখিতে পাইল না—ক্রমে তাহার দর্শন শক্তি আসিল, তখন সে দেখিল কোন দিকে কেহ নাই, তাহার ক্ষুদ্র ডিঙ্গা দূরে উপুড় হইয়া ভাসিতেছে। সে তখন সন্তরণ করিয়া ডিঙ্গা ধরিতে চলিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুলিশ।

নৌকা সিধা করিয়া ভাসমান করা পিণ্ডিরামের পক্ষে কষ্ট হইল না। যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল—সে উলঙ্গ। তাহার স্মরণ হইল যে, জল নিম্নে যে দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে তাহার কাপড় কাড়িয়া লইবার, বিশেষতঃ তাহার কোটীস্থ পত্র দুইখানি কাড়িয়া লইবার জন্যই প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছিল—সে কে, তাহাও বুঝিতে পিণ্ডিরামের বিলম্ব হইল না। ক্রোধে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল;—যে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে যদি কখনও পিণ্ডিরামের হস্তে পতিত হয়, তবে তাহার জীবিত থাকিবার কতদূর সম্ভাবনা আছে, তাহা বলা যায় না।

কোন দিকে কেহ নাই;—পিণ্ডিরাম যে পথে আসিতেছিল,—সে পথে কেহ কখনও আসিত না। নিকটে লোকালয়ও নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তৃত বিলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল; সুতরাং কাহারও তাহাকে দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না—পিণ্ডিরাম নৌকায় উঠিয়া বসিল;—কেহ কোথায়ও নাই,—সুতরাং উলঙ্গ বলিয়া তাহার লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

এখন কি করা কর্ত্তব্য, সে অনেকক্ষণ নৌকায় বসিয়া তাহাই ভাবিল! এ উলঙ্গ অবস্থায় কোন লোকালয়ে যাওয়া সম্ভব নহে। চিটি দুইখানাও গিয়াছে, সুতরাং আর মাদারিপুর যাওয়া বৃথা;—গৃহে ফেরাই উচিত। তাহার প্রাণ বলিতে লাগিল যে তাহার অনুপস্থিতিতে সুপ্রিয়ার সমূহ বিপদ ঘটিয়াছে;—সে যে একটু পূর্ব্বে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার জন্য সে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইল না।—সে সুপ্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল—শতবার মনে মনে বলিল, "কেন আসিলাম, তাহার কথা শুনিয়া কেন আসিলাম!"

সে যেরূপ ভীষণ ভাবে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিল; তাহাকে সে অবস্থায় দেখিলে পিশাচ ভিন্ন মানুষ বলিয়া কেহই স্থির করিতে পারিত না। যত শীঘ্র সম্ভব গৃহে উপস্থিত হইবার জন্য পিণ্ডিরাম ডিঙ্গা ফিরাইল। তখন সে

দূর পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোথায়ও বোটে দেখিতে পাইল না। বিনা বোটেয় সে কি রূপে নৌকা বাহিয়া গৃহে উপস্থিত হইবে ? এ উলঙ্গ আস্থায়ই বা বোটের জন্য সে কাহার নিকট যাইবে ?

কিয়ৎক্ষণ পিণ্ডিরাম স্তম্ভিত প্রায় নৌকায় বসিয়া রহিল ; পরে সে উন্মাদের ন্যায় দুই হস্তে জল ঠেলিয়া ডিঙ্গা বাহিয়া চলিল। তাহার বাহুতে অসীম বল ছিল, নৌকা তীর বেগে ছুটিল !

পাছে কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, এই জন্য সে আবার আপথে চলিল, মধ্যে মধ্যে দন্তে দন্ত কড়মড় করিয়া সে অর্দ্ধস্ফুট বিকটস্বরে বলিতেছিল, "সাড়া সন্তোল !"

স্বরূপ মণ্ডলই যে এ কার্য্য করিয়াছে,—তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। স্বরূপ মণ্ডলের উপর পিণ্ডিরামের জাতক্রোধ ছিল। তাহাকে সে যে কেন এতদিন নির্য্যাতন করে নাই, সে জন্য সময় সময় সে বিস্মিত হইত। সেও বোধ হয় কেবল সুপ্রিয়ার জন্য।

হস্তে অসীম বল থাকিলেও দুই হাতে জল ঠেলিয়া নৌকা বাহিয়া যাওয়া সহজ কথা নহে। ক্রমে পিণ্ডিরামের হস্ত অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, স্কন্ধদ্বয় ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল,—কিন্তু তবুও সে এক মুহূর্ত্তের জন্য দুই হস্তে প্রবল বেগে জল ঠেলিতে বিরাম দিল না ; এইরূপে প্রায় উষাকালে সে গৃহের নিকটস্থ হইল। রাত্রি থাকিতে থাকিতে ফিরিতে পারিলে, নিঃশব্দে নিজ গৃহে গিয়া সে কাপড় লইয়া পরিতে পারিবে, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না ; মনে মনে ইহাই ভাবিয়া রাত্রির মধ্যে গৃহে ফিরিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিল।

জ্যোৎস্নায় তখনও চারিদিক বিভাসিত। যত দুর দেখা যায় বিস্তৃত বিল চক্ষের উপর হাসিতেছে। দূর হইতে পিণ্ডিরাম তাহাদের বাড়ী দেখিতে পাইল, তারপর সহসা জল ঠেলা বন্ধ করিয়া বিস্ফারিত নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সে স্পষ্ট দেখিল, বাড়ীর চারিদিকে অনেক লোক ;—অনেক লাল পাগড়ী। তাহাদের বাড়ীতে পুলিশ কি জন্য ?

সুপ্রিয়ার কোন বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া সে জ্ঞান শূন্য হইল ; উন্মাদের ন্যায় দুই হস্তে নৌকা চালাইল। গৃহের নিকটে আসিয়া দেখিল, বাড়ীর চারি দিক পুলিশে ঘেরিয়াছে। তিন চারি খানি পুলিশের নিশান উড্ডীয়মান

নৌকা তীরে বাঁধা রহিয়াছে।—ইনেস্পেক্টার, জমাদার নৌকা হইতে নামিতেছে ?

পুলিশ তাহাকে তখনও দেখিতে পায় নাই ;—ইচ্ছা করিলে সে তখনও খাগড়া বনের ভিতর দিয়া পলাইতে পারিত, কিন্তু সে কিছুমাত্র ইতঃস্তত করিল না। নিজের বিপদের কথা তাহার একবারও মনে হইল না ; সে সবলে জল ঠেলিয়া নৌকা তীরে লইয়া গেল।

"আরে শালা ডাকু হায়।" বলিয়া বিশ পঁচিশ জন কনেষ্টবল তাহার উপর পড়িল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রেফতার।

ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে ব্যাঘ্রে আক্রান্ত হইয়া মহা বলবান ভল্লুক যেরূপ তাহাদের পদাঘাতে নখাঘাতে দূরে দূরে নিক্ষেপ করে, কনেষ্টবলে পরিবেষ্টিত হইয়া পিণ্ডিরামও ঠিক সেইরূপ হস্ত পদ ব্যবহারে দশ-বিশটাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার বিকট অস্পষ্ট শব্দে, তাহার ভয়াবহ গর্জ্জনে, তাহার অসীম বিক্রমে ভীত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য কনেষ্টবলগণ শঙ্কিতভাবে তাহার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু ইনেস্পেক্টর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "পাক্‌ড়াও—পাক্‌ড়াও।"

তখন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কনেষ্টবলগণ পিণ্ডিরামকে আবার আক্রমণ করিল।—একাকী পিণ্ডিরাম এত লোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন ?—তবুও কনেষ্টবলগণকে সে রক্তাক্ত কলেবর, ছিন্ন পাগ্‌ড়ী, ছিন্ন মূর্ত্তি নাস্তানাবুদ করিয়া ফেলিল, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইল ;—কনেষ্টবলগণ তাহাকে সুদৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার হাতে হাতকোড়ি, পায়ে বেড়ি লাগাইল,—ভূমে পড়িয়া পিণ্ডিরাম গর্জ্জিতে লাগিল ; তাহার মুখে ফেনা উঠিল।

গোলমালে গুণেন্দ্র ভূষণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তিনি প্রাচীর ধরিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। সম্মুখে উলঙ্গ পিণ্ডি-

রামকে কনেষ্টবলদিগের মধ্যে ভীষণ ভাবে গর্জ্জিয়া ও লম্ফ ঝম্ফ করিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

পিণ্ডিরামকে বাঁধিয়া কনেষ্টবলগণের দৃষ্টি গুণেন্দ্রের উপর পড়িল ;—তাহারা তাঁহাকে ধরিতে ছুটিল।

গুণেন্দ্র এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে,—ব্যাপার কি ?"

ইনেস্পেক্টার অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় তোমায় ধরিবার জন্য এই লোকটার মত করিতে হইবে না।"

গুণেন্দ্র বলিলেন, "আপনারা কি আমায় ধরিতে আসিয়াছেন ? কেন ? আপনাদের ভুল হইয়াছে ?"

ইনেস্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের বড় একটা ভুল হয় না। মহাশয় ভাঙ্গায় ডাকাতি করিয়াছিলেন, এই মাত্র।"

গুণেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ? আমার নাম গুণেন্দ্র ভূষণ মিত্র, আপনারা আমার জন্যই—"

"সে সকলই অবগত আছি,—এখন হাতে বালা পরা হউক।"

গুণেন্দ্র দেখিলেন আপত্তি করা বৃথা—ইহারা মহা ভ্রমে পতিত হইয়া যে তাঁহাকে ধৃত করিতেছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন, কিন্তু ইহাদের এখন সহস্র কথা বলিলেও ইহারা তাঁহাকে ছাড়িবে না, গোল করিবে ; সম্ভবত নানা রূপে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে পারে। গোল করা বৃথা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আপনারা আমায় অনায়াসে গ্রেফতার করিতে পারেন।"

ইনস্পেক্টর ইঙ্গিত করিবামাত্র একজন জমাদার ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাতে হাতকোড়ি লাগাইল। দুই জন কনেষ্টবল তাঁহার কোমরে সুদৃঢ় রজ্জু বাঁধিয়া, "আরশালা," বলিয়া তাঁহাকে টানিতে টানিতে পিণ্ডিরামের পার্শ্বে লইয়া দাঁড় করাইল।

গোলযোগে সুপ্রিয়া সুপ্তোত্থিত হইয়া আলুলায়িত কেশে, উন্মুক্ত বস্ত্রে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াছিল। সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইয়া বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়াছিল !

একজন জমাদার বলিল, "এই মেয়েটাও তো আসামী ?"

ইনেস্পেক্টর সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, উহার নামে ওয়ারেণ্ট নাই। এই ছোঁড়া ডাকাতি করিয়া কৌশলে এখানে লুকাইয়া ছিল, ইহারা

কর। ঐ বোধ হয় সেই তেঁতুল গাছ,—সন্ধান পাইয়াছি, ঐ গাছের তলায় ডাকাতির মাল পোঁতা আছে। খোঁড়।"

দুইজন কনেষ্টবল নৌকা হইতে কোদাল আনিয়া তেঁতুলতলা খুড়িয়া ফেলিল। দুই হস্ত নিম্ন হইতে তাহারা একটা বাল্‌তি টানিয়া বাহির করিল, বাল্‌তিতে নানা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার?

ইনস্পেক্টর একটী ভদ্র লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "মহাশয়, দেখুন, ইহার ভিতর আপনার কিছু আছে কিনা?

ভদ্র লোকটী বালতি দেখিয়া বলিলেন, "এ সমস্তই আমার?"

ইনেস্পেক্টর গুণেন্দ্রের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া শ্লেষ ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "বাবু—এখন কি বলিতে চাও?—ইহাতে কি ভারত উদ্ধার হইবে?—চল,—আর বাড়ী খানাতল্লাসির দরকার নাই।"

কনেষ্টবলগণ পিণ্ডিরাম ও গুণেন্দ্রকে ধাক্কা দিতে দিতে নৌকায় তুলিল। তাহার পর সকলে উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন দাঁড়ের উপর হইতে হীরামোন বলিল,—"তুমি কে গো? ছি,—ছি, তুমি বিদেশী,—বল বন্দে-মাতরম্।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধার শোক।

সুপ্তোত্থিতা সুপ্রিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহার কিছুই সে বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত ভাবে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিল। পাখীর ডাকে তাহার চৈতন্য হইল;—সে ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিল; তখন পুলিশ পিণ্ডিরাম ও গুণেন্দ্রকে লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল?

কি হইয়াছে,—কি হইল,—সে প্রথমে তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ ব্যাকুল ভাবে দূরবর্ত্তী পুলিশের নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল;—পতাকা উড়াইয়া পুলিসের নৌকা দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে ছিল। ক্রমে সে বুঝিল যে পুলিশ তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহারা

বিকট শব্দ করিতে করিতে কনেষ্টবলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। সে কি করিয়াছে যে, পুলিশ তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল ; সুপ্রিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না !

গুণেন্দ্র যথার্থই ডাকাত ! তিনি যথার্থ খুনী, ডাকাত না হইলে পুলিশ তাঁহাকে এরূপে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে কেন ? তিনি ডাকাত,—তাঁহাকে পুলিশ ধরিতে পারে, কিন্তু তাহারা নিরীহ পিণ্ডিরামকে ধরিয়া লইয়া গেল কেন ?

পিণ্ডিরামের জন্য সুপ্রিয়ার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুলিশের নিকট ছুটিয়া যাইবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাগ্র হইল, কিন্তু পুলিশ বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। সে বালিকা মাত্র, নিরাশ্রয়া, তাহার কেহ নাই ;—সে কাহার নিকট যাইবে,—কে নিরপরাধী পিণ্ডিরামকে পুলিশের হস্ত হইতে খালাস করিয়া আনিবে ? বাল্যকাল হইতে পিণ্ডিরাম তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে ;—সে পিতা, মাতা, প্রাণের ভাই হারাইয়া অনাথিনী হইয়াও পিণ্ডিরামের জন্য আপনাকে নিরাশ্রয়া ভাবিত না—এই শূন্য গৃহে থাকিতে ভয় করিত না। এক্ষণে আর কে তাহাকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে ?—সুপ্রিয়ার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল ; পিণ্ডিরামকে সে নিজের ভাইয়ের ন্যায় ভাল বাসিত, পিণ্ডিরামের বিপদে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল ?

সে হৃদয়কে প্রবোধ দিবার জন্য বলিল, "না, তাহারা ভুল করিয়া পিণ্ডি-রামকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ;—নিশ্চয়ই তাহাকে ছাড়িয়া দিবে ?"

তাহার পর, তাহার নিজের উপর তাহার অতিশয় রাগ হইতে লাগিল, সে মনে মনে বলিল, "কি কুক্ষণে এই দুর্ব্বৃত্ত ডাকাতকে গৃহে আনিয়াছিলাম ? তাহার সঙ্গে সে রাত্রে দেখা না হইলে আমাদের এ বিপদ ঘটিত না।

"ও সু—ও সু—ও অলপ্পের মেয়ে, এ দিকে আয়,—কি হয়েছে ?—বুড়ো মানুষ চল্‌তে পারি নে ;—বাহিরে কিসের গোল ? কোন্ ডেক্‌রারা ভোর রাত্রে যোমের বাড়ী যাবার পথ ভুলে এ দিকে মুর্ত্তে এসেছে !—আ আবেগের পুতেরা ?—"

বৃদ্ধা আইর অনর্গল বাক্য স্রোতে উত্যক্ত হইয়া সুপ্রিয়া অতি বিষণ্ণ অব-সন্ন চিত্তে বাড়ীর ভিতর আসিল। বৃদ্ধা তাহার পদ শব্দ পাইয়া চক্ষু মিটি

সুপ্রিয়া ইতঃস্তত করিতে লাগিল;—সে বৃদ্ধাকে কি বলিবে? প্রকৃত কি ঘটিয়াছে,—তাহা সে নিজেই ভাল অবগত নহে।—নীরব দেখিয়া বৃদ্ধা রাগত হইয়া বিরক্ত স্বরে বলিল, মেয়ের আমার দিন দিন ঢং বাড়ছে।—মুখে কথা নেই কেন লা। কোন আবাগের পুতেরা এসে গোল কচ্চে!

এবার সুপ্রিয়া বলিল "আইমা, পুলিশে পিণ্ডিরামকে ধরে নিয়ে গেল!"

বৃদ্ধা কর্ণ উত্তেজিত করিয়া বলিল, "অ্যাঃ—অ্যাঃ—কি।"

সুপ্রিয়া আবার বলিল, "পিণ্ডিরামকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল!"

"পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেল,—সে কি?"

"তা জানি না!"

"সে কি! ধ'রে নিয়ে গেল! পিণ্ডিরামকে ধরে নিয়ে গেল।"

যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সুপ্রিয়া সকরুণে বৃদ্ধাকে সকল বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল। "ওরে আমার রামযদুরে;—ও বাপ সুষেণ—তুই কোথায় গেলি রে—"

বৃদ্ধার চীৎকার ও পুলিশের গোলমালে নিকটস্থ প্রতিবেশীগণ জাগ্রত হইয়া ছুটিয়া সেইখানে আসিয়া সমবেত হইল।—সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি হয়েছে—ব্যাপার কি?"

সুপ্রিয়া যাহা জানিত বলিল। শুনিয়া সকলই পুলিশের উপর মহা রাগত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ গম্ভীর হইয়া বলিল, "অচেনা লোককে বাড়ীতে যায়গা দিলে এই রকমই হয়!"

সকলেই সুপ্রিয়াকে ভালবাসিত, কেহ কেহ তখনই পুলিশের নৌকার সন্ধানে নিজ নিজ ডিঙ্গি খুলিয়া দিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফুল ফুটিল।

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভট্ট মহাশয়ের প্রস্তাব।

শূন্য কেহ কি কখনও উপলব্ধি করিয়াছেন! বৃক্ষলতা সুশোভিতা,—জনাকীর্ণা পশু পক্ষীতে পূর্ণা, চির-শব্দময়ী পৃথিবীকে সম্পূর্ণ শূন্যা বলিয়া কেহ কি কখনও উপলব্ধি করিয়াছেন। এই বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে আর কিছুই নাই,—বৃক্ষ নাই, লতা নাই, উদ্ভিদ নাই, সরিসৃপ নাই, পশু নাই, পক্ষী নাই, জন মানব, কিছুই নাই;—কেবল একাকী তুমিই কেবল নীল আকাশের নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছ,—যত দুর দৃষ্টি যায়, কেবলই শূন্য,—শূন্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র নাই,—ইহা কি কখনও কেহ উপলব্ধি করিয়াছেন।

প্রাণ, হৃদয়, মন, সকলই শূন্য হইয়া গিয়াছে। প্রাণের উচ্চতম প্রদেশেও কিছু নাই। ইহা কি কেহ কখনও উপলব্ধি করিয়াছেন। আজ ক্ষুদ্রা অভাগিনী অনাথিনী নিরাশ্রয়া সুপ্রিয়ায় ঠিক এই ভাব হইয়াছে। তাহার প্রাণ, মন হৃদয়, সমস্তই শূন্য হইয়া গিয়াছে। তাহার বোধ হইতেছে;—সে একাকিনী এই বিস্তীর্ণা পৃথিবীর জড়-শূন্য, প্রাণী-শূন্য মধ্যে দণ্ডায়-মানা রহিয়াছে। ঘন বিপদের ছায়ায় তাহার কমনীয় বদন আবরিত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার চক্ষের পার্শ্বে কালিমার রেখা পড়িয়াছে। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার গোলাপ বিনিন্দিত সুগোল চিকুরদ্বয় পাংশু বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। এই এক দিনে যেন তাহার দশ বৎসর বয়স বৃদ্ধি পাইয়াছে! তাহার হৃদয় গুরু আঘাতে যেন পেষিত হইয়া গিয়াছে!

প্রতিবেশিনীরা আসিয়া তাহার গৃহ কার্য্য করিয়া দিয়াছে। তাহারা তাহার বৃদ্ধা আইকে. সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে আহারাদি করাইয়াছে।—তাহারা সকলেই সুপ্রিয়াকে নিজ নিজ গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছে;

কিন্তু সুপ্রিয়া তাহাদের কাহারও কথা শুনিতে পাইয়াছে কি না সন্দেহ। নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ নিদ্রিত অবস্থায় গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে সেইরূপ গৃহ মধ্যে ঘুরিতেছিল;—তাহার প্রাণ—মন—হৃদয়,—যেন তাহার দেহ হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

প্রাতে সমস্ত কোটালিপাড় বিলে তাহাদের গৃহে পুলিশের আগমন বার্তা, পিণ্ডিরাম ও অপরিচিত যুবকের ধৃত হইবার সম্বাদ, গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়াছিল, শত শত ব্যক্তি ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহাদের গৃহে আসিয়াছিল,—কিন্তু সুপ্রিয়া কিছুই জানে না;—বৃদ্ধা পুলিশের উৰ্দ্ধতন ও অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষকে সুলোলিত বাক্য ছটায় সমাদৃত করিতেছিল। সুতরাং সকলেই নিজ নিজ কৌতুহল-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারিয়া গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সংবাদ পাইবামাত্র বৃদ্ধ ভট্ট মহাশয় আসিয়াছিলেন। তিনি বিবেচক লোক, যুবকের কথা একেবারেই উত্থাপন না করিয়া বলিলেন, "বৎসে সুপ্রিয়া,—তোমাদের আর একাকী এ গৃহে বসবাস করা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। ব্রাহ্মণী তোমাদের মদীয় গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন—প্রস্তুত হও!"

দুই তিন বার বলিবার পর সুপ্রিয়ার যেন চমক ভাঙ্গিল;—সে কিয়ৎক্ষণ ব্যাকুলিত ভাবে ভট্ট মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার অব্যক্ত প্রাণের কষ্টে বৃদ্ধের দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, তিনি গম্ভীর ভাবে নস্য গ্রহণ করিলেন।

সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আইকে ছেড়ে আমি কোথায়ও যাব না।"

ভট্ট মহাশয় বলিলেন, "তদীয় আই বৃদ্ধাকেও সঙ্গে লইব।"

বৃদ্ধ এই কার্য্য সমাধার জন্য আইর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদ শব্দে বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "আবাগের পুতেরা আবার মর্ত্তে এসেছিস্!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি ভট্ট মহাশয়!"

আই বুড়ী বলিয়া উঠিল। "তোমরা থাক্‌তে আমাদের এমন দশা হলো! ওরে রামযদুরে—

ভট্ট মহাশয় নস্য গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন "শোক করা বৃথা। এক্ষণে তোমাদের এ গৃহে একাকী বাস অকর্ত্তব্য।—ব্রাহ্মণী তোমাদের মদীয় আলয়ে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।"

"স্বরূপ মণ্ডল ও গোবিন্দ গোয়ালা।"

Lakshmibilas Press.

বৃদ্ধা সক্রোধে হস্তোকোত্তলিত করিল ;—সম্মার্জ্জনী সংগ্রহের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিয়া উঠিল "ও অলপ্পেয়ে ডেকরা বুড়ো বামুন, তুই আমায় ভিটে ছেড়ে যেতে বলিস্! রোস্‌তো ঝাঁটা পেটা করি—"

ভট্ট মহাশয় দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। নৌকায় আসিয়া বলিলেন, গোবিন্দ, অদ্য হইতে তোমাকে এই বাড়ীতে প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে,—ইহারা দুইটী অনাথা স্ত্রীলোক, একাকিনী হইয়াছে, পিণ্ডিরাম ধৃত পড়িয়াছে।"

গোবিন্দ গোয়ালা কেবলমাত্র বলিল, "যেমন আজ্ঞা করেন!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দৈববাণী।

সংসারে কিছুই বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না ; সুপ্রিয়াদিগের বাটীর গোলযোগও ক্রমে থামিয়া আসিল। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেল। প্রতিবেশিনীগণও একে একে যে যাহার গৃহে ফিরিল। গালি দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া আইবুড়ী দাওয়ার উপরই ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল অভাগিনী সুপ্রিয়ার শান্তি নাই ; সে ছায়ার ন্যায় শূন্য গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল!

দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ;—চারিদিকে প্রখর রৌদ্রে বিভাসিত —ক্রমে সমস্ত বিলই এক ঘোর নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন হইয়াছে।

কোন দিকে কেহ নাই। সকলই আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের জন্য স্ব স্ব শয্যায় শায়িত হইয়াছে।—কেবল দুই একটা চিল নিম্ন দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বিলের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে। অল্প জলে দুই একটা বক, দীর্ঘ পা সন্তর্পনে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। দূরে অধিক জলে দুই একটা পানকৌড়ি ডুব দিতেছে। কেন জানে না, সুপ্রিয়া অন্য মনস্ক ভাবে তাহাদের বাড়ীর পশ্চাতস্থ তেঁতুল বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া বসিল।

আর এক দিন সে এইরূপ, প্রায় এই সময়ে এই বৃক্ষের নিম্নে বসিয়াছিল। ধীরে ধীরে সে দিনের সকল কথা তাহার একে একে স্মরণ হইতে লাগিল। তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার মুখ ঈষৎ রক্তিমাভ হইল ; সে

তাহার দাদার শোকে,—পিণ্ডিরামের জন্য কষ্টে, তাহার সহস্র দুঃখে, তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, সে কাঁদিয়া ফেলিল। দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া সেই নির্জ্জন বৃক্ষ নিম্নে সে বহুক্ষণ কাঁদিল। না কাঁদিলে হয়তো সে উন্মাদ হইয়া যাইত।

ক্রন্দনে তাহার ক্ষুদ্র দগ্ধ প্রাণে যেন একটু অমৃত সিঞ্চিত হইল। এতক্ষণ তাহার মস্তিষ্ক যেন কুজ্ঝটিকায় আবরিত ছিল, তাহার ভাবিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল ;—সে যেন কি এক ভাবে ঘুরিতেছিল।—এক্ষণে যেন সে সেই অব্যক্ত নিদ্রা হইতে জাগরিতা হইল।—সে চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিল। সেই বৃক্ষতল, সেই সে দিনের সকল কথা প্রাবৃট কালের জল স্রোতের ন্যায় তাহার হৃদয়ে প্রবল বেগে ছুটিল !

সে যুবকের কথা হৃদয় হইতে দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল। তাহার কথা ভুলিয়া যাইবার জন্য হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ;—কিন্তু তাহার মুখ, তাহার কথা,—তাহার এই কয়দিনের সমস্ত বিষয় তাহার হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সে যতই যুবকের কথা মন হইতে দুর করিবার জন্য চেষ্টা পায়, ততই যেন তাহা তাহার হৃদয়ে আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে ;—সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথা ভাবিলে তাহার দগ্ধ ছিন্ন ভিন্ন প্রাণে যেন সুধা সিঞ্চিত হয় !

সে সহসা মনে মনে বলিয়া উঠিল, "না, তিনি ডাকাত নন। অসম্ভব ! তাঁহার ন্যায় লোক কখনও দুর্ব্বৃত্ত হইতে পারে না। তিনি আমায় মিথ্যা কথা বলিবেন কেন। তিনি শিক্ষিত, ভদ্রবংশজাত,—বড়লোকের ছেলে ;—তিনি ডাকাত হইবেন কেন ? পুলিশ ভুলবুঝিয়াছে, তাই তাহারা অন্যায় করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই দেখ না, তাহারা মূর্খ না হইলে কখনও কি পিণ্ডিরামকে ধরিয়া লইয়া যায় ? পিণ্ডিরাম ডাকাত, একথা শুনিলে কে না হাসিবে ?"

কেহ যদি বলিত, "সুপ্রিয়া, তুমি এই যুবককে ভাল বাসিয়াছ ; তাই তাহার দোষ দেখিতে পাইতেছ না ;" তাহা হইলে সুপ্রিয়া তাহার কথা বিশ্বাস করিত না ; বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিত ;—সে এই অপরিচিত যুবককে ভালবাসিবে কেন ? তিনি নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদের বাড়ীতে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে, ইহা কি

যাহাই হউক সে আর তাঁহার কথা ভাবিবে না, এখন পিণ্ডিরামকে কিরূপে খালাস করিয়া আনিবে, তাহার তাহাই ভাবা উচিত ? মনে মনে সহস্রবার একথা বলিলেও মন ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে আবার সেই যুবকের কথা তাহার হৃদয়ে উত্থিত হইতেছে, সে কিছুতেই তাহা দূর করিতে পারিতেছে না।

সে বলিয়া উঠিল, আর তিনি যদি যথার্থই ডাকাতি করিয়া থাকেন,—তাহার পর তাহার মনে যে কথা উদিত হইল, তাহা তাহার ভাবিতেও সাহস হইল না।

কে যেন তাহার প্রাণের ভিতর বজ্রগম্ভীর শব্দে বলিল, "ডাকাতি—দুর্ব্বৃত্ততা এ সকল পাপাচার।—দুর্ব্বৃত্ততায়, পাপাচারে অধর্ম্মে, কবে কোন দেশের উন্নতি সাধন হইয়াছে ? অধর্ম্মে, পাপে দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, কেবল ধর্ম্মেই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইয়া থাকে। মারহাট্টাগণ ভারতসাম্রাজ্য হস্তে পাইয়াও, এই লুণ্ঠন, হত্যা, অত্যাচার, পাপাচার, প্রভৃতি অধর্ম্মের জন্যই তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গোপে ও মণ্ডলে।

সুপ্রিয়া বহুক্ষণ স্তম্ভিত প্রায় বসিয়া রহিল। তাহার নিজের হৃদয়ের কথায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "ঠিক তো। পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, স্বদেশী হউক, আর বিদেশীই হউক, অপরকে কাঁদাইয়া, অপরের রক্তে বা অর্থে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া, সে হস্তে কেহ কখনও জন্মভূমির পূজা করিতে পারে না। মা এমন দুর্ব্বৃত্তের পূজা লইবেন কেন ? দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সে স্বতন্ত্র কার্য্য ;—সে আততায়ীর খুন—ডাকাতের লুণ্ঠন নহে ! যদি এই লোক যথার্থ পরের ধন লুণ্ঠ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তাহাদের স্ত্রী পরিবারের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, যদি আততায়ী হইয়া নরহত্যা করিয়া থাকে,—তবে সে যে উদ্দেশ্যেই ইহা করুক না কেন, সে দুর্ব্বৃত্ত, অস্পর্শীয়, হেয়, ঘৃণ্য,

দাদা গিয়াছেন,—আমি তো আছি,—এই দুর্ব্বৃত্ত উন্মাদদিগকে তাহাদের ভুল বুঝাইয়া দিয়া কি ধর্ম্মপথে মাতৃপূজায় নিযুক্ত করা যায় না! অন্ততঃ আমি এক জনকে সৎপথে আনিব,—এক জনকে মায়ের প্রকৃত পূজায় নিযুক্ত করিব;—

সুপ্রিয়া সহসা তাহার চিন্তাস্রোত প্রতিরোধ করিয়া বলিয়া উঠিল। "আবার তাঁহার কথা ভাবিতেছি!"

এই সময়ে কে তাহার পশ্চাত হইতে ডাকিল, "সুপ্রিয়া!"

সে চমকিতা হইয়া ফিরিল, দেখিল—স্বরূপ মণ্ডল তাহার শ্বেত দন্তপাতি বাহির করিয়া হাসিতেছে!

সেই ফিট ফাট বেশ;—পায় সেই চকচকে বার্ণিশ জুতা;—পরিধান সেই কালাপেড়ে কোঁচান ধুতি; সুগোল কৃষ্ণ দেহের বিস্তৃত স্কন্ধ; সেই স্কন্ধ বেষ্টিত উত্তরীয়!

তাহাকে দেখিয়া সুপ্রিয়ার বিশুষ্ক মুখ মুহূর্ত্তের জন্য আরও বিশুষ্ক হইল। সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহের বস্ত্র অপসারিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার জ্ঞান ছিল না, সে সত্বর বস্ত্র টানিয়া অঙ্গ আবরিত করিল।

স্বরূপ মণ্ডল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার সে বঁধুটী আজ কোথায়?"

ক্রোধে সুপ্রিয়ার মুখ লাল হইয়া গেল,—সে কোন কথা না কহিয়া মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় ধীর পদবিক্ষেপে গৃহের দিকে চলিল। স্বরূপ মণ্ডল তাহার গতিরোধ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "বিদেশী বঁধুর চেয়ে কি স্বদেশী বঁধু ভাল নয়?"

ক্ষিপ্তা সিংহিনীর ন্যায় মস্তকোত্তলিত করিয়া অতি গম্ভীর ভাবে সুপ্রিয়া বলিল, "পথ ছাড়িয়া দেও।"

স্বরূপ মণ্ডল হাসিল, বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে,—না শুন্‌লে তোমায় আজ ছাড়চি নে?"

সুপ্রিয়া একবার চারিদিকে চাহিল, কোন দিকে কেহ নাই। সে নিরাশ্রয়া, অসহায়া, এই প্রবল প্রতাপ দুর্ব্বৃত্ত অনায়াসে তাহার উপর অত্যাচার করিতে পারে;—তাহার প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহ যদি তাহাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলেও তাহাদের কেহই সাহস করিয়া

না। সমস্ত কোটালিপাড় বিলে স্বরূপ মণ্ডলকে ভয় করে না, এমন লোক কেহ ছিল না।

সুপ্রিয়া বলিল, "কি বলিতে চাও বল।" স্বরূপ মণ্ডল হাসিতে হাসিতে বলিল, "এইতো লক্ষ্মী মেয়েটীর মত কথা! এস এই গাছ তলায় বসি।"

সুপ্রিয়া ভ্রূকুটি করিল, বলিল, "কি বলিতে চাও,—শীঘ্র বল, আমি আইমার কাছে যাইব।"

স্বরূপ মণ্ডল ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "তা বস্‌বে কেন? সেই শালা ডাকাতের সঙ্গে বসে,—"

সুপ্রিয়া মস্তকোত্তোলিত করিয়া বলিল, "স্বরূপ মণ্ডল,—পরের কথা আমি শুনিতে চাহি না,—তোমার কি বলিবার আছে বল,—না হইলে পথ ছাড়িয়া দেও—"

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, ভাল, "নিজের কথাই বলি। অনেকবার বলেছি, এখন আবার বল্‌ছি। আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় বে কর্ব্বো, ভালয় ভালয় রাজি হও ভালই, না হয়, জোর করে তোমায় বে কর্ব্বো! শুন্‌লে;—তোমায় কেহই রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে না।"

সুপ্রিয়া বলিল, "ইংরাজ রাজত্বে কি দুর্ব্বৃত্ততার দণ্ড নাই।"

স্বরূপ মণ্ডল উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, "তোমার স্বদেশী বঁধুরা অনেক কাল ইংরাজ রাজত্ব ঘুরিয়ে দিয়েছে;—আর কি চাও?"

রাগে সুপ্রিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল, তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গিয়াছিল। সে কথা কহিতে পারিল না।

স্বরূপ মণ্ডল অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে কে পশ্চাৎ হইতে তাহার গলা ধরিয়া সবলে তাহার মুখ ফিরাইয়া লইল, বলিল, "মণ্ডল মশাই, এদিকে আস্‌তে আজ্ঞা করেন।"

সে গোবিন্দ গয়লা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিহিত লাঠি।

কেহ কখনও কি দুই ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রকে পরস্পরে আক্রমণের জন্য সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছেন? ঠিক সেইরূপ—মুহূর্ত্তের জন্য দুই মহা বলবান ব্যক্তি সম্মুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। উভয়েরই চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। এই অবসরে সুপ্রিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

মুহূর্ত্তের জন্য স্বরূপ মণ্ডল ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে আত্মসংযম করিয়া হাসিয়া বলিল, "গোবিন্দ না?—তুমি না ভট্টমহাশয়ের বাড়ী কাজ কর্ত্তে?"

যত শীঘ্র স্বরূপ মণ্ডল আত্মসংযম করিল, গোবিন্দ গো'য়ালার তত শীঘ্র আত্মসংযম করিবার ক্ষমতা ছিল না। সে কিয়ৎক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিল না। নীরবে রোষকসাইত লোচনে স্বরূপ মণ্ডলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, "ক'দিন আমি তোমায়ই খুঁজছিলাম। আমার একজন ভাল তসিলদারের দরকার হয়েছে। তাকে লেখা পড়ার কাজ কিছুই কর্ত্তে হবে না, পেয়াদা বেটারা খাজনা আদায় ঠিক কর্ত্তে যায় কিনা তাই তাকে কেবল দেখতে হবে, তোমার মত একজন বিশ্বাসী লোক পেলে রাখি, কি বল গোবিন্দ ভায়া?"

একেবারে তালুকদারের তহশিলদার।—গোবিন্দ বিস্মিত ভাবে মণ্ডলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—স্বরূপ বলিল, "যদি রাজি হও, দরমাহা পাঁচ টাকা করে পাবে;—কেমন—কি বল?"

এবার গোবিন্দ কথা কহিল, বলিল "ভট্ট মশাইকে না বলে কিছুই ক'রতে পারি না, তাঁর নুন খেয়ে মানুষ হয়েছি।"

"তুমি যদি রাজি থাক তো আমিই ভট্টমশাইকে বল্‌তে পারি।—তিনি তোমার যাতে ভাল হবে তাতে না বল্‌বেন না।—এখন এখানে তুমি কি মনে করে?"

"ভট্ট মশাই আমায় এখানে রেখে দিয়েছেন। সিঙ্গিরামকে পলিশে

"শালা বদমাইস বামন যে ডাকাতের দলে ছিল, কে জান্‌তো ? তা হলে তুমি এখন এদের কাজ কর্ম্ম কর্ব্বে।"

"হাঁ, ভট্ট মশাই এ রকম আজ্ঞা করেছেন।"

"ভাল, ভাল। এরা বড় নাচারে পড়েছে। এদের যদি কিছু উপকার কর্ত্তে পারি বলে এসেছিলাম। আমার কাজকর্ম্মে দুপয়সা আছে, গোবিন্দ ভায়া তা তুমি জান ?"

"তা জানি।"

"তা হলে রাজি হলে ?"

"ভট্ট মশাইকে কয়ে তার, পর তোমায় বল্‌ব।"

"তা হলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।"

"তা কর্‌বো ?"

নিকটে নৌকা বাঁধা ছিল, স্বরূপ মণ্ডল, নৌকায় উঠিয়া প্রস্থান করিল। গোবিন্দ অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নৌকা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে বলিল, "সম্বুদ্ধি চাঁড়াল একটা কিছু নষ্টামির চেষ্টায় আছে— আমি গোবিন্দ গোয়ালা, আমায় কিনা বলে তশিলদার হও,— দেখচি এই মেয়েটার উপর চোক দিয়েছে। সম্বুদ্ধির আস্পর্দ্ধা খান৷ দেখ ? গোবিন্দ এখানে থাক্‌তে তা হচ্চে না।"

গোবিন্দের তখন হাতে কোন কাজ ছিল না, সে একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গায় উঠিল, তাহার পর ডিঙ্গা বাহিয়া চলিয়া গেল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোটালিপাড় গ্রাম বহু বিস্তৃত—এই বিস্তৃত বিলের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বিপের উপর অবস্থিত। আমরা দেখিয়াছি, ভট্ট মহাশয় বিলের এক প্রান্তে বাস করিতেন। স্বরূপ মণ্ডল অপর প্রান্তে বাস করিত, উভয়ের গৃহ প্রায় নৌকা পথে দুই ক্রোশ ব্যবধান। মধ্যে সুপ্রিয়া দিগের গৃহ,—তাহাদের বাড়ীর নিকটে দুই দশ ঘর লোকের বাস, ইহারা সকলেই জাতিতে ধীবর। নিকটে কোন কায়স্থ ব্রাহ্মণের বাস ছিল না।— ভট্টমহাশয় যথায় বাস করিতেন সেই খানেই বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। রামযদু বাবুর পিতার এই দিকে বহু ধান্যের জমি ছিল বলিয়াই তিনি এই ধীবর দিগের মধ্যে আসিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ ডিঙ্গা লইয়া এই ধীবরদিগের প্রত্যেকের সহিত একে একে সাক্ষাত করিল। মৃদুস্বরে কাণে কাণে তাহাদের সকলকে কি বলিল,—

সকলেরই ক্রোধে মুখ লাল হইয়া উঠিল। একজন বলিল ইহার বিহিত হওয়া উচিত।

আর একজন বলিল, "বিহিত—লাঠি!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুখের বিষয়।

স্বরূপ মণ্ডল অতি চিন্তিত ভাবে নৌকা বাহিয়া চলিতেছিল;—সে কি ভাবিতে ছিল, তাহা সে ভিন্ন অপরের জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা যে কেবল লাঠির জোরেই এ প্রদেশের তালুকদার হইয়াছে, তাহা সকলেই জানে;—তবে সে অনেক দিনের কথা। তাহার পিতামহ হারু মণ্ডল যে কত ডাকাতি খুন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না;—সেই এ সম্পত্তি করিয়াছিল, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবাই মণ্ডল জেল হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই খ্রীষ্টান হইয়া পড়ে। তাহার একমাত্র পুত্র স্বরূপ মণ্ডল। বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে মাদারিপুর অঞ্চলের বহুসংখ্যক নমশুদ্র খৃষ্টান হইয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে মথুর বাবু তাহাদের পাদরি ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বরূপের ভার লইয়া তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। তাহাকে বহু ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন, অনেক বাইবেলের কথা শুনাইয়াছেন, কিন্তু রক্তের দোষ দূর হইবার নহে; হারু মণ্ডল মূর্খ নিরক্ষর ডাকাত ছিল,—স্বরূপ শিক্ষিত সুসভ্য ডাকাত হইয়াছে। তাহাই তাহাকে ডাকাত খুনী দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া কেহ জানে না। পাদরি মথুর বাবু তাহাকে অতি ধর্ম্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান বলিয়া জানেন। সরল পাদরি পাইয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া তাঁহারই সাহায্যে স্বরূপ মণ্ডল গোপনে গোপনে কত যে দুর্ব্বৃত্ততা করিতেছে, তাহার তিনি কিছুই জানেন না, কখনও তাহার উপর তিনি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন নাই!

তাঁহারই জন্য স্বরূপ মণ্ডল রাজপুরুষ দিগের উপর বিশেষ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছে। ক্রমে সে পুলিশের দক্ষিণ হস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এ প্রদেশে যে সকল ডাকাতি হইয়াছে, তাহা স্বদেশী ভাবাপন্ন শিক্ষিত যুবকগণ করিতেছে, রাজপুরুষদিগের এই ধারণা, স্বরূপ মণ্ডল নানাপ্রকার বুদ্ধি করিয়া

তাঁহাদিগের নিকট সম্মানিত, ও তাহাদের ধরাইয়া দিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছে দেখাইয়া, সে পুলিশের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সমস্ত কোটালিপাড় বিলে তাহার একাধিপত্য জন্মিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে কেহ সাহস করিত না, নীরবে তাহার অত্যাচার সহ্য করিতেছিল।

কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে।—ক্রমে সহ্য করিয়া করিয়া লোকে সহ্যশক্তির শেষ সীমায় আসিয়াছিল। সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই দাহ্যমান কাষ্ঠস্তূপে পতিত হইলে যে প্রজ্বলিত হইত, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রাজপুরুষগণ বা বাহিরের লোকের কেহ কোটালি পাড় বিলে কি হইতেছে না হইতেছে তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহারা জানিতেন স্বরূপ মণ্ডলের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে ভাল লোক সে প্রদেশে আর কেহই নাই।

স্বরূপ মণ্ডল এক স্থানে আসিয়া একখানা বৃহৎ নৌকার পার্শ্বে তাহার নৌকা লাগাইল ;—অমনই তিন চারি জন লোক নৌকার ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। মণ্ডল বলিল, "পিণ্ডে শালার যায়গায় গোবিন্দ গোয়ালা বেটা সেখানে এসেছে ;—একে সরান দরকার, তোমরা আজ রাত্রে দোমোহনার মুখে থেকো ; তার পর যা কর্ব্বার আমি এসে কর্ব্বো !"

বিলের ধারে ক্ষুদ্র গির্জ্জা, তাহার পার্শ্বে একখানি সুন্দর বাঙ্গালা। বৃদ্ধ পাদরি মথুর বাবু এই বাঙ্গালায় বাস করিতেন। স্বরূপ মণ্ডল বাঙ্গালার ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া মথুর বাবুর সহিত সাক্ষাত করিতে চলিল।

বৃদ্ধ পাদরি একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, স্বরূপকে দেখিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এস বাপ, বসো।"

তিনি পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিলেন, মণ্ডল চেয়ারে না বসিয়া মথুর বাবুর পদ নিম্নে ভূমে উপবিষ্ট হইল,—তাহার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সেই মেয়েটীর জন্য এসেছি ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, কোন মেয়েটী ?

"সেই আপনাকে যাঁহার কথা বলিয়াছিলাম, রাঘযদু বাবুর কন্যা।—তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিতা বালিকা এ অঞ্চলে আর নাই।"

হাঁ জানি, তাহার ভ্রাতা সুযেণ কুমার তাহাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন।"

বাইবেল পাঠ করিতে দিয়াছিলাম, মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিয়াছি, এক্ষণে তিনি ব্যাপটাইজ হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, বলিতেছেন, তাঁহার ভ্রাতার শোক ভুলিবার আর অন্য উপায় তাঁহার নাই। শান্তির আলোক, মুক্তির জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন!"

"বয়স অল্প—অভিভাবক—" স্বরূপ মণ্ডল তাঁহার কথায় প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "এখন তাঁহার অভিভাবক কেহ নাই, তিনি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মতা হইয়াছেন, সুতরাং বিবাহের পর আমিই তাঁহার অভিভাবক হইব।

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ!—তোমার মত শিক্ষিত লোকের বিবাহের উপযুক্তা বালিকা এ প্রদেশে আর নাই। আমি জানি এই বালিকা অতি সুশিক্ষিতা, তাহার যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি যে তোমার উপযুক্ত স্ত্রী পাইয়াছ, ইহাতে আমি আরও প্রীত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুঃখের বিষয়।

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, "এ দেশে পূর্ব্বে আর কখনও ভদ্র-গৃহের—ব্রাহ্মণ কায়স্থের মেয়ে খ্রীষ্টান হয় নাই,—সুতরাং ইহার খ্রীষ্টান হওয়ায় একটা গোল উঠিবে।"

পাদরি বলিলেন, নিশ্চয়ই। "ভাল কাজ মাত্রেই প্রতিবন্ধকতা আছে। স্বর্গের কার্য্যে,—ভগবান জিশুর কার্য্যে,—পাপমতী শয়তান সর্ব্বদাই প্রতিবন্ধক দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু স্বর্গরাজ্যের জয় প্রতিরোধ করে কে?"

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, "এই স্বদেশী হাঙ্গামার সময়ে ইহাতে আরও গোল হইবার সম্ভাবনা। কোন রূপে এ কথা লোকে জানিতে পারিলে, ইঁহাকে কিছুতেই স্বর্গরাজ্যে আসিতে দিবে না। হয় তো তাঁহাকে কোন দূরদেশে লুকাইয়া রাখিবে, এমন কি ইহাঁর প্রাণের হানিও করিতে পারে।

মথুর বাবু চিন্তিত হইলেন, কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন ;—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আইনানুসারে এই বালিকা এখনও না-বালিকা।—তবে সে বয়স্থা হইয়াছে, সে সুশিক্ষিতা, তাহার অভিভাবক কেহ জীবিত নাই, এ অবস্থায় যদি সে স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য ব্যাকুলা হয়,—তবে তাহাকে এ শুভ মঙ্গল কার্য্যে যাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক দিতে না পারে, তাহা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখিব। যাহাতে কেহ কোন গোল করিতে না পারে, তিনি সেরূপ পুলিসের বন্দোবস্ত করিবেন।"

স্বরূপ বলিল। "একটা পুলিশ হাঙ্গামা হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। বিবাহের সময় একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়াটা ভাল দেখায় না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "নিশ্চয়ই। এই বালিকা এক্ষণে সম্পূর্ণ একাকিনী বাড়ী রহিয়াছে। তাহার ন্যায় বয়স্থা বালিকার এরূপ ভাবে বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাকে আমার বাড়ীতে আসিতে বলিতেছ না কেন! সে স্ব-ইচ্ছায় এখানে আসিবে, কেহই তাহাকে কোন রূপে বিরক্ত করিতে পারিবে না। যথা সময়ে তোমাদের উভয়ের শুভ বিবাহ সম্পাদিত হইতে পারিবে!"

"সে নিজেই আসিবে বলিয়াছে, কিন্তু ছেলে মানুষ বইতো নয়! বলে একেবারে হঠাৎ খ্রীষ্টান হইলে লোকে কি বলিবে, ভাবিবে আমার সঙ্গে তাহার প্রণয় জন্মিয়াছে, তাহারই জন্য সে খ্রীষ্টান হইতেছে। ইহাতে তাহার বড় লজ্জা করে,—তাহাই সে প্রথম বাহ্যিক একটু দেখাইতে চায় যে তাহার খ্রীষ্টান হইবার ইচ্ছা নাই, আমারও তাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই——"

"এ যুক্তি-সঙ্গত কার্য্য নহে।"

"অনেক সময়ে ছেলে মানুষের ছেলে মানুষি না শুনিলে চলে না;—ইহার যাহাতে স্বর্গরাজ্য লাভ হয়, আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য।"

পাদরি মথুর বাবু মণ্ডলের এ কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "ইহাদের বাড়ী হইতেই পুলিশ ডাকাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, "হাঁ,—ইহারা তাহার কিছুই জানিত না। লোকটা ইহার ভাইয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িত; এখানে লুকাইয়া থাকিলে কেহই

ভান করিয়া পড়িয়াছিল ; সুপ্রিয়া ইহার কিছুই জানিত না। আমি ইহার সন্ধান পাইয়া পুলিশে খবর দিয়াছিলাম। চোরাই মালও লোকটা একটা তেঁতুল গাছের নিচেয় পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও পাওয়া গিয়াছে। এখন জানা যাইতেছে সুপ্রিয়ার ভাইও ডাকাতের দলে ছিল, আর তাহার কদাকার বামন চাকরটা তাহাদের এই ডাকাতির সাহায্য করিত।"

মথুর বাবু বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন। "সুশিক্ষিত ভদ্রবংশজ যুবকগণের এরূপ মতিভ্রম, বিকৃত মস্তিষ্ক হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়।"

স্বরূপ মণ্ডল বলিল। "আমি থাকিতে এ দেশে ইহাদের স্থান হইতেছে না।"

পাদরি বলিলেন, "দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই এ কাজ করা উচিত। ইহাদের দ্বারা দেশের সমূহ অনিষ্ট ঘটিতেছে।"

মণ্ডল বলিল, "ইহারা পাগল নহে। বদমাইশ! দেশের দোহাই দিয়া ভদ্র ডাকাত হইয়া নিজের নিজের পেট পুরিতেছে।"

মথুর বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দুঃখের বিষয়, অতীব দুঃখের বিষয়!"

ক্রমশঃ

সেবার অধিকার।

১

মন্মথ বাবু আহারে বসিয়াছেন,—তাঁহার আফিসের সময় হইয়াছে। ছোট ছোট দুই তিনটি ছেলে মেয়ে,কেহ কোলে কেহ তাঁহার সঙ্গে বসিয়াছে। ইহারা রোজই এইরূপ বসিত ;—আফিসের তাড়াতাড়ির মধ্যে মন্মথ বাবুকে অনেক বিরক্ত করিত ; অনেক দেরী করাইত। কিন্তু মন্মথ বাবু কখনও ইহাতে বিরক্ত হইতেন না। তিনি জানিতেন ছেলে মেয়েরা তাঁর সঙ্গে খাইবেই, গোলমাল করিবেই,—দেরী করাইবেই—তিনি তাঁর জন্য প্রস্তুত হইয়া একটু বেশী সময় থাকিতেই আহারে বসিতেন।

ধীরে সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া চৌকাঠটি ধরিয়া দাঁড়াইল। লাবণ্য শয্যা হইতে কখনও ওঠে না। পাচক রাঁধিয়া আনিয়া দেয়,—ঝি কি চাকর একজন নিকটে আদেশ অপেক্ষায় থাকে, অন্যথা মন্মথ বাবু একাই ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া আহার করিয়া যান। আজ লাবণ্যের মনে কি হইল। নিতান্ত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও উঠিয়া আসিয়া সে স্বামীর আহার দেখিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ওরে, মা—মা এসেছে! কি মজা! কি মজা!" এই বলিয়া কাছে বসা ছেলেটি চেঁচাইয়া লাফাইয়া উঠিল। মন্মথ বাবু চাহিয়া দেখিলেন,—সর্ব্বনাশ! লাবণ্য শয্যা ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! এমন দুর্ব্বল শরীর,—ক্লান্তিতে যদি মূর্চ্ছা যায়; যদি সহসা হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইয়া মারাই যায়! কি সর্ব্বনাশ? এমন পাগ্‌লামোও করে? মন্মথ বাবু বলিলেন, "একি? কি সর্ব্বনাশ? তুমি উঠে এসেছ?" যাও—যাও—শোও গিয়ে। উঠ্‌লে কেন?"

লাবণ্যের শীর্ণ মুখে অতি মধুর একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "উঠেছি তা কি হয়েছে? ভয় নেই। কিছু হবে না?"

মন্মথ বাবু ব্যস্ত ভাবে আবার কহিলেন, "না না, দোহাই তোমার—শোও গিয়ে? দুর্ব্বল শরীর—প'ড়ে মূর্চ্ছা যাবে। আমি ত বেশ খাচ্চি,—কেন মিছে তুমি উঠে এলে।—যাও—যাও—শোও গিয়ে। আমি স্বস্তি পাচ্চি না।"

লাবণ্য মাটিতে বসিল। বসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তা এই বস্‌লুম। 'তোমার ভয় নেই, তুমি খাও। আমি একটু দেখি। কখনও ত দেখিনা, আজ কেমন ইচ্ছে হ'ল,—তাই—এলুম।"

"কি সর্ব্বনাশ! আবার ঐ নীচেয় ব'স্‌লে। ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে। জ্বর আবার বেশী হবে।"

"কেন তুমি অমন ক'চ্চো? কিছু হবে না আমার। আমি আজ বেশ বল পাচ্চি। এই কতক্ষণ এসেছি। কই, ঘুরে ত পড়িনি। তুমি অত ব্যস্ত হ'য়ো না, খাও, আমি দেখি।"

"আচ্ছা, তবে একটা চেয়ার এনে দিক্।—ওরে—যা ঝাঁ ক'রে ও ঘর থেকে ইজি চেয়ারখানা নিয়ে আয় ত?"

ভৃত্য একটা ইজি চেয়ার আনিয়া পাতিয়া দিল। লাবণ্য উঠিয়া তাহাতে বসিল। মন্মথ বাবুর সুন্দর মুখখানি ভরিয়া একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল। তিনি লাবণ্যের মুখের দিকে চাহিয়া বড় মধুর একটু হাসি হাসিলেন। সহস্র

কথায় প্রাণের যে আনন্দ ব্যক্ত হয় না, ঐ একটুখানি হাসিতে তাহা ব্যক্ত হইল। লাবণ্য প্রাণের সে কথা বুঝিল। উত্তরে সেও ঠিক তেমনই একটু মধুর হাসিল। সহসা হাসির মধ্যে মুখে একটু ম্লানতার ছায়া পড়িল,— লাবণ্য একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মন্মথ বাবু ব্যস্তভাবে কহিলেন "একি নিশ্বাস ছাড়্‌লে যে—লাবু?"

লাবণ্য আবার একটু হাসিয়া কহিল "না ও কিছু না, রান্না কেমন হ'য়েছে?"

"বেশ হ'য়েছে।"

"ছাই হ'য়েছে, বামুন কখনও ভাল রাঁধে? তা'তে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার কেউ নেই।"

"না লাবু, আজকের রান্না বেশ হ'য়েছে। বেশ খাচ্চি আজ?"

"ও ত ব'ল্‌ছ, আমাকে ভুলাবার জন্যে।—এক দিন তোমাকে একটু রেঁধে দিলুম না,—এক দিন নিজে দেখে শুনে রাঁধলুমও না,—তৃপ্তিতে দুটি ভাতও একদিন খেলে না,—বৃথাই এ জীবন কাটালুম।"

মন্মথ বাবু হাত তুলিয়া, বড় ব্যথিত কাতর দৃষ্টিতে লাবণ্যর দিকে চাহিয়া কহিলেন "লাবু—ছি! কেন ওসব কথা ব'লে আমাকে কষ্ট দিবে। তুমি যে ব্যামোতেই ভুগ্‌ছো,—রাঁধ্‌বে কি ক'রে? বামুন ত বেশ রাঁধে,— আমিত বেশ খাচ্চি। তুমি সেরে ওঠ,—তখন না হয় রেঁধে দিও।"

লাবণ্য আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।—সে বুঝিয়াছিল,—এ জীবনে আর তাহা হইবে না। যখন দিন ছিল,—করে নাই। আজ আর দিন নাই,—দিন আর আসিবেও না। আকাঙ্ক্ষা যখন পূর্ণ হইতে পারিত,— তখন এরূপ কোন আকাঙ্ক্ষা হয় নাই—এ জীবনে আর পূর্ণ হইবে না,— প্রাণ ভরিয়া লাবণ্যের এখন স্বামী সেবার আকাঙ্ক্ষা উঠিতেছিল। লাবণ্য ও কথা আর তুলিল না। একটু ম্লান মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল "তুমি খাও, আমার পাগ্‌লা মন,—যা আসে তাই বলি। আমি সেরে উঠেই তোমায় রেঁধে দেব। শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বো, নয়? তখন কিন্তু রোজ রাঁধবো,— জান্‌লে? বামুন তুলে দেব। একাই সব রাঁধ্‌ব,—কেমন?"

মন্মথ হাসিয়া উঠিলেন, "সত্যই লাবু, তুমি বড় পাগল। এত বড় হ'লে,—এতগুলি ছেলে পিলের মা হ'লে,—তবু ছেলেমানুষি, পাগলামি

"তোমরা বুড়ো হ'তে দিলে না? তোমাদের ঘরে আমি যে ওই খুকীর চাইতেও খুকী।"

"তা এমন খুকী হ'য়ে জীবন কাটাতে পাল্লে,—এমন মন্দই বা কি?"

"ভাল হ'ক্ মন্দ হ'ক,—এইটে দেখ্‌তে পাচ্ছি,—জীবন ভ'রে কেবল নিলুমই, দিলুমনা কহাকে কিছু?"

"বেশ ত, এ জীবনটা পাওনা নিতেই তবে এসেছ।"

"না দেনাই ক'চ্চি, শুধ্‌তে আবার আস্‌তে হবে?"

"সেটা তখন সময় মত বোঝা পড়া হবে। এখন সে ভাবনার দরকার কি? বেশ হ'য়ে গেল। আফিসের তাড়ার মধ্যে আর এ সব তত্ত্বের আলোচনায় কাজ নেই।"

মন্মথবাবু তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া উঠিলেন শয্যাগৃহে ভৃত্য পান তামাক রাখিয়া গেল। লাবণ্য উঠিয়া গিয়া আবার শুইল। মন্মথ বাবু আজ অতি প্রফুল্ল মুখে পান তামাক খাইয়া আফিসের কাপড় চোপড় পরিলেন। যাইবার সময় লাবণ্যর কাছে গিয়া তার শীর্ণ মুখে ও মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "ও সব ছাই পাশ কথা ভেবে দিন ভ'রে মন খারাপ ক'রে থেকনা লাবু! যার দেবার জন আছে, সেই নেয়। দিতে চাও. সেরে ওঠ,—দেবার ঢের সময় পাবে। এখন ওসব ভাবনা কেন? ফিরে এসে আবার যেন এম্‌নি হাসি মুখ দেখতে পাই,—যেন জ্বর আসেনা,—তখন সেই ঢের দেওয়া হবে। তার বেশী কিছু চাইনা।"

মন্মথবাবু চলিয়া গেলেন। লাবণ্য চোখের জলে বালিশ ভিজাইল।

২

লাবণ্য সম্পন্ন পিতামাতার আদরের কন্যা, সম্পন্ন শ্বশুর শাশুড়ীর আদরের বধূ, সম্পন্ন পদস্থ, সহৃদয় এবং যার পর নাই কোমল করুণ-চিত্ত স্নেহময়প্রাণ স্বামীর বড় আদরের স্ত্রী। লাবণ্য কখনও কোন দুঃখের বাতাস পায় নাই, নিজের ইচ্ছায় বাধা কাহাকে বলে, কখনও জানে না, যা ভাল লাগিয়াছে, তাই করিয়াছে, কেহ কখনও তাহাতে বাদী হয় নাই। সকলে তারই যত্ন করিয়াছে, তাকে কখনও কাহারও যত্ন করিতে হয় নাই। সকলে বরাবর তারই মন চাহিয়াছে,—তাকে কখনও কাহারও মন চাহিতে হয় নাই,

কারও জন্য কিছু করিতে হয় নাই। চিরদিন সে প্রাণের সহিত সেবা কখনও কাহারও করে নাই। সকলে তাহারই ইচ্ছা, তাহারই আবদার পালন করিয়াছে, তাহাকে কাহারও ইচ্ছা বা আবদার পালন করিতে হয় নাই। এরূপ অবস্থা অনেকেই পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক আপাত দৃষ্টিতে ইহা সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইলেও এক হিসাবে ইহার মত দুর্ভাগ্যও আর কিছু হইতে পারে না। দুঃখ, বাসনার বাধা ও সেই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম, অন্যের মন চাওয়া, সুখ চাওয়া, অন্যের সেবা করা, অন্যের ইচ্ছা ও আদেশ পালন করা,—এ সব মানব জীবনের প্রধান শিক্ষা। এ সব শিক্ষা যাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, সে সহজে আপনাকে ভুলিতে পারে না, অন্যের জন্য আপনার সুখ, আপনার আরাম বিরাম রোধ করিয়া রাখিতে পারে না, ভাল বাসিয়াও ভাল বাসার জনের সেবা করিতে শেখে না, প্রেমে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে না,—অন্যের সুখে আপনাকে বলি দিতে পারে না—স্বার্থপরতা সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে। সে চায়—সকলে তাহারই সুখের আয়োজন করুক,—তাহার যেন কাহারও জন্য কিছু করিবার নাই। সে ভাবে সকলে কেবল তাহারই জন্য,—সে কাহারও জন্য নয়। সকলে তাহারই মন যোগাইবে, তাহাকে কাহারও মন যোগাইতে হইবে না। আর কে কি ভাবে, কে কি চায়, কিসে কে সুখী হয়, তাহা তাহার চিন্তার অতীত;—এ সব সম্বন্ধে যেন জীবনে তার কোন কর্ত্তব্য নাই।

লাবণ্যর ঠিক তাই হইয়াছিল, স্বভাবতঃ তাহার প্রকৃতি সরল, মন উদার, চিত্ত কোমল ও স্নেহপূর্ণ ছিল। স্বাভাবিক যে একটা অতি বিশ্রী ঘৃণার্হ স্বার্থপরতা, বিরক্তিকর রূক্ষতা, নীচ সঙ্কীর্ণতা অনেকের প্রকৃতিতে দেখা যায়—লাবণ্যের তাহা ছিল না। কিন্তু তার স্বাভাবিক সদগুণগুলির পরিপোষণের সুযোগ তার কখনও ঘটে নাই। বরং সকলের অতি আদরে, অতি যত্নে, অবিরত তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানের চেষ্টায় তাহাকে যার পর নাই আত্মপরায়ণ করিয়া তোলে। অন্যের সেবা করিয়া অন্যকে সুখী করিয়া মানুষ সাধারণতঃ প্রাণে যে গভীর একটা তৃপ্তি অনুভব করে,—অন্যের সেবায় ও যত্নে দৈহিক আরাম সে যতই অনুভব করুক, প্রাণে সে তৃপ্তি সে কখনও পায় না,—যাহাতে মনে হয়, “আহা এ জীবন আমার সার্থক হইল,—আর আকাঙ্ক্ষার আমার কিছু নাই।” বরং অতৃপ্ত প্রাণ আরও সেবা

বরং ক্রমে বাড়িতে থাকে। শেষে এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়ায়, যে যতই করুক,—কিছুতেই মনের তুষ্টি হয় না, মনে হয় সকলের যাহা করা উচিত, কেহই তাহা করিতেছে না। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ক্লিষ্ট ও রুক্ষপ্রাণে, কেবল মনে হয় কেহ আমার মুখ চাহিল না, কেহ আমার সুখ বুঝিল না, মুখেও সর্ব্বদা এইরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া এই সব লোক, নিকটের সকলকেই যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত ও অপ্রতিভ করিয়া তোলে। লাবণ্যেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। স্বভাবে তার স্বার্থপরতা ছিল না,—কিন্তু অবস্থায় তাকে দারুণ স্বার্থপর করিয়া তুলিল। প্রকৃতি তার স্বভাবতঃ বড় মধুর ও কোমল ছিল। কিন্তু এখন সে বড় খিট্ খিটে হইয়া উঠিয়াছে।

মন্মথ বাবু উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইবামাত্র তাঁহার পিতামাতা বধূকে মন্মথের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ একত্রে সুখে থাকে, ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের জীবনের আর কি কার্য্য হইতে পারে। কর্ত্তা গৃহিণী ইহাই মাত্র ভাবিলেন।

একমাত্র বড় আদরের পুত্রবধূ লইয়া ঘর সংসার করিবেন, ইহা যতই আকাঙ্ক্ষার হউক, পুত্র আরামে থাকিবে, পুত্র পুত্রবধূ একত্রে আনন্দে জীবনের প্রধান সুখের কাল কাটাইবে, ইহা তাঁহারা অধিক আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করিলেন।

শ্বশুর শাশুড়ীর ইচ্ছায় ও আগ্রহে লাবণ্য স্বামীর কর্ম্মস্থলে আসিল।

লাবণ্যের গায়ে আঁচড়টি লাগাও মন্মথ বাবু সহিতে পারিতেন না।

লাবণ্যের মুখে কোনরূপ অশান্তি ও রোগের চিহ্ন, ললাটে শ্রমজাত স্বেদ-বিন্দু কখনও দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। লাবণ্য যেন তাঁর অতি যত্নে রক্ষিত কোমল কুসুমদল, যেন একটু জোরে হাওয়া লাগিলে ঝুর ঝুর করিয়া দলগুলি সব ঝরিয়া পড়িবে, যেন শীত তাপের এতটুকু ব্যতিক্রম হইলে সব শুষ্ক ও ম্লান হইয়া যাইবে। শ্বশুর গৃহে, শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে থাকিতে লাবণ্যকে তাহাদের সামান্য এটা ওটা করিবার জন্য যেটুকু বা নড়িতে চড়িতে হইত, এখন আর তাও হইত না। লাবণ্য কেবল শুইয়া শুইয়া নভেল পড়িত; —নিজের যে সাজসজ্জা,—তাও ঝির সাহায্যে সম্পন্ন হইত, নিজকে একরূপ কিছুই করিতে হইত না। স্বামী নিজে এবং ঝি চাকর সকলেই ২৪ ঘণ্টা লাবণ্যের মনোরঞ্জনের চেষ্টা পাইত। কিন্তু কিছুতেই যেন লাবণ্যের মন

মনটি ঠিক যেমন চায়, তার এতটুকু এদিক ওদিক হইলেই লাবণ্য সহিতে পারিত না। কাঁদিয়া ভাসাইত, কখনও হিষ্টিরিয়াও হইত।

এই রকম কেবল বসিয়া শুইয়া, কেবল খাইয়া আরাম বিরামে দিন কাটাইলে কাহারও শরীর ভাল থাকে না। লাবণ্যও ক্রমে রুগ্ন হইয়া পড়িল। ইহার উপর ২।১ বৎসর অন্তরই লাবণ্য সন্তান প্রসব করিত। এরূপ শরীরে ক্রমাগত গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের ক্লেশ সত্যই সহে না। লাবণ্য ক্রমে একেবারে শয্যা লইল। সংসারের অন্যান্য কার্য্যের পরিদর্শন দূরের কথা, সন্তান গুলিরও কিছুই লাবণ্য করিতে পারিত না। তাহাদের আবদার ও ক্রন্দনও সে সহিতে পারিত না। আফিসে মন্মথ বাবু বড় হাকিম,—সেলাম করিয়া সম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া বহু লোকে তাঁহার আদেশ অপেক্ষা করিত। কিন্তু গৃহে রুগ্না ও রোগে রুক্ষা, স্ত্রীর খেয়ালে তাঁহাকে চলিতে হইত,—আর ছেলে মেয়ে রাখিতে হইত। ছেলে মেয়েদের সব কাজ, তাদের সকল যত্ন, ঝি চাকরদের দ্বারা হয় না। মাকে অনেক ঝঞ্ঝাট বহিতে হয়,—অনেক কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু তাদের মা যিনি, তাঁর কোনরূপ ঝঞ্ঝাট সহিবার বা কষ্ট পাইবার মত অবস্থা নয়।—সে সকলই মন্মথ বাবুকে করিতে হইত। দিনের ক্লান্তির পর রাত্রিতে সুনিদ্রা ও বিশ্রামের অবকাশ মন্মথ বাবুর বড় কমই হইত। কিন্তু মন্মথ বাবু তাহাতে বিশেষ কোন কষ্ট অনুভব করিতেন না। ছেলে মেয়েরা এক একটী যেন তাঁহার বুকের এক একখানা হাড়। তাদের যত্নে রাখিবার আর কেহই নাই, তিনি ছাড়া কে আর এ সব করিবে? তার পর লাবণ্য,—আহা বেচারী রোগে শীর্ণা হইতেছে, গর্ভধারণেও সন্তান প্রসবে এমন ক্লিষ্ট হইতেছে,—তাকে একটু স্বস্তি দিবার জন্য তিনি কি না করিতে পারেন? ছেলে মেয়েরা কষ্ট পাইতেছে না, লাবণ্যর গায়ে কোন ঝঞ্ঝাট লাগিতেছে না,—ইহাতেই তিনি তৃপ্ত। তাঁর নিজের যথেষ্ট আরাম হইতেছে না, তা নাই বা হইল। তার এমন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না।

শেষ সন্তানটি হইতে লাবণ্য বড় কষ্ট পায়। প্রসবের পর লাবণ্য বড় কঠিন জটিল রোগে আক্রান্তা হইয়া পড়িল। এতদিন যে ব্যারাম ছিল,—সে অনেকটা মনের বাতিক। অলস দেহের স্বাভাবিক জড়তা ও দুর্ব্বলতার ফল মাত্র, ইহার উপর সেই দেহ চালনার অভাবেই প্রায়ই মাথা ঘুরিত,

সুতরাং আর সকলেও তাই বলিত, কথায় সায় দিত, কত আহা উহু করিত। সকলের অবিরত আহা উহুতে লাবণ্যের ব্যায়ামের খেয়াল আরও বাড়িত।

যখন সত্যই কঠিন ব্যারাম দেখা দিল,—তখন লাবণ্যের ব্যারামের খেয়ালটা কমিল। লাবণ্যের মনে স্থিরতা ও ধীরতা আসিতে লাগিল, ক্রমে ব্যারাম যত কঠিন হইতে লাগিল, জীবনের আশা যত কমিতে লাগিল,—লাবণ্যের প্রকৃতির স্বাভাবিক মধুরতা ও কোমলতা তত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। লাবণ্য এখন আর খিট্ খিট্ করে না, কাহারও ত্রুটি ধরে না ;—রোগ ক্লেশের মধ্যেও মুখে প্রায়ই একটা অতি মধুর ম্লান হাসি দেখা যাইত।

ক্রমে লাবণ্য নিজেও বুঝিল তার জীবনের আশা—একরূপ নাই। এই রূপে তিল তিল করিয়া ক্ষয় পাইয়া সে মরিবে। তখন বিবাহিত জীবনের স্মৃতিগুলি তীক্ষ্ণধার বিষমুখ বাণের মত তার মনে বিঁধিতে লাগিল। লাবণ্য বেদনা অনুভব করিল, বৃথা সে এত দিন নারী জীবন বহন করিয়াছে। বধূ হইয়া শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করে নাই, স্ত্রী হইয়া স্বামীর সুখের দিকে চায় নাই, মাতা হইয়া একটী দিন সন্তানের যত্ন করে নাই, কেবল নিজের আরাম, নিজের সুখ খুজিয়াছে, তার জন্য অন্য সকলকেই কষ্ট দিয়াছে। হিসাব নিকাশের দিন আসিতেছে, বিধাতা নারী জীবনের কাম্য সবই তাহাকে দিয়াছিলেন,—কিন্তু বিধাতার সে ঋণ পরিশোধের সে কিছুই ত করে নাই ;—এখন কি বলিয়া তাঁহার সিংহাসন তলে গিয়া দাঁড়াইবে! পরিতাপে লাবণ্যের চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু মনের এ ব্যথা কাহাকেও জানিতে দিত না। একা অনেক সময় কাঁদিত ; কিন্তু কাছে যখন কেহ থাকিত, সন্তাপের কোন চিহ্নও মুখে দেখা যাইত না। মিষ্ট হাসিয়া, মিষ্ট কথায় সকলের সঙ্গে আলাপ করিত।

লাবণ্যের আবদার নাই, রাগ নাই, রোদন নাই,—কেবল হাসি, কেবল মিষ্ট কথা,—লাবণ্যের আবদারে, রাগে ও রোদনে চির অভ্যস্ত মন্মথবাবুর কেমন কেমন লাগিত ; তাঁর মনে হইত যেন এ লাবণ্য তাঁর চিরকালের সে লাবণ্য নয়, লাবণ্য যেন তাঁর পর হইয়া যাইতেছে,—কেন লাবণ্য এমন হইল? কেন সে আর কোন দাবী করে না? কেন অনুগৃহীত পরের মত যেন সে আপনাকে কেমন অপরাধীর মত মনে করে? তবে কি লাবণ্য তাঁহাকে ছাড়িয়াই যাইবে? মন্মথ বাবুর বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিত। লাবণ্য কেন

না,—সর্ব্বদা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন। লাবণ্য হাসিয়া বলিত "চাইবার অবসর তোমরা দেও নাই? কোন অভাব থাকিলে ত জানাইব? কষ্ট ত কিছুই নাই,—মিছা কি কষ্টের কথা কহিব?"

মন্মথ বাবু লাবণ্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তার চক্ষু ছল ছল করিত। লাবণ্য উঠিয়া তাঁহার পা ঘেসিয়া বসিত, শীর্ণ হাতে তাঁহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপর মুখখানি রাখিত। আবার তখনই মুখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিত। মন্মথবাবুও হাসিয়া মনের ক্ষোভ ভুলিতেন।

৩

লাবণ্যের দিন ফুরাইয়া আসিল। রোগ কঠিন ও জটিল। কোন চিকিৎসাতেই ফল হইল না। স্থান পরিবর্ত্তনেও এ পর্য্যন্ত কোন ফল দেখা যায় নাই। লাবণ্য শ্বশুর গৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মন্মথ বাবু আপত্তি করিলেন। গ্রামে সুচিকিৎসক মিলিবে না। লাবণ্য কহিল, সেই আমার কাশী, শেষ কটা দিন সেখানেই থাকিব,—কেন বাধা দেও। চিকিৎসায় আর কি হইবে? মন্মথ বাবু আর আপত্তি করিলেন না। অতি সঙ্কিত ও ব্যথিত চিত্তে এক মাসের ছুটী লইয়া লাবণ্যকে লইয়া গৃহে গেলেন।

লাবণ্যের জীবনী শক্তি দিনে দিনে দ্রুত ক্ষয় পাইতে লাগিল। একদিন রাত্রিতে লাবণ্য বুঝিল আর দেরী নাই। মন্মথ বাবু পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় বাতাস করিতে ছিলেন। লাবণ্য চক্ষু মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, হাতের পাখা ফেলিয়া দিয়া হাত টানিয়া নিয়া তার কপালের উপর রাখিল। চক্ষু ভরিয়া অশ্রু ধারা বহিল। কথঞ্চিৎ অশ্রু সম্বরণ করিয়া লাবণ্য কহিল; "দ্যাখ, নারী জীবনের যা কিছু কাম্য সবই পেয়েছিলুম। অমন মা বাপ, অমন শ্বশুর শাশুড়ী, আর সকলের উপর তোমার মত স্বামী, তোমার প্রাণ ভরা ভালবাসা, আহা, এমন কি আর কেউ কখনও পেয়েছে, কি পাবে?"

লাবণ্যের কণ্ঠ স্বরে একটা অস্বাভাবিক জোর ও আবেগ অনুভূত হইল। মন্মথ বাবু বড় ভীত হইলেন। তিনি কহিলেন, কেন ও সব কথা তুলছ! লাবু! তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, জীবনের সঙ্গিনী তুমি—তোমার বড় আমার আর কে আছে? ভালবাসারই জন তুমি, তোমাকে ভালবাসি,—

লাবণ্য একটু যেন তন্দ্রার ঘোরে ছিল। মন্মথ বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে বলিয়া উঠিল, আঃ! এত সুখ! এত সুখ! এমন ভালবাসা!—এত যত্ন! আজ ছেড়ে যেতে যেন বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে! সেথায় কে আমায় ভালবাস্‌বে? কে এমন যত্ন করে বুকে তুলে রাখ্‌বে?—আমি ত কাউকে সুখী করিনি,—নিজের সুখই চেয়েছি। কারো যত্ন করিনি—কারো ত সেবা করিনি,—কেবল যত্ন পেয়েছি, সেবা পেয়েছি। ছিঃ ছিঃ! এমন ভালবাসা পেয়েও আপনাকে বিলিয়ে দিলুম না। তাই ত আজ এ ভালবাসার বুক থেকে কে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্চে—নইলে কি নিতে পাত্তো!

লাবণ্য পাশ ফিরিয়া মন্মথ বাবুকে দুই বাহুতে চাপিয়া ধরিল। মন্মথ বাবু অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, লাবু! লাবু! ছি, কেন অমন ক'চ্চো, কে তোমাকে নিয়ে যাবে? আমি তোমাকে আমার বুকে ধরে রাখ্‌ব। ভয় পেও না—স্থির হও। কেন আমাকে পাগল ক'চ্চ?"

লাবণ্য একটু হাসিল, বাহু-বন্ধন শিথিল হইয়া বিছানায় খসিয়া পড়িল। ধীর কণ্ঠে সে কহিল, আর আমাকে রাখ্‌তে পারবে না। আমি যাচ্চি,—তা যাই,—তোমাকে কখনও সুখী করিনি—কেবল কষ্টই পেয়েছ। দ্যাখ, তুমি আবার বিয়ে ক'রো। খুব ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে ক'রো। যে তোমায় যত্ন করবে,—আপনাকে ভুলে প্রাণ দিয়ে তোমার সেবা কর্‌বে,—এমন মেয়ে বিয়ে ক'রো। বেশ সুখে থাক্‌তে পার, সংসারে বেশ একটুখানি আরাম পাও, এমন কোন মেয়ে বিয়ে ক'রো।—যদি সুখী হও,—আরামে থাক,—আমি সেখান থেকে দেখে সুখী হব। বুঝ্‌লে—বিয়ে ক'রো,—আমার কথাটি রেখো—কেবল কেবল এইটুকু দেখো,—আমার বাছাদের যেন কষ্ট না হয়। যে আস্‌বে সে যদি ভাল হয়,—সত্যি তোমায় ভালবাসে, তবে তোমার বড় যত্নের ধন, তাদেরও কষ্ট দেবে না। তাদের ভালবেসেই তোমাকে ভাল বাসার পরিচয় দেবে।—তাই—তাই—ঠিক, তেমনি মেয়ে দেখে বিয়ে ক'রো।"

মন্মথ বাবু আর কথা কহিতে পারিলেন না। ডান হাতে লাবণ্যের হাত ধরিয়া বাঁ হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লাবণ্য দুটি হাতে স্বামীর হাত ধরিয়া ক্ষণকাল যেন তন্দ্রাময় অবসন্নতা-ঘোরে পড়িয়া রহিল।

কেঁদোনা! আর ত দেখ্‌বো না,—হাসি মুখে আমার দিকে চাও। তোমার হাসি মুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেতে দেও।"

মন্মথ বাবু অশ্রু-মোচন করিয়া লাবণ্যের মুখপানে চাহিলেন। লাবণ্যের মুখে বড় মধুর একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর হাতখানি টানিয়া সে বুকের উপর রাখিয়া আবার চক্ষু মুদিল। একটু পরে ধীরে ধীরে কহিল,

"মা বাবাকে ডাক,—খোকা খুকীদের সব ডাক,—বাড়ীর লোক-জনদের সব ডাক—আমি বিদায় হই, আর দেরী নাই।"

মন্মথ বাবু ফুফাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রোদনের শব্দে তাঁহার জননী গৃহে আসিলেন। অবস্থা দেখিয়া তিনি দ্রুত গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিলেন।

শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া, পদধূলি লইয়া, পুত্র কন্যাদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, অন্যান্য পরিজনবর্গের নিকট যথাযোগ্য বিদায় লইয়া, স্বামীর পা দুখানি দুই হাতে ধরিয়া, তার মধ্যে মুখ রাখিয়া লাবণ্য ইহ-সংসার হইতে চলিয়া গেল। তার অসার দেহের চারিদিকে পরিজনবর্গের নিষ্ফল হাহাকার ধ্বনি উঠিল। হায়! সর্ব্বস্ব দিয়াও সেই দেহটুকু রাখিবারও যে অধিকার কাহারও নাই।

৪

লাবণ্যের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই মন্মথ বাবুকে আবার বিবাহ করিতে হইল। লাবণ্যকে তিনি বড় ভালবাসিতেন, বড় স্নেহ করিতেন। লাবণ্যের শেষ জীবনের মধুর ম্লানতার বেদনাময়-স্মৃতি তাঁহার প্রাণ ভরিয়াছিল। বিবাহিত জীবন ভরিয়া লাবণ্যকে সুখে রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু লাবণ্য যে শেষে এমন দারুণ ক্ষোভ লইয়া মরিল,—এটা যখনই ভাবিতেন, তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইত। লাবণ্য যে নিজের অপরাধে শেষে ওরূপ অনুতপ্তা হইয়াছিল, ইহা তাঁহার মনে কখনও উদিত হইত না। যেন তাঁহার নিজেরই কোন ক্রটিতে লাবণ্য জীবনের শেষ কটা দিন এত ক্ষুব্ধ চিত্তে কাটাইয়াছে, এইরূপ তাঁহার মনে হইত। লাবণ্যের দুঃখের জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে করিতেন। আহা তাঁহার বুকভরা ধন লাবণ্য শেষে অমন

বেদনা দূর করিতে পারিলেন না? সর্ব্বদা মন্মথ বাবুর মন এই বেদনায় মথিত হইত। লাবণ্যের শেষ কথা গুলি যেন দারুণ জ্বালাময় জ্বলন্ত অক্ষরে তাঁহার প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে দগ্ধ করিত। কিন্তু তবু তিনি আবার বিবাহ করিলেন। বিবাহের নামে কাঁদিয়াছেন, আয়োজনে কাঁদিয়াছেন,—বাদ্যে, শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে হাপুস নয়নে কাঁদিয়াছেন,—যাত্রার সময় চক্ষুর জলে পথ দেখিতে পান নাই,—বিবাহের আসরে কি বাসরে কোথাও কোনও মতে আত্ম সম্বরণ করিতে পারেন নাই,—তবু বিবাহ করিলেন।

সম্পন্ন পিতামাতার একমাত্র অতি আদরের, ও বড় স্নেহের পুত্র তিনি। বয়সও এমন বেশী নয়,—৩০।৩২ বৎসর মাত্র হইবে। মন্মথর এতটুকু কষ্ট, গায়ে আচড়টি কখনও পিতা মাতা সহিতে পারেন নাই। আজ সেই মন্মথ তাহার ভরা যৌবনে, সংসারের ভরা সুখ, ভরা সাধের সময়ে শূন্য গৃহে, শূন্য জীবন কাটাইবে, ইহা তাঁহাদের সহিবে কেন? বধূকে তাঁহারাও বড় ভাল বাসিতেন, বড় স্নেহ করিতেন। তার মৃত্যুতে প্রাণে দারুণ আঘাতও পাইয়া ছিলেন,—কিন্তু পুত্রের সুখের উপর বধূর স্মৃতি তাঁহাদের উঠিল না। কাহার ইহা উঠিয়া থাকে? বধূকে যতই ভাল বাসুন, বধূর কথা ভাবিয়া যতই অশ্রু-পাত করুন, নববধূর সংযোগে পত্নীবিয়োগবিধুর পুত্রের সত্বর সান্ত্বনা সম্পা-দনার্থ তাঁহারা বারপর নাই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্মথ বাবু যারপর নাই কোমলচিত্তের লোক ছিলেন। কোন দিন পিতামাতার ইচ্ছার প্রতিকুলতাচরণ তিনি করেন নাই। করি-বার প্রয়োজনও কখনও হয় নাই। পিতামাতা চিরদিন তাঁহারই সুখশান্তি খুজিয়াছিলেন। আজও তাঁহাদের ঐ পীড়াপীড়ি সেই জন্যই। তবু মন্মথ বাবু নানা ছুতা দেখাইয়া প্রায় বৎসরাধিককাল বিলম্ব করিলেন। কিন্তু আর পারিলেন না। শেষে পিতামাতার প্রবল ইচ্ছার বশীভূত দুর্ব্বল মন্মথকে সম্মত হইতেই হইল। তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কোন সদ্বংশজাতা বয়স্থা সুন্দরী গৃহস্থ কন্যার সঙ্গে মন্মথ বাবুর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ হইল বটে, কিন্তু নবপরিণীতা পত্নী মুরলার সঙ্গে মন্মথ বাবুর কোনরূপ আলাপ পরিচয়ও হইল না। বিবাহের সময় ও তাহার অব্যবহিত পরে লাবণ্যের স্মৃতি বড় বেশী জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে ব্যাথা দিতেছিল।

ধিক্কৃত ও লজ্জিত হইয়া থাকিতেন। মনে হইত যেন উপেক্ষিতা লাবণ্য ব্যথিত প্রাণে, কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। দিনে কোনও মতে বাহিরে কাটাইতেন;—কিন্তু রাত্রিতে শ্বশ্রূ প্রেরিতা অবগুণ্ঠিতা মুরলা যখন শয্যায় আসিত, শয্যা তাঁহার কণ্টকময় সমস্ত শয্যাগৃহ পর্য্যন্ত অগ্নিময় বলিয়া মনে হইত। প্রত্যেক অঙ্গে যেন লাবণ্যের উষ্ণ-অশ্রু তপ্ত-শ্বাসের দহনজ্বালা অনুভব করিতেন।

নববধূ মুরলা স্বামীর মানসিক অবস্থা অনুভব করিয়াই যেন বড় সঙ্কুচিতা থাকিত। রাত্রিতে আহারাদির পর শ্বশ্রূ শুইতে যাইবার কথা বলিলেই মুরলার বুকের মধ্যে কাঁপিতে আরম্ভ করিত। নিতান্ত অপরাধিনীর মত যারপর নাই সঙ্কুচিতা হইয়া সে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কোনও মতে স্বামীর শয্যার একপ্রান্তে পড়িয়া থাকিত। শয্যাগৃহ ও শয্যা সুখময় বিশ্রামের সময় মন্মথ ও মুরলা উভয়ের পক্ষেই যারপর নাই ক্লেশকর, ক্লান্তির স্থান হইয়া উঠিল।

মন্মথের মাতা ইহা লক্ষ্য করিলেন। পুত্র-সুখার্থ ব্যাকুলা পুত্রপ্রাণা কোন্ জননী ইহা না লক্ষ্য করিয়া থাকেন? একদিন নির্জ্জনে মন্মথকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন। মন্মথ কথা কহিলেন না। চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, তিনি উঠিয়া গেলেন। জননীও অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন। বধূকে আর কোন মুখে কি বলিবেন? নিজে যথাসাধ্য স্নেহ ও যত্ন করিয়া স্বামীর অবহেলায় যদি তার মনে কোন ব্যাথা থাকে, তাহা যতটুকু সম্ভব লঘু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যত্ন করিবার বড় কোন অবসর পাইতেন না। বধূই সর্ব্বদা শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবার জন্য ব্যস্ত থাকিত। নিজের সুখ ও আরামের জন্য কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা তার দেখা যাইত না। মুখভরা অতি মধুর প্রফুল্ল হাসিও তাহার কখনও ম্লান হইত না। ইহা ছাড়া পুত্র-কন্যাদের লইয়া সে সর্ব্বদা খেলা করিত,—দাসদাসীদের অপেক্ষা না করিয়া নিজের হাতেই তাহাদের সকল কাজ কর্ম্ম করিত। শিশু পুত্রটিকে নিজেই সর্ব্বদা রাখিত; খাওয়াইত, কাপড় চোপড় পরাইত, ঘুম পাড়াইত। ছেলে-পিলে গুলিও অল্পদিনের মধ্যেই তার বড় বাধ্য হইয়া পড়িল।

মন্মথের ছুটী ফুরাইয়া আসিল। যাইবার আগে তিনি মুরলাকে ডাকাইলেন। অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আনত মুখ ঢাকিয়া অতি সঙ্কোচে মুরলা আসিয়া

মন্মথ বাবু সম্মুখের দিকে চাহিয়াই বলিলেন, “পিতামাতার কথায় বাধ্য হইয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছি; কিন্তু স্ত্রীর মত তোমাকে ভালবাসা, কি সেইরূপ ব্যবহার করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। আমি চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই ঃ—কত দিনে যে পারিব, মোটে পারিবই কিনা, তাও বলিতে পারি না। আমার সঙ্গে বিবাহে তুমি যারপর নাই অসুখী হইয়াছ, তা বেশ বুঝিতেছি, এজন্য যথেষ্ট অশান্তিও ভোগ করিতেছি,—কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় দেখিতেছি না। আমার এ ব্যবহার অমার্জ্জনীয়; কিন্তু তবু আমার প্রার্থনা, পার ত আমাকে মার্জ্জনা করিও।”

মন্মথ নীরব হইলেন। মুরলা অতি মৃদুস্বরে কহিল “আমিত কিছু বলি নাই?”

মন্মথ চমকিয়া উঠিলেন। মুরলার মৃদু কণ্ঠস্বর তাঁহার কাণে বড় মধুর লাগিল। এই প্রথম তিনি নবপরিণীতা স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। চমকিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মুরলার মুখ যতটা দেখা যাইতেছিল, মন্মথ দেখিলেন, তাহা বড় সুন্দর, বড় মধুর। কেমন নূতন একটা বেদনাময় ভাবের তরঙ্গ তাঁহার প্রাণ ভরিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। তাঁহার নয়ন মুদিত হইল। মুদিত নয়নের সম্মুখে—অন্ধকারে লাবণ্যের মূর্ত্তি যেন অপূর্ব্ব এক আলোকে ভাসিয়া উঠিল। আবার দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। চক্ষু মেলিলেন; একটু গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন “না, তুমি কিছু বল নাই বটে। তবে মনে এজন্য একটা ক্ষোভ থাকিবারই কথা। সুখের আকাঙ্ক্ষা সকলেই করে,—তুমিই বা কেন না করিবে? তোমাকে বিবাহ করিয়া আমি বড় অপরাধিই হইয়াছি, তোমারও দুর্ভাগ্য যে আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়াছে। যা হইয়াছে, তার আর উপায় নাই। যাবার আগে আমার মনের অবস্থা তোমাকে জানান উচিত, তাই তোমাকে ডাকিয়াছি। এখন যাইতেছি,—মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে আসিতেও হইবে। আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমার সম্বন্ধে তোমার যে ভাবে চলা উচিত,—সেইভাবে চলিতে তোমার মন যাতে প্রস্তুত করিতে পার, সেই চেষ্টা করিবে, এই আমার অনুরোধ। অন্যরূপ আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দিবে না, অন্যরূপ চেষ্টা কিছু করিবে না,—এই আমার প্রার্থনা।”

মুরলা পূর্ব্ববৎ ভাবে মৃদু মধুর ধীর স্বরে কহিল, “আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে।”

মন্মথ আর কিছু কহিলেন না। মুরলাও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে মন্মথ কহিলেন, "আমার এখন যাবার সময় হ'ল।"

মুরলা একটু অগ্রসর হইয়া নীরবে স্বামীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

মন্মথের জননী, পুত্র বধূকে ডাকিয়াছে জানিয়া বড় আশ্বস্ত হইলেন। আহা, যাইবার সময় বুঝি আত্ম অপরাধে অনুতপ্ত মন্মথ বধূর সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মিলন স্থাপিত করিবে। অতি আগ্রহে তিনি বধূর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বধূ আসিল, শ্বশ্রূ অতি আকুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বধূর মুখপানে চাহিলেন। কিন্তু বধূর মুখে কোন ভাবান্তর তিনি লক্ষ্য করিলেন না। মুখভরা সেই বিনম্র ধীরতা, সেই মৃদু মধুর হাসি সমান রহিয়াছে। বিষাদ কি উল্লাস,—কিছুরই কোন আভাস তিনি সেই মুখে পাইলেন না। মন্মথ তবে কেন ডাকিয়াছিল? কি বলিল? আর এ বধূটাও যেন কেমন! লক্ষ্মী বটে, কিন্তু মনের তল পাইবার যো নাই।

মন্মথ জননীকে ডাকিলেন। পুত্রকে বিদায়ের আশীর্ব্বাদ দিবার জন্য জননী দ্রুতপদে গৃহান্তরে পুত্রের নিকটে গেলেন।

৫

কয়েক মাস গেল। মন্মথ বাড়ী আসিলেন না। বধূর নামে একখানা পত্রও আসিল না। মাতা যারপর নাই চিন্তিতা হইয়া তাহার পিতাকে সব বলিলেন। পিতা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, বধূ ছেলে মেয়েদের লইয়া মন্মথর নিকটে যাউক্। তারপর একত্র থাকিয়া, এমন গুণবতী বধূর গুণে পুত্র অবশ্য আকৃষ্ট হইবে। ক্রমে লাবণ্যের শোক কমিতে থাকিবে,—নূতন অভাবও বোধ করিতে থাকিবে, কাছেই যদি নব বধূ থাকে,—কেন মিলন হইবে না?

শাশুড়ী ভাবিলেন, পরামর্শ যাহাই হউক, বধূর মতও একবার জানা উচিত। সে ত আর নিতান্ত কচী খুকী নয়,—একটা মান অপমানের বোধ তার কেন না হইবে? মন্মথ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে ও করিতেছে, ইহাতে দারুণ অবমাননা বোধ করিয়া তার অভিমান হইবারই কথা। কর্ত্তা যদি এরূপ ব্যবহার তাঁহার সঙ্গে করিতেন, তবে সাত জন্ম তিনি স্বামীর

নিজেই কি এমন মন্দ মানুষ। এতে যে মেয়ে মানুষের ক্রোধ না হয়, সে নিতান্ত মিন্সে গুলোর মতই নির্ব্বীর্য্য।

মুরলা একদিন আহারাদির পর বিকেলবেলায় নিজের ঘরে বসিয়া পত্র লিখিতেছিল, এমন সময় শাশুড়ী আসিয়া কাছে বসিলেন। মুরলা লেখা বন্ধ করিয়া অর্দ্ধ লিখিত পত্র সরাইয়া রাখিল। শাশুড়ী কহিলেন, "তা লেখ না মা, পত্র লেখ। সরিয়ে রাখলে কেন? তা কোথায় চিঠি লিখ্‌ছিলে।"

মুরলা সরল ভাবে উত্তর করিল, "বাড়ী"।

শাশুড়ী হাসিয়া কহিলেন, "এই শোন—পাগলীর কথা শোন। বলি অবাগীর বেটী, বাড়ী ত তোর এই, আর আবার কোথায় বাড়ী আছে?"

মুরলা আরক্ত নতমুখে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, মার কাছে লিখ্‌ছিলুম।"

শাশুড়ী কহিলেন, "তা তোর সেই মা বড়, না এই নতুন বাড়ীর নতুন মা বড়।"

মুরলা আবার একটু হাসিয়া কহিল, "দুজনেই সমান মা।"

"হ্যাঁ, এই ত আমার মা লক্ষ্মীর মতই কথাটি বলেছ। তা সেই পুরোণ বাড়ীতে কি পুরোণ মার কাছে যেতে ইচ্ছে করে?"

মুরলা বিবাহের পর একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য পিত্রালয়ে গিয়াছিল। বড় ঘরের বধূরা পিত্রালয়ে বেশী যাইতেও পায় না, থাকিতেও পায় না। মুরলা উত্তর করিল; "তা মাঝে মাঝে করে বই কি মা? তবে খোকা খুকীদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়।"

শাশুড়ী কহিলেন, "আহা, তা হবে না? এখন ওরা তোমারই ত, মা! আমিও আলাদা রকম কিছু মনে করি না। তোমার হাতেই ওদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। আর ওরাও তোমা বই জানে না। পেটে যে ধ'রে ছিল, তোমাকে পেয়ে তাকেও এখন আর মনে করে না।"

মুরলা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। শাশুড়ী আবার কহিলেন, "তা বাপের বাড়ী যখন হয় যাবে, তার জন্যে আর কি? তা মা, কর্ত্তা বল্‌ছিলেন কি, মন্মথ একা আছে, তার কষ্ট হ'চ্চে। আর ছেলে পিলেদের ছেড়েও সে কখনও থাক্‌তে পারে না। তা ওরাও ত আবার তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না। তা উনি বল্‌ছিলেন, ওদের সঙ্গে তোমাকে সেইখানেই পাঠিয়ে দেবেন।"

মুরলা যার পর নাই লজ্জাশীলা, স্বামীর সম্বন্ধে শাশুড়ীর নিকট কিছু বলা,

বিদায় কালীন কথা গুলিও সর্ব্বদা তার মনে জাগিত। এখন আরও জাগিয়া উঠিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি সে সেখানে যায়, স্বামীর বিশেষ বিরক্তির সম্ভাবনা। তার তাই বড় ভয় হইল। কোনও মতে লজ্জা ও সঙ্কোচের বাধা ঠেলিয়া অতি মৃদুস্বরে নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "সেখান থেকে কি চিঠি এসেছে?" শাশুড়ী ঠিক বুঝিলেন না, এটা অভিমান কি ভয়ের কথা। যাহাই হউক বধূকে পাঠাইতেই হইবে। একটু ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "না মা, চিঠি পত্র ত কিছু আসে নাই। তা নেই বা এল,—আমরাই ত পাঠাচ্চি,—তুমি এমন লক্ষ্মী মেয়ে, আমরা পাঠালে তুমি কেন যাবে না? আর মন্মথও বড় হয়েছে সত্যি,—তা, এখনও কচি খোকাটির মত আমরা যা বলি, তেমনই চলে। আমরা তোমায় পাঠিয়ে দিলে সে কি আর কিছু ব'ল্‌বে? বরং ছেলে পিলেদের কাছে পেয়ে সুখী হইবে। আহা, বাবা আমার ওদের ছেড়ে কখনও যে থাক্‌তে পারে না। কত দিন ওদের দেখেনি, কত কষ্ট না জানি বাছার হচ্চে।"

শাশুড়ী চুপ করিলেন। মুরলাও কিছু উত্তর করিল না। শেষে শাশুড়ী কহিলেন, "তা, কি বল মা?"

মুরলা উত্তর করিল, "আমি আর কি ব'লব মা? আপনাদের যা ইচ্ছা, তাই হবে।"

শাশুড়ী যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "তা বটে ত মা, তাত বটেই। তুমি এমন লক্ষ্মী বউ, আমরা একটা কথা ব'ল্লে কি আর তা অমান্য কর্‌বে? আমি ত জানিই যে, যা ব'লবো,—বৌমা আমার তাতেই রাজি হবে। তবু একবার জিজ্ঞেসা ক'ত্তে হয়। তুমিও ত বড় সড় হ'য়েছ। তবে যাই মা,—কর্ত্তাকে বলিগে, একটা ভাল দিন টিন দেখে তোমাদের পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করুন।"

শাশুড়ী উঠিয়া গেলেন। মুরলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। পত্র পড়িয়া রহিল, অন্য সব কাজ, সব কথা সে ভুলিয়া গেল। একচিত্তে ঐ কথাই বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কি তার মনে হইল, সেই জানে। বাহিরে মুখে আশা কি ভয়, আনন্দ কি উদ্বেগ,—কোন ভাবের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ঐ এক ভাবে নীরব নিশ্চল নিস্পন্দ প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বসিয়াই রহিল। শেষে নিদ্রোত্থিত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি তার কর্ণে পৌঁছিল।

৬

চারি পাঁচ দিন পরেই পুত্রকন্যাদিসহ মুরলা স্বামীর নিকট প্রেরিতা হইল। বলা বাহুল্য পিতা মাতা এ সম্বন্ধে পুত্রের মতের অপেক্ষা করেন নাই। পত্রে মাত্র এই সংবাদ গেল, যে মন্মথ পুত্র কন্যাদের ছাড়িয়া একা আছে,—তার অবশ্য কষ্ট হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা শ্রীমান্ শ্রীমতীদের সহ শ্রীমতী বধূমাতাকে তাহার নিকট পাঠাইলেন। পুত্র কন্যারা শ্রীমতী বধূমাতার নিতান্ত বাধ্য হইয়াছে,—তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; আর সে না গেলে তাহাদের যত্নই বা কে করিবে? আর সেখানেও ত মন্মথর একটা সংসার আছে; গৃহিণী ব্যতীত সংসারই বা কি প্রকারে চলে? ইত্যাদি।

মুরলার আগমন প্রীতিকর না হইলেও, পুত্র কন্যাদের বহুদিন পরে কাছে পাইয়া মন্মথ এত আনন্দিত হইলেন যে, ও কথাই তাঁর মনে বড় স্থান পাইল না।

গৃহিণীপণা মন্মথ মুরলার হাতেই ছাড়িয়া দিলেন; কিন্তু স্ত্রীর ন্যায় তাহার সহিত কোনও রূপ সম্ভাষণ হইল না। মুরলা কেবলমাত্র একবার অবসর পাইয়া স্বামীকে এইটুকু জানাইতে পারিয়াছিল যে শ্বশুর শাশুড়ীর নিতান্ত ইচ্ছায় তাহাকে আসিতে হইয়াছে। নহিলে, তাঁহার অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে সে অগ্রসর হইত না।

* * * * *

গৃহে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত একটী পরিববর্ত্তন দেখিয়া মন্মথ বড় বিস্মিত হইলেন। কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা আর নাই। সময়মত নিঃশব্দে সকল কাজ কলের মত হইয়া যাইতেছে। কোন কিছুর জন্য তাঁহাকে কখনও কোনরূপ অভাব কি অসুবিধা বোধ করিতে হয় না। যখন যাহা প্রয়োজন, যখন যাহা প্রীতিকর, সময় মত হাতের কাছেই পান। কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, ডাকিতে হয় না,—নিজের কিছু খুঁজিয়া গুছাইয়া লইতে হয় না। বামুন এখন বড় বেশ রাঁধে, দাসদাসীরা অনেক ভাল কাজ করে। মন্মথর সর্ব্বাপেক্ষা শান্তির বিষয় এই হইল যে ছেলেপিলে গুলির কোনওরূপ অযত্ন কখনও হয় না। এজন্য তাঁহাকে কিছুই কখনও করিতে, এমন কি কোনও কাজও কখনও বলিতে হয় না। আফিসের খাটুনির পর গৃহে আসিয়া আগের মত রাত ভরিয়া ছেলেপিলেদের তদ্বির করা দূরে থাক, তারা কেহ আর মন্মথর সঙ্গে শুইতেও চায় না। সকলেই 'মা'র সঙ্গে শুইবার জন্য

পাগল,—কোন দিন সাধিয়াও মন্মথ কাহাকেও নিজের কাছে শোয়াইতে পারেন না। মন্মথ বুঝিলেন মুরলাই এই পরিবর্ত্তনের কারণ, মুরলা হইতেই গৃহে এই শৃঙ্খলা, তাঁহার নিজেরই এই শান্তি ও নিশ্চিন্ততা আসিয়াছে। মুরলাই সব করিতেছে,—তাঁর যখন যাহা প্রয়োজন, যখন যাহা প্রীতিকর, মুরলাই সব যোগাইতেছে, অথচ মুরলাকে চক্ষে তিনি বড় দেখিতে পান না। ছেলে পিলের 'মা' মুরলা,—কিন্তু মুরলার সে মাতৃত্ব তাঁহার চক্ষে কখনও পড়ে না। ছেলে পিলেরা মুরলাকে ছাড়িয়া তাঁহার কাছেও বড় আসেনা,—ইহাতেই তিনি তা বুঝিতে পারেন।

এই সব দেখিয়া ও বুঝিয়া মন্মথের লাবণ্যের জন্য বড় দুঃখ হইত। আহা, লাবণ্য ত ইহাই পারে নাই বলিয়া দারুণ ক্ষোভ লইয়া মরিয়াছে! পরলোকগত কেহ যদি ইহকালের সব দেখিতে পায়, তবে এসব দেখিয়া তার না জানি আরও কত কষ্ট হইতেছে। মন্মথর বুক ভরিয়া গভীর তপ্ত-শ্বাস উঠিত,—চক্ষু ভরিয়া অশ্রু বহিত।

এদিকে মুরলার জন্যও অনেক সময় দুঃখ হইত। আহা, এমন গুণবতী যদি অন্য কোথাও পড়িত, তবে সুখী হইত। ইহার গুণের পুরস্কার হইত। কিন্তু দুঃখ যতই হউক, লাবণ্যের অভাবে যে স্থান খালি হইয়াছিল, সেই স্থানের এক কোণেও মুরলাকে বসাইবার কথা মনে করিতেও তাঁহার বুকের মধ্যে যেন আগুণ জ্বলিয়া উঠিত। লাবণ্যের যাই ত্রুটি হইয়া থাক্,—সে তাঁহারই লাবণ্য। লাবণ্য তার সেই ত্রুটির পরিতাপে দগ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছে,—সেই ত্রুটি শোধরাইবার একটু অবসরও পাইল না। আর আজ তিনি সকল ত্রুটি বিহীনা মুরলাকে তার স্থানে বসাইয়া মুরলার সেবায় কৃতার্থ হইবেন, আর ভাবিবেন এ কত ভাল,—একে লইয়া কত সুখে আছি? আর লাবণ্য তাহা দেখিবে, দেখিয়া ব্যাথার উপর ব্যাথা পাইবে,—জ্বালার উপর আরও জ্বালায় জ্বলিবে,—তিনি তাহা দেখিবেনও না,—অনুভবও করিবেন না? তাঁহার সর্ব্বস্ব লাবণ্য, তাঁহার বুকের ধন লাবণ্য ক্রমে অবহেলিতা,—বিস্মৃতা হইবে! ছি, ছি, ছি! তাও কি কখনও হয়? মুরলাকে তিনি হৃদয় হইতে অতি কঠোর দৃঢ়তার সঙ্গে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেন।

এই ভাবে দিন যাইতে লাগিল। একদিন মুরলার এক পিসতুত ভগ্নী

পুরে থাকিতেন, লীলা তাহার স্বামীর সঙ্গে সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিল। লীলা বয়সে মুরলার কয়েক বৎসরের বড় হইলেও উভয়ের মধ্যে বাল্যাবধি বড় সৌহৃদ্য ছিল। মুরলা আলিপুরে আছে জানিয়া লীলা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সাক্ষাতের জন্য লীলার বিশেষ আগ্রহও ছিল। মুরলা যে স্বামী-প্রেমে বঞ্চিতা, একথা লীলার অবিদিত ছিল না। কোন নারীর এরূপ দুর্ভাগ্য হইলে পিতৃকুলে, কাহারই বা তাহা অবিদিত থাকে? মুরলা এখন স্বামীর কাছেই আছে, আহা যদি স্বামীর বৈরাগ্য দূর হইয়া থাকে, যদি মুরলাকে তিনি স্ত্রীর অধিকারে বসাইয়া থাকেন!—লীলার মুরলাকে দেখিবার এবং এই সব জানিবার বড় একটা আকাঙ্ক্ষা হইল। তাই সে একদিন বৈকালে গাড়ী করিয়া আলিপুরে মন্মথের বাসায় আসিল।

* * * *

লীলা কহিল, "তা বেশ ত গিন্নী-বান্নী হ'য়ে ব'সেছিস,—তা গোলমাল সব চুকে গ্যাছে ত?"

মুরলা কহিল, "গোল কিসের দিদি?"

লীলা কহিল, "আহা, যেন নেকী! তোর গোলই ত সব। বলি, তা মিটে গ্যাছে ত?"

মুরলা তার স্বাভাবিক মধুর হাসি একটু হাসিল, কিছু বলিল না। লীলা কহিল, "তবে মিটে গ্যাছে? তাই বল,—তবু প্রাণটায় একটু স্বস্তি হ'ল,—তোর কথা ভেবে বড় অশান্তিতে ছিলুম বোন্, আজ শুনে বড় সুখী হলুম"।

মুরলা আবার হাসিয়া কহিল, "কি শুন্‌লে দিদি? আমি ত কিছু বলিনি।"

লীলা মুরলার গাল দুটি হাতে ধরিয়া একটু টিপিয়া নাড়িয়া কহিল, "আহা হা! মুখের কথাটিই যেন সব! তোর ওই হাসিটুকু যে হাজার কথার চেয়েও বেশী ক'রে ব'লে দিল,—তুই এখন সুখী।"

মুরলা কহিল, "আমি অসুখী ত কখনও ছিলুম না, দিদি?"

লীলা যার পর নাই বিস্ময়ে কহিল, "ওমা, তবে যা শুনেছিলুম তাকি সব মিছে?"

"তাও মিছে নয় দিদি?"

"ওমা, তবে সুখটা আবার কিসে হ'ল?"

"অসুখই বা তায় কেন হবে দিদি?

লীলা কহিল, "বলিস্ কি মুরলা? বরাবরই তোর সৃষ্টি ছাড়া ধরণ,—এ যে একেবারে সৃষ্টি বিসৃষ্টি সব ছাড়া কথা ব'লছিস্! স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা থাকা,—এর চাইতে যে মেয়ে মানুষের অসুখ কিসে হয়, তা ত জানিনে।"

মুরলা একটু নীরবে থাকিয়া ধীরস্বরে কহিল, "দিদি, যাতে আমার অধিকার নাই, তাতে আমি বঞ্চিত, একথা কি করে বলি, কি করেই বা ভাবি।"

লীলা অধিকতর বিস্ময়ে কহিল, "অবাক্ ক'ল্লে! বলি, তোর অধিকার নেই ত, কার আর এখন অধিকার ওতে আছে?"

মুরলা কহিল, "যাঁর ছিল, দিদি, তাঁর আছে?"

লীলা কহিল, "তা কি কারও থাকে?"

"থাকা উচিত ত?"

"তবে বে করেছিলি কেন?"

মুরলা উত্তর করিল, "বিধাতা যার সেবার জন্য এ নারীজন্ম দিয়েছেন, বিধাতার ইচ্ছায় বাপ মা তাঁরই সেবার জন্য তাঁর হাতে আমায় দিয়েছেন। সেই আমার এ জীবনের অধিকার দিদি,—তা ত ভোগ কর্ব্বই। এতে দুঃখ পাব কেন?"

লীলা কহিল, "তা তুই ত, তোর মত কথাগুলি বেশ বল্লি,—তা মিন্সেরই বা আক্কেল কি?"

মুরলা কহিল, দিদি না বুঝে তাঁকে গাল দিচ্চ। যিনি ছিলেন, তাঁকে বিবাহ করেছিলেন, খুব ভাল বাস্তেন,—এই ঘরে তাঁর বড় ত কেউ ছিল না,—পাশে এই সোণার চাঁদ ছেলে পিলে গুলি, ওঁকে দিয়ে তিনি চল্লে গিয়াছেন। তিনি যেতে যেতে দিদি-অমনি তাঁকে ভুলে, যদি আমাকে ভালবাসা দেখাতেন, আদর সোহাগ কত্তেন,—তবে ছি, দিদি - সেটা কি মানুষের মত হ'ত? ব'ল্‌তে কি দিদি, আমার তা মনে ক'ত্তেও যেন কেমন ঘৃণা হয়। এখন ওঁকে বড় শ্রদ্ধা করি দিদি। ওঁর ঘরে যে স্থান পেয়েছি, ওঁকে সেবা ক'রবার যে অধিকার পেয়েছি—ওঁর ছেলে পিলে গুলিকে আপনার ক'রে নিতে যে পেরেছি,—এতেও আপনাকে বড় ভাগ্যবতী ব'লে মনে করি। যদি অন্যরকম হ'ত,—তবে আমার প্রাণভরা এত ভক্তি বোধ হয় ওঁর উপরে হ'ত না। এখন যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, যে

লীলা অবাক হইয়া কথাগুলি শুনিল। বুঝিল,—মুরলার সঙ্গে ইহা লইয়া আর তর্ক করা মিথ্যা। মুরলা বাল্যাবধিই আত্মদানশীলা,—এখন নারী জীবনের চরম আত্মদানে অনন্য-লভ্য তৃপ্তিতে তার জীবন কাটিতেছে।

আহা! ইহাই বুঝি দেবভোগ্য স্বর্গের আনন্দ! ছার খেলা ধূলার সুখ কি ইহার উপরে! লীলার চক্ষুও ছল ছল করিয়া উঠিল। একটু নীরবে থাকিয়া লীলা কহিল,—

"তা যা বল্লি মুরলা,—তা ঠিক। তবে মানুষ নাকি বড় স্বার্থপর,—তাই আর কোন বিবেচনা না ক'রে,—কেবল নিজের সুখের কথাই ভাবে,—তাই না পেলেই রাগে, অন্যকে দোষ দেয়। যার হাতে প'ড়েছিস, তাঁকে যদি তুই এই চক্ষেই দেখ্‌তে পারিস, তবেই তোর নারী জীবন স্বার্থক হ'ল, ব'ল্‌তে হবে। আর সুখ—তা খেলা ধূলার চাইতে—আর কেউ না পারুক,—তুই ত এতে বেশ সুখে আছিস্‌ বোন, তা হলেই হ'ল। তবে ভাই একটা কথা বুঝ্‌তে পাচ্চি না,—তাঁর মন যদি এই রকম, তবে তিনি বিয়ে ক'ল্লেন কেন?"

মুরলা উত্তর করিল, নিজে বোধ হয় কত্তেন না,—তবে বাপ মার বড় বাধ্য, তাঁরা ছাড়েন নি,—তাই ক'রেছেন। তা তাতে আর ক্ষতি কি হয়েছে?—আমি ত বেশ আছি।"

ঘটনাক্রমে মন্মথ সেইদিন কিছু সকালে আফিস হইতে ফেরেন। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া প্রয়োজন বশতঃ পাশের ঘরে গিয়া তিনি লীলা ও মুরলার কথোপকথন শুনিতে পান, তিনি শুনিলেন, কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "গোল-মাল সব মিটে গ্যাছে ত?"

প্রশ্নের অর্থ তিনি বুঝিলেন। মুরলা কি উত্তর দেয়, শুনিবার জন্য তাঁহার কৌতুহল হইল। সে উত্তরও শুনিলেন। ক্রমে কৌতুহল বাড়িল। মুরলার প্রতি তিনি যে সদ্ব্যবহার করিতেন না, তাহা অবশ্য তিনি বুঝিতেন। মুরলা কি ভাবে,—তিনি জানিতেন না,—বুঝিবার চেষ্টা কখনও কখনও করিতেন,—কিন্তু বুঝিতেন না। মুরলা একটা অতি জটিল রহস্যের মত তাঁহায় নিকট প্রতীত হইত,—আজ সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, এ লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সাবধানে নীরবে দাঁড়াইয়া তিনি আদ্যোপান্ত উভয়ের কথাগুলি শুনিলেন।

হেলায় দূরে রাখিয়া, দূর হইতে তাহার সেবায় তাহার জীবন কৃতার্থ করিবার অবসর দিয়াছেন মাত্র। মুরলার প্রতি অননুভূতপূর্ব্ব একটা শ্রদ্ধা ও করুণার ভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অবিশেষ্য, অবিশ্লেষ্য কেমন একটা নূতন চিত্তবেগ তাঁহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল,—দেহে শোণিতপ্রবাহ ছুটিল। কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত দেহে তিনি বিশ্রাম গৃহে একটা ইজি চেয়ারে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

মুরলার দেবমানব-দুর্লভ মহাপ্রাণতার,—আত্মদানশীলতার কথা তিনি যত ভাবিতে লাগিলেন,—তুলনায় লাবণ্যের কথা মনে করিয়া লাবণ্যের জন্য তাঁর তত দুঃখ হইতে লাগিল। আহা, দুঃখিনী লাবণ্য, দুর্ব্বল কোমল লাবণ্য তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যত্নে রক্ষিতা লাবণ্য,—আজ কি মুরলা আপন মহত্ত্বলে তাকে তার আসন হইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া, নিজে সেই আসন অধিকার করিয়া, আপন মহিমাছটায় সেই মন্দির দিব্য আলোকময় করিয়া রাখিবে,—আর লাবণ্য ভগ্নপ্রতিমা, একা অন্ধকারে ধূলায় লুটাইবে? না, না, না! তা কখনও হইতে পারে না,—হইবে না। একদিক হইতে মুরলার প্রতি শ্রদ্ধা ও করুণা, অপর দিক হইতে লাবণ্যের প্রতি প্রেম ও স্নেহ তুমুল সংগ্রামে মন্মথের হৃদয় মথিত করিতে লাগিল।

রাত্রিতে আহার করিয়া মন্মথ শয়ন করিলেন। বাহিরে নয়ন মুদিয়া শান্তভাবে রহিলেন বটে, কিন্তু হৃদয় ভরিয়া সেই সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে মন্মথের একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রাবশে মন্মথ স্বপ্ন দেখিলেন,—দেখিলেন, যেন তাঁহার শয্যার নিম্নে কিছুদূরে নীচেয় মুরলা তাঁহার শিশু পুত্রটিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে,—সহসা গৃহ উজ্জল অথচ স্নিগ্ধ মধুর কিরণে ঝলসিয়া উঠিল; তার মধ্যে কিরণময় হাসির ছটা ছড়াইয়া, কিরণময়ী মূর্ত্তিতে লাবণ্য যেন ভাসিয়া উঠিল, উঠিয়া মুরলার সম্মুখে দাঁড়াইল। লাবণ্যের কণ্ঠে উজ্জ্বল শোভাময় দিব্য সুরভি পুষ্পমাল্য। মুরলা উঠিয়া লাবণ্যের চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, "দিদি, আমি তোমার দাসী,—তোমার এ ঘরে তোমারই সেবা করিতেছি,—আমায় আশীর্ব্বাদ কর।"

লাবণ্য দুই হাতে সস্নেহে মুরলাকে ধরিয়া উঠাইয়া কহিল, "ভাগ্যবতী, আমি তোমায় আর আশীর্ব্বাদ কি করিব? স্বর্গের সকল দেবতার আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া তুমি এ ঘরে বিরাজ করিতেছ। ভগ্নি, ইনি আমার স্বামী,

তেছ। সেবা না করিয়াও স্বামীর প্রেম আমি অধিকার করিয়া আছি, সেবা করিয়াও তুমি তাহাতে বঞ্চিতা আছ। স্বামীর সেবিকা যে, সেই স্ত্রীই স্বামীর প্রেমের অধিকারিণী। তোমাকে আমি সেই অধিকারে বঞ্চিতা করিয়া রাখিয়াছি। রাখিয়া এতদিন সুখে রই নাই। আজ তাই তোমাকে তোমার ন্যায্য অধিকার দিতে আসিয়াছি। ধর ভগ্নি! ধর ভাগ্যবতী, কায়মনে স্বামীর সেবা করিতেছ, স্বামীর প্রেমও তুমি লও।"

এই বলিয়া নিজের কণ্ঠের সেই পুষ্পমাল্য লাবণ্য মুরলার কণ্ঠে পরাইয়া দিল।

মুরলা লাবণ্যের পায়ে লুটাইয়া আবার প্রণাম করিল; কহিল, "দিদি, তোমার এ আশীর্ব্বাদ, তোমার প্রসাদ পেয়ে আমি আজ ধন্য হ'লাম। কিন্তু দিদি, তোমার জীবনের স্বর্ব্বস্ব আমায় আজ দিচ্চ,—তুমি কি নিয়ে থাক্‌বে?"

লাবণ্য কহিল, "সত্য বোন, আমার এ জীবনের সর্ব্বস্বই আমার স্বামীর প্রেম,—কিন্তু আমার এতে অধিকার নাই,—তোমার আছে, তাই তোমায় দিচ্চি।—তবে বোন্, দয়া ক'রে আজ তোমার মধ্যে আমায় গ্রহণ কর;—তোমাতে আমায় মিলিয়ে নেও,—তুমি আমি এক হ'য়ে যাই,—তোমাতেই আমি থাক্‌ব,—তোমাতেই থেকে স্বামী সেবা ক'র্‌ব, তোমাতেই জীবনের সর্ব্বস্ব স্বামীর প্রেম ভোগ ক'র্‌ব; বোন্,—আমায় নেও,—আজ থেকে তুমিই আমি,—তুমি আমি এক।"

এই বলিয়া লাবণ্য বাহুবিস্তার করিয়া মুরলাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিল,—মুরলাও লাবণ্যকে সমান আবেগে আপন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। দেখিতে দেখিতে লাবণ্য যেন মুরলার মধ্যে মিলাইয়া গেল।

জড়িত কণ্ঠে 'লাবণ্য' 'লাবণ্য' বলিয়া মন্মথ চীৎকার করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন।

তন্দ্রাজড়িত চক্ষে দেখিলেন, মুরলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মুরলা সেই ঘরেই পৃথক শয্যায় ছেলেপিলেদের লইয়া শুইত। শিশুটিকে গভীর রাত্রিতে একবার খাওয়াইবার প্রয়োজন হইত। মুরলা একটু আগেই উঠিয়া তাকে খাওয়াইয়া, বেড়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছিল। সহসা স্বামীর চীৎকারে বিস্মিতা ও চমকিতা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কোলে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্বপ্ন দৃষ্ট ঘটনা বাস্তব বলিয়া মন্মথর প্রতীতি হইল।

আত্মহারা বিহ্বলভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কৈ কৈ মুরলা, লাবণ্য কোথায় গেল—সে যে, তোমার মধ্যেই মিলিয়ে গেল,—কৈ—কৈ?"

মুরলা কহিল, "তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ!"

"অ্যাঁ! স্বপ্ন!" মন্মথ চক্ষু মুছিয়া চারিদিকে চাহিলেন। স্বপ্নে বাস্তবে জড়িত কল্পনা ছিন্ন হইয়া গেল। মন্মথ মুরলার দিকে চাহিলেন, চাহিয়া চাহিয়াই রহিলেন,—যেন একটা নূতন কি আকর্ষণ তাঁর মধ্যে তিনি অনুভব করিলেন। স্বামীর ঢল ঢল ছল ছল চক্ষের অমন আকুল দৃষ্টি মুরলা আর কখনও পায় নাই, পাইবে কখনও ভাবেও নাই। সে বড় বিস্মিতা, বড় লজ্জিতা, বড় কুণ্ঠিতা হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মন্মথ আর হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া মুরলার পানে ছুটিল। কম্পিত-কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মুরলা, আমার কাছে এস!"

মুরলা কম্পিত পদে স্বামীর কাছে আসিয়া বসিল।

মন্মথ কহিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখেছি জান?"

মুরলা কহিল, "কি?"

মন্মথ কাঁদিয়া মুরলাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে স্বপ্নের কথা যথাসাধ্য বর্ণনা করিলেন। মুরলাও কাঁদিয়া স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিল। মন্মথ কহিলেন, "মুরলা! লাবণ্য তোমাতেই আছে,—আজ থেকে তুমিই আমার লাবণ্য!"

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

স্নেহের-বন্ধন।

উল্কাপাতের ন্যায় সহসা একদিন ভূপেশ তাহার মাতার অগাধ স্নেহ হইতে খসিয়া পড়িল। কবে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল তাহা সে জানিত না। পিতৃ মাতৃহীন দশবৎসরের বালক ভূপেশ যে দিন মমতাহীন সংসার সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া 'মাগো' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সেদিন কে আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল, কে তাহার অশ্রু মুছাইয়া তাহার বেদনা কাতর মুখখানা আপনার বক্ষে টানিয়া লইয়া ছিল, সে তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা উমেশ! মাতৃহারা বালক যখন ভ্রাতার বক্ষের ভিতর স্নেহের বন্ধনে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হইল, তখন সে সংসারে দাঁড়াইবার একটা স্থান পাইল, পৃথিবীটাকে নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিল, যেন শান্তিসলিল-স্নাত-নবসৌন্দর্য্য-বিভাষিত-স্নেহের বন্যায় প্লাবিত। এমন স্নেহ মমতা যত্ন ভালবাসার ভিতর দিয়া অনেকগুলি বৎসর কাটিয়াগেল। ভূপেশ এখন বি,এ পড়িতেছে, সম্প্রতি তাহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এখনও সে সংসারে আর কিছুই জানেনা, জানে শুধু তাহার দাদাকে,—যে তাহার শত আবদার মাথায় করিয়া লয়; আর জানে একখানি সুন্দর ফুলের মত কচি মুখ—সে মুখের মধুর হাসি সমস্ত ভুলাইয়া দেয়। সে তাহার নব পরিণীতা পূর্ণিমা নয়!– সে মনু, তাহার পঞ্চম বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র!

শিশুর স্বভাব এমনি সরল যে, সে বাধা বিঘ্ন মানে না, ভালমন্দ বাছে না যেখানে সে একটু আদর যত্ন পায় সে ছুটিয়া সেখানে যায়। মনু সর্ব্বদাই তাহার কাকার কাছে কাছে থাকিত, কাকাকে বড়ই ভাল বাসিত। ইহার যে কোন নিগূঢ় কারণ ছিলনা তাহা নহে। ভূপেশের ড্রয়ারে মনুর জন্য লজন-জুস, বিস্কুট, কিসমিস, মার্ব্বেল, লাটিম প্রভৃতি সর্ব্বদাই মজুত থাকিত, সে জানিত কাকার নিকট আসিলেই স্নেহের সহিত রসনা তৃপ্তিকর কিছু না কিছু পাইবে। ক্রমে সে তাহার কাকার উপর এতই আধিপত্য বিস্তার করিল যে কাকার কাছে না থাকিলে তাহার স্নান হয় না, আহার হয় না, বড়গাছ ছোট পাতা পড়াও হয় না। সে তাহার কাকার পাঠ্য পুস্তকে তাহার অনুপস্থি-তিতে বড় বড় অক্ষরে পাতায় পাতায় 'ক, খ' লিখিয়া তাহাকে মুগ্ধ ও শঙ্কিত

ক্রমে মন্নু,—কাকার এমনই প্রিয় হইয়া উঠিল যে,সে তাহার পিতা মাতার নিকট দুদণ্ডও থাকিতে ভালবাসিত না। এমন কি রাত্রে তাহার মাতার নিকট শুইতে পর্য্যন্ত যাইত না। ইহার জন্য অনেকবার সে মাতার নিকট প্রহারিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া তাহার কাকার ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়াছে। "কাকার কাছে শোব, কাকার কাছে শোব" বলিয়া যখন সে বায়না ধরিত তখন কেহই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। পুত্রের এরূপ অসদ্ব্যবহার তাহার মাতার আদৌ ভাল লাগিত না। ইহার দুইটী কারণ ছিল। প্রথম,—উমেশ যাহা কিছু আনিত, তাহার অর্দ্ধেক তাহার স্ত্রী রঙ্গিণী ও অর্দ্ধেক পূর্ণিমাকে ভাগ করিয়া দিত। বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি যাহা কিছু আনিত; তাহা এইরূপে ভাগ হইত। রঙ্গিণী ভাবিত এ কোন দিশি নিয়ম! তাহার স্বামী রোজগার করে, ষোলআনা তাহারই প্রাপ্য, তাহাতে ভাগ বসাইবার উহারা কে? একথা একবার ভালকরিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে। অতবড় মিন্সে হইলেন এখনও পড়া,—পড়া-পড়া, দু'পয়সা রোজ-গারের নাম নাই, কেবল ভাইয়ের অন্নধ্বংসান। ছিঃ।—

দ্বিতীয়;—রঙ্গিণী ভাবিত মন্নুকে তাহার কাকা গুণ করিয়াছে, তাহা না হইলে পেটের ছেলে সে মাকে ছাড়িয়া কাকার কাছে যায়! কি ঔষধ খাওয়া-ইয়াছে কে জানে, ঐ ডান ডাইনীকে এখান থেকে তাড়াইতে না পারিলে ছেলেটাকে বাঁচান ভার হইবে।

তিলকে তাল করিয়া রঙ্গিণী তাহার স্বামীর কর্ণে তুলিতে লাগিল যে, ভুপেশ ও পূর্ণিমা তাহার মন্নুকে গুণ করিয়াছে, উহারা থাকিতে তাহার আর বাঁচিবার আশা নাই। উমেশ প্রথম প্রথম কথাগুলা হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিন্তু যখন সময়ে অসময়ে রঙ্গিণী তাহার কর্ণের নিকট "ঘেনর ঘেনর" করিত তখন তাহার হৃদয়টা চঞ্চল হইয়া উঠিত। তারপর যখন ডাকের উপর ডাক দিয়াও মন্নুকে পাইত না তখন তাহার মনে একটা আশঙ্কার উদয় হইত, বুঝিবা রঙ্গিণীর কথাটাই ঠিক।

রঙ্গিনী একটা নূতন চাল চালিতে আরম্ভ করিল। উমেশের অবর্ত্তমানে সে ভুপেশ ও পূর্ণিমার সহিত বিনাকারণে কলহ জুড়িয়া দিত এবং তাহার ফলে সে অনাহারে ভূমিশয্যায় পড়িয়া থাকিত।

স্ত্রীর এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া উমেশ মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং

কিছুই বুঝিল না। সে ভাবিয়াছিল তাহার বৌদিদি যাহাই করুকনা কেন, তাহার যে দাদা-সেই দাদাই থাকিবে।

"আচ্ছা তিনি বাড়ী আসুন এর একটা বিহিত আজ করবই করব" রঙ্গিণী হাতমুখ নাড়িয়া রাগে গর গর করিতে করিতে মান-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন, পথে মনু আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল; সে রাগ আর যায় কোথা, চটাপট তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত হইল। সে বেচারি ত্রিভুবন এক করিয়া মহা বেগে কাঁদিয়া উঠিল। ভূপেশ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। রঙ্গিণী সশব্দে অর্গল বদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী হইল।

উমেশ আফিশ হইতে বাটী আসিয়া দরজা ঠেলিল। রুদ্ধদরজা ঝন ঝন শব্দে বাজিয়া উঠিল। পরিচারিকা বলিল "আপনার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মনুকে নিয়ে কি ঝগড়া হয়েছে, তা মাঠাকরুণ না'খেয়ে না'দেয়ে রাগ ক'রে শুয়ে আছেন।"

উমেশ একবারে জ্বলিয়া উঠিল সে ভূপেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তোমা-দের রোজ রোজ ঝগড়া ঝাটি আমি আর সইতে পারিনা; বাড়ীছেড়ে পালাব কি তাই বল? রোরুদ্যমানা রঙ্গিণী ঝনাৎ করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল "তোমার ঘর, তোমার বাড়ী, তুমি বেরুবে কেন, ভাইকে নিয়ে ঘরকন্না কর, আমিই বেরুচ্চি।"

উমেশ গমনোদ্যতা স্ত্রীকে বাধাদিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল "বলি কি হয়েছে ছাই আগে বলনা, তারপর যা হয় তাই কো'রো।"

"এর একটা হেস্ত নেস্ত আজই আমাকে করতে হবে। না হয় ত তোমার বাড়ী আমি আর জলগ্রহণ করবো না।"

"কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি?"

"তোমার ছোট ভাই যখন তখন আমাকে গালাগালি দেয় কেন? আমি কি তার এক চালায় থাকি—না তার অন্নধ্বংসাই।"

উমেশ আজ স্ত্রীর কথাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইল। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল "দেখ ভূপেশ আমি ওসব ভালবাসিনা। সংসারের ভিতর রোজ ঝগড়াঝাটি, কচ্ কচি চখেরজল ফেলা। এতদিন তোমায় খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, বে থা দিয়েছি, এখন আর তুমি ছোট ছেলেটী নও। এখন আপনার পথ আপনি দেখ। আজও কি দাদার মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে

আপনার চেষ্টা আপনি করে যাও। এ বাড়ীর সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই।”

দাদার মুখে ভূপেশ এমন নিদারুণ কথা শুনিবে বলিয়া স্বপ্নেও ভাবে নাই, সে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর অতি দীনভাবে বলিল“দাদা, দাদা আমি যে জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত তোমাকে ছাড়া আর কাকেও জানি না। আমি যে বাবাকে দেখিনি, তুমি যে আমার সেই অভাব পূর্ণকরে আসিয়াছিলে।” ভূপেশ কাঁদিয়া ফেলিল।

“তুমি এখন খোকাটী নও, ওসব কথা ছেলেদের মুখেই শোভা পায়।”

“তবে দাদা ব্যাপারটা কি একবার শোন, তারপর যা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কো'রো।”

“ও মাথামুণ্ডু ছাই ভস্ম আর কি শুনব, একসংসারে থাকতে গেলেই রোজই এই রকম হবে। পৃথক হওয়া ভাল।”

“তা যদি দাদা নাই শোন, তবে যে কটা দিন কিছু উপায় করতে না পারি, সে কটা দিন আমাদের একমুটো ক'রে খেতে দিও।”

“তুমি অতি ছেলেমানুষ, আজকালকারদিনে কেউ কি কারুর ভার নিতে পারে।” উমেশ ভিতরে চলিয়া গেল। ভূপেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার প্রাণের ভিতর হু হু করিতেছিল সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল দাদার ভালবাসা হইতে এখন সে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

পরদিন প্রভাতে ভূপেশ একখানি গাড়ি ডাকিয়া আনিল। পূর্ণিমা রঙ্গিণীকে প্রণাম করিয়া বলিল “দিদি তবে আসি।” তাহার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

“আঃ ন্যাকামি আর ধরেনা। বাপের বাড়ী যাচ্চেন, তার আবার কান্না। যাও আর যেন আস্‌তে না হয়।”

পূর্ণিমা ধীরে ধীরে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। ভূপেশ তখন তাহার পাঠ্য পুস্তক ক'খানি বাঁধিয়া লইতেছিল। কোথা হইতে মনু ছুটিয়া আসিয়া পূর্ণিমার অঞ্চল ধরিয়া বলিল কাকিমা কাঁদচ কেন তুমি, কাকাবাবু বাইরে গাড়ী এনেছ—কোথা যাবে তুমি ”

“তোমর কাকিমা বাপের বাড়ী যাবে—আমি বেড়াতে যাব।”

“আমি তোমার সঙ্গে গাড়ীকরে বেড়াতে যাব কাকা বাবু।”

এই নাও খাবার নাও বলিয়া ভূপেশ তাহার ড্রয়ারে সঞ্চিত সমস্ত লজেনচুষ, বিস্কুট ইত্যাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বাহির করিয়া মন্নুর হাতে দিল। অন্য দিন হইলে মন্নু ইহাতে কতই খুসী হইত। আজ কিন্তু ইহারা তাহাকে ভুলাইতে পারিল না! সে ধরিয়া বসিল আজ সে কাকার সঙ্গে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইবে।

রঙ্গিণী ডাকিল মন্নু এদিকে আয়! বালক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ভূপেশ ও পূর্ণিমা আসিয়া দেখিল মন্নু গাড়ীতে বসিয়া আছে। পূর্ণিমা মন্নুর মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং পরক্ষণে তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিল মন্নু গাড়ী থেকে নেবে যাও বাবা। ঐ বুঝি তোমার মা আস্‌চেন।”

“না আমি নাব্‌ব না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব কাকাবাবু তুমি আমাকে ধরে থেক” বলিয়া বালক ভূপেশকে দুই হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিল।

পরিচারিকার সহিত রঙ্গিণী আসিয়া সপ্তমে সুর চড়াইয়া ডাকিল “মন্নু শিগ্‌গির নেবে আয়, তা না হলে মার খেয়ে মর্‌বি।”

“আমি যাব না কাকা বাবু, তুমি আমায় ধরে থেক।”

‘কি এতবড় আস্পর্দ্ধা!’ আসবিনি বলিয়া রঙ্গিণী বালককে ভূপেশের বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইল।

মন্নু ভূমে পড়িয়া “কাটা ছাগলের” ন্যায় ছটফট্ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল “আমি যাব কাকা বাবু, আমায় নিয়ে যাও।” সশব্দে সদর দরজা বন্ধ হইয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শিশুর এই ক্রন্দনধ্বনি ভূপেশের হৃদয়খানা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। তাহার প্রাণের ভিতর একটা অব্যক্ত যাতনা তাহাকে নিপীড়িত করিয়া তুলিল। খানিক দূর যাইয়া চালককে গাড়ী থামাইতে বলিল। গাড়ী থামিলে ভূপেশ গাড়ী হইতে নামিয়া বলিল গাড়ীটা এইখানে একটু রাখ, আমি ঝাঁ ক'রে আস্‌চি।”

ভূপেশ আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে বাটীর দিকে চলিতে লাগিল। তখনও তাহার প্রাণের ভিতরে বালকের সেই করুণস্বর বাজিতে ছিল “কাকা বাবু আমি যাব, আমায় নিয়ে যাও।”

ভূপেশ দরজার নিকট আসিয়া দেখিল দরজা বন্ধ, কিন্তু মন্নুর ক্রন্দনধ্বনি

তখনও থামে নাই। খোলা আকাশের মুক্তবায়ুতে মিশিয়া যাইতেছিল। সেই মর্ম্মস্পর্শী করুণ সুর 'কাকা বাবু আমি যাব আমায় নিয়ে যাও।' ক্রমে সে সুর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল—ভূপেশ দরজায় কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল, তার পর যখন আর সে শুনিতে পাইল না, তখন তাহার ক্ষত ভাঙ্গা হৃদয়খানা লইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া গাড়ীতে বসিল। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

ভূপেশ চলিয়া গেলে মনু তাহার মাতার দ্বারা প্রহারিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধুলায় শুইয়া কাঁদিতে লাগিল—শেষে পরিচারিকা তাহাকে কোলে করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল—সে দিন সে জলগ্রহণ করিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে "কাকা আমি যাব" বলিয়া উঠিয়া বসিতে লাগিল।

বালকের ক্রন্দনে রঙ্গিণীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল; নিষ্ঠুর মাতা বুঝিল না শিশুর ব্যথা কোথায়, তাহার কোমল প্রাণে কোথায় কি শেল বিঁধিয়াছে! সে তাহার কুসুম সম গণ্ডযুগল সজোরে টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে স্থির হইবার জন্য সাশাইতে লাগিল। বালক স্তব্ধ হইল বটে কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর কি যেন একটা বেদনা গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। শেষ রাত্রে তাহার প্রবল জ্বর আসিল।

প্রথম দুই তিন দিন অমনি অমনিই কাটিয়া গেল, কোনও ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা হইল না। তৃতীয় দিনে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি বিনা ভিজিটে ও বিনা মূল্যে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তিনি সামান্য মাহিনায় একটী সওদাগরি আপিসে চাকরি করেন, গত বৎসরে কয়েক শিশি ঔষধ ও দুই খানি পুস্তক কিনিয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধনার্থ এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাক্তার বাবু থারমেটর দিয়া দেখিলেন জ্বর একশ পাঁচ—ষ্টেথিসকোপ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন বুকে পিঠে ও পার্শ্বে বিলক্ষণ সর্দ্দি জমিয়াছে, তত্রাচ তিনি বলিলেন এ কিছু নয়, শীঘ্র সারিয়া যাইবে। জ্বর যখন কিছুতেই কমিল না এবং রোগীর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতে লাগিল তাঁহার ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা, পলসিটিলা যখন হার মানিয়া গেল—তখন তিনি নিতান্ত নিরাশ হইয়া উমেশবাবুকে একজন ভাল ডাক্তারের সহিত

মনুর এখন সকল সময় জ্ঞান থাকে না, কখন কখন অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং বিকারের ঝোঁকে কাকার নিকট যাইবার জন্য সর্ব্বদা উঠিবার চেষ্টা করে। "কাকা আমাকে নিয়ে যাও আমি যাব—কাকা আমার জল ছবিগুলো কি হ'ল, আমার ল্যাবেনচুস এনেছ আমার বিষকুট কিসমিস কৈ?" ইত্যাদি প্রলাপ বকে।

ভূপেশ স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। সে একটী মেসে আসিয়া উঠিল। কিন্তু পড়িবে কে? তাহার প্রাণের ভিতর সর্ব্বদাই হুহু করিতেছে। তাহার পাঠ্য পুস্তকে মন লাগে না—সে সদাই ভাবে, আহা মনু! সে কেমন আছে কে জানে—একবার যদি সে তাহাকে দেখিতে পায়! ভূপেশ প্রত্যহ সন্ধ্যার আঁধারে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়া পকেটে কতকগুলি লজেঞ্চুস, বিসকুট, জলছবি ইত্যাদি লইয়া তাহার বাটীর নিকটে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইত—যদি সে একবার মনুকে দেখিতে পায়? অন্ততঃ যদি তাহার খবরটাও কাহারও নিকট পায়। হায়! তাহার এ আশা মিটিত না—সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইত—সে একটা অব্যক্ত যাতনা হৃদয়ে চাপিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূপেশ তফাৎ হইতে দেখিল কে এক জন অপরিচিত লোক তাহাদের বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। ভূপেশ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে মশাই এ বাড়ীতে—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভদ্রলোকটী বলিলেন "আমি ডাক্তার—এ বাড়ীতে একটী ছেলের বড় অসুখ—"

ভূপেশের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল, আর অন্য কথা শুনিবার অপেক্ষায় থাকিতে পারিল না। একেবারে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। বাড়ীটা যেন স্তব্ধ, নীরব মলিন শ্রীহীন!

বিতাড়িত ভূপেশ এত দিন শত চেষ্টা করিয়াও বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই। আজ যেন সে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একেবারে অন্দরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল কোথাও কাহার সাড়া শব্দ নাই, স্থির নীরব বাটীখানির চারিদিকে যেন অন্ধকার নিবিড়ভাবে ঘিরিয়া আছে।

রঙ্গিণীর কক্ষ হইতে রুদ্ধ দরজার রন্ধ্র দিয়া একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মি আসিতেছিল। ভূপেশ ধীরে ধীরে আসিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইল।

বিকারের ঝোঁকে মনু কহিল—"কাকা আমি যাব— আমার ল্যাবেনচুস এনেছ—আমার জল ছবি!"

ভূপেশ আর স্থির থাকিতে পারিল না—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল—হৃদয়খানা যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছারখার হইয়া গেল, সে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল; দরজা ঠেলিয়া একেবারে মনুর সম্মুখে আসিয়া বসিল। রঙ্গিণী একটু সরিয়া বসিল। উমেশ অস্পষ্টস্বরে বলিল "ভাই এসেছ" তাহার নয়ন প্রান্ত হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু মুখের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ভূপেশের লক্ষ্য সেদিকে ছিল না—সে অমিয়-মাখা স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল "মনু একবার চেয়ে দেখ, এই যে বাবা তোমার ল্যাবেনচুস, জলছবি এই নাও।" ভূপেশ পকেট হইতে কাগজে মোড়া লজেঞ্চুস ও জলছবি বাহির করিয়া মনুর ক্ষীণ হস্তের উপর রাখিয়া দিল।

ভূপেশের কথা কটা যেন মনুর প্রাণের ভিতর একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্পাদন করিল। মনু চাহিয়া দেখিল—নির্নিমেষ নয়নে তাহার কাকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সেই ম্লান মুখের কাতর চাহনি—কি করুণ নয়ন, তাহাতে প্রাণের বেদনা ফুটিয়া উঠিতেছে। মনু অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া "কাকা, কাকা আমি যাব—আমি যাব" বলিয়া বালক শত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া সজোরে আসিয়া তাহার কাকার বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভূপেশ তাহাকে আপনার হৃদয়ে ধরিয়া রাখিল। সহসা তাহার গলাটা দুইবার ঘড় ঘড় করিয়া উঠিল—পরক্ষণেই একটা রুদ্ধ নিশ্বাস সজোরে বাহির হইল। তারপর বালকের সেই কঙ্কালসার, অসাড় স্পন্দনহীন শীতল দেহখানা কতক্ষণ তাহার কাকার বক্ষের উপর বাহুপাশে আবদ্ধ ছিল তাহা আমরা জানিনা।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রমোদ-সন্ন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূত্র।

চিঠি খানা অনেকবার পড়িলাম। নূতন কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। সেই সুন্দর ছোট ছোট বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা—

"অনিল বাবু! আমাদের বাটীতে বিশেষ বিপদ। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি সত্বর এখানে আসেন, আমরা পরম সুখী হইব। আশা করি আপনি ভালো আছেন। আসিতে ভুলিবেন না ইতি—

গোবিন্দপুর, স্নেহের
১১ই চৈত্র। নলিনী।"

এই টুকু মাত্র লিখিত আছে।

নলিনী আমার সহপাঠী বন্ধু প্রমোদের কনিষ্ঠা ভগ্নী। তাহাদের বাড়ী গোবিন্দপুর। আমি তাহাকে দেখিয়াছি—বেশ মেয়ে।

প্রমোদ বাড়ী গিয়াছে। অথচ সে চিঠি না লিখিয়া নলিনী কেন এ চিঠি লিখিল? আবার বিশেষ বিপদ! প্রমোদ কি পীড়িত? অনেকক্ষণ ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।

বৈকালে হাওড়ায় গাড়ীতে চড়িয়া সন্ধ্যার পর গোবিন্দপুরে প্রমোদের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। তাহার পিতা একজন স্বনামধন্য ধনী জমিদার, তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বারদেশে জনকয়েক ভোজপুরী দরোয়ান নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন আমায় দেখিয়া বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। প্রমোদের পিতা রাজকৃষ্ণ বাবু আসিয়া ছল ছল নেত্রে আমার পানে চাহিলেন। আমি উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাড়ীর খবর কি?" তিনি বাষ্পাকুল লোচনে ভগ্নস্বরে কহিলেন "খবর! প্রমোদের গৃহত্যাগ হইতে তাহার জননী রোগ-শয্যায় শায়িতা। এখন যান—তখন যান।"

"হাঁ ;—তুমি কি কিছুই জানো না ?"

"কই। কিছুই ত না।"

"সে কি ? আমি ভেবেছিলাম তুমি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু! সে তোমায় না বলিয়া কোন কাজ করে না।"

"আজ্ঞে হাঁ। আমারও ধারণা তাই ছিল। সে কবে গেছে ?"

"আজ নয় দিন।"

"গৃহত্যাগের কোন কারণ কিছু অবগত আছেন ?"

রাজকৃষ্ণ বাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—"না।"

আমি বলিলাম "আশ্চর্য্য! প্রমোদের মাথায় এ খেয়াল চাপ্‌লো কেমন করে ?"

তিনি অপ্রসন্নভাবে কহিলেন "আমি ভেবে ছিলাম তুমি ঠিক জানো!"

"আজ্ঞে। আমি জানি না। জানার সম্ভবও নয়। সে এখান হ'তেই গেছে,—তা যাক্ সে কথা ;—মায়ের কি অসুখ ?"

"তাঁর সময় হোয়ে এসেছে, অসুখ আর বড় কিছু নয়।"

আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম। বলিলাম "আমায় একবার সেখানে লইয়া চলুন, আমি একবার মাকে দেখিয়া আসিব।" তিনি একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিলেন "আচ্ছা এসো।"

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম শয্যার উপরে সেই ক্ষীণ মাতৃমূর্ত্তি পুত্রের আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে। আমরা ঢুকিবামাত্র বিকারের ঘোরে বলিয়া উঠিলেন "এসেছিস ? বাবা এসেছিস ?" আমি তন্মুহর্ত্তে বলিয়া উঠিলাম "হ্যাঁ মা এসেছি ! মা মা !" জননী চক্ষুরুন্মিলন করিলেন। সেই পাণ্ডুর কপোলে যেন সুখজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "আয় বাবা! কাছে আয়! মাকে ছেড়ে কোথা গেছ্‌লি, মাণিক আমার!" আমি শয্যাপার্শ্বে পদতলে বসিয়া বলিলাম "আর কোথাও যাব না মা।" রোগিনী স্বচ্ছন্দতা লাভ করিলেন। আমি তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম। তিনি নিদ্রিতা হইলেন।

রাজকৃষ্ণ বাবু কক্ষত্যাগ করিলেন। আমি বসিয়া রহিলাম। রোগিনীর চৈতন্য হইলেই তিনি পুত্রের অন্বেষণ করেন। আমি "মা মা" বলিয়া ডাকিলে আবার সুস্থ হ'ন।

এই রকমে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। ডাক্তারেরা বলিলেন "আর

অধিক করিয়াছেন।" রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে আর সুখ্যাতি ধরে না। একদিন বিছানার পাশে বসিয়া আছি রোগিনী ডাকিলেন "প্রমোদ!" আমি বলিলাম "কেন মা?" তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "আর যেন যাস্‌নে বাবা। তোর ইচ্ছাই যে আমার সব। তোর সুখই যে আমাদের সুখ, বাবা! তোর যদি তাই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে—আমি—সে যাই হোক, গরীব দুঃখী হলেও আমি তোর বন্ধুর বোন স্নেহের সঙ্গে তোর বিয়ে দিব। তাকেই আমার গৃহলক্ষ্মী কর্ব্বো। সেই আমার ঘর আলো ক'র্ব্বে। তুই যখন তাকে ভাল বাসিস"—আমার কপাল ঘামিতেছিল। আস্তে আস্তে ডাকিলাম "মা!" জননী বলিতে লাগিলেন "আমি ঠিক বলছি,—যদি তাদের না অমত হয়, আমি এই বৈশাখ মাসেই যাতে সব ঠিক হয়, তার ব্যবস্থা কর্ব্বো। তুই বল, তুই আর মাকে ছেড়ে যাবিনে?" আমার হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন "বল, আর আমাদের ফেলে পালাবিনে?"

হৃদয়ে এক অব্যক্ত যাতনা অনুভব করিতে ছিলাম। ভাবিতেছিলাম মূর্খ প্রমোদ! কোথায় আছো দেখে যাও, কি করুণাময়ী স্নেহরূপিনী জননী তোমার! তুমি তাঁকে কাঁদিয়ে কোথা আছো? এত সুখ, এত আনন্দ-ত আর কোথাও পাবে না। এসো বন্ধু ফিরে এসো।"

জননী আবার বলিলেন—"বল্ আর যাবিনে?"

"না মা! আর কোথাও যাবো না!"

"আঃ! এই বার আমি ভালো হবো।"

আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম "স্নেহ"—কোন্ স্নেহ? সে কি আমার ভগ্নী স্নেহলতা, না আর কেহ? তাই কি? আমরা দরিদ্র বটে। প্রমোদ সেবার এলাহাবাদে গিয়ে স্নেহকে দেখে এসেছে বটে! সে কি স্নেহকে ভালবাসে? কই কোন লক্ষণ ত টের পাই নাই। তবে কি অন্য স্নেহ? সে যেই হো'ক, বুঝিলাম প্রথমে কর্ত্তার অমত হইয়াছিল, গৃহিনীও মত দেন নাই। তাহাই প্রমোদের গৃহত্যাগের কারণ! এখন গৃহিনীর মত হইয়াছে, কিন্তু প্রমোদ কোথায়?" এত কষ্টের মধ্যেও আমার হৃদয়ে কোন একটি ক্ষীণ আশার আলোক জ্বলিয়া মূহুর্ত্তে নৈরাশ্যে পরিণত হইল।

"অনি-দা!"

কে যেন কর্ণে অমিয় ধারা ঢালিয়া দিল। আমি [illegible]

ফিরিয়া দেখিলাম—নলিনী, হাস্যময়ী—ফুল্ল-নলিনী।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলাম—"ডাকো।"

সে তাহার চঞ্চল চক্ষুদ্বয় ঘুরাইয়া বলিল "যাও, তোমার ন্যাকামি। কি ভাবা হ'চ্ছে বসে অনি দা!"

ত্রস্তভাবে বলিলাম "তুমি কেবল আমায় ভাবতেই দেখো দেখছি।"

"তুমি ভাবতে পারো আর বলতেই যত দোষ আমার।"

"না নলিনী। আমি প্রমোদের কথা ভাবিতেছিলাম, সে যদি এ সময় থাকতো!—আর মা সেরে উঠলেই আমায় এখান থেকে যেতে হ'বে।" নলিনী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল। বলিল "কেন?"

"তখন যে মা আমায় চিন্তে পার্ব্বেন। আমি যে অসুখের সময় তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছি তা বুঝতে পাল্লে আমার উপর খুব বিরক্ত হবেন।"

"অনি দা! তুমি আমার মাকে ভালো রকম জানো না, তাই ও কথা বলছো, মা তোমায় খুব স্নেহ কর্ব্বেন। দাদা ফিরে আসবেন। নিশ্চয়ই আস্‌বেন। আজ হোক, কাল হোক ফিরে আস্‌বেন। আমার মন বলছে আস্‌বেন। কিন্তু পরের ছেলে যে তাঁহার সেবা করেছে; প্রাণপাত সেবা করেছে, মা তাকে ছেলের চেয়ে ভালোবাসবেন, যত্ন কর্ব্বেন। অনি-দা, তুমি যদি পুরস্কার চাও ত' বাবা তোমায়"—আমি বাধা দিলাম। একটা তীব্র রসিকতার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। নলিনী তাহা শুনিয়াই—উত্তরে—মুখে "ধেৎ"—ও দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দু'টী আমায় দেখাইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘন-ঘটা।

ক্রমে প্রমোদের জননী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। প্রমোদকে না পাইয়া তিনি সবিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিয়া আমার প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। একদিন আমি তাঁহার নিকট বসিয়া একখানি গল্পের বই পড়িতেছিলাম, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "অনিল! তবে কি প্রমোদ আর ফিরবে না!" তাঁহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছিল। নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বাষ্পভারানত মুখে

হ'য়েছে, একটু ঘুরে আসুক।" তিনি কক্ষস্থিত বৃহৎ দুর্গামূর্ত্তির উদ্দেশে কর-যোড়ে কহিলেন "হে মা! তাই কর্ মা—মা তাই কর্।"

কয়েকদিন পরে, আমি বিদায় প্রার্থনা করিলাম। সে সময় সকলের চক্ষুই অশ্রুপুরিত ছিল। সকলেই যেন ব্যথিত। তবে—দুইটি সরল, বৃহৎ চক্ষুর কথা বলিতে এখনও কষ্ট হয়, সে চক্ষুর্দ্বয়কে অন্তরাল করিতে প্রাণ যেন চাহে না।—সে নলিনীর ম্লান-অশ্রুসিক্ত নয়নযুগল।

এলাহাবাদে আসিয়া মা'কে সকল কথা বলিলাম।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার কোন সন্ধান কর্ত্তে পার্লি না?"

"না মা,—কোন খবরই পাওয়া যায় নাই।"

"আহা মায়ের বাছা! ঐ সবে ধন নীলমনি।—দু'টি মেয়ে। ছেলেও ত তেমন নয়। সোনার চাঁদ ছেলে! তার এমন মতি গতি হ'বে—কে জান্তো! সেবার ক'দিন এখানে ছিল, "মা—মা" করেই পাগল। দেখ্ অনি! আমার বোধ হয়,—ওর উপর—কিছুর 'দিষ্টি টিষ্টি' হ'য়েছে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—"হাঁ মা, দৃষ্টিই বটে! তবে উপদেবতার দৃষ্টি নয়। বোধ হয়, তোমার এই—এই—" খপ্ করিয়া স্নেহের হাত ধরিয়া ফেলিলাম। সে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল। এক্ষণে বাধা প্রাপ্ত হইয়া লজ্জিতা হইল। আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম—"এই স্নেহের দৃষ্টি পড়িয়াই তাহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছে।" স্নেহ দ্বিধা মাত্র না করিয়া বলিল "আমি কি করেছি?"

"তুমিই তা'কে সন্ন্যাসী করে দিয়েছো—এই আর কি!"

"মিথ্যা কথা! আমি কিছু করি নাই। মা, তুমি জান; বৌদিদি, তুমিও জান—আমি কাউকে কিছু বলি নাই।" আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। বৌদিদি বলিলেন—"নারে স্নেহ তা নয়। তোর টুকটুকে চেহারাখানিই তা'কে পাগল করেছে।" স্নেহ মুখখানি ভার করিয়া বলিল—ওঃ নিজেরা দেখ্তে ভালো বলে' আমায় ঠাট্টা করা হচ্ছে, না!" সে চক্ষে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া প্রস্থান করিল। বৌদিদি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

মা বলিলেন—"হ্যাঁরে—সত্যি?"

আমি।—"ঠিক বল্তে পারি না। তবে ঐ রকম একটা কথা শুনেছিলাম।"

বাদী।" মায়ের হাতের মালা সঘন কম্পিত হইতে লাগিল। বুঝিলাম,—মায়ের আশা-পাদপ মনোমধ্যে ফুলে, ফলে সমন্বিত হইতেছে।

আমি সেখান হইতে উঠিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। পোষ্টপিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল। সেখানি আমারই, খুলিয়া পড়িতে যাইব।—এমন সময় চিলের মত 'ছোঁ' মারিয়া সেখানিকে বৌদিদি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন—

"প্রিয় অনি দা!—"

আমি বিরক্তভাবে বলিলাম—"কেন পরের চিঠি পড়ো?" তিনি পড়িতে লাগিলেন—

"তুমি মা'র অসুখ সারাইয়া দিয়া গিয়াছ; তজ্জন্য আমরা চিরদিন তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু এক জনের অসুখ জন্মাইয়া দিয়াছ। সে আর তেমন ফুল্ল-নলিনী নাই। সে এখন দিন দিন ম্লান হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব-শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। সে এখন সন্ধ্যাবেলা ছাদে বসিয়া প্রকৃতির অনাবিল স্বচ্ছ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া থাকে, বড় একটা হাসে না। তোমার এ বাটী ত্যাগ হইতেই এই সব লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। বলিতে পারো—ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়—তুমি আমাদের বিপদের উপর বিপদ ঘটাইলে!—একে ত দাদার গৃহত্যাগ,—দ্বিতীয়তঃ আমার ছোট বোনটীর এই অবস্থা করিয়া দিয়া গেলে? যাহা হউক—বোধ হয়, তুমিরূপ Tonicটা সশরীরে এখানে আবির্ভূত হইলে তাহার প্রণয়ের চিন্তা দূর হইতে পারে।

আশা করি, তুমি, দাদা, বৌদিদি ও মা-জননী সকলে ভাল আছেন।

আমরা একরূপ আছি জানিও। ইতি— "কুসুমলতা"

কুসুমলতা নলিনীর বড় ভগ্নী—বিবাহিতা।

পাঠ শেষ করিয়া বৌদিদি প্রায় দশ মিনিট কাল উচ্চ হাস্য করিলেন। এই সময় আমার মনে হইতেছিল—কে সে মূর্খ!—এই নারিজাতিটাকে শিক্ষা দিবার প্রথা বাহির করিয়াছে? যদি তাহারা শিক্ষিতা না হইত—তাহারা আমাদের প্রতি এতটা ক্ষমতা জাহির করিতে সক্ষম হইত না।

বৌদিদি বলিলেন—বাহবা! ঠাকুরপো—চমৎকার! যাকে বলে Romance!

ক্রোধে মনুষ্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য! সেখানেও তাঁহার উচ্চ

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে বৌদিদি আমায় চিঠিখানি ফেরৎ দিয়া বলিলেন—তা' আর লজ্জা কি! বদলা-বদলি! তবে—শীঘ্র বন্ধুটিকে চাই যে। সন্ধান করো। নহিলে"—

আমি রুক্ষস্বরে কহিলাম—"আচ্ছা—যাও তুমি!" তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিলেন।

আমি চিঠিখানি লইয়া দেখিলাম—তাহা বহু হস্ত প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছে। বৌদিদিকে দেখাইয়া দেখাইয়া সেখানা ছিন্ন করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। বৌদিদি দূরে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন—"পুরুষের লক্ষণই ঐ রাগ!"

তিনি দৃষ্টির অন্তরাল হইলে সেই ছিন্ন অংশগুলি লইয়া জোড়া দিয়াও কিছুই পড়িতে পারিলাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগ-মাহাত্ম্য।

সেদিন সকাল হইতে অবিরাম বৃষ্টি হইয়া সবে এই সন্ধ্যাবেলা একটু থামিয়াছে। বাহিরের ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আছি।

পার্শ্বের ঘর হইতে স্নেহের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর স্তবকে স্তবকে ভাসিয়া আসিতেছিল—

—"যদি এসেছো—দিব হৃদয়াসন পাতি—
দিব গলে নিতি নিতি প্রেম-ফুলহার গাঁথি।
—যদি এসেছো——"

স্নেহ বড় সুন্দর গায়! বৌদিদির শিক্ষায় সে 'মেডেল' পাইবার যোগ্য!

এই সময়—সেই কক্ষ হইতে বিকট চীৎকার ধ্বনি শ্রুত হইল। আমি ছুটিয়া কক্ষমধ্যে গিয়া দেখিলাম—হার্মোনিয়মের পার্শ্বে এক দীর্ঘ শ্মশ্রু-গুম্ফধারী সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া, আর স্নেহ কক্ষতলে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে—"দাদা! দাদা!" আমি আস্তিন গুটাইয়া সন্ন্যাসীর মস্তক লক্ষ করিয়া প্রচণ্ড চপেটাঘাত উত্তোলিত করিয়াছিলাম,—কিন্তু সে ক্ষিপ্রহস্তে গোঁফ দাড়ী টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। আমরা ভ্রাতা-ভগ্নীতে সাশ্চর্য্যে দেখিলাম—সে যে প্রমোদ! আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলাম। স্নেহও একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিল। বালিকার চোখে যেন একটা আনন্দ ও

প্রমোদ হাসিতে হাসিতে বলিল—বাবা! খুন করেছিলে আর কি? আর স্নেহ ত কেঁদেই খুন! এই বুঝি তোমরা আমায় ভালোবাসো? হাঁ—স্নেহ?" স্নেহের যেন চমক ভাঙ্গিল; সে ছুটিয়া পলাইল। দোরের কাছে কাপড়ে পা জড়াইয়া একবারে 'ধপাস্' করিয়া আছাড় খাইয়া আবার ছুটিল।

বলা বাহুল্য—মূহুর্ত্ত মধ্যে আমাদের বাড়ী একটা আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মা বলিলেন—"সকলে মিলে গোবিন্দপুরে চলো।" তাই হোল।

সেখানে একদিন—সন্ধ্যার পর চারটি করিয়া আটটি হস্ত দুই ভাগে সংবদ্ধ হইল। সোজা কথায় বলা ভালো, বিবাহ হইল। কলিকাতার বন্ধুগণ যাঁহারা প্রমোদের সন্ন্যাসগ্রহণের কথা শুনিয়াছিলেন—তাঁহারা এই রাজোচিত বেশে তাহাকে এই রাজসূয়ে উপস্থিত দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন কিনা জানি না;—তবে খুব লুচি সন্দেশ খাইয়াছিলেন।

প্রমোদ এখন গল্পচ্ছলে বলিয়া থাকে—স্নেহকে দেখিয়া অবধি তাহাকে স্ত্রী-রূপে পাইবার আশা করিয়া বাবাকে বলায় তিনি মত দেন নাই। তাই পলাইয়া এলাহাবাদে ছিলাম। রোজ অনিলদের বাড়ীর কাছ থেকে তা'কে দেখ্‌তাম। সেদিন গান শুন্‌তে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি।" যা হোক—শেষটা ভাল্লোই হো'ল।

আমার ভগ্নীটিও তাহাকে স্বামী-রূপে পাইয়া বড় সুখী। ঈশ্বর করুন—তাহার দিন যেন এমনই ভাবে কাটিয়া যায়!

নিজের কথা আর কি বলিব? এই কথা যখন বলিতেছি—তখনও চম্পক-সদৃশ, সুকোমল অঙ্গুলি কয়টি আমার বহুমূল্য গোঁফ জোড়াটির ভিতর থাকিয়া,—তাহার সার্থকতা অনুভব করাইয়া দিতেছে,আর মুখে বলিতেছে—"যা বল—ব'লো—আমার নাম যদি করেছো ত এই—।" পৃষ্ঠোপরি সশব্দে শ্রাবণ মাসেই ভাদ্রের তাল পতিত হইল।

আর পার্শ্বের ঘরে কে যেন খোকাকে গল্প বলিতেছে, শুনা গেল—"এক যে ছিল তোর কাকা, তার ছিল বন্ধু, তার ছিল বোন। বন্ধু হোল সন্ন্যাসী, কাকা নিল তার বোন; আবার বন্ধু ফিরে এলো—কাকা দিলে তা'রে নিজের বোন। ঘুমো ঘুমো, কাকা আস্‌বে।" এ স্বর বৌদিদির।

গল্প লহরী

১ম বর্ষ	ফাল্গুন ১৩১৯	৮ম সংখ্যা

অদৃষ্ট।

১

সকলেই আমাকে খামখেয়ালী বলিত। যাহারা বলিত তাহারা যে একেবারে মিথ্যা বলিত তাহা নহে। সব বিষয়ে না হইলেও, অনেক বিষয়ে পৃথিবীর শতকরা নিরনব্বই জনের যাহা মত, আমি তাহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় বর্গের যুগপৎ বিস্ময় এবং বিরক্তি উৎপাদন করিয়া, চলিতাম। বাধা পাইলে অধিকতর বলপ্রকাশ করিবার সুবিধা পাওয়া যায়। আমি একগুণ বাধা পাইয়া দশগুণ কঠিন হইয়া উঠিতাম।

কিন্তু যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ গ্রন্থিটি উন্মোচন করিয়া নীল গাউন ও টাইটসুটে সুশোভিত হাইকোর্টের তরুণ উকিল হইয়াও বলিয়া বসিলাম যে বিবাহ করিব না, তখন আমার একান্ত পক্ষপাতিগণও আমার আচরণ সমর্থন করিলেন না। সকলেই আমার উপর বিশেষরূপে চটিয়া গেলেন। পিতা গম্ভীর হইলেন, জননী অশ্রু বর্ষণ করিলেন, হরি ঘটক সম্ভবতঃ অভিসম্পাত করিল, বন্ধুবান্ধব পরিহাস করিলেন এবং শত্রুপক্ষেরা দোষার্পণ করিল।

আমাদের পাড়ায় একজন মাতব্বর তার্কিক ছিলেন। তিনি একদিন তাঁহার তর্কশাস্ত্রের কয়েকটি শাণিত অস্ত্র লইয়া আমার সম্মুখীন হইলেন, ভূমিকা না করিয়া তিনি একেবারে আমাকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন—

"তুমি নাকি বিয়ে করতে চাওনা হে!"

আমি কিন্তু তাঁহাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিব না স্থির করিয়া বলিলাম—"তর্ক

তর্ক এবং যুক্তি ছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা। আমি সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়েই চলবো, তা আমাকে অশিষ্টই বলুন, আর যাই বলুন।" তার্কিককে জব্দ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহার সহিত তর্ক না করা!

সকলকেই পরাভূত করা যায়, কিন্তু গতিরোধ করা যায় না কেবল বাঙ্গলা দেশের কন্যাদায়গ্রস্থগণের। তাহাদের অসীম উৎসাহ, অনন্ত ধৈর্য্য। তাহাদের সংখ্যা নাই, শেষ নাই, নিবৃত্তি নাই, আমি যেন এক পুষ্ট বৃহদাকার রোহিত মৎস্য পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলের মধ্যে ধীর গতিতে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছি। আর তাহারা পুষ্করিণীর পাড়ে দলে দলে ছিপ হস্তে বসিয়া গিয়াছে—আমাকে ধরিবার জন্য। তাহাদের সুতীক্ষ্ণ বড়শি যতই আমাকে গ্রথিত করিতে নিষ্ফল হইতেছে ততই তাহারা তালুক মুলুক অর্থ অনর্থের চার ফেলিয়া আমাকে আকৃষ্ট করিতে চাহিতেছে। দুর্গন্ধে আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি! মূর্খেরা আমাকে অর্থলোভে বশ করিতে চাহে!

কি বিপদ! আমি যদি বিবাহ নাই করি! আমি যদি না জন্মাইতাম—আমি যদি পাশ না করিতাম—আমি যদি ধনীর পুত্র না হইতাম! তাহা হইলে ইহারা যাহাদের সহিত কন্যার বিবাহ দিত সেইখানে যাক্ না! একি অত্যাচার! একি উৎপীড়ন, যে আমাকেই জামাতা করিতেই হইবে!

স্থির করিলাম অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও দেশত্যাগী হইতে হইবে। বিশেষতঃ সম্মুখেই মাঘ ফাল্গুন মাস। এই সময়ে একটা দুর্ঘটনা হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। আলিগড়ে আমার বন্ধু শরৎ এঞ্জিনীয়ার। তাহার নিকট যাওয়া স্থির করিয়া তাহাকে পত্র লিখিলাম। বাড়ীতে বলিলাম ডিস্‌পেপসিয়ায় ক্ষুধা অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া শরীরে অনাবশ্যক চর্ব্বির সৃষ্টি করিতেছে—হৃৎপিণ্ডের পক্ষে আশঙ্কাজনক,—চেঞ্জ আবশ্যক।

কন্যা-দায়-গ্রস্থগণকে বল সঞ্চয় করিবার অবকাশ দিয়া এবং নিজের চিত্ত-শান্তির অভিপ্রায়ে এক্স্‌প্রেস্ ট্রেণে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে স্থান গ্রহণ করিয়া বসিলাম।

২

হাওড়া ষ্টেশনের কোলাহল পশ্চাতে ফেলিয়া ট্রেণ যখন অগ্রসর হইল

পিতার স্নেহপূর্ণ, জননীর অশ্রুভরা মুখ মনে পড়িয়া গেল। তাঁহাদের মনে কষ্ট দিয়া বিদেশে চলিয়াছি। আচ্ছা, যদি বিবাহ করা যায় তাহা হইলে কি প্রকার হয়? অবিবাহিত থাকিবার জন্য যে প্রকার যুঝিতে হইতেছে তাহাও তো চিত্তক্ষোভের পক্ষে নিতান্ত অল্প নহে। কতকটা তাহারই জন্য দেশত্যাগী হইয়া চলিয়াছি। নদীর এপার যখন তেমন শান্তিময় বোধ হইতেছে না, তখন না হয় ওপার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্। বিবাহ করিলে আর কিছু না হউক্ অনেকগুলা দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ঘটক ঘটকী ও কন্যাদায়গ্রস্থেরা একেবারে শিষ্ট হইয়া যায়। বিপদের সময় দুইটা মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প মন্দটাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এই অবিরাম দ্বন্দ্ব অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহ করিলেও হয়!

আর বিবাহের মধ্যে যে টুকু কাব্য আছে, যদিও আমার মনের বিশ্বাস কিছুই নাই,—তবে নিতান্তই যদি কিছু থাকে, তাহার সন্ধান লওয়াও মন্দ নয়। যাহাকে এতদিন যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, দেখা যাক্ না তাহার মধ্যে কতখানি কণ্টক এবং কতখানি মধু আছে।

নানা প্রকার চিন্তার পর সহসা দেখিলাম বাঙ্গলার শ্যামল উর্ব্বরা ভূমি পশ্চাতে ফেলিয়া কখন কঠিন বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। হউক কঠিন—ইহারও এক সৌন্দর্য্য আছে। উচ্চানুচ্চ ভূমির উপর ঘন সন্নিবিষ্ট শাল বৃক্ষের শ্রেণী—স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিখণ্ড এবং কদাচিৎ দুই একটি শীর্ণ-কায়া গিরি নদী তাহাদের বক্রগতি লইয়া বহিয়া চলিয়াছে। এখন দেখিলে মনেই হয় না যে বর্ষাকালে ইহারাই আবার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করে। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন কেহ কঠোর প্রস্তরের উপর কঠিন ছুরিকা দিয়া সমস্ত দৃশ্য খুদিয়া দিয়াছে। এই সকল দৃশ্যের মধ্যে যাহারা এখানকার ভাল বায়ুর প্রভাবে ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে তাহারা যে কঠিন এবং কর্ম্মঠ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? অল্পক্ষণ এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমারই মন যেন কেমন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে প্রণয় এবং পরিণয়ের যে ক্ষীণ আকর্ষণী-মোহ কুজ্ঝটিকার ন্যায় আমার মনের মধ্যে ধূমায়িত হইতেছিল তাহাকে এইখানে প্রস্তরীভূত করিয়া ফেলিলে মন্দ হয় না।

বিবাহ করিয়া কি হইবে? একটি অপরিচিত-হৃদয় অল্পবয়স্কা বালিকার

ক্ষুদ্র—বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার আব্দার বহন করিয়া চলা—এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তাহাকে লইয়া মান অভিমান করিয়া রাত্রি জাগরণ করা! নাই করিলাম—পৃথিবীর শতকরা নিরনব্বই জন লোক যে কষ্ট ভোগ করিতেছে—একজন ভাগ্যবান তাহা হইতে না হয় পরিত্রাণই পাইল!

সন্ধ্যার শেষ রশ্মিরেখা যখন ফল্গুর নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে মিশাইয়া গেল, তখন গাড়ি গয়া ষ্টেশনে পৌছিল। গাড়ি যখন গয়া ষ্টেশন ছাড়িল তখন দেখিলাম ঘন অন্ধকার চতুর্দ্দিকের দৃশ্যে মসিলেপন করিয়া সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দিয়াছে। চক্ষু ও মন উভয়কে বিশ্রাম দিবার অভিপ্রায়ে শয়ন করিলাম।

প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলাম এলাহাবাদে পৌছিয়াছি। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া চা খাইয়া একখানা পাইয়োনীয়ার খরিদ করিয়া পাঠ করিতে বসিলাম। পাঠ্য এবং অপাঠ্য সমস্ত সংবাদগুলি সংক্ষেপে পাঠ করিয়া দৃশ্য দেখিবার অভিপ্রায়ে জানালার ধারে বসিয়াছি এমন সময়ে গাড়ি কানপুর ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। দেখিলাম কলিকাতা-যাত্রী একখানা গাড়ি অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের গাড়িখানি ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি দেখিলাম আমার জানালার ঠিক সম্মুখেই ইণ্টার মিডিয়ট্ ক্লাসে একটি বাঙ্গালী বালিকা ঔৎসুক্যের সহিত আমাদিগকে দেখিতেছে!

পাঠক, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি কবি নই—এবং রোমান্স আমি এতাবৎ কাল কতকটা ঘৃণার সহিতই বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু যদি দৈবক্রমে একটি সুন্দরী বালিকার সম্মুখে আমাদের গাড়িখানি ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, তাহাতে আমার এমন কি অপরাধ থাকিতে পারে? সেখানে একটা বিকটাকার দাড়িওয়ালা কাবলীওয়ালা থাকিলেও তো থাকিতে পারিত। তাহা হইলে অবশ্য এইটুকু প্রভেদ হইত যে আমি এ গল্পটা আর আপনাদিগকে বলিতে বসিতাম না।

পাঠিকা হয়ত হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন যে, আমার মত গোঁয়ার গোবিন্দের একদিন একটা জালে জড়াইয়া নিগ্রহ আছেই। আর বালিকাটিকে সুন্দরী বলিয়াছি বলিয়া মনে মনে স্থির ধারণা করিয়াছেন যে সে নিগ্রহের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু আমার তো পুরুষের চক্ষে সুন্দর লাগিতেই পারে—তিনি যদি দেখিতেন তো তিনিও বলিতেন "সত্যি!"

একেবারে দুর্লভ! বালিকাটি একটি যেন স্নিগ্ধ-জ্যোতি-প্রদীপ! দেখিলেই মন উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম বালিকাটি অবিবাহিতা—কারণ সীমন্তে সিন্দুর, এবং মাথায় কাপড় ছিল না। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ তাহার পিতা, পার্শ্বে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন।

দুই তিন মিনিট পরেই কলিকাতা যাত্রা গাড়িখানি ছাড়িয়া দিল। আমি শেষবার বালিকাটিকে দেখিয়া লইলাম—বাস্তবিকই বড় সুন্দর!

তখন হঠাৎ মনের মধ্যে একটা খেয়াল উদয় হইল—এই রত্নটি লাভ করিবার চেষ্টা দেখিলে মন্দ হয় না তো? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম ইহার মধ্যে নানাপ্রকার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ মেয়েটি ব্রাহ্মণকন্যা হওয়া চাই—দ্বিতীয়তঃ তাহার সন্ধান পাওয়া চাই, এবং তৃতীয়তঃ, চতুর্থতঃ যেগুলি সেগুলি তেমন কঠিন নয়, তাহার মীমাংসা সহজেই হইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু বালিকাটি যদি ব্রাহ্মণকন্যা না হয়?—হউক—আজ আমার ভাগ্যনির্ণয় হইয়া যাক্! হয় এই বালিকার সহিত বিবাহ—নয় জীবনে আর কাহাকেও নহে।

পাঠক ভুল করিবেন না। এ প্রেম নহে, এ আমার খেয়াল! যদি নিতান্তই বিবাহ করি-তো—এইপ্রকার খেয়ালের উপর দিয়াই বিবাহ করা ভাল।

তাড়াতাড়ি টাইম্‌টেবেল্ খুলিয়া দেখিলাম, কলিকাতাগামী মেলট্রেণ এক ঘণ্টার মধ্যেই কানপুরে পৌছিবে। সেই মেলে যাইলে যে প্যাসেঞ্জার ট্রেণে বালিকাটি গিয়াছে তাহার পূর্ব্বেই এলাহাবাদ পৌছান যাইবে। কিন্তু যদি তাহারা ইত্যবসরে কোনও মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া পড়ে? অত ভাবিবার সময় নাই, যখন স্বেচ্ছায় দুঃসাহস বরণ করিয়াছি তখন তাহার পরিণামের জন্য চিন্তা করিলে চলিবে কেন? অতিশয় ব্যস্ততার সহিত কুলী ডাকিয়া দ্রব্যাদি নামাইতে বলিলাম। আমার সহযাত্রী জনৈক ইংরাজ আমার ব্যস্তভাব দেখিয়া পুলকিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বোধ হয় মনে হইতেছিল যে দশ মিনিট সময়ের মধ্যে নয় মিনিট ধীরভাবে নষ্ট করিয়া এক মিনিটের অপেক্ষায় থাকিবার কি প্রয়োজন ছিল? কোন গতিকে ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে

৩

এলাহাবাদে পৌছিয়াই একজন টিকেট-কলেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“১৬নং ডাউন প্যাসেঞ্জার পৌছিয়াছে?”

“একঘণ্টা পরে পৌছিবে।”

জিনিসপত্র লইয়া নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু যদি তাহারা অন্য কোনও ষ্টেশনে নামিয়া গিয়া থাকে! ভাবিয়া দেখিলাম তাহার সম্ভাবনা অল্পই, কারণ কানপুর ও এলাহাবাদের মধ্যে বাঙ্গালীর নামিবার মত তেমন কোন ষ্টেশন নাই।

অনুমান যাহা করিয়াছিলাম ভুল করি নাই। ট্রেণখানি ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেই দেখিয়া লইলাম বালিকাটি সেই স্থানে বসিয়া রহিয়াছে। দুই এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহাদের এলাহাবাদে নামিবার কোনও লক্ষণ নাই। জিনিসপত্র লইয়া সেই কামরাটিতে প্রবেশ করিলাম। হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়া গেল—প্রেমে নহে; মিশ্র পুলক এবং ঔৎসুক্যে।

দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া ভদ্রলোকটির সম্মুখের বেঞ্চে আসন গ্রহণ করিলাম। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম বালিকাটি তাহার সেই প্রশান্ত দুটি চক্ষু দিয়া আমাকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। সে কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছে? পারিলে তাহাতে আর ক্ষতি কি? কিন্তু তখন নষ্ট করিবার মত সময় ছিল না—উদ্বেগে আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম! নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “মহাশয়ের নামটি কি?”

“প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মহাশয়ের?”

আমি উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম—“যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।”

প্রভাসবাবু আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—“মহাশয় আপনাকে পেয়ে বাঁচা গেল। এতখানি পথ এলাম—এ পর্য্যন্ত একজন বাঙ্গালীর মুখ দেখতে পাই নি।”

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রভাসবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইলাম। তিনি মীরাটে সরকারি আপিসে কর্ম্ম করেন। ছুটী লইয়া দেশে যাইতেছেন। মধ্যে বেনারসে একবার নামিবেন। সেখানে তাঁহার একজন আত্মীয় আছেন। প্রভাসবাবু আমার পরিচয় লইতে ব্যস্ত হইলেন।

"আপনার পিতার নাম?"

"শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

"বিষয় কর্ম্ম তিনি কি করেন?"

"হাইকোর্টে ওকালতী।"

প্রভাসবাবু বলিলেন—"আপনার পিতার সহিত আমার আলাপ নাই—কিন্তু তাঁর নাম আজকাল আর কোন বাঙ্গালীর কাছে অপরিচিত? দীনহাটার মকর্দ্দমায় তিনি দেশব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি শিল্প-সমিতিতে সম্প্রতি বিশহাজার টাকা দান করেছেন না?"

আমি বলিলাম "আজ্ঞা হ্যাঁ।"

প্রভাসবাবু আমার প্রতি সসম্ভ্রম-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ধন্য আপনার পিতা। আপনার বিবাহ কোথায় হয়েছে?"

"আমি এখনও বিবাহ করি নি।"

প্রভাসবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন—"কেন?" যেন এ পর্য্যন্ত আমার মত সৎপাত্রের বিবাহ না হওয়া একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

সে প্রশ্নের আর কি উত্তর দিব? কথাটা উল্টাইয়া লইয়া বলিলাম—"আপনি দেশে এ সময়ে ছুটী নিয়ে কেন যাচ্ছেন?"

প্রভাসবাবু বলিলেন—"আমার এই মেয়েটি, কমলা, লোকে বলে একে আর অবিবাহিতা রাখা চলে না। কিন্তু লোকে তো বোঝে না যে এই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, একে বিদায় করে দিলে আমার তো চলে না! এর বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন এর মা একে মাতৃহারা করে চলে গিয়েছেন। আমি আমার একমাত্র মাতৃহারা সন্তানটিকে বিদেশে নিয়ে এসে আমার বুকের সমস্ত রক্তটুকু দিয়ে মানুষ করেছি। এর মা যদি বেঁচে থাকত তো দু' বৎসর আগে মেয়ের বিয়ে হয়ে যেত। বাপের চক্ষে মেয়ের বয়স ঠিক ঠাওর হয় না। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম। কিন্তু লোকে আমাকে এখন উত্যক্ত করে তুলেছে। সমাজ তো আর বুঝবে না যে এই মেয়েটিই আমার একমাত্র বন্ধন! তাই তিনমাসের ছুটী নিয়ে চলেছি—মা'কে পর করে দিয়ে আসবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম কমলার চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিয়াছে।

এ কি সকরুণ দৃশ্য! আমার চক্ষুও যে সিক্ত হইয়া উঠিল। মানব-

হৃদয়ের তন্ত্রী কি এত সহজ আঘাতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে? এই বিপত্নীক এবং এই মাতৃহীনার মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম তন্ত্রী সর্ব্বদা প্রবলভাবে বাঁধা আছে যে সামান্য কারণেই তাহা একই সুরে বাজিয়া উঠিবার কথা। কিন্তু আমি কেন এতদূর বিচলিত হইয়া উঠিলাম! মনে করিলাম এতদিন বিবাহ না করিয়া আত্মীয়বর্গের মনে যে কষ্ট দিয়াছি, এই মাতৃহীনা দুর্ভাগা বালিকাটিকে বিবাহ করিতে পারিলে তাহার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়। আর এই বিচ্ছেদ কল্পনা-ক্লিষ্ট দুটি প্রাণী—পিতা ও কন্যা, উভয়ের মধ্যে গিয়া দুই হস্তে দুইজনকে ধরিয়া যদি উভয়ের সান্ত্বনাস্থল হইতে পারি—তাহা হইলে জীবন ধন্য হয়।

বলিলাম—"আপনার কন্যাটির বিবাহের কিছু স্থির করেছেন?"

প্রভাসবাবু বলিলেন—"কে করবে বলুন? দেখে শুনে স্থির করতে হবে বলেই তিন মাসের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি।"

স্থির করিলাম কথাটা একেবারে বলা হইবে না। বলিলাম—"কলিকাতায় আমার একটি বন্ধু আছে সেও হাইকোর্টে ওকালতী করছে, অবস্থা খুব ভাল, দেখ্‌তে সুশ্রী সবল এবং সচ্চরিত্র। আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমি তার সহিত আপনার কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিতে পারি।"

প্রভাসবাবু সাগ্রহে বলিলেন—"আপনার সহৃদয়তায় মুগ্ধ হলাম। তা যদি আপনি করে দিতে পারেন তো বৃদ্ধের আজীবনের আশীর্ব্বাদ আপনার জন্য থাক্‌বে। কিন্তু মহাশয়, আমি যে গরীব—বড়লোকের সহিত কুটুম্বিতায় পেরে উঠব কেন?"

আমি বলিলাম—"আমি যেখানকার কথা বলছি সেখানে অর্থের কথা একেবারেই নাই—আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন।" প্রভাসবাবু বলিলেন—"কিন্তু আজীবন সঞ্চয় করে আমি যা কিছু করেছি তার সমস্তই আমার কন্যাকে দিব—আর আমার মেয়েটিও দেখতে নিন্দার নয়।"

আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। কমলার মত রত্নের সহিত আজীবনের সঞ্চয় প্রদান করিবার কি প্রয়োজন? আজীবনের সঞ্চয়ের বিনিময়ে কমলাকে পাইলেও ক্ষতি হয় না।

কমলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দৃশ্য দেখিতেছিল, কিন্তু তাহার কর্ণ যে আমাদের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট ছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম।

কমলার বয়স বছর চৌদ্দ হইবে। যৌবনের প্রথম স্নিগ্ধ কান্তিটুকু তাহার

তুলিয়াছে। আমি কতকটা মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছিলাম এই লাবণ্যহিল্লোলে স্নাত হইয়া চির-কৌমার্য্যের সমস্ত দৈন্য এবং মলিনতা ধৌত করিয়া ফেলিলে মন্দ হয় না।

প্রভাসবাবু বলিলেন—"আমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এই মেয়েটি যাতে সুখী হয় তাই করা—কিন্তু কি করে যে একটি সৎপাত্রে মাকে সমর্পণ করতে পারব তাই ভেবে অস্থির হয়েছি।

আমি ভাবিলাম আর অধিক বিলম্ব না করিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া বলা ভাল। ঈষৎ নিম্নস্বরে—যাহাতে কমলা শুনিতে না পায়—বলিলাম—

"প্রভাসবাবু—"

"আজ্ঞে—"

"একটা কথা বলব, যদি অপরাধ হয় তো ক্ষমা করবেন"। প্রভাসবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—

"বিলক্ষণ! অপরাধ কি, সচ্ছন্দে বলুন—।"

একবার কমলার দিকে চাহিয়া দেখিলাম; দেখিলাম সেও আমার দিকে চাহিয়া মনোযোগের সহিত আমার কথা শুনিতেছে। কিন্তু কমলার সম্মুখে কথাটা বলা ভাল হইবে কি? ক্ষতি কি? বরং আমার কথা শুনিয়া কমলার কি প্রকার ভাবান্তর হয় সেটা দেখাও আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত নয়। বলিলাম—

"যদিও আমি আপনার কন্যার সম্পূর্ণ অযোগ্য, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করে আমাকে অর্পণ করেন, তা হলে আমি সাধ্যমত—"

প্রভাসবাবু দুই হস্তে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—

"বাবা, বুড়োর সঙ্গে পরিহাস করো না—বুড়োর মাথা ঘুরিয়ে দিও না—"

আমি বলিলাম—"আমি ভগবানের শপথ করে বলছি আমি পরিহাস করি নাই! আমি যে কথা বলেছি তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়।"

বৃদ্ধ আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিলেন—বলিলেন—"আমার দুর্ভাগিনী কমলার জন্য ঈশ্বর এ সৌভাগ্য রেখেছিলেন তা' জানতাম না—আজ যদি কমলার মা বেঁচে থাকৃত!"—বৃদ্ধের চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

পাঠক, এই সময়ে কমলার মুখখানি একবার দেখিবার জন্য বোধ হয় উৎসুক হইয়াছেন? কিন্তু কি করিয়া দেখাইব? কখন যে সে তাহার রক্তিম মুখখানি গবাক্ষের দিকে ফিরাইয়া লইয়াছে তাহা আমিই লক্ষ্য করিতে পারি

নাই। কিন্তু আমার ধারণা সে আমার কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া মুখ ফিরায় নাই।

প্রভাসবাবুর সহিত আমার যে সকল কথা হইল তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, তিনি একদিন মাত্র কাশীতে অপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় যাইয়া আমার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাবনা করিবেন। এবং ট্রেণের ঘটনার কথা কাহারও নিকট কখনও প্রকাশ করিবেন না।

মোগলসরাই গাড়ি পৌছাইলে কাশী যাইবার গাড়িতে প্রভাসবাবু ও কমলাকে উঠাইয়া দিলাম।

রোমান্সকে আমি আজীবন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্য, রোমান্স আমাকে পরিত্যাগ করিল না!

পরদিন প্রাতে যখন গৃহে পৌছিলাম আমার আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তনে আত্মীয়-বর্গ বিস্মিত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ব্যাপার কি? কাণ্ড কি? অসুখ করে নাই তো?

কিন্তু আমি যখন তাঁহাদের বলিলাম যে হঠাৎ এলাহাবাদের নিকট ভেদ এবং বমি হইয়া দেহের মধ্যে যত দূষিত পিত্ত এবং অম্ল ছিল সমস্ত বহির্গত হইয়া গিয়াছে, এমন কি তাহার সহিত প্রাণ পর্য্যন্ত নির্গত হইবার উপক্রম হওয়ায় অগত্যা তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তখন আমার বিবেচনাশক্তি এবং সাবধানতার পরিচয় পাইয়া সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মাতা আমার 'ঘটে' সামান্যমাত্রও বুদ্ধি আছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন, এবং পিতাও প্রকারান্তরে জানাইলেন যে আমার মত দুঃসাহসীর এতটা সুবুদ্ধি যোগানতে তিনি শুধু সন্তুষ্ট হন নাই, বিস্মিতও হইয়াছেন।

কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম! হায় এ বিস্ময়-কণাটুকু কোথায় লোপ পাইবে, কাল যখন মহাবিস্ময়ের কারণ হইবে—যখন প্রভাস স্বকার্য্যে আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িব!

কিন্তু প্রভাসবাবু যখন আসিয়া পিতার নিকট তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন তখন এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল,—এক নূতন ধরণের বিপদ, যাহার কোনও সম্ভাবনা আমি মনে কখনও আশঙ্কা করি নাই।

মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া পিতা বাহিরে গিয়া প্রভাসবাবুকে বলিলেন—"না মহাশয়, ক্ষমা করবেন—সে কিছুতেই হবে না। আমার পুত্র সম্প্রতি আলিগড় যাচ্ছিল, পথে এলাহাবাদে ভেদ বমির মত হওয়ায় ফিরে এসেছে, তার শরীর ভাল নয়—বিশেষতঃ সে বিবাহ করতে একেবারেই ইচ্ছুক নয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত—আমার অপরাধ নেবেন না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বিবাহ করিব না, কিন্তু অদৃষ্ট কঠিন শাসনে আমার বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা আমাকে দিয়াই করাইয়া লইতে চাহে! এখনও আমার পরিত্রাণ নাই—এখনও আমাকেই সামলাইতে হইবে। হায় পূর্ব্বে কি জানিতাম বিবাহ করিব না বলিয়া বিবাহ করিব বলা এত কঠিন। একবার মনে হইল এইখান হইতে ইস্তফা দেওয়া যাক—না হয় বিবাহ নাই হইবে। কিন্তু, কমল!

অগত্যা ভাবিয়া চিন্তিয়া বৌদিদির শরণাপন্ন হইলাম। এরূপ, বিপদে তাঁহার সহায়তা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

"বৌদিদি?"

"কি, ঠাকুরপো?"

"একটা অনুরোধ আছে।"

বৌদিদি অনুমান করিয়া লইয়া বলিলেন, "কেন ঠাকুরপো, তোমাকে তো বিয়ে করবার জন্য কেউ অনুরোধ করে নি—তবে আবার অনুরোধ কিসের?"

"সে অনুরোধ নয় বৌদিদি—এবার অনুরোধ অন্য রকম। আমি বিয়ে করতে রাজি আছি, যদি তুমি একটা শপথ কর।"

"কি শপথ?"

"আমি যে কথা বলব সে কথা তুমি কাউকে বলবে না।"

"এই কথাতেই তুমি বিয়ে করবে?"—বউদিদি শপথ করিলেন।

সংক্ষেপে বউদিদিকে কমলার ঘটনা বলিলাম। শুনিয়া বৌদিদি হাস্যোৎফুল্ল গণ্ডে হস্ত দিয়া বলিলেন—"ওমা তাই বলি তুমি যে অসুখ হয়েই তাড়াতাড়ি শান্তছেলের মত বাড়ী ফিরে এলে! এর মধ্যে এতকাণ্ড করেছ?"

আমি বলিলাম—"দোহাই তোমার ঠাট্টা পরে যত ইচ্ছা কোরো—এখন কৌশলে কার্য্যোদ্ধার কর—কিন্তু আমার কথা যেন কেউ টের না পায়।"

"আজ, কি সুখী করলে ঠাকুরপো" বলিয়া বৌদিদি মার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

"দেখ বউদি—"

"নিশ্চিন্ত থেকো।"

আমি জানিতাম বুদ্ধিমতী বৌদিদিকে কৌশল বলিয়া দিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি কথাটা যখন রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন যে সকল কথা আমার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল তাহার সার মর্ম্ম এই যে এলাহাবাদে ভেদবমি হইয়া আমার দেহ হইতে কেবল পিত্ত এবং অম্লই নির্গত হইয়া যায় নাই— তৎসহিত যে বায়ুর প্রকোপ এতদিন চিরকৌমার্য্যের খেয়াল-রূপে আমাকে বিকল করিয়া রাখিয়াছিল তাহাও নির্গত হইয়া গিয়াছে!

কথায় কথা বাড়ে। আমি কাহারও কথায় প্রতিবাদ করি নাই। কমলার মত বটিকায় দেহ নীরোগ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

৫

ফুলশয্যার রাত্রে কমলার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারি নাই; সে শুধু হাসিতেছিল--কিন্তু পররাত্রে সে বলিয়াছিল যে মোগলসরাই ষ্টেশনে আমি যখন তাহাদের কাশীর গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম তখন আমার জন্ত তাহার অত্যন্ত মন কেমন করিতেছিল!

কমলাকে কিছু বলিলাম না—কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম হে দর্পহারী মধুসূদন, আমার দর্প তুমি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিয়াছ। আমি কাব্য এবং উপন্যাস—প্রেম এবং প্রণয় চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি, আর আমার ভাবী পত্নীর বিবাহের পূর্ব্বেই আমার জন্ত মন কেমন পর্য্যন্ত করিল!

"সেই দিন হইতে বুঝিয়াছি অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বোস-গিন্নী ও ভিখারী।

Lakshmibilas Press.

ভিখারী।

১

"মাগো আমায় কিছু ভিক্ষা দিয়ে যাও—ছদিন হ'ল আমি কিছু খেতে পাইনি।" এই বলিয়া একটি বিকলাঙ্গ ভিখারী বোসেদের গিন্নীর নিকট হইতে কিছু ভিক্ষা পাইবার আশায় হাত বাড়াইল।

বোস-গিন্নী দশ বারো বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছে। গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় কত ভিখারী কতদিন তাহার নিকট হইতে কতবার ভিক্ষা করিয়াছে, কখন কখন তাহাদের ভিক্ষা দিয়াছে,—অধিকাংশ সময়েই দেয় নাই। কিন্তু এমনটি করিয়া বুঝি আর কেহ তাহার নিকট ভিক্ষা চাহে নাই। কোন ভিখারীর প্রার্থনা বুঝি ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া তাহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে নাই। সেই বিকলাঙ্গ খোঁড়া ভিখারীটিকে দেখিয়া, বোস-গিন্নীর এত দয়া হইল যে তাহাকে আপনার বাড়ী ডাকিয়া লইয়া চলিল। বলিল "তোর ছদিন খাওয়া হয় নি—চল্, আমাদের বাড়ী চল, তোকে আজ আমি পেট ভ'রে খাওয়াব।" বোস-গিন্নীর সেই করুণার্দ্র স্বর শুনিয়া ভিখারীর চোখে জল আসিল। সে আর কোন কথা না বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বোস-গিন্নীর পিছনে পিছনে চলিল। খোঁড়া পায়ের ব্যথার কথা তখন আর কিছু মনে রহিল না।

পিতার বহু কষ্টের সঞ্চিত অর্থ একেবারে হাতে পাইয়া মন্মথনাথ তাহার মাথা ঠিক রাখিতে পারে নাই। বাড়ী নূতন, ফ্যাসানে নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল। অনাবশ্যকীয় অনেকগুলি বাবুয়ানীর সরঞ্জাম জুড়ী-গাড়ী, বাগান-বাড়ী ইত্যাদিতে যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিতে লাগিল। এ অবস্থায় যাহা হয়, মন্মথনাথের তাহাই হইল,—অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা বন্ধু আসিয়া জুটিল। মন্মথনাথও নাগরিক আনন্দস্রোতে তাহাদের সহিত গা ভাসাইয়া দিল।

মন্মথনাথ ফিটবাবু। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট প্রত্যেক কাজেই বাবুয়ানীর যথেষ্ট মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। এ অবস্থায় তাহার মা যে হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইবে, তাহা তাহার সহ্য হইত না; মন্মথনাথ কতবার মাকে গঙ্গাস্নান বন্ধ করিতে, না হয় গাড়ী করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে; কিন্তু বোস-গিন্নী পুত্রের একটি অনুরোধেও

রাজী হয় নাই। ইহাতে মন্মথনাথ মনে মনে একটা কাল্পনিক হীনতা অনুভব করিত, তবে বোস-গিন্নী স্নান করিয়া ফিরিবার সময় সদর দরজা দিয়া না গিয়া আস্তাবলের পাশের দরজা দিয়া যাইত বলিয়া মন্মথনাথ কতকটা আশ্বস্ত ছিল। তাহাকে আর বাহিরের ঘরে সমবেত বন্ধুবান্ধবের নিকট লজ্জিত বোধ করিতে হইত না।

ভিখারীটিকে আস্তাবলের পাশে একটি ছোট খোড়ো ঘরে বসিতে বলিয়া বোসগিন্নী বাড়ীর ভিতর গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল "ভাত তৈয়ারী হ'লে তোকে দিয়ে যাব, এখন এইখানে বসে থাক্।" ভিখারী অন্নের আশায় সেইখানে বসিয়া রহিল। সে মাস দুই হইল একটা গাড়ীর ধারে ভিক্ষা করিতে গিয়া গাড়ি চাপা পড়িয়াছিল। হাঁসপাতাল হইতে আজ সবেমাত্র তিন দিন ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার ভাঙ্গা পায়ে এখনও যথেষ্ট ব্যথা আছে; কিন্তু কি করিবে পেটের দায়ে তাহাকে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ভিক্ষা করিতে হইয়েছে। পায়ে বড় ব্যথা -কিন্তু উপায় নাই, পেটের ব্যথা আরো ভয়ঙ্কর! এতদূর হাঁটিয়া আসিয়া সে বড় বেশী কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। সেইখানেই বসিয়া ভাঙ্গা পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

বেলা হইলে পর বোস-গিন্নী নিজ হাতে ভাত আনিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহাকে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইল। ভিখারী পরিতোষের সহিত খাইয়া যতটা তৃপ্তি পাইল, বোসগিন্নী বোধ হয় তাহার চেয়ে কিছু কম তৃপ্তি পাইল না। খাওয়া শেষ হইলে পর ভিখারী যাইবার জন্য উঠিল, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। এতটা চলিয়া আসিয়া তাহার ভাঙ্গা পা-টি ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার আর চলিবার শক্তি নাই। পা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সে যতক্ষণ না সুস্থ বোধ করে ততক্ষণ সেইখানে থাকিবে বলিয়া বোস-গিন্নী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। ভিখারী সেইখানে বসিয়া রহিল।

বৈকালে ভিখারীর জ্বরের লক্ষণ দেখা দিল। বোস-গিন্নী বৈকালে আসিয়া দেখিল, ভিখারী জ্বরের প্রকোপে কাঁপিতেছে। তখন বোস-গিন্নী বাড়ী হইতে একখানি ছেঁড়া কম্বল আনিয়া তাহাকে দিয়া বলিল, "তোমার জ্বর যদি হইয়া থাকে তো এই কম্বল দুইখানি জড়াইয়া শুইয়া থাক; কাল সকালে যদি ভাল হও তো চলিয়া যেয়ো।" ভিখারিটির জ্ঞান তখন কমিয়া আসিতেছিল।

২

সেইখানে পড়িয়া ভিখারী প্রায় মাস খানেক ভুগিল। এ সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব পুত্রকে না জানাইয়া বোসগিন্নী তাহাকে প্রত্যহ পথ্য খাওইয়া যাইত ও রাত জাগিয়া রোগীর শুশ্রূষাও করিত। বোসগিন্নী অনেক কষ্টে সে যাত্রা তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিল। অসহায়, চলৎশক্তিহীন একটা ভিখারীর জীবন-মরণের জন্য তাহার আশ্রিত বলিয়া এতদিন আপনাকে দায়ী মনে করিতেছিল সেই দায়িত্বের বলে মরণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই ভিখারীটিকে যখন মৃত্যুর হাত হইতে ছিনাইয়া আনিল, তখন তাহার উপর আরো মায়া, আরো স্নেহ আসিয়া পড়িল। ভাল হইয়া ভিখারী একদিন সেখান হইতে চলিয়া যাইবার কথা তুলিয়াছিল কিন্তু বোসগিন্নী যখন শুনিল যে, সে সেখান হইতে গিয়া দিনের বেলা ভিক্ষা করিবে ও রাত্রে গঙ্গার ধারে ফুটপাথে শুইয়া থাকিবে। তখন সে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে রাজী হইল না: বলিল, "তুই অনেক কষ্টে এবার বেঁচেছিস, তোর আর রাত্রে ফুটপাথে শুয়ে কাজ নেই, এইখানে রাত্রে শুয়ে থাকিস, আর আমি যতদিন বেঁচে থাকব তোর দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটবার আর ভাবনা নেই।"

সেইদিন হইতে ভিখারীর কপাল ফিরিল। দুবেলা সেইখানে খাইত আর ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইত তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিত। তবে ভিক্ষা করিতে তখন বেশীদূর যাইতে পারিত না। পায়ে বড় লাগিত। হঠাৎ একজন ভিখারীর ছেলে কোথা হইতে আসিয়া বাড়ীর গৃহিণীর হৃদয় এতটা অধিকার করিয়া বসিল দেখিয়া বাড়ীর চাকরদের কিন্তু বড় ভাল লাগিল না, সকলেই তাহার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া রহিল, প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। তাহাদের ভিতর দু একজন মন্মথর কানে পর্য্যন্ত তুলিয়া দিল, কিন্তু মন্মথ কখনো বাড়ীর কোন কথাতেই থাকিত না, এবারও কোন কথা বলিল না।

এইরূপে বোসগিন্নীর মাতৃস্নেহ ও যত্নের মাঝে ভিখারীর দিনগুলি বেশ আনন্দে ও সুখে কাটিয়া যাইতেছিল। তাহার কৃশ ও দুর্ব্বল শরীর অপেক্ষাকৃত সবল ও পুষ্টিলাভ করিল। কিন্তু এ সুখ তাহার বেশী দিন রহিল না। বোস-গিন্নী হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা গেল। তাহাকে সেই দিন হইতে আর কেহই

আর তাহাদের বাড়ী থাকে! কিন্তু তাহার উপর তাহার মৃত মাতার স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া নিজে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া আশ্রয়-হীন করিতে পারিল না। অন্য কেহ তাড়াইয়া দিলে হয় তো তাহার কোনো আপত্তি ছিল না। তাহাকে সেখান হইতে কেহ তাড়াইয়া দিল না, সেও সেখান হইতে গেল না। তাহার এক একবার সেখান হইতে চলিয়া যাইবার বড় ইচ্ছা হইত, কিন্তু সে আস্তাবলের সেই পোড়ো ঘরখানিতে মাতৃত্বের উজ্জ্বল স্মৃতি জড়াইয়াছিল। সেই ঘরখানিতে থাকিয়া যে কষ্টের মাঝে একটু আনন্দ পাইত। সে প্রাণ ভরিয়া নিজে সেই ঘরটি পরিত্যাগ করিতে পারিল না এবং আর কেহই যখন তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইল না তখন সে সেইখানেই রহিয়া গেল। সেইদিন হইতে সেই ভিখারীর ছেলেটি সমস্ত দিন বাহিরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। পথে কিছু খাবার কিনিয়া খাইয়া রাত্রে সেইখানে শুইয়া থাকিত।

নূতন মা পাইয়া, আর তাহাকে এত শীঘ্র হারাইয়া, তাহার মনে বড় লাগিয়াছিল। তাহার মনের সেই আঘাত শরীরের উপর প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার শরীরও ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আবার পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করিল।

বোস-গিন্নী মারা যাইবার পর হইতে সমস্ত ঘরসংসারের ভার মন্মথর স্ত্রীর উপর পড়িয়াছিল। সে বড় ঘরের মেয়ে, তাহার সাংসারিক শিক্ষা বড় বেশী হয় নাই। শাশুড়ীর জীবদ্দশায় সে অন্যের অপ্রয়োজনীয় সৌখীন কাজ লইয়া ব্যাপৃত থাকিত। এখন সহসা বাড়ীর গৃহিণীর প্রভুত্ব নিজ হাতে লইয়া চাকর চাকরাণীদিগের উপর অযথা রূঢ় ব্যবহার করিতে লাগিল! বোসগিন্নীর নিকট হইতে যাহারা ভালবাসা পাইয়া মহানন্দে কাজ করিয়া আসিতেছিল; তাহারা বধূর কর্কশ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে পুরাতন ঝি চাকরদিগের মধ্যে অনেকে ছুটি লইয়া দেশে গমন করিল। মন্মথের স্ত্রীকে অগত্যা বাপের বাড়ী হইতে নূতন ঝি চাকর আমদানী করিতে হইল।

গৃহিণী, পুরাতন গৃহিণীর মত গোছাল রকমের ছিল না, বাড়ীর জিনিষ দু একটা প্রায়ই হারাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মন্মথর স্ত্রী মন্মথর কানে সে সকল কথা তুলিতে সাহস করিল না, পাছে তাহার বাপের বাড়ীর নূতন

দিনকতক খাইতে না খাইতে ভিখারীটার আবার জ্বর হইল। পূরো সাত দিন জ্বরের প্রকোপে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল। এবার তাহার সেই জ্বরের কষ্টে কেহ সান্ত্বনা দিবার লোক নাই। একটিবারও কেহই তাহার খোঁজ খবর লইল না। সে সেইখানে একা পড়িয়া জ্বরের কষ্ট সহ্য করিতে লাগিল।

জ্বর ছাড়িবার দুই দিন পরে অতিকষ্টে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভাঙ্গা পায়ের উপর আবার পূর্ব্বেকার মতো ব্যথা ধরিয়াছে। দাঁড়াইতে গেলে পা কাঁপে। অনেক কষ্টে সেইদিন উঠিয়া দোকানে গিয়া তাহার সঞ্চিত অর্থ হইতে কিছু খাবার কিনিয়া খাইল। ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন আর ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে পারিল না।

ভাল হইলে পর তাহার শরীরে কিছু বল পাইল বটে, কিন্তু পায়ের ব্যথা কিছুতে কমিল না। এখন সে সেই পাড়াটুকু ছাড়া আর বেশীদূরে ভিক্ষা করিতে যাইতে পারে না। পূর্ব্বে সে সে-পাড়া ছাড়াইয়া অনেক দূরে ভিক্ষা করিতে যাইত। এখন সে সে-পাড়ায় ভিক্ষা করিয়া প্রথম প্রথম কিছু পাইতে লাগিল বটে, কিন্তু পাড়ার লোকের পয়সা না ফুরাক দয়া ফুরাইয়া আসিল। কে একটা চেনা ভিখারীকে প্রত্যহ ভিক্ষা দিবে! সকলেই ভাবিত যে, সে ভিক্ষা না দিলেও, এ ভিখারীটা অনাহারে মরিয়া যাইবে না। তাহারা তো তাহাকে আজ পাঁচ ছয় বৎসর এইভাবে থাকিতে দেখিতেছে, কিন্তু তাহারা তো কখন কেহই একটি পয়সা দেয় নাই; তবুও তো ভিখারীটা ঠিক সটাং আপনাকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে; সুতরাং তাহার জীবন মরণের দায়িত্ব তাহাদের নাই।

এবার হইতে ভিখারীটাকে তাহার সঞ্চিত অর্থ হইতে খরচ করিয়া খাইতে হইত। কচিৎ কখনো দু একটা পয়সা পাইত, তাহাতে তাহার বড় কিছু যাইত আসিত না। কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে কতদিন থাকে।—ভিখারীর সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া গেল।

ভিখারীটা আজ তিনদিন অনাহারে আছে। আজ তিনদিন হইল তাহাকে মুখে একটি গ্রাস পর্য্যন্ত তুলিতে হয় নাই। সে শুধু খুলীর জল পেট ভরিয়া খাইয়াছে।

সকালে উঠিয়াই আজ সে পেটের জ্বালায় অনেক কষ্টে সে-পাড়া ছাড়াইয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল।

লইয়া সে যখন আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার ক্ষুধার জ্বালা, শরীরের দুর্ব্বলতা, পায়ের ব্যথা ; তাহার মস্তকে একটা ভয়ানক আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। তখন তাহার কেবল মনে হইতেছে আজো তো অনাহারে গেল—বেশ—কিন্তু কাল্‌ও যদি এমনি হয়—দিন দিন কিছু না খাইয়া সেত আরো দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। হাঁটিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে পারিবে না, তবে কি তাহাকে শুইয়া শুইয়া তিল তিল করিয়া অনাহারে মরিতে হইবে! —উঃ কি ভয়ানক মৃত্যু সেটা! সে যেন তখন ঘরে বসিয়া অনাহারে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, আজও তো খাওয়া হয়নি, চারদিন অনাহারে আছে, কালই যদি শরীরে আরো দুর্ব্বলতা আসে, সে আর না উঠিতেপারে, তবে তাহাকে কাল হইতেও সজ্ঞানে মৃত্যুর অপেক্ষায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে হইবে—উঃ কি ভয়ঙ্কর সেটা। তারপর আবার মনে হইল—কেন এই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে—এখনও আর একবার আহারের চেষ্টা দেখিলে হয়—কিন্তু কি করিয়া কোথায় চেষ্টা করিবে—আর একটা কথা তখন তাহার চকিতের মতো মনে জগিয়া উঠিল।

আজ সে বুঝিতে পারিল, সমস্ত লোক যেন তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কেহ যেন আজ আর তাহাকে বাঁচিতে দিতে রাজী নহে। কিন্তু তাহাকে তো বাঁচিতে হইবে, ইহাদের নিকট হইতে লইয়াই বাঁচিতে হইবে। এখন তাহার জীবন মরণ ইহাদের হাতে। যখন ভাল কথায় তাহাদের নিকট হইতে তাহার জীবনটা পাওয়া গেল না, এখন সে জীবনটা ফিরিয়া পাইতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। মানবজাতির উপর আজ সে বড় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মানবজাতি আজ তার শত্রু।

তখন সন্ধ্যার আঁধার বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে গ্যাস জ্বালিয়া দিয়াছে। ভিখারী মনটাকে দৃঢ় করিয়া আর একবার আহারের চেষ্টায় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল ; ভাবিল কেহ তো তাহাকে খাইতে দিল না, আজ যদি এখন কেহ খাবার কিনিয়া এই পথ দিয়া যায়—তবে তাহার কাছ হইতে হঠাৎ খাবার কাড়িয়া খাইয়া ফেলিবে তাহাতে সে যদি পরে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করে তাহাতেও তাহার বেশী ক্ষতি নাই। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, রাস্তার জনপ্রবাহ ক্রমে কমিয়া আসিল, কিন্তু কেহই তাহার

বোস-গিন্নী ভিখারীকে অন্ন পরিবেষন করিতেছেন।

তখন তাহার একটা কথা বড় মনে পড়িল—সে ঠিক করিল, সে একবার চুরি করিবে। তাহার এই ষোল বৎসর বয়স হইয়াছে, সে ভিক্ষা করিবার সময় দু একটি মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন কখন কোনো পাপ করে নাই; কিন্তু এবার আর সে, সে ভাবে থাকিবে না। সমস্ত মানবজাতি আজ যখন শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও যেরূপ উপায়েই হোক্ তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। আর অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহার ঘরের পাশ দিয়া মন্মথর অন্দরে যাইবার পথে প্রবেশ করিল। কিছু দূর গিয়া কিন্তু ভয়ে আর অগ্রসর হইতে পারিল না; আবার বাহিরে ফিরিয়া আসিল; তাহার মনে হইল বাড়ীর একটি ঝি বুঝি তাহাকে দেখিতে পাইল!

আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার ক্ষুধার জ্বালা ও আসন্ন দুর্ব্বলতার আশঙ্কা তাহার মাথার ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। তাহাকে আজকে যে করিয়াই হউক খাইতেই হইবে—কিন্তু কি করিয়া খাইবে?—চুরি ছাড়া আর উপায় নাই—কিন্তু চুরি করা তো মুখের কথা নয়, কেই বা তাহার জন্য জিনিস অসাবধানে রাখিয়া গিয়াছে, আর তাহার সে সাহসই বা কই। আস্তাবলের দিকে চাহিয়া সহিসের ঘর খোলা দেখিতে পাইল। তখন সেখান হইতে কিছু চুরি করিয়া খাইতে পাইবার আশায় সে ঘরে ঢুকিল। মুর্গিগুলা সেই ঘরের বিছানো খড়ের উপর অনেকগুলা ডিম পাড়িয়া রাখিয়াছে। তাহার পাশে সহিসের একটা বড় কাঠের বাক্স খোলা রহিয়াছে। ভিখারীটা তখন ভাবিল বাক্স হইতে কোনো জিনিষ লওয়ার চেয়ে দুটো ডিম লওয়া ভাল। দুটো ডিম খাইয়া সে কাল বৈকাল পর্য্যন্ত ঘুরিতে পারিবে—হয়ত কাল কিছু ভিক্ষা পাইলেও পাইতে পারে। মিছামিছি বেশী পয়সা লইয়া কি হইবে। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া ডিম লইবার জন্য হাত বাড়াইল। সেত কখনো চুরির নকলনবিশি করে নাই, ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। একটি ডিম তুলিতে গিয়া তাহার হাত এত কাঁপিতে লাগিল যে সে ডিমটি হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে সহিসটি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সে ডিম চুরি করিতেছে। তাহাকে তখনি চোর বলিয়া ধরিয়া ফেলিল।

তখনই বাবুর কাছে খবর পাঠান হইল। বাবু তখন বাড়ীর ভিতর আহার করিতেছিলেন। মন্মথ-পত্নী যখন শুনিল যে, ভিখারীর ছেলেটা চুরি

হইতে অনেক জিনিস পত্র নিত্য চুরি যাইতেছে, নিশ্চয়ই সেটা ওর কাজ। তাহার শাশুড়ী উহাকে অত ভালবাসিত বলিয়া উহার বিপক্ষে সে মন্মথর কাছে এতদিন কিছু বলে নাই; সে ইতিপূর্ব্বে ওকে বাড়ীর ভিতর চুরির চেষ্টায় আসিতেও দেখিয়াছে। এই বলিয়া নিজের কথা প্রমাণ করিবার জন্য ঝি শ্যামার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল যে "কি গো শ্যামের মা, ভিখারীর ছেলেটাকে বাড়ীর ভিতর আস্‌তে তুমি দেখেছিলে না?"

"এই আজ একটু আগে দেখেছিলুম, বাড়ীর ভিতর আস্‌ছিল আমায় দেখে ফিরে গেল।"

মন্মথ রাগে গম্ভীর হইয়া বাহিরে আসিল। গৃহিণীর থালা বাটি চুরির এতদিনে কিনারা হইল দেখিয়া হৃদয়ের ভার অনেকটা কমিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে বাবুর অনেকগুলি মোসাহেব বসিয়াছিল, তাহারা চুরির কথা শুনিয়া বাবুর রাগ আরো বাড়াইয়া তুলিল এবং সকলে মিলিয়া ঠিক করিল ওটা পাকা চোর, ওকে পুলিশে দেওয়া দরকার।

সেই ভিখারীর ছেলেটা অনাহারে যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর ভয়ে আর কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। সহিসটা বাবুর হুকুম মতো কোনো রকমে তাহাকে রাস্তা দিয়া টানিয়া বাবুর নিকট হাজির করিল। বাবুর তখন যথেষ্ট রাগ হইয়াছে। তাহার মনে হইতেছে যে সকলেই তাহাকে বোকা ঠাওরাইতেছে, সে জানিয়া শুনিয়া এতদিন পর্য্যন্ত একটা চোরকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছে! বেটাকে এখনি মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। সেই ভিখারীর ছেলেটা সাম্‌নে আসিবা মাত্র তাহাকে সজোরে জুতা শুদ্ধ লাথি মারিল, সে ক্ষীণকণ্ঠে "ওগো বাবা গো" বলিয়া সহিসের হাত ফস্‌কাইয়া শুইয়া পড়িল। লাথি একটা মুখে আর একটা বুকে বড় লাগিয়াছিল। সেখান হইতে কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল।

বাবু ও তাহার মোসাহেবেরা সকলে মিলিয়া সহিসের উপর হুকুম দিল যে "আজকের মতো উহাকে উহার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হউক, কাল সকালে উহাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হইবে। পাছে আইনের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় ও যদি পলাইয়া যায়। উহাকে যেন বাহির হইতে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়।"

কিন্তু বাবু কি তাহার বন্ধুরা কেহই বুঝিল না যে, সে বিকলাঙ্গ ভিখারীর

বাঁচিয়া থাকিতে হয়। তাহাদের নিকট বাবুর মতো খাবার যেমন পর্য্যাপ্ত, উহার নিকট তাহা নহে। তাহারা একবার ভাবিল না, যে উহাকে কতই কষ্ট করিয়া খাবার জুটাইয়া খাইতে হয়। কেহ বাঁধিয়া এক সময়েই প্রত্যহ কলের মতো উহাকে খাবার খাওয়াইয়া যায় না। তাহারা একবার ভাবিল না যে, লোকে না খাইতে পাইলে ক্রমশঃ মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

সহিস যখন বাবুর কথামত ভিখারীর ছেলেটাকে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়া গেল, তখন সে কতকটা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার পরদিন সকালে সেই দুর্ব্বল কৃশকায় ভিখারীর ছেলেটাকে ধরাইয়া দিবার নিমিত্ত বাবু দুটি পুলিশের লোক আনাইলেন। তাহাদের সম্মুখে সেই কয়েদ-ঘরের চাবি খুলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইল যে, ঐখানে সে শুইয়া আছে। তাহারা দেখিল সেই ভিখারীর ছেলেটা বোস-গিন্নির দেওয়া কম্বলের উপর শুইয়া রহিয়াছে। পুলিশের লোক দুটি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, দেখিল শরীর অসম্ভব রকম শক্ত, চোখের দৃষ্টি স্থির—পলক নাই; কিন্তু তাহার মুখে একটা সান্ত্বনার হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে! কে জানে, কে অলক্ষ্যে থাকিয়া, কাহার মাতৃমূর্ত্তি এই কদর্য্য ভিখারীর ছেলেটাকে গভীর সান্ত্বনায় মৃত্যু সময়ে আশ্বস্ত করিয়া গিয়াছিল।

বেলা বাড়িতে সেখানে লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। পুলিশের লোক ঠেলিয়া যাওয়া যায় না। পুলিশের সাহেব নিজে আসিয়া দেখিল, মৃত্যু সন্দেহজনক। মৃতের কপালে ও বুকে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন। সে দিন বৈকালে পাড়ার সকলে মিলিয়া মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ লইয়া কত রকম মতামত প্রকাশ করিল। মন্মথর বাড়ীতে তখন কান্নাহাটি পড়িয়া গিয়াছে।

সে যাত্রা আইনের কবল হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে মন্মথর অনেক টাকা খরচ হইয়াছিল। এতটাকা যে, সে টাকায় সেই ভিখারী-ছোঁড়ার মতো—দশটা ছোঁড়া আজীবন বসিয়া খাইলেও ফুরাইত না।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

রোগ নির্ণয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূত্রপাত।

১৮—খৃষ্টাব্দটি খুড়োর পক্ষে দুর্ব্বৎসর বলিতে হইবে। কারণ খুড়ো 'ইউনিভার্সিটির পরীক্ষক এবং কর্ত্তৃপক্ষদের দোষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। বৃদ্ধ পিতার আগ্রহাতিশয্যে খুড়ো দ্বিতীয়বার সমরায়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বৎসরের মধ্যভাগেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পীড়া কি—আমার পাঠক পাঠিকাগণ তাহা নির্ণয় করুন। কারণ খুড়োর কথায় আমাদের ঠিক বিশ্বাস হয় না। তিনি কখনও বলেন—'ডিস্পেপ্‌সিয়া', কখনও বলেন—'অত্যধিক পাঠ বশতঃ মানসিক অবসাদ', কখনও বা—অতিরিক্ত চিন্তা ও কলিকাতার দূষিত জল-বায়ুই তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের প্রধান কারণ।'

যাই হোক,—আমি কথাটি একটু খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। খুড়ো যখন প্রথম বৎসর পরীক্ষা দেন, বলিতে কি,—পরীক্ষান্তেই, তাঁহার পিতা কলিকাতার এক ধনীর কন্যার সহিত,—এক গোধূলি-লগ্নে—খুড়োর শুভ-পরিণয় কার্য্যটি সমাধা করিয়া দেন। দরও উঠিয়াছিল—খুড়ো ধনী জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র; আর 'পাশ' হয় কি না হয়—'চষ্টা'তেই কতকটা মালুম হইয়াছিল—কি জানি!

বিবাহের পরেই, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় 'মুঙ্গেরে' বদলি হইয়া যান। সে সময় খুড়োর যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও—বিধিলিপি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সব ঠিক ঠাক্;—এমন সময় পত্র আসিল—তাঁহার মাতামহের কাল হইয়াছে। তাঁহার পিতা লিখিয়াছেন, সময়ে উপস্থিত থাকিয়া স্বর্গগত বৃদ্ধের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতে হইবে। পিতার কঠিন ও নির্ম্মম আজ্ঞায় খুড়োর বুকের ভিতর 'ধড়াস' করিয়া উঠিল। খুড়ো অন্তরে সবিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সেই মৃতের উদ্দেশে 'ফুল' 'ওল্ড ষ্টুপিড্' প্রভৃতি গোটাকতক সুমিষ্ট বচন বলিলেন;—কিন্তু কোন ফলই হইল না। গোবিন্দপুরে যাইয়া সকল কার্য্য মিটাইতে ছুটিটা কাটিয়া গেল; আর ঠিক

পিতা জেদ্ করিলেন—"তুমি আবার পড়; এ বয়সে লেখা-পড়া ছাড়া হইতে পারে না। বিশেষ যখন সামর্থ্যে কুলায়।" খুড়ো মনে মনে 'সামর্থ্য'-টিকে গালি দিলেন। দু' চার বার পিতার কাছেও অনুচ্চ স্বরে কহিলেন—"ও বিজাতীয় শিক্ষায়—ও পরীক্ষায় লাভ কি?" পিতা দৃঢ় স্বরে কহিলেন—"সে বিচার-শক্তি ও বুদ্ধি তোমার নাই। লেখাপড়া শিখ,—পরে বুঝিবে।" —আর কথা চলে না। খুড়ো পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া স্কুলে নাম লিখাইলেন—সে স্কুলে নয়! অন্য একটি দূরস্থিত স্কুলে।

তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসে 'গ্রীষ্মের ছুটি হইল। সে ছুটিটা—বিশেষ জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ আসিল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য তাঁহার!—সে বৎসর মুঙ্গের অঞ্চলে খুব গ্রীষ্ম;—মহামারী প্রভৃতির সেই দিকেই খুব আধিপত্য দেখাইতেছে। খুড়োর পিতা, কি জানি, কোথা হইতে এই সংবাদ পাইয়া পুত্রের শ্বশুর-বাড়ী যাত্রায় আপত্তি করিয়া বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। খুড়ো দিন কতক কলিকাতায় ও বাকী সময়টা দেশেই অতিবাহিত করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পিতাকে আপনার অসুস্থতার কথা লিখিয়া উত্তর পাইলেন—"প্রয়োজন মত চিকিৎসা করাইতে ত্রুটী করিয়ো না। আর দরকার হইলেই টাকা চাহিয়া পাঠাইবে।"

হা ভগবান!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০০০—

চিকিৎসা।

এইস্থলে খুড়োর পরিচয় একটু প্রয়োজন মনে করি। খুড়োর নাম—শ্রীরাধানাথ বসু;—কিন্তু তিনি এ নামে পরিচিত নহেন। তাঁহার মেসের ছেলেরা পর্য্যন্ত এ নামটি অবগত নহেন। বাল্যাবধি মৌখিক মুরুব্বিয়ানার ঝাঁজ থাকায় তিনি মাইনর স্কুলে 'রাধু খুড়ো' এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 'রাধু'টি লুপ্ত হইয়া শুধু 'খুড়ো'তে পরিণত হইয়াছিল।

কলিকাতার অধিকাংশ সহপাঠী বা বন্ধুবর্গ খুড়োকে খাতির, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। কোন বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শের দরকার হইলে, তাঁহারা

"ভারি উইক—চেঞ্জে যান—মুঙ্গেরই ভাল।"

খুড়োর অসুস্থ সংবাদ অচিরেই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল। দলে দলে বন্ধুবান্ধব সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। খুড়োর ঘরটি সর্ব্বদাই বন্ধুগণের হাস্যকোলাহলে মুখরিত থাকিত। তাহার কারণ,—অসুখের সময় রোগীকে প্রফুল্ল রাখাই প্রধান চিকিৎসা।

খুড়োর মেসের পার্শ্বের বাড়ীখানিতে একজন নব-পরীক্ষোত্তীর্ণ L. M. S. ডাক্তার সম্প্রতি বাস করিতেছেন। একদিন প্রাতঃকালে আপাদমস্তক শালাবৃত করিয়া খুড়ো ঐ ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবুও বহুকালের পর, একটি বিশিষ্ট রোগীর সাক্ষাৎ পাইয়া বিশেষ পুলকিত হইয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। খুড়োর নিকট সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, চিন্তান্বিত ভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অস্ফুটস্বরে এই কথা কয়টিও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল ;—

"ইস।—একেবারে পাকাপাকি। কিছু পূর্ব্বে 'এডভাইস্' নিলে মন্দ হ'ত না। আর এ অসুখটা কি না—অসুখটা—গুরুতর, কি না—তা, আরোগ্য হ'বেন বৈ কি। ভয় নাই।—কিছু দিন আমার চিকিৎসাধীনে থাকিলেই —ব্যস।"

চিকিৎসকটির প্রতি খুড়োর অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। ইনিই তাঁহার প্রকৃত ব্যাধি নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। তিনি বসিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

ডাক্তার বাবু একখানি তৈলসিক্ত কাগজখণ্ড লইয়া একটা 'ফিবার মিক্সচার' প্রেসক্রাইব করিয়া দিয়া বাম হস্তটি খুড়োর দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। খুড়ো পকেটে হাত পুরিয়া,—ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাক্তার বাবু! বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে কি আমার স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে না?" ডাক্তার বাবু একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া চশমাখানি নাড়িয়া,—গম্ভীরভাবে কহিলেন—"হাঁ— তবে কি জানেন ; অসুস্থাবস্থায়, বায়ু পরিবর্ত্তনের সময় চিকিৎসারও প্রয়োজন। ওই কি না—যদি কোথাও যান—ভাল হয়—তবে কি না—ঔষধের প্রয়োজন। ভাবি উইক, চেঞ্জে যান, মুঙ্গের এ সময়টা ভাল, তা' আমায় লিখলে আমি প্রতি ডাকেই ঔষধ পাঠাইতে পারি। আর যাবার আগে একটা খুব ভাল মিক্সচার করে ত দিবই।" সঙ্কুচিত হস্ত পুনঃ প্রসারিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

উদ্যোগ।

'মেডিকেল এডভাইস' পাইয়া খুড়ো,—দেশে পিতাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ ;—

আমি বিশেষ অসুস্থ। অনেক রকম চিকিৎসা করাইলাম,—ভাল ফল পাই নাই। সম্প্রতি জনৈক বিজ্ঞ ও প্রথিত-যশা চিকিৎসক, আমার বায়ু পরিবর্ত্তন ও কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে পরামর্শ দিতেছেন। আপনার মত কি অবিলম্বে অবগত করাইতে আজ্ঞা হয়।

খুড়ো ডাক্তারবাবুকে আজ যে উপাধি দিলেন—তাঁহার পক্ষে উহা অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য! (অবশ্য যদি তিনি পত্রের ঐ অংশটা দেখিতেন) খুড়োর পিতাঠাকুর কিন্তু কি প্রকৃতির লোক জানি না—তিনি উত্তরে লিখিলেন—"সরোজকে পাঠাইতেছি।—তুমি তাহার সহিত চলিয়া আসিবে, অন্যথা না হয়।" খুড়ো এই কয় ছত্র পড়িয়া ক্রোধে হুতাশনবৎ জলিয়া উঠিলেন। কিন্তু উপস্থিত উপায় না থাকায়—কনিষ্ঠ ভ্রাতা সরোজকান্তের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। আর একটি কাজ করিলেন,---সেটি গোপনীয়!

যথা সময়ে সরোজকান্ত আসিয়া দাদার মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। দাদা আর ঘরের বাহির হন না। সর্ব্বদা শয্যাতে শয়ান। কাহারো সহিত ভাল করিয়া বাক্যালাপ করেন না। এ কি পরিবর্ত্তন? সে দাদাকে বাটী যাইবার কথা বলিলে--তিনি—"উঁ, আঁ—আঁা—" করিয়া চক্ষু মুদ্রিত ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। সরোজকান্ত জ্যেষ্ঠের মতের অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে মেসের পাচক ব্রাহ্মণ তিনখানি পত্র আনিয়া খুড়োর শয্যার উপর ফেলিয়া দিল। খুড়ো 'রাগে'র ভিতর হইতে, কম্পিত হস্ত বাহির করিয়া আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিয়া নিকটে উপবিষ্ট ভ্রাতার হস্তে দিয়া কহিলেন—"কি আশ্চর্য্য! সেখানে খবর গেল কি করে।—তারা সকলে কি রকম ব্যাকুল হ'য়েছে। আহা!—কে এ খবর দিলে? আঁা—"

প্রথম পত্রখানি তাহার শ্বশুর মহাশয় জামাতার অসুস্থতায় চিন্তিত হইয়া,—তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মুঙ্গেরে যাইতে লিখিয়াছেন। দ্বিতীয়খানি তাঁহার স্ত্রী মালতীর। সেখানির তাৎপর্য্য অশ্রুময়। তৃতীয় পত্রখানি তাঁহার

বাবুকে সকাতরে অনুরোধ করিয়াছে—পত্র পাঠ যেন তিনি মুঙ্গেরে রওনা হন। সরোজ পত্রগুলি পড়িয়া যেমন রাখিল, আর খুড়োও একটা বিকট চীৎকার করিয়া সটানভাবে শুইয়া পড়িল। সরোজ ছেলেমানুষ; সে মূর্চ্ছার আশু উপশমের ব্যবস্থা জানিত। তাড়াতাড়ি এক বাল্‌তি জল লইয়া দাদার মুখের উপর ঢালিয়া দিল। খুড়ো উঠিয়া বসিলেন। সরোজ ভীতভাবে কহিল—"মুঙ্গের যায়গা খুব ভাল। আর তাঁহারা যখন এত করে লিখেছেন—আপনার সেখানে যাওয়াই উচিত।" বিরক্তি ভাব দূর হইয়া খুড়োর বদনমণ্ডলে হাস্যরেখা খেলিয়া গেল। জলদকণ্ঠে কহিলেন—"হাঁ ভাই। ঠিক বলেছো!—তবে, বাবার মতটা।—আমি বললে বাবা ত—" একটু থামিয়া—"তা তুমি-ই বাবাকে লিখ—না একটা 'টেলিগ্রাম করে' আজই মতটা আনিয়ে নাও। তা হ'লে কালই রওনা হইব।"—বলিয়া 'ড্রয়ার' খুলিয়া দুইটি টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

বাড়ীতে যখন এই খবর পৌছিল—পিতার মুখ সহসা গম্ভীর হইল। এতদিন পরে, শ্বশুর-বাড়ীতে অযাচিত ভাবে যাওয়া—তিনি যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। কিন্তু অন্দরে সব যুক্তি তর্ক ভাসিয়া যায়। গৃহিণীর কাতর ক্রন্দনে ও (রোগাক্রান্ত) পুত্রের বিষয় ভাবিয়া আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

খুড়ো সবিশেষ আয়োজন করিয়া হাওড়ায় গিয়া 'প্যাসেঞ্জার'এ চড়িলেন। সরোজ ট্রেণ ছাড়িবার সময় বলিয়া দিল—"যখন যেমন থাকেন চিঠি লিখিবেন।"

"আচ্ছা ভাই! এস তুমি।"

বোধ হয়—ট্রেণে চড়িলেই ক্ষুধার মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পায়। আমরা এ কথা জানি। খুড়োও জানিতেন—তাই গ্রেট্ ইষ্টার্ণের দোকান হইতে দু'খানা বড় রুটী মেসের চাকরকে দিয়ে আনিয়ে ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখেছিলেন। এখন তাহাদের সদ্ব্যবহার করিলেন।

খুড়ো যে কামরাটিতে ছিলেন—সে খানিতে একজন মাত্র বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। খুড়ো দু' একবার তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া—পরে অন্য

খুড়োর মনটি তখন কি চিন্তায় মগ্ন ছিল জানি না—কিন্তু তিনি বৃদ্ধের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। এবং 'হরিনাথে'র মত বিপদগ্রস্থ হইবার ভয়ে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেও নারাজ! সেও যে এই—সব ঠিক—ঠাক!

* * * *

সন্ধ্যাকালে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া খুড়ো ওরফে শ্রীমান রাধানাথ বাবাজীউ নীলমাধব হাকিমের বাসার সম্মুখে অবতরণ করিলেন। নীলমাধব বাবু (তাঁহার শ্বশুর) ছুটিয়া আসিয়া সাদরে জামাতাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্যালকগণ আসিয়া জামাইবাবুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। খুড়ো হাসিতে হাসিতে ও কাশিতে কাশিতে ভিতরে চলিলেন। শ্বশুর মহাশয় ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী জামাতার পাণ্ডু মুখ,—শীর্ণ দেহ দেখিয়া ভীত হইলেন। শ্বশ্রূ কাঁদিয়া ফেলিলেন। কালীঘাটের কালীর নিকট জামাতার মঙ্গল কামনা করিয়া যোড়া পাঁঠা মানত করিলেন। "হে মা কালী!—বাছাকে ভাল কোরো মা!" স্নেহের বন্ধনের নিকট কি অসুখ থাকিতে পারে?

শ্যালিকা সুধা আসিয়া জামাই বাবুকে প্রণাম করিল। সে সকলের কাছেই শুনিয়াছিল—জামাইবাবুর শরীর বিশেষ খারাপ হইয়া গিয়াছে; চেনা দায়! সে কিন্তু একবারেই চিনিতে পারিয়াছিল। পরে তাহার বাক্স হইতে একখানা ফোটো বাহির করিয়া তাহা সকলের অলক্ষ্যে একবার জীবন্ত মূর্ত্তির সহিত মিলাইয়া,—গম্ভীরভাবে,—তাহার দিদিকে বলিল— "দিদি! যা বল ভাই! মুঙ্গেরের হাওয়ার খুব গুণ আছে। জামাইবাবুর শরীর কত খারাপ ছিল—আজ কিন্তু বেশ ভাল বোধ হচ্ছে। আর জলের ত কথাই নাই। কাল দেখো—তোমার বরটি খুব সুস্থ ও সবল হ'য়ে গেছেন। এক রাত্রের জলের গুণ দেখ্‌তে পাবে।" মালতী স্মিতমুখে কহিল— "সুধা!—তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। ভগবান্ তাই করুন।"

রাত্রে খুড়ো—বিরহিণী মালতীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে মূর্চ্ছা যায় নাই বটে—তবে ভয় পাইয়াছিল। আর খুড়ো—তাঁহার সে সুখ— অনির্ব্বচনীয়! অপূর্ব্ব! মধুর!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:§:—

শেষ।

প্রাতঃকালে রাধু খুড়ো—সকলের সহিত হাস্যমুখে আলাপচারি করিতেছে। কেবল—সুধাকে দেখিলেই খুড়ো—কেমন যেন জড়াইয়া—কেমন হইয়া যান।

দুষ্টু সুধা, তাহার বড় দাদার ঘর হইতে একখানা বই চুরি করিয়া একটা গানের দু' লাইন শিখিয়া তাহা আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিল—

"বিরহ জিনিষটা কি—
নাইরে—নাইরে আর জান্তে বাকী—

আর খুড়োর নিকটস্থ হইলেই বগল বাজাইয়া 'ডাক্তার হইয়াছি' বলিয়া নৃত্য করিতেছিল। খুড়ো চটিয়া ছিলেন—কিন্তু তাহার ঔষধের গুণ এমনি যে, যথাসময়ে খুড়ো একটি কন্যারত্নের মুখাবলোকন পূর্ব্বক—পিতার ত্যজ্য পুত্র হইবার ভয়ে আবার একদিন মুঙ্গের ষ্টেশনে বসিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

অমায়িক দারোগা।

শ্রীযুক্ত রসসিন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় তেঁতুলপটি থানার দারোগা হইয়া আসিবার কিছুদিন পরেই, গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা স্বীকার করিল যে এরূপ সদাশয় ভদ্রলোক পুলিশ বিভাগে ত দেখা যায়ই না, অন্যত্রও দুর্লভ। বাস্তবিক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিপুষ্ট গৌরকান্তি, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত তিলক-ছাপ, মুখে অহর্নিশি ভগবানের নাম, আর নয়নদ্বয়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ, দেখিলে লোকের মনে আপনা হইতে একটা ভক্তিভাব জাগিয়া উঠিত। বিশেষতঃ তাঁহার সুমিষ্ট কথায় ও সাদর সম্ভাষণে ভদ্র সাধারণ সকলেই বিমুগ্ধ হইল।

লইতেন, কোন্ দারোগা চাষাভূষার ছেলেকে সিঁথে কাটিতে দেখিলে বেত লইয়া তাড়া করিতেন, কোন দারোগা দুধ খাইয়া গয়লাকে দাম দিতেন না, ইত্যাদি পুরাতন কাহিনী স্মরণ করিয়া, গ্রামের কৃষকমণ্ডলী বলিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় শাপভ্রষ্ট দেবতা, স্বর্গরাজ্যের কোনও বিশেষ ঘটনা পরম্পরার ফলে ধরণীতে দারোগারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গ্রামের কোন ভদ্রলোকের সহিত দারোগা বাবুর সাক্ষাত হইলেই, তাঁহার পুত্র কন্যা, পত্নী, বৈবাহিক, মেসো, পিসে ইত্যাদি ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় আত্মীয় স্বজনের দৈহিক মানসিক বৈষয়িক পারমার্থিক সর্ব্বপ্রকার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে নিরস্ত হইতেন। কুশল সংবাদ শুনিলে মুখে উদ্বেগের ভাব দূর হইয়া হাস্য ও আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিত। দুঃসংবাদ শুনিলে গম্ভীরভাবে বলিতেন "কৃষ্ণ হে, তোমারি ইচ্ছা।" এইরূপে তিনি অল্পদিনেই গ্রামস্থ সকলকেই আপনার করিয়া লইলেন।

বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় এত কোমল ছিল যে কোনও মতে পরের কষ্ট সহিতে পারিতেন না। থানার যখন জমাদার বা কনষ্টেবলগণ কোনও আসামীকে অপরাধ কবুল করাইবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিত, তখন দারোগা বাবু সেখান হইতে উঠিয়া থানা ভবনের অপরপ্রান্তে গিয়া "অমিয় নিমাই-চরিত" পাঠ করিতে বসিতেন।

থানায় কোন মকদ্দমায় কেহ কিছু 'বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিলে, দারোগা বাবু শিহরিয়া উঠিয়া জিহ্বার অর্দ্ধাংশ দন্তপংক্তির দ্বারা সবলে চাপিয়া বলিতেন "বাপরে, ও সব কথা কানে শুনিলেও পাপ আছে। তুমি ঘরের লোক, তোমাকে আর কি বলবো, আমার সামনে ওকথা উচ্চারণ করিয়ো না।" তার-পর প্রস্তাবকারী যখন অপ্রস্তত হইয়া ঘরের দরজা পর্য্যন্ত যাইত, তখন বলিতেন "ও সব ছোটলোকমির কথা জমাদারগুলো কয় বটে। কিছুতেই আমি তাদের নিবারণ করতে পেরে উঠলুম না।"

একবার এক ব্যক্তি দারোগা বাবুকে বলে "মহাশয়, আপনি এরূপ ধর্ম্মাত্মা, অথচ আপনি আসা অবধি আপনার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা জুলুমের মাত্রা আরও বাড়াইয়াছে। ইহাদের নামে রিপোর্ট করিয়া এ সব অধর্ম্মাচার বন্ধ করা কি আপনার ধর্ম্ম নহে?" বিষাদমিশ্রিত হাসি হাসিয়া দারোগা বাবু কহিলেন "ভায়াহে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার বড়ই কঠিন। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

তাহাদের অধর্ম্মাচারের বিচার সেই গোলকবিহারী গোপীনাথজীউ করিবেন। আমি কেন তাহাদের কর্ম্মচ্যুতির কারণ হইয়া, তাহাদের নিরপরাধ স্ত্রী পুত্রকে কষ্ট দিয়া মহাপাপের ভাগী হইব? গৌর হে তোমার কর্ম্ম তুমি কর।"

২

থানার সামনে তারিণী অধিকারীর চণ্ডীমণ্ডপ। অধিকারী মহাশয়ের পৌরহিত্য পেশা হইলেও, তিনি দশকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন শাস্ত্র ছিল না যাহা তাঁহার একেবারে অজ্ঞাত। স্মৃতির ব্যবস্থা, লাঠি খেলা, গান বাজনা, কবির ছড়া বাঁধা, ঘটকালী, ঘর ভাঙ্গান ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিদ্যায় তাঁহার অসামান্য পারদর্শিতা দৃষ্ট হইত। বিশেষতঃ অপরের মকর্দ্দমা তদ্বির করা বিষয়ে তাঁহার কেমন একটা ঈশ্বরদত্ত দৈবশক্তি ছিল। এই সকল গুণের একত্র সমাবেশ নিবন্ধন অধিকারী মহাশয় গ্রামের একটা মাথার মত ছিলেন।

এ হেন অধিকারী মহাশয়ের সহিত দারোগা বাবুর শীঘ্রই বিশেষ আত্মীয়তা হইল। এমন কি উভয়ের পরিবারস্থ নরনারীগণও পরস্পরের মধ্যে নানারূপ সম্পর্কের সৃষ্টি করিয়া, এই সম্প্রীতিটাকে ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিল। অধিকারী মহাশয় দারোগা বাবুকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পূর্ব্বজন্মে যে নিশ্চয়ই উভয়ে "মার পেটের ভাই" ছিলেন, তাহা বুঝিতে কাহারও দেরি হইল না।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় থানায় কোনও কাজ না থাকিলে, দারোগা বাবু অধিকারীর চণ্ডিমণ্ডপে আসিয়া নানাপ্রকার গল্প-গুজব করিতেন। কখনও বা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ হইত। সভাভঙ্গের পর প্রায়ই অধিকারিণী মহাশয়ার স্বহস্ত রচিত চন্দ্রপুলি ও ক্ষীরের ছাঁচ সহযোগে দারোগা বাবুর যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ হইত। এইরূপে উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতা দিনে দিনে বর্গানুপাতে বৃদ্ধি পাইতে চলিল।

গ্রামে অধিকারী মহাশয়ের প্রতাপও এই পুলি-প্রীতির কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বাড়িল। আগে যাহারা তাঁহার শত্রু ছিল; তাহারাও এখন তাঁহাকে পথে দেখিলে নমস্কার করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে লাগিল। গ্রামের জমিদার পর্য্যন্ত অধিকারীকে হাতে রাখিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে

হইলে, সেই বিপুল নৈবেদ্যভার সমন্বিত পৌরহিত্যও আধিকারী মহাশয়ের প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। অন্যান্য রকমেও অধিকারীর বিস্তর লাভ হইতে লাগিল। গ্রামে কোনও ফৌজদারী কেস হইলে, সকলেই (সময়ে সময়ে দুইপক্ষই) অধিকারীর শরণাপন্ন হইতে লাগিল। সুতরাং পুলিশের নাম করিয়াও বিস্তর অর্থাগম হইতে আরম্ভ হইল।

কোষ্ঠী মিলাইয়া জানা গিয়াছিল যে গত দুই বৎসর হইতে অধিকারী মহাশয়ের বৃহস্পতির দশা পড়িয়াছিল। কিন্তু এতাবৎকাল তাহার জন্য কিছু বিশেষ সুফল দেখা না যাওয়াতে, অধিকারী জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতে ছিলেন। এক্ষণে বুঝা গেল যে দেবগুরু এতদিন কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার অনুগৃহীতকে একেবারে বিস্মৃত হন নাই। গত দুই বৎসরের নিষ্ক্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে পোষাইয়া দিতেছিলেন।

৩

তেঁতুলপটি গ্রামের প্রান্তভাগে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক খনিত একটি প্রকাণ্ড সরকারী দীর্ঘিকা ছিল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে পুরাকালে তাহার ঘাটের পাশে একখণ্ড কাষ্ঠফলকে একটা নোটিশ লেখা ছিল যে, চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট লাইশিনী না লইয়া পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরা নিষেধ। কিন্তু সে কাষ্ঠফলক ও তদুপরিস্থ নোটিশ বহুকাল পূর্ব্বেই বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছিল। গ্রামস্থ আপামর সাধারণ সকলেই প্রকাশ্যভাবে এবং বিনা আপত্তিতে সেখানে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিত। এমন কি থানার কনষ্টেবলরাও সময় সময় তাহাতে যোগ দিত।

একদিন বৈকালে অধিকারী মহাশয় একটা প্রকাণ্ড ছিপ লইয়া পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে বসিয়া মাছ ধরিতে ছিলেন। অপরাপর লোকেও ছিপ ফেলিয়াছিল, কিন্তু অধিকারী এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনটি বড় বড় মৎস্য ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি এক একবার পার্শ্বস্থিত হুঁকায় তামাক টানিতেছিলেন, এবং নিজের পূর্ণ চুপড়ী ও অন্যান্য মৎস্যহন্তাদিগের শূন্য চুপড়ী তুলনা করিয়া পার্শ্বস্থ এক বন্ধুকে বৃহস্পতির দশার ফলাফল বুঝাইতে ছিলেন।

এমন সময়ে এক কনষ্টেবল সমভিব্যাহারে দারোগা বাবু সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। অধিকারীকে দেখিয়া [illegible]

ভায়া যে মাছ ধরা হচ্ছে নাকি?
S. Ratcshit.
ভায়া কি পাগল হলে?
Sailen Ratcshit
সবই গৌর চাঁদের ইচ্ছা।
Sailen Ratcshit

জিজ্ঞাসা করিলেন "ভায়া যে, মাছ ধরা হচ্ছে না কি?" অধিকারী মহাশয়ও 'দাদাকে' প্রত্যভিবাদন করিয়া হুঁকাটি তাঁহার হাতে দিলেন।

তামাক খাইতে খাইতে দারোগা বাবু বলিলেন, "দেখি দেখি ভায়া, কতগুলো মাছ ধরলে! বাঃ বেশ বড় বড় মাছ যে! ভায়ার সব কাজেই বাহাদুরী আছে।" অধিকারী হৃষ্ট হইয়া বলিলেন "এ মাছ তোমারি জন্যে ধরছি—দাদা। তোমার ভাদ্রবউয়ের হাতের মুড়ীর ঘণ্টটা একটু চাক্‌তে হবে।" "তা বেশ বেশ" বলিতে বলিতে দারোগাবাবু হুঁকাটি প্রত্যর্পণ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, কি যেন একটা কথা স্মরণ হওয়াতে দারোগা বাবু ফিরিয়া আসিয়া "হাঁ, দেখ ভায়া, একটা কথা মনে পড়ে গেল। কালেক্টার সাহেব সে দিন কথায় কথায় বলছিলেন যে সরকারী জিনিস পত্র আজ কাল বড় লোকসান হচ্ছে, পুলিশ কিছু দেখে না। তা ভাবছি যে কেন পরের সঙ্গে গোলমাল করিয়া নিন্দার ভাগী হই, তার চেয়ে তুমি আপনার লোক, তোমার নামেই একটা মাছ ধরার রিপোর্ট করে দিই।" কথাটা রহস্য কি সত্য ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অধিকারী একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিলেন "তা দাদা, যা ভাল বুঝ করিও, কোনও ঝঞ্ঝাট হবে না ত?" হো হো করিয়া হাসিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, "ভায়া, তোমার অনিষ্ট করতে পারি এ সন্দেহও তোমার হ'ল?" অধিকারী অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "না না তা কি বলছি? তুমি যা হয় কর" দারোগাবাবু বলিলেন, "তবে চল ভায়া থানায় যাওয়া যাক। রিপোর্টটা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে লিখতে হবে। মাছগুলোও নিয়ে চল না। থানাতেই রান্না টান্না হবে।"

* * * * *

পরদিন সকালে তারিণী অধিকারী বাটী হইতে বাহির হইয়া দেখিল একজন কনষ্টেবল দণ্ডায়মান। সসম্মানে অভিবাদন করিয়া কনষ্টেবল জানাইল যে কোনও জরুরি কারণে দারোগাবাবু অধিকারী মহাশয়কে লইয়া ডেপুটি বাবুর কোর্টে যাইতে বলিয়াছেন। তিনি নিজে প্রত্যূষে একটি মোকদ্দমার তদারকে বাহির হইয়াছেন, সেখান হইতে একেবারে কাছারী যাইবেন।

অধিকারী ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও কনষ্টেবলের সহিত কাছারীতে চলিলেন। কিছু উদ্বেগ হইল বটে—তবে ইহা বেশ জানিতেন

কাছারীতে গিয়া অনতিবিলম্বেই দারোগা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অধিকারীকে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দারোগাবাবু কহিলেন, "এস এস ভায়া, সকাল সকাল সে মাছের ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলা যাক। চল কাছারী ঘরে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ডেপুটি বাবুর ঘরে তারিণী চরণ অধিকারীর ডাক হইল। অধিকারী হাজির হইলে সাক্ষীদের জবানবন্দি আরম্ভ হইল।

সহাস্যমূর্ত্তি দারোগাবাবু স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্টস্বরে অবিচলিত মুখে জবানবন্দি দিলেন। "আসামী গতকল্য বৈকালে ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ডের পুষ্করিণী হইতে মাছ চুরি করিতেছিল। আমি রোঁদে ফিরিবার সময় তাহাকে ধরি। গ্রেপ্তারের পর আসামী আমাকে মৎস্য ঘুস দিতে চায়। আমি মৎস্য সমেত হুজুরের আদালতে হাজির করিয়াছি।"

অধিকারী অর্দ্ধস্তিমিত নেত্রে দেখিলেন যে তাঁহার ধৃত মৎস্যগুলি (সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মৎস্যটি ব্যতীত) অর্দ্ধগলিত অবস্থায় বিচারপতির সম্মুখে হাজির করা হইল।

একবার আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে জেরা করিবে কি না, বা সাক্ষী ডাকিবে কি না। অধিকারী একবার দারোগাবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার চক্ষের ইঙ্গিত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিয়া ফেলিলেন "না।"

আসামীর পূর্ব্বেকার কোন চুরি কেসে সাজা আছে কি না নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে মোকদ্দমা পরদিনের জন্য মুলতুবী হইল। অনেক কষ্টে অধিকারী দুই শত টাকার জামিনে খালাস রহিলেন।

জামিনে খালাস হইয়া অধিকারী বাহিরে আসিয়া দারোগাবাবুর হাত ধরিয়া গদ-গদস্বরে কহিলেন "দাদা তুমি শেষে এই করলে?"

ঈষৎ হাসিয়া সাদরে অধিকারীর স্কন্ধে হাত দিয়া সুমিষ্টস্বরে দারোগাবাবু কহিলেন "ভায়া কি পাগল হলে? কেমন মতলব করলুম বুঝতে পারলে না? মোকদ্দমাটা মুলতুবী করলেম কেন, বল দেখি? আজ রাত্রে ডেপুটীবাবুর বাসায় গিয়ে সব বন্দোবস্ত করছি। এই মোকদ্দমা খালাস হলে কালেক্টার সাহেবও আমায় কিছু আর দোষ দিতে পারবে না, আর পুকুরটাও এক রকম তোমারই হয়ে যাবে। ছিপ ফেল, জাল ফেল, মাছ ধর আর খাও।"

একটু নীরসস্বরে অধিকারী উত্তর করিলেন "আমার ত—তোমারই উপর

পরদিন ডেপুটীবাবুর বিচারে তারিণী অধিকারী মহাশয়ের চুরি ও সরকারী কর্ম্মচারীকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অপরাধে তিন মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল।

দণ্ডাজ্ঞার পরে, যখন হস্তবদ্ধ অধিকারীকে প্রহরীগণ কারাগারের দিকে লইয়া যাইতেছিল, দারোগাবাবু তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া অতি কোমলস্বরে কহিলেন "ভায়া, যা হ'ল হ'ল কিছু মনে করো না। সবই গৌরচাঁদের ইচ্ছা। তবে তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। জেলার বাবু আমার বিশেষ বন্ধু, আমি তাঁকে বলে সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

উত্তরে অধিকারী যাহা বলিল—তাহা মুদ্রনযোগ্য নহে।

শ্রীমনোজমোহন বসু।

তুমি কে গো ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আয়োজন।

স্বরূপ মণ্ডল গৃহে ফিরিল। কোটালিপাড়ের একটী বৃহৎ দ্বীপ জুড়িয়া তাহার বাড়ী। আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি বৃক্ষের বিস্তৃত বাগান লইয়া প্রায় ৫।৭ বিঘা জমি জুড়িয়া তাহার ভদ্রাসন।

সম্মুখে একখানি বড় আটচালা। এই গৃহে নায়েব গোমস্তা লোকজনেরা সম্মুখে স্ব স্ব কাঠের হাত বাক্স, তদুপরি মাটির দোয়াত ও কাগজ কলম লইয়া কাজকর্ম্ম করিত। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বড় বড় দীর্ঘ বাঁশের লাঠি হস্তে মস্তকে পাগড়ী বাঁধা বরকন্দাজ দুই চারি জন সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। স্থানে স্থানে অর্দ্ধ-নগ্ন স্থূলকায় কৃশকায় প্রজাগণ বসিয়া পরস্পরে কথা বার্ত্তা কহিতেছে। কিছু কিছু দরবারের জন্য তাহারা মনীব-বাড়ী আসিয়াছে। যাহার গৃহে যাহা জন্মিয়াছিল—লাউ কুমড়া হইতে মুর্গী হাঁস পর্য্যন্ত সমস্তই

ভিতরে বড় বড় ঘর, তৎপশ্চাতে রন্ধনশালা,—পার্শ্বে গোশালা,—বামদিকে ঢেঁকিশালা,—দেখিলেই বর্দ্ধিষ্ণু চাষার বাড়ী বলিয়া বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না।

দুঃখের বিষয় এই বিস্তৃত বাড়ীতে স্বরূপ মণ্ডলের পরিবারের সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইত না।—এক বৃদ্ধা পিসি ভিন্ন তাহার আপনার বলিবার কেহ ছিল না। আর সকলই চাকর বাকর লোক জন—হারু মণ্ডল নির্ব্বংশ হইবে—অনেকে শাপ দিয়াছিল। তাহা প্রায় ফলিয়া আসিয়াছে। এক স্বরূপ মণ্ডলের জীবনের উপর বংশের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। নিঃসন্তান স্বরূপ মণ্ডলের মৃত্যু হইলে, প্রকৃতই হারু মণ্ডল নির্ব্বংশ হইবে। সে অনেকের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়াছিল। অনেক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর অপহরণ করিয়াছিল। অনেকের চক্ষের জলে অভিশপ্ত হইয়াছিল। ছেলে খৃষ্টান হইলেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, হারুমণ্ডল অন্য মূর্ত্তিতে স্বরূপ মণ্ডল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

স্বরূপ মণ্ডল গৃহে ফিরিয়া অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে তাহার কাছারির কার্য্য সারিয়া লইল। যাহারা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

উত্তর পোতার উচ্চ বড় ঘরে সে বাস করিত। সুন্দর চাল অতি সুন্দর বেতে বাঁধা। প্রাচীর কাষ্ঠনির্ম্মিত, তাহাতে নানা কারুকার্য্য করা। গৃহে কয়েকটা লাল নীল সাদা বড় বেল লণ্ঠন ঝুলিতেছে। প্রাচীরে ক্রুসে বিদ্ধ যীশু, মেরি, মহারাণী প্রভৃতির কয়েকখানি ছবি শোভা পাইতেছে!

একপার্শ্বে পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। অপর পার্শ্বে কয়েকখানা চেয়ার। গৃহকোণে কয়েকটা বন্দুক,—একরাশি সুমসৃণ কৃষ্ণ বংশযষ্টি, দ্বারের উপর ঢাল ও তলোয়ার।

এই গৃহের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, সেই গৃহে নানারূপ সাজের আয়োজন রহিয়াছে। প্রয়োজন হইলে স্বরূপ মণ্ডল ছদ্মবেশ ধরিতে ত্রুটী করিত না; সুতরাং সে তাহার স্বকীয় সকল দ্রব্যই এই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে সংস্থান করিয়াছিল।

স্বরূপ মণ্ডল নিজ বাক্স খুলিয়া কাগজ কলম বাহির করিয়া দুইখানা পত্র লিখিল। পত্র দুইখানি মাদারিপুরের হাকিম ও ইনেস্পেক্টরের নিকট

যুবকদিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া খৃষ্টান নমশূদ্রদিগের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিবার আয়োজন করিতেছে। শীঘ্র পলটন না পাঠাইলে একটা বিপর্য্যয় ঘটিবে। একজন ভৃত্য ডাকিয়া ডাকে পাঠাইল। তাহার পর কিছু জলযোগ করিল। সন্ধ্যার একটু পরেই সে একটা ক্ষুদ্র পিস্তল ও এক শিশি ক্লোরাফর্ম্ম আরক বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া বাড়ীর পশ্চাতস্থ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘাটে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা ছিল। স্বরূপ মণ্ডল সেই নৌকায় উঠিয়া নিঃশব্দে ব'টে বাহিয়া চলিল।

চারিদিকে অন্ধকার ;—ঘোর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ। স্বরূপ অতি সন্তর্পনে নৌকা ক্ষুদ্র খাঁড়ি দিয়া লইয়া পশ্চিম দিকে চলিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সে এক বিস্তৃত খাগড়া বনের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিকে জন-মানব নাই,—ঘোর অন্ধকার, ঘোর নিস্তব্ধ, তথায় কি এক বিভীষিকা যেন সমস্ত বিল ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

স্বরূপ অদ্ভুত-পূর্ব্ব পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিল,—পর মুহূর্ত্তে খাগড়া বনের মধ্য হইতে ঠিক সেইরূপ শব্দ হইল। একটু পরেই নিকটে কে একটা আলো জ্বালিল,—সঙ্গে সঙ্গে দুই খান ক্ষুদ্র নৌকা স্বরূপ মণ্ডলের নৌকার পার্শ্বে আসিয়া লাগিল,—প্রত্যেক নৌকায় দুইজন করিয়া লোক।

স্বরূপ বলিল, "হাঁড়ি ?"

একজন বলিল, "ঠিক আছে।"

মণ্ডল বলিল, "সাবধানের মার নেই। গোল হলে জেলে শালারা উঠে পড়তে পারে। বিনা গোলযোগে কাজ সারতে চাই।

আমি আগে গিয়ে শালার নাকে এই আরক ঢেলে দিব, তা হলে আর শালার নড়তে হবে না। মেয়েটাকেও অজ্ঞান করে আনতে হবে, বুড়ী মাগী চেঁচায়,—গলাটা টিপে ধরলেই চল্‌বে। কি জানি গোবিন্দশালা রাত্রে তিন খানা নৌকা দেখলে চেঁচিয়ে জেলেদের তুলতে পারে—এই জন্যই হাঁড়ি, চল—খুব সাবধান।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাল হাঁড়ি।

দুর্ব্বৃত্ত স্বরূপ মণ্ডল অনাথিনী অভাগিনী নিরাশ্রয়া বালিকাকে এই গভীর

তাহার বাড়ীর নিকট ধীবরগণ বাস করে,—তাহারা সকলেই প্রাণের সহিত তাহাকে ভালবাসে,—তাহারা তাহার জন্য প্রাণ দিতে দ্বিধা করিবে না,—কিন্তু এই রাত্রে তাহারা সকলেই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত থাকিবে, তাহার যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিবে না।

একা গোবিন্দ তাহাকে এই দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা করিবে! সেও নিদ্রিত রহিবে,—তাহার বিপদের কথা ঘুনাক্ষরেও সে সন্দেহ করিবে না!

অনাথিনী সুপ্রিয়াও কখনও মনে করে নাই যে স্বরূপ মণ্ডল তাহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে সাহস করিবে,—একথা তাহার একবারও মনে হয় নাই। সে অনেক দিন হইতে "ভালবাসি—ভালবাসি" বলিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিতেছে,—কিন্তু সে যে এত দূর সাহস করিবে, ইহা তাহার কখনও মনেও হয় নাই। সমস্ত দিন সে বাণবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ছটফট করিতেছিল, হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া হৃদয়কে শতধা করিয়া ফেলিয়াছে,—এই বালিকা জীবনেই সে প্রৌঢ়ত্বে পরিণতা হইয়াছে,—কেবল এক আইমা তাহার সংসারের বন্ধনী। আইমা না থাকিলে সে যে কি করিত, তাহা বলা যায় না।

কিছুতেই গুণেন্দ্রকে সে হৃদয় হইতে দূর করিতে পারে নাই। আইমা নিদ্রিতা হইলে; সে বিছানায় পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুণেন্দ্রের কথা ভাবিতেছে। "তিনি ডাকাত না হইলেও তিনি বিলাতি জিনিসের ব্যবসা করেন, তাঁহার কথা তাহার কিছুতেই মনে করা উচিত নহে! তিনি স্বদেশী নন,—তাঁহার কথা মনে করিলে, দাদা কি বলিবেন?—না, তাঁহার কথা মনে করিব না। আর তিনি কে যে, আমি তাঁহার কথা ভাবিতেছি?—না,—তাঁহার কথা ভাবিব না!"

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অভাগিনী সুপ্রিয়া "ভাবিব না, ভাবিব না" করিয়া হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। দূরে সন্তর্পণে নিঃশব্দে দুর্ব্বৃত্তগণ চোরের ন্যায় তাহার গৃহের দিকে আসিতেছিল;—সংসারে সকলে সুপ্ত,—সকলে শান্তি সুখই ভোগ করিতেছে; কেবল দুর্ব্বৃত্তের চক্ষে নিদ্রা নাই, পাপীর পাপ হৃদয়ে পাপের বিশ্রাম নাই।

সুপ্রিয়াদিগের বাড়ী হইতে প্রায় তিন চারি রশি দূরে স্বরূপ মণ্ডল তিন মাথা এক করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি আস্তে আস্তে বাড়ীর পেছনের পাঁচি

খাগড়া বনে নৌকা বাঁধ্।—গোবিন্দ দোচালা ঘরে শুয়ে আছে; আমি গিয়ে আরক দিয়া তাকে অজ্ঞান কর্ব্বো,—তোরা জল থেকে উঠেই একজন উত্তরের পোতার ঘরে সিঁধ দিবি। সেই ঘরে মেয়েটা আইবুড়ীর সঙ্গে শোয়। তার পর আমি গিয়ে তাকে অজ্ঞান কর্ব্বো, তোরা একজন বুড়ীর মুখটা বেঁধে ফেলবি না চেঁচায়। মেয়েটাকে ধরাধরি করে নৌকায় আনা কষ্ট হবে না। বড় নৌকা যেখানে রাখতে বলেছি, সেখানে রেখেছিস তো?"

একজন বলিল, "হাঁ,—তারা নৌকা নিয়ে মধুমতীতে রেখেছে!"

মণ্ডল বলিল, "দু চার দিন মেয়েটাকে নৌকায় রাখ্তে হবে; তার পর পাদরীর কাছে নিয়ে যাব। দু চার দিন কাছে থাকলেই সিধে হয়ে যাবে!"

"আর এখানে একটা গোল হবে,—এর খোঁজ তল্লাসি পড়্বে তখন?"

"কোন ভয় নেই।—পুলিশ আমার এই মুটোর মধ্যে। চল্,—যা যা বল্লেম,—যেন কোন ভুল না হয়।"

"আমরা তোমার সঙ্গে থেকে ভুল কর্বার মানুষই বটে!"

স্বরূপ মণ্ডল নিঃশব্দে তাহার নৌকা লইয়া চলিল। অপর চারিজন খাগড়া বনে নৌকা বাঁধিয়া কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়া জলে নাবিয়া পড়িল। ক্রমে সেই চারটি কালো হাঁড়ি ধীরে ধীরে সুপ্রিয়াদিগের বাড়ীর দিকে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই জন্য পূর্ব্ববঙ্গের জলদস্যুগণ যে এইরূপ কালো হাঁড়ি মাথায় বসাইয়া সাঁতার দিয়া নৌকা লুটিতে যায়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

চারিদিকে নীরব নিস্তব্ধ;—চারিদিকে সুষুপ্তির শান্তি বিরাজ করিতেছে। দুর্ব্বৃত্ত স্বরূপ মণ্ডল চোরের ন্যায় নৌকা লইয়া, সুপ্রিয়াদিগের বাটীর পশ্চাতস্থ তেঁতুল তলায় গিয়া নৌকা বাঁধিল।—অপর দিক হইতে চারটি হাঁড়ি ধীরে ধীরে তাহাদের বাটীর নিকটস্থ হইল।

তখনও অন্ধকার;—মণ্ডল কিছুই ভাল দেখিতে পাইতেছিল না। অন্ধকারে সুপ্রিয়াদিগের ঘর কয়খানি কালো মেঘস্তূপের ন্যায় দেখিতে পাইতেছিল। সে কান পাতিয়া কিয়ৎক্ষণ শুনিল; কোন দিকে কোন শব্দ নাই। তখন সে পা টিপিয়া টিপিয়া দোচালা ঘরের দিকে চলিল। একটু ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইত,—বহুসংখ্যক কালো হাঁড়ি সুপ্রিয়াদিগের বাড়ীর ধারে

নবম পরিচ্ছেদ।

——ঃ০ঃ——

গোবেড়েন।

স্বরূপ মণ্ডল দোচালা ঘরের নিকট আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই।—সে একটু বিস্মিত হইল;—তবে কি গোবিন্দ গয়লা বাড়ীর ভিতর শুইয়াছে! না, সে আজ কবিরাজের বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে! যদি তাহাই হয়, তবে তো কোনই গোল নাই, কাজ সহজ হইয়া আসিয়াছে। আর যদি সে ভিতরে থাকে, তবে একটু গোল হইবে; সে কোন ঘরে আছে, জানা নাই;—একটু শব্দ পাইলেই সে গোল করিবে; তাহার চীৎকারে নিকটস্থ ধীবরগণও ছুটিয়া আসিবে। এখন কি করা উচিত, মণ্ডল দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবার অগ্রে স্বরূপ মণ্ডল মনে মনে বলিল;—যখন আসিয়াছি, তখন আজ রাত্রেই কার্য্য উদ্ধার করিয়া যাইব। প্রয়োজন হয়—হাতে পিস্তল আছে; একটা গুলির ওয়াস্তা বই তো নয়! গোবিন্দকে নীরব করিতে অধিকক্ষণ লাগিবে না। বন্দুকের শব্দে যদিই বা জেলেরা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহারা আসিতে আসিতে সুপ্রিয়াকে লইয়া পলাইতে পারিব। পাঁচটা ব'টে পড়িলে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বায়ুবেগে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইবে, কেহ ধরিতে পারিবে না।"

তাহার সঙ্গীরা আসিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য সে জলের নিকট আসিল। তখন সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, জলে অনেক কালো হাঁড়ি ভাসিতেছে।—স্বরূপ মণ্ডল মনে মনে বলিল, "এত হাঁড়ি কোথা হইতে আসিল? কাল কি জেলে-দের মধ্যে কেহ মরিয়াছে? তাই তাহারা কি এত হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়াছে? খুব সম্ভব কেহ মরিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এ কথা আমি শুনি নাই।" সে মনকে প্রবোধ দিলে—সে সমস্ত দিনই সুপ্রিয়ার চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, অন্য কিছু দেখিবার শুনিবার তাহার সময় ছিল না!

এই সকল হাঁড়ির মধ্যে কোন হাঁড়ির নিম্নে তাহার সঙ্গিগণ আছে, তাহা স্থির করা কঠিন।—স্বরূপ মণ্ডল ভাবিল! "তাহাদের এতক্ষণে এখানে আসা উচিত,—তাহাদের হাঁড়ি ঘাটের দিকে আসিবে এই বোধ হয়,—

তাহার পর এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিল। এই অসংখ্য হাঁড়ি এক সঙ্গে একত্রে ডেঙ্গার দিকে উঠিয়া আসিতে লাগিল।—অন্ধকারে বোধ হইল যেন

অসম সাহসিক স্বরূপ মণ্ডলের হৃদয়ও এই ভয়াবহ দৃশ্যে যেন পাষাণে পরিণত হইল ;—তাহার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত জল হইয়া গেল ;—সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

স্বরূপ মণ্ডলের হাঁড়ি-মস্তকে সঙ্গীচতুষ্টয় অন্য হাঁড়ি দেখিতে পায় নাই ;—তাহারা তীরের নিকট আসিয়া নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল ;—তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য হাঁড়িও তাহাদের ন্যায় তীরে উঠিতে আরম্ভ করিল।—তীরে উঠিবামাত্র তাহাদের দৃষ্টি এই দৃশ্যের উপর পতিত হইল,—তখন তাহারা ভয়ে অস্ফুট শব্দ করিয়া স্বরূপ মণ্ডলের দিকে ছুটিল।

এই সময়ে কে পশ্চাৎ হইতে সবলে স্বরূপ মণ্ডলকে ধাক্কা মারিল, তাহার হস্তস্থ পিস্তল দূরে গিয়া পতিত হইল,—সে মুখ থুবড়াইয়া ভূ-পতিত হইল। তখন হাঁড়ি মস্তকে অসংখ্য লোক বড় বড় লাঠি হস্তে তাহাদের উপর পড়িয়া "গোবেড়েন" আরম্ভ করিল!

যাহা কেহ কখনও আশা করে নাই, তাহা সহসা সংঘটিত হইলে লোকে স্তম্ভিত হইয়া যায় ;—স্বরূপ মণ্ডলের সঙ্গিদিগেরও ঠিক এই অবস্থা ঘটিল। তবে প্রাণের মায়া বড় মায়া,—চারিজন লোক চারিদিকে ত্রাহি মধুসূদন ডাকিতে ডাকিতে জলে গিয়া পড়িল। স্বরূপ মণ্ডল দিশেহারা হইয়া গোশালার সম্মুখস্থ উচ্চ গোবর-গাদায় পড়িয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিল।—তাহার উপর দমাদম লাঠি পড়িতেছিল, অন্য লোক হইলে মরিয়া যাইত বা তাহার অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইত। স্বরূপ মণ্ডলের শক্ত হাড়, সে গোময়ে আপাদ মস্তক আবরিত ও রঞ্জিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া জলে পড়িল। জলের উপরও লাঠি পড়িতেছিল,—গোবিন্দ গয়লা লাঠি চালাইতে চালাইতে বলিতেছিল, "ভাই সব, গোবেড়েন—গোবেড়েন।—সম্মুন্ধি চাড়াল পরের বৌ ঝি কাড়্‌বার আসে! গয়লার পোলাকে এখনও চেন্‌বার পান নি!"

স্বরূপ মণ্ডল ও তাহার পাপমতি সঙ্গিগণ জলের ভিতর অন্তর্হিত হইলে, ধীবরগণ লাঠি বন্ধ করিয়া দোচালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সকলেই হাঁপাইতে ছিল।

গোলযোগে ভীতা ও শঙ্কিতা হইয়া সুপ্রিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া তাহার আদরের হীরামোন দোচালার চাল হইতে বলিল, "তুমি কে গো! স্বদেশী হও,—স্বদেশী হও ;—বল বন্দেমাতরম।"

দশম পরিচ্ছেদ।

—ঃ(*)ঃ—

অভাগিনী।

রাগের মাথায় ধীবরগণ যাহা করিয়া ফেলিয়াছিল, পর মুহূর্ত্তেই তাহাদের চৈতন্য হইল যে, তাহারা বড় ভাল কাজ করে নাই।—স্বরূপ মণ্ডলের মত পাপাত্মাকে "গোবেড়েন" করা উচিত, কিন্তু সে জমিদার,—পুলিশের ডান হাত, তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,—এ রকম লোক, এরূপ প্রহার খাইয়া, এরূপে লাঞ্ছিত হইয়া কখনই নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিবে না, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা পাইবে! এখন উপায়!

স্বরূপ মণ্ডল জলে ডুব দিয়া পলাইয়াছিল। সে দূরে গিয়া ভাঁসিয়া উঠিল। ইচ্ছা করিলে ধীবরগণ তাহাকে ধরিতে পারিত; তাহাকে মারিয়া বিলের গভীর কর্দ্দমে পুতিয়া ফেলিতেও পারিত, কিন্তু তাহারা তখনও রাগে, উত্তেজনায়, পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিল, কি করা উচিত, কি না করা উচিত, তাহা স্থির করিতে পারিল না, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

সুপ্রিয়া স্বরূপ মণ্ডলকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে বুদ্ধিমতী, গোবিন্দ গোয়ালা ও তাহার প্রতিবেশী ধীবরগণ কি জন্য কি করিতেছে,—তাহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।—সে তাহাদের নিকট আসিল,—বলিল, "স্বরূপ মণ্ডল লোক ভাল নয়,—তোমরা ভাল কাজ করিলে না।"

গোবিন্দ গোয়ালা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "সম্বুন্ধি চাঁড়ালকে এই বিলের কাদায় পুঁতে ফেলি নি, এই তার বাবার ভাগ্যি। আজ তোমারে নিতে এসেছিল,—কাল আমাদের সকলের বৌ ঝি নিয়ে টানাটানি কর্ব্বে। হলোই বা শালা জমিদার!"

একজন বলিল, "গোবিন্দ, শালাকে ছেড়ে দেওয়া ভাল হলো না।—শালা কালই পুলিশে খবর দিবে? সকলকে বিপদে ফেল্‌বে!"

গোবিন্দ বলিল, "শালা চাঁড়াল মেরে হাতে গন্ধ কর্ব্বো না! শালা যে পরের বৌ ঝি চুরি কর্ত্তে এসে গোবেড়েন হয়ে গেছে, তা কাকেও প্রাণ থাক্‌তে বল্‌তে পার্ব্বে না!"

সরকার গরীবের মা বাপ।—সরকার যদি এ অত্যাচার না দেখে,—তবে আমাদের কি লাঠি নেই! শালা কর্ব্বে কি!"

গোবিন্দ স্ফীত-বক্ষে বলিল, "কালই আমি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সকলকে এ কথা জানাব।—বৌ ঝির মান রাখ্‌তে প্রাণ যায়;—যাবে।"

সুপ্রিয়া অতি বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "গোবিন্দ, আমার জন্যে তোমরা বিপদে প'ড়ো না। আমার ভগবান আছেন!"

গোবিন্দ রাগত স্বরে বলিল, "তোমার জন্যে কচ্চি নে; নিজেদের বৌ ঝির জন্যে কচ্চি। শালা কাল আমাদের বৌ ঝি নিয়ে টানাটানি কর্ব্বে। শালা চাঁড়ালের এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

একজন বলিল, "আমরা এত দিন চুপ্ করে সহ্য করে আস্‌ছিলাম,—একটা কথাও কই নি! আর কি সহ্য হয়? যাও ঘরে গিয়ে শোও গে;—বুকের রক্ত দিয়ে তোমায় রক্ষা কর্ব্বো,—কেউ তোমার পায়ের ধূলোও ছুঁতে পার্ব্বে না।"

সুপ্রিয়া অতি কাতরে বলিল, "বল, আর তোমরা আমার জন্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা কর্ব্বে না।"

চাল হইতে পাখী বলিল, "তুমি কে গো? তুমি কে গো?—স্বদেশী হও,—স্বদেশী হও! বল বন্দে মাতরম!"

সুপ্রিয়ার কাতর বাক্য, সরলপ্রাণ ধীবরগণের প্রাণে প্রাণে লাগিল, তাহাদের বড় বড় চোখ জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নীরব রাত্রে সহসা পাখীর বুলি তাহাদের নিকট যেন কি এক অব্যক্ত দৈববাণী বলিয়া বোধ হইল; তাহারা রোমাঞ্চিত হইয়া ভীত ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। গোবিন্দ বলিল, "দিদি, ঘরে গিয়ে শোও,—কাল গাঁয়ের মাতব্বরদের কাছে গিয়ে সব বল্‌ব, তাঁরা যা আজ্ঞা কর্‌বেন, তাই আমরা কর্‌ব।—যাও, ঘরে যাও।"

সুপ্রিয়ারও কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল,—সে বালিকা বইতো নয়?—সে যে উত্তাল-তরঙ্গময় অকূল সমুদ্রে নিমগ্না হইতেছে, তাহা সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিতেছে, আর যে তাহার সহ্য হয় না!

সে বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গিয়া তাহার দাদার শূন্য শয্যায় পড়িয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।—গোবিন্দ বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া বলিল, "ভাই সব,—এখন ঘরে যাও, আমি পাহারায় থাকলাম।"

গোবিন্দ বলিল, "সেও কথা।—সব এইখানেই থাক। জন দুই ও পাড়ায় খবর দেও;—লাঠিশোটা নিয়ে যেন সব আসে!"

তখনই দুই তিনখানা ডিঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার দিকে ছুটিল,—আগুন জ্বলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—+(*)+—

ধৈর্য্য।

সমস্ত রাত্রি লাঠি হস্তে ধীবরগণ সুপ্রিয়ার প্রাঙ্গণে বসিয়া রহিল। স্বরূপ মণ্ডলের অত্যাচার যে অসহ্য হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করিতে লাগিল। সরকারের নিকট আবেদন করিয়া দেখিবে, সরকার যদি স্বরূপের অত্যাচারের সুবিচার করেন ভালই, নচেৎ লাঠি ভিন্ন আর উপায় নাই,—ইহাতে প্রাণ যায়, জেলে যাইতে হয়, উপায় কি! সকলেরই এই অভিমত স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি তাহারা গোল হইয়া বসিয়া নানা তর্ক বিতর্ক করিল,—অবশেষে গ্রামের কায়স্থ ব্রাহ্মণ মাতব্বর দিগকে জানাইয়া তাঁহারা যাহা বলিবেন,—তাহাই করা স্থির করিল!

স্বরূপ মণ্ডল ফিরিল না;—ক্রমে ভোর হইয়া আসিল। তখন তাহারা স্থির করিল যে দিনের বেলায় সে কখনও কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না, তবুও তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক সুপ্রিয়ার বাড়ীর নিকট পাহারায় রহিল, অপর অর্দ্ধেক সেই প্রাতঃকালেই গোবিন্দ গোয়ালার সহিত ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে মাতব্বরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল।

এক প্রহর অতীত হইতে না হইতে স্বরূপ মণ্ডলের দুর্ব্বৃত্ততার কথা সমস্ত কোটালিপাড় বিলের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইল; কিন্তু সকলই গোপনে,—সকলই মৃদুস্বরে ফিসফাস কথায় আলোচিত হইতে লাগিল। অনাথিনী অভাগিনী সুপ্রিয়ার উপর দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচার করিতে চেষ্টা পাইয়াছে শুনিয়া সকলে ক্রোধান্ধ হইলেন; রাগে কাঁপিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই বিস্তৃত বিলে স্বরূপ মণ্ডলের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ। প্রায় পাঁচ

সকল নমশূদ্র খ্রীষ্টান বলিয়া সরকারের নিকট তাহাদের প্রতিপত্তি আছে ;—তাহাদের রক্ষার জন্য পাদরি সাহেবগণ প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট স্বরূপমণ্ডল অতি ভাল—মহৎ লোক। তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তাঁহারা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহাদের জন্যই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বরূপ মণ্ডলকে এত সম্মান করিয়া থাকেন ; এই জন্যই স্বরূপ পুলিশকে গোলাম বানাইয়াছে,—এ প্রদেশে তাহার একাধিপত্য জন্মিয়াছে।

কোটালিপাড়ের সকলেই জানিতেন যে স্বরূপ মণ্ডল প্রজাদিগের উপর নানা অত্যাচার করিয়াই কেবল নিরস্ত থাকিত না। সে এক বৃহৎ ডাকাতের দল পাকাইয়াছে : নানা স্থানে ডাকাতি করিয়া আজ কালের গতিক বুঝিয়া, সেই সকল ডাকাতি শিক্ষিত যুবকদিগের স্কন্ধে চাপাইতেছে। মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অতি সহজ কার্য্য ছিল। সকলেই ইহা জানিতেন, কিন্তু প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না। তাঁহারা জানিতেন, স্বরূপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে রাজপুরুষগণ তাহা কেবল তাহার শত্রুতা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন।—পরন্তু যে এ কথা বলিবে তাহাকেই জেলে যাইতে হইবে। স্বরূপ মণ্ডল ইহা জানিত। এই জন্যই বাহিরে অতি সজ্জনের ভাণ রাখিয়া অতি চতুর স্বরূপ মণ্ডল অনায়াসে নানা দুর্ব্বৃত্ততা করিতেছিল ; কোটালিপাড়ের লোক নিরূপায় হইয়া তাহার অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। আজ গোবিন্দ গোয়ালা ও ধীবরগণের নিকট তাহার অভাবনীয় স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া সকলে রাগে ফুলিতে লাগিলেন ;—স্থির করিলেন,—"প্রাণ যায়,—জেলে যাইতে হয়,—ভিটস্থ হইতে হয়,—সবই স্বীকার ;—চাঁড়াল যে কায়স্থের কন্যা জোর করিয়া লইয়া যাইবে,—ইহা কিছুতেই করিতে দেওয়া হইবে না। আজ সুপ্রিয়াকে লইল,—কাল তাঁহাদের স্ত্রী কন্যা লইবে !—না, এ অসহ্য,—যখন রাজপুরুষদিগের সাহায্য পাইবার আশা নাই ;—তখন নিজেদের মান সম্ভ্রম জাতি ধর্ম্ম নিজেদেরই রক্ষা করিতে হইবে।"

গোবিন্দ গোয়ালা বলিল, "কর্ত্তারা যদি হুকুম দেন তো এক লাঠিতেই সুমুন্দির কাম সেরে দি। না হয় ফাঁসিই গেলাম :—একটা গোয়ালার প্রাণ দিয়ে যদি সকলে বাঁচি—তবে তা গেলামই বা !"

সকলে অতি বিস্মিত দৃষ্টিতে এই সরলপ্রাণ উন্নতমনা গোয়ালার মুখের

পাপ করিয়া নরকে ডুবিব কেন! আজ হউক,—কাল হউক—ভগবান তাহার দণ্ড দিবেন। আমরা অত্যাচার অনাচার করিব না। যদি তাহারা বিনা কারণে অত্যাচার করিতে আইসে, তখনই কেবল আমরা আত্মরক্ষা করিব,—প্রাণ দিয়া জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিব।"

"কর্ত্তারা যা আজ্ঞা করেন।" বলিয়া ধীবরগণ যে যাহার গৃহে ফিরিল। প্রত্যহ বহু পল্লীগ্রামে এইরূপ দৃশ্যই কি সমাহিত হইতেছে না?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভট্ট গৃহিণী।

কোটালিপাড়ের সকলে যাহা শুনিয়াছিল, ভট্টমহাশয় যে তাহা সর্ব্বাগ্রে শুনিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য! তিনি সমস্ত শুনিয়া বিষণ্ণ, চিন্তান্বিত হইয়া দাওয়ায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে অনেক রোগী তাঁহার গৃহে আসিয়া সমবেত হইত। আজ কেহ নাই। আজ সমস্ত কোটালিপাড় গ্রামে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রকৃত কি ঘটিয়াছে,—সকলে তাহা শুনিতে পায় নাই। চির নিয়মানুসারে জনশ্রুতি শত মুখে, শত জিহ্বা লেলিহ করিয়া নানা গুজব তুলিয়া গৃহে গৃহে মহা ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। কেহ বলিতেছে,—তালুকদার সকলের বৌ-ঝি কাড়িয়া লইবার জন্য সরকার হইতে হুকুম পাইয়াছে। কেহ বলিতেছে যে, সরকার হুকুম দিয়াছে যে সকলকে খৃষ্টান হইয়া গরু খাইতে হইবে। কেহ কেহ বলিতেছে, এই কার্য্যের জন্য এক দল নেংটা গোরা কলের জাহাজে মাদারিপুর আসিয়াছে, শীঘ্রই এখানে আসিয়া পৌঁছিবে!

এইরূপ নানা অত্যদ্ভুত গুজবে, সমস্ত কোটালিপাড় বিল বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বৌ ঝি ঘাটে আসা বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতর লুকাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। কাহারও আর নীজের বাড়ী হইতে এক পাও অগ্রসর হইতে সাহস হইতেছে না। বৃদ্ধগণ একমনে দুর্গানাম জপ করিতেছেন। কলহশীলা বৃদ্ধাগণ "আজকালের ছেলেরা একটা 'স্বদেশী' এনেই—এ সর্ব্বনাশটা করিল" বলিয়া তাহাদের গালি পাড়িতেছে। কাজেই ভট্টমহাশয়ের বাটীতে আজ জনপ্রাণী নাই,—বাড়ী হইতে বাহির হইবার কাহারও সাহস হয় নাই!
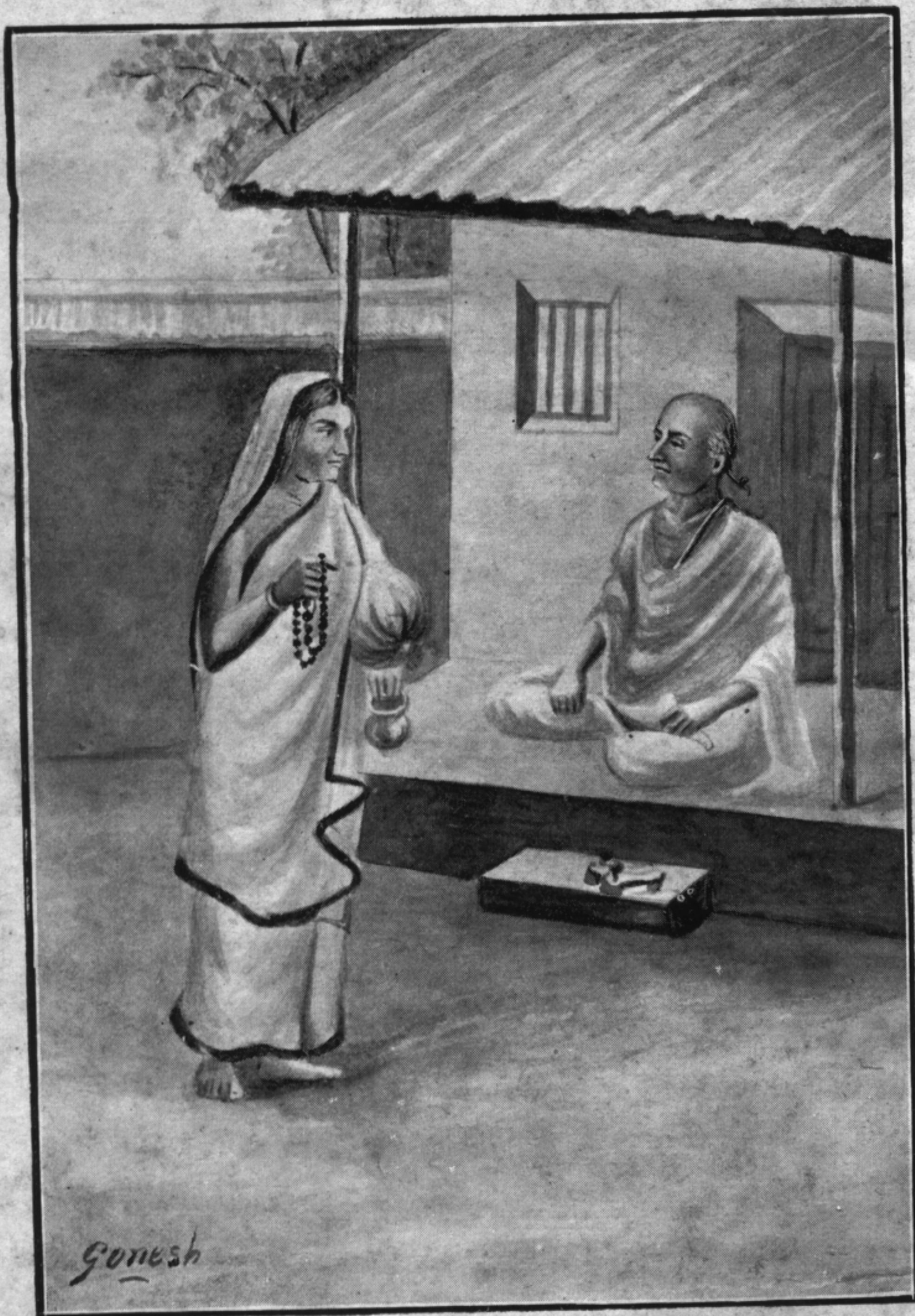
ভট্টগৃহিনী সুপ্রিয়ার বাটী যাইতেছেন।

Lakshmibilas Press.

দেশে একটা ভয়াবহ বিপর্য্যয় ঘটিতেছে দেখিয়া বিচক্ষণ ভট্টমহাশয় প্রাণে নিতান্ত ব্যথা পাইয়া অতি দুঃখিতভাবে বসিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিতে পারেন? তিনি মনে মনে বলিতে ছিলেন, "সকলে বলিতেছে—রাজপুরুষগণের নিকট আবেদন করিলে তাহা কার্য্যকারী হইবে না,—কিন্তু মদীয় মতে তাঁহাদিগকে সকল বিষয় অবগত করাইলে ফল দর্শিতে পারে!"

এই সময়ে ভট্ট-গৃহিণী বগলে পুটুলি, হস্তে একটি ঘটি ও জপের মালা লইয়া অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন, "ওগো—ওঠো?"

ভট্ট মহাশয় অতি বিস্ময়ে ব্রাহ্মণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "উত্থান করিব! কুত্র গমনশীলা তুমি!"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তোমার শাস্ত্র কথা রাখ,—এখন চল!"

ব্রাহ্মণ তাঁহার দুই চক্ষু যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া ব্রাহ্মণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, "গোবিন্দ নৌকা ঠিক করে রেখেছে—এস।"

ব্রাহ্মণ নির্ব্বাক! ব্রাহ্মণী বলিলেন, "কি রকম লোক তুমি? সুপ্রিয়া, বাছা আমার বাড়ীতে একা রয়েছে,—তাই যত অলপ্পেয়ে ডেক্‌রারা তাকে জ্বালাতন কচ্ছে। আমি তার কাছে যাচ্ছি। তার বে দিয়ে, তাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে, তবে আমি ঘরে ফিরবো! তুমি এখানে একলা থাক্‌তে পারবে না, তোমায় রেঁধে বেড়ে দেবে কে? তুমিও সেখানে থাক্‌বে—এস চল।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন;—ব্রাহ্মণী বলিলেন, "ওঠো—চল।" বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বলিলেন, "উত্তম, পরম উত্তম কার্য্য,—কর্ত্তব্যও নিঃসন্দেহ। তথেব মদীয় রোগীগণ—

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তোমার রোগীরা সে যায়গা খুঁজে নিতে জানে।"

"আর গৃহস্থালী—গাভীদ্বয়"—

"গৃহস্থালী কুলুপ বন্ধ থাক্‌বে। গরু গোবিন্দ এসে সুপ্রিয়াদের বাড়ী নিয়ে যাবে,—তাদের মস্ত গোয়ালঘর আছে।"

"চৌর্য্যে—"

"ঘর ভাল করে বন্ধ করে রেখেছি। আমাদের নশ পঞ্চাশ আছে যে চোর এসে এখানে মর্‌বে। এখন ওঠো,—বেলা হয়ে পড়্‌ল!"

"বস্ত্রাদি—"

"সব বেঁধে দিয়েছি,—গোবিন্দ নৌকায় তুলেছে।"

ব্রাহ্মণীর নিকট ব্রাহ্মণের স্বাধীন বৃত্তি কখনই ছিল না, কাহারও কখনও আছে আমাদের যে বিশ্বাস নাই। তিনি ঔষধাদির ঝাঁপি,—নস্যের শামুক, যষ্টি প্রভৃতি লইয়া উঠিলেন ? ভট্ট মহাশয়ের গৃহে কুলুপ পড়িল।

যাইতে যাইতে বৃদ্ধ দুই একবার বঙ্কিম নেত্রে পশ্চাতে নিজ গৃহপানে চাহিতে লাগিলেন। তিনি আশৈশব এই গৃহে বাস করিতেছেন,—এ পর্য্যন্ত এক রাত্রির জন্যও কোথায়ও যান নাই। এ গৃহ ছাড়িয়া যাইতে প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল, কিন্তু সুপ্রিয়াকে দেখা তাঁহার কর্ত্তব্য,—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী যাহা করিতেছেন,—তাহা ভালই করিতেছেন,—ব্রাহ্মণী ভাল ভিন্ন কখনই মন্দ করেন না। সুতরাং বৃদ্ধ অন্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নৌকায় গিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণী পা ধুইয়া উঠিয়া সম্মুখে বসিলেন; গোবিন্দ নৌকা খুলিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনাথিনী।

প্রাতে উঠিয়া সুপ্রিয়া দেখিল বৃদ্ধা আইর ভয়ানক জ্বর হইয়াছে,—তাহার উঠিবার সামর্থ্য নাই, সে প্রায় অজ্ঞান! প্রত্যহই নানা গোল। গোলযোগের কারণ বৃদ্ধা অর্দ্ধেক বুঝিতে পারিত না,—তাহাতেই সে নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এ বৃদ্ধ বয়সে শোকের উপর শোকে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। আর কত সহ্য হইবে,—বৃদ্ধা মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলে বিকারের ঘোরে কেবলই রামযদু ও সুরেনের নাম করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিয়া তাহার মুখের বিকৃত ভাব আসিতেছিল,—তাহাকে দেখিয়া সুপ্রিয়া নিতান্ত ভীতা হইয়া পড়িল, কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইবে বলিয়া গোবিন্দের সন্ধানে বাহিরে আসিল,—দেখিল গোবিন্দ নাই,—নিকটে কেহই নাই যে, সে তাহাকে পাঠাইবে। নিতান্ত ব্যাকুলিতা হইয়া সে ফিরিয়া আইমার পার্শ্বে বসিয়া তাহার গায় হাত বুলাইতে লাগিল! বালিকা বয়সে ভগবান তাহাকে কেন এরূপ কষ্ট দিতেছেন,—অভাগিনী সুপ্রিয়া তাহা জানে না। তবে সে বুঝিয়াছে, তাহার এ জীবনে সুখের আশা নাই,—দুঃখে দুঃখে তাহার হতভাগ্য জীবন কাটিবে! ভগবান তাহাকে চির দুঃখিনী করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন!

করিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া সুপ্রিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল,—তাহার হতাশ প্রাণে বল দেখা দিল;—সোৎসাহে আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "দিদি এসেছ! আমি কবিরাজ দাদাকে ডাকবার জন্তে লোক পাঠাইব ভাবছিলাম, আইমার বড় ব্যামো।"

ভট্ট-গৃহিণী বলিলেন, "আর তোমার ভয় নেই,—আমরা এখানে থাকবার জন্তেই এসেছি?"

ভট্ট-মহাশয় বৃদ্ধার নাড়ী ধরিলেন,—সুপ্রিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে বালিকা হইলেও বুঝিতে পারিয়াছিল যে আইর পীড়া কঠিন হইয়াছে;—তবু আশা—কবিরাজ মহাশয় কি বলেন তাহা অবগত হইবার জন্য সে অতিশয় ব্যাকুলা হইল।

নাড়ী দেখিতে দেখিতে ভট্ট-মহাশয়ের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বৃদ্ধার হাত ধীরে ধীরে শয্যায় নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "বৎসে সুপ্রিয়া,—তোমার নিকট গোপন করা গর্হিত কার্য্য। তদীয়া বৃদ্ধা আইমাতার কঠিন ব্যাধি ঘটিয়াছে,—চিকিৎসার কোনরূপ ব্যতিক্রম দর্শিবে না,—আমি স্বয়ং এ স্থলে অবস্থিত থাকিয়া চিকিৎসা করিব,—কিন্তু জীবনের আশা অল্প।"

সুপ্রিয়ার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল,—সে বলিল "তবে আই আর—" তাহার কষ্ট বোধ হইল,—সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বৃদ্ধ বলিলেন, "ইনি বয়স্থা হইয়াছেন,—সুতরাং শোক পরিহার কর। চিকিৎসার কোনরূপ ত্রুটী হইবে না!"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "দিদি,—আমরা এখানে থাকব বলে এসেছি,—আর তোমার কোন ভয় নেই। ওঁর যেমন কথা,—তোমার আই বাঁচবে বই কি!"

সুপ্রিয়া বুঝিয়াছিল,—তাহার আই আর বাঁচিবে না, তবে তাহার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, শোক তাপ অনুভব করিবার শক্তি তাহার ক্রমেই লোপ পাইয়া আসিতেছিল, তাহার হৃদয় যেন ধীরে ধীরে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছিল,—কিছুই আর সে ভাল অনুভব করিতে পারে না।

সে পীড়িতা আইমাকে লইয়া এই শূন্য গৃহে একাকী ছিল,—চারি দিক হইতে তাহাকে এক ঘোর কালো মেঘে ঘিরিতেছিল,—এ সময়ে ব্রাহ্মণী ও বৃদ্ধ ভট্ট-মহাশয়কে পাইয়া তাহার দগ্ধ হৃদয়ে যেন অসীম বল পাইল! জননীর স্নেহ কখনও সে পায় নাই, তাহার পিতার ভালবাসায়,—তাহার দাদার

কোলে লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য সে ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছিল,—ব্রাহ্মণীর জননী সম স্নেহে তাহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল,—সে ভট্ট-গৃহিণীর বুকে মুখ লুকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “দিদি,—আমার কি হবে!”

ব্রাহ্মণী অতি কষ্টে চক্ষের জল চক্ষে মিলাইয়া বলিলেন, “ভয় কি,—বোন,—আমরা আছি!”

বৃদ্ধ ভট্ট-মহাশয় অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া মনে মনে বলিলেন, “হায়,—হায়,—অনাথিনী—অতি অনাথিনী বালিকা!”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কি ভয়ানক!

প্রাণে মারিব বলিয়া মারা ও কেবল জব্দ করিবার জন্য মারায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। গোবিন্দ গোয়ালা বা ধীবরগণের, কাহারই স্বরূপ মণ্ডলকে প্রাণে মারিবার ইচ্ছা ছিল না;—দুই চারি ঘা উত্তম মধ্যম দিয়া তাহাকে একটু শিক্ষা দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—সেই জন্যই কেহই লাঠি সেরূপ মর্ম্মান্তিক জোরে চালায় নাই;—নতুবা স্বরূপ মণ্ডল বা তাহার অনুচরের কাহাকেও গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইত না।

তাহার অনুচরগণ দুই চারি ঘা খাইয়াই জলে পড়িয়া প্রাণ লইয়া পালাইয়াছিল,—সুতরাং তাহাদের বিশেষ কিছু হয় নাই। স্বরূপ মণ্ডলের উপরও অন্ধকারে গোলমালে লাঠি পড়িতেছিল, এই জন্য বেচারার উপর যত লাঠি পড়িয়াছিল,—তাহার দেহে তত পড়ে নাই। সেও বিশেষ আহত হয় নাই,—তাহারা পাঁচ জনই সাঁতারিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিল।

একজন বলিল, “কর্ত্তা, চলেন,—লোক লয়ে আসি। সম্বুন্দিদের ত্যাল হয়েছে,—একটু ভেঙ্গে দি।”

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, “না,—গোল করবার আমার ইচ্ছে নেই। যে শিক্ষা দিব, বাবা বলতে পথ পাবে না।”

তাহার কথার উপর কেহ কথা কহিতে সাহস করিত না,—তাহারা কোন কথা কহিল না,—নীরবে নৌকা বাহিয়া চলিল।

কিয়দ্দূর গিয়া মণ্ডল বলিল, “তোরা এই পথে যা। তাদের নৌকা মধুমতি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। কাল দেখা হলে যা কর্ত্তে হবে বলে দেব।”

একখানা নৌকায় তিন জনকে মধুমতির দিকে পাঠাইয়া অপর নৌকায় গৃহের দিকে চলিল।

নিঃশব্দে সে বাড়ীর পশ্চাতে নৌকা লাগাইয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। লোকটাকে বলিল, "কাল সকলেই দেখা করিস্!"

স্বরূপ মণ্ডল নিজ গৃহে আসিয়া একটা বাক্স খুলিয়া এক বোতল ব্রাণ্ডি বাহির করিল। সে প্রায় অর্দ্ধ গেলাস একটানে শেষ করিয়া বস্ত্রাদি ছাড়িয়া ফেলিল। তাহার পর গেলাস বোতল বাক্সে বন্ধ করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার হস্ত পদ তৈল দিয়া মলিয়া দিতে বলিল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে ঘুমাইল না,—শয্যায় পড়িয়া নানা চিন্তায় নিমগ্ন রহিল। প্রকৃতই সে সুপ্রিয়ার জন্য উন্মাদ হইয়াছিল, তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। এরূপ পৌরাণিক পাশব ভালবাসায় উত্তপ্ত হইয়া লোকে যে কি ভয়াবহ কাজ করিতে না পারে, তাহা বলা যায় না! ভালবাসা পবিত্র হইলে, স্বর্গের সুধা,—মৃত সঞ্জিবনী অমিয়! ভালবাসা পাশব হইলে,—গরল, ভয়াবহ হলাহল!

প্রাতে উঠিয়াই সে মথুর বাবুর বাঙ্গালায় উপস্থিত হইল। তাঁহার সহিত চা পান করিতে করিতে বলিল, "কাল যে খবর পাইলাম, তাহা আপনাকে বলা দরকার।"

মথুর বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি খবর ?"

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, "যে মেয়েটির কথা বলিয়াছিলাম,——"

"হাঁ, রামযদু বসুর কন্যা।"

"শুনিলাম কলিকাতার সেই যুবক——"

"কোন যুবক!"

"যে ইহার বাড়ীতে অসুখের ভাণ করিয়া পড়িয়াছিল,—পুলিশ যাহাকে ডাকাত বলিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল——"

"শুনিয়াছি, তিনি বড়লোকের ছেলে,—ডাকাতির ভিতর ছিলেন না।"

"টাকা খরচ করিলে আজকাল কেনা খালাস হইতে পারে ? সে ডাকাত কিনা আমি বলিতেছি না, এই যুবক বড়ই কুচরিত্র, কলিকাতার বড়লোকের ছেলে মাত্রেই কুচরিত্র।"

"সকলে নয়!"

করিয়াছে। তাহাদেরই সাহায্যে কু-উদ্দেশ্যে সুপ্রিয়াকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে!"

"কি ভয়ানক? কে তোমায় এ কথা বলিল!"

"সুপ্রিয়া নিজে আমায় বলিয়াছে। সে তিলার্দ্ধ আর বাড়ীতে থাকিতে চাহে না।"

মথুর বাবু অতি গম্ভীর হইলেন;—বলিলেন "যদি যথার্থই তাহাই হয়, তবে যে কোন উপায়ে এই অসহায় বালিকাকে আমাদের রক্ষা করা কর্ত্তব্য।"

"সেই জন্য আপনাকে বলিলাম। কেবল ইহাই নহে;—সুপ্রিয়া যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তাহা কিরূপে লোকে জানিতে পারিয়াছে। জনকত লোক বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলকে বলিতেছে যে আমরা জোর করিয়া তাহাকে খ্রীষ্টান করিতেছি। আমরা তাহার মত এ দেশের সকলকেই খ্রীষ্টান করিয়া গরু খাওয়াইব। এই মিথ্যা কথায় এ দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর স্বদেশী সুর ধরিয়া আমরা বিলাতি জিনিস ব্যবহার করি,—আমরা বিধর্ম্মী, আমাদের সবংশে ধ্বংশ করা উচিত বলিয়া আমাদের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

মথুর বাবু বিস্মিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বল কি,—কি ভয়ানক?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—ooo—

বিষের বীজ।

সরলমতি পাদরি মথুরবাবুর চক্ষে ধূলি দেওয়া কঠিন কার্য্য নহে।—তিনি সংসারের পাপচক্রীর পাঁপচক্র কিছুই বুঝিবেন না;—প্রকৃতই তাঁহার ন্যায় সংসার-জ্ঞান-বিরহিত সরল-চিত্ত ধর্ম্ম-প্রাণ লোক সংসারে অতি অল্পই ছিল। তিনি চতুর স্বরূপ মণ্ডলের কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। বহুকাল হইতে স্বরূপ তাঁহার চক্ষে ধূলি দিয়া আসিতেছে।—সে তাঁহার দুর্ব্বলতা বিলক্ষণ জানিত; সুতরাং—তাহার অভিরুচি মত কাজ সে তাঁহাকে দিয়া অনায়াসেই করাইয়া লইতে পারিত।

স্বরূপ বলিল, "গুরুতর বিষয়,—আপনাকে বলা দরকার।"

মথুরবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়—নিশ্চয়ই। তুমি সকল খবর ...

"এখন এই বালিকাকে এই দুর্ব্বিত্তদের হাত হইতে রক্ষা করা আবশ্যক।"

"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।—অতি গুরুতর ব্যাপার। সহসা কিছু করা যায় না। বড় পাদরি সাহেব আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন;—তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই স্থির করা যাইবে।—বোধ হয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লিখিয়া পুলিশের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক।"

"যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন। আমার আপনাদের সংবাদ দেওয়া আবশ্যক,—তাই দিলাম। এই বদমাইসরা যদি আমাদের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিবার চেষ্টা করে, তাহারই বা উপায় কি!"

"পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। সাহেব আসুন,—পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয়, তাহাই করিব।"

"আমিও আমাদের লোকজনকে সাবধান থাকিতে বলিয়াছি। আমরাও পাঁচ শ ঘর আছি!"

মথুরবাবু ভীত ও ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "দেখিও, কোনরূপে যেন দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয়! স্মরণ রাখিও, ভগবান যীশু বলিয়াছেন,—'দক্ষিণ গণ্ডে কেহ আঘাত করিলে—বাম গণ্ড প্রদান করিও,' কখনও প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা করিও না।"

"সেইজন্যই তো এই হিন্দুদের, এই সকল স্বদেশী অত্যাচার সহ্য করিতেছি!"—

"ভাল—ভাল!—সহ্য ও ধৈর্য্যেই মানব-প্রাণ উন্নত হয়। ভগবান যীশুর উপদেশ বিস্মৃত হইও না। তিনি কত সহ্য করিয়াছিলেন স্মরণ কর। যখন অন্ধগণ তাঁহাকে ক্রুসে হত্যা করিতেছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রভু, ইহারা অবোধ,—ইহাদের ক্ষমা কর।"

"সেই-জন্যই আমরা ইহাদের ক্ষমা করিয়া আসিতেছি।"

"খুব ভাল—খুব উত্তম। আমি জানি, তুমিই প্রকৃত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছ! প্রভু তোমার মন আরও উন্নত করিয়া স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবেন!"

"তাহাই আশীর্ব্বাদ করুন।" এই মহা কপটী দুর্ব্বৃত্ত স্বরূপ মণ্ডল ভক্তিভরে সরল পাদরির পদধূলি লইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইল। বিশ্বের

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হাট।

বিস্তৃত কোটালিপাড়ের প্রায় মধ্যস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় দ্বীপ। এই দ্বীপের উপর দুই চারিটা বড় বড় গাছ ছিল,—তাহারই নিম্নে কয়েকখানি ক্ষুদ্র দরমার ঘর। হাটের দিন ভিন্ন ভিন্ন দোকানদারগণ এই ক্ষুদ্র গৃহগুলিতে স্ব স্ব পণ্য-দ্রব্য সাজাইয়া বসিত ;—তাহার মধ্যে মনিহারি ও বেনের দোকান প্রধান,—দুই একখানা দেশী কাপড়ের দোকানও আছে। কিন্তু অধিকাংশ হাটুরিয়াগণ স্ব স্ব ক্ষুদ্র নৌকায় বসিয়া কেনা বেচা করিত,—প্রধানতঃ নৌকায় নৌকায়ই হাট হইত। এই জন্য এ প্রদেশে হাটের নাম "গলুয়া।" নৌকার সম্মুখস্থ অগ্রভাগকে "গলুই" বলে।

আজ কোটালিপাড়ের হাট। হাটে প্রায় দুই সহস্র লোক সমবেত হইয়াছে। কোনখানে স্তূপাকারে ধান্য,—চাউল রাশীকৃত রহিয়াছে,—পার্শ্বে বসিয়া বিক্রেতা কেবলই দাঁড়ি চালাইতেছে। কোন স্থানে স্তূপাকারে লম্বা সরু সলা বেগুন,—কোন স্থানে লাউ কুমড়া,—কোন স্থানে ঝুড়ি খালুই সুন্নি,—কোন স্থানে গুড় বাতাসা,—খই মুড়ি,—একপার্শ্বে নানাবিধ মৎস্য বিক্রয় হইতেছে,—তাহার মধ্যে কই সিঙ্গি মাগুরই প্রধান।

সমস্ত হাট জুড়িয়া একটা মহা কোলাহল উঠিতেছে। ভদ্র অভদ্র সকলেই হাট করিতে আসিয়াছে ;—কম পক্ষে পাঁচ শত নৌকা এক স্থানে সমবেত হইয়াছে। ডাক পিয়ন সপ্তাহান্তে হাটের মধ্যে চিঠি বিলি করিয়া তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতেছে।

গোবিন্দ গোয়ালাও হাট করিতে আসিয়াছিল। সে এক স্থানে হেঁট হইয়া কিছু তরকারি কিনিবার চেষ্টা করিতেছিল,—এই সময়ে কে তাহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিল, "গোবিন্দ ভায়া যে?"

সে চমকিত হইয়া মুখ তুলিল। দেখিল, স্বরূপ মণ্ডল তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তাহার সঙ্গে মস্তকে ফেটা বাঁধা, হস্তে লম্বা লাঠি দুই জন পাইক। তালুকদারকে দেখিয়া সকলে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মুহূর্ত্তের জন্য গোবিন্দের মুখ বিশুষ্ক হইল। সে ভাবিল, তালুকদার তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে ভাবিল, সে হাটে

পাঁচ সাত শত লোক তাহার সাহায্যার্থে আসিবে, তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই।

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, "গোবিন্দ ভায়া,—নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম,—তাই তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পারিনি। যে কথাটা বলে ছিলাম, তার বল্লে কি!"

গোবিন্দ বিস্মিত ভাবে মণ্ডলের মুখের দিকে চাহিল। এই লোককে যে তাহারা "গোবেড়েন" করিয়াছিল,—তাহার বিন্দুমাত্র কোন চিহ্ন স্বরূপ মণ্ডল দেখাইল না;—গোবিন্দের মনে হইল "তবে কি তাহাদের অন্ধকারে দেখিবার ভুল হইয়াছিল,—তবে কি স্বরূপ মণ্ডল সে দিন যায় নাই, অন্য কোন লোক গিয়াছিল!

মণ্ডল বলিল, "লোকের জন্যে আমার কাজের বড় অসুবিধে হচ্ছে,—কি ঠিক কল্লে?"

গোবিন্দ বলিল, "ভট্ট মহাশয়কে ছেড়ে আমার কোন খানে যাবার জো নেই।"

স্বরূপ বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "তাইতো,—তোমায় পেলে বড়ই ভাল হতো। তোমার মত বিশ্বাসী লোক আবার কোথায় পাই,—ভট্ট মশাইকে বলেছিলে।"

গোবিন্দ বলিল, "না।"

"একবার বলে দেখ্‌লে না কেন!—এ দিকে শোন,—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। এত লোকের সাম্‌নে বল্‌তে ইচ্ছে কচ্চি নে।"

এই বলিয়া স্বরূপ মণ্ডল গোবিন্দের হস্ত ধরিয়া চলিল, "এই ধারটায় এস।"

গোবিন্দ মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এত লোকের সম্মুখে মণ্ডল তাহার কি করিবে—তাহার ভয় কি! আর সে যদি ইহার সহিত না যায়, তাহা হইলে হয়তো হাটের মধ্যে একটা গোল হইয়া পড়িবে। গোল করা ভাল্ নহে। গোবিন্দ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া নীরবে স্বরূপ মণ্ডলের সঙ্গে চলিল।

মণ্ডল তাহাকে হাটের এক পার্শ্বে আনিয়া তাহার কাণে কাণে বলিল, "গোবিন্দ ভায়া, তুমি বোধ হয় জান যে আমি খৃষ্টানি মত একবারেই পছন্দ করি না। বাপ খৃষ্টান হয়ে ছিলেন, কি কর্ব্ব বল? আমাদের পাদরি সাহেব কাল সকালে রামযদু বাবুর মেয়েকে খৃষ্টান কর্ব্বে;—এ কথা আর কেউ জানে না, কেবল আমিই জানি! শালারা আমাদের জাত খেয়েছে, আবার অন্য মেয়ে ছেলের জাত খায়, ইহা আমার ইচ্ছা নয়;—তাই তোমায় লুকিয়ে বল্লেম। যাতে শালা সাহেব এ কাজ কর্ত্তে না পারে, তাই দেখো। আমার প্রকাশ্যে কিছু

কর্ব্বার জো নেই,—বুঝতেই তো পাচ্ছ! যা ভাল বুঝো,—করো ;—আমি যে তোমায় এ কথা বলেছি,—তা যেন ঘুণাক্ষরে না প্রকাশ পায়।"

স্বরূপ মণ্ডল স্তম্ভিত প্রায় গোবিন্দকে তথায় রাখিয়া চলিয়া গেল! তবে লোকে যাহা বলিতেছে, তাহাই ঠিক,—ইংরেজেরা সকলেরই জাত খাইবে,—মনে হওয়ায় গোবিন্দ গোয়ালা একেবারে যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। দেখিল, পাইক সঙ্গে তালুকদার নৌকা বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে! হাটের মধ্যে বিষ ছড়াইয়া গিয়া স্বরূপ সরিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হাটে গোল।

বলা বাহুল্য, এ কথা গোবিন্দ গোয়ালা তখনই যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই বলিল। মুখে মুখে সেই হাটের ভিতর কথা নানারূপ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই ভাবিল, তাহাদের গৃহ হইতে অনুপস্থিত কালে পাদরিগণ তাহাদের গৃহে গৃহে গিয়া তাহাদের বৌ-ঝিকে খ্রীষ্টান করিতেছে। তখন সেই বিস্তৃত হাটে একটা মহা গোল উঠিল। যে যাহার জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি গুটাইয়া লইয়া বাটীর দিকে ছুটিল। কেনা বেচা বন্ধ হইয়া গেল। অনেকে অনেক জিনিস ফেলিয়াই পালাইল। উষ্ণরক্ত যুবকগণ হাটের নমশুদ্র খ্রীষ্টান দেখিয়া তাহাদের অজস্র গালি দিতে লাগিল। কেহ কেহ ধাক্কা ধুক্কি দিতে ত্রুটী করিল না। দেখিতে দেখিতে হাটের দুই সহস্র লোক চারিদিকে ছুটিল ;—অসংখ্য নৌকা তীরবেগে বিলের চারিদিকে প্রধাবিত হইল :—এরূপ বৃহৎ হাট সহসা ভাঙ্গিয়া গেলে যে একটা মহা বিপর্য্যয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! হাটে যে দুই একজন কনেষ্টবল উপস্থিত ছিল, ব্যাপার কি,—কেন হাট ভাঙ্গিয়া গেল, কেন চারিদিকে লোক ছুটিতেছে, তাহার কারণ কিছুই জানিতে না পারিয়া হাটে মহা দাঙ্গা চলিতেছে, হাট লুঠ হইতেছে, সম্বাদ লইয়া থানায় ছুটিল!

তখন তথায় আর জনপ্রাণী কেহ ছিল না। গ্রামবাসিগণ স্ব স্ব গৃহে গিয়া দেখিল যে তাহারা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা ঠিক নহে;—পাদরিগণ তাহাদের বৌ ঝিকে খ্রীষ্টান করিতে আসে নাই।—তবে তাহারা তখন প্রকৃত ব্যাপারটা কি তাহাও জানিল। তখন পাকা কথা শুনিল যে কাল পাদরি সাহেব রামযদু বাবুর মেয়েকে খ্রীষ্টান করিতে আসিবে। সকলেই ভাবিল, যখন এক জনকে জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিবে, তখন আর সকলকে যে খ্রীষ্টান করিবে না;—তাহা কে বলিল!'

সমস্ত রাত্রি আজ কোটালিপাড় বিলে শান্তি নাই;—সমস্ত রাত্রি নানাস্থানে সমবেত হইয়া গ্রামবাসিগণ এই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। শেষকালে সকালে কি হয়, তাহা দেখিবার জন্য যে যাহার কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া রামযদু বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত থাকাই স্থির করিল।

এ দিকে স্বরূপ মণ্ডল ও তাহার অনুচরগণ আসিয়া মথুর বাবুকে সম্বাদ দিল যে আজ হাটে হিন্দুগণ খ্রীষ্টান নমশুদ্রদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহাদের সমস্ত দ্রব্যাদি লুটিয়া লইয়াছে! সে সময়ে বড় পাদরি সাহেবও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,—স্বরূপ বলিল, "শুনিলাম ইহারা মেয়েটীকে কাল রাত্রে গোপনে কলিকাতায় চালান করিয়া দিবে।"

সাহেব মথুর বাবুর নিকট সকল কথাই শুনিয়াছিলেন,—বলিলেন, "মেয়েটীর সঙ্গে আমরা কাল সকালে সাক্ষাৎ করিব;—তাহার পর কি করা উচিত অনুচিত স্থির করা যাইবে।"

স্বরূপ বলিল,—"আপনাদের একলা যাওয়া উচিত নহে।—ইহারা আপনাদের অপমান করিতে পারে।"

সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমরা নিরীহ পাদরি লোক,—স্বর্গরাজ্যের নিশান হস্তে অগ্রসর হইয়া থাকি,—আমাদের কেহ কিছু বলিবে না,—বলিলেও আমরা তাহাদের ক্ষমা করিব।"

প্রাতে সাহেব কেবল মথুর বাবুকে সঙ্গে লইয়া সুপ্রিয়াদিগের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের নৌকা তাহাদের বাড়ীর অনতিদূরে আসিলে তাঁহারা দেখিলেন, প্রায় তিন চারিশত নৌকায় অসংখ্য লোক তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া আছে, সকলেই উত্তেজিত, সকলেই মহা গোল করিতেছে?

সাহেব ইহাদের সহিত কথা কহিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহার কথা

সকলেই ঋষি বলিয়া মান্য ও ভক্তি করিত, কিন্তু আজ তিনিও কথা কহিতে চেষ্টা পাইলে, কেহ তাঁহার কথা শুনিল না।

এই সময়ে কে কোথা হইতে সাহেবের নৌকায় ঝপাঝপ মাটী ছুড়িতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে "মার—মার" শব্দ হইল;—চারিদিকে ভয়াবহ গোল উঠিল। হিন্দুরা জানিত, তাহারা কেহ মাটি নিক্ষেপ করে নাই;—মাতব্বরগণ বলিয়া দিয়াছেন যেন কিছুতেই দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয়। তাহারা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিল, কিছুতেই দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবে না, কেবল পাদরিদিগকে সুপ্রিয়ার নিকট যাইতে দিবে না; সুতরাং মাটি নিক্ষেপ দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল, কে এরূপে সাহেবের উপর মাটি ছুড়িতেছে, দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল। গোবিন্দ গোয়ালা একখানা নৌকার উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ দেখ, সম্বুদ্ধি মোড়লের লোক মাটি ছুঁড়্‌ছে!"

গোলমালে কি হইল, কেহ বলিতে পারে না, সাহেব ও মথুর বাবু জল কাদায় আবরিত হইয়া কোন গতিকে বাঙ্গালায় ফিরিলেন। সাহেব বুঝিলেন, হিন্দুগণ বিদ্রোহী হইয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:§:—

রণ-দুন্দুভি।

তৎক্ষণাৎ দুই জন পাইক থানায় সম্বাদ দিতে ছুটিল। সাহেব ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিলেন। সামান্য ব্যাপার ভ্রম প্রমাদে, ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততায়, দুর্ব্বৃত্তের দুর্ব্বৃত্ততায়, ঘোর ভয়াবহ ব্যাপারে পরিণত হইতে চলিল।

দারোগা বাবু ছুটিয়া আসিলেন।—"কাল হিন্দুরা হাট লুঠ করিয়াছে, খ্রীষ্টান দিগকে প্রহার করিয়াছে;—আজ সাহেবকে পর্য্যন্ত প্রহার করিতে দ্বিধা করে নাই;—ব্যাপার অতিশয় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।— ইহারা স্বদেশী হইয়া শেষ সম্পূর্ণ রাজদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি", দারোগা বাবু মনে মনে এই বিশ্বাস করিয়া সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন।—

আশ্বস্ত করিয়া তথা হইতে উঠিলেন। তাঁহার থানায় যে কজন কনেষ্টবল ছিল, সমস্তই সাহেবের বাঙ্গালার চারিদিকে পাহারায় দাঁড় করাইয়া দিলেন। জমাদারকে গ্রামে গ্রামে চোকিদার সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করিলেন। স্বরূপ মণ্ডল তাঁহাকে নিজ ঘরে লইয়া বসাইল। বাক্স হইতে বোতল গেলাস বহির্গত হইল।—মাছটা, হাঁসটা, পাঁঠাটা সর্ব্বদাই হইত,—আজ নগদ দক্ষিণাও কিছু মিলিল,—সুতরাং হতভাগ্য হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে রিপোর্ট চলিল।—গুণান্বিত দারোগা বাবু হিন্দু বেচারীদিগের কি বলিবার আছে, তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত করিলেন না,—তাহাদের গৃহের দিকে একবার পদার্পণও করিলেন না।

পরদিন মাদারিপুরের হাকিম বাবু এক ভয়াবহ রিপোট পাইলেন। হীরামোন সমস্ত কোটালিপাড়ের হিন্দুদিগকে স্বদেশী মন্ত্রে ক্ষিপ্ত করিয়াছে, কেবলই "স্বদেশী হও—স্বদেশী হও,—বল বন্দেমাতরম" বলিতেছে।—লোকেরা ইংরাজ রাজ্য তুলিয়া দিবার জন্য বিদ্রোহী হইয়াছে।—গত কল্য হাট লুঠ করিয়াছে।—অদ্য প্রাতে পাদরি সাহেব ও মথুর বাবুকে প্রহার করিয়াছে।—তাঁহারা অতি কষ্টে প্রাণে প্রাণে পলাইয়া আসিয়াছেন। গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া ভূমিস্বাৎ করিয়া নমশুদ্রদিগের ঘরবাড়ী দুই এক দিনে জ্বালাইয়া দি ার বন্দোবস্ত করিতেছে।—থানাও নিরাপদ নহে।—হুজুর সত্বর পুলিস লইয়া অধীনের সাহায্যে আসুন। বোধ হয় পণ্টনের প্রয়োজন হইবে। দশ হাজার লোক একত্র হইয়াছে।

দারোগা বাবুর এই সুললিত রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে পাদরি সাহেবের পত্রও চলিল।—তাঁহারও একই কথা।—স্বরূপ মণ্ডল যেমন বুঝাইয়াছে, পাদরি সাহেব তেমনই বুঝিয়া মাদারিপুরে ও ফরিদপুরে উভয় স্থানেই পত্র লিখিলেন।—ভয়াবহ বিদ্রোহের সংবাদ রাজপুরুষদিগের নিকট উপস্থিত হইল। ইহার উপর সাহেব সুপ্রিয়ার খ্রীষ্টান হইবার কথাও জানাইলেন। সে খ্রীষ্টান হইতে ব্যাগ্র, গ্রামের লোকে তাহাকে অসহায়া পাইয়া কুচরিত্রা করিবার চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতায় জনৈক ধনীসন্তান গুণেন্দ্র বাবু টাকা দিয়া সকলকে হাত করিয়া তাহাকে এখান হইতে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেছে। এই অসহায়া বালিকাকে কুপথ হইতে রক্ষা করা গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

মাদারিপুরের হাকিম বাবু রিপোর্ট পাইবা মাত্র হীরামোনকে

গ্রেপ্তার করিবার জন্ত তৎক্ষণাৎ ওয়ারেণ্টের হুকুম দিয়া যত কনেষ্টবল চৌকিদার সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা লইয়া কোটালিপাড়ের দিকে রওনা হইলেন। মিলিটারি পুলিশ সহ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিশ সাহেবকে অনতিবিলম্বে আসিবার জন্ত টেলিগ্রাফ করিলেন।—হীরামোন যে একটা সামান্ত পাখী মাত্র, তাহা তাঁহাকে কেহ বলিল না। এইরূপ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে,—ইহাতেই দেশের যত গোল।

ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পাদারি সাহেবের পত্র ও মাদারিপুরের হাকিম বাবুর তার পাইয়া তৎক্ষণাৎ গুরখা পুলিশের জন্ত, ঢাকায় টেলিগ্রাফ করিলেন। গুণেন্দ্রভূষণ কয়দিন মাত্র খালাস পাইয়াছিলেন, আবার তাহার নামে ওয়ারেণ্টর হুকুম হইল। পুলিশ সাহেব সুপ্রিয়াকে ধৃত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্ত ওয়ারেণ্ট পাইলেন। দশ মিনিটের মধ্যে সরকারি ষ্টীমার ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল;—অর্দ্ধ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সাহেব, ডাক্তার সাহেব,—রিজার্ভ পুলিশ লইয়া,—সশস্ত্র হইয়া কোটালিপাড় বিলে যাত্রা করিলেন।

* * * * *

যখন স্বরূপ মণ্ডল এ সংবাদ পাইল, তখন সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল, "শালারা টের পান নি যে কার সঙ্গে লেগেছিল। এ বার ভিটস্থ ঘুঘুস্থ হবে। শালাদের যত জেলে পাঠিয়ে দিয়ে তবে কথা,—সুপ্রিয়া,—সে তো আমার—"

পল্টন আসিবার কথা পূর্ব্বেই রটিয়াছিল;—এক্ষণে কোটালিপাড়বাসী যাহাদের আত্মীয়-স্বজন ফরিদপুরে ছিল, তাহারা অনতিবিলম্বে দেশে পল্টনের সম্বাদ পাঠাইল। আর সন্দেহ নাই, যথার্থই পল্টন আসিতেছে;—আর জাতি ধর্ম্ম থাকিবে না।

এক দিকে রাজপুরুষগণ যেরূপ মহাভ্রমে পতিত হইয়া অনর্থক যুদ্ধসজ্জা করিলেন, কোটালিপাড়বাসীগণও মহাভ্রমে পতিত হইয়া ভয়ে দিশেহারা হইয়া পল্টন আসিবে, ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিবে, অত্যাচার অনাচার করিবে, কাহারই আর জাতি ধর্ম্ম থাকিবে না, এই ভ্রমাত্মক ভয়ে তাহারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। হাট বাজার ছাড়িয়া গেল, স্ত্রী পরিবার লইয়া পলাইল। যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহাদের স্ত্রীলোকগণ পল্টনের ভয়ে বিলের জলে লুকাইয়া রহিল। দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল। [illegible]

অভাগিনী সুপ্রিয়াকে গালি দিতে লাগিল। তাহারই জন্য তাহাদের যে এই সর্ব্বনাশ হইল। এক্ষণে তাহাই সকলের ধারণা জন্মিল। বৃদ্ধাগণ তাহার সম্মুখে আসিয়াই নির্দ্দয় কঠোর বচনে তাহাকে অভিশম্পাত দিতে লাগিল "এমন সর্ব্বনেশে মেয়েও জন্মিয়াছিল যে সকলের সর্ব্বনাশ করিল! ছেলে বেলায় মা খাইয়াছিল। পরে বাপ ভাই খাইয়াছে। এখন গ্রামসুদ্ধ লোক খাইল। ও সর্ব্বনাশী, তোর কি মরণ নাই। ক্ষিপ্তাপ্রায় স্ত্রীলোকগণ তাহার মুখের উপর দুই হাত নাড়িয়া তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে দিন রাত্রি গালি দিতে লাগিল। অভাগিনী সুপ্রিয়া সজল নয়নে নীরবে এ সকল সহ্য করিতেছিল, একটি কথাও কহে নাই। সে গ্রামবাসিগণের জন্য নিজেই দুঃখিত। সে যে নীরবে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, তাহার জন্য সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহে, ভগবান তাহাকে দুঃখিনী করিয়াছেন, সে দুঃখ সহ্য করিবে না কেন। কিন্তু তাহার জন্য অপর সকলে এত কষ্ট পাইতেছে কেন? সত্যই কি তাহার মরণ হইলে ইহারা সকলে রক্ষা পায়! তাহার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?

তাহার জীবনে আর বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না সে অনায়াসে আনন্দের সহিত মরিতে পারিত, কিন্তু তাহার বৃদ্ধা আইমা পীড়িতা;—সে মরিলে তাহার এ সময়ে শুশ্রূষা করিবে কে?

যে কলের পুত্তলির ন্যায় দিবা রাত্রি বৃদ্ধার সেবা করিতেছিল। তাহার মুখে কথা নাই, তাহার চক্ষে জল নাই, তাহার সকলই উদাস্ত ভাব;—তাহাকে দেখিলে বোধ হয় তাহার মন প্রাণ যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

ভট্ট-গৃহিণী গোবিন্দ গোয়ালার সাহায্যে সমস্ত গৃহস্থালির কার্য্য করিতেছেন তিনি একরূপ জোর করিয়া সুপ্রিয়াকে স্নান করাইয়া দেন, তাহাকে দুই বেলা দুটী আহার করান;—তাহার ভগ্ন হৃদয়কে উৎফুল্ল করিবার জন্য কত মিষ্ট কথা কহেন, কিন্তু সুপ্রিয়ার ক্ষুদ্র হৃদয় সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একবার হৃদয় ভাঙ্গিলে আর তাহা জোড়া লাগে না। প্রস্ফুটিত কুসুম যেমন ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়, অভাগিনী সুপ্রিয়াও ঠিক সেইরূপ দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল।

পল্টনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ভট্ট মহাশয় অতি শঙ্কিত হইয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন, বলিলেন। "শ্রবণ করিয়াছ।"

ভট্ট-গৃহিণী বলিলেন, "কি শুনিব।"

"পল্টন আসিতেছে।"

"ভালই তো।"

বৃদ্ধ ভট্ট মহাশয় অতি বিস্মিত ভাবে ব্রাহ্মণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভট্ট-গৃহিণী বলিলেন, "তোমরা যেমন ন্যাকা, আমি তেমন নই। পল্টন আসবে, ভালই তো আর কেউ কারও উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এত দিন ইংরাজ আমাদের সুখে রেখে, হঠাৎ একদিনে অরাজক করতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আস্‌চে, এখন সব আসল কথা বার হয়ে পড়্‌বে, স্বরূপ মণ্ডল জেলে যাবে, অত্যাচার অনাচার আর থাক্‌বে না—

"অথেব কিন্তু—"

"কিন্তু কি, তোমাদের সাহেবের সম্মুখে যেতে ভয় হয়, এই ভট্ট-ব্রাহ্মণী সাহেবকে সব কথা বলবে।"

"আর সুপ্রিয়ার খ্রীষ্ট ধর্ম্মে—"

"তোমরা সব খেপেছ। জোর করে কেউ কাকে অন্য ধর্ম্মে নিতে পারে? ইংরেজরা এত কাল কাকেও জোর করে খ্রীষ্টান কল্লে না—আজ কর্ব্বে! তা হলে পাদরিরা বাড়ী বাড়ী এত খোসামোদ করে বেড়াতো না। ইংরাজ পল্টন দিয়ে সকলকে গরু খাওয়াতো—পাদরী দরকার হতো না। তোমার ভয় হয়, কোন দেশে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে থাক। ভট্ট-ব্রাহ্মণী সুপ্রিয়াকে ছেড়ে এখান থেকে এক পাও নড়বে না।"

বৃদ্ধ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অতি বিস্ময়ে ব্রাহ্মণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলিলেন। "অতি সাহসিকা, অতীব অসম সাহসিকা—বৃদ্ধা।"
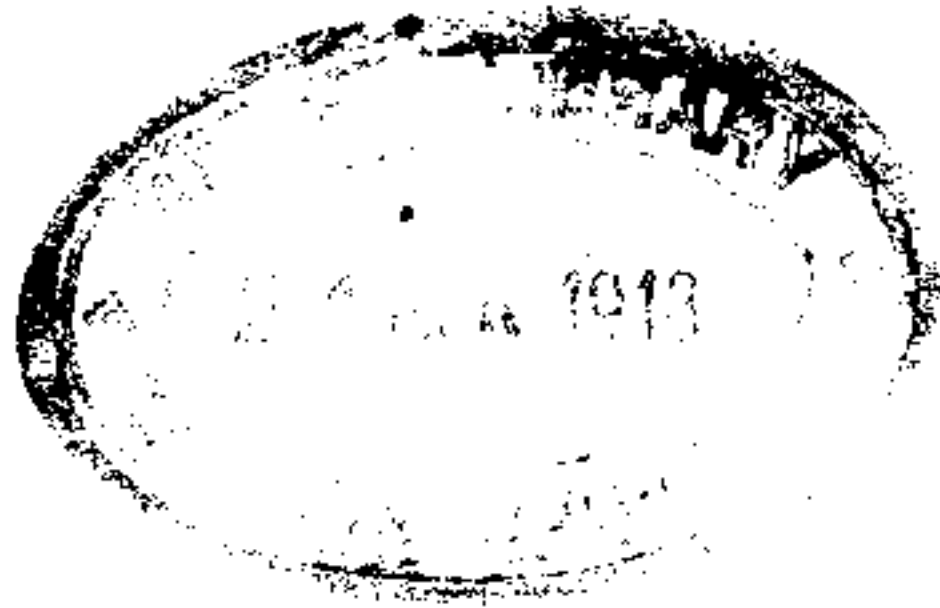
ক্রমশঃ

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১২।১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আদি কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের একটি দৃশ্য।
(ছাতোপরি বিদ্যা ও সখী নিম্নে সুন্দর ও মালিনী।)
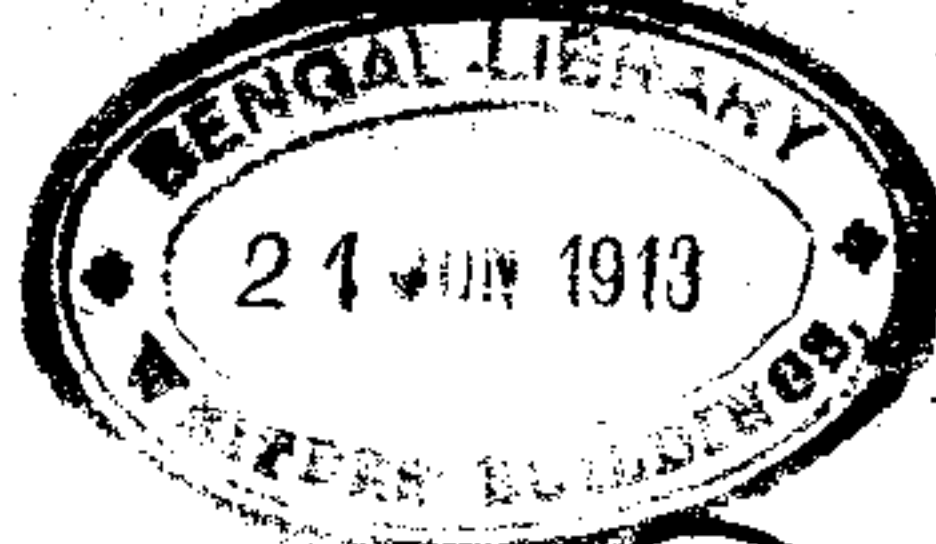
গল্পলহরী

১ম বর্ষ } চৈত্র ১৩১৯। { ৯ম সংখ্যা

ইজ্জতের-দাম।

——ঃ ঃ——

১

হানিফ সন্ধ্যার আগে দা খানি হাতে করিয়া দিনের কাজ হইতে গৃহে ফিরিল। আরমানা একখানি ময়লা ছেড়া কাঁথায় জড়াইয়া শিশু পুত্রটীকে কোলে লইয়া বিষণ্ণমুখে দাওয়ায় বসিয়া ছিল। দাওয়ার এক কোণে হানিফের হুকা কলিকা তামাকের ডিবা ও একটা আগুণের মালসা ছিল। আরমানা স্বামীকে দেখিয়া শিশুটিকে কোলে লইয়াই সরিয়া তামাক আনিতে গেল। শিশুটি মায়ের কোলে কাঁথার মধ্যে যেন বড় আরামে তন্দ্রাবস্থায় নীরবে ছিল। নাড়া পাইয়াই সে বড় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হানিফ কহিল "থাক্ থাক্" তুই নড়িস্‌নি ; ওকে কাঁদাসনি। আমি নিজেই তামাক সেজে খাব এসে। জ্বর কি বেশী হ'য়েছে ?

আরমানা উত্তর করিল, "হাঁ বড় বেশী জ্বর হ'য়েছে। কেমন আঁৎকে যেন চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছে।"

হানিফ শিশুটির কপালে হাত দিল। শিশুটি চমকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "থাক্ থাক্, তুমি গায় হাত দিও না। তোমার হাত ঠাণ্ডা। না না না—বাবা আমার, চাঁদ আমার, ধন আমার। কেঁদোনা, বা'জানকে মেরে দেব—উ'!"

মাতার এইরূপ প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতি ও অভিনয়ে শিশু যেন আশ্বস্ত হইয়া একটু শান্ত হইল। হানিফ কহিল, "জ্বর যে খুব বেশী, ও খাইয়েছিলি ?"

"সকালে মা-হুহু যে ওসুদ দিয়ে গিয়েছিল, তাত খাইয়েছি। এ বেলা খবর দিতে পারিনি। তা তুমি গে একটু ডেকে আন না?"

"এই তামাকটা খেয়ে যাই"। হানিফ তামাক সাজিয়া তাড়াতাড়ি কয়েকটা টান দিয়াই উঠিল। আরমানা বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল "আর যেতে হবে না। ঐ যে মা-হুহু এয়েছেন।"

বলিতে বলিতে অতি মধুর-মৃদু হাসিতে হাসিতে উজ্জ্বল কোমল স্নেহ-করুণ-দৃষ্টি একটি দেবীমূর্ত্তি যেন হানিফের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবীমূর্ত্তির বিধবার বেশ। ভরাযৌবনে ব্রহ্মচারিণীর অপূর্ব্ব রূপরাশি ভরিয়া যেন স্বর্গের পূতভাতি দীপ্তি পাইতেছে। বিধবা হানিফের প্রতিবেশী বাসুদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা, নাম মণিমালা। শৈশবাবধি মণিমালা হানিফ ও আরমানার পরিচিতা। ইহারা উভয়েই মণিমালাকে মা-হুহু বলিয়া ডাকিত।

মণিমালা কহিল, "নছু কেমন আছে, মানা চাচী?"

আরমানা কহিল, "জ্বর বড্ড বেড়েছে। কেমন চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছে।"

মণিমালা উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন "বটে, দেখি!"

এই বলিয়া মণিমালা দ্রুত দাওয়ায় উঠিয়া আরমানার কাছে গিয়া বসিয়া নছুর কপালে হাত দিল।

আরমানা বলিল "আহা কল্লেকি, কল্লেকি মা-হুহু ছুয়ে দিলে? শীত পড়েছে, এই সন্ধ্যেবেলা গে ত এখনই আবার নাইতে হবে।"

মণিমালা হাসিয়া উত্তর করিল, "তা সন্ধ্যেবেলা ত রোজই নেঁয়ে থাকি চাচী, নছুকে ঔষধ দেব—আর ছোব না, তাও কি হয়?—সরে যেওনা ঠিক হয়ে বস—আমি দেখি। বরং আমার কোলেই দেও, তা'হলে সুবিধে হবে।"

মণিমালা সাবধানে আস্তে আস্তে নছুকে তুলিয়া নিজের কোলে নিল। শিশু একটু উস্‌ খুস করাতে আস্তে আস্তে দোলাইয়া চাপড়াইয়া এবং মধুর সুরে 'না না' করিয়া তাকে শান্ত করিল। শান্ত হইলে মণিমালা নছুর হাত দেখিল, বুকে ও কপালে হাত দিয়া জ্বরের তাপ অনুভব করিল, পেট টিপিয়া পরীক্ষা করিল।

হানিফ জিজ্ঞাসিল "কেমন দেখলে মা-হুহু? জ্বর কি খুব বেশী?"

"হাঁ জ্বর বেশীইত। তা ভেবনা—সেরে যাবেন একটু জল নিয়ে এস।

হানিফ বটীতে করিয়া জল আনিল। মণিমালা একটী পুটলী হইতে কতটুকু পরিষ্কার ন্যাকড়া বাহির করিয়া নছুর মাথায় জলের পটী দিল তারপর

ঔষধ অনুপান ও খলনুড়ী বাহির করিয়া ঔষধ মাড়িয়া আস্তে আস্তে আঙ্গুলে করিয়া নছুর মুখে দিল। শিশু 'চুক্ চুক্' করিয়া ঔষধ খাইতে লাগিল। মণিমালা হাসিয়া শিশুর গাল ধরিয়া একটু নাড়িয়া কহিল, "দুষ্টু ছেলে, ওষুধ খাচ্চে দেখ না? মধু আছে কিনা,—মিঠে লেগেছে।"

হানিফ জিজ্ঞাসিল "রেতে আর ওষুধ খাবে না?"

মণিমালা উত্তর করিল, "খাবে বই কি! সন্ধ্যেরপর ঠাকুরের বৈকালী দিয়ে, আমি আবার আসব। জ্বরটা বেশী, এই ওষুধটায় কি হয় দেখে, তবে আর ওষুধ দেব। রাতটা খুব সাবধানে রাখতে হবে। দেখি যদি দরকার হয়, আমিই থাকব এখন। হানিফ চাচা! তুমি এক কাজ কর, কবিরাজ দাদাকে একটু খবর দাও। এই সন্ধ্যে আহ্নিক সেরে দণ্ড চেরেক রেতের সময় যেন তিনি একবার আসেন। আসবার সময় আমাদের বাড়ী হয়েই যেন আসেন, আমি তাঁর সঙ্গেই আসব এখন। বাছেরদা বাড়ী আসেনি?"

হানিফ একটু বিরক্তির ভাবে কহিল,—"আর সেটার কথা বলিস্‌নি মা-দুদু, একটা দানা এসে জন্মেছে। সেটা কি বাড়ী ঘরে থাকে, না রোজ আসে। একা খেটে খেটে মরি। যে দিন খুসী একটু কাজকর্ম্ম এসে ক'রে—কি না ক'রে। এক পাল লক্ষীছাড়ার সঙ্গে জুটেছে, গুণ্ডামী ক'রেই ফেরে। কবে হাতে দড়ী পড়ে ঠিক নেই। এইত, নছুর এই রকম ব্যামো, তোর চাচী ত পারেনা; দুটো ভাত যদি এসে রাঁধত তবু ত ক্ষিদের সময় দুটো খেতে পেতুম। এখন কখন বা রাঁধব, কখন বা খাব।"

মণিমালা কহিল, "তা এক কাজ করনা, আমাদের ওখানেই গিয়ে রোজ খেয়ো। আসবার সময় চাচীর জন্যে দুটি ভাত নিয়ে এস।"

আরমানা একটা গভীর নিশ্বাস ছাড়িল। হানিফ কহিল, "তাই তবে দিস মা-দুদু। তোদের পেরসাদ ত খাচ্চিই। তাই খেয়েই না ভিটেই আছি।"

"তবে এখন আমি আসি।" এই বলিয়া মণিমালা উঠিল। হানিফ কহিল, "এস তবে মা! সন্ধ্যে ঘুরে গেল। আঁধার হয়েছে। চল তোমায় বাড়ী দিয়ে আসি। অম্‌নি কব্‌রেজ মাশাইকেও বলে আসি গে।" মণি-মালাকে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিয়া হানিফ কবিরাজের বাড়ী গেল।

২

বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের কিছু ব্রহ্মত্তর জমি ছিল, কিছু শিষ্য যজমান ছিল, এবং নিজে বেদান্ততীর্থ উপাধি-ধারী পণ্ডিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রাদ্ধ বিবাহাদিতে বিদায় পাইতেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংসার একরূপে চলিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে দীন দরিদ্র অনাথ আতুরকেও দুটী অন্ন দিতে পারিতেন। পুত্র মাধব কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজে পড়িত, আর সন্তানের মধ্যে কন্যা মণিমালা। বিবাহের অল্প দিন পরেই, বড় অল্প বয়সেই মণিমালা বিধবা হয়। বাসুদেব কন্যাটিকে বড় বেশী ভাল বাসিতেন। শৈশবাবধি কাছে কাছে রাখিতেন। শিষ্য যজমানের বাড়ীতে অনেক সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন, সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। দশ বৎসরেই মণিমালা বিধবা হয়, ইহার মধ্যেই সে বেশ সংস্কৃত শিখিয়াছিল, অনেক বই পড়িতে পারিত, টীকা দেখিয়া ও পিতার সাহায্যে বুঝিবারও চেষ্টা করিত। অনেক স্তব-স্তোত্র মুখস্থ করিয়া বড় সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিত। কন্যা বিধবা হইলে, দুঃখ যা হইবার তাত হইলই ; কিন্তু দুঃখ অপেক্ষা বাসুদেবের চিন্তা অনেক বেশী হইল। কি অবলম্বন করিয়া, কি ভাবে অভাগিনী সারাটি জীবন কাটাইবে ; কি দিয়া সে নিজের নারীজীবনের এমন সর্ব্বশূন্যতা যৎকিঞ্চিৎ পূরণ করিবে? বালবিধবা কন্যা অনেকের ঘরে আছে। কন্যার জন্য দারুণ ব্যথিত চিত্তে অনেকে কাঁদিয়াছে, কন্যার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কতটুকু অংশ নিয়া জীবন যাপন করেন? কিন্তু যার ভাগ্যে সংসার ধর্ম্ম, সংসারের ভোগ সুখ বিধাতা বিধান করেন নাই, সংসার ধর্ম্ম অপেক্ষাও উচ্চতর কোন ধর্ম্ম পালন করিয়া, সংসারের ভোগ সুখ অপেক্ষা মহত্তর কোন সুখে চিত্ত স্থাপিত করিয়া সে পার্থিব জীবনে একটা সার্থকতার তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, এ কয় জনেই বা ভাবিয়া থাকেন, কখনও ভাবিলে কয়জনেই বা ইহার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন? সাংসারিক সুখভোগের সকল আকর্ষণের মধ্যে সংসারসুখে বঞ্চিতা থাকিয়া, যে ভোগ বিলাসে নিজের আকাঙ্খার তৃপ্তি কখনও এতটুকুও হইবে না, চারিদিকে নিয়ত সেই ভোগ বিলাসের হাস্য-কৌতুকের মধ্যে থাকিয়া,—কি দারুণ আগুণে যে এই সকল অভাগীরা জীবন কাটায় তাহা ইহারাই এক একজনে জানে, অন্য কাহারও সাধ্য নাই বর্ণনা করিতে পারে। দুটী মিষ্ট কথা শুনিয়া একটু আহারের যত্ন পাইয়া, দুখানা বই পড়িয়া, ভ্রাতা বা দেবর বা

শ্বশুরের সংসারে পরাধীন সেবায় কতটুকু এ জ্বালার ভার নিবৃত্তি হইতে পারে ?

বাসুদেব বড় ব্যাকুল হইলেন। সংসার ধর্ম্ম, সংসারের সুখত উঠিয়াই গেল, যাহা আর হইবে না, তাহা ভাবিয়া ফল কি ? এমন আর কোন ধর্ম্ম, আর কোন সুখে কন্যা জীবনে একটা সার্থকতা অনুভব করিতে পারে,জীবনটা ধন্য মনে করিতে পারে, তাহার উপায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঐ গ্রামে রামজয় গুপ্ত নামে প্রবীনবয়স্ক একজন কবিরাজ ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ, সহৃদয় এবং ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া বাসুদেব তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বংশানুক্রমে দুই পরিবারে বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। রামজয় বাসুদেবের পিতাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। সেই সম্বন্ধ ধরিয়া বাসুদেব রামজয়কে কবিরাজ খুড়ো বলিয়া ডাকিতেন। বৈধব্যের পর হইতেই বাসুদেব কন্যাকে অতি যত্নে সংস্কৃত ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করাইতেন। একদিন এইরূপ অধ্যাপনার সময় রামজয় আসিলেন। পিতার অধ্যাপনা এবং কন্যার অধ্যয়নের যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া রামজয় বড় প্রীত হইলেন। তিনি নিজেও বড় পণ্ডিত ছিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মণিমালা যারপর নাই মেধাবিনী এবং শিখিতেছেও বেশ।

মণিমালা কহিল, "কবিরাজ দাদা" বাবাও পড়াচ্ছেন, আমিও পড়ছি, নিজে এতে বেশ আনন্দও পাই। কিন্তু আমার এই পড়া, আবার এই আনন্দ আর কাহারও কোন কাজে আসবে না!"

রামজয় বলিলেন "কেন দিদি, গ্রামে যত মেয়ে আছে, তাদের শেখাবে। স্কুলে আর কি ছাই একটু শেখে। শেষে কেবল বাজে হালকা বাঙ্গালা বই পড়তে চায়, আর কোনও গুণত বড় দেখি না। এর চাইতে মেয়ে লোককে যদি একটু ভাল সংস্কৃত শেখান যেত, তবে অনেক কাজ হ'ত। লেখা পড়া শিখে, হিন্দুর মেয়ে যেমন হওয়া উচিত, তাই সকলে হ'ত। তা তুমি দিদি কেন এদের শেখাবার ভার নেও না ? তুমি পড়ালে কেবল কুমারী কন্যা কেন, বিবাহিতা বধুরাও পড়তে পারে। কি বল বাসুদেব ?"

বাসুদেব উত্তর করিলেন "আচ্ছা, তা'হলেত আমি কৃতার্থ হই। আমি ত তাই ভাবচি। কোন সৎকার্য্য অবলম্বন ক'রে মণি জীবনটা কাটাতে পারে, এইত আমার এখন চিন্তা। এত দিন পথ পাচ্ছিলাম না আজ

মণিমালা উৎসাহে কহিল, "করব বাবা—করব। তুমি আজই বন্দোবস্ত ক'রে দাও।—কিন্তু—আমি পড়াতে পারব ত? পড়াতে ত শিখিনি বাবা, কেবল পড়েছিই।"

"তা পার্‌বে না! আমি পড়্‌তে যদি শিখিয়েছি,—পড়াতেও শেখাব।"

কবিরাজ কহিলেন, "এই তবে কর। তোমাদের বারান্দায় যায়গা করে দেও। দুপুরের পর মেয়েরা আর বউরা আসবে। ২।১ ঘণ্টা ক'রে পড়ালেই যথেষ্ট হবে। সারাজীবনে কত শেখা যায়, আর শেখানিয়েই না কথা। পরীক্ষা দিয়ে ত আর কেউ পা্শ ক'ত্তে যাবে না?"

মণিমালা কহিল, "বেশ তাই তবে হবে। খাওয়া দাওয়ার পর একটু একটু পড়াব। সকালে বাবার কাছে শিখে নেব। কিন্তু কবিরাজ দাদা শুধু এতে হবে না। আরও কিছু চাই।"

"আর কি চাই, দিদি?" "আমাকে একটু কবিরাজী শিখিয়ে দেও। কত দুঃখীলোক, কত ব্যামো ভোগে। তুমিত আর সব যায়গায় যেতে পার না? আমি তাদের দেখ্‌বো, ওষুদ দেব, পথ্য পাচন করে দেব।"

আনন্দে বাসুদেবের দেহ রোমাঞ্চিত হইল। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কবিরাজ কহিলেন, "বেশ বেশ, দিদি! তাই হবে; কিন্তু এত পার্‌বে ত?"

"তা বেশ পার্‌ব। তুমি বই ঠিক ক'রে দেও। সন্ধ্যের পর তাই পড়ব, আর সন্ধ্যের পর ত তোমার কাজ বড় থাকেনা, তুমি মধ্যে মধ্যে এস, যা না বুঝি, বুঝে নেব।"

কবিরাজ কহিলেন। "আর পাড়ায় কারও ব্যামো স্যামো হ'লে যখন দেখ্‌তে যাই, তোমায় নিয়ে যাব। চিকিৎসা কেবল পুস্তক পড়ে শেখা যায় না,—রোগী দেখেই রোগ শিখ্‌তে হয়।"

সকল বন্দোবস্ত স্থির হইল। মণিমালা প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্মাদিতে মাতার কতকটা সাহায্য করিয়া পিতার নিকট পড়িত এবং পড়ান শিখিত। তার পর মাতার সঙ্গে রন্ধনাদি করিত। সকলের খাওয়া হইলে দ্বিপ্রহরের পর কন্যা ও বধূ যাহারা আসিত, তাহাদের পড়াইত। সকলে গেলে নিজে কিয়ৎ কাল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া মাতার সঙ্গে বৈকালে গৃহকর্ম্মাদি করিত। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের বৈকালীর আয়োজন করিয়া দিয়া নিজের সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া বৈদ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। মধ্যে মধ্যে রামজয় কবিরাজ আসিতেন, তাঁহার কাছে যাহা না বুঝিত, বুঝিয়া লইত। দিনে যখনই পাড়ায় কোন রোগী দেখিতে

কবিরাজের ডাক পড়িত,—কবিরাজের সঙ্গে রোগী দেখিতে যাইত। ৪।৫ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা মণিমালা মন্দ শিখিল না। নিকটে গরীবদুঃখীর বাড়ীতে কোন রূপ ব্যারাম পীড়া উপস্থিত হইলে সেই দেখিয়া ঔষধ দিত, প্রয়োজনমত রোগীর কাছে থাকিয়া সেবাশুশ্রূষাও করিত। ব্যারাম কঠিন বোধ করিলে কবিরাজকে সংবাদ দিত। মণিমালার আহ্বান—নিতান্ত ক্লান্ত অবস্থায়ও বৃদ্ধ কবিরাজ কখনও অবহেলা করিতেন না।

আজ হানিফের বাড়ী হইতে মণিমালা হানিফের রুগ্ন শিশুপুত্রটিকে দেখিয়া আসিল। শিশুর পীড়া কিছু কঠিন মনে করিয়া কবিরাজকে সংবাদ দিতে হানিফকে পাঠাইল। সন্ধ্যার পর কবিরাজ যখন আসিলেন. মণিমালা ঠাকুরের বৈকালীর আয়োজন করিয়া দিয়া নিজের সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। যাবার সময় পিতাকে ও মাতাকে জানাইল রাত্রিতে হানিফের গৃহে শিশুর সুশ্রূষার জন্য থাকিবার প্রয়োজন হইতে পারে। বাসুদেব কি বাসুদেবের পত্নী কোন দিনও মণিমালার এই দীন সেবাব্রতে বাদী হইতেন না;—অদ্যও হইলেন না।

কঠিন রোগীর রোগশান্তি নিপুণ শুশ্রূষার উপর, ঔষধের ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভরকরে, একথা বলাই বাহুল্য। কবিরাজ রোগীর অবস্থা দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং যত্নে ঔষধ সেবনাদি ও অন্যান্য শুশ্রূষার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিলেন। মণিমালা হানিফের গৃহেই সুশ্রূষার জন্য রহিল।

কবিরাজের চিকিৎসা ও মণিমালার শুশ্রূষার গুণে শিশুটি রক্ষা পাইল।

৩

বাসুদেবের বাড়ীর নিকটেই-হানিফের বাড়ী। হানিফ বরাবর বাসুদেবের বড় অনুগত,—বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহাকে করিত। বাসুদেবও হানিফকে বড় স্নেহ করিতেন। গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্মণে মুসলমানে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত, সমাজের সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন বিভিন্নস্তরের গৃহস্থগণের সঙ্গে এরূপ সদ্ভাব সোহার্দ্দ ও পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধাজাত আনুগত্যের সম্বন্ধ বিরল নহে। সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে সামাজিক সম্মিলন না থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে একটী বড় মধুর আত্মীয়তার সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই প্রায় দেখা যায়।

আজকাল কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধের আবির্ভাব সত্ত্বেও পুরাতন এই আত্মীয়তার সম্বন্ধ একেবারে উঠিয়া যায় নাই। তবে ভবিষ্যতে কি হইবে, বলা কঠিন। লক্ষণ যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহা ভবিষ্যতের পক্ষে বড় শুভ সূচক নহে।

হানিফ শ্রমজীবি দরিদ্র, বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমসাধ্য কার্য্যে সে তার সামান্য জীবিকা অর্জ্জন করিত। বাড়ীতে একটি গাই ছিল, শিশুর জন্য কিছু রাখিয়া বাকীটুকু বিক্রয় করিত; উঠানে ও কুটীরের চালে লাউ-কুমড়া প্রভৃতি কিছু তরকারী হইত, মধ্যে মধ্যে বাজারে গিয়া বেচিত। কখনও জন খাটিত, মধ্যে মধ্যে ঘরামীর কাজও করিত, আর বরগাবন্দোবস্তে বাসুদেব ঠাকুরের ব্রহ্মোত্তর জমির চাষবাসও হানিফ করিত।

এই উপলক্ষ্যে বাসুদেবের পরিবারের সঙ্গে হানিফের আত্মীয়তার সম্বন্ধ বিশেষ দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ সাত পাঁচ কাজকর্ম্মে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে হানিফ নিজ কুটীরে বাস করিয়া আসিতেছে। হানিফ দরিদ্র, হানিফ অশিক্ষিত,—হানিফ ছোট,—কিন্তু হানিফ সন্তুষ্ট। আর কয়েকটি বড় গুণ হানিফের আছে,—যাহা লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব। হানিফের চরিত্র সরল, হানিফের প্রাণ বড়, হানিফ তেজস্বী, হানিফ ধর্ম্মভীরু।

দীন কুটীরে, সামান্য কাজকর্ম্মে, মোটা ভাতে মোটা কাপড়ে, সুস্থ দেহে, সরল মনে হানিফ মোটের উপর বড় সুখেই ছিল। কিন্তু একটী বিষয়ে তাহাকে বড় মনঃপীড়ায় দিন কাটাইতে হইত। তাহার বড় ছেলে বাছের যারপর নাই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক। গ্রাম হইতে ৪।৫ মাইল দূরেই মহকুমা সহর,—সেই সহরের এবং নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহের আরও বহু দুর্ব্বৃত্ত লোকের সঙ্গেই সে প্রায় সর্ব্বদা থাকিত। ইহারা একটা দল গঠন করিয়া বহু নিরীহ ও অসহায় গৃহস্থের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিত। কেহ সাহস করিয়া কিছু বলিত না,—আদালতেও প্রতিকারের জন্য বড় উপস্থিত হইত না। ইহাদের কোনরূপ অত্যাচারের প্রমাণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইত। যে কেহ কখনও কিছু চেষ্টা করিয়াছে,—তাহার লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছে। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ বিচ্ছিন্নভাবে যার যার স্ত্রীকন্যাদি পরিবার লইয়া বাস করে। মান ইজ্জতের ভয় সকলেরই আছে; কিন্তু সেই মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য সকলের সমবেত চেষ্টার কোন সুযোগ বড় তাহাদের ঘটে না; এরূপ প্রবৃত্তিও বিরল। এরূপ অবস্থায় যখনই যে অঞ্চলে দুর্ব্বৃত্তগণ

মণিমালা হানিফের ছোট ছেলেকে ঔষধ খাওয়াইতেছে।

K. V. Seyne & Bros.
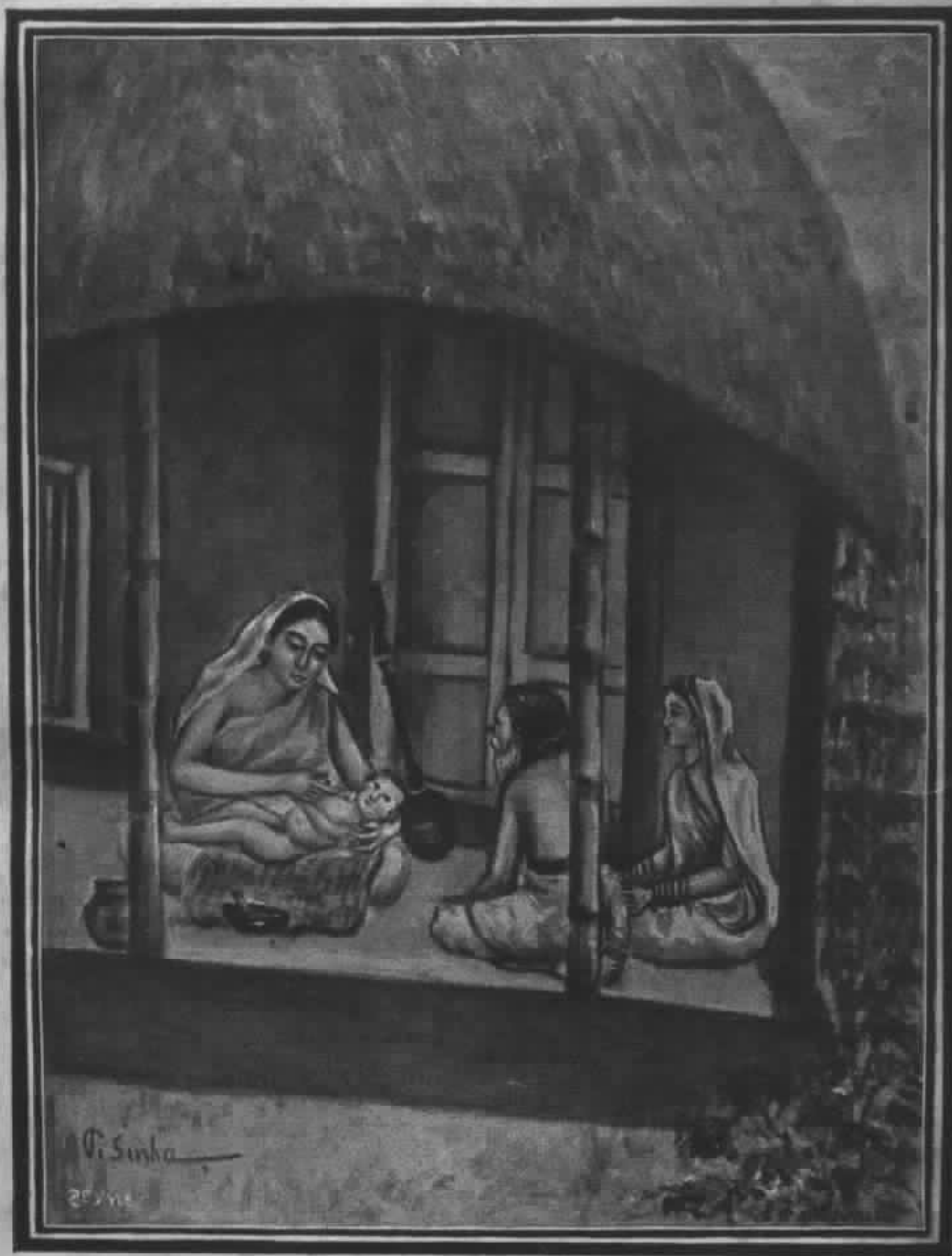
দলবদ্ধ হয়, সেই অঞ্চলের নিরীহ সপরিবার গ্রামবাসীগণকে ইহাদের হস্তে বহু প্রকারে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতে হয়। অবশ্য পুলিশ আছে; কিন্তু গ্রামে গ্রামে পুলিশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অনেক গ্রাম হইতে পুলিশের থানা দূরে থাকে—কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে, পুলিশ আসিয়া প্রমাণ পাইলে দুষ্কার্য্যকারীর শাস্তিবিধান করিতে পারে, কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা নিবারণ করা পুলিশের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সম্মিলিত গ্রামবাসীরা আত্ম-মানসম্ভ্রম রক্ষায় চেষ্টিত হইলে এ সব দুর্ব্বৃত্তের দুর্ব্বৃত্তি অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। অন্য কোনও উপায়ে হওয়া কঠিন।

বাল্যাবধি কুসঙ্গে মিশিয়া হানিফের পুত্র বাছের বড় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। তেজস্বী হানিফ মধ্যে মধ্যে পুত্রকে কঠোর প্রহারে শাসন করিত। ইহাতে সুফল কিছুই হয় নাই,—বরং বাছেরের জিদ বাড়িতেই থাকে। ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল,—বাছেরের দুর্ব্বৃত্ততা ততই বাড়িতে লাগিল। বাছের এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক,—পিতার শাসনের অতীত। অনেক সময় সে বাড়ীতে আসিত না,—থাকিত না। যখন আসিত, হানিফ গালি দিত,—বাছেরও সমান সমান স্পষ্ট জবাব করিত। কখনও কখনও পিতা পুত্রে প্রায় মারামারি হইবার উপক্রম হইত। আরমানা মধ্যে পড়িয়া অনেক ধাক্কা খাইয়া ক্রুদ্ধ পিতা পুত্রকে দুইদিকে সরাইয়া দিত।

কিছুদিন ধরিয়া অন্যান্য দুর্ব্বৃত্ততার মধ্যে সুযোগ পাইলেই নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের ভদ্র গৃহস্থগণের অবমাননা করা, তাঁহাদের বৈষয়িক কাজকর্ম্মে অসুবিধা ঘটান, বাছেরের দলের একটী প্রধান চেষ্টা হইয়াছে। একদিন বাছের হানিফের গুরুতুল্য বাসুদেবকে পর্য্যন্ত সামান্য কি অজুহাতে রূঢ় কুৎসিৎ ভাষায় গালি দেয়, শুনিয়া হানিফ ধান কাটার কাস্তে লইয়া পুত্রের প্রতি ধাইয়া যায়। পুত্র বেগে পলায়ন করিয়া আঘাত হইতে রক্ষা পায়। ৩।৪ দিনের মধ্যে আর বাড়ীতে আসে না। পুত্রের সঙ্গে ক্রমাগত এইরূপ কলহে হানিফ বড় অশান্তিতেই দিন কাটাইতেছিল।

ধান কাটার সময় আসিল। হানিফ বাসুদেবের ব্রহ্মোত্তর জমি চাষ করিত, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হানিফ প্রতি বৎসর ক্ষেতের সকল ধান কাটিয়া বাসুদেবের বাড়ীতে লইয়া যাইত। সেখানে ধান মলিয়া ভাগ করিয়া, বাসুদেবের ভাগ তাঁহার গোলায় তুলিয়া রাখিয়া নিজের ভাগ বাড়ীতে লইয়া আসিত।

সাত আট ক্রোশ দূরে কোন গ্রামে হানিফের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবার ধান কাটার সময় হানিফ সংবাদ পাইল, কঠিন রোগে কন্যা মৃত্যুমুখে পতিতা। বাছেরের উপর ধান কাটার ভার দিয়া হানিফ কন্যার গৃহে গেল। বাসুদেবকে জব্দ করিবার সুযোগ পাইয়া বাছেরের বড় উল্লাস হইল। দুই এক জন সঙ্গীর সাহায্যে সে ক্ষেতের অর্দ্ধেক ধান কাটিয়া বাড়ীতে আনিল। বাসুদেবের ভাগের বাকী অর্দ্ধেক ক্ষেতে পড়িয়া রহিল। আরমানা প্রতিবাদ করিল,—কিন্তু বাছের মাতার কথায় কর্ণপাতও করিল না।

আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া বাছের একখানি ফরসা ধুতি পরিল; রঙ্গিন একটী গেঞ্জি ছিল, তাহা গায় দিল; বাবরীটি বেশ করিয়া আঁচড়াইল, তারপর কোমরে লাল চারখানা গামছা বাঁধিয়া লাঠি হাতে করিয়া গালভরা পান চিবাইতে চিবাইতে বাসুদেবের গৃহে গেল।

বাসুদেব মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামাদির পর বারান্দায় বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। মণিমালার ছাত্রীদের পাঠ শেষ হইয়াছে,—সেও পিতার কাছে বসিয়া একটা বড় খলে কি ঔষধ মাড়িয়া মিশ্রিত করিতেছিল। এমন সময় বাছের আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাছের আসিয়াই বাসুদেবকে সেলাম কি কোনরূপ সম্ভাষণ না করিয়া সোজাসুজি জানাইল, তাহাদের ভাগের ধান সে কাটিয়া আনিয়াছে,—ঠাকুর তাঁহার নিজের ধান গিয়া এখন কাটিয়া আনুন।

বাছেরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া বাসুদেব যারপর নাই বিস্ময়ে কিয়ৎকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, স্বীয় ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ঘটনাও যেন তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যাহা তিনি দেখিলেন, যাহা তিনি শুনিলেন, যেন অবাস্তব স্বপ্নের মত তাঁহার মনে হইল। তিনি কহিলেন, "কে বাছের! কি ব'ল্লে তুমি?"

বাছের হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, "বলি, ঠাকুর কি কাণেও কিছু খাট হ'য়েছেন নাকি? চোকেও কি ভাল ঠাওর নেই? আমি বাছের মিঞা। আমি ব'লছি, আমাদের ভাগের ধান আমি কেটে এনেছি। এখন তোমার ভাগেরটা গিয়ে কেটে নিয়ে এস। নষ্ট হ'লে শেষে আমরা দায়ী হ'ব না।"

বাসুদেব কহিলেন, "আমি ধান কেটে আন্‌ব! সে কি বাছের? তুমি এ কি ব'লছ?

বাছের উত্তর করিল, "এই ত বল্‌ছি! তোমার ধান তুমি কাট্‌বে না ত কে কাট্‌বে?"

"কেন, হানিফই ত বরাবর সব ধান্‌ কাটে।"

"সে হানিফ কেটেছে,—কি, কি করেছে, তা হানিফ জানে। হানিফ ত নেই, আমি তোমার ধান কাট্‌তে পার্‌ব না; পার ত কেটে আন,—কি লোকজন দিয়া কাটাও, যা খুসী কর,—আমাকে দিয়ে তা হবে না, আমি তোমার মাইনের চাকর নই।"

মণিমালাও ঔষধ মাড়া বন্ধ করিয়া বিস্ময়ে বাছেরের কথা শুনিতেছিল। বাছেরের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ঔদ্ধত্যে তার স্বভাবিক কোমল করুণ চিত্তে ক্রোধের উত্তেজনা হইল। সে কহিল, "বাছের! হানিফ চাচা বাবাকে এত মান্য করে,—আর তুমি এইভাবে তাঁর সঙ্গে কথা ব'ল্‌ছ! এত আস্পর্দ্ধা তোমার! তুমি ভেবেছ কি? মনে ক'রেছ কি হানিফ চাচা আর ফিরে আস্‌বে না?"

বাছের উত্তর করিল, "সে হানিফ যখন আসে, তার সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া তখন হবে। তোমার এত তেজের কথা কেন ঠাক্‌রুণ?—মেয়ে মানুষ তুমি, পণ্ডিতী যা কর, ঘরে বসে ক'রো।—আমাদের সঙ্গে লাগ্‌তে এস না, যদি মানের ভয় থাকে।"

সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা কন্যার প্রতি বাছেরের এইরূপ অবমাননাসূচক বাক্যে বাসুদেবের চিত্তের সমস্ত ব্রহ্মণ্যতেজ বজ্রাগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হস্তে তিনি বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বাছের! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, মণিকে তুই এমন অপমানের কথা বল্লি!—পাজি! হতভাগা! নচ্ছার!—বেরো এখনই আমার বাড়ী থেকে!—নইলে——

বাসুদেব বোধ হয় যষ্টির অন্বেষণে এদিক ওদিক চাহিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের গৃহে তেমন কোন যষ্টি ছিল না। বাছের কহিল, "নইলে কি ক'র্‌বে তুমি আমার! মারবে! তা এগিয়ে এস না!"

এই বলিয়া তার হাতের লাঠি আস্ফালন করিল।

দারুণ ক্রোধের উত্তেজনায় বাসুদেব ছুটিয়া অগ্রসর হইলেন। মণিমালা ত্বরিতে উঠিয়া পিতাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক পশ্চাতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া বাছেরের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাছের! যদি হানিফের ছেলে হও,—যদি

যদি প্রাণের ভয় থাকে,—এখনই এখানথেকে দুর হও। যাও—এখনই যাও—বাড়াবাড়ি যদি কিছু কর,—আমি চেঁচিয়ে পাড়ার লোক ডাক্‌ব,—টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে তারা তোমায় কেটে ফেলে দেবে।"

যতই ধৃষ্ট ও নির্লজ্জ হউক বাছেরও বুঝিল, সে কিছু বাড়াবাড়িই করিয়া ফেলিয়াছে। আরও বাড়াবাড়ি করিলে বস্তুতঃই ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এরূপ তেজ প্রকাশ করিবে, ইহাও সে ভাবে নাই। তেজের সমক্ষে দুষ্টপ্রকৃতি সাধারণতঃ কিছু ভয়ই পাইয়া থাকে। একটা বিকট পৈশাচিক দ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে বাসুদেব ও মণিমালার দিকে চাহিয়া দন্তে দন্ত নিপীড়ন করিয়া,—অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল।

আরমানা এই ঘটনার কথা শুনিয়া পুত্রকে যাহা মুখে আসিল, তাই বলিয়া গালি দিল। আজ সে বড় একটা বাহাদুরী করিয়া আসিয়াছে, তার চিত্ত তাই গর্ব্বোল্লাসে পূর্ণ ছিল,—তাই মাতার তিরস্কারে বাছের কর্ণপাতও করিল না, কোন উত্তরও কিছু দিল না। সে তামাক খাইতেছিল,—তামাক খাইতেই লাগিল। খাওয়া হইলে লাঠি হাতে করিয়া শিস্‌ দিতে দিতে বাহিরে গেল। রাত্রিতে আর গৃহে ফিরিল না।

আরমানার রাগ ইহাতে আরও বাড়িল। রাগিয়া যাহাকে গালি দেওয়া যায়, সে যদি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া আপন মনে, আপন কাজ লইয়াই থাকে, তবে স্বভাবতঃই রাগ বড় বাড়ে। আরমানারও তাই হইল; বাছের যখন বাহির হইয়া যায়, সে দাওয়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার পশ্চাতে গালি দিতে দিতে কতদূর গেল। বাছের অদৃশ্য হইলে গালি দিতে দিতে ফিরিয়া আসিল। নছু কাঁদিতেছিল,—ঠেলিয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিল। কিন্তু তখনই আবার তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বকিতে বকিতে বাসুদেবের গৃহে গেল।

ক্ষোভে কাঁদিয়া, ক্রোধে বকিয়া, মণিমালার পায়ের কাছে মাথা কপাল কুটিয়া, আরমানা মণিমালার, তাহার পিতা মাতার ও তাহাদের গৃহ দেবতার কোপ শান্তির প্রার্থনা করিল। তারপর জানাইল, সে আজই লোক পাঠাইয়া হানিফকে সংবাদ দিবে, সে আসিয়া তাঁহাদের ক্ষেতের ধান কাটিয়া দিবে।

মণিমালা আরমানাকে শান্ত করিয়া কহিল, না, মানা চাচী, তুমি হানিফ

সে খবর পেলে তাকে ফেলেই চলে আস্‌বে। ধান কাটার জন্যে ভাবনা কি? বাবা জন মুজুর ঠিক ক'রে কাটাবেন এখন!"

আরমানা উত্তর করিল, "না, মা-দুদু, তুমি বারণ করো না। ক্ষতি তার খসমের ঘরেই ত আছে,—তার ব্যারাম হয়েছে, তারাই দেখবে। মিয়া আসুক, এর একটা কিনেরা করুক। ও হারামজাদা ত আমাকে গ্রাহ্যিই করে না। আমি আজই তাকে খবর দেব।"

মণিমালা আরমানাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আরমানা বুঝ মানিল না, নিরস্ত হইল না। সে কহিল, না মা-দুদু, মিয়াকে খবর দিতেই হবে। এমন কারখানা হয়েছে, খবর যদি না দিই, মিয়া এসে আমায় কেটে ফেল্‌বে।"

মণিমালা অগত্যা ক্ষান্ত হইল। আরমানা সেদিন রাত্রিতে আর লোক পাইল না, পরদিন প্রত্যুষে ঐ গ্রামবাসী হানিফের আত্মীয় ও বন্ধু রহিম চৌকিদারকে হানিফের নিকট পাঠাইল।

হানিফ সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিল। বাসুদেবের পায় ধরিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। ধান কাটিয়া তাঁহার বাড়ীতে আনিয়া দিল। পুত্রকে একেবারে গৃহের বাহির করিয়া দিল। তাহার বাড়ীর সীমানায় পদার্পণ করিলে, তাহাকে কাটিয়া দুই খণ্ড করিবে বলিয়া শাসাইল। গর্ভে এমন কুপুত্র ধরিয়াছিল, তাই নসিবের নিন্দা করিয়া আরমানা অনেক কাঁদিল। অপমানে ভীষণ ক্রোধে বাছের নিজের দুর্ব্বৃত্ত সঙ্গীগণের সঙ্গে প্রতিশোধের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

৪

নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে বাসুদেবের এক শিষ্যবাড়ী ছিল। কোন শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া বাসুদেব সেখানে গেলেন। বাসুদেবের বাড়ীর অল্পদূরে গ্রামের বাজার। একদিন গভীর রাত্রিতে সেই বাজারে আগুণ লাগিল। গ্রামের লোক সব বাজারের দিকে ছুটিল। লোকজনের চীৎকারে, আগুণের গর্জ্জনে, দহমান বাঁশের গিরার ফট্ ফট্ শব্দে বাজার ও বাজারের চারিপার্শ্বস্থ স্থান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নিকটবর্ত্তী কোন শব্দ কি গোলমাল লোকজনের কাণে পৌঁছিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না।

আগুণের সাড়া পাইয়া বাসুদেব গৃহিনী কাত্যায়নী এবং মণিমালাও

চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, নিকটে অন্য লোকজনের সাড়া শব্দ কিছু নাই। সহসা পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন লোক আসিয়া ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডে উভয়ের মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। ২।৩ জন লোক বলপূর্ব্বক কাত্যায়নীকে ধরিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিল। অপর কয়েকজন মণিমালার হাত পা বাঁধিল। তারপর সকলে মণিমালাকে তুলিয়া লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল।

কাত্যায়নী কতক্ষণ বদ্ধ অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। বন্ধনমুক্তির জন্য ঐরূপ অবস্থায় যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিলেন। কোনও মতে কৃতকার্য্য না হইয়া গড়াইতে গড়াইতে বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া আড় হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া রহিলেন। বাজার হইতে লোক ফিরিবার সময় তাঁহাকে আবদ্ধ দেখিতে পাইবে এবং তখন মুক্তিলাভ করিয়া এই বিপদের সংবাদ তিনি সকলকে দিতে পারিবেন। তাই কাত্যায়নী ঐরূপভাবে আসিয়া রাস্তায় পড়িয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে আগুণ থামিল। আগুণ থামিল দেখিয়া কোন কোন লোক ফিরিল। প্রথমেই যাহারা ফেরে, তাহারাই কাত্যায়নীকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পায়। কাত্যায়নী বন্ধন মুক্ত হইলেন। লোকেরা এই ভীষণ সংবাদ শুনিল। একজন আর্ত্তস্বরে রোরুদ্যমানা কাত্যায়নীকে গৃহে লইয়া আসিল। অপর কয়েকজন বাজারের দিকে ছুটিল। সংবাদ পাইবামাত্র আগুণ ফেলিয়া বাজারে যত লোক জমিয়াছিল, সকলে বাসুদেবের গৃহাভিমুখে ছুটিল। হানিফও বাজারে ছিল, সেও আসিল।

প্রতিবেশিনীরা সকলেই আগুণ দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কাত্যায়নীর আর্ত্তনাদে তাঁহারাও ছুটিয়া আসিলেন। রমণীগণের আর্ত্তনাদে পুরুষদের চীৎকারে বাসুদেবের গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। আরমানাও অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আগুণ দেখিতেছিল। সহসা বাসুদেবের গৃহে ঐরূপ আর্ত্তনাদ ও চীৎকারের গোলমাল শুনিয়া সেও ছুটিয়া আসিল।

রোরুদ্যমানা প্রতিবেশিনীগণে পরিবেষ্টিতা কাত্যায়নী আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিলেন,—"ওগো বাছের গো বাছের! আমি মুখ ফিরিয়েই তাকে দেখে চিন্‌তে পারি। ধান কাটা নিয়ে ঝগড়া করে সেদিন যাকে

মণি যে আমার লক্ষ্মী প্রতিমা! মা যে আমার স্বর্গের দেবতা,—সে ম'লোনা কেন? কেন পাপিষ্ঠেরা তাকে মেরে ফেলে গেলনা? হায়! হায়! হায়!—আমি যে আমার মণির কথা ভাবতেও পাচ্চিনি গো! ওগো, তোমরা কি ক'ল্লে গো?—ওগো আমার মণি বিধবা হ'য়েছিল, তাও যে আমার স'য়েছিল গো!——এ আমি কেমন করে সইব গো? মণির মান ইজ্জৎ তোমরা রাখ গো! এই পথে—এই পথে—নিয়ে গ্যাছে!—ওগো, মণির মড়া দেহটাও এনে তোমরা আমায় দেখাও গো!——আয় মণি!—আয় মণি!—ওগো তোদের ত কোন মন্দ কখনও করিনি! বাছের শেষে আমাদের এমন দাগা দিল। আমাদের যত ঘরে আগুণ দিয়ে আমাদের সব পুড়িয়ে মারল না কেন? হিন্দুর মেয়ে—বামুনের মেয়ে—আমরা পুড়ে মত্তেও ত কাতর হতুম না। ওহো হো? কি হ'ল। কি হ'লো! কি হবে?—কি হ'বে? মণি আমার কি কচ্চে গো, কি ক'চ্চে?"

আরমানা দাঁড়াইয়া থর থর কাঁপিতেছিল। হঠাৎ অদূরে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হানিফের দিকে তার দৃষ্টি পতিত হইল।

আরমানা চীৎকার করিয়া হানিফকে কহিল, "হানিফ! এখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্? এই দেখে, এই শুনে স্থির হ'য়ে আছিস্? এখনও দুষমনের মাথাটা কেটে আন্‌লি নি? গায় কি তোর মানুষের রক্ত নেই। কলিজায় কি এতটুকু আগুণ নেই?"

হানিফ আরক্ত নেত্রে একবার আরমানার দিকে ও কাত্যায়নীর দিকে চাহিল। তার পর বেগে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ছুটিয়া গেল।

লোকজন যাহারা আসিয়াছিল, প্রায় সকলেই চারিদিকে ছুটিয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ পাতা পাতা করিয়া গ্রামের চারিদিক খুঁজিল। কেহ কেহ ভিন্ন গ্রামে বাছেরের দলের জানা আড্ডা যেখানে যেখানে ছিল, সেই সব দিকে গেল। কেহ কেহ নৌকা লইয়া এদিকে ওদিকে গেল। কিন্তু সে রাত্রিতে মণিমালার সন্ধান কেহ কোথাও পাইল না।

আকাশে কিছু মেঘ ছিল। রাত্রিশেষে একটা ঝড়ের মত বাতাস উঠিল; একটু বৃষ্টিও হইল।

৫

রাত্রিতেই শিষ্যগৃহে বাসুদেবের নিকট সংবাদ গেল। রাত্রি পোহাইল, চারি ছয় দণ্ড বেলা হইল। কিন্তু মণিমালার সংবাদ লইয়া কেহ এখনও

ফিরিল না। কাত্যায়নী প্রতিবেশিনীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া সেই ভাবেই আর্ত্তনাদ করিতেছেন। দুই চারিজন প্রবীন প্রতিবেশী বাসুদেবের অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়া আছেন। এমন সময় সংবাদ লইয়া যাহারা গিয়াছিল, তাহারা বাসুদেবকে লইয়া ফিরিল। প্রতিবেশীরা বাসুদেবকে ধরিয়া প্রাঙ্গণে আনিয়া বসাইলেন। সান্ত্বনার কোন কথা কেহ কহিলেন না,—কহিবারই বা কি আছে?

কাত্যায়নী কিয়ৎকাল মূর্চ্ছাভাবাপন্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যোদয়ে বাসুদেবকে দেখিয়া মর্ম্মভেদী কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। বাসুদেব ঠাকুরঘরের দিকে ছুটিয়া গেলেন। ঘরের দ্বারে মাথা কুটিয়া অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদিয়া কহিলেন, নারায়ণ! নারায়ণ! কি ক'ল্লে? এই আঘাত যদি আমার অদৃষ্টে ছিল, হতভাগ্যের একটী প্রার্থনা কাণে শোন দেব, মণিমালার অকলঙ্কিত মৃত-দেহ এনে আমায় দেখাও। জীবন ভরে তোমার সেবা ক'রেছি,—আর কিছু চাইনা, জীবনে আর কিছু চা'বনা,—শুধু আজকার এই প্রার্থনা আমার পূর্ণ কর,—মণিমালার অকলঙ্কিতা মৃত-দেহ একবার এনে আমায় দেখাও?"

বাসুদেবের কাতর প্রার্থনা বুঝি ঠাকুর কাণে শুনিলেন। সিক্তকেশা সিক্তবাসা বিগতপ্রাণা মণিমালাকে স্কন্ধে করিয়া কয়েকজন গ্রামবাসী বাসুদেবের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরের নিকটে তারা দেহটি নামাইয়া রাখিল। সকলে বুঝিলেন, নৌকায় দুর্ব্বৃত্তেরা মণিমালাকে লইয়া যাইতেছিল,—ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া কোন সুযোগে নদীগর্ভে মণিমালা আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। শেষরাত্রির বাতাস বৃষ্টিতে তরঙ্গায়িত নদীস্রোতে তীরে কোথায় দেহ আসিয়া পড়িয়াছিল; অন্বেষণকারীদের মধ্যে একদল সেই দেহ দেখিতে পাইয়া লইয়া আসিয়াছে।

প্রতিবেশিনীরা আকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। কাত্যায়নী বেগে উঠিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাসুদেব একবার কন্যার দিকে চাহিয়া যুক্তকরে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন, "ধন্য, ধন্য দেব! নারায়ণ! নারায়ণ! ধন্য তোমার দয়া! তোমার দয়ায় মণি আমার আজ তার নারী-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে তোমার চরণে আশ্রয় লাভ ক'রেছে। মণি! মণি! মা আমার! বৈকুণ্ঠের কুসুম তুমি, বৈকুণ্ঠে নারায়ণের

বাছেরের ছিন্নমুণ্ড হস্তে হানিফ।

প্রার্থনা পূর্ণ হইল। তোমার পায়ের অকলঙ্কিত নির্ম্মল ফুল তুমি পায়ে তুলে নিলে। আর কেন দেব, আর কেন মণির বিচ্ছেদে ব্যাথা দেও। এ অভাগাকেও তোমার পায়ে স্থান দেও। মণিকে বুকে ধ'রে এ দগ্ধ হৃদয় জুড়াই।"

এই বলিয়া বাসুদেব কন্যার মস্তক কোলে করিয়া বসিলেন।

কাত্যায়নীর জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি মণিমালার দেহের উপর পড়িয়া, দেহ জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

এমন সময় উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া হানিফ আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—হানিফের হাতে—সর্ব্বনাশ!—বাছেরের ছিন্নমুণ্ড!——

বাসুদেব কহিলেন, "হানিফ, একি?"

হানিফ উত্তর করিল, "মা-দুদুর ইজ্জতের দাম। মা-দুদু! মা-দুদু! বেহেস্তের জিনিষ তুমি বেহেস্তে চলে গ্যাছ,—এ দাম তোমার লেনা, সে নেও আর নেই নেও,—কিন্তু আমার দেনা আমি এনেছি।—

ভাই ঠাকুর!—মা-দুদু আমার এ সব দেনা-লেনার উপরে চ'লে গ[illegible]. এটা এখন তোমার পাওনা,—তুমি নেও। ঠাকুর! এতেও এ দে[illegible] শোধ হয় না, তবে [illegible]র শরীর—রেহাই দেও, দোয়া কর, দোয়া কর। ভাই ঠাকুর! [illegible]ায় আর সে বেইমানি কত্তে পারবে না,—হতভাগাকে দোয়া কর, জাহান্নামের মুখ থেকে তাকে রক্ষাকর।"

আবমানা তখনও বাসুদেবের বাড়ীতেই বসিয়া ছিল! সেও ছুটিয়া আসিয়া কাত্যায়নীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "দোয়া কর, দিদি ঠাকরুণ, দোয়া কর। আর কি দেব দিদি, আর কি দেবার আছে? না হয় নাছরকেও নেও, তবু বাছেরকে আমার দোয়া কর। এ দুনিয়ায় সে বড় অভাগা ছিল, অনেককে দুঃখ দিয়েছে, কাউকে সুখী করে নাই,—শেষ মা-দুদুকে বেইজ্জৎ ক'রে বেইমানীর চূড়োন্ত করেছে। তবু তোমরা আজ তাকে দোয়া কর, জাহান্নাম তাকে হা করে গিল্‌তে আস্‌ছে,—তাকে রক্ষা কর। বাছের—বাছের! বা'জান আমার কি ক'ল্লি? কেন এপার ওপার সব খোয়ালি। কেন মোছলমান হ'য়ে এমন বেইমানী কল্লি? খোদা! খোদা! বাছেরকে আমার পায় নেও। দিদি ঠাক্‌রুণ! দিদি ঠাক্‌রুণ! বাছেরকে দোয়া কর! জাহান্নাম থেকে বা'জানকে আমার রক্ষাকর!"

কাত্যায়নী আরমানাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বাসুদেব হানিফকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরিয়া কহিলেন, "হানিফ তুই মানুষ নস,—দেবতা! তোর পূণ্যে স্বর্গের দেবতারা বাছেরকে স্বর্গে তুলে নেবেন। স্বর্গে মণিমালা বাছেরকে দুইহাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বে।" *

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

মোহন চাঁদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জেল হইতে পলায়ন।

মোহন চাঁদ বারটার সময় জেলের মাফিকসই খানা খাইয়া, একটী চুরুট দিয়াশলাইয়ে ধরাইয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন। চুরুটের ধূম গোলাকারে উঠিয়া গৃহের উর্দ্ধদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। মোহন চাঁদ চক্ষু মুদিয়া তামাকু সেবনের আনন্দ ভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা দ্বার ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া গেল, জনৈক রক্ষী প্রবেশ করিল এবং বলিল যে, 'জেলের মাঠে বেড়াইবার সময় হইয়াছে।' মোহন চাঁদ দরজা খোলার শব্দ পাইবামাত্রই রক্ষীর অলক্ষিতে হস্তস্থিত চুরুটী পার্শ্বস্থ টেবিলের একটী ড্রয়ারে বেমালুম ফেলিয়া দিল, রক্ষী তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না।

মোহন চাঁদ হাসিয়া বলিল, "বেশ! আমি প্রস্তুত আছি, চল, একটু হাওয়া খাওয়া যাক গে।" অবিলম্বে উভয়ে বাহির হইয়া গেল। উভয়ে যেমন বাহির হইয়াছে, অমনি দুইজন টিক্‌টিকি বিভাগের ইনসপেক্টর গৃহে তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া ঘরের ভিতরের জিনিষগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। নরেশ গুহ ও নিতাই চক্রবর্ত্তী অনুসন্ধানকারী।

মোহনচাঁদ জেলে কয়েদী থাকিয়াও নির্ব্বিবাদে বাহিরের দলস্থ লোকের সঙ্গে চিঠি চালাইতেছে, কলিকাতার দৈনিক সংবাদ পত্র "নাগরিকে" মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত সংবাদ প্রেরণ করিতেছে। এমন কি তাহার পূর্ব্ব দিবস উক্ত কাগজে নিম্নলিখিত পত্রখানি বাহির হইয়াছে।

---

* ভুলক্রমে গল্পটির নাম "ইজ্জতে দাস" হইয়াছে। উহা "ইজ্জতের দাম" হইবে।

সম্পাদক মহাশয়! কয়েক দিবস পূর্ব্বে আপনি সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমাকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। আমার বিচারের দুই একদিন পূর্ব্বে আপনার আফিসে গিয়া যাহা কর্ত্তব্য করিব,—খাতির জমায় থাকিবেন।

বশম্বদ

শ্রীমোহন চাঁদ।

উক্ত চিঠি খানি যে মোহন চাঁদের স্বহস্ত লিখিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মোহনচাঁদ নিয়মিতরূপে ডাক চালাইতেছে, এবং বাহিরের লোকের নিকট হইতে চিঠি পত্র পাইতেছে, সুতরাং জেল হইতে চম্পট দিবে বলিয়া যে পূর্ব্ব হইতে বাহিরে ঢাক বাজাইয়াছে, তাহার বন্দোবস্ত ধীরে ধীরে গোপনে চলিতেছে।

প্রকৃতই ব্যাপারটী এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এর একটা শীঘ্র হেস্তনেস্ত না করিলে আর চলে না। সেই জন্য পুলিসের বড় সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়া জেল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডাকিয়া যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা উপদেশ দিয়া চলিয়া আসিলেন। আফিসে আসিয়াই দুইজন ইন্স্পেক্টর জেলে পাঠাইয়াছেন। তাহারা প্রথমে ঘরের মেজেয়, দেওয়ালে, জানালার ফোকরে, ঘুলঘুলিতে যেখানে যেখানে ফাঁক আছে, তাহা বিশেষ সাবধানে পরীক্ষা করিল, তাহার পর বিছানাটীর তোষক, বালিস, চাদর প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষের সেলাই খুলিয়া, তুলা পর্য্যন্ত বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, ঘরের কোন জিনিষটী বাদ পড়িল না। তথাপি কোন ফলই হইল না। অবশেষে নিরাশ হইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ঘরের কোণে যে টেবিলটী ছিল, তাহাতে দৃষ্টি পড়িল। ঠিক সেই সময়ে রক্ষী শশব্যস্তে আসিয়া বলিল যে, টেবিলটীর খোবরগুলি একবার দেখিবেন তো! আমি চুরুটটী তাহাতে ফেলিতে দেখিয়াছি। বোধ হয় তাহা ভাল করিয়া দেখিলে রহস্য জানিতে পারিবেন।"

নরেশ বাবু চুরুটটী হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে গেলে নিতাই বাবু বাধা দিয়া বলিল, "নরেশ! আপাতত কোন জিনিষে হাত দিয়া কাজ নাই। যেমন যাহা আছে, তেমনি থাক। বড় সাহেবকে খবর দেওয়া যাউক

দশ মিনিট পরে বড় সাহেব টেলিফোণে সংবাদ পাইয়া মোটর গাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সব জিনিসগুলি বাহির করিলেন। দেখিলেন কতকগুলি খবরের কাগজের টুক্‌রা,—সবগুলিই মোহনচাঁদের কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ, একটী পাইপ, তামাকের রবারের পৌচ্‌, কয়েকখানি বিলাতী সংবাদ পত্র এবং দুইখানি পুস্তক!

বই দুখানি বড় সাহেব হাতে লইয়া দেখিলেন, একখানি আনি বেসান্তের 'সটীক গীতা' দ্বিতীয় খানি ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিখিত 'কোমৎ দর্শন'; মোহন চাঁদ যে বই দুখানি সযত্নে পাঠ করেন, তাহা প্রত্যেক পৃষ্ঠা দেখিলে প্রতীতি হইবে। বইএর পাতাগুলির স্থানে স্থানে মন্তব্য লেখা, পেন্সিলের লাইন টানা। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অধীত হয়, তাহার আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্য লোক!

বড় সাহেব বই দুখানি রাখিয়া দিয়া পরিত্যক্ত চুরুটটী হাতে করিয়া লইয়া বিশেষ সাবধানের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। চুরুটের তামাকের আবরণটী প্রথমে হস্ত দিয়া তুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন যে ভিতরে সাদা জড়ান কাগজ রহিয়াছে। একটী আলপিন দিয়া তাহা টানিয়া বাহির করিলেন। ও হরি! এ যে গুপ্ত লিপি!

পত্রখানি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা, নাম সই, ঠিকানা বা তারিখ নাই, যাহাকে লেখা হইয়াছে, তাহারও নাম নাই! পত্রখানি এই,—

"চপলা অপরের যায়গায় কাজ করিবে। দশটার মধ্যে আটটা প্রস্তুত হইয়াছে। বাহিরে পা দিয়া চাপিলেই ধাতু নির্ম্মিত দ্বার উপরের দিকে উঠিয়া পড়িবে। মোটর বারটা হইতে ষোলটা পর্য্যন্ত প্রতিদিন অপেক্ষা করিবে। কিন্তু কোন্ যায়গায় অপেক্ষা করিবে তাহা জানাইবেন। নিশ্চিন্ত থাকিবেন, কেননা আপনার বন্ধু আপনার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে।"

পুলিস সাহেব খানিক ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহো, বুঝিতে পারিয়াছি। চপলা অর্থে জেলে লইয়া যাইবার জন্য কয়েদীদিগের গাড়ী; আটটী খুব্‌রি; দুই প্রহর হইতে বেলা চারিটা।

সাহেব চৌকি হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কয়েদীর আহার শেষ হইয়াছে তো উ? ত্তর পাইলেন, "হাঁ, প্রায় আধ ঘণ্টা আজ আহার করিয়াছে।"

"তাহা হইলে গুপ্ত লিপি পড়িবার অবকাশ হয় নাই।" গনেশ সভয়ে

জিজ্ঞাসা করিল যে, "কি উপায়ে চিঠিটী চুরুটের অভ্যন্তরে কয়েদীকে পাঠাইয়াছে।"

"কেমন করিয়া বলিব? যখন বাহির হইতে তাহার খাবার আইসে, সম্ভবতঃ চাপাটী বা আলু সিদ্ধর ভিতর পাঠাইয়াছে।"

"অসম্ভব! বাহির হইতে খানা আনিতে দিবার উদ্দেশ্য যে, তাহার মৎলব জানিতে পারিব। আমরা খুব সাবধানে তাহার খানা পরীক্ষা করিয়াছি, কখন কোন চিঠি পাই নাই।"

"সে যাই হোক, আপাতত চিঠিখানি লইয়া আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেখাইব। পরে তাহার ফটো করিয়া লইয়া ঠিক এই রকম আর একটী চুরুটের ভিতরে পুরিয়া এই ড্রয়ারের ভিতর এমন ভাবে রাখিয়া দিব যেন মোহনচাঁদ ঘুণাক্ষরে না টের পায়। সম্ভবতঃ আজই সন্ধ্যার সময় ইহার উত্তর পাঠাইবে। তোমরা আর ঘণ্টাদুই তাহাকে বাহিরে বাহিরে রাখিয়া দেও; কেন না এই কাজগুলি শেষ করিতে ততক্ষণ সময় লইবে।"

সেই দিন সন্ধ্যাকালে পুলিসের বড় সাহেব গণেশ ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে করিয়া আলিপুর জেল আফিসে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়েদী বিকালে খানা খাইয়াছে? খানা খাইবার জিনিষগুলি কই?" ঘরের কোনে সান্‌কি, ছুরি, কাঁটা, চাম্‌চে, বাটী, সবই রহিয়াছে, খানিক পরে নিকটস্থ হোটেলে ফেরত যাইবে, তিনি সান্‌কি ভাঙ্গিয়া দেখিলেন কিছু পাইলেন না। কাঁটা, চামচ, উভয়ই দ্বিখণ্ড করিলেন, কিছুই পাইলেন না শেষে ছুরিখানি হস্তে লইলেন, হ্যাণ্ডেল দুইহাতে টানিতে লাগিলেন আবার বাঁকাইতে লাগিলেন, খানিক পরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটি স্থান দেখিলেন। বুঝিলেন যে ছুরিখানি ফাঁপা। একটী লম্বা আলপিন ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, খুব পাতলা কাগজে লেখা চিঠি একখানি বাহির হইল। তাহাতে এই কয়েক ছত্র লেখা আছে; "যাহা ভালহয় করিও। প্রতিদিন মোটর গাড়ী যেন আমার পেছন পেছন যায়, আমার প্রাণাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু! আমি শীঘ্রই সাক্ষাৎ করিব, নিশ্চিত জানিও।"

চিঠি খানি পড়িয়া সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দুই হাত সজোরে মলিতে মলিতে বলিলেন, "বায় জোভ! আর যাও কোথা! এইবার পাকড়াও করিয়াছি। আমরা আর একটি কৌশল জাল বিস্তার করিতেছি

মোহনচাঁদ জেল হইতে পলায়ন করিতে পারিবে। তার পর গোয়েন্দা ছাড়িয়া দিলে তার দল শুদ্ধ জেলে পুরিব।"

জেল রক্ষক বলিলেন যে "যদি মোহনচাঁদ বেমালুম চম্পট দিয়া একেবারে অদৃশ্য হয়।"

"তাহা হইলে বুঝিব যে তাহার কপাল পুড়িয়াছে। যখন মোহনচাঁদের মুখ থেকে একটী কথাও বাহির হইল না তখন তার সঙ্গীদের না ধরিলে কোন সন্ধান পাইব না। পুলিসে যে কল আছে তাহা লাগাইলে তার সঙ্গীদের মুখদিয়ে খই ফুটিবে।"

আসল কথা এই যে, কয়েক মাস ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও সরকারী উকিল মোহনচাঁদকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন, আসল কথা একটীও বাহির করিতে পারেন না। উত্তর ত সহজে পান না, আর যদিও কোনদিন দয়া করিয়া কথা কহে, তাহাতে আসল কথা কিছু বাহির হয় না, কেবল আগড়োম বাগড়োম গল্প মাত্র।

এক দিন মেজাজ ভালছিল, মোহনচাঁদ উত্তর করিল, "হা গো ম্যাজিষ্ট্রেট, ও সবই আমার কাজ। ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের যে নগদ লক্ষ টাকা চুরি, শোভাবাজারের রাজাদের অন্নপূর্ণা ঠাকুরের পঁচাত্তর হাজার টাকার অলঙ্কার চুরি, কুড়িটাকা হিসাবে ছলাখ টাকার জাল নোট চালান, জীবন-বিমা আফিসের পঞ্চাশ হাজার টাকা আত্মসাৎ, দমদম, বারাক্‌পুর, সীতারাম পুরের "বাঙ্গলো" খালি করা সকলই আমার কাজ! আমি একটীও অস্বীকার করিতেছি না। কেন না মিথ্যাকথা কহা মোহনচাঁদের কোষ্ঠিতে লেখে নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও একটু ভরসা পাইলেন। বলিলেন "তবে তুমি শপথ করিয়া বল—

মোহনচাঁদ বাধা দিয়া বলিলেন, "শপথ বাহুল্য মাত্র আমি যখন সমস্তই স্বীকার করিতেছি; শুদ্ধ তাহাই নহে, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন আমি তার বিশগুণ বেশী দোষী।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই প্রকার উত্তর পাইয়া আর কোন ফলনাই বলিয়া জিজ্ঞাসাবাদে নিরস্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদিবস পুলিস কমিসনারের প্রদত্ত গুপ্ত চিঠি দুইখানি পড়িয়া আবার জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন;

করিবার হুকুম হইল। জেলের গাড়ীতে অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে দশটার সময় আদালতে নীত হইত, পুনরায় চারিটার সময় প্রত্যানীত হইত।

এই রকম প্রত্যহ মোহনচাঁদকে জেল হইতে আদালতে আবার আদালত হইতে জেলে আনা গোনা করান হয়। একদিন অন্যান্য কয়েদী দের বিদায়ের বিলম্ব হইবে বলিয়া তাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে; মোহনচাঁদের জিজ্ঞাসা সে দিনকার মত শেষ হইয়া গিয়াছে; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিলেন 'মোহনচাঁদকে একাকীই জেলে লইয়া যাও'। মোহনচাঁদ কয়েদীর গাড়িতে প্রবেশ করিল, গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল, গাড়ীও ধীরে ধীরে জেল অভিমুখে চলিতে লাগিল।

গাড়ীতে দুইখানি বেঞ্চে পাঁচজন করিয়া দশজন কয়েদী বসিবার স্থান। প্রত্যেক আসন তক্তা দিয়া প্রস্তুত, কয়েদীকে সোজা হইয়া বসিতে হয়। তৃতীয় আসনে মোহনচাঁদ বসিয়াছে, গাড়ী ক্রমে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট পার হইয়া ধর্ম্মতলার মোড়ে পৌছিয়াছে এমন সময় মোহনচাঁদ ডাইন পা দিয়া গাড়ীর তক্তা চাপ দিল; পায়ের চাপে সতর্কিত ভাবে তলা ফাঁক হইয়া গেল, মোহন চাঁদ একবার চারিদিক দেখিয়া লইল। ঠিক সেই সময়ে একটী কাল রংএর ঘোড়া রাস্তা বন্ধ করিয়া পড়িয়া গেল। চারিদিক হইতে রাস্তা মোটর, ট্রামে বন্ধ হইল। হুলুস্থূল লাগিয়া গেল, বিষম ভিড় হইয়া দাড়াইল। মোহন চাঁদ এই গোলমালে বেমালুম টুক করিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল, রাস্তার ভিড়ে বাহির হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল আর একখানি কয়েদীর গাড়ী পশ্চাতে অপেক্ষা করিতেছে।

মোহনচাঁদকে ভিড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ান পুলিশ! পুলিশ! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। লোকের গোলমালে কেহই শুনিতে পাইল না।

এসপ্লানেডের মোড় পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গিয়া ধীর-পদ-বিক্ষেপে গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলের ভিতর প্রবেশ করিল। হোটেলের সুবিস্তীর্ণ হলে ইংরাজ ও বাঙ্গালী বিশ-পচিশ জন ভদ্রলোক বসিয়া সায়াহ্নের পঞ্চম ঘটিকায় চা পান করিতেছিলেন, শরতের প্রারম্ভ, দিক-মণ্ডল পরিষ্কার স্বচ্ছ, যামিনী চন্দ্রিমা-শালিনী, লোক-সংঘাত আনন্দে উৎফুল্ল।

মোহনচাঁদ একখানি চৌকিতে বসিয়া, "সোডা-হুইস্কি" ও এক বাক্স ইজিপ্সিয়ান সিগারেট আনিবার হুকুম দিলেন। গ্লাসের মদ্য গলাধঃকরণ

করিয়া, একটী সিগারেট ধরাইয়া, কর্ম্মচারী সাহেবকে ডাকাইলেন। সাহেব আসিলে, তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে – যেন সকলে শুনিতে পান এমন স্বরে, বলিলেন যে, "আমি টাকার ব্যাগ ভুলিয়া আসিয়াছি, আপনার প্রাপ্য দুএক দিন পরে পাঠাইয়া দিব। এই সামান্য টাকার জন্যে আপনি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন। আমার নাম মোহনচাঁদ।" সাহেব মনে করিলেন যে, লোকটা রহস্য করিতেছে,—কেননা দেশ-শুদ্ধ লোক জানে যে ,মোহনচাঁদ হরিণবাড়ীর জেলে বিশেষ সাবধানতার সহিত আবদ্ধ আছে। সে কিরূপে মোহন চাঁদ হইবে। তিনি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "মোহনচাঁদ আজ দুঘণ্টার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে একটু হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে, জানিবেন। আগামী কল্য ইহার যথার্থতা প্রতিপন্ন হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি ধীরপাদ-বিক্ষেপে সিগারেট টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেলেন। উপস্থিত লোকগুলি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

ক্রমে দক্ষিণ বাহিনী লাল সড়ক ধরিয়া বরাবর হরিণবাড়ী জেলের দরজায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারে সঙ্গীন চড়াইয়া সিপাহী প্রহরী পাহারা দিতেছিল তাহাকে বলিল যে, "জেলারকে খবর দেও যে, আমি আসিয়াছি। জেলের দরজা খুলিয়া দেয়।" সিপাহী তামাসা মনে করিয়া বলিল যে "দেখো জী, সোজা রাস্তায় চলিয়া যাও, এ দিল-লাগির যায়গা নেহি। দেরি করিলে আফ্‌ত্‌মে গিরোগে।"

"ওহে বাপু, আমার রাস্তা এখন এই গেটের ভিতর। মোহনচাঁদকে বেশিক্ষণ বাহিরে দাঁড় করিয়ে রাখিলে, তুমিই আফ্‌ত্‌মে গিরোগে। ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার সর্দ্দি হইতে পারে! বুঝিলে এখন?"

সিপাহী আগন্তুকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সচকিতে বলিল, "মোহনচাঁদ তুমি? প্রমাণ কি?" "বাপু হে, আমার কার্ডগুলি জেলের ভিতর পড়িয়া আছে, নচেৎ তোমাকে একখানি দিলে বুঝিতে আমি মোহন চাঁদ কি না।"

সিপাহী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বাহিরের ঘণ্টা বাজাইল। একজন লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?" সকল কথা শুনিয়া দ্বারের চাবি খুলিল। জেলের দরজা ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলিয়া গেল, মোহনচাঁদ জেলের ভিতর নিজের নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিল।

জেলার সাহেব কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া মোহনচাঁদকে দশ কথা

শোনাইয়া দিল। মোহনচাঁদ হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিল, বলিল, "জেলার সাহেব! মোহনচাঁদ কি খোকা যে, আপনাদের এত মোটা চাল বুঝিতে পারে নাই। এ চালাকি, এ রকম ধাপ্পা মোহনচাঁদের সঙ্গে কেন? এটা কি আমি বুঝ্‌তে পারিনি যে, আমাকে একলা গাড়ী কোরে কেন আজ আনা হোল! সঙ্গে রক্ষী নাই! পথের মধ্যে দু মিনিটের মধ্যে বিশ পঁচিশ খানি গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল। মৎলব যে, আমি পলায়ন করিয়া আমার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হই, আর মহাশয়েরা স্বচ্ছন্দে গিয়া দলকে দল পাকড়াও করেন! মোহনচাঁদ কি এত বোকা, সে কি এত অন্ধ যে, তার দু ধারে বিশ ত্রিশ জন টিক্‌টিকি, কেহ হাঁটিয়া, কেহ গাড়ী করিয়া, কেহ বা দুচাকার গাড়ীতে চড়িয়া তাহার সঙ্গ লইয়াছিল ...... ? মোহনচাঁদের সঙ্গে এ কৌশল খাটিবে না, দেখিলেন তো! মোহনচাঁদের যে দিন ইচ্ছা হইবে সেদিন আপনাদের কোন টিক্‌টিকির সাধ্য নাই যে, তাহাকে আটক রাখে, এটী খাতির জমায় থাকিবেন।"

দশদিন পরে "নাগরিকে" উক্ত ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইল। কাগজখানি মোহনচাঁদের নিজ সম্পত্তি, তাহার অর্থে প্রকাশিত ও পোষিত হয়। চুরুটের ভিতর চিঠি, তাহার হুবাহুব প্রতিলিপি, টেবিলের ভিতর গুপ্ত জিনিষগুলি বাহির হওয়া, মোহনচাঁদকে সদলবলে ধরিবার কৌশলজাল বিস্তার-কাহিনী, তাহার পথ-ভ্রমণ, হোটেলে মদ্যপান, শেষে জেলে প্রত্যা গমন, সমস্ত ঘটনাগুলি পরিষ্কার রূপে বাহির হইল। পড়িয়া দেশের লোকে হাস্য-রোল তুলিল। রাজপুরুষেরা লজ্জিত। একটী ঘটনা পড়িয়া সাধারণে স্তম্ভিত হইল। যে গাড়ীখানিতে মোহনচাঁদ জেলে নীত হইতেছিল, সে গাড়ীখানি তাহার নিজের! তাহার সঙ্গীরা এমন বেমালুম গাড়ীটী খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারে নাই যে, জেলের ছ'খানা গাড়ীর মধ্যে সেখানি তাহাদের নয়। লোকে বুঝিল, মোহনচাঁদের অসাধ্য কিছুই নাই!!

এই ঘটনার পর আর লোকের মনে এতটুকু সন্দেহ রহিল না যে, মোহন চাঁদ ইচ্ছা করিলেই জেল হইতে পলায়ন করিতে পারিবে। তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও পরিষ্কার রূপে জবাব দিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পলায়ন ব্যর্থ হইয়াছে উপলক্ষ করিয়া মোহনচাঁদকে শ্লেষ করাতে, সে উত্তেজি সাব উত্তর করিয়াছিল, "দেখুন সাহেব, ঠাট্টা রাখিয়া দিন। আমার

পলায়নের উদ্যোগ একটা চাল মাত্র,—প্রথম চাল,—শেষ চাল সাফ চম্পট বুঝিয়া রাখুন।"

"আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"বুঝিবার আবশ্যক নাই।"

তারপর মোহনচাঁদের কড়া রকম পাহারা আরম্ভ হইল। মোহনচাঁদ ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উপর প্রশ্ন শুনিয়া অলসভাবে উত্তর করিল,"প্রভো! আর কেন অনর্থক কষ্ট করিতেছেন? আমার জবাব লইয়া আর লাভ কি? আমি বিচারের দিন "ডকে দাঁড়াইব না—এটী স্থির।"

রাজপুরুষেরা যখন দেখিলেন যে, মোহনচাঁদ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তখন পরীক্ষা বন্ধ করিয়া তাহাকে অন্য কক্ষে স্থানান্তরিত করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাগজ-পত্র সরকারী উকিলকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

দুই মাস পরে, আলিপুরের সেসন আদালতে বিচারের দিন পড়িল। এই দুই মাস মোহনচাঁদ শয্যা-ত্যাগ করে নাই, দিবারাত্রি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পড়িয়া থাকিত, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিত না,—এমন কি তাহার পক্ষের উকিল হেমেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত দেখা করিত না। এমন কি জেল-রক্ষীদের পর্য্যন্ত কথার উত্তর দিত না।

বিচারের একপক্ষ পূর্ব্বে একদিন প্রাতে রক্ষীকে সঙ্গে লইয়া জেলের ময়দানে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য বাহির হইল। দুই ঘণ্টা কাল মাঠে বেড়াইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। আবার পূর্ব্বের মত দিবারাত্রি খাটিয়ায় শুইয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পড়িয়া থাকিত।

এদিকে বিচারের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই দেশের লোক মোহনচাঁদের অবশ্যম্ভাবী জেল হইতে পলায়ন লইয়া জটলা-জল্পনা করিতে লাগিল। মোহনচাঁদের অসম-সাহসিকতা, চির-প্রফুল্লতা, নূতন নূতন ফন্দি বাহির করিবার ক্ষমতা, প্রতিবারেই বিভিন্ন কৌশলজাল, এই সকল গুণে—সাধারণে বরাবরই মুগ্ধ! মোহনচাঁদ যখন সর্ব্ব-সমক্ষে গর্ব্ব করিয়াছে যে, সে জেল হইতে পলায়ন করিবে, সাধারণের বিশ্বাস যে, তাহাকে জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কাহার সাধ্য! প্রতিদিন সকলে শয্যা হইতে উঠিয়া, আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিত, "গত রাত্রে কি মোহনচাঁদ পলাইয়াছে?"

বিচারের পূর্ব্বদিন মোহনচাঁদ "নাগরিকের" সম্পাদকের গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার গায়ে কার্ডখানি ছুঁড়িয়া মারিয়া পরক্ষণেই অন্তর্ধান!

সম্পাদক কার্ডখানি কুড়াইয়া পড়িলেন, "মোহনচাঁদ যাহা প্রতিজ্ঞা করে, তাহা পালন করে, জানিবেন।"

জেল হইতে কিরূপে সে ক্ষণকালের জন্য বাহিরে গিয়া এইরূপে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া অপরের অজ্ঞাতে জেলে ফিরিল, এ রহস্যের উদ্ভেদ কে করিবে?

আজ বিচারের দিন। মোহনচাঁদের বিচার হইবে দেখিবার নিমিত্ত দেশের লোক কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া প্রাতঃকাল হইতে আদালতে উপস্থিত। লোকে লোকারণ্য। আদালতের ভিতর ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, গণ্যমান্য লোকে পরিপূর্ণ, ঠেশাঠেশি; বাহিরে পাঁচ ছয় হাজার লোক বাহিরের মাঠে উদ্গ্রীব হইয়া ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি করিতেছে। সকলেরই মনের অভিলাষ যে, নামজাদা চোর চূড়ামণিকে একবার দেখে!

আদালতের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া যেমন এগারটা বাজিল, অমনি পাশের কামরা হইতে জজ সাহেব এজলাসে আসিলেন। তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে সব গোলমাল থামিয়া গেল।

আকাশে মেঘ; টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; মধ্যে মধ্যে বিজলী চমকাইতেছে। আদালতের ভিতর অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছে। ভাল মুখ চেনা যায় না। এমন সময়ে জজ সাহেবের আদেশে মোহনচাঁদ আদালতে আনীত হইল। দুই জন কনেষ্টবল ধাক্কা দিয়া কাটগড়ায় প্রবেশ করাইল। কয়েদী টলিতে টলিতে কাষ্ঠের টুলে বসিয়া পড়িল। দর্শকেরা স্তিমিত নির্জীব আলোতে দেখিল, জনৈক বৃদ্ধ জ্যোতিহীন চক্ষু, টলটলায়মান দেহ লইয়া "পড়ি পড়ি" করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারা নিরাশ হইল। সুবিখ্যাত আশুতোষ বিশ্বাসের প্রিয় শিষ্য হরিদাস তাহার পক্ষ-সমর্থনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, তিনি দু চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়েদী একবার চাহিয়াও দেখিল না, কোন উত্তরও করিল না। উকিল বিরক্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

পেস্কার মামুলি কার্য্য শেষ করিবার পর, জজ সাহেব গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়েদী! তোমার নাম, বাসস্থান, বয়স ও ব্যবসায় কি বল।"

কয়েদী নিরুত্তর,—নির্ব্বাক্! পুনরায় প্রশ্ন হইল, "তোমার নাম কি?" এবার অস্পষ্ট গদ্গদ স্বরে উত্তর হইল, "ভদবল্লভ রায়।"

জজ সাহেব ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? ভদবল্লভ রায়! মোহন-

চাঁদ ! তোমার তো নামের সীমা নাই, তোমার সাতটী বনাম জানি, এটী কি অষ্টম নাম পরিগ্রহ করিলে ? যাহাই হউক, আমি তোমার অসংখ্য বনামের মধ্যে যেটী সর্ব্বজন-বিদিত নাম—মোহনচাঁদ, তাই বলিয়া সম্বোধন করিব। মোহনচাঁদ শোন, পুলিসের ছোট বড় সকলেই কয়েক মাস ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া তোমার গত জীবনী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় নাই। তুমি কে, কোথায় জন্ম, পিতামাতা কে, কোথায় বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে আমরা কোন তথ্য জানিতে পারি নাই। এই মাত্র জানি যে, তিন বৎসর পূর্ব্বে ভুঁইফোড়ের ন্যায় সহসা সাধারণের নিকট মোহনচাঁদ নামে আত্ম-প্রকাশ করিলে ! লোকে দেখিল তুমি একটী অসাধারণ জীব। এক দিকে বদমাইসি, অন্য দিকে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা। এক দিকে পরস্বাপহরণ-প্রবৃত্তি, অন্য দিকে অমানুষিক বদান্যতা। তোমার চরিত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশ ! আশ্চর্য্য জীব ! তাই তোমার সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহা সম্ভবতঃ অনুমানের উপর। আট বৎসরের পূর্ব্বে হরি সিং যাদুকরের যে সহকারী বুদ্ধু নামে পরিচিত ছিল, সম্ভবতঃ তুমিই মোহনচাঁদ ; ছয় বৎসর পূর্ব্বে লাহোরের ফ্রেঞ্চ অধ্যাপকের ছাত্র হইয়া চর্ম্ম ও চোখের নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গুরুকে পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ করিয়াছিলে, সম্ভবতঃ তুমিই,—মোহনচাঁদ। তার পর জাপানী মল্ল-বিদ্যায় জিজুৎসু বিভাগে পারদর্শী,—যিনি বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাহার প্রধান শিষ্য আর কেহ নহে—তুমিই মোহনচাঁদ ; যখন প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ কলিকাতা দর্শন-কালীন দ্বিচক্র জানের দৌড়ের পারদর্শিতা জন্য সোনার মেডেল পারিতোষিক দিয়াছিলেন, তুমিই মোহনচাঁদ সেই মেডেল পাইয়াছিলে। তার পর নিমতলায় কাঠের গোলায় যে আগুন লাগে সেই অগ্নিকাণ্ডে পঁচিশ জনকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া শেষে তাহাদের লক্ষাধিক টাকার গহনা ও নোট অপহরণ করিয়া চম্পট দিয়াছিলে সে আর কেহ নহে—তুমিই মোহনচাঁদ।"

জজ সাহেব খানিকক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মোহন চাঁদ ! তোমার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা তুমি অস্বীকার কর কি ?"

এই সময়ে মেঘান্তরাল হওয়াতে সূর্য্যরশ্মি প্রকাশ পাইল। অপেক্ষাকৃত সমুজ্জল আলোকে দর্শকেরা দেখিল যে, কয়েদী চৌকীতে বসিয়া মাটীর দিকে মাথা নীচু করিয়া একবার দক্ষিণে, আবার বামে দোলাইতেছে,

যেন দুর্ব্বলতায় পড়ি পড়ি করিতেছে। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে চির যৌবন, সাহসী উদ্যোগী কার্য্য-কুশল তেজীয়ান বীর পুরুষের পরিবর্ত্তে এক-জন রুগ্ন দুর্ব্বল স্ফুর্ত্তি-হীন কোটর চক্ষু, লোলচর্ম্ম, ঠোট ওল্‌টান, কদাকার, বিবর্ণ, অকাল-বৃদ্ধ, নেশা-খোর বিরাজ করিতেছে! তাহারা দেখিল ও বিস্মিত হইল। ভাবিল এই কয় মাসে জেলে বাস করিলে মানুষের এমন অসম্ভব রূপান্তর হয়!

জজ সাহেব অধীর হইয়া তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন। মোহনচাঁদের যেন শেষ বারের প্রশ্ন কর্ণে প্রবেশ করিল। সে ঈষৎ মস্তক উত্তোলন করিল, একটু ভাবিয়া লইল, আর অস্পষ্ট জড়িতস্বরে উত্তর করিল "ভদ-বল্লভ রায়।"

জজ সাহেব ঈষদ্ধাস্যে বলিলেন, "মোহনচাঁদ! তুমি যে প্রণালীতে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিতেছ তাহার ভালমন্দ তুমিই ভাল বুঝ। আমি আর বৃথা বসিয়া সময় নষ্ট করিব না। মোকদ্দমা চলুক।"

তিনি সাক্ষি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ জন সাক্ষী মোহন-চাঁদের জুয়াচুরী, চুরি ডাকাইতি, রাহাজানি প্রতারণা, বিষদভাবে বিবৃত্ত করিতে লাগিল। তাহা সংখ্যায় গনণা করিলে শতাধিক হইবে। শেষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিনোদ বাবু সাক্ষী দিতে কাঠগড়ায় দাঁড়াইলেন। সকলে উদগ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল। সংবাদ পত্রের রিপোর্টারগণ বিশেষ যত্নের সহিত লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল, আদালত যেন জাগিয়া উঠিল।

বিনোদ বাবু নামজাদা আফিসর, পাকা লোক, একাজে সিদ্ধ-হস্ত তিনি ধীরে ধীরে সম্বদ্ধভাবে গুছাইয়া বন্ধনী দিয়া মোহনচাঁদের কীর্ত্তি-কাহিনী জবানবন্দী দিতে লাগিলেন। তাঁহার কাহিনী যেন নবন্যাসের ঘটনাবলী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঝাড়া তিনঘণ্টা ধরিয়া সাক্ষ্য দিলেন। সাক্ষ্য দেন আর মোহনচাঁদের দিকে বিশেষ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। শেষ কি বুঝিয়া যেন থতমত খাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জবানবন্দী দিতে লাগিলেন।

জজ সাহেব বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বিনোদ বাবু! আপনি যদি অসুস্থ বোধ করেন তাহা হইলে নামিয়া দাঁড়ান, অন্যলোক সাক্ষ্য দিক্।"

বিনোদ বাবু জজ সাহেবের মৃদু ভৎসনায় একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,

অনুমতি চাই।” অনুমতি পাইয়া তিনি কাটগড়ার নিকট অগ্রসর হইয়া মোহনচাঁদকে বিশেষ সাবধানতার সহিত নিরীক্ষণ করিলেন। পরে শঙ্কিত-ভাবে জজ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হুজুর! অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কাটগড়ার অপরাধী মোহনচাঁদ নহে। অন্য কেহ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।”

আচম্বিতে, অতর্কিতে, বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, বিনোদ বাবুর কথায় আদালতশুদ্ধ লোক সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল।

জজ সাহেব বজ্রগম্ভীর স্বরে বিনোদ বাবুকে ধমকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিনোদ বাবু! সাবধান হইয়া কথা কহিবেন। আমার বিশ্বাস আপনার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।”

“হুজুর! আমি মোহনচাঁদকে বিশেষরূপ চিনি। প্রথম দৃষ্টিতে দূর হইতে দেখিলে লোকটাকে মোহনচাঁদ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ লোকটার বর্ণ, চক্ষু, কপোল, চুল, গমন কি বসা দাঁড়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আমার স্থির বিশ্বাস এ লোকটা মোহনচাঁদ কিছুতেই নয়।”

জজ সাহেব অপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে এ লোকটা কে?”

আমার অনুমান হয় মোহনচাঁদ আদালতে যাওয়া আসার কালীন আর কোন মাতাল অপরাধীকে ধরিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করাইয়া নিজে চম্পট দিয়াছে। এ লোকটা বোধ হয় তার কোন অনুগত জুড়িদার হইবে৷”

জজ সাহেব কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া আদালত বন্ধ করিয়া টিফিনে গেলেন। জলযোগের পর আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট, জেল রক্ষক, জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডাকাইয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। সকলেই কাটগড়াস্থিত কয়েদীকে দেখিয়া বলিল, “এ লোকটা মোহনচাঁদ নহে। কিন্তু কিরূপে এমন বদলাবদলী ঘটিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না।”

জজ সাহেব নিরুপায় হইয়া অপরাধীকে মিষ্ট মিষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে কথা বাহির করিবার নিমিত্ত বলিলেন, “কয়েদী! তুমি বলিতে পার মোহনচাঁদের বদলে তুমি কিরূপে এখানে আসিলে?”

কয়েদী খানিকক্ষণ কোন উত্তর করিল না, প্রতীতি করাইল যেন লোকটা কোন কথাই বুঝিতে পারে নাই। জজ সাহেব তিন চারিবা[illegible]সা

পারিল না। পরে কষ্টে সৃষ্টে যাহা বলিল, তাহাতে জজ সাহেব বুঝিলেন যে, দুইমাস পূর্ব্বে একদিন জনৈক কনেষ্টবল তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যায়। সেখানে ইনস্‌পেক্টর সাহেব তাহাকে ভ্যাগাভেণ্ট বলিয়া কয়েদ করিয়া রাখে। তৎপর দিন তাহার নিকট একটাকা বার আনা আছে প্রমাণ হওয়াতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। খালাস পাইয়া সে যখন আদালত পার হইতে ছিল, সহসা দুইজন কনেষ্টবল আসিয়া পাকড়াও করিয়া তাহাকে জেলের গাড়ীতে বন্ধ করিয়া জেলে লইয়া গেল। তদবধি দুইমাস ধরিয়া সে জেলে আছে, কোন কাজ করিতে হয় নাই, দিব্বি আহার, লম্বা নিদ্রা, বেশ সুখে কাটাইয়াছে; লাভ ভিন্ন লোকসান নাই বলিয়া সে জেল পরিদর্শকদের কাছে কোন নালিশ করে নাই।

ভদবল্লভের কৈফিয়তে আদালতে একটা হাসির হররা ও আমোদের ফোয়ারা ছুটিল। তার পর জজ সাহেব আরও অনুসন্ধান করিয়া যথাযথ বিবরণ স্থির করিবার জন্য দিন ফেলিয়া আদালত বন্ধ করিলেন।

ক্রমশঃ—

জামাই-ভূত।

১

বিমলশশী দত্ত পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবক—জাতিতে কায়স্থ—মৌলিক। তাহার মাতা আছেন, পিতা নাই। ভ্রাতা ভগিনীও তাহার কিছুই নাই। শৈশবেই সে পিতৃহীন। দরিদ্রা মাতা শিশু শশীকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাকে আদর চুম্বন করিয়া পতিশোক অনেকটা ভুলিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লোকে বলে শিশুর তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইল না। জননীর নিকট অত্যন্ত আদর পাইয়া বিমলশশী, দেবী সরস্বতীর সহিত ত সকল সম্বন্ধই তুলিয়া দিল; পরন্তু সে দারুণ অভিমানী ও দুর্দ্দান্তের একশেষ হইয়া উঠিল। পিতৃহীন দরিদ্র বালক বলিয়া সে সকলের নিকট প্রথমে ক্ষমার্হ হইত বটে, কিন্তু দিনে দিনে সকলেই সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল। পাড়ার লোকেরা শশীর মাতাকে ডাকিয়া কহিল—"হ্যা দেখ গা, শশীর মা, তোমার ছেলে সামলাও বাছা, নইলে আমরা আর সহ্য করব না; ছেলের ছেলেমো অনেক সহ্য করা গেছে। ছেলে

ক্রমে বুড়ো হতে চল্‌লো—আর সহ্য করা যায় কি?" শশীর মাতা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বা না দিতে পারিয়া অশ্রুভারাক্রান্তা নয়নে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বাটীতে আসিয়া তিনি বিমলশশীকে আদর করিয়া নিকটে বসাইয়া তাহাকে নানা প্রকারে নানা কথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন। বিমলশশী সকল কথা শ্রবণান্তর হাসিয়া বলিল—"পেট ভরে খেতে পেলে আমি আর লোকের বাগানেও ঢুকিনা, গাছও ভাঙ্গিনা, পাখীর ছানাও মারি না, আর ঝি চাকরের হাত্ থেকে খাবারের ঠোঙ্গাও কেড়ে লইনা। বাবুরা আমায় ঠাণ্ডা হ'তে বলে, আমি তা'তে খুব রাজী; কিন্তু আমার পেট ঠাণ্ডা করে কে? আর লেখা পড়া-তাই কি আমার হয় না; কিন্তু লেখা পড়া আমায় শেখায় কে?" বালকের বয়স তখন দ্বাদশ বৎসর—সে অদ্ভুত বুদ্ধিমান ও মেধাবী, তাহার অনেক কার্য্যেই তাহার বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়—অভাবে পড়িয়া তাহার স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বালকটীকে দেখিতে সুন্দর—সেই জন্যই তাহার নাম রাখা হইয়াছিল বিমলশশী। বিমলশশীর রূপ থাকিলে কি হয়, গুণ নাই। সে "নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ।" কাজেই তাহাকে কে আর বেল্, যুঁই, গোলাপ চামেলীর মত আদর করিবে? অনাদরে মেধাবী বালক দুষ্ট হইতে দুষ্টতর হইতে লাগিল। ইহা তাহার জগতের উপর অভিমান। কিন্তু জগতের লোক তাহার অভিমানের সুর বুঝিল না—আর বুঝিবেই বা কেন? বালক দৈহিক শক্তি ও দুষ্টামীতে দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিমলশশীর মাতার চক্ষের জল আর শুখাইল না। প্রতিবাসি-গণের বাক্য-যন্ত্রণায় ও স্নেহের গোপাল একমাত্র পুত্রের তস্করাধিক কু-প্রবৃত্তি দেখিয়া মাতা দিনে দিনে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিলেন। বিমলশশী যে স্নেহময়ী জননীর প্রতি ভক্তিবিহীন এমন কথা না বলিলেও না বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে ভক্তি দুষ্টামী ও "গোঁয়ার-পণার" প্রতিবন্ধক হয় নাই। সেই কারণেই ত বিমলশশীর মাতা সমধিক ব্যথিতা।

বিমলশশী প্রায় প্রতিদিনই তিরস্কৃত হয়, প্রহৃত হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। এইরূপে বালক অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। পরে বিংশ, একবিংশ—পঞ্চবিংশ। ভীমবল বিমলশশীকে লোকে একটু একটু ভয় করিতেও আরম্ভ করিয়াছে—কারণ সে এখন "ঢিল, খাইলে পাট-

এই সময়ে বিমলশশী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইল। পাড়া প্রতিবাসীরা দেব-দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল এ যাত্রা বিমলশশী যেন 'উঠিয়া আর ধানের পথ্য না করিতে পারে।' ভদ্র সন্তান বিগড়াইলে যতদূর অবনতি হওয়া সম্ভব, বিমলশশীর ভাগ্যদোষে তাহা হইয়া গিয়াছে। আর অধিক দিন সে সংসারে থাকিলে সংসারের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে—অতএব সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করা তাহার পক্ষে একান্ত উচিত। বিমলশশীর মাতা পুত্রের রোগ-শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া একাই ভাবিতে লাগিলেন, একাই কাঁদিতে লাগিলেন। অনাথিনীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সে দীন কুটীরে অন্য কেহই আসিল না। নিরাশ্রয়ের অবলম্বন দীনতারণকে স্মরণ করিয়া অভাগিনী জননী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বিমলশশী ম্লান হইল, পাণ্ডুবর্ণ হইল। অষ্ট আনা দর্শনীর একজন গো-বৈদ্য আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বলিল বিমলশশীর আত্মাপাখী খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে। যামিনীর প্রথম যামে পতি-পুত্র-হীনা অভাগিনী রমণী পুত্রের শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা বিমল রে!—"

২

পুত্র শোকাতুরা জননীর কাতর ক্রন্দনের প্রথম আহ্বানে বড় কেহ কর্ণপাত করিল না। কিন্তু ক্রন্দনের মাত্রা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন দুই দশখানি কোমল হৃদয় সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরে কতিপয় নির্ম্মম-হৃদয়ও কোমল হৃদয়ের প্রতিধ্বনিতে দ্রবীভূত হইল। পল্লীস্থ কুলবালাগণ পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল যে এই দারুণ দুঃসময়ে সকলেরই বিমলশশীর মাতাকে সাহায্য করা উচিত। বিশেষ, শবদেহ গৃহস্থ পল্লীতে অধিকক্ষণ পড়িয়া থাকা উচিত নহে—তাহা অন্যান্য গৃহস্থের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। তখন পল্লীকর্ত্তারা কতকটা সহানুভূতি বশে ও কতকটা কুল-ললনাগণের প্ররোচনায় শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ-ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কিন্তু বিসূচিকা রোগে-মৃত বিমলশশীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে কেহই যে স্বীকৃত হয় না—তাহার উপায় কি? কর্ম্মকর্ত্তাগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, [illegible] পরামর্শ করিয়া সকলে মিলিয়া সাতটাকা সাড়ে তের আনা

চাঁদা তুলিল এবং অনেক যত্ন ও চেষ্টার ফলে পাড়ার কতিপয় মত্তপ-যুবককে শবদেহ সৎকার কার্য্যে ব্রতী করিতে কর্ম্মকর্ত্তাগণ সমর্থ হইল। শব-সৎকার ব্যাপারটা তখন পাড়া-প্রতিবাসিগণেরই যেন একটা দায় হইয়া দাঁড়াইল। মৃতের মাতার সৎকার করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ পল্লীমধ্যে শবদেহ অধিক কাল পড়িয়া থাকাও পল্লীর কুলকামিনীগণের মতে মঙ্গলজনক নহে। সুতরাং শবদেহ সৎকারের দায় পল্লীকর্ত্তাগণের নহে ত কাহার?

রাত্রি দুই প্রহরের সময় আট দশজন মাতাল শবদেহ বহন করিয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল। মুখাগ্নি করিবার জন্য মৃতের মাতাকে সঙ্গে পাঠাইবার একবার কথা উঠিয়াছিল; কিন্তু দুই পাঁচজনে একটা আপত্তি তুলিল—"গৃহে থাকিবে কে—অদ্য ত গৃহ শূন্য রাখা কোন মতেই উচিত নহে।" সেই মতেই সকলের মত হইল। বিমলশশীর মাতা ভগ্নগৃহের অস্পষ্ট প্রদীপালোকে একাকিনী বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—বাহকেরা শবদেহ বহন করিয়া লইয়া অস্পষ্টালোকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ব্যবস্থা হইল—বাহকগণের মধ্যে বিমলশশীর এক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা আছে, সেই মৃতের মুখাগ্নি কার্য্য করিবে।

শ্মশান নিকট—নদীকূলে। মদ্যপ-বাহকেরা অচিরেই শ্মশান ভূমিতে উপনীত হইল এবং কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া চিতা প্রস্তুত করিল। শবদেহের সন্ধান পাইয়া শিবা-সারমেয়কুল তখন একপ্রকার মহানন্দের ভীষণ রব তুলিয়াছে, তিন্তিড়ী বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বসিয়া পেচক ডাকিতেছে। সেই ভীষণ শ্মশানে, ভীষণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শবমাংস-লোলুপ পশুকুলের যে কোলাহল উত্থিত হইল, তাহাতে শববাহকদিগের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বাহকগণ অস্পষ্টালোকে দেখিল, দুই দশটা নরকপাল শ্মশান ক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে, দুই একটা নরকঙ্কাল তথায় পড়িয়া আছে, অর্দ্ধ-দগ্ধ-শবের অংশ বিশেষ শৃগাল কুক্কুরগণ ভক্ষণ করিতেছে; মধ্যে মধ্যে পশুকুলের যে বিবাদ কোলাহল উত্থিত হইতেছে, তাহা অতি ভীষণ, হৃদয় বিপ্লবকারী। সে দৃশ্য দেখিয়া ও সে ভীষণ আরব শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল।

ভীত শববাহকগণ মণ্ডলাকারে একত্রিত হইয়া শবদেহ চিতার উপর তুলিয়া দিল এবং চিতায় অগ্নি সংযোগ করিল। অগ্নির উত্তাপ পাইয়া শব-দেহ যেন একটু নড়িয়া উঠিল। তার পর আর একটু—আর একটু।

বাহকগণ সভয়ে দেখিল শবদেহ যেন উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে,—তাহারা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলেই রাম নাম জপিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন একটু সাহসী ব্যক্তি ছিল। সে সাহসে ভর করিয়া একখণ্ড বংশদণ্ড তুলিয়া শবদেহ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে বায়ুমণ্ডলে, আকাশ-পথে, বৃক্ষান্তরালে, নদীবক্ষে গম্ভীর নির্ঘোষে নিনাদিত হইল—"হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" ভীত ত্রস্ত শববাহকগণ ভয়াবেগে দেখিল অদূরে জটাকুট মণ্ডিত একটা ভীষণ ছায়া হেলিতেছে, দুলিতেছে, বুঝিবা তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা আর অগ্র-পশ্চাৎ না চাহিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে তীরবেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহাতে কেহ বা পড়িল—পড়িয়া উঠিল, আবার দৌড়াইতে লাগিল। সে পতনে কাহারও মাথা কাটিয়া গেল, কাহারও কাহারও হাঁটু, কনুই ছিঁড়িয়া গেল। ভাগ্যবলে যাহার শরীর হইতে রক্ত স্রোত নির্গত হইল না, সে অন্ততঃ কর্দ্দমাক্ত হইল। শব শ্মশান ভূমিতে পড়িয়া রহিল—সৎকার-কর্ত্তাগণের আর সে স্থানে সন্ধান মিলিল না।

৩

শব-বাহকগণ নিরাপদে বাটী পলাইয়া আসিয়া শ্মশান ভূমির বিবরণটা অতিরঞ্জিত ভাবে সকলের নিকট বলিল। তাহা শুনিয়া কেহ বা ভয়ে "কাঁটা" হইয়া গেল, কেহ কেহ বা ভয় বশতঃ ভাঁটার মত গড়াইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে পল্লীর অনেক লোকই আর একাকী বাটীর বাহির হইতে সাহস করিল না।

এইরূপে নয় দশ দিন কাটিয়া গেল। এখন শশীর মাতা কোন দিন অনশনে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে কাটাইতে লাগিলেন। পাড়ার কেহ বড় আর তাহার সংবাদ লয় না। একাদশ দিবসে বিমলশশীর মাতা ও পল্লীস্থ অন্যান্য লোকও গভীর রাত্রে শুনিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃক্ষ-কুঞ্জ মধ্য হইতে সঙ্গীত ধ্বনি উঠিতেছে—

যে আমারে দেখ্‌তে নারে
তা'র কাছে যে ততই আসি ;
ভালবাসা পেতে যে সাধ
তাইতে তারে ভালবাসি।

অন্ধকারে অলক্ষ্যে করুণরাগিনী শুনিয়া সকলের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সঙ্গীতের সুর বড় কোমল,—বড় মধুর। ভয়প্রযুক্ত কিন্তু সঙ্গীতের সে মাধুর্য্য শ্রোতাগণ উপলব্ধি করিতে পারিল না। সঙ্গীতের স্বর যে বিমলশশীর! কি সর্ব্বনাশ!

সঙ্গীতের সুর আবার অন্ধকারে ভাসিতে লাগিল—

রাখে মোরে যে জন দূরে,
ধরি আমি তারে ঘুরে
এ হৃদয়ে তারে পুরে
যত কাঁদি তত হাসি।
ধর্‌তে তারে বারে বারে
তাইতে যে গো ছুটে আসি॥

বিমলশশী বাল্যাবধি সুকণ্ঠ। এ গানের স্বর তাহারই। স্বরলহরী শুনিয়া সকলে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। ভীতা হইল না কেবল বিমলশশীর অভাগিনী মাতা। তবে মৃত পুত্রের গান শুনিয়া তিনি কৌতূহলাক্রান্তা হইলেন বটে। পুত্রকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। কিন্তু পুত্র কোথায়?

তৎপরদিবস হইতে গ্রামস্থ প্রায় সকলের বাটীতেই অল্পবিস্তর অদৃশ্য অত্যাচার চলিতে লাগিল। ঢিল পড়ে, গো-হাড় পড়ে, বিষ্ঠা মূত্রাদি পড়ে, ছাদের উপর, বাটীর মধ্যে, খামারে, গোলায়, চালায় আঙ্গিনায় হুঁম্ হাম্, গুম্‌গাম শব্দ হয়। বিশেষ উপদ্রব অত্যাচার হয় সেই গ্রামের জমীদারের বাটীতে। বিমলশশী সেই জমীদার হস্তেই বিশেষরূপ লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়াছিল। অত্যাচার হয় না কেবল পতিপুত্র-হীনা শোকাচ্ছন্না রমণীর গৃহে। তাহার গৃহাভ্যন্তরে আবশ্যকমত খাদ্য ও অর্থ কে যেন প্রায়ই ফেলিয়া দেয়। বিমলশশীর জননী প্রথমে তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিতেন না। কিন্তু দুই চারি দিনের পর হইতে অন্যান্য সকলের পরামর্শে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাত্রিকালে অনেকেই দেখিত, মৃত বিমলশশী সহজ শরীরে ও সহজ অবস্থায় উচ্চ বৃক্ষ প্রভৃতিতে উঠিতেছে, নামিতেছে, অট্টালিকার ছাদে ও কুটীরের চালে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, অনুনাসিক স্বরে কখনও কখনও কথা কহিতেছে, কখনও বা হাসিতেছে, কখনও নৃত্য করিতেছে,

কখনও কখনও অদূরে বংশীধ্বনিও শুনা যাইত। তাহা শুনিয়া কেহ আর বড় ঘরের বাহির হইত না।

জমীদার গৃহেই অত্যাচারের প্রাবল্য হইল। দিবাভাগে সে গৃহে অত্যাচার উপদ্রব কিছুই হইত না। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দুই দশ খানা ইট্ পাট্‌কেল, হাড় প্রভৃতি গৃহ প্রাঙ্গণে পড়িত। অনেক "রোজা" "গুণীন" আসিয়া মন্ত্রপাঠ, পূজাদি করিয়াও সে উপদ্রব অত্যাচারের উপশম করিতে পারিল না বরং তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া বিমলশশীর মাতার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু তিনি বলিলেন—তিনি আশ্রয়হীনা দীনা বিধবারমণী। তাঁহার দ্বারা কিই বা সম্ভব? সকলে মনে মনে "ভয়ঙ্করী" বিধবাকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহাকে আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। ভয়—কে জানে পাছে তাহাতে অদৃশ্য অত্যাচার বর্দ্ধিত হয়।

৪

বিমলশশী দত্তের অনুসন্ধানে একদিন একজন সন্ন্যাসী সেই গ্রামে আসিলেন। গ্রামের নাম "ভরতঙ্গী"। নামটায় পশ্চিমদেশের গন্ধ থাকিলেও সে গ্রামে পশ্চিমদেশীয় লোকের বাস আদৌ নাই। গ্রামখানি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিতে পরিপূর্ণ। গ্রামের জমীদার ব্রজদুলাল ঘোষ—কুলীন কায়স্থ।

গ্রামস্থলোক সন্ন্যাসীর নিকট শুনিল, বিমলশশী সন্ন্যাসীর শিষ্য। বিমলশশী দ্বাদশ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিংশ বৎসর বয়স অবধি তাঁহার নিকট হইতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায়দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহা ভিন্ন বিমলশশী ইংরাজী সাহিত্য ও গণিতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সন্ন্যাসী বালযোগী নহেন। তিনি সংসার আশ্রমেই ছিলেন। নানাবিধ মনকষ্টে ও শোকে তাপে তিনি সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—তিনি দ্বাদশ বৎসর মাত্র বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। বিমলশশী তাঁহার নিকট প্রাতে ও অপরাহ্নে যাইয়া পাঠাভ্যাস করিত—বিমলশশীর

সন্ন্যাসীর কথাবার্ত্তা শ্রবণান্তর সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কেহ যাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, সন্ন্যাসী সেই কথাই স্পষ্টাক্ষরে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। বিমলশশী সমস্ত জীবনটা ত দস্যুবৃত্তি ও গুণ্ডামী করিয়াই বেড়াইয়াছে। তাহার জন্য সে আজীবন অনাদৃত ও যথেষ্টরূপে লাঞ্ছিত। সে আবার বিদ্যাভ্যাস করিল কবে, সন্ন্যাসী-গুরু পাইলই বা কবে? আর তাহাই যদি পাইল, তবে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না কেন? সন্ন্যাসী বলিতেছেন, তিনি শিষ্যকে পুত্রস্থানীয় করিয়া শিক্ষা দীক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু বিমলশশীর লক্ষণে ত তাহার কিছুই প্রকাশ ছিল না। বিমলশশীর রহস্য ক্রমেই জটীল হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসীর কথা অনেকে বিশ্বাস করিল, অনেকে বিশ্বাস করিল না। সন্ন্যাসী বলিলেন—"কাহারও বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে আমার বা আমার অনুগত শিষ্যের বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। যাহা হউক, তাহার সংবাদ এ গ্রামের কেহ কিছু জানে কি?" সকলেই এক বাক্যে কহিল—"সে ত আজ ২৪।২৫ দিন হ'ল মারা গেছে। ভূত হয়ে আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌ছে। ঠাকুর আপনি তা'র একটা কিছু উপায় কর্‌তে পারেন কি?" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—পারি। দুই চারি দিবসের মধ্যেই তাহাকে শৃঙ্খল পরাইব, সে শক্তি অবশ্য আমার আছে। দুষ্ট বালক, চিরদিনই দুষ্টামী করিয়া বেড়াইবে। অদ্ভুত যুবকের আমি অদ্ভুত শৃঙ্খল প্রস্তুত করিতেছি।"

সন্ন্যাসীর কথায় গ্রামস্থ সকলে আশ্বস্ত হইল। গ্রামে আর অদৃশ্য অত্যাচার উপদ্রব না হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সকলে সন্ন্যাসীকে ধরিয়া বসিল। গ্রামস্থ জমীদার ব্রজদুলাল ঘোষ সন্ন্যাসী প্রবরের সন্ধান পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল "প্রভো আমার একমাত্র কন্যা, কি জানি কি এক অস্পষ্ট ছায়া দেখিয়া আজ সন্ধ্যাকাল হইতে মূর্চ্ছাগতা, কিছুতেই তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতেছে না। দয়া করিয়া আমাকে ও আমার কন্যাকে রক্ষা করুণ প্রভু!"

'সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন—করিব। ভাল, তোমার কন্যার বয়স কত?'

"ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা।"

"অবিবাহিতা?"

"হুঁ— বিবাহযোগ্যা। অথচ বালিকা যাহাকে ভালবাসিয়া ছিল, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দাও নাই।"

ব্রজদুলাল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী কহিলেন—"চাহিয়া রহিলে যে?"

"প্রভু আপনি সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু বলুন দেখি যে অন্নহীন কাঙ্গাল, মূর্খ, দস্যু, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিই কেমন করিয়া?"

"সেইজন্য তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলে।"

সকলে সন্ন্যাসীর কথা অবাক হইয়া শুনিতে ছিল। ব্রজদুলাল তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"আমার কি হ'বে দয়াময়? আমার যে একমাত্র কন্যা। সে মৃত্যুমুখে।"

"প্রায়শ্চিত্ত কর। উগ্র তপস্যায় যে বিমলশশী দেহপাত করিয়াছে, তুমি তাহার মৃত্যুর কারণ। কেমন নহে কি?"

ব্রজদুলাল চমকিত হইল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—

"বিমলশশী কি রোগে মারা গিয়াছে? বিসূচিকা—কেমন?"

ব্রজদুলাল আর সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল।

ব্রজদুলালের বাটীর একজন কর্ম্মচারী আসিয়া ব্রজদুলালকে সংবাদ দিল—বেটিয়া রাণী অর্থাৎ ব্রজদুলালের কন্যা মহাশ্বেতার জ্ঞান আর কিছুতেই হইতেছে না। ডাক্তার, বৈদ্য, গুনীন রোজা কেহই কিছু করিতে পারে নাই। বালিকা মুমূর্ষু প্রায়। সংবাদ শুনিয়া ব্রজদুলালের মস্তক ঘূর্ণায়মান হইল। সে চক্ষে সরিষাফুল দেখিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া ব্রজদুলাল বলিল—অপরাধ করিয়াছি প্রভো! প্রায়শ্চিত্ত, তীব্র প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে রাজী আছি। মেয়েটাকে বাঁচান, মেয়েটাকে বাঁচান; আপনি যা' বল্‌বেন তাই কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

সন্ন্যাসী ব্রজদুলালকে সঙ্গে লইয়া, ব্রজদুলালের বাটী অভিমুখে চলিলেন। সকলে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

৫

সন্ন্যাসীর করস্পর্শে মহাশ্বেতার জ্ঞান হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহার শারী-

আছে। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার উত্তর দেয় না। ব্রজদুলাল ও তাহার স্ত্রী—কত আদর করিয়া তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, কত কথা বলিতেছে, কিন্তু মহাশ্বেতা তাহা শুনিয়াও শুনিতেছে না। ব্রজদুলালের আদর, আহ্বান, ক্রন্দন ব্যর্থ হইয়া গেল। কন্যা পিতার ও মাতার মর্ম্মব্যথা বুঝিল না।

সন্ন্যাসীর সঙ্কেতে সকলে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। মহাশ্বেতা ও সন্ন্যাসী ভিন্ন গৃহে আর কেহ রহিল না। সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মহাশ্বেতার মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন—"বিমল, বিমল, বিমল!" মহাশ্বেতা কাণ পাতিয়া তাহা শুনিল, শুনিয়া শুনিয়া—সে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চা'হিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি আরও কয়েকবার সেই নাম উচ্চারণ করিলেন। মহাশ্বেতা স্থির হইয়া বসিয়া সেই নাম শুনিতে লাগিল। সন্ন্যাসী আর কোন কথা না বলিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং ব্রজদুলালকে ডাকিয়া বলিলেন কেমন ঔষধ প্রয়োগে আর কাহাকেও বিসূচিকায় মারিতে চেষ্টা করিবে?"

অনুতাপ-কম্পিত ব্রজদুলাল ধীরে ধীরে বলিল "না।"

"কেন ঔষধ প্রয়োগে জীব হত্যা করিলে?"

"হিংসায়। সে দুষ্ট বালক আমার গৃহে পশিয়া আমার একমাত্র আদরিণী কন্যার মন-প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছিল। মহাশ্বেতা বিমলশশীর নামে ঢলিয়া পড়িত। তাই তাহাকে—" "থাক্, যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখন সন্ন্যাসীর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছ?"

"সন্ন্যাসী—কে সে সন্ন্যাসী?"

"আমার এক প্রিয় শিষ্য।"

"সন্ন্যাসীর সহিত বিবাহ যদি না দেই।"

"তোমার কন্যার রোগ কিছুতেই সারিবে না। কন্যা অকালে শুকাইয়া যাইবে।"

উন্মাদের মত ব্রজদুলাল বলিল "না না তা হবে না। প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি প্রস্তুত।"

"অদ্যই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—অদ্যই বিবাহ দাও। গান্ধর্ব্ব বিবাহ! তাহার পর যথারীতি বিবাহোৎসব করিও।"

প্রাণের দায়ে ব্রজদুলাল সন্ন্যাসীর আদেশ প্রতিপালন করিতে দ্বিধা করিল না। জটাজুট-মণ্ডিত সন্ন্যাসী-শিষ্য, সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে আনীত হইল। ব্রজদুলাল ও তাহার স্ত্রী, ভাবী জামাতাকে দেখিয়া মুখ সিট্‌কাইল। সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিলেন মাত্র।

সন্ন্যাসীর আদেশে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইল। তখন রাত্রি গভীরা—জগৎ নিস্তব্ধ—কেবল ব্রজদুলালের বাটী নীরব নহে। সেই নীরবতা ও কোলাহলের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া বর-সন্ন্যাসী, কন্যা মহাশ্বেতাকে ডাকিল—শ্বেতা, শ্বেতা, শ্বেত!" মহাশ্বেতার আর উদাস দৃষ্টি রহিল না, আর অচৈতন্য অবস্থা রহিল না—সে ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর জটা প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া ব্যগ্র অথচ সহজ সরল ভাবে কহিল—তুমি, তুমি!" মহাশ্বেতা আর কোন কথা কহিতে পারিল না। সে পতি-দেবতার কণ্ঠলগ্না হইয়া রহিল। সকলে আসিয়া সভয়ে ও সাশ্চর্য্যে দেখিল বর-সন্ন্যাসী আর কেহই নহে—স্বয়ং বিমলশশী। তাহার ছায়া দেখিয়াই মহাশ্বেতা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। মহাশ্বেতা ও বিমলশশীর ভালবাসা যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। বিমলশশীর বিবাহের সংবাদ গ্রামে অচিরে রাষ্ট্র হইল। তাহার বিষাদিনী মাতা আনন্দবেগে অচৈতন্যা হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দিলেন। পুত্রমুখ দর্শন করিয়া বিষাদিনীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। অন্যান্য সকলে দেখিল বিমলশশী আর সে ম্লানশশী নাই। সে এখন পূর্ণিমার শশী। সে অনর্গল সংস্কৃত বলিতেছে, ইংরাজী বলিতেছে, আর হাসিতেছে। দর্শকবৃন্দের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এত বিদ্যা কেমন ক'রে এতদিন লুকিয়ে রেখে ছিলে। বিমলশশী হাসিতে হাসিতে বলিল—গুরুর হুকুম। সকলে গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গুরু বলিলেন—লীলা, লীলা!

এই অভিনব ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আনন্দসাগরে ভাসমান হইল। নিরানন্দ আর কেহই রহিল না। গ্রাম সম্পর্কে একজন "ঠাকুরদাদা" বিমলশশীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া বলিল—"তুই শালা ভূত, জামাই-ভূত, কেমন নয় কিনা?"

বিমলশশী হাসিতে হাসিতে বলিল—নিশ্চয়, নিশ্চয়! কোথায় হ'বে আমার শ্রাদ্ধ—না হয়ে, হ'ল বিবাহ!"

ঠাকুর দাদা গম্ভীর ভাবে কহিল—"ও একই, ও একই! শ্রাদ্ধও যা,

"তোমার যে বিবাহও তা!"—ঠাকুর দাদার কথায় একটা হাসির হর্‌রা পড়িয়া গেল।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

ভুল সংশোধন।

(একটি চিত্রদর্শনে লিখিত)

১

ডিসেম্বরের প্রভাত, আকাশ সেদিন কুয়াসাচ্ছন্ন, কত বেলা হইয়াছে, তাহা ঘড়ি না দেখিলে অনুমান করা যায় না। মিষ্টার ডিয়ারিং তাহার, আফিসের পোষাক পরে খাবার ঘরে মাতার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় বেয়ারা আসিয়া ডাকের চিটি দিয়া গেল। ডিয়ারিং তাড়াতাড়ি রেলওয়ে বোর্ড আপিসের পত্রখানি আগে খুলিয়া পড়িতে পড়িতে আনন্দে চীৎকার করিয়া ফেলিলেন। ডিয়ারিং-জননী এমন সময় ঘরে প্রবেশ করিয়া কি শুভ সংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলে, ডিয়ারিং মাতার হাতে পত্রখানি দিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বয়স অল্প হইলেও তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া রেলওয়েবোর্ড মৃত ম্যানেজারের স্থানে তাঁহাকেই স্থায়ী ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সেই নিয়োগ-সংবাদ উপরোক্ত পত্রে তাঁহাকে জানান হইয়াছে। ডিয়ারিং জননীর তখন আনন্দাশ্রু বহিতেছে,। স্বামীর মৃত্যুর পর অতি যত্নে ও সাবধানে তিনি বিধবার একমাত্র সম্বল এই পুত্রটীকে পালিত ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁর সেই সব কষ্ট সার্থক হইয়াছে দেখিয়া মৃত স্বামীর জন্য তাঁর মন চঞ্চল হইল। অনতিবিলম্বে চোখের জল মুছিয়া তিনি পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেই দিবস অপরাহ্নে ডিয়ারিং ম্যানেজারের কাগজ পত্র বুঝিয়া লইলেন ও তাঁর আপিস পরিদর্শন করিতে করিতে একটী যুবতীকে আপিসের টেলিগ্রাফ মেশিনে কাজ করিতে দেখিয়া তাঁর স্ত্রীবিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল। ডিয়ারিংএর বিশ্বাস ছিল যে স্ত্রীলোক দ্বারা পুরুষের ন্যায় আপিসের কাজ পাওয়া যায় না, উপরন্তু তাহারা নিজের হাবভাবে অন্যান্য কর্ম্মচারীদের

অগ্রিম বেতন দিয়া আফিস পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। যুবতী মাতৃ পিতৃ হীনা, জগতে তার কেউ অভিভাবক নাই ; বিশেষতঃ বাড়ীতে তখন তার একটী রুগ্না ছোট ভগিনী ছিল ; কর্ম্মটী হারাইলে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় সে মারা যাইবে বলিয়া ম্যানেজারকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু মিষ্টার ডিয়ারিং নিজ সংকল্প হইতে অনুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মিস মেরী তখন বহুদিনের স্মৃতি-বিজড়িত কক্ষ অশ্রুবিগলিত নেত্রে ত্যাগ করিল।

২

ইজ আজ বড় পীড়িত, তার বয়স ৮ বৎসর মাত্র, সে যখন চারি বৎসরের, তখন তার মাতৃ বিয়োগ হয় ; মেরী অতি কষ্টে ভগ্নীটীকে এই চারি বৎসর লালন পালন করিয়াছে। মাসাবধি প্রায় ইজ জ্বর কাশীতে শয্যাগত, আজ কাশীটা ভয়ানক বেড়েছে, কষ্টে বিছানায় সে আর শুইয়া থাকিতে পারিতেছে না, মেরী অনেক চেষ্টায় যখন তার বেদনার কিছু উপশম করিতে পারিল না, তখন ডাক্তারের উদ্দেশে ছুটিল। রেল লাইন উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া মেরী দেখিল যে কয়দিনের অতিবৃষ্টিতে খানিকটা লাইনের মৃত্তিকা বসিয়া গিয়াছে, কোন যাত্রীপূর্ণ রেলগাড়ী সে সময় তার উপর দিয়া গেলে উল্টাইয়া অসংখ্য প্রাণনাশ হইবার সম্ভব। মেরী মুহূর্ত্তের জন্য ভগ্নীর কষ্টের কথা ভুলিয়া আবার গৃহাভিমুখে ছুটিল। তারে সংবাদ পাঠাইবার ও পাইবার মেরীর একটী যন্ত্র ছিল তাহা টেলিগ্রাফ লাইনের কোন তারের সহিত সংযোগ করিয়া মেরী হেড্ আফিসে এই ভয়াবহ সংবাদ জানাইবার জন্য কৃত সংকল্প হইল। লাইনে আসিয়া দেখে যে টেলিগ্রাফের তার বহু উচ্চে, মেরী কিন্তু ভগ্নমনোরথ না হইয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষে আরোহণ ক'রে পার্শ্ববর্ত্তী তারে নিজের যন্ত্রটী সংলগ্ন করিল ও হেড আপিসে যে ঘরে মেরী কাজ করিত সেই ঘরের ঘণ্টাধ্বনি করিয়া টেলিগ্রাফিষ্টকে ডাকিল, কিন্তু সেই যুবক প্রবর, যার কার্য্য কুশলতায় ও স্থিরবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ডিয়ারিং এই কর্ত্তব্য পরায়ণা রমণীকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন সে তখন সুরাপানে বিভোর। মেশিনের ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনিতে তার মদিরালস ভাঙ্গিল না। মিষ্টার ডিয়ারিং পাশের ঘর হইতে এই আকস্মিক ঘন ঘন ঘণ্টারব শুনিয়া দ্রুত মেশিনঘরে আসিলেন ও যুবকের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে অবজ্ঞাভরে স্থান

সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গেল, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অনতিবিলম্বে যে স্পেশাল ট্রেনে তাঁর জননী দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন তাহা ঐ স্থানের উপর দিয়া যাইবে। মুহুর্ত্তের মধ্যে শত শত স্থানে তারে সংবাদ প্রেরিত হইল ও স্পেশাল ট্রেন যেখানে যে অবস্থায় আছে তাহা স্থগিত করিতে বলা হইল। তার পর ডিয়ারিং সংবাদ দাতার পরিচয় লইলেন ও শেষে জানিতে পারিয়া নিজ অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলেন।

৩

মিস মেরী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ভগিনীকে সুস্থ ও নিদ্রিত দেখিল, তখন সে একটু বিশ্রামাশায় যেমন বসিতে গিয়াছে, অমনি বাহিরের দরজায় ঘণ্টাধ্বনি শুনিল। একজন টেলিগ্রাফবাহক মিস মেরীর নামে একটী তারের সংবাদ দিয়া চলিয়া গেল। কম্পিত হস্তে মেরী খামখানি খুলিয়া দেখে যে ম্যানেজার ডিয়ারিং তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে উচ্চ বেতনে মেরী তার পূর্ব্ব কাজ করিতে ইচ্ছুক কিনা? ভগবানকে শতধন্যবাদ দিয়া মেরী সংবাদখানিকে চুম্বন করিল।

৪

পরদিবস মেরী তার ভাল পোষাকটি পরিয়া ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ডিয়ারিং লজ্জায় মেরীর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না কিন্তু যেমন চারিচক্ষুর মিলন হইল অমনি তিনি দেখিলেন যে মেরী শুধু প্রতিভাময়ী কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণী নহে, সে পরমাসুন্দরী,—ডিয়ারিং আত্মহারা হইয়া কতক্ষণ একদৃষ্টে মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরক্ষণে আত্মসম্বরণ করিয়া মেরীকে সম্ভাষণ করিলেন ও অতি সমাদরে তাকে তার কর্ম্মস্থানে লইয়া গিয়া অকর্ম্মণ্য যুবককে কর্ম্মভার বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। মেশিনের কাছে গিয়া মেরী যেন তার বহুদিনের বাঞ্ছিত রত্নকে আগ্রহে চুম্বন করিল ও উপস্থিত সংবাদাদি যাহা ছিল তাহা পাঠাইতে আরম্ভ করিল। ডিয়ারিং একদৃষ্টে ক্ষণেকের তরে আবার আত্মহারা হইয়া সেই রমণীর রূপসুধা পানান্তে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

তুমি কে গো ?

—:*:—

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভালই তো।

গোবিন্দকে লইয়া ভট্ট মহাশয় রোগী দেখিবার জন্য গ্রামান্তরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইবে। নিকটস্থ ধীবরগণের সকলেই প্রায় ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সুপ্রিয়াদিগের বাড়ী ও পল্লি নিতান্ত জনশূন্য হইয়া গিয়াছে।

এই জন্য ভট্ট মহাশয় গৃহ ছাড়িয়া যাইতে একটু ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অতীব অসমসাহসিকা বৃদ্ধা তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল। বলিল, "ভট্ট-বামুনীর সাম্‌নে আসে,—এমন মানুষ এখনও জন্মায় নি।"

বৃদ্ধা আইর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া আসিয়াছে;—দুই দিন হইতে তাহার আর জ্ঞান নাই;—আজ সকাল হইতে তাহার নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে।—বৃদ্ধ গোবিন্দকে বিরলে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "বৃদ্ধার অদ্য রাত্রে প্রাণবিয়োগ হইবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে তৎপর রহ।"

নিতান্ত না গেলে নহে, নতুবা বৃদ্ধ অদ্য কোথাও যাইতেন না।—

দিন রাত্রি সুপ্রিয়া আইর পার্শ্বে বসিয়া আছে,—সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার পার্শ্ব ছাড়িয়া কোথায়ও যাইত না। ভট্টগৃহিণী রন্ধন সমাপন করিয়া আসিয়া বলিলেন, "সুপ্রিয়া, দিদি! যাও, স্নান করে এস,—আমি আইর কাছে বস্‌চি।"

ব্রাহ্মণীর নিতান্ত পীড়াপিড়িতে সুপ্রিয়া উঠিয়া গেল। তেল মাখা, চুল বাঁধা, সে অনেক দিন হইতে ছাড়িয়া দিয়াছিল।—সে গামছা লইয়া বাড়ীর ঘাটে গিয়া তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়া উঠিল,—উঠিয়া দেখিল ঘাটের উপর দণ্ডায়মান—স্বরূপ মণ্ডল।

তাহার সেই ফিটফাট বেশ, মুখে সেই হাসি।

ক্রোধে সুপ্রিয়ার মুখ লাল হইয়া গেল, তাহার শিরায় শিরায় যেন অগ্নি ছুটিল,—সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "পথ ছেড়ে দেও, এত করেও কি তোমার

স্বরূপ মণ্ডল হাসিয়া বলিল, "তোমায় এই বুকে নিলে তবে মনবাঞ্ছা পুর্ণ হবে। তারও আর দেরি নেই।—দেখলে তো, পুলিশ, হাকিম ম্যাজেষ্ট্রেট, সব আমার এই মুঠোর মধ্যে। শালারা আমার সঙ্গে লেগে ছিল, ভিটে মাটি চাঁটি করে দিয়েছি, এখন সব শালাকে জেলে দেব, পুলি পোলাও পাঠাব, তবে আমার নাম স্বরূপ মণ্ডল।"

সুপ্রিয়া বলিল, "তাদের ভগবান আছেন।" স্বরূপ মণ্ডল বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, "তাদের কোন বাপ ভগবান রাখে, তা আমি দেখে নেব।—এখন আমার প্রতাপটা দেখেছ তো, এখন ভালয় ভালয় রাজি হবে কি, না জোর জুলুম কর্ত্তে হবে?—রাজি হও, জাঁক জমকে গির্জ্জেয় বে হবে। তোমায় মাথায় করে রাখব। তুমি জান আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। আর ভালয় ভালয় রাজি না হও,—এখন কে রক্ষা কর্ব্বে? আমি জোর করে তোমায় নিয়ে গিয়ে বে কর্ব্বো—বাপ—"

মর্ম্মাহত হইয়া স্বরূপ মণ্ডল ফিরিল, তাহার মস্তকে পৃষ্ঠে স্কন্ধে মুখে সাঁ সাঁ শব্দে সমার্জ্জনী বৃষ্টি হইতেছিল, ভট্ট-ব্রাহ্মণী মণ্ডলের পোর উপর ঝাঁটা হাঁকরাইতে হাঁকরাইতে বলিতেছিলেন, "তবে রে ডেক্‌রা চাঁড়াল, তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা।"

মণ্ডলের পো যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাহার ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়া পলাইল। ব্রাহ্মণী বলিলেন, "এঁ্যা ডেক্‌রা পালিয়ে গেল!—প্রাণ ভ'রে ঝাঁটা পেটা কর্ত্তে পারলেম না।"

সুপ্রিয়া কোন কথা না কহিয়া নীরবে কাপড় ছাড়িতে ভিতরে গেল। ব্রাহ্মণী স্বরূপ মণ্ডলের দিকে লক্ষ্য করিয়া সমার্জ্জনী শাসাইতেছিলেন ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিলেন, এই সময়ে এক ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "কবিরাজ মহাশয় ঘরে আছেন?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "না;—কোথা থেকে আসচ?"

"ফরিদপুর থেকে,—পত্র আছে।"

"দেও, আমি তার ব্রাহ্মণী।"

সে আমলের লোকের মধ্যে কেবল তিনিই স্বচেষ্টায় লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন;—ইহাতে ভট্ট মহাশয় কোন আপত্তি করেন নাই, বরং ব্রাহ্মণীকে স্বয়ং যথকিঞ্চিত সংস্কৃতও শিখাইয়াছিলেন।

কন্থার নামে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছেন। পুলিশ সাহেব অনেক লোকজন লইয়া তাহাকে গ্রেফতার করিতে যাইতেছেন, এখনও সময় আছে। যদি পত্রপাঠ তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইতে পারেন, তবে রক্ষা, নতুবা তাহাকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই, ইতি।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণীর দেহ যেন সহসা পাষাণে পরিণত হইল, তাঁহার হাত হইতে কাগজ খানি ভূমে পড়িয়া গেল, তিনি স্তম্ভিত প্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি কাহার সঙ্গে বাহিরে কথা কহিতেছেন, দেখিবার জন্ম সুপ্রিয়া তথায় ফিরিয়া আসিল ; ব্রাহ্মণী প্রতিবন্ধক দিবার পূর্ব্বেই সে পত্র-খানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিল, ব্রাহ্মণী ব্যাকুলভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, সুপ্রিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ‘ দিদি, ভালই তো !”

দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

ফুল শুকাইল।

—ঃ*ঃ—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুলিশ হস্তে।

অভিশপ্ত কোটালিপাড়বিলে যে ভয়াবহ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে,—হতভাগ্য পিণ্ডিরাম ও পীড়িত গুণেন্দ্রভূষণ পুলিশ হস্তে পতিত হইয়া তাহার কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। এদেশের পুলিশ সভ্যজগতের পুলিশ হইতে সতন্ত্র। তথায় সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারিগণ অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অপরাধীকে এরূপ অবস্থায় নীত করেন যে তখন তাহার আর অপরাধ অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। এ দেশের পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ততদূর দক্ষ, বা ন্যায়পরায়ণ হইতে সক্ষম হয়েন নাই। তাঁহারা কার্য্য সংক্ষেপ করিবার জন্য প্রথমেই সন্দিগ্ধ একজনকে ধরিয়া লইয়া গিয়া প্রলোভনে বা প্রহারে তাহাকে দোষ স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়া তুলেন। তাহার পর

সে অপরাধ স্বীকার করিলে, তখন তথোপযোগী প্রমাণ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন, ইহাতে কত নিরপরাধী যে মারা যায় তাহা বলা যায় না। কত যে অপরাধী তাঁহাদের অলক্ষে তাঁহাদিগকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া হাসে, তাহারও সংখ্যা হয় না। এই জন্যই পুলিশের উপর লোকে বীতশ্রদ্ধ, তাঁহাদের অপটুতার জন্যই এমন রামরাজ্য সদৃশ ব্রিটিশ রাজ্যের দুর্নাম। তবে সকলই উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে। এ দেশের পুলিশও শীঘ্রই সুসভ্য দেশের পুলিশের সমকক্ষ হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায়।

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দারোগাবাবুগণ পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত হইলেও, পূর্ব্ব অভ্যাসের দুর্গন্ধ অঙ্গ হইতে দূর করিতে পারেন নাই। তাঁহারা গুণেন্দ্রভূষণ ও অভাগা পিণ্ডিরাম যাহাতে অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পরিশ্রমের লাঘব করিয়া দেয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রুটি করিলেন না।

তাঁহারা জানিতেন, গুণেন্দ্র শিক্ষিত, তাহার উপর তিনি বড় লোকের ছেলে ;—সুতরাং তাঁহাকে প্রহারাদি ঔষধ প্রয়োগে সাহসী হইলেন না। নানা প্রলোভন, নানা মিষ্টবাক্য, নানা তোষামোদ প্রভৃতি মাত্র তাঁহার উপর প্রয়োগ হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না।—গুণেন্দ্র অতি শীঘ্রই বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি ডাকাতি করিতে এ দেশে আইসেন নাই।—যাহাতে বিলাতি দ্রব্য এ দেশে পুনরায় বিক্রয় আরম্ভ হয়, তাহারই চেষ্টায় আসিয়াছিলেন। তিনি পীড়িত হইয়া কোটালিপাড় গ্রামে আস্যায়, তাঁহার সম্বাদ না পাইয়া তাঁহার পিতা তাঁহারই জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার কথা দারোগা বাবুগণ বিশ্বাস করিলেন না, কেবল মৃদু হাস্য করিলেন। তবে চাকুরির ভয় আছে, সেই জন্য তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইলেন না,—তবে কনেষ্টবলগণ যে অপমানিত লাঞ্ছিত করিতেছিল, তাহাতেও বড় দৃষ্টিপাত করিলেন না।—

দুর্ভাগ্য পিণ্ডিরামের অদৃষ্টে সে সৌভাগ্যটুকু ঘটিল না থানায় আনিয়া অপরাধ স্বীকার করাইবার যে সকল প্রথা আছে, তাহা একে একে তাহার প্রতি প্রয়োগ হইল, কিন্তু পিণ্ডিরাম একে কথা কহিতে পারিত না, তাহার উপর সে এমনই দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া রহিল যে তাহার ওষ্ঠ হইতে কোনরূপ শব্দ মাত্র নির্গত হইল না, তখন হতাশ হইয়া পুলিশ নিরস্ত হইতে বাধ্য হইল।

সে সুষেণ কুমারের ভৃত্য,—সুষেণ দেশে স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয় ও বিলাতি দ্রব্যের প্রচলন বিনাশে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিল, গ্রামে গ্রামে গিয়া বক্তৃতা করিয়াছে,—সুতরাং সে যে ডাকাত হইয়া ভারতোদ্ধারের জন্য টাকা সংগ্রহ করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? যখন ভয়ঙ্কর ডাকাতি হয়, তখন সে জীবিত ছিল,—এই দুর্বৃত্ত বামন নিশ্চয়ই, তাহার ডাকাতিতে সাহায্য করিত, নতুবা ভয়ঙ্কর ডাকাতির অপহৃত দ্রব্য তাহার বাড়ীতে পাওয়া যাইবে কেন ? পুলিশ এই অকাট্য সিদ্ধান্তে আসিয়া তদনুরূপ প্রমাণাদি সংগ্রহ আরম্ভ করিল। গুণেন্দ্রভূষণ রক্ষা পাইলেও, হতভাগ্য পিণ্ডিরামের রক্ষা পাইবার আর কোন আশা ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর।

একবার পুলিশের হস্তে পড়িলে, তাহাদের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন সহজ কার্য্য নহে। গুণেন্দ্রভূষণ অনেক বলিয়া কহিয়া হাকিমের অনুমতি পাইয়া কলিকাতায় পত্র লিখিলেন।

অমূল্যরতন বাবু পুত্রের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া নানাস্থানে পুলিশে সম্বাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার কোনই সম্বাদ পান নাই। এক মাত্র পুত্রহারা হইয়া গৃহিণী নিতান্ত শোকাতুরা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গুণেন্দ্রভূষণ যে কোন বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহারা প্রথম দ্বারবান ও ভৃত্যের প্রত্যাগমনে অবগত হইলেন। তাহারা আসিয়া বলিল যে তাহারা তাঁহার সঙ্গে মাদারিপুর হইতে নড়াইল যাইতেছিল, পথে কোটালি-পাড় বিলে নৌকায় ঘুমাইয়া পড়ে। যখন তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাহারা দেখিল যে তাহারা একটা বড় নদীর চড়ার উপর পড়িয়া আছে। কেমন করিয়া তাহাদের এ অবস্থা হইল, তাহা তাহারা বলিতে পারে না। তবে তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে দাঁড়ি-মাজিরা কোনরূপ বিষ মিশাইয়া দিয়া তাহাদের অজ্ঞান করিয়াছিল। বাবুর কি হইয়াছে, তাহা তাহারা কিছুই বলিতে পারে না। অনেক কষ্টে, অনেক হাঁটিয়া তাহারা কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছে।

এ সম্বাদে অমূল্যরতন বাবু যে পুত্রের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি মাদারিপুরের হাকিমকে পুত্রের অনুসন্ধানের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন, হাজার টাকা পুরস্কার দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। হাকিম পুলিশের উপর অনুসন্ধানের ভার দিলেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনিত হইলেন।

গুণেন্দ্রভূষণ এ দেশে বিলাতি দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছিলেন;—সুতরাং স্বদেশী যুবকগণ যে তাঁহাকে হত্যা করিবে, তাহাতে, আশ্চর্য্য কি? যদি তাঁহাকে হত্যা করিয়া না থাকে, নিশ্চয়ই কোন স্থানে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে! এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা চারিদিকে পরোয়ানা জারি করিল।

পুত্রের পত্র পাইয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন, গুণেন্দ্র ডাকাত বলিয়া ধৃত হইয়াছে শুনিয়া অমূল্যরতন বাবু একেবারে বিস্মিত ও বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি সেইদিনই কৌসুলি ও উকিল লইয়া মাদারিপুর রওনা হইলেন। কিন্তু ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের হস্তে পতিত হইলে, নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ কার্য্য নহে। অমূল্যরতন বাবু পুত্রকে জামিনেও খালাস করিতে সক্ষম হইলেন না। যথা সময়ে গুণেন্দ্রভূষণ সহ পিণ্ডিরাম দায়রায় প্রেরিত হইলেন।

অমূল্যরতন বাবু কলিকাতা হইতে সর্ব্বপ্রধান কৌসুলি আনয়ন করিলেন। বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গেল, বহু কষ্টে গুণেন্দ্রভূষণ নিষ্কৃতি পাইলেন। অতি সহজেই প্রমাণিত হইল যে, যে দিন ডাকাতি হয়, সে দিন গুণেন্দ্রভূষণ কলিকাতায় ছিলেন। অন্যান্য প্রমাণেও তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইলেন, জজ সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু হতভাগ্য পিণ্ডিরামের পক্ষসমর্থনের জন্য কেহ ছিল না। পুলিশ অতি সহজেই প্রমাণ করিয়া দিল যে সুষেণকুমার ভারত উদ্ধারের জন্য ডাকাতের দল সংগ্রহ করিয়াছিল; পিণ্ডিরাম সর্ব্বদা তাহার ডাকাতিতে সাহায্য করিত। যাঁহার গৃহে ডাকাতি হইয়াছিল, তিনি বলিলেন, ডাকাত দিগের মুখ ঢাকা ছিল, তিনি কাহাকেও দেখিতে পান নাই; তবে তাহাদের মধ্যে যে একজন বামন ছিল, তাহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। যে সকল অলঙ্কারাদি সুষেণকুমারের বাড়ী মাটীর নিম্নে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা সমস্তই এই ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইতে অপহৃত, জুরিগণ অবাধে পিণ্ডিরামকে "দোষী"

বলিলেন,—জজসাহেব তাহার দশ বৎসর সপরিশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন।

বিচার শেষ হইল, পিণ্ডিরাম জেলে গেল। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে একটী কথাও কহে নাই,—কেবল তাহার চক্ষু হইতে এক ভয়াবহ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। ইহাতেই তাহার আরও সর্ব্বনাশ ঘটিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "শালার চোক দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে সে একজন ভয়ঙ্কর ডাকাত।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্রে।

গৃহে গৃহিণী পুত্রের জন্য হাহাকার করিতে ছিলেন। বিচার শেষ হইয়া গেলে, পুত্র খালাস হইয়া বাহিরে আসিবা মাত্র, অমূল্যরতন বাবু পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু গুণেন্দ্র ভূষণ বলিলেন, "আপনি যান, আমি কয়দিন পরে যাইব।"

পুত্রের এই অত্যদ্ভুত কথা শুনিয়া অমূল্যরতন বাবু অতি বিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ পর্য্যন্ত গুণেন্দ্রভূষণ কখনও পিতার অবাধ্য হন নাই। তাঁহার ন্যায় সুপুত্র সকলের ভাগ্যে মিলে না। তিনি পুত্রের সচ্চরিত্রে, সৎস্বভাবে, পিতৃ-বাৎসল্যে ও ভক্তিতে বড়ই সুখী ছিলেন। তাই গুণেন্দ্রভূষণের এ কথায় তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "কেন ?"

গুণেন্দ্রভূষণ অবনত মস্তকে বলিলেন, "আপনি যান ; আমি দুই চারি দিনের মধ্যেই ফিরিব।"

অমূল্যরতন বাবু বলিলেন, "তোমার গর্ব্ভধারিণী তোমার জন্য কত ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছ না ?"

"আপনি গিয়া বলিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন।"

"তুমি যাইতে চাহিতেছ না কেন ?"

"আমি আপনার নিকট কখনও কোন কথা গোপন করি নাই ;—আজও করিব না।"

"বল শুনি,

"আমি যেখানে পীড়িত হইয়াছিলাম, সেখানে একটী মেয়ে, আপনি মোকর্দ্দমার সময় শুনিয়াছেন রামযদু বাবুর কন্যা—আমার যথেষ্ট সেবা করিয়াছে।—আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তবে বাড়ী যাইব।"

অমূল্যরতন বাবু ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কেন?"

গুণেন্দ্রভূষণের মুখ আরক্তিম হইল,—তিনি পিতার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, অবনত মস্তকে বলিলেন, "পুলিশে আমায় হঠাৎ ধরিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে কিছু বলিয়া আসিতে পারি নাই;—বিশেষতঃ তাহারা বড় বিপদে পড়িয়াছে,—"

"এ কাজ মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়া হইতে পারে না কি?"

"আমি খালাস হইয়াছি শুনিলেই মা নিশ্চিন্ত হইবেন।"

"মা বড়,—না এই অপরিচিতা বালিকা বড়!"

"আপনি যান?"

অমূল্যরতন বাবু বিচক্ষণ লোক, তিনি অতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "গুণেন্দ্র! এই কয়দিনে তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিতেছি, কেবল এই বালিকার নিকট বিদায় লইয়া আসা, না আরও কিছু আছে?"

গুণেন্দ্র কথা কহিলেন না, অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন। অমূল্যরতন বাবু বলিলেন, "আমি জানি এ পর্য্যন্ত তুমি কখনও আমার নিকট মিথ্যা কথা কহ নাই; আশা করি আজও সত্য কথা কহিবে।"

এবার গুণেন্দ্র ভূষণ মস্তক তুলিলেন, বলিলেন, কোন অন্যায় কাজ করি নাই, সুতরাং সত্য কথা বলিতে ভীত হইব কেন? আমি সেই বালিকাকে ভালবাসি, যদি সে আমায় বিবাহ করিতে সম্মত হয়, তবে আমি তাহাকে বিবাহ করিব, নতুবা এ জীবনে আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

অন্য লোক হইলে বোধ হয় ক্রোধে কম্পিত হইতেন; অমূল্যরতন বাবু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, কালে কালে হল কি! কিছু বেশি ইংরেজি লেখাপড়া শিখেই আজকালকার ছেলে গুল অধঃপাতে গিয়েছে। বাপের মুখের উপর বলে কি! ঈশ্বর 'কর্ত্তার' সামনে আমি এ কথা বলিলে খড়মপেটা হইতাম।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে ধীরে

সেখানে মিলে না। তোমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে আমার যদি ভালবাসা না থাকিত, তবে কি এই চল্লিশ বৎসর ঘরকন্না চলিত ? তোমার বয়স কম, মন কাঁচা ; এই বালিকা তোমার সেবা-সুশ্রূষা করিয়াছে, তাহার উপর তোমার টান হওয়া বিচিত্র নহে ;—"

গুণেন্দ্রভূষণ বলিলেন, "আপনি ভুল বুঝিতেছেন।"

অমূল্যরতন বাবু মনে মনে বলিলেন, "কাজেই। আমিই গাড়ল। এই হতভাগা ছোঁড়ার বে না দিয়েও বাড়ীর বার করে ?"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিব না। এই অজ্ঞাত কুলশীলা পিতৃ-মাতৃ-হীনা ; মনে মনে বলিলেন, "ডাকাতের বোন," "স্বীকার করিলাম পরমা সুন্দরী—"

গুণেন্দ্রভূষণ বলিলেন, "সে পরমাসুন্দরী নহে।"

অমূল্যরতন বাবু জনান্তিকে বলিলেন, "কি আপদ—তাও নয় ?"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "যাহাই হউক, এ রকম কন্যার সহিত তোমার বিবাহ হওয়া কতদূর যুক্তি সঙ্গত, এ সকলের কিছুই আমি আলোচনা করিব না। তুমি জান, তোমার জীবনের সুখের আমি কখনই অন্তরায় হইব না, আমি সে রকম বাপ নহি।"

"আপনি যান, আমি দুই চারিদিনের মধ্যেই কলিকাতায় পৌঁছিব।"

অমূল্য বাবু কথা উল্টাইলেন, বলিলেন, "তুমি আমায় জেলে বলিয়াছিলে যে সেই বামনটী নির্দ্দোষী—"

গুণেন্দ্র সবেগে বলিলেন,—"নিশ্চয়ই নির্দ্দোষী।"

"তাহা যদি হয়, তবে যাহাতে হাইকোর্ট হইতে এই বেচারি খালাস পায়, তাহাই করা কি তোমার প্রথম কর্ত্তব্য নহে ? চল কলিকাতায় ; মার সঙ্গে দেখা করাও হইবে,—সেই হতভাগার খালাসের ব্যবস্থাও হইবে। দশ পনের দিন পরে, এই বালিকার নিকট আসিও।—দশ পনের দিনের মধ্যে তাহার বিবাহ হইবার সম্ভবনা নাই।"

পিতা তাঁহাকে উপহাস করিতেছেন ভাবিয়া, গুণেন্দ্রভূষণ পিতার মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, তিনি অতি গম্ভীর।

অতি বিচক্ষণ পিতার নিকট পুত্র হারিল।—গুণেন্দ্রভূষণ দশ-পনের দিনের জন্য কলিকাতায় চলিলেন,—কোটালিপাড় গ্রামে যে কি বিপর্য্যয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

গুণেন্দ্রভূষণ এখনও অপরিণত বয়স্ক যুবক মাত্র ;—তিনি কতক পিণ্ডি-রামের জন্য, কতক মায়ের জন্য,—কতক বিনা-কারণে পিতার প্রাণে কষ্ট দেওয়া কোনরূপে উচিত নহে ভাবিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও, দিন কয়েকের জন্য কলিকাতায় যাইতে সম্মত হইলেন ; ভাবিলেন, "পিণ্ডিরামকে খালাস করিয়া লইয়া যাইতে পারিলে, সুপ্রিয়া খুব সন্তুষ্ট হইবে! বিশেষতঃ এতদিন কাটিয়া গিয়াছে, আর দিন কয়েকে আর অধিক কি কষ্ট হইবে ?"

তিনি সুপ্রিয়াকে দেখিবার জন্য উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন, হয় তো জেলে আবদ্ধ না থাকিলে, তিনি তাহার জন্য এত ব্যাকুল হইতেন না। তাহাকে না দেখিতে পাইয়াই, তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কেন, এই কয়দিনে তাহার প্রাণ তাহার জন্য এত অধীর হইয়াছে, তাহাত তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি এরূপ ভালবাসা আর কখনও কাহাকেও বাসেন নাই; তবে তাঁহার যথেষ্ট উপন্যাসাদি পাঠকরা ছিল, সুতরাং তিনি যে সুপ্রিয়াকে ভালবাসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি বিস্তৃত বিলের মধ্যে জ্যোৎস্না রাত্রে প্রথম যখনই তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখনই তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। সুপ্রিয়া কি তাঁহাকে একটুও ভালবাসে ? সে কেন তাঁহাকে ভালবাসিবে। শতবার, বোধ হয় সহস্রবার, তিনি প্রাণে প্রাণে এ প্রশ্ন করিয়াছেন।

তিনি জেলের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া সমস্ত রাত্রি সুপ্রিয়ার কথা ভাবিয়াছেন। শত সহস্রবার প্রাণে প্রাণে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যদি খালাস পান, তবে তখনই তাহার নিকট গিয়া এ কথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, মনে মনে সহস্রবারই স্থির করিয়াছেন। যদি কাহাকেও বিবাহ করিতে হয়, তবে তাহাকেই বিবাহ করিবেন, মনে মনে কতই গড়িয়াছেন, কতই ভাঙ্গিয়াছেন, জেলে তাঁহার হৃদয়ে এই সুখের স্বপ্ন অবিরাম জাগুরুক ছিল বলিয়াই জেলের কষ্ট তাঁহার তত উপলব্ধি হয় নাই। কিন্তু জেল হইতে বাহির হইয়াও তাঁহার সুপ্রিয়ার নিকট ছুটিয়া যাওয়া ঘটিল না, প্রাণ যাহার জন্য ব্যাকুল হয়, সকল সময়ে তাহা ঘটিয়া উঠে না। তিনি

অমূল্যরতন বাবু ভাবিলেন, "বাড়ী গেলেই ছেলের মাথার রোগ সারিবে।" গুণেন্দ্রভূষণ ঘরের ছেলে ঘরে গেলেন, আর হতভাগ্য পিণ্ডিরাম বিনাপরাধে জেলে পাথর ভাঙ্গিতে চলিল ! সংসারে নিয়তির লীলা অত্যদ্ভুত ?

জেল-কর্ম্মচারিগণ ভাবিয়াছিলেন যে এই দুর্দ্দান্ত বামন লইয়া তাঁহাদের অনেক কষ্ট পাইতে হইবে ; কিন্তু কয়দিন পিণ্ডিরাম জেলে থাকিবার পরেই তাঁহারা বুঝিলেন যে তাহার ন্যায় নিরীহ কয়েদী আর কেহ নাই। অতি কঠিন পরিশ্রমের কাজ সে নীরবে করিত, তাহাতে কোনরূপ রাগ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিত না ! এমন কি সে অনেক সময়ে পরের কাজও করিয়া দিত।

ভাল মানুষের জয় সর্ব্বত্র। তাহাকে নিতান্ত নিরীহ, কর্ম্মশীল, পরিশ্রমী দেখিয়া জেল-কর্ম্মচারিগণ তাহার উপর সদয় হইলেন। কয়েদীদিগেরও অনেক কাজ সে করিয়া দিত বলিয়া তাহারাও তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া পড়িল। কিন্তু জেলে আসিয়াও সে কাহারও সহিত কখনও একটি কথাও কহিল না, নীরবে যাইত, নীরবে বেড়াইত, নীরবে কাজ করিত, মুখে কথা নাই, তাহাই সকলেই "হাবা বামন" বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল।

যে সুবিধা পিণ্ডিরাম খুঁজিতেছিল, ক্রমে সেই সুবিধা তাহার ঘটিয়া উঠিতে লাগিল। কয়েদীগণ তাহার সহায় হইল, অন্ততঃ তাহার বিরুদ্ধে তাহারা কেহ কিছু বলিবে না এটা স্থির, জেল-কর্ম্মচারিগণও তাহার উপর আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন না। প্রহরিগণ তাহাকে ভালমানুষ 'হাবা বামন' ভাবিয়া তাহাকে আর তত পাহারায় রাখিত না। কাজেই ক্রমে পিণ্ডিরামের অনেক স্বাধীনতা লাভ ঘটিল, পিণ্ডিরাম কথা কহিতে না পারিলেও অতি বুদ্ধিমান সুচতুর ছিল। যে কোন উপায়ে জেল হইতে পালায়নই তাহার অভিসন্ধি। সে জেলে আসিয়া প্রথমদিন হইতে দিনরাত্রি সেই সুবিধা খুঁজিতেছিল ;—যাহা করিতেছিল, সমস্তই এই একমাত্র অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য ! পালাইলে আবার ধরা পড়িবে, আবার জেল খাটিতে হইবে ;— সে ইহাও জানিত, তবুও সে জেল হইতে পালাইবার জন্য ব্যাকুল। পালাইবার জন্য সে একরূপ উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বাহ্যিক অবিচলিত পাষাণ জড়বৎ ভাবে তাহার মনের অভিসন্ধি অবগত হইবার উপায় কাহারও ছিল না। সে পাথর ভাঙ্গিত, ঘানি টানিত, চট সেলাই করিত,

পরিশ্রম করিত ; বোধ হইত তাহার দেহেপ্রাণ বলিয়া কোন পদার্থ নাই ; কিন্তু তাহার চতুষ্কোণ গোল দেহ মধ্যে যে প্রাণ ছিল, তাহা অনেকের দেহেই নাই। সে প্রাণ দিয়া সুপ্রিয়াকে ভালবাসিত। স্বরূপ মণ্ডলের ভালবাসা পৈশাচিক, গুণেন্দ্রভূষণের ভালবাসাও মানবিক পার্থিব ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংসারে নিস্বার্থ দৈবিক ভালবাসা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে পিণ্ডিরাম সেই অনুপমেয় ভালবাসায় সুপ্রিয়াকে ভালবাসিত। সে সুপ্রিয়াকে গুণেন্দ্রভূষণের ক্রোড়ে দিতে দুঃখিত নহে, সে নিজ হৃদপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া সুপ্রিয়াকে সুখী করিতেও ব্যগ্র ; কিন্তু সে স্বরূপ মণ্ডলের হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিবার জন্য উন্মত্ত রাক্ষস।

এক্ষণে তাহার হৃদয় মন প্রাণ একমাত্র চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আর তথায় অন্য দ্বিতীয় চিন্তা ছিল না। জেল হইতে পলাইতে হইবে। যে কোন উপায়ে পলাইতেই হইবে। এই চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই তাহার হৃদয়ে ছিল না। যাহার যে বিষয়ে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে সে কবে সে কার্য্যে সিদ্ধ না হইয়াছে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভয়াবহ কথা।

এ পর্য্যন্ত দুঃখ কষ্ট রাগ বা সন্তোষ, ইহার কিছুরই চিহ্ন একদিনের জন্যও পিণ্ডিরামের মুখে প্রকাশ পায় নাই। আজ সহসা তাহার মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখা দিল। আর কেহ ইহা লক্ষ্য করিল কিনা তাহা বলা যায় না ;—তবে সে যে প্রাণে প্রাণে আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে, তাহা সে সময়ে যে তাহার চক্ষু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিত, সেই উপলব্ধি করিতে পারিত।

তাহার আনন্দের কারণ,—একটী নূতন কয়েদি জেলে আসিয়াছে। তাহার চিরপরিচিত "নেলাখেলা"। সন্ধ্যার পরে, সমস্ত দিনের কঠিন পরিশ্রমের পর পিণ্ডিরাম ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কারাগারের অন্ধকার কক্ষে কম্বলের উপর পড়িয়াছিল। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রাণ যেন উদাস জড় হইয়া গিয়াছে, তাহার চিন্তাশক্তি লোপ
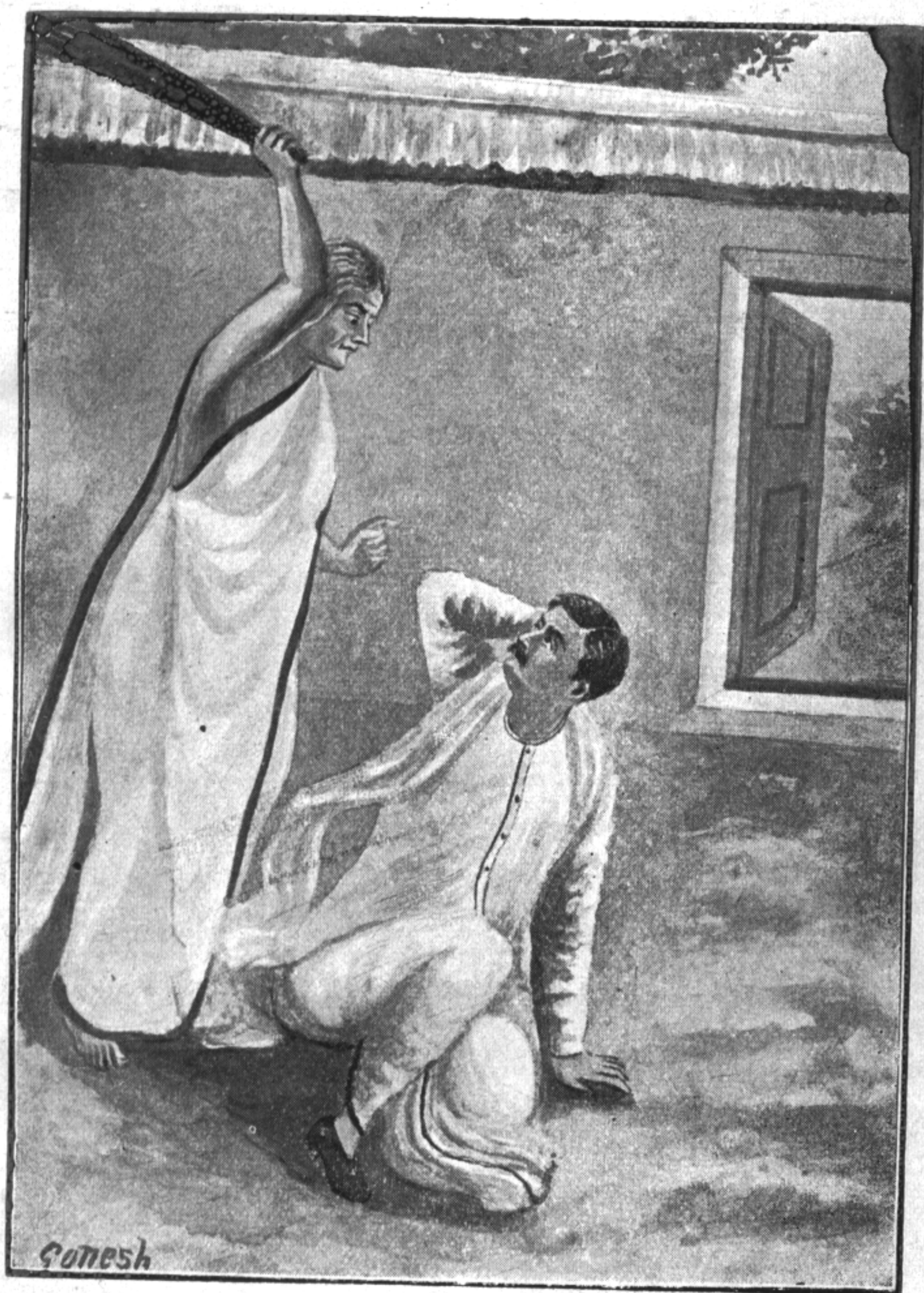
ভট্টগৃহিণী ও স্বরূপমণ্ডল।

কক্ষমধ্যে সে একাকী নয়, আরও কয়েকজন কয়েদী আছে।—সকলেই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত,—নিজের নিজের দুঃখে উৎপীড়িত, কাহারও সহিত কাহারও কথা কহিবার ইচ্ছা নাই, সামর্থ্যও নাই। কেবল জেলের পুরাতন পাকা কয়েদিগণই জেলকে নিজ ঘর-বাড়ী ভাবিয়া নিজ কর্ম্মের অবসানে রাত্রের অন্ধকারে হাসি তামাসা করিয়া কাটাইত। তাহাদের নিকট জেলের বিভীষিকা বহুকাল লোপ হইয়াছে। তাহাদের স্থান সতন্ত্র। পিণ্ডিরাম তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য অন্যান্য ভদ্র কয়েদীদের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। তাহাই তাহার পক্ষে জেলের পৈশাচিকতা ছিল না। সে এখানে অন্ততঃ রাত্রিটা নির্জ্জনে, শান্তিতে সুপ্রিয়ার চিন্তায় দুঃখে সুখে কাটাইতে পারিত। যখন তাহার ভাবিবার ক্ষমতা আসিত, তখন সে সেই সুদৃঢ় প্রাচিরবেষ্টিত কক্ষ মধ্যে পড়িয়া অন্ধকারে সমস্ত রাত্রি কিরূপে এখান হইতে পলাইবে, কিরূপে সুপ্রিয়ার নিকট ছুটিয়া যাইবে, তাহাই চিন্তা করিত।

আজও সে তাহার কম্বলের উপর অসাড় হইয়া পড়িয়া ছিল, নড়িবার চড়িবার ভাবিবার ক্ষমতা ছিল না। সহসা অন্ধকারে সে বলিল, "ওলে বামুলা, কেমন আছিস্।"

এই অত্যদ্ভুত শব্দে পিণ্ডিরামের চৈতন্য হইল। যে দিক হইতে এই অভূতপূর্ব্ব মনুষ্য শব্দ উত্থিত হইল, সে সেই দিকে চাহিল। অন্ধকারে প্রথম সে কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু অন্ধকারে থাকিয়া থাকিয়া তাহার অন্ধকারে দেখিবার শক্তি জন্মিয়াছিল, সে ভাল করিয়া লোকটাকে দেখিয়াই বুঝিল সে তাহাদেরই কোটালিপাড়ের "নেলাখলা।"

ইহার বয়স একুশ বাইশ হইয়াছে। ছেলেবেলায় ইহার বাপ মার মৃত্যু হওয়ায় পাড়ার মথুর বাবু ইহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভগবান ইহাকে বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই দেন নাই। সে কথাও পরিষ্কার কহিতে পারিত না। তাহাই তাহার নাম "নেলাখেলা।" সে মথুর বাবুর গরু চরাইত, তাহারই বাড়ী দুটী দুটী খাইত, সকলে তাহাকে একরূপ পাগল বলিয়াই জানিত, এই জন্য তাহাকে জেলে দেখিয়া পিণ্ডিরাম বিস্মিত হইল। আজ সে প্রথম কথা কহিল, বলিল, "মুই এখানে!"

নেলাখেলা হাসিয়া উঠিল, বলিল, "লি মজা! দুমাল, দুমালের জন্যে এছি!"

যা"সেন!"

"লি মজা! লণ্ডোল কি কলেছিল, দালোগা বল্লে লেবার একজনকে জেলে লা পাঠালে হালিম শুলবে লা। লাই লণ্ডোল লামায় বল্লে, লেলাখেলা, তুমাল জেলে ঘুলে আয়, তোলে বলো লোক ক'লে দিব। লাঙ্গাবউ লেব, লাই এলেছি, লি মজা। হালিম বল্লে কলেছিস, লামি বল্লাম কলেছি। লি মজা!"

পিণ্ডিরাম বুঝিল। দুর্বৃত্ত স্বরূপ মণ্ডল যাহা করিয়াছে, তাহাতে এক-জনকে জেলে না পাঠাইলে দারোগারও চাকরি থাকে না, সেও রক্ষা পায় না, তাহাই দুইজনে পরামর্শ করিয়া এই হতভাগাকে জেলে পাঠাইয়া দিয়াছে! অনেক স্থানে প্রত্যহ এইরূপ ঘটিতেছে না কি?

পিণ্ডিরাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তাহাকে নীরব দেখিয়া নেলা খেলা বলিল "লে বামুলা লুই জালিস লা, লামি জালি!"

"কি যালিস!"

"ছোলাকে মাল্লে লি মজা! লোণ্ডোল তাল গলায় কাপল দিয়ে লুলিয়ে ফেল্লে! লি মজা! লামি লখন লোণ্ডোলের সঙ্গে লিলাম।

"কে ছোলা!"

"তোল মলিব!"

সহসা দেহের ভিতর বিদ্যুৎ ছড়াইয়া পড়িলে মনুষ্যের যে ভাব হয়। পিণ্ডিরামের তাহাই হইল। বারুদ-স্তুপে অগ্নি সংযুক্ত হইলে তাহা যেরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়; ঠিক সেইরূপ ভাবে পিণ্ডিরাম লম্ফ দিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে প্রকৃতই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। আর দুর্ব্বৃত্ত স্বরূপ মণ্ডলই সুষেণকুমারকে হত্যা করিয়াছে। তিনি জীবিত থাকিতে তাহার সুপ্রিয়াকে পাইবার আশা ছিল না, তাহাই ঠগদিগের ন্যায় অন্ধকারে তাহার গলার কাপড় জড়াইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। এ কথা তাহার মনে একবারও হয় নাই! সে সময়ে স্বরূপমণ্ডল উন্মত্ত পিণ্ডি-রামের সম্মুখে পতিত হইলে তাহার জীবনও মুহূর্ত্ত রহিত না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দোহাই মহারাজার!

সৌভাগ্যের বিষয় নেলাখেলা পিণ্ডিরামের দানবমূর্ত্তি অন্ধকারে দেখিতে পাইল না। সে খিল খিল করিয়া হাসিতেছিল!

অতি শীঘ্রই পিণ্ডিরাম আত্ম সংযম করিল, আজ সে প্রাণে যে আনন্দলাভ করিল তেমন আর এ জীবনে কখনও উপলব্ধি করে নাই। এত দিন তাহার এই জেল হইতে পলায়ন ব্যতীত আর অন্য চিন্তা ছিল না। আজ এক নূতন চিন্তায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল !

স্বরূপ মণ্ডল যে ভয়ঙ্কর লোক তাহা সে জানিত। সেই যে ডাকাতি করিত, তাহাও সে জানিতে পারিয়াছিল। সুপ্রিয়াকে সেই স্বরূপমণ্ডলের ডাকাতির কথা বলিয়াছিল ; কিন্তু সে যে সুষেণ কুমারকে হত্যা করিয়াছে, তাহা সে একবারও মনে ভাবে নাই। এখন তাহার মনে পড়িল, যখন পুলিশ সুষেণকে ধরিয়া লইয়া যায়, তখন স্বরূপ মণ্ডলও মাদারিপুর গিয়াছিল। সুষেণের মৃত্যুর দুই তিন দিন পরে সে বাড়ী ফিরিয়া আইসে, এখন তাহার মনে পড়িল যে, সে মাদারিপুর যাইবার সময় এই নেলাখেলাকে ভৃত্যরূপে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। নেলাখেলার বুদ্ধি সুদ্ধি নাই, সে কিছু দেখিলেও কাহাকে বলিতে পারিবে না ; বলিলেও লোকে পাগলের কথা বলিয়া কাণ দিবে না। স্বরূপ মণ্ডল ইহাই মনে করিয়া অন্য চাকর না লইয়া অনেক সময়ে তাহাকে সঙ্গে লইত, কিন্তু দুর্বৃত্তগণ যতই কুট বুদ্ধি ব্যবহার করুক না কেন, ভগবানের মহিমায় তাহাকে নিজে নিজের জালে সময়ে সময়ে জড়াইয়া পড়িতে হয়। স্বরূপ মণ্ডলের ঠিক তাহাই ঘটিল। সে আত্মরক্ষার জন্য এই হতভাগ্যকে জেলে না পাঠাইলে, তাহার সহিত পিণ্ডিরামের সাক্ষাৎ হইত না। তাহার সর্ব্বনাশেরও সুত্রপাত ঘটিত না।

আজ পিণ্ডিরামের হৃদয় হইতে পলায়ন ইচ্ছা সম্পুর্ণ লোপ পাইল। কিসে সে দুর্বৃত্ত দুরাত্মা স্বরূপ মণ্ডলকে ধরাইয়া দিয়া তাহার পাপ লীলার শেষ করিবে, তাহারই জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সমস্ত রাত্রি সে নেলাখেলাকে পার্শ্বে রাখিয়া তাহার অদ্ভুত ভাষায় ফীস্‌-ফাস্‌ করিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। "লাঙ্গাবউ ও অনেক টাকার" প্রলোভনও দেখাইল।—এক রাত্রের মধ্যেই সে তাহাকে সম্পূর্ণ হাত করিয়া ফেলিল। মণ্ডল যে দুর্ব্বৃত্ত, আপনাকে জেল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাহাকে জেলে পাঠাইয়া দিয়াছে, সে আর ইহ-জীবনে জেল হইতে খালাস পাইবে না, তাহার লাঙ্গাবউ ও টাকা দিবার কথা সব মিথ্যা

নেলাখেলা স্বরূপ মণ্ডলের উপর রাগ করিয়া তাহার সকল কথা হাকিমকে বলিয়া দিতে স্বীকার করিল। সে তাহার বাড়ীর কোন কোন স্থানে ডাকাতির দ্রব্য পুঁতিয়া রাখিয়াছে, তাহাও দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল।

পিণ্ডিরামের আজ আনন্দ ধরে না। সমস্ত রাত্রি নেলাখেলাকে গড়িয়া পিটিয়া সকাল হইবা মাত্র সে তাহাকে জেলারের সম্মুখে উপস্থিত করিল। তাহার নিজ সংক্ষিপ্ত ভাষায় মন্তব্য জানাইল। তখন নেলাখেলাও তাহার স্ব-বুলিতে স্বরূপ মণ্ডলের সমস্ত কীর্ত্তি বিবৃত করিল।

সমস্ত শুনিয়া জেলার গম্ভীর হইলেন। ব্যাপার গুরুতর; পাগলের কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও উচিত নহে। "যাহা হয়, বড় সাহেবেরা বুঝিবেন, আমি এ দায়িত্ব লইব কেন," এইরূপ স্থির করিয়া জেলার বাবু নেলাখেলার সমস্ত কথা লিখিয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট, ও জেলের সুপারিণ্টেণ্ড ডাক্তার সাহেবকে মাদারিপুরে টেলিগ্রাফ করিলেন। তাহার পর তাঁহার সহকারি জেলার ও চারিজন ওয়ার্ডার সঙ্গে দিয়া নেলাখেলা ও পিণ্ডিরামকে মাদারিপুরে পাঠাইলেন।

সাহেবগণ মাদারিপুর হইতে কোটালিপাড় যাত্রা করিতেছিলেন;—এতক্ষণে তাঁহারা কোটালিপাড়ে পৌঁছিতেন; কিন্তু পথে একটু গোল হওয়ায়, তাঁহারা মাদারিপুরে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। পুলিশ-কনেষ্টবল, চাপরাশি প্রভৃতি কাহারও কথা না শুনিয়া এক বলবান কৃষ্ণকায় মূর্ত্তি "দোহাই হুজুরের, দোহাই হুজুরের" বলিতে বলিতে তাঁহাদের জাহাজের উপর আসিয়া পড়িল। কনেষ্টবল ও চাপরাসিগণ তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে ধাক্কা মারিতে মারিতে দূর করিতেছিল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব বাহিরে আসিয়া নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তুমি কে, কি চাও?"

সে বলিল, "হুজুর আমি গোবিন্দ গোয়ালা। হুজুর মা বাপ, হুজুর ধর্ম্ম-অবতার, রক্ষা করুন। মারতে হয়, হুজুর মারুন?"

"কি হইয়াছে বল, কোন ভয় নাই।"

"হুজুর মা বাপ, ভয়ে হুজুরের কাছে কেউ আসতে সাহস করে নি; সব ঘর বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে। আমি মহারাজার দোহাই দিচ্চি হুজুর। ডাকাত তালুকদার স্বরূপ মণ্ডল—আর কেউ নয়। সে লোকের বৌ ঝি কেড়ে নেচ্চে, আমাদের ভিটে মাটি চাটি করে দিচ্চে;—দোহাই হুজুরের, দোহাই মহারাজার?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গোবিন্দ গোয়ালাকে জাহাজের কামরার ভিতর লইয়া গেলেন। পুলিশসাহেব ডাক্তারসাহেব তথায় বসিয়াছিলেন, গোবিন্দকে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিতভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। সাহেব একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে বল। কোন ভয় নাই। তুমি যে কথা বলিয়াছ, তাহা প্রমাণ না করিতে পারিলে, তোমার জেল হইবে।"

গোবিন্দ গোয়ালা বলিল, "ঐ ভয়ে হুজুর কেহ সাহস করে হুজুরের কাছে বলে না। হুজুর আমায় জেলে দিন, হুজুর মা বাপ, হুজুর দেশের লোককে রক্ষা করুন।"

"কি বলিবার আছে বল।"

গোবিন্দ গোয়ালার অধিক কিছু বলিবার ছিল না। স্বরূপ মণ্ডল অত্যাচারি, স্বরূপ মণ্ডল দুর্ব্বৃত্ত, স্বরূপ মণ্ডল ডাকাতি করে, স্বরূপ মণ্ডল রামযদু বাবুর মেয়েকে কাড়িয়া লইয়া তাহার জাত খাইবে। এ সমস্তই সে বলিল, যাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে সাহস করে নাই, অসম সাহসিক, সরল প্রাণ গোয়লা, গ্রামের লোককে রক্ষা করিবার জন্য কাহাকে কিছু না বলিয়া পলাইয়া আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাণ মন খুলিয়া সকল কথা সাহেবকে বলিল। প্রাণের দুঃখ প্রাণ খুলিয়া জ্ঞাপন করিল। কিন্তু ইংরাজি আইন যে অতি জটিল, তাহা তাহার জ্ঞান ছিল না। সাহেব বলিলেন, "এ সকল প্রমাণ করিতে পারিবে ?"

গোবিন্দ বলিল, "হুজুর মা বাপ, হুজুর প্রমাণ করিয়া লইবেন। তদারগ করিলেই সব প্রমাণ হইবে।"

পুলিশ-সাহেব মৃদু হাসিলেন, "স্বরূপ মণ্ডল, তোমার কি করিয়াছে ?"

গোবিন্দ গোয়ালা বলিল, "আমার সে কি করিবে ?"

"তবে তাহার বিরুদ্ধে বলিতে আসিয়াছ কেন ?"

"গাঁয়ের দশজনের জন্যে ?"

এরূপ "উড়ো" কথার উপর নির্ভর করিয়া স্বরূপ মণ্ডলের ন্যায় লোকের বিরুদ্ধে কিছু করা যাইতে পারে না। পাদরি-সাহেবগণ যাহাকে এত ভাল

বলেন, পুলিশ যাহার এত প্রশংসা করে, তাহার বিরুদ্ধে কোন লোক কিছু বলিলে, সে যে কেবল হিংসা পরতন্ত্র হইয়া এ কথা বলিতেছে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তিন সাহেবের মনেই এই কথা উদিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব "দরখাস্ত কর" বলিয়া, গোবিন্দ গোয়ালাকে বিদায় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়ে চাপরাসি তাঁহার হস্তে একখানি টেলিগ্রাফ দিল।

সাহেব টেলিগ্রাফ পাঠ করিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন। টেলিগ্রাফ খানি পুলিশ-সাহেবের হস্তে দিলেন; টেলিগ্রাফ ফরিদপুরের জেলের জেলার বাবুর। গোবিন্দ গোয়ালার কাতর আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে জেল হইতেও স্বরূপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে কথা!

পুলিশ-সাহেব কোটালিপাড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বরূপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে যদি কিছু থাকে, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। যতক্ষণ না নেলাখেলা ও পিণ্ডিরাম উপস্থিত হয়, ততক্ষণ মাদারিপুরে জাহাজ রাখিবার আজ্ঞা দিলেন। গোবিন্দকে হাজতে পাঠাইলেন। "দোহাই হুজুর, হুজুর মা বাপ, হুজুর ধর্ম্ম-অবতার। হুজুরের এই বিচার হলো, "বলিতে বলিতে গোবিন্দ গোয়ালা ধাকা খাইতে খাইতে জেলে চলিয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব পুলিশ-সাহেবকে বলিলেন, "ইহার সত্য মিথ্যা আমি প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করি। আমরা কিসের অনুসন্ধান করিব, ইহা যেন কোনরূপে কোন পুলিশ কর্ম্মচারি না জানিতে পারে। আমরা যে অনুসন্ধানে আসিয়াছি, তাহাই অনুসন্ধান করিতেছি, তাহাই যেন প্রচার থাকে।"

বিচক্ষণ ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে জেলার ভার থাকিলে, সহস্র গোলযোগে অতি সহজেই মিটিয়া যায়; প্রজাগণ রাজাকে ধন্য ধন্য করিতে থাকে। আজ ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বিচক্ষণ না হইলে, দেশ মধ্যে একটা অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িত, দুর্ব্বৃত্ত পাপীরই জয় হইত, সহস্র সহস্র লোক হাহাকার করিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিত?

রাত্রি নয়টার সময় সহকারি জেলার পিণ্ডিরাম ও নেলাখেলাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব তাহাদিগকে নিজ কামরায় আনিয়া তাহাদের সমস্ত কথা শুনিলেন। তাহার পর তাহাদের জাহাজেই আটক রাখিলেন; জাহাজ হইতে কাহাকেই তীরে নামিতে অনুমতি দিলেন না।

আজ পূর্ণিমা, সমস্ত পৃথিবী পূর্ণচন্দ্রের মল্লিকাফুল সদৃশ
ষিত হইতেছিল, সেই পূর্ণিমা,—আর আজও পূর্ণিমা

অষ্টম পরিচে

বিপদের ত

যে সময়ে হতভাগ্য পিণ্ডিরাম
বুঝিতে না পারিয়া জাহাজের ছা
আকাশের তারার দিকে একদৃষ্টে চ
রেলে গোয়ালন্দের দিকে আসিতে f

অমূল্যরতন বাবু বিচক্ষণ হ
করিতে পারিলেন না। ভালবাসা
ধীরে হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে প্রবে
হৃদয় হইতে দূর করিতে পার
যে দুই চারি দিনে পুত্রের
প্রেম মিটিয়া আসিবে, তাহা
দেখা দিবে ;—কিন্তু দেখিলেন ত
প্রয়োগ আবশ্যক।

গুণেন্দ্রভূষণ কলিকাতায় আসি
নাই ;—সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই,
করিতেছিলেন, তাহা নহে ; কিন্ত
হইতে দুর করিতে পারিলেন ন
পাইলেন, ততই তাহার মূর্ত্তি তাঁ-
যাইতে লাগিল। তিনি আর
পিতার সঙ্গে একরূপ কলহ হই
বা গরীবের মেয়ে। টাকা ক
কর্ত্তে চায়, তখন তুমি আপত্তি

কর্ত্তা ভ্রূকুটি করিলেন
যাবে।” কিন্তু পরে দেখি

"পথিক, তুমি পথ হারিয়েছ"—

—কপালকুণ্ডলা—

Engraved and Printed at the FINE ART PRINTING SYNDICATE,—JORASANKO, CALCUTTA.

গল্পলহরী

১ম বর্ষ | বৈশাখ ১৩২০ | ১০ম সংখ্যা

আদর্শ বন্ধু।

চারু অমলের হাত ধরিয়া বলিল "চল্‌না বেড়াতে যাই, এই কোণের ভিতর বসে কি কচ্ছিস্ ?" অমল একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "এই যাই ভাই, জ্যামিতির অঙ্কটা বড় কঠিন পড়েছে, তাই একটু কস্‌ছিলাম।" অমল কাগজ বই গোছাইয়া উঠিল। চারু অমলের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "এই পাঁচ ঘণ্টা স্কুলে পড়ে এসে আবার যদি এখন ঘরে পড়বি, স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌বে কি করে ?" "তা সত্যি, কিন্তু চারু, সত্যি বল্‌ছি ভাই, আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠলে তার মীমাংসা না করে অন্য কাজে যেতে পারিনে।" চারু হাসিয়া বলিল "এইতো পুরুষের লক্ষণ" কথাটা একটু বিদ্রুপস্বরে বলিল, অপ্রস্তুত অমল একটু হাসিল মাত্র।

দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীতীরে উপস্থিত হইল। বসন্তকাল ; স্বচ্ছতোয়া তটিনী নাচিতে নাচিতে সাগর উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। হঠাৎ আকাশের এককোণে একটু মেঘ দেখা গেল, দুই বন্ধু কথায় মগ্ন, সে মেঘ লক্ষ্য করিল না—ঝড় উঠিল, প্রশান্ত তটিনীসুন্দরী উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া তার বক্ষবিহারী তরী-আরোহীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সহসা "গেল গেল কে আছ রক্ষা কর" এই করুণস্বর শোনা গেল। অমল ও চারু এখনও নদীতীরে প্রকৃতিদেবীর অসম্ভবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া একটু বিস্মিতভাবে নদী বক্ষের চঞ্চল উর্ম্মিমালা দেখিতেছিল, সহসা করুণস্বর শ্রবণে অমল বলিল "চারু, চারু, কা'দের নৌকা বুঝি ডুব্‌ল"—উভয় বন্ধু মুহূর্ত্তে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময়

স্থানিত। সম্মুখস্থ অর্দ্ধমগ্ন-প্রায় তরী লক্ষ্য করিয়া সেই উত্তাল-তরঙ্গময় জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল, তরীর নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তরী ডুবিল।

নৌকারোহীদিগের মধ্যে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাকে অমল ধরিল, কিন্তু সপ্তদশবর্ষীয় ক্ষীণকায় বালক সেই বালিকার ভার বহন করার ক্ষমতা কোথায় পাইবে?—সে বড়ই বিপদগ্রস্থ হইল। এমন সময় চারু তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া বালিকাকে ধরিয়া অমলকে অবসর দিল, তীরের দিকে সাত্‌রাইয়া চলিল, অমল আবার একবার চারিদিকে খুঁজিল, আর কাহাকেও পাইল না। চারু ডাকিতেছে "অমল তীরে চল।" সে ভারাক্রান্ত, ধীরে ধীরে তীরের দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু অমল অপর লোক খুঁজিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তীরে যাওয়ার সাধ্য হইল না; অমলও ডুবিল, চারু তীরে উঠিয়া দেখিল,—অমল উঠে নাই, চারু উনবিংশবর্ষীয় যুবা, বলিষ্ট, দৃঢ়কায়, তার পরিশ্রম হইলেও সে বেশী কাতর হয় নাই, বালিকাকে তীরে দাঁড়াইতে বলিয়া সে জলে পড়িল, তখন ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে। বিস্তর খুঁজিয়া চারু অমলকে পাইল না। হতাশ অবসন্ন চিত্তে সে তীরে উঠিল, কিন্তু তার পা অচল, সে প্রাণসম বন্ধু অমলকে নদীর জলে ফেলিয়া একা কেমন করিয়া গৃহে যাইবে! গৃহে ফিরিতে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল।

২

দুইবৎসর কাটিয়া গিয়াছে, অমলের পিতা মাতা ভ্রাতা সকলেই অমলের কথা না ভুলিলেও তার শোক অন্তর্নিহিত করিয়াছে, বাহিরে অমলের কথা আলোচনা নাই; কেবল প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা নদীতীরে চারু বসিয়া অমলকে ভাবিত, তার মনে হইত এখনি অমল তার চোখ টিপিয়া ধরিবে। অমলের পড়িবার বইগুলি সযত্নে নিজগৃহে সাজাইয়া রাখিয়াছে. একখানি ফটো• শয্যাপার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক রবিবারে অমলের সঙ্গে যে যে স্থানে বেড়াইত, সেই সেই স্থানে বেড়ায়, যেন কি হারানিধি খুঁজিয়া বেড়ায়; প্রত্যহ অমলের স্বহস্ত-রোপিত ফুলের গাছ্‌গুলিতে সহস্তে জল দেয়, অমল গাছের ফুল তোলা ভালবাসিত না, চারু অমলকে রাগাইবার জন্য কত ফুল ছিঁড়িত, এখন একটি ফুল তোলে না, কাহাকে তুলিতেও দেয় না।

যে জলমগ্না বালিকাকে উদ্ধার করিতে অমল আপন অমূল্য জীবন বিনা ক্ষোভে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে বালিকা চারুর গৃহে। চারুর পিতা মাতা অতি আদরে সেই বালিকাকে গৃহে স্থান দিয়াছেন। চারু ভিন্ন তাঁদের সন্তান নাই। চারু কুলিন ব্রাহ্মণ,

মুখোপাধ্যায়-কন্যা। সঠিক পরিচয় তার বাসগ্রাম হইতে আনাইয়াছেন। তার পিতামাতার সে একমাত্র সন্তান। পনের টাকার অভাবে এতদিন বিবাহ হয় নাই। বালিকা এখন ষোড়শবর্ষীয়া, তার নাম বিভাময়ী। বিভা বড় সুন্দরী, আয়তচোখ নীলোৎপলের মত; সন্ধ্যা-তারার মত স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টি, কুঞ্চিত কেশ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন। চম্পক নিন্দিত বর্ণ, বিভা বেশ লেখাপড়া, গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী; সর্ব্বাপেক্ষা তার সুকোমল লজ্জা-নম্র স্বভাব বেশী মধুর। চারুর পিতা হরিশবাবু ঐ বালিকার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পুত্রবধু করিবার মানস করিয়াছেন। গৃহিণী এ প্রস্তাবে খুব সন্তুষ্টা, গ্রামবাসীদিগেরও পূর্ণসম্মতি, বালিকার পিতামাতা জলমগ্ন, তাঁদের উদ্দেশ নাই, সুতরাং বিবাহ বিষয়ে বালিকা ব্যতীত সম্মতি দেবার কেহ নাই; কিন্তু চারু এ বিবাহে রাজি হয় নাই, অথচ সে যে বিভাকে ভালবাসে ইহা নিশ্চয়। বিভা হাটিয়া গেলে সে স্থিরদৃষ্টিতে মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া থাকে। বিভার সামান্য অসুখ হইলে সে ব্যস্ত হয়, বিভাকে দিবানিশি তার কাছে রাখিতে ইচ্ছা কিন্তু সে ইচ্ছাকে সজোরে দমন করার জন্য চেষ্টা করে। সে সর্ব্বদা বাহিরে থাকে। পিতামাতা সকল সময় বিবাহের জন্য তাকে পীড়াপিড়ি করেন, সে একমাত্র উত্তর দেয় "বিবাহ করিব না।"

বিভাও চারুকে ভালবাসে, সে চারুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে, চারুর শয্যা-রচনা, পান সাজা, ভাত দেওয়া সবই সেই করে। সযত্নে পড়িবার ঘরের বইগুলি সাজাইয়া রাখে, চারু খাইতে বসিলে আড়াল হইতে অনিমেষ-নয়নে দেখে, বিভা ভাবে " আমার এমন কি ভাগ্য যে,—দেবতার দাসী হইব।"

চারু যখন কিছুতেই বিবাহে সম্মতি দিলনা, তখন একদিন পিতা ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছি, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি তুমি বিয়ে করতে রাজি নও?"

চারু,—"আজ্ঞে হাঁ," পিতা,—"কেন?" চারু,—"কারণ আছে" পিতা,—"আমি সে কারণ শুনতে চাই। তুমি আমার একমাত্র পুত্র, বংশ রক্ষা করার দরকার তো?"

চারু,—"ভগবানের তা ইচ্ছা নয়, যদি বংশ রক্ষা তিনি আবশ্যক বোধ করিতেন আমার বিয়েতে প্রবৃত্তি হ'ত।" পিতা,—"অত ভাগ্য মানা চলেনা, পুরুষকার মানাও দরকার, তুমি কেন বিয়ে করবে না? এ পাত্রী তোমার মনোনীতা না হয়, অন্য পাত্রী দেখি।"

পছন্দ করেছেন, আমার আবার অমত কি ? তবে কথা হচ্ছে, বাবা ! আমি মোটেই বিয়ে করব না।" পিতার সম্মুখে পুত্রের এরূপ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যন্বিত হইবেন না। পিতার একমাত্র পুত্র, সুতরাং ছোট বেলা হইতে অতিরিক্ত আদর আবদার পাইয়া কতকটা সঙ্কোচবিহীন ও একগুঁয়ে হইয়াছে।

পিতা, দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"কারণ শুনতে চাই।"

চারু কিছুক্ষণ নীরবে ভাবিল, পরে প্রশান্তমুখে দৃঢ়স্বরে বলিল,—"আমার প্রতিজ্ঞা জগতে প্রকাশ করব না ভেবেছিলাম, কিন্তু আপনার অনুমতি ক্রমে বলছি, অমলকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসিতাম। পরের জীবন রক্ষা করিতে সে আপন অমূল্য পবিত্র জীবন নদীবক্ষে বিসর্জ্জন দিয়াছে। বিভার রক্ষাকর্ত্তা—অমল। বিভার জীবন বাঁচাইতে অমল নিজ জীবন দিয়াছে, আজ যদি অমল বেঁচে থাকৃত, আমি আনন্দচিত্তে বিভার পাণিগ্রহণ করিতাম, কিন্তু এখন তা হ'তে পারে না; অমলের পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করার জন্য আমি চিরকুমার থাকিয়া সংসারের মঙ্গল সাধন করব।"

পিতা,—"বিয়ে করলে কি সংসারের কাজ করা যায় না ? আর বিয়ে করে কি অমলের স্মৃতি ভুলে যেতে হবে, তার মানে কি ? বরং বিভাকে দেখলে অমলকেই মনে পড়বে।"

চারু,—"না বাবা, তা হলে যন্ত্রণা বেশী হবে, যার রক্ষার জন্য সে জীবন দিল আমি তাকে নিয়ে সংসারে আত্ম-ভোগ-সুখে রত থাকব, এ হ'তেই পারে না।

পিতা,—"বিভার সঙ্গে না হবার এই কারণ, কিন্তু অন্য মেয়ের সঙ্গে হওয়াতে কি আপত্তি ?"

চারু,—"আপত্তি অনেক ; বিয়ের পর মানুষ আত্মপরায়ণ হয়, পশ্চাতে বন্ধন থাকায় কোন কার্য্য অগ্রসর হয়ে করতে পারে না, জীবনে মায়া হয়, সুতরাং অপরের বিপদ দেখিলে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে তাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করতে পারেনা, যা উপার্জ্জন করে সংসারেই লাগিয়া যায়, অপরের সাহায্য করা জুঠে না, বিয়ে করে মানুষ দুর্ব্বলচিত্ত হয়ে পড়ে, আর মায়াজালে জড়িত হয়ে পবিত্র মহৎ উদ্দেশ্য ভুলে যায়। আমি যদি বিয়ে করি, দুদিন পরে অমলকে ভুলে যাব ইহা নিশ্চয়। আর পবিত্র ভালবাসার স্মৃতির জন্য আমার এই আত্মত্যাগ করিতেই হইবে ; বাবা ! আপনার পায় ধরি আমায় ক্ষমা করুন, যদি একমাত্র পুত্রকে গৃহবাসে রাখিতে চান তবে বিয়ের নাম করবেন না।"

পিতা,—"আচ্ছা তোমার কথা শুনলাম, কিন্তু মেয়েটার উপায় কি হবে ?"
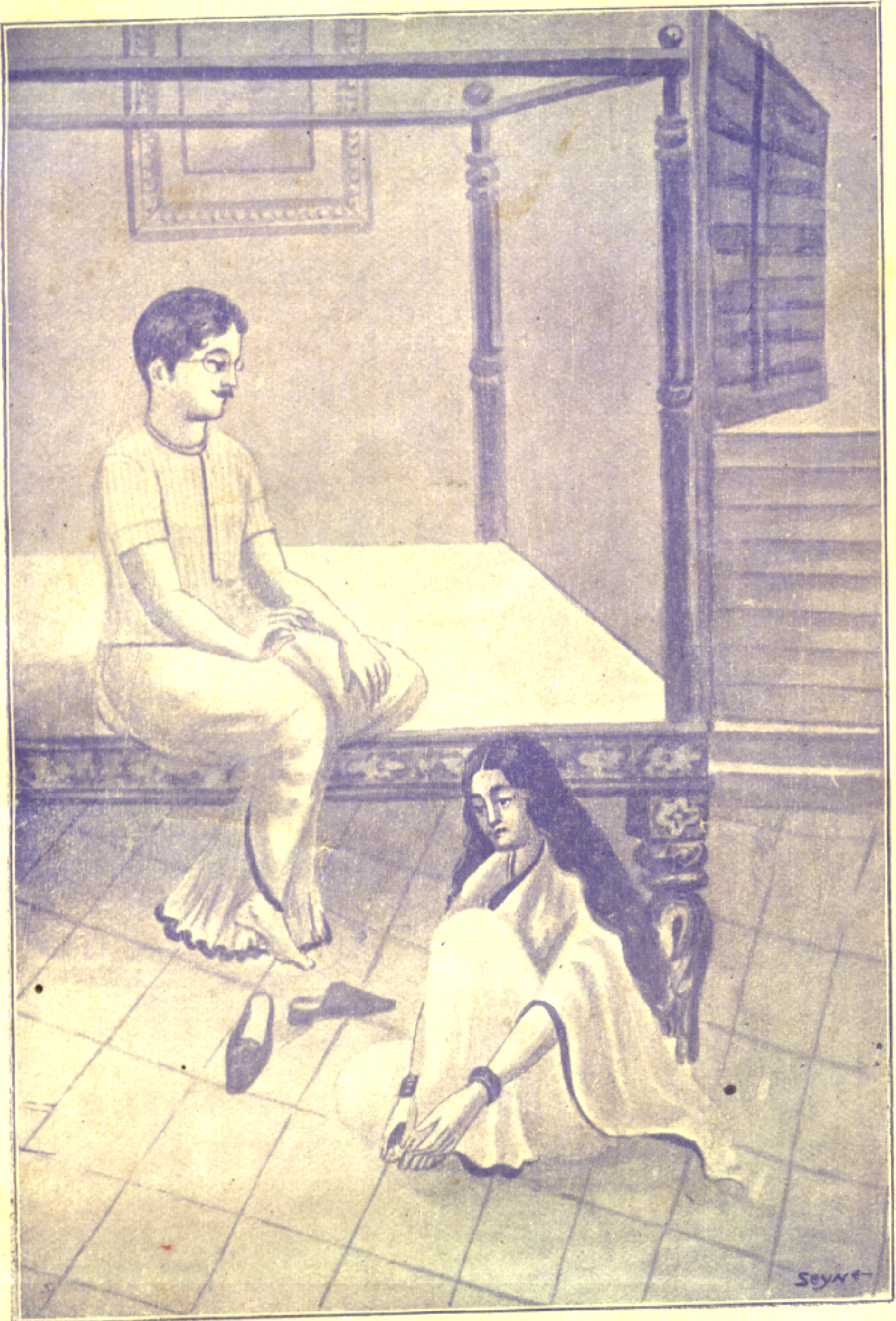
চারু ও বিভা

দান করুন, আর কুলিন বা আবশ্যক কি? তার তো আপন কেহ নাই, সৎ ব্রাহ্মণ—লেখাপড়া জানা ছেলে ঢের আছে।"

পিতা,—"মেয়েটিকে বড় ভালবাসি, তাকে পরের ঘরে দেওয়ার ইচ্ছা নাই, তারও আমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হবেনা।"

চারু,—"বেশ! আমি গরীব অথচ শিক্ষিত সৎবংশ দেখিয়া সম্বন্ধ জুটাইয়া দিব। আপনার গৃহে সে চিরকাল থাকিবে, আমার তো কিছুতেই আবশ্যক রহিল না—আপনার সব তাকেই দিবেন।"

পিতা,—"আচ্ছা, সেই চেষ্টাই কর, ভাগ্যফল দেখছি খণ্ডন হয় না।"

৩

সন্ধ্যাবেলা গৃহিণী বিভাকে পাইলেন না, অপর দিন সে গৃহকর্ম্ম অবসানে সন্ধ্যাবেলা রোয়াকে বসিয়া গৃহিণীর কাছে গল্প শুনিত, অথবা মহাভারত পড়িয়া শুনাইত, আজ যখন গৃহিণী তাহাকে ডাকিয়া পাইলেন না, কিছু চিন্তিতমনে তাহার শয়ন গৃহে গেলেন, দেখিলেন বিভা বালিসে মুখ গুজিয়া শুইয়া আছে; গৃহিণী কাছে যাইয়া তাহার মুখখানি ধরিয়া তুলিলেন, বিভার মুখ আরক্ত, নয়ন অশ্রুপূর্ণ; গৃহিণী আদরে চোখমুছাইয়া বলিলেন,—"কাঁদ্‌ছ কেন মা?" বিভা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল,—"কি দোষে আমাকে আপনারা ত্যাগ কচ্ছেন মা?"

গৃহিণী,—"সেকি, ত্যাগ করব কেন? ত্যাগ কর্‌বনা বলেই কর্ত্তা তোমার বিয়ে চারুর সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, সে বিয়ে মোটেই কর্‌বেনা বলছে; তাই তোমার বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই রাখ্‌ব। তোমাকে নিয়েই সংসার-সাধ মেটাব, ছেলেটা তো সংসারী হল না।"

বিভা,—"মা! কুলিনের মেয়ের অনেকের বিয়ে হয় না, আমারও নাই বা হল—তাতে জাত যাবে না।"

গৃহিণী—"সেকি! তুমি আইবুড় থাক্‌বে কি দুঃখে, যাদের হয়না,—হয়ত ঘর অভাব, নয় অর্থাভাব, তোমার তো কোন অভাব হবে না।"

বিভা অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তৎপরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহিণীর পায়ের কাছে বসিয়া দুই হস্তে পা ধরিয়া বলিল,—"মা! আমার বিবাহ দিবেন না, আমি বহুদিন হইতে মানসে স্বামী গ্রহণ করেছি।"

বিভা,—"পরে—"

গৃহিণী বুঝিলেন চারুকেই সে স্বামীপদে বরণ করেছে। গৃহিণীর নিকট চারু ও তাহার পিতা সব শুনিলেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুত্রের মন টলাইতে পারিলেন না।

বেলা দ্বিপ্রহর—গৃহিণী ঘুমাইয়া আছেন ; বিভা নিজগৃহে শয়ন করিয়া আছে, কিন্তু ঘুমায় নাই। চারু বিভার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোমল স্নেহমাখা মধুর স্বরে ডাকিল,—"বিভা!" চকিতা হরিণীর মত মুহূর্ত্তে বিভা উঠিয়া বসিল। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইল, পরক্ষণেই নত শির। চারু খাটের উপর বসিল, বিভা মাটিতে বসিল।

চারু,—"বিভা তোমার বেশ ভাল বিয়ের সম্বন্ধ করছি ; কিন্তু মার কাছে শুন্‌লাম, তুমি চিরকুমারী থাক্‌বে, সত্য কি ?"

বিভা দৃঢ়স্বরে বলিল—"সত্য"

চারু,—"কেন ?" বিভা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল ; পরে ধীরে ধীরে বিনা-বিনিন্দিত স্বরে বলিল,—"কেন ? এ কেনর উত্তর নাই, আমার প্রাণমন বহুদিন আমার জীবন-দেবতার পায়ে উৎসর্গ করেছি, দেবতা যদি চরণে না রাখেন, দূরে থাকিয়া চরণ পূজা করিব—আমি দ্বি-চারিণী নই।"

চারু,—"তুমি তা'হলে আমায় তোমার দেবতা করেছ ?"

বিভা কথা কহিল না, শুধু ম্লানহাস্য-রঞ্জিত সুন্দর মুখ খানি তুলিয়া চারুকে দেখিয়া লইল। চারুর বুকভরা ভালবাসা যেন বন্যা-স্রোতের মত উথলিয়া উঠিল, চারুর সমস্ত প্রাণমন ইন্দ্রিয় যেন অবশ হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র ; পর মুহূর্ত্তে চারু সেই আলুলায়িত-কেশা সুর-সুন্দরীর হস্ত ধরিয়া বলিল,—"শোন বিভা, আমার প্রতিজ্ঞা,—যে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ছিল, তোমার জীবন রক্ষার জন্য সে জীবন দিয়াছে, তার পবিত্রস্মৃতি জাগাইয়া রাখার জন্য আমি কঠোর আত্মত্যাগ কর্‌ব, তার জন্য সংসারের সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগ কর্‌ব। আমি নিষ্কাম-জীবন লইয়া সংসারে পরার্থে সময় কাটাব, তোমাকে আমি ভালবাসি সত্য, কিন্তু সে ভালবাসায় আমার কর্ত্তব্য শিথিল কর্‌বে না। আমি সংসারমোহে তোমাকে ভোগের উপাদান কর্‌ব না ; তুমি দেবী হও, নিষ্কাম নিস্বার্থে তোমায় ভালবাসিব, পবিত্র স্বর্গীয় বন্ধুত্ব ছাড়া

আমার চিন্তায় জীবন কাটাও, তবে আমার পথ ধর,—নিষ্কাম নিস্বার্থে পরের সেবা কর। করুণাময়ী জননীর মত সংসারে তাপিত তৃষিত নরনারী-হৃদয় শীতল কর।” বিভা নত মস্তকে প্রণাম করিয়া বলিল—“তাই হবে।”

৪

কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে, চারুর পিতা মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। চারু এখন সন্ন্যাসী, একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে; বিভা মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায় দ্বারে দ্বারে রোগীর শুশ্রূষা, শোকের সান্ত্বনা, দরিদ্রের আহার বিতরণ করিয়া বেড়ায়। চারু সমস্ত গ্রামের জীবন। যে বিপদে পড়ুক, দুঃখে পড়ুক চারুই তাহাদের পরামর্শ, সান্ত্বনা দাতা। যেন জ্ঞান আর দয়া একসঙ্গে জগতে কার্য্য করিতেছে। সে দৃশ্য কি পবিত্র, কি মহান! আর বেশী কি বলিব,—বন্ধুত্বের মহৎ উচ্চ আদর্শ যেন শান্তি ও প্রেম একসঙ্গে লইয়া মহাপুরুষ চারু এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, প্রেমের পবিত্র উচ্চ আদর্শ এই ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীদের মধ্যে অতি সুন্দর পরিস্ফুট। মঙ্গলময় ভগবান এই দেবদেবীকে জগতে তাঁর মঙ্গল কার্য্যের জন্যই পাঠাইয়াছেন।

এইরূপ দাম্পত্য প্রণয়, এইরূপ বন্ধুত্বই মানবকে দেবত্ব প্রদান করে। যে বন্ধুত্বে মানুষ নিষ্কাম পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়ে পবিত্র প্রণয়িণীর সহিত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করতঃ জগতে প্রেমের, বন্ধুত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে, সেই মহান্—অতি পবিত্র বন্ধুত্ব ও এইরূপ নিষ্কাম পবিত্র সহধর্ম্মিনীই প্রত্যেক মানবের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত। আজ কেহ বন্ধুত্বের খাতিরে পরদার-লোলুপ, কেহবা মদ্যপ, গণিকাসক্ত। আর এই চারু,—তাহার পবিত্র হৃদয়ের বন্ধু অমলের বন্ধুত্বের স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য জগতের সমস্ত বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করতঃ পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। ইহাই বন্ধুত্ব,—ইহাই স্বর্গীয়,—আর ইহাই প্রকৃত ও আদর্শ বন্ধু।

শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরী।

অপূর্ব্ব প্রতিশোধ।

১

"দিদি! ও দিদি! আজ কি রান্না হবে?"

"তোর মাথা আর মুণ্ডু।"

"সকালবেলা কেন গালাগালি দিচ্ছ।"

"গালাগালি আবার কি? তুই এসে অবধি এই সোনার সংসার ছারখারে গেল। এই তোর গালাগালি? আমার রাজকন্যা আর কি?"

ইহার পর আর কোন কথা হইল না।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সোনারপুর গ্রামে শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের বাস। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত না হইলেও স্মৃতি শাস্ত্রে ও অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। গ্রামটি ভাগিরথীতীরে অবস্থিত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুবেলা গঙ্গায় বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বিমলা দেবীর একটি সন্তান হইয়া নষ্ট হওয়ার পরে দশ বৎসর গত হইল, সকলেই মণে করিল আর সন্তান হইবে না, অতএব গ্রামস্থ সকলে ধরিয়া আর এক বিবাহ দিল। এবার তিনি হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদার শ্যামাচরণ ঘোষালের কন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিলেন। সুশীলার আগমনে বিমলার গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। সুশীলা কিসে কষ্ট পায়, কিসে স্বামীর নিকট লাঞ্ছিতা হয়, কোনরূপে স্বামীর আদর না পায়, এই সব বিমলার বিশেষ চেষ্টা ছিল। সুশীলা বড় শান্ত প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিল, সে ঝগড়া করিতে জানিত না, বিমলাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভয় ও ভক্তি করিত। যখন বিমলা গালাগালি করিত, তখন সুশীলা প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিত। সুশীলা যেমন সুন্দরী তেমনই মধুরা-প্রকৃতির। গ্রামের সকলেই তাহাকে ভালবাসিত, এই জন্য বিমলা আরও হিংসান্বিতা হইত। শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য বিমলাকে ভয় করিতেন, বিমলার তর্জ্জন গর্জ্জনে অস্থির হইয়া উঠিতেন, মনে মনে সুশীলাকে ভালবাসিতেন। আবার এক বিবাহ করিয়া বুঝিলেন বাটীতে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এখন

গ্রামের মধ্যে বেশ সম্মান ছিল এবং সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত।

ব্রাহ্মণের আয় অধিক ছিল না। সামান্য কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ও যাজনিক ব্যবসা ও ব্যবস্থাদি দিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। এই সামান্য আয়ে কষ্টে স্বষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সুশীলার পিতা বড় লোক, মধ্যে মধ্যে কিছু সাহায্য করিতেন। ব্রাহ্মণের নানাস্থানে নিমন্ত্রণ হইত, মধ্যে মধ্যে সহরেও যাইতে হইত। কাশিমবাজারের রাজবাটীতে তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল, তিনি বার্ষিক পাইতেন।

বিমলা সর্ব্বদা স্বামীকে শাসন করিয়া রাখিতেন, যাহাতে সুশীলাগত প্রাণ না হন, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম এখন প্রায় চত্বারিংশতের নিকট, বিমলা তাঁহার পাঁচ বৎসরের ছোট, কিন্তু সুশীলা ষোড়শী, অতএব বিমলার বড় ভয়—স্বামী সুশীলার বশীভূত হইবেন।

২

অদ্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সহরে গিয়াছেন। রাত্রি অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, অতএব আজ আর ফিরিবার আশা নাই। তৎপর দিবস কোন সময়ে তিনি বাটী আসিতে পারেন। রাত্রে আহারাদি প্রস্তুত হইল, বিমলা স্বয়ং আজ রাত্রে রান্না করিতে গেল। অকস্মাৎ সুশীলার আদর বৃদ্ধি পাইল। বিমলা সুশীলার হস্ত ধরিয়া বলিল "ভগিনি! তোমার সুখ দুঃখের প্রতি আমার যথেষ্ট দৃষ্টি। এক এক সময় ভর্ৎসনা করি বটে, কিন্তু তোমাকে ছোট ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসি, তাই শাসন করি, সেজন্য রাগ ক'র না। এবার স্বামী এলে তোমার জন্য আমি যথেষ্ট বল্‌বো। গহনার ত অভাব নাই, তুমি বড় লোকের মেয়ে। আর আমি তোমাকে কি দিব, শুধু আমার হৃদয়ের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ দিচ্ছি। তুমি আমার স্বামীর বংশ রক্ষা কর। এখন এস, আহার কর!" সুশীলা সপত্নীর আদরে গলিয়া গেল, তাহার মনে কত সুখের কথা উদিত হইল। সে বলিল "দিদি! তুমি আমার বড় ভগিনী, যা ইচ্ছা বল্‌তে পার, আমার সেজন্য কোন কষ্ট নাই।" ইহার পর উভয়ে আহারে গেল, আজ বিমলা ও সুশীলা একসঙ্গে আহারে বসিল।

এখন রাত্রি অধিক না হইলেও পাঁড়াগাঁয়ে সব নিস্তব্ধ, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, ভয়ানক অন্ধকার; কোন লোকজনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। দুই একটী গ্রাম্য সারমেয় ভেউ ভেউ করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। শৃগালকুল রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের বাটীর ...

রামচাঁদ বাহিরের ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল, সে বৈকালে তাহার আহারের কার্য্য শেষ করিয়াছিল। বিমলা আদর করিয়া "এটুকু খা, ওটুকু খা" বলিয়া সুশীলাকে খাওয়াইতেছিল। সুশীলার মনে আজ আনন্দ আর ধরে না, সে মনে করিতেছে ভগবানের আজ বিশেষ অনুগ্রহ। সে মনে মনে এ সময়ে শ্রীহরিকে স্মরণ করিল।

"তোর জন্য এই বড়িভাজা করেছি খা" বিমলা আদর করিয়া সুশীলার মুখে বড়ি ভাজা দিল, সুশীলা আহার করিল। বিমলার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে সুশীলার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিল। সুশীলার হঠাৎ শরীর কেমন বোধ হইল ক্রমে যেন অবসন্ন হইতেছে, দেখিতে দেখিতে সেইস্থানে অচেতন হইয়া পড়িল; বিমলা এক ইঙ্গিত করিল, দুইজন বলিষ্ঠকায় লোক আসিয়া এই অচেতন প্রতিমাকে লইয়া অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেল।

তৎপরদিবস বেলা এক প্রহরের সময় শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য বাটী ফিরিলেন, অমনি তাড়াতাড়ি বিমলা পা ধোবার জল আনিয়া দিল, ব্রাহ্মণ পদপ্রক্ষালন করিয়া গৃহে উপবেশন করিলেন। বিমলা তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় গমন করিল। ব্রাহ্মণ সুশীলাকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে বলিলেন "সুশীলা কোথায়?" বিমলা উত্তর করিল "সেকথা পরে হবে, এখন আহার করুন। যত সত্বর হয় আহার্য্য প্রস্তুত হইল, ব্রাহ্মণ স্নানাহ্নিক রাস্তায় শেষ করিয়া আসিয়াছিলেন, অতএব আহারে বসিলেন; কিন্তু সুশীলার জন্য কেমন একটি অভাবনীয় চিন্তা তাঁহার আহারে বাধা দিতে লাগিল। যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়াই উঠিলেন। বিমলা বলিল "কই কিছুইত খেলে না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "আহারে রুচি নাই, বড় পরিশ্রম করে এসেছি, সুশীলার খবর কি?" এবার বিমলা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল যে "এ কলঙ্কের কথা না বলাই ভাল, গ্রামের লোকে কি বল্‌বে, চুপ ক'রে থাকাই উচিত"। ব্রাহ্মণ অধীর হইয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি বল না।" বিমলা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল "আর কি? তখনই আমি নিষেধ করেছিলেম বুড়ো বয়সে বিবাহের দরকার নাই, এই ছুড়িদের বৃদ্ধে মন ওঠে না। এমন সোনার চাঁদ স্বামী ফেলে এ কেমন লীলা! তাতে আবার বড় লোকের মেয়ে। আমার বুদ্ধি না শুনেই ত এরূপ হ'য়েছে"। এবার ব্রাহ্মণ একটু

আর গোলমাল করা ভাল নয়, তখন বলিল "তার কি আর সে ভাব ছিল? গোপনে গোপনে গ্রামের অপর লোকের সঙ্গে ভাব করেছিল, কাল রাত্রে সুযোগ পেয়ে তার সঙ্গে চলে গিয়েছে। আমি নিদ্রিত ছিলাম, পূর্ব্বে কিছুই জান্‌তে পারি নাই, তার পর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি সুশীলা উঠে বাহিরে গেল, বাহিরে আর একটা লোক দাঁড়াইয়ে। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হ'লাম, আর আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না, তার পর অন্ধকারে তারা কোথায় চলে গেল। তার পর আমি উঠে চাকরকে তুলি। রাত্রে সে অনেক অনুসন্ধান করেছে, কোন খবর পেলে না। এ বিষয়ে আর দুঃখ করে কি হবে। যাতে কলঙ্ক না রটে তাই করুন। সকলকে বলুন তার ভাই এসে রাত্রে নিয়ে গিয়েছে।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না, একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন, তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দয়াময়! তোমার কি খেলা, লোককে কত শিক্ষা দাও।" ব্রাহ্মণ একটু শয়ন করিলেন। বিমলা তাঁহার পায় হাত বুলাইতে লাগিল। বিমলার এত আদরে তিনি কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না; একবার বলিলেন,—"বিমলা! বড় ঘরের মাটির নীচে কয়েকটি টাকা আছে জান?" বিমলা জানিত না, আজ প্রথম স্বামীর নিকট শুনিল। রাত্রে আহারান্তে উভয়ে শয়ন করিলেন, ভোরে বিমলা উঠিয়া দেখিল স্বামী শয্যায় নাই। অনেক বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল, স্বামী আর ফিরিলেন না।

৩

একখানি ক্ষুদ্র নৌকা গঙ্গাবক্ষ দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। রাত্রিকাল, তাহাতে বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাসও প্রবল, মাঝি ভয়ে ভয়ে নৌকা চালাইতেছে। একজন স্ত্রীলোক অচেতন অবস্থায় নৌকায় শয়ন করিয়া আছে, আর দুটি লোক বসিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। একজন অপরকে বলিল "ভাই এখনও ত চৈতন্য হ'ল না, তবে কি একেবারে সাবাড় হয়েছে। তাহ'লে মন্দ হ'ত না, গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আমরা চলে যেতেম, উৎপাত চুকে যেত। এ আবার কত দূর নিয়ে যেতে হবে।" অপর ব্যক্তি বলিল "তুই বড় নিষ্ঠুর, এমন সোনার প্রতিমাকে মার্‌তে চাস্‌। আমার দ্বারা তা হবে না।" "বক্সিসটা কেমন, সেটা নিতে পারবিত?" দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল—"বক্সিস খুন করার জন্য নয়, সেই স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য,

"যাহ'ক সেই মাগীটার আচ্ছা বুকের পাটা, এই সতীনটাকে এ ভাবে দূর করলে।" প্রথম ব্যক্তি এই কথা বলিয়াই বাহিরে আসিল, দেখিল আকাশ মেঘে পূর্ণ, ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ, তখন সে মাঝিকে বলিল,—"ঝড়ে নৌকা নিতে পার্‌বি ?" মাঝি বলিল "কই ঝড় ? একটু বাতাস হ'তে পারে। সে জন্য ভাবনা নাই। আপনারা শুয়ে থাকুন, আমি ঠিক পৌছিয়ে দিব।"

এই কথা বলিতে বলিতেই ঝড় উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। নৌকাখানি ঢেউর উপর নাচিতে লাগিল। এইবার বুঝি সুশীলার চৈতন্য হইল, সে একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার এবং ঝড় ও জলের গর্জ্জন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

ঝড় ভীষণ বেগে আসিল, মাঝি বলিল "কর্ত্তা ! নৌকা ত নিতে পাচ্ছি না।"

আরোহীদিগের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। প্রথম ব্যক্তি বলিল,—"ভাই মাঝি ! নৌকা তীরে নে, তুই বক্সিস পাবি"। মাঝি তীরে নেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বাতাসের ঘাতপ্রতিঘাতে নৌকা আর চলিল না, টলমল করিতে লাগিল। মাঝি বলিল "কর্ত্তা ! উপায় দেখুন, নৌকা রক্ষা পায় না।" দ্বিতীয় আরোহী তখন বলিল "কেমন ? পাপের ফল প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে ত ? এখন টাকা কে খাবে ? প্রাণ যে যায়। যদি বাঁচতে চাও তবে জলে ঝাঁপ দেও।" এই বলিয়া সে জলে ঝম্প প্রদান করিল, মাঝিও লম্ফ-প্রদানে দূরে পতিত হইল। প্রথম ব্যক্তির সাহস হইল না, সে নৌকাতে থাকিল। একটি প্রবল বাতাস আসিয়া নৌকা খানি ডুবাইয়া দিল।

৪

ভাগিরথী হইতে পাঁচক্রোশ পশ্চিমে নিবীড় বন, সেই বনে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর আশ্রম। অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণানন্দ স্বামী পরোপকারার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া জানে। তিনি ফল মূল ও দুগ্ধ আহার করেন, এবং সমস্ত দিন লোকের উপকারের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান, কিন্তু রাত্রিকালে কেহ আর তাঁহার দর্শন পান না; তিনি সমস্ত রাত্রি যোগে মগ্ন থাকেন। বৃদ্ধের পক্ক কেশ, পক্ক শ্মশ্রু ভক্তির উদ্রেক

শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য, বিমলা ও সুশীলা।

তিনি যখন স্তোত্র পাঠ করেন বা গীতার শ্লোক আবৃত্তি করেন, তখন সকলেই স্তব্ধ হইয়া শুনে।

একদিন স্বামাজী বসিয়া আছেন, তখন ভোরের বেলা, অতএব লোক সমাগম হয় নাই, এমত সময়ে শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য আসিয়া তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিয়া পদতলে বসিলেন এবং নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বলিলেন,— "গুরুদেব! এ আবার কি হল? এত দিনে কি মান সম্ভ্রম জাতি সব গেল?" কৃষ্ণানন্দ স্বামী হাসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইলেন, তার পর বলিলেন "বৎস! কিসে এত বিমর্ষ হয়েছ? সংসার পরীক্ষার স্থল, পরীক্ষা দিয়া চলিয়া যাইবে, তার জন্য এত ভাবনা কেন? তুমি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, তোমার কি এত অধীর হওয়া শোভা পায়? তুমি আমি কে? যার কার্য্য তিনিই কচ্ছেন, আমরা উপলক্ষ মাত্র;" শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"প্রভো! তাহা সত্য, কিন্তু আমাদের মন যে বুঝে না।" গুরুদেব বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বল।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী সুশীলা দেবী বড় মানুষের মেয়ে, যুবতী ও সুন্দরী, লোকে তাকে প্রলোভনে ফেলে নিয়ে গিয়েছে। এর চেয়ে আর কষ্টের কারণ কি আছে?"

স্বামীজী। তুমি কি কোরে জান্‌লে সে নষ্টা হয়েছে?

ভট্টাচার্য্য। আমার প্রথমা স্ত্রীর নিকট শুন্‌লেম।

স্বামীজী। তুমি নিজে দেখেছ?

ভট্টাচার্য্য। না।

স্বামীজী। তোমার প্রথমা স্ত্রী যে সত্য কথা বলেছে তার প্রমাণ কি?

ভট্টাচার্য্য। তার এ বিষয়ে স্বার্থ কি?

স্বামীজী। স্বার্থ যথেষ্ট। সুশীলা সুন্দরী ও যুবতী, তুমি তার বশীভূত হ'লে যথেষ্ট ক্ষতি।

ভট্টাচার্য্য। সে কি এই সামান্য কারণে এত বড় মিথ্যা কথা বল্‌বে!

স্বামীজী। কেন বল্‌বে না? সংসারে স্বার্থের জন্য কি না হয়।

ভট্টাচার্য্য। তবে আপনার কি বিশ্বাস? প্রভো! আমি কি কর্‌বো?

স্বামীজী। তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর, সব জান্‌তে পার্‌বে। হঠাৎ সতীস্ত্রীর দুর্ণাম করিতে নাই। তোমার স্ত্রী সুশীলা গুণবতী ও সতী।

ভট্টাচার্য্য। আপনার তবে এই আদেশ? আমি কোথায় থাক্‌ব?

আত্মীয়ও আছে, সেই স্থানে গিয়া বাস কর। আমার খবর না পেলে কোথাও যেওনা, সেই স্থানে অপেক্ষা কর্‌বে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। তাঁহার গুরুদেবের প্রতি অচলা ভক্তি, অতএব তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে আর দ্বিধা করিলেন না।

৫

বিমলা দেবী স্বামীর অনেক অনুসন্ধান করিল, কিছুতেই অনুসন্ধান পাইল না। সে তখন ঘরের মৃত্তিকার নীচে হইতে টাকা তুলিল। অতএব আর কতকদিন অর্থের চিন্তা থাকিল না। কিন্তু কৌশলে সুশীলাকে দূর করিয়া লাভ কি হইল? যে স্বামীর জন্য এতদূর করিয়াছে তিনিই নিরুদ্দেশ। সে বিমর্ষচিত্তা হইল, এবং কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। এক দিন ভৃত্য রামদাসকে ডাকিয়া এ বিষয়ের পরামর্শ করিল। স্থির হইল যে স্বামীর অন্বেষণে ভৃত্যসহ নৌকাযোগে নানাস্থানে স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। বিমলার পিত্রালয় নিকটে, সে তাহার একটী ছোট ভাইকে সংবাদ দিয়া আনিল; শুভদিনে সহোদর ও ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া ও যথেষ্ট অর্থ হস্তে করিয়া নৌকায় অরোহণ করিল। সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ, আকাশে দুই চারিটী নক্ষত্র দেখা দিয়াছে, স্থানে স্থানে মেঘ; এমন সময়ে নৌকাখানি একটী বনের নিকট উপস্থিত হইল। হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার হইল, সকলে চমকিয়া উঠিল। ভৃত্য দেখিল প্রায় বিশজন সশস্ত্র পুরুষ নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। বিমলা ভয়ে বিহ্বলা হইল; সে টাকা নিজ বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইল। দস্যুরা নৌকায় অরোহণ করিল, ভৃত্যকে ও বিমলা দেবীর ভ্রাতাকে লাঠির আঘাতে ফেলিয়া দিল, উহারা গড়াইয়া জলে পতিত হইল।

ভ্রাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া বিমলা কাঁদিয়া উঠিল। দস্যুগণ বলিল,—"চুপ কর্ টাকা কোথায় দে।" বিমলা বলিল,—"আমার টাকা নাই গো, আমার কেউ নাই।" একজন বলিল—"টাকা যথেষ্ট আছে আমি জানি, যদি বাঁচতে চাস্ তবে দে।" বিমলা আবার চীৎকার আরম্ভ করিল। তখন একজন দস্যু পশ্চাৎ হইতে তাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিল, বিমলা অচেতন হইয়া পড়িল। বিমলার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে টাকা লইয়া বিমলাকে তীরে ফেলিয়া সেই নৌকা লইয়া দস্যুগণ প্রস্থান করিল।

৬

বিমলা দেবী কত দিন এই ভাবে ছিল তাহা ঠিক নাই। তাহার যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিল একটি শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, কে একজন দেবী তাহার

চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার সর্ব্বদাই বোধ হইত কোন একটি গৈরিকবসন-পরিহিতা দেবী তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতেছে ও গাত্রে ঔষধ মালিস করিতেছে। অল্প অল্প দুগ্ধ তাহার মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইত।

এই ভাবে কিছু দিন গত হইল, বিমলা ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। তখনও ভাল করিয়া লোক চিনিতে পারে না। কোথায় যে আছে, কে শুশ্রূষা করে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। একদিন মৃদুস্বরে বলিল "আপনি কে? আমি কোথায়?" স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল,—"কথা বলিবেন না, আপনি আশ্রমে, কোন চিন্তার কারণ নাই।" স্বর যেন পরিচিত বোধ হইল।

বিমলা বলিল "আপনি কি দেবী?"

স্ত্রীলোকটি বলিল "আমি আপনার ছোট ভগিনী।"

বিমলা আর কিছুই বলিল না।

আরও কিছু দিন গত হইল, একদিন বিমলা দেখিল কে একজন তাহার নিকটে বসিয়া আছে। তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইল, সে চিনিল তাহার স্বামী তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। বিমলা উঠিতে চেষ্টা করিল, শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন "বিমলে! পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাই তোমার এই ফল। সুশীলাকে কি করেছ?" হঠাৎ সুশীলা আসিয়া বিমলার পদধুলি লইল, এবং স্বামীকে বলিল "দিদিকে কিছু বল্‌বেন না, যার যার কর্ম্মফল সেই ভোগ করে। আমার পাপ ছিল, তাই এত ভুগিয়াছি দিদির কি দোষ?" বিমলা এইসব দেখিয়া অবাক হইল। শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন "সুশীলা না থাকলে তোমার কি দুর্দ্দশা হ'ত? তুমি যখন অচেতন তখন সুশীলা তোমাকে কুড়াইয়া আনে ও এত যত্ন করে বাঁচাইয়াছে। তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবারাত্রি তোমার শুশ্রূষা করিতেছে, বোধ হয় সহোদরা ভগ্নি হইলেও এত যত্ন করে না। বিমলা কাঁদিয়া ফেলিল, সুশীলার হস্ত ধরিয়া বলিল "ভগ্নি! আমায় মাপ কর। আমি মহাপাপিনী।" সুশীলা কাঁদিয়া বলিল,—"দিদি! তোমার দোষ কি? যা হবার হয়েছে, এখন এস, দুজনে স্বামীর পদসেবা করি। এ জীবন কত দিনের? স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম স্বামী সেবা। এই সময়ে স্বামীজী আসিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন, তিনি বলিলেন,—"কি অপূর্ব্ব প্রতিশোধ।"

উপসংহার।

সুশীলাকে নদীতীর হইতে স্বামীজী লইয়া আসিয়া নিজ আশ্রমে রাখেন।

বিস্তারিত বলিলেন। সুশীলা যখন বিমলাকে পাইল, তখন তিনি সুশীলার শুশ্রূষা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

আশ্রমে মিলন হইলে শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য গুরুদেবের আদেশক্রমে দুই স্ত্রী লইয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

ইহার পর ব্রাহ্মণের আর কোন কষ্ট হইল না।

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

জননী।

মণ্ট অল্পদিন হইল বিচারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার এজলাসে আজ খুব ভিড়, তাহার নিকট এক খুনী মোকর্দ্দমার বিচার হইবে। শান্ত, ধীরযুবক মণ্ট খুনের বিচার কিরূপ করে, তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক।

যথাসময়ে হাকিম এজলাসে বসিলে খুনী ফোরসিয়াকে আসামীদের কাঠ-গড়ায় আনিয়া দাঁড় করান হইল। মণ্ট আসামীকে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে বলিল। ফোরসিয়া আদালতের সত্যপাঠ করিয়া বলিতে লাগিল—"ন্যায়বান বিচারপতি! আমি হত্যাপরাধে অপরাধিনী। আমি আদালতের নিকট,—আমার জীবনের কতকাংশ—যাহার সহিত বর্ত্তমান কাহিনীর গুরুতর সংস্রব আছে,—

[illegible] প্রার্থনা করি।" বিচারক প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

"ধর্ম্মাবতার! চিরদিনই আমি এমন ছিলাম না। অদ্যকার এই হত্যাপরাধে অপরাধিনী হতভাগিনী নগন্য নারী, অতীতের মধুর-স্মৃতি-বিজড়িত, স্নিগ্ধ আলোকোদ্ভাসিত সংসার-উপবনে মোহনরূপের মাধুরী ছড়াইয়া, হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত। এই মলিন তনু-লতাখানির উপর দিয়া কত মধুর সুখকর প্রভাত ও সন্ধ্যা-সমীর বহিয়া গিয়াছে। সুশোভিত নন্দনের পারিজাত মালা, তাহার মনোহর রূপের ঈর্ষা করিত। এই দরিদ্রা কৃষকবালার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কত ক্রোড়পতি, তাহার কুটীরদ্বারে ভিক্ষুকের মত দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহার অপরূপ রূপরাশিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহারা তাহাদের ধনৈশর্য্য তাহার চরণে উৎসর্গ করিতে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত।

বিধির বিড়ম্বনায় যদিও আমি দরিদ্রা ছিলাম—তথাপি আমার আকাঙ্খার অন্ত ছিল না। ইচ্ছা হইত—দুনিয়ার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ধনৈশর্য্য আমার সৌন্দর্য্যের নিকট মস্তক নত করুক। আমার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু রূপমুগ্ধ ধনী যুবকেরা আমার পায়ে লুঠাইয়া পড়িত বলিয়াই যে আমি তাহাদিগকে ভালবাসিতাম তা নয়, সে আমার রঙ্গ। তাহারা আমার ক্রীড়ার উপকরণ মাত্র। সে ক্রীড়া-যজ্ঞে আহুতি দিতে কত ধনীকে নির্ধন করিয়াছি, কত গৃহস্থ গৃহহীন হইয়াছে—আমি কিন্তু কাহাকেও আমার হৃদয় দেই নাই। বোধ হইত, তাহারা তাহা না পাইয়াও সুখী ছিল। আমার সঙ্গে দু'টো কথায়—দু'টো রহস্যালাপে যেন তাহারা স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইত। তাহাদের সেই লালসাময় কাতর চাহনি, ব্যাকুলতা-ব্যঞ্জক মুখভাব, সকরুণ প্রার্থনা, আমার মনে উত্তরোত্তর কৌতূহল বৃদ্ধি করিত। আমি তাহাতে বেশ কৌতুক অনুভব করিতাম।

ক্রমে আমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইল, তথাপি কুমারী রহিলাম।

কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকে, বিধাতার কোন নিদারুণ পরিহাসের ফলে, জানি না হীরক ব্যবসায়ী হিরাঙ্ক আমার দৃষ্টিপথে পড়িল! কি সে অশুভ মুহূর্ত্ত! সেই শারদ-শোভা সম্পন্ন——সেই কাশবন পার্শ্বে, সেই শারদীয়া সন্ধ্যায়, সেই উল্লাসগামী ভল্গাতীরে ক্ষুদ্র বোটের উপর সান্ধ্য সূর্য্যের ম্লান স্বর্ণরশ্মি উদ্ভাসিত হিরাঙ্কের মোহন-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। মরু-প্রাণা কোরসিয়ার হৃদয়ের রুদ্ধ কবাট উন্মুক্ত হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এক নূতন মধুর, স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিলাম। সন্ধ্যারাণীর ম্লান দীপালোক, শরতের শুভ্র আভরণ যেন আমার মর্ম্মে বিদ্ধ হ'য়ে ছিলো। কি সে গৌরময় মুহূর্ত্ত! কত মধুর, কত

লজ্জাহীনা নারী, হিরাঙ্কের প্রেম ভিক্ষা করিলাম। হিরাঙ্ক একে তরুণ যুবক; বিলাসের ক্রোড়ে পালিত—সে এই সুন্দরী ভিক্ষারিণী রমণীর কামনা নিষ্ফল করিতে পারিল না। গোপনে পরামর্শ হ'য়ে ছিলো, সে আমায় বিবাহ কর্ব্বে।

হিরাঙ্ক সে দেশে ব্যবসা কর্ত্তে এসেছিলো। তার জাহাজে আমার অবাধ গতি। ভৃত্যেরা আমায় তাদের প্রভু-পত্নীর মতো সম্মান কর্ত্তো।—তারপর, মুগ্ধ কৃষকবালাকে পরিত্যাগ করে, হিরাঙ্ক দেশে চলে গেলো। কথা রইলো, বৎসর পরে সে ফিরে আসবে। কিছু অর্থ, আর একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুরী দিয়ে গিয়েছিলো।

তখন আমি গর্ভবতী। সে বলে ছিলো, গর্ভস্থ সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ পেলেই সে আসবে। সেই সন্তানের জন্য দিয়ে গিয়েছিলো,—সেই ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়ক। আর পত্নীর ভরণপোষণের জন্য ক'খানি স্বর্ণমুদ্রা।

সময়ে একটি স্বর্গের সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লো, আমি সে সংবাদ হিরাঙ্ককে পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু কত দিন কেটে গেলো, তার কোন খবর পেলাম না। তার ব্যবসার স্থান কয়েকটা নিজেই খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের একটি প্রাণীও হিরাঙ্কের সন্ধান দিতে পার্লে না। আমি আহতা-ফণিনীর মতো ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে গর্জ্জিতে লাগিলাম।—বিশ্ব-প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মানুসারে এই অসহায়া নারীর জন্য কেহ কিছু ভাবলে না—সকলেই নিজ নিজ কাজ করে যেতে লাগলো।

ক্রমে দারিদ্রের করাল কবলে আমি আমার শিশু-পুত্রকে লইয়া বন্দিনী হইলাম। একদিন এমন হইল, সকাল হইতে এক টুকরা রুটী—একটু উচ্ছিষ্ট রুটীর টুকরা কেহ দু'টি প্রাণীর প্রাণ ধারণের জন্য ভিক্ষা দিলে না। সকাল হ'তে সন্ধ্যা—সন্ধ্যা হইতে কত রাত্রি পর্য্যন্ত পুত্রের হাত ধ'রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু ওঃ হো হো,—এত স্বার্থপর এই পৃথিবী—শীতার্ত্ত, অনাহারক্লিষ্ট শিশুর পানেও কেহ চাইলে না।

অনাহারে শুষ্ক মলিন জরাজীর্ণ শিশুর মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় ভেঙ্গে যেত। স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যাইত। তার পর! তার পর—পোড়া পেটের জ্বালায় সেই শিশু—সেই নন্দনের অনাঘ্রাত কুসুম, আমার হৃদয়ের

চিকিৎসা ব্যবসায়ী ধনী আমায় পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছিলেন। পেটের জ্বালায় সন্তান বিক্রয় করিলাম বটে, কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা, একটা মহাজ্বালা আমায় তিলে তিলে দগ্ধ কর্‌তে লাগ্‌লো।

আকণ্ঠ পিপাসিত চাতকের মতো আমি সেই ধনীর গৃহদ্বারে, তাকে দেখবার জন্য কত রাত্রি, কত দিন কাটাইয়াছি, বাহির হইতে তাহার হাস্য-বিজড়িত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছি, ক্ষণেকের জন্য শান্তি পাইয়াছি; কিন্তু হায়! বিধাতা আমার সে সুখ-শান্তিটুকুও বুঝি সহ্য করিতে পারিলেন না।

একদিন সন্ধ্যা হ'তে সারারাত্রি তাহার দর্শন আশায় ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া অনাহারে শীতে কাটাইলাম,—তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, অন্য দিনের মতো দাস দাসীরা তা'কে বেড়াতে নিয়ে' এলো না; পুষ্পোদ্যানে ফুল-সাজে সজ্জিত কল্লে না; আমার চক্ষু হ'তে পৃথিবী যেন সরে যাচ্ছিল——দূরে, দূরে অতিদূরে! যখন শুনিলাম ধনী সপরিবারে বিদেশ যাত্রা করেছেন, তখন কি বল্‌ব আর! আমার মনে হ'লো পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতিঃ সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ লুপ্ত হ'চ্ছে, আর আমারও দেহ নিস্পন্দ হ'চ্ছে।

অনেকক্ষণ ভাবলাম।—কোন উপায় না ঠিক কর্ত্তে পেরে, উল্কা বায়ুর মত কত সাগর, গিরি, নদী, বন, দেশ, ঘুরে ছুটতে ছুটতে সেদিন এখানে এসে পৌঁছেছি।

তারপর—ওঃ—সে কথা বলতে যদিও আমার প্রাণবায়ু নির্গত হ'বে, তবু আমায় বল্‌তেই হ'বে। না'হলে তার—আমার সেই পুত্রের মিথ্যা কলঙ্ক জগত অনন্তকাল ঘোষণা কর্ব্বে।

সন্ধ্যাবেলায়, উন্মাদিনী আমি, রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলাম, সেই পথের ধারে দীপমালায় শোভিত একটী নাট্যভবন দেখলাম। প্রাণমাতোয়ারা অপার্থিব সঙ্গীত শুনিলাম। কোনো বাধা বিঘ্ন না মেনে ছুটে ভিতরে গিয়ে কি দেখলাম,—দেখিলাম সুন্দরী কুল-কলকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতে সেই হাস্যোজ্জ্বল নাট্যশালা মুখরিত; আর তারই মধ্যে এক সুন্দরীর গললগ্নভাবে হিরাঙ্ক প্রেমমগ্ন।—পালিয়ে আসতে গেলাম, পা অবশ হলো। কথা কইতে গেলাম—কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। সেই আলোকোজ্জ্বল গীত-মুখরিত কক্ষ আমার চক্ষে অন্ধকারাবৃত অট্টহাসিপূর্ণ নরক বলে বোধ হলো। অতি কষ্টে আমি ডাকলাম—"হিরাঙ্ক, পিশাচ!" সে স্বপ্নোত্থিতের মতো চমকে উঠলো।—

আলোকে মুখ ঢাকলো। সঙ্গীত ভয়ে থেমে গেলো ; হাস্য আর্ত্তনাদ করে উঠলো। শুষ্ককণ্ঠে হিরাঙ্ক বল্লে—"কে তুমি ?"

"কে আমি ! চিনতে পার্চ্ছ না ! ভাল করে একবার দেখ দেখি—কে আমি ! চিন্তে পার্চ্ছ না ! মনেকরে দেখ দেখি—সেই ভল্লাতীরে—সেই সন্ধ্যায়—এই রমণীর পর্ণকুটীরদ্বারে ! সেই ক্ষুদ্র গির্জ্জায়—বিবাহ, না না বিবাহের ভাণমাত্র ! চিন্তে পার্চ্ছ ?" হিরাঙ্ক ক্রুদ্ধ স্বরে উত্তর কল্লে—"কে তুমি উন্মাদিনী ?"

হায় ঈশ্বর ! আমি উন্মাদিনী ! হিরাঙ্ক, আমি উন্মাদিনী নই। আমি তোমারই বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী। হিরাঙ্ক ! উন্মাদের প্রলাপ বলে'—তুমি একটা ভীষণ সত্য, একটা কঠোর কর্ত্তব্য, একটা পৈশাচিক শঠতা—একটা শয়তানী উড়িয়ে দিতে চাও ? না, হিরাঙ্ক, আমি উন্মাদিনী হই নাই, শোন তুমি, তোমার কীর্ত্তি ! * * * * * * * ভেবোনা যে, আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি ; আমি কেঁদে শয়তানের মন গলাতে এসেছি। তোমার এ কুবেরের ঐশ্চর্য্যে আমি পদাঘাত করি। আমি এসেছি, আজ শুধু তোমায় বল্‌তে, হিরাঙ্ক, তুমি সেই শিশুর সন্ধান করো, আমার বাছাকে আমি খেতে দিতে না পেরে' বিক্রয় করেছি—তুমি তার খোজ করো। সে শুধু আমার নয়,—সে তোমারও।— হিরাঙ্ক তুমি কি করেছো ভাব দেখি। তুমি একটা জীবন মরুভূমি করে দিয়েছো ; একটা সরলা কুলবালাকে মজিয়েছো। সে সব আমি ক্ষমা কর্ত্তে পারি, হিরাঙ্ক ! তুমি শুধু একবার আমার সেই স্নেহপুত্তলীর অনুসন্ধান করো।" তার পর, তার উত্তরে সেই নরকের কীট বল্লে—"নারী ! তোমার পুত্র, কুলটার পুত্রের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ?" আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো পৃথিবী দ্বিধা হউক আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি ; অগ্নি জ্বলে উঠুক, আমি পুড়ে মরি ! কিন্তু ঈশ্বর মানুষের ইচ্ছাকে এত প্রবল, আর তার শক্তিকে কত দুর্ব্বল করেছেন।

আমি সানুনয়ে বল্লাম—"হিরাঙ্ক ! তুমি আমায় যা খুসি বল্‌তে পার—কিন্তু সেই স্বর্গের-শিশু ; দাম্পত্য-সম্বন্ধের পবিত্র ফুলটীকে কুলটার,—গণিকার পুত্র বলিও না !"

নিষ্ঠুর, কৃতঘ্ন, নরপিশাচ বল্লে—"বেরোও এখান থেকে। হিরাঙ্ক কোনো ঘৃণিতা, ধর্ম্মপরিত্যক্তা নারীর সহিত কোন সূত্রে সংবদ্ধ নহে। তুমি গণিকা। তোমার পুত্র গণিকার পুত্র, এ কথা আমি জগত সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে বল্‌তে পারি। আর, তোমার এই হীন প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে, আমার সুনাম রক্ষার্থে প্রয়োজন হয়ত.

ফোরসিয়া হিরাঙ্ককে ছোরা মারিতেছে।

S. C. Mitra & Co.

Lakshmibilas Press.

"তুমি আমার পুত্রকে হত্যা কর্ব্বে ? স্থিরকণ্ঠে, বুকে হাত রেখে, ঈশ্বরের দিকে চেয়ে বলো দেখি—"হত্যা কর্ব্বে।" পিশাচ! কৃতঘ্ন' শঠ দানব তুমি! ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করো,—আমিই তোমায় হত্যা কর্ব্ব।" আমার বক্ষস্থিত ছুরিকা—আমার পথের সম্বল ছুরিকাখানি বৈদ্যুতিক আলোকে ঝলসে উঠলো। তারপর—আর আমার স্মরণ নাই।

পরে যখন জ্ঞান হোল—দেখলাম যে আমি পুলিষের কবলে, কারাগারে।—"

রমণী নিস্তব্ধ হইল। সে কিছুক্ষণ কি ভাবিল,—আবার বলিতে লাগিল—

"ধর্ম্মাবতার! আমি হত্যা করেছি—সে শুধু আমার বাছার কলঙ্ক দূর কর্ব্বার জন্য! সেই পবিত্র, অনাঘ্রাত কুসুমকে পৃথিবীর ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টীপথ হ'তে অপসারিত কর্ব্বার জন্য! আর সেই হত্যার জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতপ্ত বা দুঃখিত নহি। আমার মনে হয়,—একটা বিরাট অত্যাচার, একটা মহাব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। বিচারপতি! আমার মনে হচ্ছে, আমি আর সে অপরাধের জন্য মানুষের বিচারাধিনী নহি, আমার জীবন নাট্যের শেষ মুহূর্ত্ত আগত। তার পূর্ব্বে, আমি আমার জীবনের শেষ ব্রত, শেষ ইচ্ছা পূরণ কর্ব্বার জন্য আদালতকে অনুরোধ করি," রমণী তাহার চুলের মধ্যে হইতে দুইখানি ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড বাহির করিয়া একবার তাহা পড়িল এবং বলিতে লাগিল—এই পত্রখণ্ড তার বিক্রয়ের দলিল;—সেখানকে বারম্বার চুম্বন করিল—"বৎস! প্রাণাধিক!—কোথায় তুমি ? ওহোঃ! আজ এই অন্তিম সময়ে তোমায়,—বৎস! তোকে আমি একবার দেখতে পাই না ? না না, আজ তুই কোথায়, আর আমি কোথায় ? আর—এইখানি আমার বিবাহের দলিল,—এখানি তা'র পবিত্রতার নিদর্শন!

আজ এই সুন্দর পৃথিবী আমার কাছে আরো সুন্দর বোধ হইত; এই স্বর্ণাভ নীল আকাশ, আরও নীল গাঢ় বোধ হতো; ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টী মানুষ—আজ আমার কাছে কত উচ্চ বোধ হ'তো; ব্রহ্মাণ্ডপতির এই অনুপমা সৃষ্টি, কত রমণীয় বোধ হ'তো,—যদি তা'কে, তার সেই চাঁদ মুখখানি, তার সেই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর একবার শুনতে পেতাম - কিন্তু না, আর হয় না। —ওগো দয়াবান বিচারপতি! এই দুই লিপি তার—আমার পুত্রের জন্মরহস্য ভেদ কর্ব্বার জন্য, তাকে নিযুক্ত কর্ব্বেন। অভাগিনী রমণীর অন্তিম অনুরোধ। " সে কক্ষতলে পড়িয়া গেল। তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

মণ্ট তাহার হাত হইতে পত্রখানি লইয়া পড়িবামাত্র—আসন পরিত্যাগ

করিয়া বলিলেন—"অভাগিনী নারী! দেখ এই কি তোমার নিদর্শন,—সেই অঙ্গুরী?" মণ্ট তাঁহার অঙ্গুলী হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া রমণীর নিষ্প্রভ দৃষ্টিতলে ধরিলেন;— রমণী তাহা দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন—"হাঁ, এই সেই! তুমি কোথা পেলে? বল, বল,—তুমি কি তা'কে দেখেছো? তুমি কি আমার নয়নমণি, হৃদয় রত্নের সন্ধান জানো? ওগো, বল, বল,—কোথায় সে? সে কি এই চীরবসনা, রুক্ষকেশ।" রমণীকে—কাঁদিতে কাঁদিতে মণ্ট কহিলেন—"মা! মা! মা আমার!—আমিই তোমার সেই বিক্রীত পুত্র মণ্ট। মা! অভাগিনী জননী আমার! দেখো—মা!" রমণী একবার চাহিলেন; সকরুণা শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। সেই আসন্নমরণার পাণ্ডুর কপোলে ধীরে ধীরে আনন্দজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন—"ডাক—মা—শুধু মা। বৎস আমার! শুধু মা।"

পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া উচ্ছ্বাসিত "মা মা" ধ্বনি দিগন্তে ছুটিয়া চলিল।*

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

* কোনো প্রসিদ্ধ উপন্যাসের সামান্য ভাবালম্বনে লিখিত

মহারাণী চন্দ্রাবতী।

(ঐতিহাসিক চিত্র)

পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রনজিৎ সিংহের নাম কাহারও অজ্ঞাত নহে। মহারাণী চন্দ্রাবতী, সেই মহারাজ রণজিৎ সিংহের কনিষ্ঠা মহিষী এবং রাজকুমার দলীপ সিংহের জননী। মহারাজ রণজিৎ সিংহ মৃত্যুকালে তিন পুত্র রাখিয়া জান—খড়্গসিংহ, শেরসিংহ, এবং দলীপসিংহ। রণজিতের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ-বিগ্রহ উপস্থিত হইল। সেই সুযোগে উচ্চাভিলাষী রাজকর্ম্মচারিগণও স্ব স্ব ক্ষমতা পরিচালনের সুবিধা গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় নাই। শেরসিংহের ষড়যন্ত্রে খড়্গ সিংহ নিহত হইলেও, শের সিংহও নিয়তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না—, অচিরেই ভ্রাতার সহযাত্রী হইলেন। এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যেই পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের দুই পুত্র সিংহাসন হইতে অপসারিত

মধ্যে বিপুল অশান্তির ঝড় বহিল। অশান্তির মধ্যেই কিছুকাল অতীত হইলে যুবরাজ দলীপ সিংহ অবশেষে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাজমাতা চন্দ্রাবতী শিশুপুত্রের সহকারী হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

মহারাণী চন্দ্রাবতী নারী হইলেও তাঁহার বুদ্ধি সাহস ও উদ্যমের সীমা ছিল না। উচ্ছৃঙ্খল শিখদিগকে বশীভূত করিবার পক্ষে তাঁহার যোগ্যতা অসাধারণ ছিল, এক কথায় স্বামীর সমুদয় গুণাবলীই যেন তাঁহার অন্তরে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় ও সুশাসনে অল্পকালের মধ্যেই দেশে অবার শান্তি ফিরিল। কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উচ্চপদে অভিসিক্ত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রাণী চন্দ্রাবতী স্বয়ং সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সৈন্য বিভাগেও তিনি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইলেন। শের সিংহ নামে জনৈক উচ্চ পদস্থ শিখকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষপদ প্রদান করা হইল, বিদ্রোহের মূলে আঘাত পড়িল।

ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত ও শিখ রাজ্যের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যবধান ছিল না। ইংরাজ পাঞ্জাবের এই সুশৃঙ্খল শাসন ও সৈন্য সংস্কার দেখিয়া চমকিত হইল। তাহারাও আপনাদের সতর্ক রাখিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সমগ্র সীমান্ত প্রদেশ ও শতদ্রু নদীর উভয় তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে সৈন্য সমাবেশ করিল, সৈন্য সংস্কারেও উদ্যোগী হইল।

কিছুকাল পরস্পরের মধ্যে সংস্কারের ধূম পড়িয়া গেল। ইত্যবসরে সহসা একদিন সুযোগ বুঝিয়া শিখেরা বলিয়া পাঠাইল—ইংরাজ ক্রমশঃ তাহাদের সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। ডাকিয়া আনা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই বিপদে সতর্ক হওয়া ভাল। ইংরাজ উত্তর দিল—শিখেরাই ইংরাজ-রাজ্য আত্মসাৎ করিতে বসিয়াছে—শিখেরাই সাবধান হউক! উভয় পক্ষের এইরূপ বাদানুবাদের মধ্যেই একদিন উন্মত্ত শিখ ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল।

এই ভীষণ যুদ্ধে মহারাণী স্বয়ংই সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। বহু অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক শিখ এই যুদ্ধে ইংরাজকে অযাচিত সাহায্য দানে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। স্বার্থের প্ররোচনায় দেশের কথা তাহাদিগের মনে স্থান পাইল না। রাণী দেশের ও মৃত স্বামীর অক্ষুণ্ণ প্রতাপের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহায় হীনা নারীর তথাপি প্রতিজ্ঞা অটল, যেন কোন অতীত কালের গৌরব মহিমায় তাঁহার হৃদয় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে! তাহারই বিচিত্র মাদকতায়, বিপুল উত্তেজনায় তাঁহার সৈন্যগণও আজ তাই মনোল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে।

শিখযুদ্ধের কথা এখানে বিশদভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া আপনার কৌতুহল নিবৃত্তি করিবেন। মুদকী, ফিরোজসহর, সোব্রাওন প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ স্থানে যুদ্ধ হইল। বিশ্বাসঘাতকগণের দুর্ভেদ্য চাতুরী ভেদ করা মহারাণীর পক্ষে সম্ভব হইল না। অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও রাণীর সৈন্য বার বার পরাভূত হইতে লাগিল। ইংরাজের বিজয় গর্ব্বে আকাশ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাণীর এক সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া যখন সংবাদ দিল সোব্রাওনের যুদ্ধে শিখেরদল পরাস্ত হইয়াছে, তখন স্থির গম্ভীরভাবে রাণী উত্তর দিলেন, আমার খাল্‌সা সৈন্য এখনও ত সব মরে নাই? তখনই অপরাপর সৈন্যাধক্ষ আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে উপদেশ দিলে, তিনি পূর্ব্বের মতই অবিচলিত স্বরে বলিলেন, আমি আমার স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। তাঁহার অক্ষুণ্ণ গৌরব এমন ভাবে লুপ্ত হবে? না আমার দেহে প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না।" আবার যুদ্ধ চলিল।

আর আশা নাই--ইংরাজের গোলার সম্মুখে শিখ সৈন্য দগ্ধ হইয়া গেল। রাণী নিরুপায় হইয়া অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি হইল—একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট তাঁহার রাজ্যে থাকিবেন। রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে সকল বিষয়ে রাণী রেসিডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবেন—অন্তত সকল বিষয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইবেন! এইরূপে প্রকারান্তরে সমগ্র শিখ-রাজ্য ইংরাজ হস্তে আসিয়া পড়িল। রেসিডেণ্ট সকল বিষয়েই মহারাণীকে রাজকার্য্যে হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। রাজা দলীপ তখন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক মাত্র। কয়েকজন উচ্চপদ প্রার্থী বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে স্থির হইল—রাণী নাবালকের রাজ্য নষ্ট করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে রাজ্য হইতে স্থানান্তরিত করাই যুক্তি সঙ্গত। তাহাদিগের পরামর্শে বালক দলীপ একখানি আদেশ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন--তাহাতে লেখা ছিল রাণীর নির্ব্বাসন আজ্ঞা। রাণী কাশীধামে বাস করিবেন। আদেশ পালিত হইল।

আদেশ পত্রখানি রাণীকে শুনান হইল। মৃদু হাসিয়া তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন "এ আদেশ কাহার?" পত্রবাহক বলিলেন "স্বয়ং মহারাজের।" তখন স্থির গম্ভীর স্বরে রাণী বলিলেন "এই মূহুর্ত্তেই আমি রাজ আজ্ঞা পালন করিব। আমি ত পাঞ্জাবেশ্বরী নই—রাজমাতা মাত্র! পুত্রের বিরুদ্ধে—রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমি ইচ্ছা করি না। সে সাধ্য বা শক্তি আমার নাই!"

রাণী সুদূর কাশীধামে চলিয়া গেলেন। রাণীর হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল।

সে আঘাত নির্ব্বাসনের জন্য নহে—পুত্রের জন্যও নহে—সে শুধু দেশের দুর্দ্দশা ভাবিয়া, পূর্ব্ব গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া! এই দারুণ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল—পীড়িত হইয়া মৃত্যুর পথে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ সুদূর পঞ্চনদে খালসা সৈন্যের নিকট আসিয়া পৌছিল। তাহাদের নিকট নারী হইলেও তিনি দেবীতুল্যা—তাঁহার জন্য তাহারা অকাতরে জীবন দিতেও কুণ্ঠীত নহে। খালসা সৈন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লর্ড গাফ ইংরাজ সৈন্যের পরিচালন ভার লইয়াছিলেন। তিনি শিখ সৈন্যের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হইলেন। কিন্তু এ জয়োল্লাস শিখেদের ভাগ্যে দীর্ঘকাল টিকিল না।—শিখসৈন্য গুজরাট যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাভূত হইল।

ইংরাজ, মহারাজ দলীপ সিংহকে সুদূর ইংলণ্ড প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। পাঞ্জাব ইংরাজ-রাজ্য ভূক্ত হইল।

মহারাজ দলীপ কোন এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলার পানি গ্রহণ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান বলে ভাবিলেন।—ইংরাজ রাজ তাঁহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক পঞ্চলক্ষ মুদ্রা বৃত্তি নিদ্ধারণ করিয়া দিলেন।

মহারাণী চন্দ্রাবতী এ যাবৎকাল কঠিন পীড়ায় নিতান্ত নিঃসহায় নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার কষ্টের আর সীমা ছিল না। রাজরাণী হইয়াও গ্রহ বৈগুণ্যে আজ তিনি পথের ভিখারিণী অপেক্ষাও হীন। তাঁহারাও তবু স্বাধীন ভাবে মনের আনন্দে প্রকৃতির বিস্তীর্ণ মুক্ত প্রাঙ্গণে একটু বেড়াইতে পায়—প্রাণ খুলিয়া সঙ্গিনীগণের সহিত কথা কহিতে পায়—আত্মীয় স্বজনের মুখের একটু হাসিও দেখিতে পায়—ইহাতেই তাহাদের আনন্দ, ইহাতেই শত কষ্টের মধ্যেও তাহারা একটু সুখভোগ করে। কিন্তু মহারাণী চন্দ্রাবতীর সেই বান্ধবহীন দুঃখের দিন যেন আর ফুরায় না—বুঝি এ জীবনে আর ফুরাইবেও না! তিনি স্পষ্ট বুঝিয়া ছিলেন, শুধু মৃত্যুই তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিতে পারে। আর কেহ নহে!

তাঁহার দুরাবস্থা দেখিয়া ইংরাজের মনে করুণার উদয় হইল। জীবনের শেষ কয়টা দিন যাহাতে তাঁহার সুখে কাটে, ইংরাজ তাহার ব্যবস্থা করিল, তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। যথা সময়ে তাঁহাকে সুদূর ইংলণ্ডে পাঠান হইল। কিন্তু ইংলণ্ডে পৌছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ অনন্তের পথে যাত্রা

করিল। সকল যন্ত্রণার অবসান হলো। তাঁহার প্রাণ-হীন-দেহ ফেনিল সমুদ্রের অতল গর্ভে সমাহিত হইল।

শ্রীগুরুদাস আদক।

অমৃতে অরুচি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর পূর্ব্বে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে বাধ্য হইয়া আমাকে স্কুলের পড়া ছাড়িয়া দিতে হয়। শৈশবেই আমি পিতৃহীন হইয়াছিলাম। পিতৃ বিয়োগের পর আমার পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর আমাদের অভিভাবক-রূপে সংসার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। যে দিবস আমি পরীক্ষা দিতে পাব্-নায় গমন করিব, তাহার ঠিক পূর্ব্ব দিবস আমার পরম পূজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয় হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া আমি কেমন করিয়া পরীক্ষা দিতে পাবনায় গমন করিব! এ দিকে গৃহে আমি আমার ভ্রাতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলাম, ওদিকে আমার পরীক্ষার দিন অতীত হইয়া গেল। তার পর কয়দিবস অতীত হইলে দাদা আমাদের স্নেহসূত্র ছিন্ন করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন। দাদাকে হারাইয়া আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। আমার অবস্থা এক্ষণে ঠিক লক্ষ্যচ্যুত কক্ষভ্রষ্ট ছিন্ন গ্রহের ন্যায়। —অকুল সংসার-সমুদ্রে আমি কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় দিশেহারা হইয়া ভাসিতে লাগিলাম; আহা! আমার সেই দুঃখের দিনগুলি কি এ জীবনে ভুলিবার!

দাদার অভাবে আমাকেই এক্ষণে সংসারের ভার মাথা পাতিয়া লইতে হইল। আমাদের সংসারের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না, রোজ আনা, রোজ খাওয়া কতকটা এইরূপ ভাবেই চলিতেছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রতিবেশীদের চক্রান্তে কয়েকটী মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। সেই ঋণ-দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দাদা জোতজমা সকলই বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া-

সমুদয় ব্যয়িত হইয়া গেল। এক্ষণে আমি স্বয়ং কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া না আনিলে আর সংসারের কাহারও মুখে অন্ন যাইবে না ; অগত্যা আমাকে চাকুরীর অন্বেষণে বহির্গত হইতে হইল।

মা মঙ্গলচণ্ডীর ইচ্ছায় আমাকে চাকুরীর জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। আমি দাদার ভস্মাবশেষ অস্থিখণ্ড সঙ্গে লইয়া কলিকাতার পথে বহির্গত হইয়াছিলাম, উদ্দেশ্য—কলিকাতায় জাহ্নবী-গর্ভে দাদার ভস্মাবশেষ বিসর্জ্জন করিয়া, পরে চাকুরীর উদ্দেশ্যে অন্যত্র গমন করিব। ইতিমধ্যে রেলগাড়ীতেই উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল! তিনি আমার সমুদয় ইতিহাস শুনিয়া বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের ষ্টেটে বনবিভাগে একটী ভাল চাকুরী করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহারই প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি দাদার অস্থিখণ্ড ভাগীরথী-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারীপদায় গমন করিলাম। বলা বাহুল্য, তিনি আমাকে সেখানে দেড় শত টাকা বেতনের একটী পরিদর্শকের পদ প্রদান করিলেন। এই-রূপে আমি এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব চাকুরী লাভ করিয়া পরম সন্তোষ সহকারে কার্য্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এমনই ভাবে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল, আমার এই চাকুরী হওয়াতে সংসারে যাহা কিছু অসচ্ছলতা ছিল, তাহা সমুদয় নিবারিত হইল। এখন বেশ একপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

সেইবার পূজার সময় মার আহ্বানে আমি বাড়ী গেলাম ; পূজাতো কাটিয়া গেল, তারপর একদিন মধ্যাহ্নে আমি আহার করিতে বসিয়াছি—মা পাশে বসিয়া ছিলেন। এ কথা সে কথার পর মা বলিলেন,—"বিনয়! এইবার তুইও একটা বিয়ে কর, আমি ঘরে বউ আনি।" আমি বলিলাম, "আমি এখন বিয়ে করব না।" মা বলিলেন,—"কি বলিস তুই। এখন কি আর বিবাহ না কর্‌লে ভাল দেখায়?" আমি বলিলাম,—"ব্যস্ত হইলে মা আমি কিন্তু ব্রাহ্মঘরে বিবাহ করব। তোমাদের সমাজেত আর ভাল ইংরেজী লেখাপড়া জানা মেয়ে পাইবার উপায় নাই, তোমাদের হিন্দুসমাজ কেবল মেয়েদিগকে গারদে পুরিয়া রাখিতেই জানে। সুতরাং ব্রাহ্ম ঘরে ভিন্ন আর ভাল

ব্রাহ্ম ঘরে ভিন্ন কি আর ভাল মেয়ে পাওয়া যাইবে না? তুই কেবল রাজী হইলেই হয়। আমি লেখাপড়া জানা ভাল মেয়ে দেখিয়া ঠিক করিতেছি।" আমি বলিলাম, —"তোমরা জবরদস্তি বিবাহ দিবে দাও; কিন্তু বউ যদি ঠিক আমার মনের মত না হয়, তাহা হইলে আমি কিন্তু আর কখন বাড়ী আসিব না, তাহা বলিতেছি।" ইহার কয়দিন পরে আমার নির্দ্দিষ্ট ছুটী ফুরাইয়া গেল, আমি পুনরায় কার্য্যস্থলে রওনা হইয়া গেলাম।

একদিন সবে বাহির হইয়া আমি তাম্বুতে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছি, এমন সময়ে ডাকঘরের হরকরা আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। উপরের শিলমোহর দেখিয়া বুঝিলাম পত্রখানি আমার হেড্ কোয়ার্টার বারীপদা হইতে রিডাইরেক্ট হইয়া আসিয়াছে। পত্রখানি বাটী হইতে আসিতেছে দেখিয়া আমি সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া অগ্রে তাহা পাঠ করিতে বসিলাম। পত্রখানি এই;—

পরম কল্যাণবরেষু!

স্নেহের ঠাকুরপো, কয়দিন তোমার পত্র না পাইয়া যারপরনাই চিন্তিত আছি; পত্রপাঠ মাত্র তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।

তারপর, রতনপুরের শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর লাহিড়ী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা হইয়াছে। আগামী মাসের ১৫ই তারিখ শুভবিবাহের দিন ধার্য্য হইল। মেয়ে দেখিতে খুব সুশ্রী এবং লেখাপড়া জানে। কিরণের বিবাহে আমি ও মা রতনপুরে গিয়াছিলাম, তাহাতেই মেয়ে দেখিয়া আমাদের খুব পছন্দ হইয়াছে। তুমি উক্ত তারিখের পূর্ব্বে ছুটী লইয়া বাটী পঁহুছিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল, তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—

আঃ তোমার বৌদিদি।"

পত্রখানি পড়িয়া আমার মনের মধ্যে কেমন একটা ঘোর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল; ইহার কারণ যে কি, তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ফলে তখনই আমাকে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া একাকী সান্ধ্যভ্রমণের জন্য তাম্বুর বাহির হইতে হইয়াছিল এবং রাত্রি আটটার পূর্ব্বে আর সেদিন আমি ভ্রমণ শেষ করিয়া তাম্বুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি নাই।

বাসায় ফিরিয়া আহারাদি সমাপন করতঃ আরাম কেদারায় শুইয়া শুইয়া এক-

সুতরাং বলা বাহুল্য যে কাগজ পড়িতে ভাল লাগিল না। কাগজ ফেলিয়া একখানা মাসিক পত্র লইয়া কেবল তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম—কোনটাই ভাল লাগিতেছিল না। অবশেষে কাগজ কলম লইয়া একখানা ছুটীর দরখাস্ত লিখিলাম এবং স্বয়ংই ডাকঘরে যাইয়া পত্রখানা চিঠির বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে আমি ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে আমাদিগের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পরদিন বাটী আসিয়া আমি মাঠে ছেলেদের ক্রিকেট খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটী ছেলে আমাকে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিল,—"বিনয় দা! তুমি না বড় বড়াই করিয়াছিলে যে ব্রাহ্মঘরে বিবাহ কর্‌বে। এখন একি হলো, একেবারে ভট্‌চাজের মেয়েকে বিয়ে কল্লে?" আমি বলিলাম, তা হউক, লেখাপড়া জানিলেই হইল।" সে পুনরায় বলিল,—"কতদূর লেখাপড়া জানে তাহার খবর লইয়াছ কি? ও যে আমার মামার বাড়ীর মেয়ে। আমার বেশ জানা আছে, তৃতীয় ভাগের অধিক তাহার বিদ্যা নহে।" কথাটা শুনিয়া আমি একেবারে দমিয়া গেলাম, তাহার কথার আর কোন উত্তরই দিলাম না। একটু পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

বাটীতে আসিয়াই আমি আমার ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—বউদিদি, আমার ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে, এই সন্ধ্যার ট্রেণেই আমাকে যাইতে হইবে। যাহা কিছু খাবার থাকে আনিয়া দাও।' বউদিদি আমার কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। প্রথম বিস্ময় অপনোদিত হইলে, তিনি বলিলেন,—"ওমা সে কি কথা! আজ যে তোমার ফুলশয্যা!" আমি বলিলাম,—"থাক আর ফুল-শয্যায় দরকার নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। এখন শীঘ্র শীঘ্র অব্যাহতি পাইলেই বাঁচি।" বউদিদি নিকটে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া স্নেহমিশ্রিত অতি মিষ্ট স্বরে বলিলেন, —"ছি ঠাকুরপো! অমন পাগলামী করিও না। আজ আনন্দের দিনে কি অমন করিয়া নিরানন্দে থাকিতে আছে? তুমি না আমায় ভক্তি কর—ভালবাস, আমার একটা কথাও কি রাখিবে না?" বউদিদির এই স্নেহমিশ্রিত কথাগুলি শুনিয়া এবার আমার চক্ষে জল আসিল। এবার আর আমি তাঁহার উপর রাগ করিতে পারিলাম না। রুমালে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাঁহাকে বলিলাম,—"বউদিদি! [illegible]

অবকাশ দিয়াছেন ? আমার চিরজীবনের সমস্ত সুখশান্তি কি আপনারা নষ্ট করিয়া দেন নাই ?" বউদিদি আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"কেন—কেন—কি হইয়াছে ?" আমি বলিলাম,—"আপনারা কোথা থেকে একটা জঙ্গলী মেয়ে লইয়া আসিয়া তাহারি সহিত আমার বিবাহ দিয়া দিলেন, অথচ বিবাহের পূর্ব্বে একবার আমার মত লওয়ারও অপেক্ষা করিলেন না ; আবার বলিতেছেন—কেন ?" বউদিদি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহমিশ্রিত মিষ্টস্বরে বলিলেন,—"ঠাকুরপো তুমি ভুল বুঝিয়াছ। যাহার সহিত তোমার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, সে জঙ্গলী নয়, পরন্তু পরম রূপবতী ও বিদূষী। অন্য যে কেহ তাহাকে পত্নীরূপে পাইলে আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিত। কিন্তু আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য এই যে এমন লক্ষ্মী বউও তোমার পছন্দ হয় নাই। যাহা হউক আজ তোমার ফুলশয্যা, আজ রাত্রেই সকল কথা জানিতে পারিবে, আগে থাকিতে এমন করিয়া পাগলামী করিও না।" বউদিদির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমি সে রাত্রের জন্য থাকিতে সম্মত হইলাম বটে, কিন্তু বাটীর ভিতর শুইতে যাইবার কথায় আমি স্পষ্ট অস্বীকার করিলাম।

রাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া আমি বহির্ব্বাটীর ঘরে ফরাসের উপর একটা বালিস লইয়া শুইয়া পড়িলাম। তারপর চাকর-বাকর সকলে আহারাদি করিয়া যে যাহার স্থানে যাইয়া একে একে শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঝী আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিল,—"ছোটবাবু! বউদিদি তোমায় ডাক্‌ছেন ; ঐ খিড়কীর কাছে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন।" আমি তাহাকে বলিলাম,—"তুই তাঁহাকে গিয়া বল্‌গে যে আমি এখানে শুইয়া পড়িয়াছি, আর বাটীর ভিতর যাইতে পারিব না।" ঝি চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে পুনরায় ফিরিয়া আসিল, এবার বউদিদিও তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বউদিদি আসিয়াই আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"চল, উঠ, আর পাগলামী করিও না ; ছেলে মানুষ, হয় ত এতক্ষণ ঘুমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।" আমি বলিলাম,—"বউদিদি, আমি এখানে বেশ আছি, কেন আর আমাকে অনর্থক কষ্ট দিবেন ?" কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা উঠিয়া তাঁহার সহিত আমাকে বাটীর মধ্যে যাইয়া শয়ন করিতে হইল।

শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখি, গৃহের এক কোণে টেবিলের উপর প্রকাণ্ড একটা সেজের আলো, বিছানার উপরে রাশি রাশি ফুল ও গন্ধদ্রব্য ছড়ান। আর বিছানার এক পার্শ্বে আমার নব পরিণীতা পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা নিদ্রার ঘোরে

প্রবেশ করিতেছিল, এবং তাহাতেই প্রতিভার মুখের কাপড়খানা হঠাৎ সরিয়া গেল। আমি তাহার সেই অপূর্ব্ব মুখচ্ছবি দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলাম। কি মধুর মিষ্ট শ্রী! বাস্তবিক প্রথম দর্শনে আমার বোধ হইল, যেন কোন স্বর্গের অপ্সরী, তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া আমার বিছানার একপ্রান্তে শুইয়া আছে। প্রথম বর্ষায় তটিনীর যে আবেগ, প্রথম বিকাশকালে কোরকের যে উদ্ভিন্ন সৌন্দর্য্য, প্রতিভার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনে কমনীয় দেহে সেই সৌন্দর্য্যরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত—স্বপ্নাবিষ্টের মত চাহিয়া রহিলাম। একবার ইচ্ছা হইল, তাহার সেই ফুল্ল রক্তকুসুমকান্তি অধর যুগলে আমার অধর যুগল মিলিত করি। কিন্তু তখনই আবার মনে হইল—"ছি ছি! এই কি আমার মনের বল? যে আমার আদৌ উপযুক্ত নহে, তাহার শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলাম?" এই সময় একটা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া টেবিলস্থিত বাতি নিভাইয়া গৃহ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল। আমিও অমনি গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার একপ্রান্তে শুইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন আমি বাটীর সকলের নিষেধ, অনুরোধ, উপরোধ সকলই অগ্রাহ্য করিয়া সন্ধ্যা আটটার ট্রেণে বারিপদায় রওনা হইয়া আসিলাম। বারিপদায় আসিয়া প্রায় পনর বিশ দিন পরে আমি একদিন ডাকযোগে একই সঙ্গে খামে ভরা দুইখানি পত্র পাইলাম। প্রথম পত্র খুলিয়া দেখিলাম, উহা আমার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার পত্র; তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"বিনয় বাবু!

তোমার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আমার আলাপ পরিচয় বা দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ পত্র লেখাটা তেমন ভালো দেখাইবে না। কিন্তু না লিখিয়াও ত থাকিতে পারি না। তুমি শ্রীমতী প্রতিভার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে বাধ্য হইয়া আমাকে এরূপ অবস্থাতেও পত্র লিখিতে হইল।

তুমি না আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাক; সেইজন্যই কি পরিণীতা পত্নীর সহিত প্রথম রাত্রেই এরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছ? বিবাহের পর একরাত্রের মধ্যে নববধূর যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারাই বিস্মিত হইয়াছেন। চঞ্চলা, অস্থিরা বালিকা

প্রকৃত মনের ভাব জানিয়া লওয়া যে কতদূর কঠিন, তাহা আমি তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? যখন প্রতিভা বিবাহের পর শ্বশুর বাটী হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন আমি তাহার গম্ভীরতা দেখিলাম বটে, কিন্তু নববধূর মনে যে একটা নিরাবিল আনন্দ ও উৎসাহ বিরাজ করিতে থাকে, তাহা ত খুঁজিয়া কোথাও পাইলাম না। তাহার পরিবর্ত্তে একটি বিষাদের ঘন কালিমা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে প্রতিভা তোমার নিকটে কখনই সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হয় নাই; পাইলে তাহার হৃদয়ে ওরূপ বিষাদের কালিমা কখনই দেখিতাম না। তারপর অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই যথার্থ।

বহু কৌশল করিয়া তবে আমি প্রতিভার নিকট হইতে কথাগুলি বাহির করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছি। শুনিলাম—ফুলশয্যার রাত্রে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা কিছুই হয় নাই। বহুক্ষণ ধরিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে বালিকা নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর তুমি যাইয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলা দূরে থাকুক, চুপি চুপি গৃহের বাতিটী নিবাইয়া দিয়া বিছানার একপ্রান্তে শুইয়া পড়িয়াছিলে। তারপর পরদিনই আবার কার্য্যস্থলে গমন করিয়াছ। ইহাতে কি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় নাই?

তুমি স্বয়ং শিক্ষিত হইয়া নবপরিণীতা পত্নীর সহিত প্রথম রাত্রেই কেন যে ওরূপ নিষ্ঠুরতার অভিনয় করিয়াছ তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তবে বাজারে রাষ্ট্র যে প্রতিভা ইংরেজী লেখাপড়া জানে না, এবং সেইজন্যই সে তোমার অপছন্দ হইয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে তোমার এই আচরণকে ঘোর বেকুবী ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। তোমার ১নং বেকুবী এই যে তুমি তাহার সহিত আলাপ না করিয়াই তাহার সম্বন্ধে আপনার মনে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছ; এবং তোমার ২নং বেকুবী এই যে, তুমি আপনার স্ত্রীকে যেরূপ ইচ্ছা নিজের মনের মত করিয়া শিক্ষিতা করিয়া লইতে পার। সেরূপ না করিয়া চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়ার মত বাটীর সকলের উপর রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ। ইহাতে কি তোমাকে বুদ্ধিমান বলিব? যাহাই হউক, আমি এই বলিয়া রাখিলাম যে তোমার এই বেকুবীর জন্য তোমাকে পরিণামে যথেষ্ট পরিতাপ করিতে হইবে। অদ্য এই পর্য্যন্ত। ফেরত ডাকে তোমার মঙ্গল সংবাদ সহ পত্রোত্তর দিয়া সুখী করিবে। ইতি—

আঃ শ্রী———দেবী।"

প্রথম পত্র সমাপ্ত করিয়া পরে দ্বিতীয় পত্রখানি পাঠ করিলাম ; এ খানি আমার বউঠাকুরাণীর পত্র। তিনি নিম্নোক্তরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

পরম স্নেহাস্পদেষু—

স্নেহের ঠাকুরপো, তুমি বাড়ী হইতে যাইবার পর এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কোনও পত্রাদি লেখ নাই ; তজ্জন্য আমরা বাটীস্থ সকলেই যারপর নাই দুঃখিত ও চিন্তিত আছি। যাহা হউক ফেরত ডাকে তোমার মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।

অদ্যকার পত্রে আর তোমার পূর্ব্ব আচরণের প্রসঙ্গ বেশী কিছু তুলিব না ; তবে সংক্ষেপে দুই একটী আবশ্যকীয় কথা বলিয়া যাইতেছি। তোমার ফুলশয্যার রাত্রের ব্যবহারের কথা জানিয়া মা দুঃখে ও ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া তবে কতকটা আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছি। মা প্রথমে কিছুতেই আশ্বস্ত হ'লেন না, আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, বলিলাম যে "ঠাকুরপোর প্রথম যে সব ভাবভঙ্গী দেখিতেছেন, তাহা অধিক দিন টিকিবে না। সে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশির অধিকারিণী, তাহাই অবশেষে ঠাকুরপোকে বশ করিয়া ফেলিবে। রূপের মোহে আকৃষ্ট হয় না এমন লোক কোথাও দেখিয়াছেন কি ? কত যোগী ঋষি পার পাইয়া গেলেন, আর এ ত ক্ষুদ্র ঠাকুরপো।" আমার এই সকল কথায় মা অবশেষে কতকটা আশ্বস্তা হইয়াছেন। আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহা সত্য নহে কি ?

বাস্তবিক প্রতিভা যেরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশির অধিকারিণী, সেরূপ সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া তুমি আর কোথাও পাইবে না। আর শপথ করিয়া বলিতে পারি তুমি তাহার এই যৌবন-ফাঁদে নিশ্চিত ধরা পড়িবে।

আর একটা কথা তোমায় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাস্তবিক তোমার যদি এমনই অভিরুচি হয় যে মেম সাহেব না হইলে কিছুতেই তোমার চলিবে না, তাহা হইলে তুমি নিজে তোমার স্ত্রীকে মনের মত করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া লইতে পার নাকি ? আর তোমার এরূপ উদ্ভট রুচিই বা কেন, তাহাও ত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমাকে প্রতিভার হইয়া বেশী ওকালতী করিতে হইবে না, প্রতিভা স্বয়ং শব্যশাচী। পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল, সুতরাং অদ্য এই স্থানেই ইহার উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম। বারান্তরে ঐ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা লিখিব। ইতি—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন আমি রাত্রিতে আহারাদি সমাপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পত্র দুইখানির জবাব লিখিতে বসিলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিলাম যে আমার শ্যালিকার লিখিত পত্রখানির কোন জবাব দেওয়া হইবে না, কেন না তাঁহাকে জবাব দিবার বড় কিছু ছিল না। তারপর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার পরম পূজনীয়া বউঠাকুরাণীকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলাম। পত্রখানি সমাপ্ত হইলে মনে মনে পাঠ করিলাম।

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

স্নেহময়ী বৌদিদি ! আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। আমি এখানে শারীরিক বেশ ভাল আছি, তজ্জন্য আপনাদিগের বিন্দুমাত্র চিন্তার কারণ নাই।

আপনি আপনার সুচিন্তিত পত্রে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সকলগুলির জবাব আমি এ স্থলে দিব না; কেননা তাহার অধিকাংশ বিষয়েই মতভেদ অনিবার্য্য। সুতরাং সে সম্বন্ধে অপাততঃ নীরব থাকাই আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করি।

আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য এই যে আপনারা আমাকে বশীভূত করিবার জন্য গুণের আশ্রয় না লইয়া রূপের আশ্রয় লইয়াছেন। রূপ কিছু চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু গুণ চিরস্থায়ী। আপনারা আমার বিবাহের সময় এই সত্যটী মনে রাখিলে আমি চিরবাধিত হইতাম।

প্রতিভার রূপ আছে একথা আমি অস্বীকার করি না। ফুলশয্যার রাত্রে আমি তাহার সেই রূপ দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার সে মোহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। তজ্জন্য আমি আমার মানসিক বলের ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। যতদিন আমার আমিত্ব থাকিবে, ততদিন আমি তাহার রূপের ফাঁদে ধরা পড়িব না, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। যে দিন আমার এতটুকু মানসিক বল না থাকিবে, সেদিন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্যের দিন বলিয়া মনে করিব।

আপনি আমার রুচির প্রশংসা করিতে পারেন নাই, এবং তাহাকে উদ্ভট রুচি বলিয়া মনে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। ... সুতরাং এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

আপনার মতে আমি প্রতিভাকে ইচ্ছা করিলেই আমার মনের মতন করিয়া শিক্ষিতা করিয়া লইতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে ততটুকু ধৈর্য্য আপাততঃ আমার নাই। যেদিন আমি এই কার্য্যে সফল হইব, সেদিন আপনাকে আপনি অভিনন্দিত করিব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আপনি ও মাতৃদেবী আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন এবং শ্রীমতী আশা-লতাকে আমার ভালবাসা দিবেন। শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

যথাসময়ে পত্রখানি ডাকে রওনা হইয়া গেল।

* * * * *

কয়েক দিবসের মধ্যেই ইহার প্রত্যুত্তর পাইলাম। এবারও বউঠাকুরাণীর পত্র পূর্ব্বের ন্যায়ই সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

স্নেহের ঠাকুরপো!

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম এবং তুমি শারীরিক ভাল আছ সংবাদে নিশ্চিন্ত হইলাম।

পূর্ব্বপত্রে আমি তোমাকে লিখিয়াছিলাম যে বারান্তরে আমি অন্যান্য কথার আলোচনা করিব। এইজন্য এবার আরও দুই একটী কথা বলিব। এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত ও যথাযথ আলোচনা এরূপ ক্ষুদ্র পত্রে সম্ভবে না। সাক্ষাতে সকল কথা বিস্তারিত শুনিতে পাইবে। আপাততঃ সংক্ষেপে বলিয়া যাইতেছি।

তোমার প্রধান কথা এই যে বাঙ্গালা সংস্কৃতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেও যতক্ষণ তিনি একটু ইংরেজী না শিখিতেছেন, ততক্ষণ তিনি মানুষ বলিয়া গণ্য হইবেন না। বলা বাহুল্য যে তোমার এই উন্মত্ত প্রলাপ শুনিয়া কোনও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিই হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন না। হইতে পারে তোমাদের ইংরাজী আজকাল অর্থকরী বিদ্যা, হইতে পারে ইংরাজী না পড়িলে আজকাল কাহারও চাকুরী হয় না। কিন্তু কেবল দুপাতা ইংরাজী শিখিয়া অর্থ উপার্জ্জনা করিতে শিখিলেই কি মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্য শেষ হইল? বিদ্যার যে একট অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য, তাহা সকল বিদ্যারই আছে; তা সে সংস্কৃত হউক, আর বাঙ্গালাই হউক, আর হিব্রুই হউক। নীতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে' এ বাক্যের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর তোমার যে একটা ধারণা আছে যে বাঙ্গালা বই পড়া সম্পূর্ণ

আছে, তাহা আদৌ সত্য নহে; বরং এরূপ ধারণা মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষেই অধিকতর শোভা পায়।

আর একটী কথার জবাব দিয়া আমি পত্র শেষ করিব। তুমি লিখিয়াছ যে আমরা তোমাকে পাকড়াও করিবার জন্য গুণের আশ্রয় লইবার পরিবর্ত্তে রূপের আশ্রয় লইয়া নিশ্চিতই ভাল করি নাই। বলা বাহুল্য যে আমরা পূর্ব্ব হইতেই কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তোমার অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। শ্রীমতী প্রতিভা বহু সদ্‌গুণের অধিকারিণী; তুমি অন্ধ, তাই তাহার গুণরাশি দেখিতে পাও নাই, এবং সেইজন্যই আমাকে রূপের কথা তুলিতে হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে এ দোষ আমাদের নহে, এ দোষ তোমারই।

যাহা হউক, তুমি যত সত্বর পার, দিন সাতেকের বিদায় লইয়া বাটী আসিবে —বিশেষ প্রয়োজন আছে। অন্যথা করিও না; করিলে সমূহ অনিষ্ট ঘটিবে। আমরা এখানে সকলেই ভাল আছি। ফেরত ডাকে তোমার মঙ্গল সংবাদসহ পত্র লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার বউদিদি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বড় বউদিদির পত্র পাইয়াও আমি বাড়ী যাইবার কোন উদ্যোগ আয়োজন করিলাম না; স্থির করিলাম যে যদি এ বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় পত্র পাই তবেই যাইব—আপাততঃ নহে।

ইহার কয়েকদিবস পরেই একদিন পুনরায় থামে ভরা একখানি পত্র পাইলাম উপরের হস্তাক্ষর অপরিচিত, কিন্তু বাঁকা বাঁকা হাতের লেখা দেখিয়া অনুমানে স্থির করিয়া লইলাম যে ইহা আমার পত্নীর লিখিত। উৎসুক-পরবশ হইয়া তখনই আমি উহা পাঠ করিলাম। পাঠক পাঠিকাগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য আমি পত্রখানি অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রিয়তমেষু!

প্রাণেশ্বর! আশা করি অধিনীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবা, আজ তোমায় অনাহুত অবস্থায় পত্র লিখিয়া আমি অতুল সাহসের পরিচয় দিলাম?

লিখিতে পারিতাম না। তবে বড়দিদির আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তিনিই জোর জবরদস্তী করিয়া এ পত্র লিখাইলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তোমার সুনজরে পতিত হই নাই, হইলে ফুলশয্যার রাত্রে আমি তোমার নিকট ওরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার কখনই পাইতাম না। তোমা কর্তৃক এরূপ নির্দ্দয়ভাবে উপেক্ষিতা হইয়াও যে আমি এখন পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিতেছি, ইহা আমার অসারতারই চূড়ান্ত নিদর্শন।

তুমি আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটু অবকাশও দাও নাই; কিসে যে আমি তোমার অযোগ্যা তাহাও কখন জানাও নাই। অথচ তুমি আমার কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছ। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি এ কথা ভুলিয়া গিয়াছ যে আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও এ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আমরা কোমল হৃদয়া সত্য, কিন্তু এ দণ্ড সহ্য করিতে আমরা কাতর হই না। পক্ষান্তরে তোমরা পুরুষ হইলেও এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না; অল্পেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ পর্য্যন্তও আমি জানিতে পারি নাই যে তোমার নিকট আমি কি অপরাধ করিয়াছি। তবে দিদির নিকট শুনিলাম যে আমি ইংরেজি লেখাপড়া জানি না, তাই তোমার মনে ধরি নাই। তুমিও আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর নাই। আমি ইংরেজী ভালমত জানি না সত্য, কিন্তু একেবারে যে না জানি এমনও নহে। ইংরেজী তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত আমি বেশ ভাল করিয়াই পড়িয়াছি। তবে এটুকু না জানিলেও যে কোন ক্ষতি হইত, এরূপ মনে করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। বিশেষতঃ এরূপ ধরণের শিক্ষা সুশিক্ষা না হইয়া সাধারণতঃ কুশিক্ষাই হইয়া থাকে। আর আমি গৃহস্থঘরের কুলবধূ, গৃহস্থালীই আমাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র। আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্রে—এই সংসার ধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের অবকাশ নাই, তাহা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বিবাহের পর এই আমি তোমাকে পত্র লিখিতেছি, সুতরাং এ পত্রে এ সব বিষয়ের প্রসঙ্গ তেমন ভাল দেখাইবে না। কিন্তু সে প্রসঙ্গ না তুলিলেও ত আমার পত্র লেখার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তুমি নাকি তোমার মাতৃভাষার উপর বড় চটা? জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাকি যে তোমার স্বপক্ষে কতগুলি কারণ তুমি দেখাইতে পার?

সকল মনুষ্যেরই দেশের ও দশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। মাতৃভাষার চর্চ্চা—মাতৃভাষার সেবা তাঁহার অন্যতম; কেননা এই মাতৃভাষার সেবা দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।

নিহিত থাকিলেও কেবলমাত্র নভেল পাঠ করিয়া সে জ্ঞানভাণ্ডারের কণামাত্রও লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ একথা বড় জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে নীতিশিক্ষা করিতে হইলে আমাদের দেশীয় সাহিত্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমাদের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে স্বর্গ নরকের ব্যবধান; এরূপ অবস্থায় কেবল সাহেবদের লিখিত নভেল পড়িয়া নীতিশিক্ষা লাভের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা নহে কি? এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার স্থান এই সামান্য পত্রে নাই; যদি কখনও ধৈর্য্য ধরিয়া আমার কথা শুনিতে স্বীকৃত হও, তবে তোমাকে এ বিষয়ের সমস্ত কথা বলিব।

পত্র দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, আর বেশী কিছু বলিব না। তোমার নিকট আমার কেবল একটীমাত্র নিবেদন আছে—পত্র পাঠ বাড়ী চলিয়া আসিও। আমার মাথা খাও—অন্যথা করিও না। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

তোমারই দাসী

প্রতিভা।

পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে আমার বাড়ী যাওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং প্রতিভার পত্র বউদিদিরই দ্বিতীয় আদেশ মাত্র। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া আমি এক সপ্তাহ ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়া দিলাম।

* * * * *

যথাসময়ে আমি বাড়ীতে যাইয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিলাম। মা ও বাড়ীর আর আর সকলেই আমার আগমনে বিশেষ সুখী হইলেন। সমস্ত দিবস আমোদ আহ্লাদেই কাটিয়া গেল।

রাত্রিতে আহারান্তে আমি আমার গৃহে যাইয়া শয়ন করিলাম। বউ দিদি একটু পরে আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন যে "তুমি আজ রাত্রে জাগ্রত অবস্থায় অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিবে, গৃহের দরজা খোলা রাখিও।" আমি বউদিদির আদেশ অনুসারে গৃহের দরজা ভেজাইয়া দিয়া শুইয়া শুইয়া একখানা খবরের কাগজ লইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময়ে দ্বারের কাছে কাহার পদশব্দ হইল। চক্ষু চাহিয়াই বোধ হইল, যেন কোন অপূর্ব্ব রূপজ্যোতিঃসম্পন্না স্বর্গীয়া দেবকন্যা ধীরে ধীরে আমার গৃহে প্রবেশ করিতেছে! পরক্ষণেই তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেলে বুঝিলাম যে তিনি দেববালা বা পরীকন্যা নহেন, আমারই নবপরিণীতা পত্নী প্রতিভা। আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া

লাম। প্রতিভা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া আমার পদপ্রান্তে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া প্রতিভাকে আমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিলাম; তার পর—আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না—তাহার সেই ফুল্লকুসুমকান্তি অধরযুগলে গাঢ় প্রেমভরে চুম্বন প্রদান করিলাম। প্রতিভা কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল আমার বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিল। আমি যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুই এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলিয়াছিলাম, তাহা কে বলিতে পারে? উভয়ের হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"প্রতিভা! ফুলশয্যার রাত্রে আমি তোমার সহিত সদ্ব্যবহার না করিয়া তোমাকেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছি, নিজেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছি। সে জন্য আমি অতিমাত্র দুঃখিত। আমার অপরাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা কর।"

এবার প্রতিভা কথা কহিল, বলিল—"কিসের ক্ষমা প্রাণনাথ? তুমি আমার দেবতা, তুমি আমাকে এমন কথা বলিলে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিবে।" তার পর দুইজনে সুখ দুঃখের আরও কত কথা হইল। সে গল্পের আর যেন শেষ হয় না।

*　　*　　*　　*　　*

সকালে উঠিয়া বউদিদি আমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন ঠাকুরপো! কাল রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি না?" আমিও হাসিয়া বলিলাম,—"কাল রাত্রে জাগ্রতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব—সকলই আপনার আশীর্ব্বাদ।" বউদিদি পুনরায় বলিলেন;—"তাহা হইলে তোমার ইংরেজীর নেশা ছুটিয়া গিয়াছে?" আমি বলিলাম,—"বউদিদি, আর কেন? ঘাট হইয়াছে, মাপ কর।" বউদিদি পুনরায় বলিলেন, "মাপ—না না, তোমাকে বড় কঠিন রোগে ধরিয়াছিল; ভাগ্যে অল্পেতেই ঔষধ পড়িয়াছে। মাতৃভাষায় বিরাগ!—ছি! ছি! এযে অমৃতে অরুচি।" আমি বলিলাম,—"আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সে অরুচি এখন সারিয়া গিয়াছে।" বলিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় লইলাম।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।

মোহনচাঁদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, আট সপ্তাহ পূর্ব্বে ভদবল্লভ নামে জনৈক লোক এক রাত্রি হাজত বাস করিয়াছিল। তৎপর দিন বেলা দুইটার সময় খালাস পায়। আর ঠিক সেই দিন দুইটার সময় মোহনচাঁদ আদালত হইতে ছুটী পাইয়া জেলের গাড়ীতে হরিণ-বাড়ী পৌঁছিবার জন্য যাত্রা করে। এটী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টরের ডায়েরী হইতে নির্ব্বিবাদে প্রমাণিত হইল।

এখন সমস্যার কথা, বদলাবদলি কিরূপে ঘটিল? জেলরক্ষীরা প্রতিদিন গাড়ীর সঙ্গে থাকে—তাহারা কি অতর্কিত ভাবে অন্যমনস্ক বশতঃ এক জনের বদলে আর এক জনকে গাড়ীতে তুলিয়াছে? ভদবল্লভ ও মোহনচাঁদের দেহের অনেকটা সৌসাদৃশ্য ছিল বলিয়া এই মহাভ্রম ঘটিয়াছে, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। রক্ষীরা প্রাচীন ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী, এই কাজ করিয়া চুল পাকাইয়াছে, তাহারা যে এরূপ মারাত্মক ভুল করিবে ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। তাহা হইলে এ অদল-বদল কিরূপে সংঘটিত হইল? বিষম সমস্যা!

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এই কাজটী সুসিদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহা হইলে এটী স্থির যে ভদবল্লভ রায় এই দলের একজন। উহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সে ইচ্ছা পূর্ব্বকই পুলিসে ধরা দিয়াছিল। কিন্তু কি অমানুষিক উপায়! শত শত লোকের চক্ষুর সমীপে, প্রাচীন বিচক্ষণ পুলিসের লোকের হাত হইতে মোহনচাঁদ অন্তর্ধান হইল, আর ভদবল্লভ তাহার স্থান অধিকার করিল। সকলের চক্ষে ধূলি প্রদান করা তত সহজ ব্যাপার নহে।

লোক পরিমাপক বিভাগে মোহনচাঁদের দেহের পরিমাপক হিসাব আছে। ভদবল্লভকে মাপ-যোপ করিয়া দেখা গেল যে সে মাপের সহিত কিছুমাত্র মিল নাই; মোহনচাঁদ যে ভোল ফিরাইয়া ভদবল্লভ হইয়াছে, এ সন্দেহ পরীক্ষায় তিরোহিত হইল। এখন ভদবল্লব নামে কেহ ছিল কি না তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। হাবড়া জিলার ঝাঁকড়দা মাকড়দা গ্রামে উক্ত নামে জনৈক লোক বাস

পরিত্যক্ত কুটীরে রাত্রি যাপন করিত। সে কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার পিতা মাতা কে, তাহার সংবাদ কেহ দিতে পারিল না। এক বৎসর পূর্ব্বে সে লোকটা গ্রাম ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার সংবাদ কেহ রাখে না।

এই সকল পরীক্ষা ও অনুসন্ধানে রাজপুরুষদিগের মনে অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, মোহনচাঁদ চম্পট দিয়াছে, আর ভদবল্লভ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু কি অদ্ভুত অমানুষিক উপায়ে অদল-বদলটী ঘটিল, তাহার কোন মূল-সূত্র বাহির হইল না, সে রহস্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল! রাজপুরুষেরা উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ, জন-সাধারণ উৎফুল্ল ও আমোদিত।

রাজপুরুষদিগের বিষম সমস্যা, এখন কর্ত্তব্য কি? মোহনচাঁদ অন্তর্দ্ধান হইয়াছে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই তাহার বদলে ভদবল্লভ হস্তগত; কিন্তু ইহাকে লইয়া কি করা যায়? বিনা দোষে কয়েকমাস সে হাজত-বাস করিল, কি দোষে তাহাকে অভিযুক্ত করিবে? সে তো দোষ করে নাই। সুতরাং তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জজ সাহেব এক দিন তাহাকে বেকসুর খালাস দিলেন। খালাস পাইল বটে, কিন্তু টিক্‌টিকির বড় কর্ত্তা অন্যের অজ্ঞাতে তাহার ভবিষ্যৎ গতিবিধি দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত তাহার সঙ্গ লইলেন। মতলব যে, ভদবল্লভ যখন মোহনচাঁদের দলের লোক, তখন সে খালাস পাইয়া মোহনচাঁদের না হউক, তাহার দলস্থ লোকের আড্ডায় আশ্রয় লইবে। তাহা হইলে দল শুদ্ধ গ্রেপ্তার করিবার সুবিধা হইবে।

এইরূপ চক্রান্তের ভিতর এক দিন কুয়াসাচ্ছাদিত ঊষাকালে ভদবল্লভ জেলের গেট পার হইল। টিক্‌টিকি বিভাগের নরেশ ও নরহরি এক দিকে, আর ইন্‌স্পেক্টর অপর দিকে, তাহার অলক্ষিতে সঙ্গ লইল! উদ্দেশ্য, মোহনচাঁদের দলে গিয়া মিলিত হইলে, দলকে দল শুদ্ধ ধরা যাইবে।

ভদবল্লভ ছাড়া পাইয়া যেন ভেবা চেকার ন্যায় খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াই যেন চুপ করিয়া দাঁড়াইল! তার পর যেন কোথায় যাইবে, কি করিবে ভাবিয়া লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। গড়ের মাঠ পার হইয়া বরাবর উত্তর-বাহিনী হইয়া বড় লাটের বাড়ী অতিক্রম করিল। পরে হেয়ার ষ্ট্রীটের ওল্ড জ্যাকের (old jack) দোকান, যেখানে পুরাতন পরিত্যক্ত কাপড় কেনা বেচা হয়, সেইখানে গিয়া রহিমউল্লা দোকানদারকে চারি আনা মূল্যে পুরাতন চাদরখানি বিক্রয় করিল। পয়সা কয়টী সযত্নে ট্যাকে

পোল পার হইয়া অপর পারে ট্রাম গাড়ী ছাড় ছাড় দেখিয়া এক লম্ফে গাড়ীতে উঠিয়া শিবপুরে উপনীত হইল। পশ্চাদ্গামী ইন্স্পেক্টর দুইজন পয়সা না থাকাতে ট্রামে উঠিতে না পারিয়া হাবড়া ষ্টেসনে পড়িয়া রহিল, কেবল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ভদবল্লভের সঙ্গ লইয়া শিবপুর পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিলেন। ইতিমধ্যে রায়জী ট্রাম ডিপোর ভিতর টিকিট কিনিবার উপলক্ষ করিয়া কাঠের ঘরে প্রবেশ করিয়া অন্ত দ্বার দিয়া অন্তর্ধান। সাহেব কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন যে, আসামী বাহির হইল না, তখন ডিপোর ঘরে ঢুকিয়া দেখেন যে 'পাখী উড়িয়া গিয়াছে! তাঁহার চক্ষু স্থির! 'তখন তাঁহার মগজে প্রবেশ করিল যে কি চাল চালিয়া তিন জন লোকের চক্ষুর সমীপে দিবাকালে অলক্ষিতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্ধান হইল। প্রথমে ট্রামে চড়া ও ইন্স্পেক্টর দুইজনকে সঙ্গ ছাড়া করা, আবার শেষ চালে তাহাকে মাত করিল; কি লজ্জা!

সাহেব খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ভাবিয়া লইলেন, কি কর্ত্তব্য! পরে ধীরে ধীরে ট্রামেই প্রত্যাবর্ত্তন করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া হাবড়ায় পৌছিলেন। পরে পুনরায় আবার কি ভাবিয়া শিবপুরের গঙ্গাতীরস্থ বোটানিকেল বাগানের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন মধ্যাহ্ন সূর্য্য-কিরণ খরতর বেগে বর্ষিত হইতেছে। মাঘ মাস হইলেও দিনের বেলায় রৌদ্রের উত্তাপ অসহনীয়, তাহার উপর সাহেবের গায়ে বনাতের কাপড়। তিনি বাগানে ঢুকিয়া একটী লতামণ্ডপের তলে একখানি বেঞ্চে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। একে ভদবল্লভের পশ্চাতে দৌড়িয়া দৌড়িয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার উপর আসামীর বেমালুম চম্পট প্রদানে সাহেব নিরাশ ও লজ্জিত,—এমন কি অপমানিত বোধ করিয়া একেবারে হাত পা ছাড়িয়া দিয়াছেন, আর এক পা চলিতে অসমর্থ। বেঞ্চে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া সমস্ত দিনের ঘটনা পরম্পরা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

আধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটিয়া গেল। চক্ষু খুলিয়া দেখেন যে, ভদবল্লভও সেই বেঞ্চের এক পার্শ্বে বসিয়া সিগারেট টানিতেছে। সাহেব স্তম্ভিত,—তাহার অসাধারণ সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত।

"আজ কি গরম" বলিয়া সাহেব কথা কহিবার সূচনা করিলেন। কোন উত্তর নাই; সহসা আচম্বিতে সে লোকটীর কণ্ঠ-নালী হইতে সমুচ্চ শৈল-নিঃসরিণী দিগন্ত কম্পিনী জল-প্রপাতের কর্ণ বধির-কারিণী জল-রাশির ন্যায়, নদী-শৈকত, উপবন, উদ্যান, সুদূর রাজপথ, বিথীকা সন্নিহিত পণ্যশালা কাঁপাইয়া, অট্টহাসির

হাস্যরোল ! হাস্যের পর হাস্য, নদীর উভয় দিক ভঙ্গ করিয়া যেমন জোয়ারের জল সজোরে অবিরাম প্রবাহিত হয়, ভদবল্লভের হাস্যতরঙ্গ তদনুরূপ ! সাহেব চকিত, ত্রস্ত, স্তম্ভিত, হতভম্ব ! শুদ্ধ তাহাই নহে, হাস্যরোল সুপরিচিত,—তাঁহার কাণে বরাবর বাজিতেছে। সে হাস্যধ্বনি যে মোহনচাঁদের সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সাহেব স্তম্ভিত ; মাথার চুল খাড়া।

সাহেব লাফ দিয়া উঠিয়া তাহার জামার গলদেশটী চাপিয়া ধরিয়া মুখটী বিশেষ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। আদালতের অনিশ্চিত আলোকে যেরূপ পরীক্ষা করিয়া-ছিলেন, এ সে পরীক্ষা নহে ; বিশেষ সাবধানতার সহিত, বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত, বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মুখখানি দেখিলেন। সহসা যেন তাঁহার মস্তিষ্কে নূতন আলোক প্রতিভাত হইল। ভদবল্লভের সেই ভেবাচেকা ভাব আর নাই, মোহনচাঁদের সচঞ্চল, সতেজ ভাব, সে নিগ্রোর মসীবর্ণ রং নাই, মোহনলালের শুভ্র, স্বচ্ছ, পরিষ্কার বর্ণ, যেন মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যকিরণ মেঘের ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে। কোটরগত চক্ষু যেন ভাসা ভাসা। ঠোঁট মসীবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া সমুজ্জল, দৃষ্টি বক্র, পরিহাসপ্রিয়।

সাহেব ভাঙ্গা গলায় তোৎলাইতে তোৎলাইতে বলিল,—"তুমি কি সত্যি মোহন-চাঁদ ? আমাকে যে পাগল করিয়া তুলিলে ! সত্যি বল তুমি কে ?"

দীর্ঘ জেলবাস হেতু দুর্ব্বল হইয়াছে মনে করিয়া সাহেব এক লম্ফে মোহন-চাঁদের গলার জামা চাপিয়া ধরিল এবং আর এক হাতে তাহাকে পাঁজা কোলা করিয়া ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। যেমন হাত লম্বা অমনি হাত ছাড়ান। মোহনচাঁদ বিন্দুমাত্র দেহ সঞ্চালন না করিয়া জাপানী 'জিৎযু-জিজীৎযু' ব্যায়ামের এক চাল চালিয়া সাহেবের দক্ষিণ হস্ত অবশ করিয়া দিল। সাহেবের আর সে হাত নাড়িতে চাড়িতে পারিবার পথ থাকিল না। তিনি নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া মোহন-চাঁদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

"জাপানী ভাষায় ইহাকে 'উদী-সি-ঘি' বলে। "আমি ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয়-মুহর্ত্তে তোমার হাতখানি একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতাম, এ হস্তের এত ক্ষমতা ! তাহা হইলে তোমার ব্যবহারের উপযুক্ত শাস্তি হইত। যাহা হউক, তুমি আমার পুরাতন বন্ধু হইয়া আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা কি উচিত হইয়াছে ? ছিঃ ! একি ! চোকে জল • কেন ?"

সাহেবের যথার্থই চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহারই সাক্ষ্যে

ভদবল্লভ বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মারাত্মক ভ্রম-প্রমাদ-জনিত কার্য্যকলাপ যদি উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জন-সাধারণের নিকট উপহাসিত ও ঘৃণিত হওয়া নহে, গবর্ণমেণ্টের নিকট অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারী বলিয়া ভর্ৎসিত হইতে হইবে। ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য, ইহা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা শ্রেয়স্কর। ইহার সকলের মূলীভূত কারণই মোহনচাঁদ।

মোহনচাঁদ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হবে না, তুমি খাতির জমায়ে থাকিও, আমি তোমার শত্রু নহি। আরও কথা, তুমি না সাক্ষ্য দিলে আমি অন্যের মুখ দিয়ে প্রমাণ করাইতাম যে, আমি ভদবল্লভ—মোহনচাঁদ নহি!

"তবে তুমিই ভদবল্লভ সাজিয়াছিলে? আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমার এত মারাত্মক ভ্রম হইল কেন? তোমাকে কিছুতেই চিনিতে পারি নাই, বোধ হয় আমার মাথা খারাপ হইয়াছে।"

"তোমার মস্তিষ্ক বিপর্য্যয় ঘটে নাই। আমি ভদবল্লভ, আমিই আবার মোহন-চাঁদ, দুইই এক ব্যক্তি। ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য হইবার নাই। আমি যে প্রেসিডেন্সি লেবরিটরিতে দেড়টী বৎসর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াছিলাম, অধ্যাপক পি, সি, রায়ের নিকট রসায়ন শিক্ষা করিয়াছিলাম, সেটা কি গঙ্গার জলে দিয়াছি? আমার মূর্ত্তি-পরিবর্ত্তনে কোন মায়াবীর হাত ছিল না। কেবল রসায়ণ-বিদ্যার গুণে এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। দ্রব্যগুণ জানিলে তুমিও ইচ্ছামত মূর্ত্তি ফিরাইতে পার। পিচ্‌কিরি দিয়া যদি প্যারাফিন্ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পার, তাহা হইলে তোমার চর্ম্ম যে পরিমাণ ইচ্ছা স্ফীত করিতে পার। পায়রোগেলিক অ্যাসিড্ সাহায্যে তোমার বর্ণ অমানিশার ন্যায় কাফ্‌রির বর্ণ ধারণ করিতে পারিবে। সিলে-ণ্ডাইন রসে তোমার শরীরে ও মুখে যত ইচ্ছা মেচেতা ও বীভৎস ব্রণ বাহির করিতে পার। আর একটী দ্রব্য আছে, তাহা শরীরে প্রবেশ করাইলে মস্তকের কেশ, দাড়ী ও স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। দুটী মাস গৃহের অভ্যন্তরে শুইয়া মুখ-ভঙ্গিমা ও আঁকা বাঁকা চলন চিন্তা করিলে ভদবল্লভের চলন সুচারুরূপে দেখাইতে পারিবে। শেষে পাঁচটী ফোঁটা আট্রোপাইন অক্ষিতে দিলে, বসা ও কোটর চক্ষু এবং বিকৃত মূর্ত্তিতে পরিণত হইবে। আর কি চাই—সম্পূর্ণ নূতন লোক পাইলে। কাহার বাপের সাধ্য যে আসল লোককে চিনিতে পারে; এখন বুঝিলে?"

"কি সর্ব্বনাশ! এত কাণ্ড? আচ্ছা, "ভদবল্লভ পদার্থটা কি?"

বৎসর তাহাকে একদিন রাস্তায় ভিক্ষা করিতে দেখি ; বুঝিলাম, লোকটা নিরীহ ও বুদ্ধিশুদ্ধিহীন। দেখিলাম যে, তাহার চেহারার সহিত আমার অনেকটা সৌসাদৃশ আছে। আমি যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে সমূহ বিপদ। কখন্ কোন কাজে লোকটা লাগে ভাবিয়া তাহাকে হস্তগত করিয়া রাখিলাম। ইতিমধ্যে তাহার সঙ্গে আমার যে যে বিষয়ে বিসদৃশ আছে, তাহা সাধ্যমত যতদূর সম্ভব মিলাইবার জন্য কস্‌রৎ করিতে লাগিলাম। যখন বুঝিলাম যে তুমি তো তুমি ভদবল্লভের গর্ভধারিণী পর্য্যন্ত আমাদের তারতম্য করিতে পারিবে না, তখন আমার বন্ধুবর্গ কৌশলে তাহাকে এক রাত্রি হাজত-বাস করাইল। তার পর দিন যখন আমি আদালত হইতে জেলে প্রত্যাবর্ত্তন করি, ঠিক সেই সময়ে তাকেও হাজত থেকে খালাস করাইল! তার পর যখন আদালতে আমি ভদবল্লভ বলিয়া প্রকাশ পাইলাম, তখন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনুসন্ধানে এই সৌসাদৃশ্য জানিতে পারিল, তখন আমাদের অদল-বদল ভ্রম সহজেই অনুমিত হইল। তা ছাড়া তাহাদের কাহারও মনে কিছু সন্দেহ থাকিলেও প্রকাশ করিবার যোটা নাই, কাজে কাজেই আমাকে ভদবল্লভ বলিয়া মানিয়া লইতে হইল।"

"ঠিক, ঠিক ; এখন বুঝিতে পারিতেছি।"

"আর একটী কথা। যখন আমি দুই মাস পূর্ব্বে "নাগরিক" সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, বিচারের দিন আমি কাঠগড়ায় দাঁড়াইব না, তখন অপর সাধারণের ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমি তাহার পূর্ব্বে জেল হইতে পলায়ন করিব,—আমার গর্ব্ব কখন মিথ্যা হইবে না। এই বিশ্বাসে দেশ শুদ্ধ লোক বিচারের দিন মজা দেখিতে গিয়াছিল। যখন আমি জড়িতস্বরে ভদবল্লভ বলিয়া উত্তর দিলাম, তখন আর কাহারও আমার পলায়ন সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। তাহাদিগের বিশ্বাস সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল। যদি তোমাদের মধ্যে এক জন "আমিই মোহন-চাঁদ" এই বিশ্বাসে আমাকে একটু সাবধানতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিত, তাহা হইলেও আমি ছদ্মবেশ স্বত্ত্বেও ধরা পড়িতাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে তোমরা সকলেই সাধারণের ভ্রমে পতিত হইলে, আমিও বেমালুম তোমাদের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিয়াছি। আর কিছু জানিতে চাও?

"তুমি কিরূপে পুলিশ-পরিরক্ষিত চাবির ভিতর জেল-গাড়ী হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে হোটেল ও ময়দান্ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিলে?"

সেটী কেবল আমার দলের লোকের ধাপ্পাবাজী! যে গাড়ী চড়িয়াছিলাম, তাহা

করাইয়া আমার জন্য আদালতের দরজায় অপেক্ষা করিতেছিল, আমি সে দিন ইচ্ছা করিলে পলায়ন করিতে পারিতাম, কিন্তু উহা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার প্রথম দিনের পলায়ন-সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। তাহার পর যখন আমি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমি বিচারিত হইব না, তখন আমার শেষ পলায়ন সম্বন্ধে লোকের মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।"

"আচ্ছা চুরুটের রহস্য কি ?"

"সে আমারই কেরামৎ! শুদ্ধ চুরুট কেন, ছুরিও আমি বাহির হইতে আনাইয়াছিলাম।"

"চিঠি ?"

সে সব আমারই লেখা। বাহিরের কোন স্ত্রীলোককেই পত্র লিখি নাই। আমার লিখিত পত্র ও স্ত্রী সহযোগীনীর উত্তর প্রত্যুত্তর সবই আমার লেখা। আমি হপ্তু-কলুমে; আমি যে কোন রকম লেখা লিখিতে পারি। জেল-কর্ত্তাদের ঠকাইবার জন্য উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। আর কিছু জানিতে চাও ?"

"আচ্ছা এ একটি রহস্য বুঝিতে পারি নাই।" তুমি জান যে মাটলিম সাহেবের আবিস্কৃত কয়েদীদের যে মাপ হয়, তাহার উল্টা পাল্টা কিরূপে হইল ?

"সাহেব! তবে শোন—আমি যখন বর্ম্মা হইতে প্রত্যাগমন করি, অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমার বন্ধুবর্গ প্রভূত উৎকোচ দিয়া আমার মাপ বিবরণী আগাগোড়া বদলাইয়া দিয়াছিল। সেই জন্য মোহনচাঁদের মাপের সহিত ভদবল্লভের কোন মাপই মিলে নাই। নচেৎ আমার প্রথম মাপ মস্তকের, হস্তের, পদের, বুকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ যদি ঠিক থাকিত তাহা হইলে দ্বিতীয় বারের মাপও ঠিক মিলিত। কিন্তু মোহনচাঁদ পূর্ব্ব হইতেই সে গুড়ে বালি দিয়াছিল।

"আপাততঃ কি করিবে মোহনচাঁদ ?"

"আমার প্রথম কাজ শরীরটা শোধরান। ভদবল্লভ সাজিতেই নিজের স্বাস্থ্যটী কতক নষ্ট করিতে হইয়াছে, সে জন্য কিছুকাল নিশ্চিন্ত বসিয়া আরাম লইতে হইবে, তাহার পর যখন পূর্ব্বেকার চেহারা ও বল পাইব, তখন কি করিব স্থির হইবে। আপাততঃ দু চারী মাস ত কিছু করিব না, সুতরাং তোমরাও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে।

"আজ কোথায় যাইতেছ ?"

ক্লাবে গিয়া দ্বাদশটী বন্ধু লইয়া আহার করিব। কল্য হইতে আরাম লইব Good Evening সাহেব।"

শ্রান্ত-ক্লান্ত মোহনচাঁদ দিন কয়েকের জন্য বিশ্রামপ্রয়াসী—এই অবসরে আমরাও তাহার জীবনের একটী ঘটনা বর্ণন করিয়া দিন কয়েকের জন্য অবকাশ লইলাম। যদি সময় হয়, এবং পাঠকবর্গ অদ্ভুতকর্ম্মা মোহনচাঁদের জীবনের অসাধারণ ঘটনাবলী শুনিতে উৎসুক হন, তবে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা লোমহর্ষণ বিচিত্র বিচিত্র ঘটনাবলী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

আশা মরিচিকা।

১

অতি শৈশবে পিতৃ মাতৃহীনা অনাথা কন্যাকে মাতৃ স্বসা পালন করিতে ছিলেন। তার নাম ছিল দুখিনী। দুখিনী পিতা মাতা কেমন জানে না, সে তাহার মাসিমার যত্নে হাঁসিয়া খেলিয়া শৈশবের মধুর দিনগুলি কাটাইত। জন্ম দুঃখিনী দুখিনীকে কোন বালক বালিকা খেলিতে ডাকিত না। সে দরিদ্র, তাই সে সকলের ঘৃণার পাত্রী। শুধু একজন তাহার সঙ্গে ছায়ার মত ফিরিত,—হরকুমার দুখিনীর সঙ্গে খেলিত, বেড়াইত, দুখিনীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। সেও দরিদ্র, তাই দরিদ্রের মর্ম্ম ব্যাথা বুঝিয়াছিল। তাহার সংসারে এক মা ছাড়া কেহ ছিল না। হরকুমারও দুখিনী দুই বৎসরের ছোট বড় ছিল। একদিন হরকুমার আসিল না, দুখিনী সমস্ত দিন অস্থির হৃদয়ে কাটাইল। ক্রমে তিন চার দিন কাটিয়া গেল, দুখিনী অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। মাসিমাকে বলিল, মাসিমা! আজ কয়েকদিন হর আসে না কেন? মাসিমা বলিলেন, বোধ হয় কোন অসুখ করেছে। অসুখের কথা শুনিয়া দুখিনী বড়ই ব্যাকুল হইল, বলিল মাসিমা, আমি তাদের বাড়ী যাই, দেখে আসি। মাসিমা ধমকাইয়া বলিলেন তুই যাবি কোথা, সেকি কাছে—অগত্যা দুখিনী চুপ করিয়া রহিল। তাহার আর খেলা ধুলা ভাল লাগিতেছিল না। নীরবে রোয়াকের উপর বসিয়া অনন্য মনে কি ভাবিতেছিল। সহসা পদশব্দে চাহিয়া দেখিল সম্মুখে হরকুমার, আনন্দের আবেগে ছুটিয়া দুখিনী হরকুমারের হাত ধরিল, মুখের দিকে চাহিতেই বিস্মিত হইল, বলিল, "একি তুমি এত কাঁদিতেছ কেন ভাই?" হরকুমার

কোন কথা বলিল না, শুধু তাহার হাতখানি লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল, গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া হাতখানি ভিজিয়া গেল। দুখিনী কিছু বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুল ভাবে ছল্‌ছল্‌ নেত্রে হরকুমারের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। এমন সময় মাসিমা আসিয়া বলিলেন, "একি হর তুমি এত কাঁদিতেছ কেন বাবা ?" এবার হরকুমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, আমার মা আজ তিন দিন হ'ল মারা গেছেন, বলিয়া হরকুমার দ্বিগুণ কাঁদিতে লাগিল। দুখিনী চক্ষু অঞ্চলে আবৃত করিয়া তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর চলিয়া গেল, হরকুমারের কষ্টে মাসিমার চক্ষুতে জল আসিল, হায় অনাথ হর-কুমার আজ কোথায় দাঁড়াইবে। সংসারে যে তাহার আর কেহই নাই। তিনি স্নেহ-স্বরে বলিলেন, 'কেঁদে কি হবে বাবা, গরীবের সহায় ভগবান, এস ঘরে এস।' মাসিমা হরকুমারের হস্ত ধরিয়া গৃহের ভিতর লইয়া গেলেন।

২

নিরাশ্রয় হরকুমার আশ্রয় পাইল, মাসিমাতার স্নেহ-যত্ন তাহার মায়ের অভাব পূর্ণ করিতে লাগিল। কখন যদি হরকুমার জননীর স্নেহ মণ্ডিত মুখখানি স্মরণ করিয়া কাঁদিত ; অমনি দুখিনী আসিয়া নানা কাথয় হরকুমারকে ভুলাইত। মাসিমার স্নেহ ও দুখিনীর স্বর্গীয় ভালবাসায় হরকুমার দুই বৎসর কাটাইল। দুখিনী পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পন করিল দেখিয়া মাসিমা চিন্তিতা হইলেন। একদিন অপরাহ্লে তিনি কয়েকজন প্রতিবেশীনীকে ডাকিয়া বলিলেন, যেরূপ শরীর হইয়াছে কখন মরিয়া যাই ; আর দুখিনীও পনের বছরে পা দিয়াছে, বিয়েটা শীঘ্রই দিতে চাই। সকলে বলিল—বিবাহত এখনই দেওয়া উচিৎ। কিন্তু কুলিন ব্রাহ্মণের ঘরে বর পাওয়া কঠিন। মাসিমা বলিলেন আমি হরকুমারের সঙ্গে দুখিনীর বিয়ে দে'ব মনে করেছি। সকলে বিস্মিত হইল, বলিল—ওর সহিত বিবাহ হইলে খাবে কি ? একটু দেখে শুনে ত দিতে হয়। না বাছা সুখ যদি অদৃষ্টে থাকে হবে। আর ছেলেটি ত দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়। আমি বুঝেছি ওর সঙ্গে বিবাহ না হলে দুখিনী সুখী হবে না, হরকুমারও সুখী হবে না, এক সঙ্গে দুজনার জীবন মাটি হবে। এই বলিয়া মাসিমা প্রস্থান করিলেন। হরকুমার ও দুঃখিনী একথা শুনিল। হরকুমার নৈরাশ্য সাগরে আশার তরণী পাইল। এতদিন ভাবিত যে দুখিনী আমার হইবে কেন। আমি লেখা পড়া বিশেষ জানিনা, অর্থ নাই, সহায় নাই, কি দেখিয়া এমন স্বর্ণ প্রতিমা আমায় দান করিবে। কিন্তু হায়, আমার জীবনের

গড়াইয়া পড়িল। কয়েকদিন পরে হরকুমারের সহিত দুখিনীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের কিছুদিন পরেই মাসিমা ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। হরকুমার ও দুখিনী দিবারাত্র প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে লাগিল। অপরাহ্নে তাঁহার একটু জ্ঞান হইলে তিনি হরকুমার ও দুখিনীকে বলিলেন,—বাবা হরকুমার, মা দুখিনী, আমি চলিলাম। তোমরা ছেলেমানুষ, অর্থ নাই, কি করিয়া সংসার চালাইবে; কিন্তু কি করিব, আমার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, তোমাদিগকে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও। সেই দিন সন্ধ্যাকালে হরকুমার ও দুখিনীকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া মাসিমার পবিত্র আত্মা স্বর্গে চলিয়া গেল। হরকুমার অতি কষ্টে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি শেষ করিল। যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহতে দুখিনী কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিল। হরকুমার গ্রামের মধ্যে চাকুরির সন্ধান করিতে লাগিল। সহায় সম্পদবিহীন, সামান্য লেখাপড়া জানা হরকুমারকে কে চাকুরি দিবে! এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এ দিকে আর সংসার চলে না। হরকুমার নিরুপায় হইল। একদিন রাত্রে হরকুমার দুখিনীর হাত ধরিয়া বলিল, "দুখিনী! কতদিন আর এরূপভাবে থাকিব! একসন্ধ্যা আহার না হইলে ত লোক বাঁচে না, আর আমি একা হইলে ত কোন কথা ছিল না, কিন্তু তুমি,—তোমার মুখপানে চাহিলে বুক ফাটিয়া যায়। কেন আমি অমন স্বর্গ-প্রতিমাকে বিবাহ করিলাম। আমার সঙ্গে বিবাহ না হইলে ত তুমি সুখী হইতে পারিতে।" দুখিনী কাতরভাবে হরকুমারের হস্ত ধরিয়া বলিল,—"অমন কথা বলিও না, তুমি না হইলে স্বর্গ পাইলেও আমি সুখী হইতাম না। স্বর্গ আবার কাহাকে বলে! এই ত স্বর্গ, পতিপত্নীর পবিত্র প্রেম যেখানে বিরজিত সেই ত স্বর্গ। কি ছার ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য হইলে কি লোক সুখী হয়" হরকুমার সেই প্রেমময় পত্নীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "কিন্তু অর্থ না হইলে ত একদিনও চলে না। না খাইলে ত মানুষ বাঁচে না, দুখিনী! এখানে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইল না। এবার বিদেশ যাব ভাবছি।" দুখিনী ব্যাকুল ভাবে বলিল, "না না সে হবে না, যত কষ্ট পাই পাইব, কিন্তু তোমায় বিদেশ যাইতে দিব না।" "ছি দুখিনী কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দিওনা, আমি নিজে সব কষ্ট সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু তোমার ঐ মলিন মুখ দেখিতে পারিব না, আমি বিন্দুপিসিকে বলিয়াছি, যতদিন চাকুরী না পাই, ততদিন তিনি তোমায় দেখিবেন। তাহার পর চাকুরি পাইলে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিব।" দুখিনী হরকুমারের বক্ষে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হরকুমারও কাঁদিল "বলিল, কি করি দুখিনী

বুঝিতে পার, আমি কি সাধে, যাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারি না—সেই হৃদয় প্রতিমাকে হৃদয় হইতে দূরে রাখিতে চাই। সবই বিধাতার ইচ্ছা। আর কাঁদিও না, তাহা হইলে আমি কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হব। আমি আজই চলিলাম—পারি ত ফিরিয়া আসিয়া তোমার ঐ ম্লান অধরে হাসি ফুটাইব। "হরকুমার দুখিনীর অশ্রুপ্লাবিত অধরে একটি চুম্বন করিয়া ম্লান জ্যোৎস্না আলোকে চলিয়া গেল। ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় দুখিনী মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

৩

একমাস দুইমাস করিয়া ক্রমে ছয় মাস কাটিয়া গেল। দুখিনী পাগলের মত হইল। হায়! তাহার একমাত্র সংসার বন্ধন, তাহাও কি ছিন্ন হইল। ক্রমে মাসের পর মাসগুলি দুখিনীর হাহাকার, তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস বহন করিয়া চলিয়া গল। এক বৎসর কাটিয়া গেল। দুখিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে সর্ব্বদা অস্থির হৃদয়ে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহাকে দেখে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ গা সে কেমন আছে, তাহাকে কি দেখেছ?" তাহার বাহ্যজ্ঞান এক প্রকার লুপ্ত হইল। বিন্দুপিসি তাহাকে একটু স্নেহ করিতেন। তিনি দুখিনীকে জোর করিয়া কিছু খাওয়াইতে গেলে সে খাইতে চাহিত না দেখিয়া, একদিন তিনি বলিলেন,—না খাইয়া আর কয়দিন বাঁচিবে মা! পাগলিনী এবার কাঁদিয়া বলিল, আমি বাঁচিয়া থাকিব কোন সুখে। সংসারে আমার কে আছে। যাহার মুখ চাহিয়া এতদিন ছিলাম সেও অবশেষে ফাঁকি দিয়া পলাইল। কয়েক দিন কাটিয়া গেল, একদিন অপরাহ্নে কয়েকজন প্রতিবেশিনী আসিয়া দুখিনীকে বলিল, দুখিনী আর অমন ভাবে ভেবে কি হবে, মন বাঁধ, যে গিয়েছে সেত আর ফিরে আস্‌বে না। দুখিনী ব্যাকুলভাবে বলিল, "কেন?" "আর মা, সেকি বেঁচে আছে।" বাঁচিয়া নাই—দুখিনীর ইহ পরকালের সুখ, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন, দরিদ্রের নিধি, তৃষিত চাতকের সুশীতল বারি—বাঁচিয়া নাই। দুখিনী মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সেই রাত্রে ভয়ানক জ্বর আসিল। অন্ধকার কুটিরের এক পাশে পড়িয়া রহিল। জগৎ যখন অর্দ্ধসুপ্ত, তখন দুখিনী কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিল। তাহার কি হইয়াছে সে বুঝিতে পারিল না। শুধু নীরব হাহাকারে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকার নিশিতে জ্বর-তাপিত দেহখানি লইয়া অর্দ্ধবিকারগ্রস্ত দুখিনী ছুটিল। পা দুখানি কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, কোথায়

শীতল সমীরকে উত্তপ্ত করিতে করিতে চলিল। ক্রমে ষ্টেসনের বড় রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল। তখন তাহার আর পা চলিতেছিল না। জ্ঞান লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। টলিয়া পড়িতে কাহার গাত্রে উপর গিয়া পড়িল। আগন্তুক চমকিয়া উঠিল, "এ কে"! দুখিনীর জ্ঞান নির্ব্বানোন্মুখ দ্বীপ শিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। আশা ব্যাকুলিত স্বরে, "কে, কে তুমি!" পথ পার্শ্বে সহসা সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিত হয়, সেইরূপ চমকিত স্বরে আগন্তুক বলিল, "এ কে! একি! দুখিনী!" আর কি চিনিতে বাকি আছে, "তুমি বেঁচে আছ! একি স্বপ্ন না দেবতার ছলনা," বলিয়া দুখিনী অবসন্ন ভাবে হরকুমারের বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। হরকুমার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দুখিনীকে বক্ষে ধরিল এবং স্তম্ভিত হইয়া বলিল "একি দুখিনী তুমি এরূপভাবে এখানে? এমন হইয়াছ কেন? এমন অন্ধকারে রাস্তায় কেন? তোমায় যে চেনা যাইতেছে না। শরীর ভয়নক গরম যে, জ্বর হইয়াছে।" দুখিনীর কথা কহিবার শক্তি লুপ্ত হইয়া অসিতেছিল। সে বহু কষ্টে থামিয়া থামিয়া বলিল,—"আমার আর বেশী সময় নাই। তোমায় দেখিয়া মরিতে পারিলাম এই সুখ, তুমি যদি একটা সংবাদ দিতে, বোধ হয় এরূপ হইত না। তোমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমার হৃদয়ের পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া বাঁচিব।" "হায় ভগবান! আমার মৃত্যু সংবাদ তোমায় কে দিল, তবে ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখান হইতে বিদায় লইয়া চারি মাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে দেবীপুরের জমীদার মহাশয় দয়া করিয়া একটা চাকুরি দিলেন। সেই চাকুরি পাইয়াই তোমায় পত্র লিখি, তারপর তাঁর একটা বড় মোকর্দ্দমা বাধিলে, আমাকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন। চার মাস বহু পরিশ্রম করিয়া সেখানে পীড়িত হইয়া পড়িলাম। সে চার মাস এত কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে তোমায় পত্র লেখার অবসর পাই নাই। তিনমাস শয্যাশায়ী থাকিয়া কেবল সুস্থ হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। জমীদার মহাশয়কে বলিয়া একটু জমী চাহিয়া লইয়াছি, সেখানে বাড়ী করিয়া তোমায় লইয়া যাইব। কত আশায় আকাশে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে করিতে আসিতেছিলাম, আসিয়া দেখি সব **আশা মরিচিকার** ন্যায় মিলাইয়া গিয়াছে। দুখিনী! এই দেখার জন্যই কি পাগলের মত ছুটিয়া আসিলাম। দুখিনী! তুমি মরিবে কেন, সংসারে তুমি ছাড়া আমার কে আছে। আমাদের সংসারের আশা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া কোথায় যাইবে। আমার নিদাঘ-তপ্ততনুখানি তোমার ওই সুশীতল ছায়ায় রাখিয়াছিলাম, আবার সেই তপ্ত

চাই। আমার আঁধার জীবনের একমাত্রই তুমিই ধ্রুবতারা, আমায় ফেলে যেওনা দুখিনী! বলিয়া হরকুমার আবেগে দুখিনীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। দুখিনী কাঁদিয়া ফেলিল, এমন প্রেমময় স্বামী ছাড়িয়া যাইতে হইবে—তাই কাঁদিল। বলিল "প্রভু! সাধে কি তোমার মত দেব-দুর্লভ স্বামী ছাড়িয়া যাইতে চাই। আমার আশা ত কিছুই পূর্ণ হয় নাই, তোমাকে দেখিয়া তৃপ্তি হয় নাই, তোমার মধুর কথা শুনিয়া আশা মেটে নাই, প্রাণ ভরা আশা আকাঙ্খা সব আমাকে জড়াইয়া আছে, কিন্তু কি করিব আয়ু যে শেষ হইয়া আসিয়াছে।" এতগুলি কথা বলিয়া হাঁপাইয়া গেল, জোরে জোরে শ্বাস ফেলিতে লাগিল। হরকুমার উপরের দিকে চাহিয়া রোদন-কম্পিত স্বরে বলিল,—ভগবান! ভগবান! একি করিলে প্রভু! আমার বাসন্তি পূর্ণিমা আজ অমাবস্যার নিবীড় অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। আমি যে কত যত্নে আশার-কানন রচনা করিতেছিলাম, মরুভূমিতে সুশীতল সরোবর নির্ম্মাণ করিতেছিলাম, জানিতাম না যে মরুভূমিতে কখনও জল হয় না, মরিচিকার ন্যায় মিলাইয়া যায়। দুখিনীর কথা জড়াইয়া আসিতেছিল, সে জড়িতভাবে অস্ফুট স্বরে বলিল—"কেঁদ না, তোমার কান্না শুনিতে পারি না। আমি চলিলাম আশীর্ব্বাদ কর—আমি হৃদয়হীন ধনবান চহি না, স্বার্থপূর্ণ বিদ্বান্ চাহি না—যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমার মত স্বামী পাই। এমনি করিয়া যেন আমার মৃত্যু হয়, প্রভু! স্বামী, আমার ইহকাল পরকালের দেবতা"—আর বাক্য সরিল না—স্বামীর বক্ষে প্রেমময় পত্নী অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন মেঘের অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে চন্দ্র উদিত হইতেছিল। সেই ম্লান জ্যোৎস্নায় পত্নীর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মুখখানি হরকুমার ভাল করিয়া দেখিল। ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র গণ্ডে একটি চুম্বন করিয়া মৃত দেহখানি বক্ষে চাপিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে চলিয়া গেল।

শ্রীমত কমলাবালা মজুমদার।

তুমি কে গো?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গুণেন্দ্র ভুষণ নৌকায় আসিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, সুপ্রিয়াকে কু-উদ্দেশ্যে লইয়া যাইতেছেন এ কথাও প্রচার হইয়াছে। বুঝিলেন, কেহ শত্রুতা করিয়া এ কথা প্রচার করিয়াছে; কিন্তু সুপ্রিয়া কি সত্য সত্যই স্ব ইচ্ছায় খৃষ্টান হইতেছে! না,—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি তাহার সহিত অনেক কথা কহিয়াছেন, তাহার এ ইচ্ছা থাকিলে তাহা তিনি নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেন। তবুও নানা সন্দেহে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাহা হউক, একটা কোন গোলযোগ হইয়াছে। এ গোলযোগ জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে মহা বিপদে পড়িবেন, তাহাও বেশ বুঝিলেন। যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতি সকলে গিয়াছেন, তখন একটা গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে;—সুপ্রিয়াও নিশ্চয়ই বিপদে পড়িয়াছে;—তাঁহারও বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা আছে,—কিন্তু সুপ্রিয়ার বিপদের কথা হৃদয়ে উদিত হওয়ায় গুণেন্দ্র ভূষণ নিজের সমগ্র বিপদ বিস্মৃত হইলেন,—তিনি তখনই নৌকা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

থানাতল্লাসি।

নিশীথ রাত্রিতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের জাহাজ কোটালিপাড় গ্রামে উপস্থিত হইল। মাদারিপুর হইতে কোটালি পাড় অতি নিকট, দুই ঘণ্টার পথও নহে। রাত্রি জ্যোৎস্নায় বিভাষিত,—ক্ষুদ্র ষ্টীমার বিলের মধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া, বিলের জল উদ্বেলিত করিয়া ছুটিতেছিল।

অন্য সময় হইলে গ্রামের বালক বালিকাগণ কলের জাহাজ দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়া বিলের ধারে কাতারে কাতারে দাঁড়াইত,—কিন্তু একে গভীর রাত্রি,—তাহার উপর গ্রামে জনমানব নাই,—সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে। আজ জাহাজ দেখিবার লোক নাই,—জনশূন্য বিলের গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাহাজ মহাশব্দে চলিয়াছে।

রাত্রে,—এরূপ গভীর রাত্রে,—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এরূপ ভাবে আসিবেন, কেহ তাহা প্রত্যাশা করে নাই। কোটালিপাড়ের খ্রীষ্টান নমঃশূদ্রগণ যে যাহার

হাকিমের নৌকা খ্রীষ্টান গ্রাম হইতে একটু দূরে নঙ্গর করা ছিল,— তাহার আশে পাশে পুলিসের নৌকা সারি সারি বাঁধা ছিল,—নৌকায় সকলেই নিদ্রিত।— জাহাজ ধীরে ধীরে আসিয়া হাকিমের নৌকার নিকট নঙ্গর ফেলিল,—জাহাজের শব্দে সকলে ভীত ও চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল।

সাহেব হাকিম বাবুকে ডাকিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি নিদ্রা হইতে উঠিয়া চক্ষু মার্জ্জিত করিতে করিতে জাহাজে ছুটিয়া আসিলেন। তখন সকলে গোপনে কি পরামর্শ হইল। একটু পরে সকলেই জাহাজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। একখানা নৌকায় উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নেলাখেলাকে সেই নৌকায় তুলিয়া লইলেন,—কনেষ্টবলগণ পিণ্ডিরামকেও নৌকায় তুলিতেছিল,—সাহেব বলিলেন, "ওকে দরকার নাই।"

তখন সমস্ত পুলিসের নৌকা সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেব; ডাক্তার সাহেব ও মাদারিপুরের হাকিম বাবু স্বরূপ মণ্ডলের বাড়ীর দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া পুলিস সাহেব হুকুম প্রচার করিলেন,—নৌকায় নৌকায় ইনেস্পে-ক্টারগণ হুকুম পাইলেন। তখন সেই অসংখ্য পুলিস নিঃশব্দে নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে গিয়া স্বরূপ মণ্ডলের বাড়ী বেষ্টন করিল। সুষুপ্ত খ্রীষ্টানগণ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। পুলিশ-কর্ম্মচারিগণও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই অভিনব হুকুমের অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ব্যাপার কি! ইহার বাড়ী ঘেরাও হইতেছে কেন?"

সাহেবেরা মথুর বাবু ও পাদরী সাহেবকে ডাকিয়া তুলিলেন। তাঁহারা ঘুম হইতে উঠিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রে সাহেব আসিতেছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন। কিন্তু এত রাত্রে, অসময়ে কেন!

সাহেব বলিলেন, "বিশেষ কারণে আমি স্বরূপ মণ্ডলের বাড়ী থানাতল্লাসি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।— ইহাকে চিনেন?"

সাহেব নেলাখেলাকে দেখাইলেন, মথুর বাবু বলিলেন, "হাঁ,—আমার গরু চরায়— পাগল।"

সাহেব বলিলেন, "আপনার এই লোক বলিতেছে যে স্বরূপ মণ্ডল খুনী—স্বরূপ মণ্ডল ডাকাত,—তাহার বাড়ীতে ডাকাতির মালামাল পোঁতা আছে।"

পাদরি সাহেব ও মথুর বাবু উভয়েই অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব!"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "যাহাই হউক,— আমি থানাতল্লাসি করিতে বাধ্য;

এই বলিয়া সাহেব অগ্রসর হইলেন,—এ কথার উপর কথা নাই,—সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বহু ঠেলাঠেলির পর স্বরূপ মণ্ডলের একজন লোক সদর দরজা খুলিল;—অমনি সাহেবদিগের সহিত পুলিস পিল পিল করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইল। বাড়ীতে কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিতেছে;—নিদ্রিত স্বরূপ মণ্ডল তখনও তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই।

তখন স্বরূপ মণ্ডলকে লোকজনে ডাকাডাকি করিয়া তুলিল। আর সুপ্রিয়াকে পাইতে বিলম্ব নাই ভাবিয়া সে গত রাত্রে আনন্দে যথেষ্ট সুরাপান করিয়াছিল, সুরার নিদ্রা সহজে ভাঙ্গে না,—অনেক ডাকাডাকির পর সে দরজা খুলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়াছেন, পুলিশে বাড়ী ঘেরিয়াছে শুনিয়া সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মান রহিল। তাহার পর বলিয়া উঠিল, "বল,—এখনই আস্‌চি।" এই বলিয়া সে খিড়কির দরজার দিকে ছুটিল;—দরজা খুলিয়া সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছিল,—কিন্তু কনেষ্টবলগণ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল,—টানিতে টানিতে তাহাকে সদর বাড়ীতে লইয়া চলিল।

পাদরি সাহেব সত্বর তাহার নিকট আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ সুরাপান করিয়াছে।"

মথুর বাবু বলিলেন, "অসম্ভব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সংসারে অনেক অসম্ভব ব্যাপারই সম্ভব হইয়া থাকে। এখন থানাতল্লাসি হউক—আসুন।"

দশম পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

সমস্ত রাত্রি থানাতল্লাসী চলিল। স্বরূপ মণ্ডলের বৃহৎ বাটীর প্রতি কক্ষ থানাতল্লাস হইয়া গেল। বড় বড় কোদালি লইয়া কনেষ্টবলগণ নেলাখেলা যে যে স্থান দেখাইয়া দিল, সেই সেই স্থান খুঁড়িয়া ফেলিল। তখন নানা স্থান হইতে স্তুপাকার অলঙ্কারাদি নানা দ্রব্য বাহির হইয়া পড়িল।—ডাকাতির সাজ-সরঞ্জাম, নানা ছদ্মবেশ, অস্ত্রাদি. পুলিস নানা স্থান হইতে বাহির করিয়া একস্থানে স্তুপাকার করিল। মথুর বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন,—পাদরি সাহেবের মুখ পাণ্ডুবর্ণ প্রাপ্ত হইল,—তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল,—তিনি একটা কথাও কহিতে পারিলেন না। জীবনে তাঁহার

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বরূপ মণ্ডলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার এখন কিছু বলিবার আছে ?"

সে দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া বলিল, "কিছু না।"

"তোমার দলে কে কে ছিল বলিতে চাও ?"

"কিছুতে না।"

"ইনেস্পেক্টর আসামী লইয়া যাও,—ইহার সহিত সর্ব্বদা যাহারা চলিত-ফিরিত,—তাহাদের গ্রেপ্তার কর।"

স্বরূপ মণ্ডলের হাতে হাতকড়ি পড়িল,—কোমরে দড়ি বদ্ধ হইল,—যে কনেষ্টবলগণ কাল তাহাকে তালুকদার বলিয়া সেলাম করিয়াছে,—কত তোষামোদ করিয়াছে ; তাহারাই এখন "আয় শালা ডাকু," বলিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। সংসারের নিয়মই এই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গোবিন্দ গোয়ালাকে ডাকিলেন। একজন ইনেস্পেক্টার ছুটিয়া গিয়া তাহাকে লইয়া আসিলেন। সাহেব তাহাকে বলিলেন, যাও,—গ্রামের লোকদিগকে গিয়া বল, ডাকাত ধরা পড়িয়াছে।—তাহাদের আর কোন ভয় নাই। সেই বালিকা কি বলিতে চাহে, আমি নিজে কাল সকালে গিয়া তাহার মুখে শুনিব।

গোবিন্দ গোয়ালা খালাস পাইয়া "হুজুর ধর্ম্ম অবতার" বলিয়া পাঁচ শত সেলাম দিতে দিতে সুপ্রিয়াদিগের বাড়ীর দিকে ছুটীল।

বলা বাহুল্য, তালুকদার স্বরূপ মণ্ডল ডাকাত বলিয়া ধরা পড়িয়াছে,—তাহার বাড়ী হইতে স্তূপাকার ডাকাতির দ্রব্য বাহির হইয়াছে,—ভোর হইতে না হইতে এ কথায় চারিদিকে এক মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। খ্রীষ্টান নমঃশূদ্রগণ যে যাহার গৃহ হইতে সকলে সেই দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।—এ সংবাদ বায়ু-বিতাড়িত অগ্নিশিখার ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল,—সকলেই বিস্মিত,—স্তম্ভিত—অবাক।

(ক্রমশঃ)

৪৮১ হইতে ৬৩৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত—"কারমাইকেল প্রেস" ১৭৯ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট্‌ হইতে এল, সি, বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গল্পলহরী

১ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ | ১১শ সংখ্যা

তুমি কে গো ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এমন কি জাহাজের সারেঙ্গ খালাসিগণ পর্য্যন্ত ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছুটিল। যে কনেষ্টবলদ্বয় পিণ্ডিরামের পাহারায় ছিল, তাহারাও তাহার কথা বিস্মৃত হইয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তীরে নামিয়া পড়িল। পিণ্ডিরাম দেখিল,—তাহার পাহারায় আর কেহ নাই;—এই তো সুবিধা। ভবিষ্যতে তাহার কি হইবে, তাহা ভাবিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না, সুবিধা পাইবামাত্র নিমিষে সে কোমরের দড়ী খুলিয়া ফেলিল,—তাহার পর নিঃশব্দে নীরবে জাহাজের পশ্চাৎ দিক দিয়া জলে নামিয়া পড়িল।

বাল্যকাল হইতে সে জল-জীব,—এ বিস্তৃত বিল তাহার নিকট নখ-দর্পণ। যখন কনেষ্টবলগণ ফিরিয়া আসিয়া "কয়েদী ভাগল বা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন সে বহুদূরে অদৃশ্য হইয়াছে। তখনও রাত্রি আছে, তখনও জ্যোৎস্নায় চারি দিক হাসিতেছে। যত দূর দৃষ্টি যায়।—সকলই ধু ধু করিতেছে,—কোথায়ও কিছু দৃষ্টি গোচর হয় না,—চারিদিকে নীরব—নিস্তব্ধ !

পিণ্ডিরাম বিলের আপথ দিয়া কখনও সন্তরণ,—কখনও কাদা ঠেলিয়া,—অতি সন্তর্পণে, অতি সাবধানে ঘাটের দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছিল।—মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া সে কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল।—কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া আবার অতি সাবধানে অগ্রসর হইতেছিল। এইরূপে সে প্রায় উষাকালে সুপ্রিয়াদিগের বাড়ীর পশ্চাতে আসিয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক কর্দমে

আপ্লুত—সুপ্রিয়াও বোধ হয় তাহাকে এ অবস্থায় দেখিলে চিনিতে পারিত না। বাড়ী নীরব নিস্তব্ধ! সকলই নিদ্রিত;—অন্ততঃ পিণ্ডিরাম তাহাই ভাবিল—সে দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া শুনিল,—কোনদিকে কোন শব্দ নাই! তখন সে পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহের দিকে চলিল।

সহসা চারিদিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া কে বলিয়া উঠিল, "তুমি কে গো,—তুমি কে—গো!"

চির পরিচিত স্বর! পিণ্ডিরাম দোচালা ঘরের দিকে চাহিল,—অতি বিস্মিত হইয়া দেখিল, হীরামোন দাঁড়ে নাই। সে বিলের দিকে চাহিল;—সম্মুখে পদ্মবন চারিদিক আলো করিয়া ঊষার স্তিমিত জ্যোৎস্নায় পদ্মগুলি হাসিতেছে—সেই পদ্ম, বনের উপর উড়িয়া উড়িয়া হীরামোন কাতরে ডাকিতেছে। তুমি কে গো—তুমি কে গো?"

পদ্মবনে যাহা পিণ্ডিরাম দেখিল,—তাহাতে তাহার চক্ষু তুইটা যেন ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল,—সে একবার অর্দ্ধস্ফুট বিকট চীৎকার করিয়া উন্মাদের ন্যায় জলে ঝম্প প্রদান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু।

নিতান্ত বাধ্য হইয়াই সে দিন ভট্ট মহাশয় গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। গ্রামে ভয়ানক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে;—ব্রাহ্মণী ও সুপ্রিয়াকে একাকিনী রাখিয়া অন্যত্র যাইতে তাঁহার প্রাণ সরে নাই;—তবে উপায় নাই;—রোগী সর্ব্বাগ্রে। তিনি যথা সম্ভব শীঘ্র গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

রোগী দেখিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গোবিন্দ নৌকায় নাই,—তাহার স্থলে তাহার গ্রামস্থ তুই বলবান কৃষ্ণকায় গোপ সন্তান নৌকায় বসিয়া আছে, তাহারা ভট্টমহাশয়কে দেখিয়া বলিল,"গোবিন্দ খুড়ো কি কাজে গেছে;—আমাদের তুজনাকে পাঠিয়ে দেছে, চলেন।"

আপনার প্রাণ দিলে যদি গ্রামের লোক রক্ষা পায়, গোবিন্দ গোয়ালা সে জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মাদারিপুরে আসিয়াছেন, সে সে সংবাদ পাইয়াছিল;—লোকে ভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের বেদনা জানাইতে পারিতেছে না,—ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পালাইতেছে, কিন্তু গোবিন্দ গোয়ালা

না হয় সে জেলে যাইবে, যাহা হয় সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে, ইহা মনে মনে স্থির করিয়া সে ভট্টমহাশয়কে নৌকা হইতে নামাইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে মাদারিপুরের দিকে ছুটিল, তাহার পর সে কি করিয়াছিল,—তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন।

গোবিন্দ নাই দেখিয়া ভট্টমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "না বিজ্ঞাপিত করিয়া কুত্র গমন করিল ?"

তাহারা বলিল "তা জানি না ;—আর চার জনকে কাঠ দিয়া শ্মশান ঘাটে পাঠিয়েছে !"

বৃদ্ধা আই না মরিতে মরিতেই গোবিন্দ গোয়ালা তাহার সৎকারের আয়োজন করিয়াছে শুনিয়া ভট্টমহাশয় মনে মনে একটু বিষাদে হাসিলেন। তবে তিনি নানা চিন্তায় এত পীড়িত ছিলেন,—এ বৃদ্ধ বয়সে অদৃষ্টে কি ঘটিবে,—তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়া ছিলেন। অন্য চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। তিনি বিষণ্ণ চিত্তে নৌকায় গিয়া বসিলেন। লোকদ্বয় সবলে বোটে চালাইল।

সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই ভট্টমহাশয় গৃহে ফিরিলেন। দেখিলেন সুপ্রিয়া ও ব্রাহ্মণী বৃদ্ধাকে লইয়া বসিয়া আছেন। বৃদ্ধার নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই।

ভট্টমহাশয় বৃদ্ধার নাড়ী দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন। আর বিলম্ব নাই ;—অন্তর্জ্জ্যলি আবশ্যক—বহিষ্করণ প্রয়োজন !

লোকদ্বয় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল ;—তাহারা বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, " ঠাকুর, দেখেন কি ? বার করি !"

"ওগো আইমা" বলিয়া সুপ্রিয়া কাতরে বৃদ্ধার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল,—ব্রাহ্মণী বস্ত্রাঞ্চল চক্ষে দিলেন।

"ঠাক্রেণরা সরেন" বলিয়া গোপদ্বয় "বল হরি হরি বোল" বলিতে বলিতে বৃদ্ধার পদ ও মস্তক ধরিয়া তাহাকে বিলের ধারে আনিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার দুঃখের জীবনও শেষ হইয়া গেল। সুপ্রিয়া আলুলায়িত কেশে উন্মুক্ত বস্ত্রে অভাগিনীর ন্যায় "আইমা—আইমা," বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল।

ভট্ট মহাশয় বলিলেন, "বৎসে, শোক পরিহার ক'র। এই বৃদ্ধার জীবন পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণী,—সুপ্রিয়াকে গৃহে লইয়া যাও।"

ব্রাহ্মণী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সুপ্রিয়ার হাত ধরিলেন, সে কাতরে বলিল "ওগো তোমরা আমায় একবারটী আইমাকে দেখতে দাও,—আমি আর

প্রকৃতই সুপ্রিয়া আর কাঁদিল না। সে তাহার বৃদ্ধা আইমাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ধীর পদবিক্ষেপে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল,— ব্রাহ্মণী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

গোপদ্বয় বলিল,—"কর্ত্তা, লইয়ে চলি। অধিক রাত করে ফলটা কি?"

ভট্টমহাশয় বলিলেন,—"চল, আমিও সমভিব্যাহারে গমন করিব। এই বৃদ্ধার সৎকার প্রয়োজন। বৎসে সুপ্রিয়াকে শ্মশান স্থলে লইয়া গিয়া বৃদ্ধার মুখাগ্নি ক্রিয়া সম্পাদন করা অসম্ভব,—সুতরাং আমিই সে কার্য্য সম্পাদন করিব,— রাত্রে কেহ দর্শন করিবে না!"

অর্দ্ধ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে গোপদ্বয় বৃদ্ধার দেহ মাদুরে জড়াইয়া দীর্ঘ বংশ খণ্ডে বাঁধিল;—তাহার পর দুইজনে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া কোমর সমান জল ভাঙ্গিয়া শ্মশান ঘাটে চলিল, বলিল "কর্ত্তা, নায় চলেন,—কষ্ট পাবেন কেন?"

ভট্টমহাশয় ইহাই সদযুক্তি স্থির করিয়া নৌকা নিজে বহিয়াই চলিলেন। যখন পিণ্ডিরাম বিলের ভিতর দিয়া উন্মত্তের ন্যায় জল ঠেলিয়া আসিতেছিল, তখন দূরে শ্মশান ঘাটে ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল,—সে যে বৃদ্ধা আইর চিতার আগুন,—তাহা পিণ্ডিরাম একবারও মনে করিল না—তখন কে মরিল, কে দাহ হইতেছে,—তাহার সে সকল চিন্তা করিবার সময় ছিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রবাহ মুখে।

বৃদ্ধা আইর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়ার সংসারের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হইয়া গেল; সে আইর জন্য কাঁদিল না;—তাহার হৃদয়ের যাতনা চক্ষের জলের অতীত হইয়া গিয়াছিল।

পিতার মৃত্যু,—প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতার অপঘাত মৃত্যু,—সে সংসারে অনাথিনী, অভাগিনী, সে সংসারে সম্পূর্ণ অসহায়া—সে বালিকা মাত্র;—তাহাকে যে ঘোর কাল মেঘে ঘেরিয়াছিল, তাহার অন্তরালে কি নিহতি আছে, তাহার সে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। সকলই অন্ধকার,—ঘোর অন্ধকার। সে যে দিকে চাহে সেই দিকেই ঘোর অন্ধকার,—অন্ধকারের অন্তরালে ঘোরতর অন্ধকার,—সেই বিভীষিকাময় ভয়াবহ অন্ধকার মধ্যে স্বরূপমণ্ডলরূপী দানব বিভীষিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিকট করালবদনে তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। সেই দানবের হস্ত হইতে সে যে রক্ষা পাইবে, তাহার কোনই আশা

তাহার ভ্রাতা সুষেণকুমার তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন ; তিনি শৈশব হইতে অতি যত্নে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন ; তিনিই তাহাকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাহার শিরায় শিরায় স্বদেশপ্রেম প্রবাহিত করিয়াছিলেন। জননীসমা জন্মভূমির কার্য্যে সে তাহার ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গীকৃত করিবে, দেশের কার্য্যে জীবনাতিপাত করিবে, ইহাই তাহার হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা, প্রাণের উচ্চ আশা ছিল, কিন্তু তাহার সকল ইচ্ছা, সকল আশা, সকল কল্পনা, সকল বাসনা অতল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।—কে যেন তাহাকে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র মধ্যে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। সে সেই সমুদ্রের নীলাভ জলে ধীরে ধীরে গভীর হইতে গভীরতম স্তরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। তাহার আর আত্মরক্ষার ইচ্ছা নাই ;—তাহার আর বাঁচিয়া থাকিবার বাসনা নাই,—সে হতাশভাবে ডুবিয়া যাইতেছে।

এই সময়ে এই ভয়ানক অন্ধকারে, —তাহার জীবনে মুহূর্ত্তের জন্য কোথা হইতে কি এক অমিয়ময় আলোক আসিয়া পতিত হইয়াছিল। সে গুণেন্দ্র ভূষণকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিয়া,—তাঁহার সহিত কথা কহিয়া,—হৃদয়ে,—তাহার দগ্ধীভূত হৃদয়ে, কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিতেছিল। সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল,—কিন্তু তাহাও মুহূর্ত্তের জন্য।—পুলিশ গুণেন্দ্র ভূষণকে ধরিয়া লইয়া গেল,—তাহার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা পিণ্ডিরামও চলিয়া গেল,—তাহার অন্ধকারময় জীবন আরও যেন ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইল।

সে বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ছটফট করিতেছিল। বৃদ্ধা আইমা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা না হইলে,—হয়ত সে তাহার অসহনীয় ভাবনা আরও ভাবিতে বাধ্য হইত,—ভাবিতে ভাবিতে শেষে সে উন্মাদ হইয়া যাইত।

পিণ্ডিরাম নির্দ্দোষী,—সে শীঘ্রই খালাস হইয়া ফিরিয়া আসিবে ; গুণেন্দ্র ভুষণ কখনই ডাকাত নহেন,—তিনি খালাস হইলে নিশ্চয়ই তাহার সহিত একবার দেখা করিয়া যাইবেন,—হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে এ আশা মৃদুবাণীতে বহিয়া তাহার জীবনের বন্ধনি আবদ্ধ রাখিতেছিল, কিন্তু তাহাও কম দিন।

সুপ্রিয়া শুনিল, গুণেন্দ্র ভূষণ খালাস হইয়াছেন,—হতভাগ্য পিণ্ডিরামের দশ বৎসর জেল হইয়াছে। ভগবানে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, পিণ্ডি-রামের অন্যায় কারাবাসে তাহার সে প্রগাঢ় বিশ্বাস শিথিল হইয়া গেল! সে কাতরে বলিল, "তবে কি ভগবান নাই? সংসারে কি ন্যায় অন্যায় কিছুই নাই? তবে কি স্বরূপ মণ্ডলেরই জয় হইবে?—তাহাকে এই প্রাণাত্মার অসমর্থনীয় হইল

হইবে? কেন! তাহাপেক্ষা মৃত্যু কি সহস্র গুণে শ্রেয় নহে?"

কতবার বৃদ্ধা আইর পার্শ্বে বসিয়া সুপ্রিয়া মনে মনে এই প্রশ্ন করিল;—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন বলিল, "নিশ্চয়ই ভগবান আছেন—তিনি কখনও অন্যায় হইতে দিবেন না। পিণ্ডিরাম খালাস হইবে। তিনিও অন্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবেন।"

কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল,—কিন্তু গুণেন্দ্র ভূষণ আসিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যাও।

তাহার পর কোটালি পাড়ে মহা বিপর্য্যয় ঘটিল। লোকে তাহার মুখের উপর তাহাকে অজস্র গালি দিয়া ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল। মুখরাগণ তাহাকে "মর মর," বলিয়া দিন রাত্রি গাল দিয়াও সন্তুষ্ট হইল না, "কালসাপিনী মরে না!" তাহার কর্ণে বজ্রনিনাদে এই ধ্বনি সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতে লাগিল,—অভাগিনী সুপ্রিয়া ভাবিল, "আমি মরিলেই কি সকল গোল মিটিয়া যায়? মরা কি এতই কঠিন।"

তবুও তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে একজনকে মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার, কেবল আর একবারটি মাত্র দেখিবার ইচ্ছা অতি বলবতী রহিয়াছে;—তিনি কি আসিবেন! কেন আসিবেন? সে কে যে তাহার জন্য আসিবেন? লজ্জায় গুণেন্দ্র ভূষণের কথা সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না,—তবে গ্রামের লোক পিণ্ডিরামের মোকর্দ্দমার কথা শুনিয়াছিল;—তাহারা অনেকে তাহার সম্মুখেই এ কথার আলোচনা করিত;—তাহাই যে শুনিল যে তাহার ভ্রাতা সুষেণ কুমার ডাকাত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন,—তাঁহার দলে থাকিয়া ডাকাতি করিয়াছিল বলিয়া পিণ্ডিরাম দশ বৎসর জেলে গিয়াছে,—গুণেন্দ্র ভূষণ খালাস পাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাকাতের ভগিনী ভাবিয়া মনে মনে না জানি তাহাকে কত ঘৃণা করিয়াছেন। তবু আশা! তবু সে কতবার ভাবিল, তিনি অন্ততঃ একবার তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন।—কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, তিনি আসিলেন না।

সুপ্রিয়া তাহা জানিল না। গুণেন্দ্র ভুষণের অস্থিরতায় তাহার প্রাণের ব্যাকুলতা শত গুণ বৃদ্ধি করিল,—কিন্তু কেন তাহার মন এরূপ হইতেছে, তাহা সে বুঝিল না। মৃত্যু কুটিলা সর্পিনীর ন্যায় ধীরে ধীরে তাহাকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইতেছিল।

বৃদ্ধা আইর মৃত্যুর পর সে কোন কথা না কহিয়া তাহার দাদার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল;—ভট্টগৃহিণী এ সময়ে তাহাকে বিরক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া নিজে স্নানাদি করিয়া আসিলেন;—তৎপরে দাওয়ায় মাদুরি বিছাইয়া শয়ন করিলেন,—গৃহমধ্যে সুপ্রিয়া শায়িতা রহিল।

ভট্টগৃহিণী ভাবিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুপ্রিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।—কয় রাত্রি তিনিও ঘুমাইতে পারেন নাই;—ক্রমে ভট্ট মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া তিনিও ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সুপ্রিয়া ঘুমায় নাই;—তাহার হৃদয় ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল। সহসা সে মনে মনে বলিয়া উঠিল, "না—না,—আমি দাদার বিছানায় শুইবার উপযুক্ত নই। তিনি দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন;—দেশের জন্য এত না করিলে,—পুলিস তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত না;—তিনিও মরিতেন না।—আমি তাঁহার বিছানায় শুইবার উপযুক্ত নই! আমি দেশের জন্য কি করিলাম? আমার জন্য দেশ ছারখার হইল; লোকে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল? আমায় সকলে মরিতে বলিতেছে,—আমি মরিলে তাহাদের সকল কষ্ট ঘুচিবে—তবে আমি বাঁচিয়া আছি কেন?"

সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল,—কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল,—তাহার পর বলিল, "বাঁচিয়া থাকিয়া কি স্বরূপ মণ্ডলের দাসী হইব। এমন ছার জীবনে প্রয়োজন কি?"

সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল।—দাওয়ায় ভট্টগৃহিণী গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্না, অতি সন্তর্পণে সুপ্রিয়া তাঁহার পার্শ্ব দিয়া গিয়া প্রাঙ্গণে নামিল।—তাহার পর নিঃশব্দে নীরবে বাহিরে আসিল। চারিদিক পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ভাসিতেছে,—চারিদিক ঘোর নীরব—নিস্তব্ধ। আর এক দিন ঠিক এইরূপ পূর্ণিমায় সে তালের ডোঙ্গায় এই বিস্তৃত বিলের উপর দিয়া ভট্ট মহাশয়ের গৃহে গিয়াছিল।

আজও আর একজন ঠিক এই সময়ে অতি ব্যাকুল হৃদয়ে বিলের উপর দিয়া আসিতেছিলেন;—নৌকা শীঘ্র লইয়া যাইবার জন্য দাঁড়ী মাঝিদিগকে পুনঃ পুনঃ বকসিশ দিতে চাহিতেছিলেন;—কিন্তু হতভাগিনী সুপ্রিয়া তাহা জানিল না।

"না, তিনি আসিবেন না,—আমার জন্য আসিবেন কেন? আসিলেই বা কি?

সেই জোৎস্না বিধৌত নীরব নিস্তব্ধ রাত্রে বিলের ধারে সুপ্রিয়া মনে মনে কতবার এই কথা বলিল। তাহার পর আবার পা টিপিয়া ধীরে ধীরে দোচালা ঘরে উঠিয়া হীরামনকে দাঁড় সুদ্ধ নামাইল,—পাখী তাহাকে দেখিয়া আনন্দে শিশ দিয়া উঠিল। আজ তিন বৎসর সুপ্রিয়া তাহাকে কত যত্নে লালন পালন করিয়াছে। আজ তিন বৎসর তাহাকে আদর করিয়া আহার দিয়াছে,—যত্ন করিয়া চুম্বন করিয়াছে। সে তাহার পাখীটীকে কত ভালবাসিত; পাখীও তাহাকে দেখিলে কত আনন্দে বিভোর হইত। সুপ্রিয়া পাখীকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া তাহার পায়ের শিকল খুলিয়া দিল,—পাখী উড়িয়া তাহার স্কন্ধে আসিয়া বসিল সুপ্রিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "যাও!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জলে।

পাখীকে স্কন্ধ হইতে উড়াইয়া দিয়া সুপ্রিয়া গৃহের বাহিরে আসিল। পাখী জ্যোৎস্নার আলোকে একটু উড়িয়া আবার তাহার স্কন্ধে আসিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল, "স্বদেশী হও—স্বদেশী হও।"

সুপ্রিয়া চক্ষু মুদিল।—পাখীকে উড়াইয়া দিয়া দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিল,—কাতরে বলিল, "মা—কোলে নেও—কোলে নেও;—আর সহ্য হয় না।"

সে দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া ধীরে ধীরে বিলের জলে নামিল।—কাতরে,—অতি কাতরে বলিল, "মা—মা—আয় মা।—

সুপ্রিয়া ডুব দিল, আর উঠিল না।—তখন তাহার আদরের হীরামন সেই জ্যোৎস্না বিভাসিত রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া সেই জলের উপর উড়িয়া উড়িয়া অতি কাতরে—অতি কাতরে ডাকিল, "তুমি কে গো—তুমি কে গো।"

দূরে গুণেন্দ্র ভূষণ নৌকার উপরে সহসা দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বোধ হইল কি যেন ভয়ানক তীর তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।—তাঁহার বোধ হইল, সহসা যেন পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইল,—তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মাঝি—মাঝি,—এ কি হলো।"

আর অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে উপস্থিত হইলে, হয়তো হতভাগিনী সুপ্রিয়ার মরা হইত

জানিলেন না,—তিনি উন্মাদের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "নৌকা চালাও—নৌকা চালাও।"

সহসা বাবু পাগল হইলেন ভাবিয়া দাঁড়ি-মাঝিগণ বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে আর এক জন বিলের কর্দ্দমাক্ত জল ঠেলিয়া সুপ্রিয়ার নিকট ছুটিতেছিল। সে আর একটু পূর্ব্বে উপস্থিত হইলে প্রাণ দিয়া সুপ্রিয়াকে রক্ষা করিত,—তাহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিত ;—কিছুতেই তাহাকে জলে ডুবিতে দিত না। —কিন্তু সে যখন উপস্থিত হইল,—তখন আলুলায়িত কেশে—অবসন্ন দেহে—পদ্ম বনে জ্যোৎস্নালোকে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় সুপ্রিয়া ভাসিতেছে।—তাহার আদরের হীরামোন তাহার মাথার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে ;—একবার তাহার শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরসম কপালে বসিয়া আবার উড়িতেছে, চারিদিকে বিষাদ ছড়াইয়া দিয়া কাতরে ডাকিতেছে, "তুমি কে গো—তুমি কে গো।"

পিণ্ডিরাম এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় জলে ঝম্ফ দিয়াছিল, নিমিষে সাঁতার দিয়া সে সুপ্রিয়ার নিকট আসিল,—দেখিল,—অবসন্ন দেহে সুপ্রিয়া ভাসিতেছে ;—তাহার দুই চক্ষু মুদিত,—তাহার ওষ্ঠে তখনও যেন হাসির রেখা ক্রীড়া করিতেছে।—বোধ হইতেছে যেন সুশীতল জলে তাহার সকল জ্বালা জুড়াই-বার জন্য সে অতি সুখে নিদ্রা যাইতেছে।

পিণ্ডিরাম বিস্ফারিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ সেই দেবী মুর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। —সুপ্রিয়ার কপালে একবার হস্ত স্থাপন করিয়া দেখিল,—একবার সুপ্রিয়ার হাত ধরিয়া টানিল—সকলই অসাড়—অবসন্ন—অনেকক্ষণ সুপ্রিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

তখন পিণ্ডিরাম গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিল—সে তথা হইতে চলিয়া যাইতেছিল,—কিন্তু সহসা কি ভাবিয়া দাঁড়াইল—তাহার পর তীরে উঠিয়া নিঃশব্দে বৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষের উচ্চ শাখায় উঠিয়া বসিল !

"তুমি কে গো—তুমি কে গো !" হীরামোন চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া, ডাকিয়া ডাকিয়া, চারিদিক আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল ! তাহার কাতর চীৎকারে ভট্টগৃহিণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল—তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

উপরে সুশীতল সমীরণ বহিতেছে,—চন্দ্রিমার আলোক বিমলিন হইয়া চারিদিক যেন এক শোকের ছায়ায় আবরিত করিয়াছে,—শিশিরে চারিদিক ভিজিয়া গেছে, —বোধ হইতেছে যেন পৃথিবী-সতী কোন দারুণ শোকে নয়নাশ্রুতে চারিদিক

পাখী প্রাঙ্গণের উপর আসিয়া—ডাকিল। "তুমি কে গো,—তুমি কে গো!"

ব্রাহ্মণী সত্বর উঠিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন; "পাখী ছেড়ে দিলে কে!" তাহার পর গৃহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুপ্রিয়া,—পাখী শিকল কেটে উড়ে গেছে!"

গৃহ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি গৃহের দ্বারে আসিয়া—অতি সভয়ে বলিয়া—উঠিলেন, "সুপ্রিয়া,—সুপ্রিয়া কোথায়!"

তিনি "সুপ্রিয়া সুপ্রিয়া" বলিয়া—ডাকিতে ডাকিতে এ ঘর সে ঘর অনুসন্ধান করিয়া ব্যাকুলে বাহিরের দিকে ছুটিলেন—সুপ্রিয়া তখন তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া বিলের সুশীতল জলে ঘুমাইতেছে! তাহার চারিদিকে পদ্ম ফুটিয়া ঊষার সমীরণে তাহাকে স্বর্গীয় সুগন্ধে স্নাত করিতেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সোণার প্রতিমা।

ব্যাকুলা ভট্টগৃহিণী সুপ্রিয়াকে গৃহের কোন স্থানে দেখিতে না পাইয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সেই নীরব নিস্তব্ধ—শেষ রাত্রে ঊষার শান্তি সমীরণের মধ্যে কোথা হইতে কে ভয়াবহ বিকট পৈশাচিক হাসি হাসিয়া উঠিল! সভয়ে ব্রাহ্মণী ঘাটের দিকে চাহিলেন, ভট্টগৃহিনী অকুতোভয়া ছিলেন—ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না—আজ প্রথম তিনি ভয়ে নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন! আজ—তিনি এই জনশূন্য বাড়ীতে সম্পূর্ণ একাকিনী—সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃদ্ধা এই বাড়ীতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে,—বাড়ী হইতে সকলে চলিয়া গিয়াছে;—তখনও বাড়ীর উপর মৃত্যুর ছায়া ক্রীড়া করিতেছিল—তবুও তিনি ভয় পান নাই—সুপ্রিয়াকে লইয়া নির্ভয়ে গৃহে ছিলেন—এখন সুপ্রিয়াও নাই;—অভাগিনী কোথায় গিয়াছে তাহা তিনি জানেন না! চারিদিকে যেন এক ভয়াবহ অব্যক্ত নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন হইয়াছে—! চারিদিক যেন এক বর্ণনাতীত বিভীষিকা অট্ট হাস্য করিয়া বেড়াইতেছে! ব্রাহ্মণী নিতান্ত ভীতা হইয়া সেই নির্জ্জন গৃহ-প্রাঙ্গণে স্তম্ভিত-প্রায় দণ্ডায়মানা রহিলেন; তাহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল;—তিনি সভয়ে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন—তখনও যেন তাঁহার কর্ণে কোথা হইতে বিভাষিকা পূর্ণ—পৈশাচিক হাসি প্রবিষ্ট হইয়া—তাঁহার শিরার রক্ত তুষারে পরিণত করিয়া তুলিল—তাঁহার ভয়ে চীৎকার করিবার ইচ্ছা হইল,—কিন্তু তিনি চীৎকার

বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে;—তাঁহার শরীর যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে।—সহসা তাঁহার পশ্চাতে কে বলিল, "মা ঠাক্‌রেন !"

ব্রাহ্মণী বাণবিদ্ধার ন্যায় ফিরিলেন,—দেখিলেন,—গোবিন্দ গোয়ালা !

গোবিন্দকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে বল আসিল ;—তিনি ব্যাকুলে বলিয়া উঠিলেন, "সুপ্রিয়া,—সুপ্রিয়াকে দেখতে পাচ্ছি না !"

এই সময়ে মাথার উপর হীরামোন বিকট চীৎকার করিয়া ডাকিল "তুমি কে গো,—তুমি কে গো ?"

গোবিন্দ গোয়ালা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "পাখি ছেড়ে দিল কে ?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"জানিনে—সুপ্রিয়াকে দেখতে পাচ্ছি নে !"

"কর্ত্তা !"

"তিনি শ্মশানে গেছেন।"

পাখী উড়িয়া গিয়া পদ্মবনে বসিয়া ডাকিল, "তুমি কে গো, তুমি কে গো ?"

তখন গোবিন্দ গোয়ালা দেখিল,—ভাসমানা ফুল্লদাম সদৃশ সুপ্রিয়ার কপালে বসিয়া পাখী কাতরে ডাকিতেছে—"তুমি কে গো,—তুমি কে গো ?"

এ দৃশ্যে পাষাণ দ্রবীভূত হয়। "সর্ব্বনাশ হয়েছে" বলিয়া গোবিন্দ গোয়ালা চীৎকার করিয়া উঠিল। ঝম্প দিয়া সে জলে পড়িল ;—সাঁতার দিয়া গিয়া দুই বলবান বাহুতে সেই শিথিল সোণার প্রতিমা তুলিয়া লইয়া গৃহ প্রাঙ্গণে নব দূর্ব্বাদলের উপর শায়িত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণী কাতরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন ;—তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইয়া চারি দিকে শোকে আছন্ন করিল।—দূরে দূরে যাহারা ছিল ;—তাহারা ছুটিয়া তথায় উপস্থিত হইল, নিকটে—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষুদ্র জাহাজ বংশী-নিনাদ করিয়া গতি দ্বিগুণিত করিল ;—পুলিশ নৌকা সকল ক্ষেপণী সঞ্চালন বৃদ্ধি করিয়া বেগে তীরের দিকে আসিতে লাগিল—শ্মশানে ব্রাহ্মণীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধ ভট্ট মহাশয় মুক্তকচ্ছ, ভয় বিহ্বলিত হইয়া—গৃহের দিকে ছুটিলেন,—লোকজন চিতা বিলের জলে ঠেলিয়া দিয়া—গৃহাভিমুখে দৌড়িল—তখন সকলেই শুনিল, হীরামোন আকাশে উড়িয়া উড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে—"তুমি কে গো,—তুমি কে গো !"

দেখিতে দেখিতে রামযদু বাবুর গৃহ লোকে লোকারণ্য হইল—পুলিশের

ডাক্তার সাহেব—সকলই সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন—চারিদিকে লোকে লোকারণ্য ;—মধ্যে সবুজ, সিক্ত কোমল দুর্ব্বাদলের উপর জল সিক্তা আলুলায়িতা কেশা,—উন্মুক্ত বস্ত্রা, সুপ্রিয়া শায়িতা রহিয়াছে ;—কে বলিবে সে মরিয়াছে! দেখিলে বোধ হয়, সে পবিত্র শান্তি সুখে স্বর্গীয় নিদ্রায় নিদ্রিতা রহিয়াছে!—গ্রামবাসীগণ—এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যে কাঁদিয়া উঠিল—নির্ম্মম হৃদয় পুলিশ প্রহরিগণও অস্পষ্ট স্বরে হায় হায় করিতে লাগিল—সাহেবেরা পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন—ডাক্তার সাহেব সত্বর অভাগিনী সুপ্রিয়ার দেহ পরীক্ষ করিয়া বলিলেন ; বহুক্ষণ জল মগ্ন হইয়া মৃত্যু হইয়াছে!"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল,—তিনি অতি গম্ভীর স্বরে হুকুম দিলেন, "স্বরূপ মণ্ডলকে এইখানে লইয়া আইস"

পর মুহুর্ত্তেই হাতে হাতকড়ি কোমরে সুদৃঢ় দড়ি বদ্ধ স্বরূপ মণ্ডলকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ও অস্পষ্ট গালি দিতে দিতে কনেষ্টবলগণ তথায় আনিয়া উপস্থিত করিল—তাহাকে দেখিয়া বিলবাসিগণ গর্জ্জিয়া উঠিল ;—এত পুলিশ উপস্থিত না থাকিলে তাহারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গায়ের জ্বালা জুড়াইত।

সাহেব বলিলেন ; "কি করিয়াছ ;—দেখিতেছ!" স্বরূপ মণ্ডল হাসিয়া বলিল, "মন্দ কি!"

"তবে রে শালা!"

বলিয়া বিলবাসিগণ আর আত্মসংযমে অসহ হইয়া উন্মত্ত প্রায় স্বরূপ মণ্ডলকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল—তখন পুলিশে ও গ্রামবাসীতে একটা মহা ঠেলাঠেলি হুলুস্থুল আরম্ভ হইল—সাহেবগণ এই গোল থামাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

সহসা এক ভয়াবহ বিভীষিকা জাগরিত করিয়া, কে হা হা শব্দে পৈশাচিক হাসি হাসিয়া উঠিল – পর মুহুর্ত্তে পার্শ্বস্থ তেঁতুল বৃক্ষের উপর শাখা হইতে এক কর্দ্দমাক্ত বামন দানবমুর্ত্তি লম্ফ দিয়া সেই জনতার মধ্যে পতিত হইল– সকলে তাহাকে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ লইয়া চারিদিকে ছুটিল :—চারিদিকে মহা গোল উঠিল—কি হইতেছে,— কি ঘটিতেছে ;—লোকে জানিবার পুর্ব্বেই, এই দানব-মূর্ত্তি নিমিষে স্বরূপ মণ্ডলকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল দুই ঝাঁকি দিয়া কনেষ্টবলদিগের হস্ত হইতে দড়ি ছিনাইয়া লইল,—তাহার পর ভয়াবহ বিকট নিনাদ করিয়া ঝম্প দিয়া বিলের জলে

গিয়াছিল—তাহার আর্ত্তনাদ করিবার শক্তি ছিল না ;—যে তাহার এ সময়ের মুখ দেখিয়াছিল,—সে আর জীবনে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই।—

"পাকড়াও—পাকড়াও" বলিয়া সাহেবগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কিন্তু তাহাকে পাকড়াইবার পূর্ব্বেই পিণ্ডিরাম দুর্ব্বৃত্ত স্বরূপ মণ্ডলকে লইয়া বিলের জলে অদৃশ্য হইল,—আর উঠিল না।

পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট অতীত হইল তবুও সে উঠিল না।—এই ভয়ঙ্কর অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া সকলের হৃদয় স্তম্ভিত প্রায় হইয়া গিয়াছিল।—সকলে ভয়ে,—বিস্ময়ে,— বিস্ফারিত নয়নে অবাক নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল !

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কনেষ্টবলদিগকে জলে পড়িতে আদেশ করিলেন।—তখন বিশ-পঞ্চাশজন লোক জলে পড়িয়া স্বরূপ মণ্ডল ও পিণ্ডিরামের অনুসন্ধান আরম্ভ করিল।—গ্রামবাসিগণও নৌকা লইয়া বাহির হইল।—প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অনুসন্ধানের পর তাহারা স্বরূপ মণ্ডল ও পিণ্ডিরামকে পাইল,—অনেক কষ্টে উভয়কে তীরে টানিয়া তুলিল,—তখনও পিণ্ডিরামের স্কন্ধে স্বরূপ মণ্ডল,—সে অবস্থায়ও দুই পা বুকে টানিয়া রাখিয়াছে—কনেষ্টবলগণ বহু আয়াসে স্বরূপ মণ্ডলকে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারিল না।—

বহুক্ষণ উভয়ের মৃত্যু হইয়াছে।—যাহারা সেদিন এই দুই জনের বিকট বিকৃত ভয়াবহ মুখ দেখিয়াছিল,—এক মাসের মধ্যে তাহারা নিদ্রিত হইতে পারে নাই,—স্বপ্নে এই ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে—!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জন।

সকলেই চলিয়া গিয়াছে। পুলিশ পিণ্ডিরাম ও স্বরূপ মণ্ডলের লাস নৌকায় তুলিয়া প্রস্থান করিয়াছে।—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অভাগিনী সুপ্রিয়ার সৎকারের আজ্ঞা দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।—গ্রামবাসিগণ দুঃখিতান্তকরণে নীরবে এখানে সেখানে বসিয়া আছে।—গোবিন্দ গোয়ালা চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে কাষ্ঠের আয়োজন করিতেছে।—ভট্টগৃহিনী একপার্শ্বে বসিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন।—ভট্ট মহাশয় পুনঃ পুনঃ নস্য গ্রহণ করিতেছেন।—সোণার প্রতিমা ভাসানের আয়োজন হইতেছে।—

দুঃখিনী সুপ্রিয়া সেইরূপ দূর্ব্বাদল-শয্যার নিদ্রা যাইতেছে।—সহসা এই

বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল;—তাঁহার অব্যক্ত শোকে সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।—তিনি নীরবে সুপ্রিয়ার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন!—কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন,—তাহার পর তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "বস্!" ঠিক এইরূপ কৈলাসেশ্বর কৈলাসেশ্বরীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন।—

সুপ্রিয়ার আলুলায়িত কেশ তাঁহার পৃষ্ঠ আবরিত করিয়া লম্বিত হইয়া পড়িল;—তাহার অবসন্ন দেহ তাঁহার স্কন্ধে লুটাইয়া পড়িল। তিনি আবার বলিলেন "বল,—শ্মশান কোন দিকে। ইনি আমার,—আর কাহাকে ইহাঁকে স্পর্শ করিতে দিব না।"

ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া উঠিলেন,— সকলে চক্ষের জলে বিভাসিত হইয়া ভট্ট মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল,—তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—গমন কর!

তখন কয়েকজন পথ দেখাইয়া চলিল।—জল ভাঙ্গিয়া গুণেন্দ্রভূষণ অভাগিনী সুপ্রিয়ার দেহ স্কন্ধে লইয়া শ্মশানাভিমুখে চলিলেন।—পশ্চাতে কয়েকজন কাষ্ঠাদি লইয়া চলিল,—ভট্টগৃহিণী কাহারও নিষেধ শুনিলেন না,—কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে চলিলেন!

চিতা সজ্জিত হইল—গুণেন্দ্র-ভূষণ সে পূত-দেহ একবারও স্কন্ধ হইতে নামাইলেন না;—চিতা সজ্জিত হইলে,—চিতায় সোণার প্রতিমা ভস্মীভূত করিতে গিয়া দেখিলেন,—সুপ্রিয়ার রুক্ষ কেশদাম মধ্যে কেশে আবদ্ধ এক ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ড রহিয়াছে—তিনি কম্পিত হস্তে তাহা খুলিয়া লইলেন—সুপ্রিয়া লিখিয়াছে;—

"আমি জানি আপনি আসিবেন;—কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হইবে না—দেখা হইলে আমি মরিতে পারিতাম না—আমি না মরিলে, আমি যেখানে থাকিতাম, সেইখানেই দুঃখের আগুণ জ্বালিতাম—অভাগিনী বলিয়া ক্ষমা করিবেন—দাসীর অনুরোধ রাখিবেন,—বিবাহ করিবেন—আমি আপনাকে ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতে পারিব না।—আপনি যাহাকে বিবাহ করিবেন,—জানিবেন আমি তাহাতেই আসিব;—আমার মরণ নাই। যদি খুঁজিয়া পান—আমার হীরামোনটীকে যত্ন করিবেন—"অভাগিনী সুপ্রিয়া!"

গুণেন্দ্রভূষণ বসিয়া পড়িলেন;—তাঁহাকে নিস্পন্দ নিস্তব্ধ দেখিয়া ভট্টমহাশয় চিতাগ্নি জ্বালিয়া দিলেন;—আগুণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

গুণেন্দ্রভূষণ একবার চিতার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আবার নিস্পন্দ—নিস্তব্ধ

ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া সোণার প্রতিমা ভস্মীভূত হইয়া গেল। গ্রামবাসিগণ—চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে চিতাভস্মে জল ঢালিল—তখন ভট্ট মহাশয় গুণেন্দ্র ভূষণের নিকট আসিয়া রোরুদ্দমান স্বরে বলিলেন। "বৎস!—শোক পরিহার কর!"

গুণেন্দ্রভূষণ ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন,—কোনও কথা কহিলেন না! তাঁহার প্রাণ মন হৃদয় অভাগিনী সুপ্রিয়ার চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন দূর দেশে যেন চলিয়া গিয়াছিল—তাহা তিনি জানেন না!

তাঁহাকে আহ্বান করা বৃথা দেখিয়া ভট্টমহাশয় ব্রাহ্মণীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।—গ্রামবাসিগণ কাঁদিতে কাঁদিতে বিলের জলে সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া ঘরে চলিল!

সহসা সেই চিতার উপর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া হীরামোন ডাকিল, "তুমি কে গো,—তুমি কে গো!"

গুণেন্দ্রভূষণের চমক ভাঙ্গিল!—তিনি পাখীর দিকে চাহিলেন। পাখী তাহার স্কন্ধে আসিয়া বসিয়া ডাকিল; "তুমি কে গো,—তুমি কে গো!"

গুণেন্দ্রভূষণ পাখীকে স্কন্ধ হইতে হাতে লইলেন; তাহাকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন;—তাহার পর সুপ্রিয়ার আদরের হীরামোন বুকে লইয়া কোটালি পাড় বিল ত্যাগ করিলেন।—পাখী ডাকিল, "তুমি কে গো—তুমি কে গো।"

সম্পূর্ণ।

অভিনয় চাতুর্য্য।

থিয়েটার রোডের এক সুসজ্জিত ও বৈদ্যুতিক আলোকোদ্ভাসিত কক্ষে মিষ্টার বোস্ একখানি আরাম কেদারায় শুইয়া বৈকালিক বার্ত্তাবহ 'এম্পায়ার' পাঠে নিযুক্ত, কন্যা অমিয়া উদ্বিগ্ন ও বিষাদমাখা মুখে পথপার্শ্বের জানালায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে রাস্তা পানে চেয়ে আছে ও মধ্যে মধ্যে নৈরাশজনিত দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে। মিষ্টার বোস্ কন্যাকে বুঝাইতেছেন যে "সরোজ শীঘ্রই নিরাপদে ফিরে আসবে,

রকম খারাপ হয়ে গেছে, তাই ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে। দেরী হচ্ছে বলেই অমিয়ার এ মনে করা উচিত হয় না যে সরোজের কোন রকম বিপদ হয়েছে। আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা আস্‌তে দেরী হওয়ায় কেন অমিয়া নিজে উদ্বিগ্ন হয়ে আর সবাইকে অসুখী কর্‌ছে।"

অমিয়া অশ্রু বিগলিত নয়নে বল্লে, "বাবা, এক আধ ঘণ্টা কেন, মিষ্টার ঘোষ যে সাড়ে চারিটায় ফিরবেন বলে গিয়াছেন আর, এখন সাড়ে ছয়টা বেজে গিয়েছে; ভাববার কথা নয় কি? এ কথা শেষ হ'তে না হ'তে একখানি দ্রুতগামী ভাড়া গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়ালো, আর অমিয়া বড় আশা করে কে নাম্‌ছে দেখ্‌তে গিয়ে, এক অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতীকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। যুবতী অমিয়াকে দেখেই বল্লে, "আমার অসভ্যতা ক্ষমা করুন, আপনায় দেখে ও সরোজ বাবুর বর্ণনা শুনে আমার অনুমান হচ্ছে যে আপনিই মিস অমিয়া বোস; অমিয়া ঘাড় নেড়ে অনুমান সত্য জানাইলে যুবতী বলিয়া উঠিল যে তার আর মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট করা চলে না, কারণ থিয়েটারের সময় হইয়াছে। অমিয়া তাহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলে যুবতী বলিলেন ধন্যবাদ, আমি বসিতে পারিব না আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলিয়া আমায় এখনি বিদায় লইতে হইবে। আশা করি, আপনি ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনেত্রী দিলজান বিবির নাম শুনিয়াছেন, আমিই সেই দিলজান। আপনি হৃদয়কে দৃঢ় করুন, আপনার ভাবী পতি সরোজ বাবু তাঁর মোটরের তেজ সাম্‌লাইতে না পারায় টালার পোলের ধারে একটি ল্যাম্প পোষ্টে ধাক্কা লাগিয়া আমরা উভয়ে গাড়ী হইতে পড়িয়া যাই; সরোজ বাবু সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কোনরূপ সাংঘাতিক নয়। অমিয়া তখন সংজ্ঞাহীনা, মিষ্টার বোস জিজ্ঞাসা করিলেন আপনিও কি সেই মোটরে ছিলেন? রমণী যেন গর্ব্বিত ভাবে উত্তর করিল যে আমি না থাকিলে, কেমন করিয়া সরোজ বাবুর সহিত একত্রে পড়িয়া যাইব? সরোজ বাবুর সহিত পথিমধ্যে আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তার মোটরে আমায় উঠাইয়া লইয়া ছিলেন। মিষ্টার বোস তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরোজ এখন কোথায়?" উত্তরে দিলজান বলিল যে "তাঁহাকে বেলগাছিয়া হাসপাতালে রাখিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী লইয়া সে দ্রুত তাঁহাদের সংবাদ দিয়া থিয়েটারে যাইতেছে, আর সে মুহূর্ত্ত মাত্র থাকিতে পারে না"—বলিয়া দিলজান কোন কথার প্রতীক্ষা না করিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানকে জোরে হাঁকাইতে বলিল গাড়ী ঝড়ের মত চলিয়া গেল, আর অমিয়া এক অজানা বেদনায়, মর্ম্ম পীড়ায় অস্ফুটধ্বনি করিয়া নিকটস্থ চেয়ারে

এইখানে আমাদের নায়ক নায়িকার একটু পরিচয় আবশ্যক। অমিয়া সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার বোসের একমাত্র কন্যা, সে বিদুষী ও রূপবতী। মিষ্টার সরোজকৃষ্ণ ঘোষ চারি পাঁচ বৎসর ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে জুনিয়ারদের মধ্যে খুব নাম করিয়াছেন, উপরন্তু তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির বাৎসরিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। উভয় পরিবারই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী; সরোজ ও অমিয়ার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। পনর দিন পরেই সে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। সরোজের পিতা নাই, অমিয়ার মা নাই।

রমণীর নিকট সংবাদ শোনার পরই মিষ্টার বোস হাঁসপাতালে গিয়া সরোজকে তার নিজ বাড়ীতে রাখিয়া, সেখানে তার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সরোজ জিজ্ঞাসা করিল "কার কাছে কি ভাবে মিষ্টার বোস এই দুর্ঘটনার কথা শুনিলেন।" মিষ্টার বোস আনুপূর্ব্বিক সব কথা বলিলে সরোজ যেন কেমন হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আত্ম-সমর্থন করিবার জন্য বলিয়া উঠিল যে, "দিলজান যে ঐ রাস্তা দিয়া যাচ্ছিল তা আমি ঘুণাক্ষরে জানিতাম না; সামনে অনেকগুলো গরুর গাড়ী থাকায় আমায় একবার টালার পোলের কাছে কিছুক্ষণের জন্য মোটর থামাইতে হয়, তখন দেখি যে দিলজান কোথা হইতে আসিয়া, আমি কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করতঃ আমার পার্শ্বের গদীতে বসিয়া পড়িল। হায়! যদি আমার ড্রাইভারটা সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে খালি গদী থাকিত না ও দিলজানও এমন ভাবে জুটিতে পারিত না।" মিষ্টার বোস সরোজের কৈফিয়ত শুনিয়াই বলিলেন; "বাবাজী! আমার পক্ষে এই যথেষ্ট, কিন্তু অমিয়া ইহাতে সন্তুষ্ট হবে কি না সন্দেহ। তুমি তাকে বলে এসেছিলে যে আজ একাই তুমি তোমার মোটর গাড়ীর গতি পরীক্ষা করিবে, কাহাকেও সঙ্গে লইবে না, তার পর যদি সে শুন্‌তে পায় যে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক-সহ তোমার মোটরের কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা হ'লে তার মনের ভাব কি রকম হয়, তাহা তুমিই বোঝ না কেন! আর জানত মেয়েরা কখনও যুক্তিতর্ক শোনে না, বিশেষতঃ এই সব ব্যাপারে তারা হঠাৎ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আমার বিশ্বাস, তাকে এ বিষয় বোঝাতে তোমায় ভয়ানক বেগ পেতে হ'বে।

উপরোক্ত ঘটনার পাঁচ দিন পরে সরোজ কম্পিত ও শঙ্কিত হৃদয়ে বোস সাহেবের বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন, অমিয়া তাহাকে দেখিয়াই একটা ঘরে ছুটিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু সরোজ সামনে দাঁড়াইয়া বাধা দিল। অমিয়া তখন বলিল, "মিষ্টার ঘোষ, আশা করি আপনার মোটর দুর্ঘটনার আঘাত হইতে আপনি সম্পূর্ণ

আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সরোজ ধন্যবাদ জানাইয়া, সে বিশেষ আহত হয় নাই ও এখন সম্পূর্ণ সারিয়াছে বলিলে, অমিয়া বিদ্রূপ সহকারে বলিল যে, বড়ই সুখের বিষয় দিলজান বিবি এ দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন।

সরোজ দেখিল আকাশ ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, সে বেশী কথা না বলিয়া বলিল, "অমিয়া! আমি দেখিতেছি যে তুমি এর জন্য বড় মর্ম্মাহত হয়েছ।" অমিয়া বলিল, "তবে কি তুমি ভেবেছ যে এ কথা জেনে আমি আহ্লাদ-সাগরে ভাসিব।" সরোজ বলিল যে "আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে দিলজানটা এমন করে—"

এমন পরিচিত ভাবে দিলজানের নামোচ্চারণ করিতে দেখিয়া অমিয়ার সন্দেহ দৃঢ়তর হইল ও তার মুখ কালিমালিপ্ত হইয়া গেল। সরোজ তাহা বুঝিয়া বলিল যে দেখ অমিয়া আমার বিলাত যাবার পূর্ব্বে আমি খুব বাংলা থিয়েটার দেখতুম। ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজার আমার একজন বাল্যবন্ধু, তিনিই একদিন থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেত্রী দিলজান বিবির সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন, কারণ দিলজানের অভিনয় ও গান শুনিয়া আমি তাঁহার কাছে খুব প্রশংসা করি। এই সাত আট বৎসর কাল আর দিলজানকে আমি দেখি নাই, আর সে দিন যে কি ভাবে সে আমার মোটরের কাছে উপস্থিত হয়েছিল তাতো আমি তোমার বাবাকে বলেছি—অবশ্য তুমি শুনেছ। অমিয়া বলিল, "তুমি না বলেছিলে যে একলা তুমি তোমার মোটর গাড়ীর গতি আদি পরীক্ষা করিবে ও আমাদের বিবাহ হয়ে গেলে তবে ঐ মোটরে প্রথম দুজন লোক নিয়ে বেড়াতে যাবে।

সরোজ।—হাঁ তাতো বলেছিলুম, কিন্তু কি হয়েছিল তাওতো বলেছি, তুমি কেন তিলকে তাল করে কষ্ট পাচ্ছ ও দিচ্ছ, দিলজান বড় ভাল মেয়ে।

অমিয়া।—আমি কি তা অস্বীকার করচি, দিলজান সুন্দরী, যুবতী, গুণবতী। তা না হ'লে কি তাকে তুমি মোটরে করে বেড়াতে নিয়ে যাও।

সরোজ।—কতবার আর তোমায় বোঝাব? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে তুমি আমায় বিশ্বাস করছো না।

অমিয়া।—দেখ, আমি ঐ রকম শ্রেণীর একজন রমণীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আদৌ ইচ্ছুক নই।

সরোজ।—কি বল্‌ছো অমিয়া, আমার কাছে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইহজগতে কেউ হ'তে পারে না, ও সব কথা ভুলে যাও, কাছে এস।

বামহস্তের অঙ্গুলী হইতে একটী হীরকাঙ্গুরী যা সরোজ তার প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ দিয়াছিল, ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিল ও সরোজের হাতে দিয়া অশ্রু-বিগলিত নেত্রে বলিল, "সরোজ ! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে দিলজানের সঙ্গে তোমার খুব ঘনিষ্ঠতা না থাক্‌লে তাকে ও রকম করে মোটরে নিয়ে বেড়াতে যেতে না ; আর যখন আমি মনের শান্তি হারিয়েছি তখন বৃথা শান্তির ভাণ করতেও পারি না, আমি বুঝতে পারছি যে আমার জীবন শূন্যময় হ'ল ও হবে ; কষ্টে ও হতাশায় বুকখান আমার শতধা হয়ে যাবে, কিন্তু—কিন্তু কি করবো তার কোন উপায় নাই !" এই বলিয়া সরোজের কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই অঙ্গুরিটা সরোজের হাতে ফেলিয়া দিয়া অমিয়া দ্রুত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল ও কক্ষের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল ।

মিষ্টার বোস পরে সব ঘটনা শুনে অমিয়াকে এরূপ অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন, "সরোজের এ বিষয় কতদূর দোষ আছে তা ভাল করে না শুনে ও সে সব বিষয় বিচার না করে এমন ভাবে তার সহিত ভাবী সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা অমিয়ার অত্যন্ত ছেলেমানুষীর কাজ হয়েছে । অমিয়া তখন বুঝিতে পারিল, যে সন্দেহ পরবশ হইয়া সে কি করিয়াছে. ইচ্ছা হইতে লাগিল সরোজের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে ও তাকে ফিরাইয়া আনে, কিন্তু স্ত্রীসুলভ লজ্জা ও অভিমান তাহার কার্য্যে বাধা দিল ।

২

পাঁচ ছয় দিন পরে এক রবিবার দ্বিপ্রহরে—মিষ্টার বোস তাঁহার কক্ষে নিদ্রিত, আর অমিয়া একখান বই নিয়ে ড্রয়িং রুমে বসে পুস্তকে মনঃসংযোগ করে অন্য-মনস্ক হবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'চ্ছে না, এমন সময়ে কে যেন ঘরে ঢুকিল । অমিয়া চাহিয়া দেখে যে সে আর কেউ নয়, দিলজান বিবি । অমিয়ার একবার ইচ্ছা হইল তখনই ঘরের বাহির হইয়া যায়, কিন্তু দিলজানের প্রশান্ত, আনন্দস্ফুরিত ও সৌন্দর্য্য বিকশিত মুখের দিকে চাহিয়া অমিয়ার মনে হইল সে যেন কি এক অভিনব সুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে । দিলজান স্ত্রীলোক, সুতরাং অমিয়ার প্রথম মনের ভাব সে বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, "মিস বোস ! আপনি আমায় ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন ও আপনার ইচ্ছা হচ্ছে যে এখনি আমায় আপনার ঘর হ'তে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেন, কিন্তু আপনি তা পারছেন না, আর আমি যে কাজের জন্য এয়েছি তা যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ এ কক্ষ ত্যাগ

অ... করি আপনিও ভদ্রতার খাতিরে আমার কথাগুলি একটু মন দিয়া শুনিবেন।

অমিয়া।—বলুন আমি আপনার কি উপকার করিতে পারি।

দিলজান। আমার জন্য আপনার খুব একটা শক্ত কাজ করতে হ'বে অর্থাৎ আমার কথাগুলি অকাগ্রমনে শুন্‌তে হ'বে। কাল সরোজ বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল—

অমিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখুন! মিষ্টার ঘোষের কোন বিষয়ে আমার কোন স্বার্থ নাই, তিনি কেমন আছেন, কি করছেন এ সব শোনবার বা জানবার আমার কোন প্রয়োজনও নাই।

দিলজান।—অবশ্য সম্পূর্ণ প্রয়োজন আছে বই কি, নইলে তিনি আমায় তাঁর মোটরে চড়িয়ে একটু উপকার করেছিলেন বলে আপনার কি এত রাগ হয়? দেখুন মিস বোস! আপনি আমার চরিত্র অবগত নন, কিন্তু আপনার ঐ সরলতা মাখান মুখ দেখে আপনার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি।

অমিয়া।—আপনি খুব গাম্ভীর্য্যবতী দেখতে পাচ্ছি, আর আপনাকে বুঝে ওঠা যে শক্ত তা আর বল্‌তে হবে না।

দিলজান।—আমায় বোঝা আদৌ শক্ত নয়, সাধারণ চক্ষে ক, খ, গ, যেমন সরল ও সহজবোধ্য আমিও তেম্নি, তবে আপনার দৃষ্টি এখন বিদ্বেষ ও ক্রোধবশতঃ অন্ধ, তাই আমি আপনার নিকট এত দুর্ব্বোধ্য। দেখুন, সরোজবাবু বড়ই মর্ম্ম-পীড়িত হইয়াছেন, তাঁর আধুনিক অবস্থা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইয়াছে—আর তাঁর কষ্ট হইবারই কথা, কারণ আমি যতদূর শুনিলাম তিনি আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসেন ও আপনাদের এই আশু পরিণয়ে একটা বেয়াড়া রকমের বাধা পড়ায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আপনাদের বিবাহ হইলে জগৎ একটী আদর্শ দম্পতী দেখিতে পাইবে, বিশেষতঃ আপনার ন্যায় স্ত্রী লাভ বহু পুণ্যের ফল; তবে একটা কথা না বলেও পারছি না, মিস্ বোস! আপনিও সাধারণ রমণীর ন্যায় বিনাকারণে প্রিয়জনকে সন্দেহ করে থাকেন।

অমিয়া।—মহাশয়া, দয়া করে আমার বিষয় কিছু না বলিলে আমি বড় বাধিতা হইব—অমিয়ার ভাব বড় উগ্র।

দিলজান।—আর এক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, এবার আমি নিজ জীবনের দুঃখ-কাহিনীই আপনাকে শোনাইব, তবে সরোজবাবু নিজ চরিত্র স্খালনের জন্য
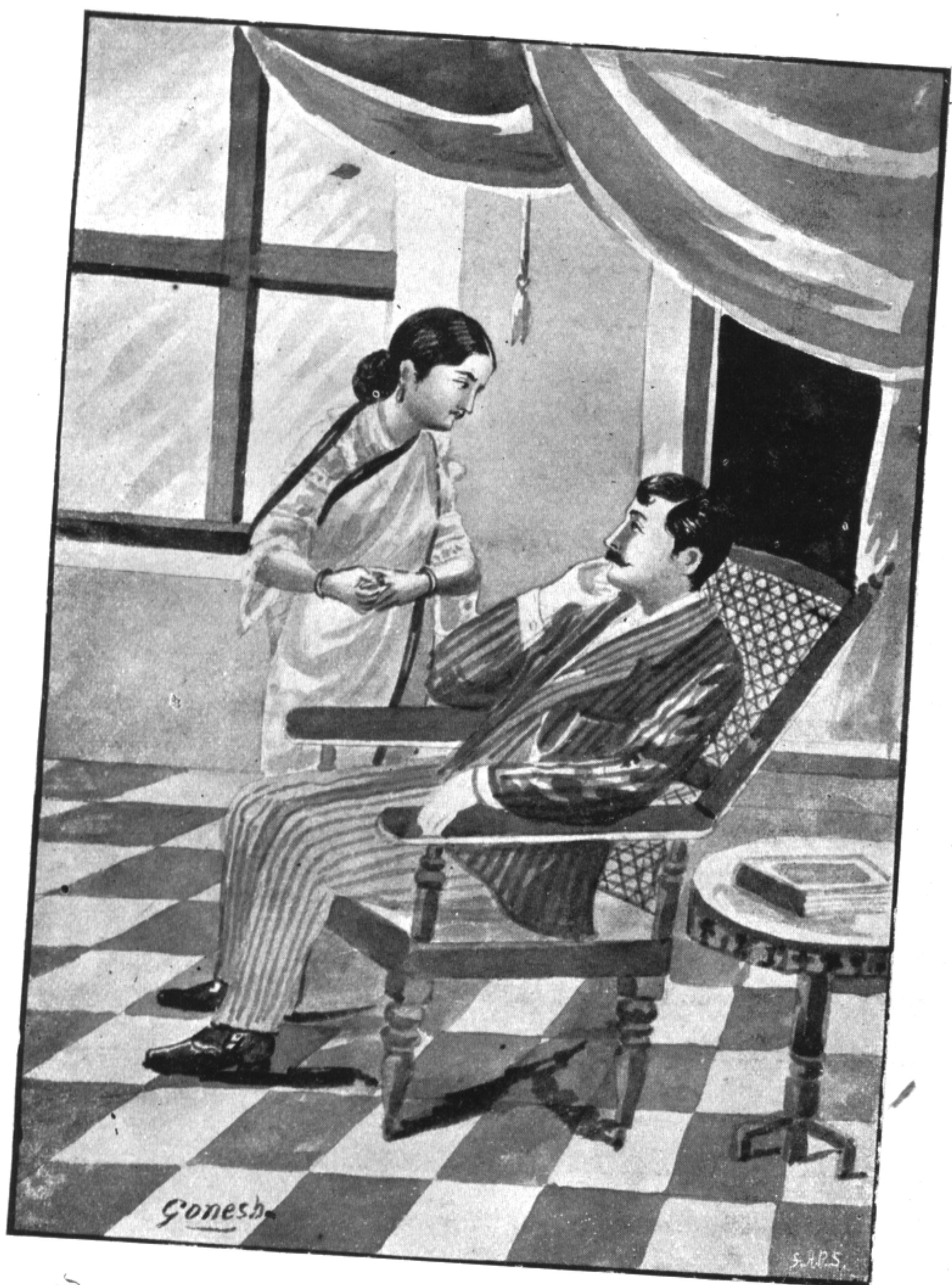
এই তোমার স্মৃতি চিহ্ন ফিরাইয়া লও। —"অভিনয় চাতুর্য্য"।

না বলিলে হয়ত এ অভাগিনীর জন্যই দুইটী নির্ম্মল কুসুম অকালে ঝরিয়া শুকাইয়া যাইবে। তবে মিস বোস্, আপনাকে আমার একটী অনুরোধ, আমি যে কাহিনী আপনাকে শোনাইব তাহা আপনি আর কাহাকেও জানাবেন না, এমন কি, সরোজ বাবুকেও না। আমার কাহিনী শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন যে ইহজীবনে সরোজ-বাবু কেন, কাহারও প্রতি আমার প্রণয়ের উদ্রেক হইতে পারে না।

দিলজান এমনই আবেগভরে উপরোক্ত কথাগুলি বলিল যে তাহার কাহিনী শুনিবার জন্য অমিয়ার আগ্রহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল, সে একদৃষ্টে দিলজানের মুখপানে চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল।

দিলজান বলিল, "যখন আমার বয়স ১৭ বৎসর তখন আমি ঢাকায় ছিলাম, বাল্যকাল হইতেই নৃত্যগীত-বিদ্যায় আমার মামা আমায় শিক্ষা দেন, কারণ অতি শৈশবেই আমি মাতৃপিতৃহীনা। আমার সপ্তদশ বর্ষকালে ইব্রাহিমের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, ইব্রাহিম ঢাকার সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান, রূপবান, সর্ব্বগুণান্বিত কিন্তু দরিদ্র। কিছুদিন সাক্ষাৎ ও আলাপের পর আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রণয়প্রার্থী হইয়া পড়ি ও আমার মাতুল আমাদের বিবাহ দেন। দুই বৎসর পরে আমাদের একটী শিশু সন্তান হয়, ছেলেটী দেখিতে ঠিক যেন ছোট ইব্রাহিম। আজ সেই শিশুই আমার শোকজর্জ্জরিত হৃদয়ের একমাত্র শান্তি। তাকে দেখলেই আমার পূর্ব্বশোক উথলিয়া ওঠে বটে, কিন্তু আবার তাকে বুকে করে—সব ভুলে যাই।" এই পর্য্যন্ত বলার পর দিলজান দেখিল অমিয়া কাঁদিতেছে, তাহার চক্ষু যে অশ্রুশূন্য তা নয়। তার পর দিলজান বলিতে লাগিল, দুই বৎসর আমাদের জীবন যে কি সুখের ছিল তা কেমন করিয়া আপনাকে বোঝাইব, তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনাদের দাম্পত্য জীবন তেম্নি সুখশান্তিময় হয়। হাঁ, একটী কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। ইব্রাহিম একজন সুলেখক ছিলেন, তিনি থিয়েটারের জন্য বই লিখিতেন ও আমায় দিয়া তাঁর বইএর গানের সুর দেওয়াইতেন, গান গাওয়াইতেন, মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীতে আমরা তাঁর পুস্তকের নায়ক নায়িকার অংশ অভিনয়ও করিতাম। কিছুদিন পরে আমাদের এই সুখের ঘরে অশান্তির আগুণ লাগিল। মোতিয়া বলে আমাদের পাড়ায় একটী ধনবতী বিধবা বাস করিতেন, আমার স্বামীর সহিত এক নিমন্ত্রণ বাড়ীতে তাঁর আলাপ হয়। আমি যদিও জান্‌তুম যে আমার স্বামী আমা বই অন্য রমণীকে ভালবাসেন না ও আমি তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তবু মোতিয়া আমাপেক্ষা সুন্দরী ও ধনবতী বলে যখনই আমি তাদের

সন্দেহভাব দূর করতে পারতুম না। একদিন এই ব্যাপার চরমে উঠিল ; আমি বৈকালে আমাদের বাড়ীর নিকটস্থ সাধারণ উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া দেখি যে আমার স্বামী ও মোতিয়া একটী বেঞ্চে বসিয়া গল্প করিতেছে ও হাসিতেছে, আমি হিংসায় একেবারে অন্ধ হইয়া গেলাম ও সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম, পরে বাড়ী আসিলে সেই কথা প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হইয়া গেল। সেই দিন রাত্রে স্বামীর এক টেলিগ্রাম্ম আসিল যে তাঁর মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় সঙ্কটাপন্ন পীড়িতা। তিনি তার পাইয়াই রাত্রে রওনা হইলেন, যাইবার সময় আমাকে আদর করিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কত বোঝাইলেন, সোহাগ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, কি যেন এক অজ্যনা বিপদের আশঙ্কা মনে হওয়ায় চম্‌কিয়া উঠিলাম। হায়! সেই আমাদের জীবনের শেষ দেখা, শেষ সম্ভাষণ, কারণ পরদিবস সকালে এক তার আসিল, তাহাতে চুয়াডাঙ্গার কাছে দুইটী রেলে সংঘর্ষণ হইয়া আমার স্বামী মহাশয় বিশেষ আহত হইয়াছেন সংবাদ পাইলাম, পাইয়াই ছুটিলাম। মিস্ বোস, আপনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, কি বুকভরা উদ্বিগ্ন লইয়া আমি রেলে উঠিলাম ও সমস্ত রাস্তা কি দুশ্চিন্তায় ও অনুশোচনায় আমার সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। চুয়াডাঙ্গায় নামিয়া কি দেখিলাম তাহা আর আমি বলিতে পারিব না—মিস বোস আমায় ক্ষমা করুন।

"আমার কপাল ত পুড়িল, একমাত্র পুত্র তখন আমার জীবনের আধার হইল, কিন্তু বৎসরেক পরেই তার যকৃতাদি পেটের দোষ হইল। ঢাকার ডাক্তারেরা সুচিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনিতে বলিল। আমার যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল বিক্রয় করিয়া আমি ছেলেকে লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। ৫।৬ মাস মধ্যে পুঁজি ফুরাইল ও ছেলের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল ; তাহার চিকিৎসার ও খাবার খরচ জোগাইতে না পারিয়া শেষে নিজ নৃত্য-গীত-কুশলতার কথা ভাবিয়া থিয়েটারের চাকরী লইলাম ও পরে ডাক্তারদের উপদেশ মত ছেলেটীর স্বাস্থ্যকর ও নির্ম্মল বায়ু সেবন জন্য দমদমায় একখানি বাগান বাড়ী ভাড়া লইলাম, এখনও আমরা সেইখানে থাকি। থিয়েটারে স্ত্রীলোক চাকরী করিলে যে চরিত্র-হীনা হয়, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া সকলেই আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখে, আপনিও দেখিতেছেন ; কিন্তু কি করিব উপায় নাই, আমি যে কেন এ কাজ করি তা আমার স্বামী দেবতা জানিতেছেন,

চিহ্নটি রক্ষা করিতে পারি, জীবনে কতকটা শান্ত পাইব। থিয়েটারে আমার অভিনয় ও সঙ্গীতকলায় সন্তুষ্ট হইয়া ম্যানেজার বাবু আমার বেতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, এখন আমি যা পাই তাহাতে আমার অর্থিক অবস্থার কোনও কষ্ট নাই। আমি রাত্রে থিয়েটারে আসিলে দুইজন ধাত্রী ক্রমান্বয়ে আমার ছেলের কাছে উপস্থিত থাকিয়া তার সেবা যত্ন করে। যেদিন সরোজবাবুর মোটর দুর্ঘটনা হয়, সেদিন আমি থিয়েটারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসি, কিন্তু আসার আধ ঘণ্টা পরেই ধাত্রী টেলিফোনে আমায় ডাকিয়া বলিল খোকার হাপানিটা বড় বেড়েছে ও সে কেমন করিতেছে। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, তখনি একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী ক'রে দম্‌দমার দিকে ছুটিলাম। টালার পোলের কাছে যাইয়া দেখি যে সাম্‌নে গরুর গাড়ী থাকায় সরোজবাবু মোটর থামাইয়া আছেন, মোটরে গেলে শীঘ্র বাড়ী পৌছিব ভাবিয়া তাড়াতাড়ী গাড়ী হইতে নামিয়া মোটরে উঠলুম, সরোজবাবু প্রথম আমায় দেখতে পান নাই, তাঁর পার্শ্বে বসিলে তিনি আমায় দেখিয়া চম্‌কিয়া উঠিলেন। থিয়েটারে আমার নৃত্যগীত ও অভিনয়ের অশেষ প্রশংসা করায় একদিন ম্যানেজার বাবু তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। আমি সরোজবাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম আপনি কোন দিকে যাবেন, তিনি বল্লেন যে দমদম ষ্টেসনের দিকে, আমি দেখলেম ভগবান সুপ্রসন্ন, তাই তাঁকে অনুরোধ কর্‌লুম যে যদি দয়া করে আমায় সেইখানে নামিয়ে দেন তো বড় কৃতজ্ঞ হ'ব, কারণ আমার ভয়ানক দরকার আছে। তারপর একটু যাইয়াই আমাদের কি দুর্ঘটনা ঘটে তাহাতো আপনি জানেন।

অমিয়া—আপনি কি তবে আপনার সন্তানকে দেখতে যেতে পারেন নাই, দুর্ঘটনার পরই আমাদের খবর দিতে এসেছিলেন ?

দিলজান—আজ্ঞে না, হাসপাতালে সরোজবাবুকে পৌছে দিয়ে অতি উচ্চ ভাড়ায় একখানি দ্রুতগামী গাড়ী নিয়ে প্রথমে দমদম যাই ও ছেলেকে একটু সুস্থ দেখে তবে আপনাদের বাড়ী আসি।

অমিয়া—আশাকরি আপনার ছেলে নিরাপদ হয়েছে।

দিলজান—না ভগিনী, সে আশা আর ইহ জীবনে নাই, তার হৃদরোগ হয়েছে যে কোন মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বনাশ হতে পারে। যাহা হ'ক এখন সব অবস্থা শুনে আশাকরি আপনি সেদিন সরোজবাবুর মোটরে ওঠার জন্য আমায় কি সরোজবাবুকে আর অযথা দোষী ভাবিবেন না।

দিলজান—সরোজবাবু কেমন করে জান্‌বেন ? তাঁকে ত কোন কথা বলি নাই, আর আশাকরি আপনিও আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে আজকার আমার এই আসার কথা, কি কোন কথা বল্‌বেন না। আমি যে আপনার কাছে এসে আজ এত কথা বল্লুম তার কারণ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি যে, বুকভরা ভালবাসার প্রতিদানে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য পেলে সে হৃদয় ক্রমশঃ কেমন করে ভেঙ্গে যায়। আর কি বল্‌বো ভগিনী, আমি যাই, আমার থিয়েটারের সময় হয়েছে।

অমিয়া—কি বলে আপনায় আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাবো।

দিলজান—কি আর করেছি ভাই, কর্ত্তব্য কর্‌লুম, আশাকরি মিষ্টার ঘোষকে এখনই আসবার জন্য অনুরোধ করে পত্র লিখবে ও এলে তোমাদের গোলমাল মিটিয়ে নিয়ে তোমরা দুজনে যেন সুখী হ'য়ো।

অমিয়া—এখনই লিখবো ও আমরা দুজনে এ মিলনের জন্য আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো।

"কিন্তু সাবধান ভাই, মিষ্টার ঘোষকে কোনও কথা বলোনা।"

অমিয়া—না, অপনি সে-বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন।

দিলজান যেমন গম্ভীরভাবে গৃহ প্রবেশ করিয়াছিল সেইভাবেই গৃহ ত্যাগ করিল ; কিন্তু বাড়ী হইতে কিয়দ্দূর যাইয়াই অনুচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল, "অভিনয়টা আজ মন্দ কর্‌লুম না, তবে বড় দুঃখের বিষয় এই যে শ্রোতা একটী বই দুটী ছিল না"।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

পণ-পরিণাম।

১

দেবতার পায়ে বিস্তর মাথা কুটিয়া, বহু মানত রাখিয়া পঁচিশ বৎসর বয়সে কমলার এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। নরেন্দ্রকুমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীবিয়োগের পর পিতামাতার একান্ত আগ্রহাতিশয্যে দ্বাদশবর্ষীয়া কমলাকে বিবাহ করিলেন। তখন হইতে নরেন্দ্রের পিতা মাতা প্রতি বৎসরে একটি পৌত্র সন্তানের জন্য দেবতার পায়ে বহু মানত রাখিয়া যখন একটি সুরূপা ও সুলক্ষণা কন্যা জন্মিল তখন তাঁহারা তাহার নাম রাখিলেন "কল্যাণী" কমলা শ্বশুরগৃহে খুব আদর যত্নে থাকিত, এক্ষণে তাহার আদর অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে একে একে কল্যাণীর পর কমলার তিনটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল; বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী সোনার সংসারে, ভরা হাটে, ভরা প্রাণে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

নরেন্দ্র বাবুর পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। নরেন্দ্র তাঁহার এক মাত্র পুত্র, উচ্চশিক্ষিত। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে লোকে মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে সেই সকল গুণই নরেন্দ্রে বর্ত্তমান ছিল। নরেন্দ্র হালিসহরে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে ৪০৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী করিতেন। পিতৃপরিত্যক্ত সামান্য তেজারতি ছিল, সুতরাং নরেন্দ্রের সংসারে অভাব অপ্রতুল ছিল না। তাহার আরও একটি প্রধান কারণ, কমলা লক্ষ্মীরূপিণী, কমলা সংসারে দেবী।

ক্রমে যখন কল্যাণীর বিবাহের বয়স হইল, স্বামী স্ত্রীতে বিষমচিন্তান্বিত হইলেন, রূপের ডালি এমন সুন্দর কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ না করিতে পারিলে জীবন বিফল—জন্মই বৃথা, কিন্তু আজি বর-পণের এই দুর্দ্দিনে ভালো ঘর পাওয়া ত সহজ-সাধ্য নহে। এত টাকার সঙ্কুলান কোথা হইতে হইবে? তাই বলিয়া কি বানরের গলায় মুক্তার হার দিতে হইবে। ছিঃ ছিঃ! যখন নরেন্দ্রকুমার গৃহে থাকিতেন রূপ-লবণ্যময়ী কল্যাণী গৃহকার্য্য করিত, নরেন্দ্র মুগ্ধনেত্রে তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার মুখের হাসি দেখিতেন, পুলকে আত্মহারা হইতেন, কিন্তু যখন সৎপাত্র মিলিল না, নরেন্দ্রকুমার কল্যাণীর প্রতি চাহিলেই তাঁহার বক্ষস্থল কম্পিত হইত। অনেক চেষ্টার পর চুঁচুড়ায় এক অবসর প্রাপ্ত সবজজ বিজয়বাবুর তৃতীয় পুত্র অমলকুমারকে দেখিয়া বড়ই পছন্দ হইল। নরেন্দ্রকুমার গৃহে ফিরিয়া কমলার নিকট অমলের রূপ গুণের

উভয়ে অমলের ও কল্যাণীর বিবাহে আকাশকুসুম কল্পনা করিতেছিলেন কিন্তু যথন সবজজ বিজয়বাবুর প্রমুখাত দরের মাত্রা শ্রবণ করিলেন, তখন উভয়ের হরিষে বিষাদ হইল।

সবজজ-গৃহিণী পুত্রগণের বিবাহে যেরূপ লাভের আশা করিয়াছিলেন কার্য্যে ততদূর ফলে নাই। প্রথম দুই পুত্রের বিবাহে তিনি মাত্র ন্যূনাধিক আট হাজার টাকা পাইয়াছিলেন, সে কারণ বধূদ্বয়ও তাঁহার মনোনীত হয় নাই। আপাততঃ তৃতীয় পুত্র অমল কুমারের বিবাহে পাঁচহাজার টাকার ফর্দ্দ দিয়া সবজজ বাবুকে পাত্রী দেখিতে পাঠাইলেন। পাত্রী পছন্দ হইল। অমলও নিজে কল্যাণীকে দেখিলেন; জননীকে জানাইলেন তিনি বিনাপণে ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু ভবি ভুলিল না, সুন্দর বধূর ইচ্ছা থাকিলেও টাকার মমতা পরিত্যাগ করা শক্ত। অনেক তর্ক বিতর্কের পর দুই হাজার টাকার ব্যবস্থা হইল।

নরেন্দ্র বাবু কমলার গহনা ও বাগান বাগিচা বাঁধা রাখিয়া দেড় হাজার টাকার সংস্থান করিলেন। কিন্তু আর পাঁচশতের যোগাড় হইল না। নরেন্দ্র বাবু চিন্তায় জর্জ্জরিত হইলেন। তারপর যখন বিবাহ সভায় বিজয় বাবু পাঁচশত টাকা কম দেখিয়া পাত্র উঠাইয়া লইতে চাহিলেন, নরেন্দ্র বাবু কোন প্রতিবেশীর নিকট বসত বাটী বন্ধক দিয়া পাঁচশত টাকা লইয়া বিজয় বাবুর পদতলে ফেলিয়া দিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। একমাত্র প্রাণের দুহিতা কল্যাণীর বিবাহ—এমন আনন্দের দিনে তাঁহার অন্তঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস উত্থিত হইল—"হা কল্যাণী, মা আমার!"।

২

বিবাহের পর সুদীর্ঘ একটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আদরিণী কল্যাণী পিতৃগৃহে যাইতে পায় নাই। পিতার স্নেহ, জননীর ভালবাসা, কনিষ্ঠ ভাইগুলির আদর সে পায় নাই। সে এই ধনীর সংসারে স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে। বন-বিহগী উন্মুক্ত আকাশতলে ছুটাছুটি করিতে চায়, বনফুল বনে থাকিয়াই সুবাস বিলাইতে ভালবাসে—তার স্বভাবই এই। তুমি তাকে অতি যত্নে বিলাস মন্দিরে ধরিয়া রাখিলেও সে কি তেমন থাকে! কল্যাণীর শ্বশুর শাশুড়ী তাহার পিতামাতার সহিত কোন। সম্পর্ক রাখিতে অনিচ্ছুক। বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিতেও ঘৃণা বোধ করেন, কাজেই কল্যাণীর পিতৃগৃহে যাওয়া বন্ধ। কল্যাণীর মুখের সেই বিমল-হাস্যজ্যোতি

আভরণের উপর একখানি কাল মেঘ ছাইয়া পড়িল। এ কল্যাণীকে দেখিলে সেই ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা কল্যাণী বলিয়া চেনা যায় না।

অন্তঃপুরে থাকিয়া কল্যাণী শ্বশুর কর্ত্তৃক পিতার অবমাননার কথা শুনিল, নিভৃতে অশ্রু বর্ষণ করিল। সরলা বালিকা যখন ভাবিত যে তাহার জন্যই তাহার পিতা অপমানিত ও লাঞ্ছিত, তখন সে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিত, তাহার মর্ম্মব্যথা সে বক্ষে চাপিয়া রাখিতে পারিত না—তাই কাঁদিত।

এই সময়ে একদিন সে অমলের কাছে ধরা পড়িল। অমল একদিন কক্ষমধ্যে কল্যাণীকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কল্যাণী! তুমি কি আমায় ভালবাস না। এত আদর যত্ন, এত সুখ সৌভাগ্যে তোমার কি মন উঠে না।" বালিকা তাহার বিষাদ মলিন মুখের ভাসা ভাসা চোখ দুইটী তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া পরক্ষণে নত করিল। অমল আবার বলিল—"তুমি কি আমায় ভালবাস না" কল্যাণী মৃদু কম্পিত স্বরে বলিল,—"বলিতে পারি না," অমল উত্তেজিত স্বরে বলিল—"বলিতে পার না! আশ্চর্য্য! কল্যাণী, এ সামান্য কথার উত্তর তো সকলেই দিতে পারে, তুমি ভালবাস কি না সে কথার উত্তর তুমি দিতে পার না? এত বালিকা কি তুমি কল্যাণী" কল্যাণী ভয় চকিত নেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর পানে চাহিল। অমল বলিলেন "বল কল্যাণী আমায় তোমার ভাল লাগে কি না।" কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল। অমল একটু দুঃখিত ভাবে বলিল "কল্যাণী এক বৎসর পুর্ব্বে তোমার মুখখানিতে হাসি জড়াইয়া থাকিত, তখন তুমি আমার সঙ্গে কত কথা কহিতে, আর আজ তোমার একটী কথা শুনিবার জন্য আমি এত ব্যাকুল কিন্তু তুমি একটী কথার উত্তর দিলে না। কল্যাণী তুমি কি ভাব?" কল্যাণী অশ্রু ভারানত নেত্রে বাষ্প-কণ্ঠে কহিল—"আমার মাকে ভাবি, ভায়েদের ভাবি।"

এক মুহূর্ত্তে বহুদিনের আচ্ছাদিত একখানি যবনিকা ধীরে ধীরে অমলের চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। আত্মসুখপ্রিয় যুবকের এত দিনে চৈতন্য হইল। দেখিলেন বিবাহের পরেই যে স্বামী স্ত্রী হৃদয়ে সর্ব্ব অধিকার জন্মে, তাহা নহে। বিবাহের মন্ত্র যে ভালবাসার মন্ত্র নয়। বার তের বৎসর যে গৃহে পালিত, সেই গৃহ, পিতামাতাকে কি এত শীঘ্র ভোলা যায়। হউক কল্যাণী দরিদ্রা কন্যা, তবু তাহার হৃদয় আছে। হউক বনহরিণীর পিতা মাতা দরিদ্র—তবু তাহারা কল্যাণীর পিতামাতা। অমল উঠিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়স্বরে বলিল "কল্যাণী, আমি স্বয়ং

বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"সত্যি?" অমল কল্যাণীর হাত ধরিয়া বলিল "তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস কর না।"

কল্যাণী—করি, কিন্তু আমার শ্বশুর শাশুড়ী মত দিবেন না।

অমল—কি যায় আসে, কল্যাণী। তাঁরা মত না দেন, তোমায় লইয়া জন্মের মত বিদায় হইব।

কল্যাণী ভয়-ত্রস্ত ভাবে বলিল—"মা বাপ ছেড়ে কোথায় যাবে।"

অমল—কেন তোমার স্বামী তো অক্ষম নয়।

কল্যাণী—তা জানি। কিন্তু আমার জন্য বাপ মা ছাড়বে কেন?

অমল– কল্যাণী ঐ কেন'র উত্তর নাই কি? বাপ মা কি আমায় বিক্রয় করেন নাই?

কল্যাণী আর কথা কহিল না। ক্ষুদ্র হস্তে স্বামীকে বেষ্টন করিয়া স্বামীর উন্নত বক্ষে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

৩

পাঠক পাঠিকা একবার চলুন, বঙ্গ সংসারে পুত্র কন্যার বিবাহান্তে বৈবাহিকের প্রতি বৈবাহিকের আচরণ দেখুন। আলোক-শোভিত বৈঠকখানায় সবজজ বিজয়বাবুর পদনিম্নে নরেন্দ্রবাবু সাশ্রুনয়নে নীরবে বসিয়া আছেন। বিজয়বাবুর উচ্চকণ্ঠ স্বর কক্ষ মধ্যে নিনাদিত হইতেছে "সে হবে না———হতে পারে না। ছোট লোকের গৃহে আমার পুত্রবধু যেতে পারে না।" বাহির হইতে অমল জিজ্ঞাসিল—"কেন হতে পারে না বাবা! তাঁরা দরিদ্র হতে পারেন, ছোট লোক নন। পিতৃগৃহে কন্যার গমনে কোন আপত্তি হতে পারে না।"

বিজয়বাবু—অমল কার সম্মুখে কথা কহিতেছ জান?

অমল—জানি, কিন্তু সত্য কথা চিরদিনই আমার কাছে সত্য। বাবা, যার কন্যা আপনার গৃহে পুত্রবধু সে কি তাহার গৃহে তাহার কন্যা নয়? তিনি দরিদ্র হলেও তাঁর হৃদয়ে স্নেহ, মায়া, মমতা কি ধনির অপেক্ষা কম হতে পারে? শুনুন বাবা, কাল আমি কল্যাণীকে লয়ে আমার শ্বশুর আলয়ে যেতে চাই। অনুমতি দিন।

বিজয়বাবু—অসম্ভব! আমার অনুমতি পাইবে না।

অমল—বেশ, তবে আজ হতে আমি আপনাদের আশ্রয় হতে বিদায় হইলাম।

পিতা আমি কর্ত্তব্যের দায়ে রূঢ় হইয়াছি। মার্জ্জনা করিবেন।” পরে শ্বশুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন “চলুন আপনার কন্যার কাছে।”

নরেন্দ্রবাবু যন্ত্র চালিতের ন্যায় অমলের অনুসরণ করিলেন, আর কক্ষ মধ্যে সপারিষদ বিজয়বাবু স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নরেন্দ্রবাবু অমল ও কল্যাণীকে সঙ্গে লইয়া যখন খিড়কীর দরজায় গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, গৃহিণীর কর্কশ কণ্ঠস্বর দিগন্ত ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল,—“স্পর্দ্ধা! যদি পৃথিবী সত্য হয় তো মিনষের এ স্পর্দ্ধা ঘুচবেই ঘুচবে। মাগের অসুখ, সোহাগ করে মেয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্চে। আশায় ছাই পড়ুক, হরিষে বিষাদ হোক।”

অমল মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া দাড়াইল।

* * * * * *

খোলার ঘরে, জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া কমলা ছটফট করিতেছিল। মলিন নয়নতারা ক্ষণে ক্ষণে শুধু কাহার প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিতেছিল। এক একটী ক্ষুদ্র শব্দে কমলা চমকিত হইতেছিলেন। ঐ বুঝি কল্যাণী, “কল্যাণী” “কল্যাণী” আয় মা, আয় মা জন্মের শোধ একবার বুকে আয়। কৈ কল্যাণী এলি না?

“মা, মা, মা আমার এই যে আমি?”

“কমলা কল্যাণী এসেছে। চাহিয়া দেখ।”

কমলার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া নরেন্দ্র বাবু আবার ডাকিলেন “কমলা!” কমলা নয়ন উন্মীলন করিল। পাণ্ডুর নয়নে ক্ষীণ সুখ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। কল্যাণী ডাকিল. “মা” কমলা কথা কহিবার চেষ্টা করিল—পারিল না।

সন্ধ্যার শান্ত শ্রী যখন ধরায় ধীরে ধীরে প্রকটিত হইল, কমলা স্বামীর পায়ে মস্তক রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অমলকুমার দাড়াইয়া এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কন্যার আশা পথ চাহিয়া জননীর অন্তরাত্মা দেহের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল, আজ বহুদিন পরে কন্যার দর্শন মাত্রে পিঞ্জর ছাড়িয়া মুক্তির পথে ছুটিয়া গেল। কয়েকবিন্দু উষ্ণ অশ্রু অমলের আঁখি তটে আসিয়া স্থির হইয়া দাড়াই।

শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরী।

বিধান।

উপক্রমণিকা।

স্থির নদী।

"সই!"

"লরেটা"!

"কি—সই?"

"তুই নাকি আমাদের ছেড়ে যাবি? তুই ইংলণ্ডে যাবি?"

"আমার দেহ যাবে; আমি সই তোর কাছে থাকবো।"

একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে দুইটী যুবতী উপরোক্ত কাথাবার্ত্তা কহিতেছিল। একের প্রবাসযাত্রা-বার্ত্তা শ্রবণে অপরা চিন্তান্বিতা; উভয়েই বিষাদ প্রবণা।

"সেখানে কোথায় থাকবি?"

"আমার পিতৃবন্ধু নেববকলের বাড়ীতে।"

"মাঝে মাঝে আমাদের খবর নিবি ত?"

"না!"

অপরা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"তুই তাই কর্ব্বি। ইংলণ্ডের বিলাস-শোভায় মুগ্ধা হ'য়ে তুই কি আর ভারতবর্ষ বা আমাদের মনে কর্ত্তে পার্ব্বি। সব ভুলে যাবি নিশ্চয়ই!"

উত্তরে প্রথমা তাহাকে বুকের ভিতরে টানিয়া কপোল চুম্বন করিয়া বলিল—আমার প্রকৃতি সে ধাতুতে নির্ম্মিত নয়। আমি কিছু ভুলি না। তোকে আমার হৃদয়ে বসাইয়া রাখিব।"

সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিল কে? কে?————

প্রথম খণ্ড।

আয়োজন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক রমণী।

এক সুরম্য ও অনতিবৃহৎ উদ্যানবাটীকার এক সুসজ্জিত কক্ষে স্যার হেনরী ও তাঁহার ভগ্নী লেডী পোপ নীরবে বসিয়া মুক্ত-গবাক্ষ-পথে সম্মুখস্থ রাস্তার দিকে চাহিয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবে কাটিলে পর লেডী পোপ ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যারী! আজ তোমায় এত চিন্তাকুলও উদ্বিগ্ন দেখা যাইতেছে কেন?" স্যার হেনরী বলিলেন—ভগ্নী! আমার কি কোন চিন্তার বিষয় নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে—— মধ্যপথে বাধা দিয়া লেডী পোপ বলিলেন—"হ্যারী! শুনিলাম আজ তোমার সেই ভারতীয় বালিকাটি এখানে আসবে। সত্য কি?"

"হাঁ ভগ্নী, তিনি আজ আসবেন।" "এখানে তাঁর প্রয়োজন?" "আমি তাঁর বিষয় সম্পত্তির ও সেই বালিকার অভিভাবক। আমার নিকট কি তাঁর প্রয়োজন হইতে পারে না?" "আমি সে কথা বলি নাই——" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অ্যানা একটী পরম রূপবান যুবকের হস্তধারণ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া লেডী পোপের দিকে চাহিয়া বলিলেন "মা, এই শান্ত, শিষ্ট ছেলেটি আমার বই কয়খানি ফেলিয়া দিয়াছে।" যুবক হাস্যমুখে বলিলেন—"না পিসিমা! অ্যানাই আমার পড়বার ঘরে ঢুকে আমার পড়া নষ্ট করে দিয়েছে, তুমি এর বিচার করো পিসিমা!" বালিকা ছুটিয়া স্যার হেনরীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"আচ্ছা মামা! তুমি আমার পক্ষ সমর্থন করো।"

স্যার হেনরী ও লেডী পোপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"যাও তোমাদের মোকর্দ্দমা খারিজ। ও প্রেমের কলহের বিচার আদালতে হয় না।" অ্যানা ঠকিবার মেয়ে নয়। সে বলিল—"মামা দেখ ছেলেটী পড়ে পড়ে কত রোগা হয়ে যাচ্ছে। তার অস্থি চর্ম্ম সার হচ্ছে।" স্যার হেনরী যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সত্য আর্থার! তুমি বড় বেশী পরিশ্রম কচ্ছ।" "আর দু'চার দিন মাত্র। অনার্স পরীক্ষা শীঘ্রই হইয়া যাইবে। আর আমায় খাটিতে হইবে

না।” “বেশ! তোমরা বসো—এইখানে।” আর্থার ও অ্যানা দুইখানি আসনে পাশাপাশি উপবিষ্ট হইলেন। সকলে সেই বাগানের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

যখন কথাবার্ত্তা কিছু নাই;—চট্ করিয়া পরিচয়টা দিয়া লই। স্যার হেনরী একজন প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার। তিনি বিপত্নীক, সম্প্রতি তাঁহার স্নেহময়ী পত্নী পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। লেডী পোপ তাঁহার বিধবা ভগ্নী, অ্যানা পোপের একমাত্র কন্যা। আর আর্থার এই সুখী পরিবারের প্রধান স্নেহের পাত্র। স্যার হেনরীর প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী। বরাবর সকল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছেন। স্যার হেনরীর পরিবারের ছোট বড় সকলেই এই শান্ত সুশীল যুবককে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তবে, আমরা জানি, সকলের মধ্যে অ্যানা যেন একটু বেশী ভালবাসে। হ'বে! একে উভয়ে যুবক যুবতী; তাহাতে বাল্যাবধি একত্র বাস। সেটা অসম্ভব কি?

ঘড় ঘড় শব্দে একখানি দ্বিচক্রযান আসিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। স্যার হেনরী তাড়াতাড়ী বাহিরে গেলেন। আর্থার তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। লেডী পোপের শরীর অসুস্থ, তিনি বেশী চলা ফেরা কর্‌তে পারেন না। আর অ্যানা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরেই স্যার হেনরী একটি যুবতী রমণীর হাত ধরিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগ্নীকে কহিলেন—“ভগ্নী! ইনিই সেই বালিকা,—লরেটা কর্ণেগি।” লেডী পোপ তাহাকে বসিতে বলিয়া অ্যানাকে কহিলেন—“অ্যানা! তুমি ইহার সহিত আলাপ করো।”

অ্যানা তখন দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া আর্থারের সহিত কলহ করিতেছিল। সে মাতার সম্বোধনে ভিতরে আসিয়া কর্ণেগির হাত ধরিয়া বসাইল। কর্ণেগি লেডী পোপের দিকে চাহিয়া বলিল,—“লেডী হ্যারী! আপনি কেমন আছেন?” স্যার হেনরী বলিয়া উঠিলেন—“কর্ণেগি! উনি আমার ভগ্নী লেডী পোপ। তুমি কি জান না যে, আমি আজ এক বৎসর আমার পত্নী হারাইয়াছি? একথাও আমি জেনারেল কর্ণেগিকে তাঁহার জীবিতাবস্থায় লিখিয়াছিলাম।” কর্ণেগি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। স্যার হেনরী আবার বলিলেন—“লরেটা! আমার ভগ্নী ও অ্যানা তোমায় স্নেহ যত্ন করিবেন।” পরে উভয়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—“লেডী হ্যারীর অপেক্ষা কোন অংশেই তাঁহারা তোমার আদর অভ্যর্থনার ত্রুটী করিবেন না।” লেডী

অ্যানাই তোমার সহচরী হইবে। যাও অ্যানা মিস্ কর্ণেগিকে লইয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাও।”

অ্যানা রিভার্স মিস্ লরেটা কর্ণেগির হাত ধরিয়া চলিল। দ্বার প্রান্তে আর্থার দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি অ্যানার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—“মিস্ কর্ণেগি! আমি নিজেই আপনার নিকট পরিচিত হই। আমি আর্থার আসলি।” কর্ণেগি একবার মাত্র মুখ তুলিয়া দেখিয়া অ্যানাকে টানিতে টানিতে চলিয়া গেল।

জানি না, ঈশ্বর কর্ণেগিকে কোন কঠিন উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—সে আর্থারের সেই সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ মুখখানির প্রতি ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল না। সেই হাস্যপূর্ণ বিস্তৃত চক্ষুর প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না। সেই অমিয়-মাখা কোমল স্বর লহরী দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহিল না। সে চলিয়া গেল। কিন্তু পুরাতন,—বহু পুরাতন হইলেও অ্যানা তাহা উপেক্ষা করিতে পারিল না।

তাহারা অপর একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—নানা ঢুলিতেছে। নানা কর্ণেগির পরিচারিকা। বুড়ী গাড়ীতে আসিয়া বড়ই শ্রান্তি বোধ করিয়াছিল। তা’র গোল মাথাটা একবার দেওয়ালে, পরে দ্বারের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছিল। এমন সময়ে কর্ণেগি উচ্চৈস্বরে ডাকিল—“নানা, কুড়ে বুড়ী। সন্ধ্যাবেলা ঢুলছো? আমার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইবে জানো না?” বুড়ি বোধ হয় তন্দ্রাবশে তাহার যৌবনের কোন সুখ চিত্র কল্পনা করিতেছিল। সে জড়িত স্বরে কহিল—“আঃ এ সময় কেন বিরক্ত করো?” কর্ণেগি তাহার কৃষ্ণকেশগুচ্ছ ধরিয়া টানিয়া কহিল—“নানা, আমি সারাদিন এক কাপড়ে রহিয়াছি’ তোমার সে হুঁস নাই।” নানার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে বলিল—“কিন্তু তুমি আমায় চাবি দাও নাই। আমি কি ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিব?” কর্ণেগি চাবী ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল—“অ্যানা, এমন অকর্ম্মণ্য জীব আর নাই। তবে সে দোষ ওর নয়। ভারতবর্ষের জল হাওয়ার দোষ—কুড়ে করে দেয়। সেখানে ওকে না চাবকে কোনো কায পাওয়া যায় না।” অ্যানা বিস্ময়-পূর্ণ স্বরে বলিল—“চাবকে?” “হা, তাই কি? এখানে—এই ইংলণ্ডে চাবুকের প্রচলন নাই জানিয়াই সে আজ নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা দিতেছিল।”

নানা কর্ণেগির বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বলিল—“কিন্তু নানা অকর্ম্মণ্য নয়। তুমি যত ভাবো, সে তত কুড়ে নয়। সে তোমায় ভালোবাসে। সে তোমায় খুসী কর্ত্তে প্রাণপণ যত্ন করে।”

কর্ণেগি হাসিল। পরে অ্যানাকে কহিল—“তুমি কি এখানেই বাস করো?”

… “… মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকি।” “আচ্ছা! ঐ কি আর

আসলি ? আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। তিনিত তেমন বৃদ্ধ নন। আর ঐ লেডী পোপ তোমার মা ?” “না ; তিনি আমার বিমাতা—। আমি কাপ্তেন রিভার্সের কন্যা, যখন দু বছর বয়স, আমার মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা পোপকে বিবাহ করেন ; পরে আমার পিতার মৃত্যুর পর লেডী পোপ (এক্ষণে) রাল্‌ফ পোপকে বিবাহ করেন। তিনিও মৃত।”

“আর ঐ যে যুবক——নাম আর্থার—সে ?” “আর্থার—স্যার হ্যারীর ভ্রাতুস্পুত্র ও উত্তরাধিকারী।” “হুঁ, সেই তবে পরে স্যার আসলি হইবে।” “হাঁ, নিশ্চয়ই।”

বাক্যস্রোত পরিবর্ত্তিত হইল। কর্ণেগি একটা লাল পোষাক পরিতে পরিতে বলিল—“অ্যানা তুমি খুব কালো পোষাক পোর্ত্তে ভালোবাসো—নয় ?” “হাঁ, আর মাও আমায় তাই পোর্ত্তে বলেন।” “আমি চাই না। কারণ আমায় কালো পোষাকে একটা দাঁড়কাকের মত দেখায়।”

দাঁড় কাক না হউক—সুন্দরী বালিকা দেখাইত বটে। স্যার হেনরী আসলিও দেখিলেন ! আর্থারও পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিলেন “সুন্দরী বালিকা এই কর্ণেগি !” অ্যানাও তাই বলিল—“না তা কখনই নয়। তুমি সুন্দরী—লরেটা।”

উভয়ে পাশাপাশি একখানি বৃহৎ মুকুর সম্মুখে দাঁড়াইল। উভয়েই মুগ্ধনেত্রে দেখিল ‘সুন্দরী’। লরেটা দেখিল অ্যানার সৌন্দর্য্যের উপর যেন একটা স্বচ্ছ সরল গতি ক্রীড়া করিতেছে। তাহার রূপের প্রভা যেন শারদীয় নীলাম্বরে চঞ্চল শুভ্র অভ্র ; দামিনী আলোক প্রদীপ্তা,—পল্লবিনী-লতিকা এই অ্যানা। আর অ্যানা দেখিল—লরেটার রূপের উজ্জ্বল প্রভার অন্তরালে যেন একটা গাঢ় বর্ণ নিহিত আছে। তাহার পরিপূর্ণ দেহলতায় যৌবনের অবাধ গতি, চঞ্চলবায় হিল্লোলে হিল্লোলিতা। সে রূপে যেন বড় বেশী উষ্ণতা ;—চাহিলে চক্ষু অবশ হইয়া যায়।

অ্যানা ও লরেটা উভয়েই সৌন্দর্য্যের সীমারেখায় দণ্ডায়মানা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যবহার।

নদীর স্রোতেরর মত দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। লরেটা কর্ণেগি, আসলি

অ্যানার সহিত তাহার সখ্যতা হইল বটে—কিন্তু বেশ মনের মিল হইল না। সমবয়স্ক বা সমবয়স্কা বালক বালিকা ও যুবক যুবতীদের মধ্যে কেমন একটা স্বভাবিক আকর্ষণ হয় বটে,—কিন্তু সকল সময়ে সেটা গাঢ় প্রেমে পরিণত হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। অ্যানা ও লরেটা প্রায় সমবয়স্কা ছিল। উভয়ের মধ্যে ভাব হইল, সদ্ভাব হইল না। একে অপরের কাছে হৃদয়ের দুয়ার খুলিতে পারিল না। তাহার কারণ—উভয়ের চরিত্র বিভিন্ন। সে সকল চরিত্র পর্য্যালোচনার ভার আমরা পাঠক পাঠিকার উপর দিতেছি। তাঁহারা বিচার করিবেন—কে ভালো,—কে মন্দ!

এক দিন সন্ধ্যাকালে লেডী পোপ তাঁহার কক্ষ মধ্যে একখানি সোফায় বসিয়া সূচীকার্য্য করিতেছিলেন। এমন সময়ে কর্ণেগি আসিয়া অন্য আসনে বসিয়া কহিল—"লেডী পোপ আপনি সমস্ত দিন রাত এই সব বাজে কাজ নিয়ে কাটান্। এ সব আপনার ভালো লাগে?"

"কর্ণেগি! আলস্যে কালক্ষেপ করা অপেক্ষা সকল কার্য্যই প্রীতিপ্রদ ও আমোদজনক, তুমি যদি একটু এ সকল কায করো, তোমারও বেশ আনন্দ হ'বে।"

"আনন্দ! এই সব ভয়াবহ কার্য্যে আনন্দ! লেডী পোপ! ও সব কাজ চাকরানী আর কুৎসিতা বুড়ীদেরই ভালো লাগে।"

"আমি বোধ হয় ঐ দুটীর একটীও নহি।"

কর্ণেগি একটু অপ্রভিত ভাবে বলিল—"আমি তা বলি নাই, আমি বলছি তাদের ঐ কায বেশ শোভা পায়।"

লেডী পোপ বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি একটু গাও,—বাজাও শুনি।"

কর্ণেগি—নাঃ সেও আমার ভালো লাগে না। তবে আমি গান শুন্‌তে ভাল বাসি। আমাদের সেখানে,—ভারতবর্ষে ছেলেরা দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে যেতো; আমি সব বুঝতে না পাল্লেও সেই গানের সুর বুঝতে পার্ত্তাম। আমি মুগ্ধ হ'য়ে শুনতাম।"

লেডী পোপ—"তা বেশ। তবে তুমি পড়গে। অ্যানা রোজ সন্ধ্যায় কত বই পড়ে।"

কর্ণেগি—"ঐ'টা আমি অদৌ পছন্দ করি না।"

লেডী পোপ—আশ্চর্য্য! কর্ণেগি। পৃথিবীতে কোন্ জিনিষটা তোমার ভালো-লাগে জানি না।

লেডী পোপ বিরক্তিপূর্ণস্বরে কহিলেন—বিছানায় শুয়ে! আমি এই খোঁড়া পা নিয়ে এই ভগ্ন শরীরে, এমন শান্ত সন্ধ্যাকাল তবু শয্যায় আলস্যে কাটাতে পারি না! আর তুমি এই বালিকা বয়সে ঐ সুস্থ দেহে বিছানায় শুয়ে কাটাতে চাও? কর্ণেগি! আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে ভারতবর্ষে তুমি এতদিন কি কোরে কাটিয়েছ?"

কর্ণেগি অম্লান বদনে বলিল—"কেন? বেশ হেসে খেলে, খুব সুখে কাটিয়েছি। আমি ভারতবর্ষকে বড় ভালোবাসি। সেখানে খেয়ে, ঘোড়ায় চড়ে, রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে আমার দিনগুলি বেশ কাটতো। সেই ছেলেদের গানের একটা কথা, আমার খুবই মনে আছে। তারা গাইত—"এমন দেশটী কোথায়, খুজে পাবে-না'কো তুমি"—ঠিক! বিশেষতঃ দৌড়াদৌড়ি করে—"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে লেডী পোপ বলিলেন—"দৌড়াদৌড়ী করে?"

কর্ণেগি—কেন দোষ কি? সেত সকলেই করে। সে দিন তুমি আর্থারের হাত ধরে বাগানে ছুটছিলে—"

ক্রোধে বিস্ময়ে লেডী পোপের কণ্ঠরোধ হইল। এতদূর বাচালতা অমার্জ্জনীয়।

এই সময়ে অ্যানা সেখানে আসিয়া জননীর হস্তধারণ করিয়া কহিল—"মা! ওকে ক্ষমা করো। কর্ণেগি ছেলে মানুষ।"

কর্ণেগি আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। অবজ্ঞাভাবে কহিল—"অ্যানা! ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। এখন যদি তুমি বেড়াতে যাওতো এসো, মনে আছে আর্থার আজ আমাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে পার্কে বেড়াতে যাবে বলেছে।"

অ্যানা জননীর অনুমতি চাহিল। লেডী পোপ বারণ করিলেন। কর্ণেগি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—"অ্যানা যাবে কি না?"

"মার অনুমতি ভিন্ন যাইতে পারি না।"

"কেন তুমি ক্রীতদাসী হও নাই,—তাই ভাবি।" বলিয়া কর্ণেগি সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পথে স্যার হেনরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সস্নেহবচনে কহিলেন —"লরেটা ছুটে কোথায় যাচ্ছো?" সে ক্ষণমাত্র না বিলম্ব করিয়া বলিল—বেড়াইতে। আপত্তি আছে?"
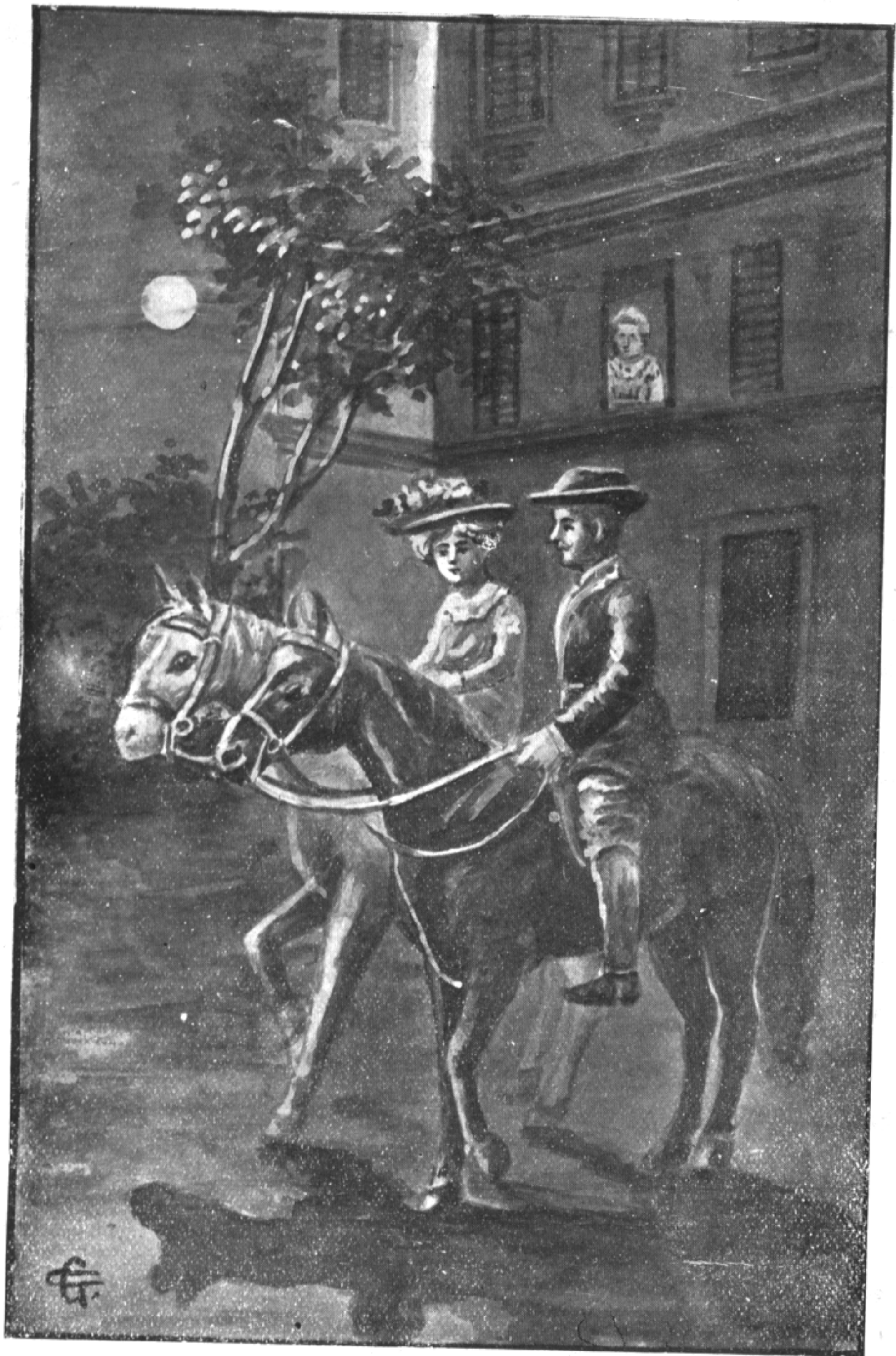
'উভয়ে পাশাপাশি চলিয়াছে।' —বিধান।

হেনরী মুগ্ধনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি বহির্ভূতা হইলে, সেই শুন্য, সেই বিরহ-ব্যথিত-হৃদয় হইতে একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস ছুটিয়া কর্ণেগির পশ্চাদানুসরণ করিল। বৃদ্ধ অস্ফুটস্বরে কহিলেন "বড় সুন্দরী এই বালিকা! বড় সুন্দর—যেমন রূপ তেমনি স্বভাব। একটু চঞ্চলা। তা হো'ক, রূপসী সৌদামিনীর স্থির সৌন্দর্য্য ভালো,—বেশী, না চঞ্চলা বিজলীর সৌন্দর্য্য বেশী ?"

*　　*　　*　　*　　*　　*

অর্থারের পাঠাগারে উপস্থিত হইয়া কর্ণেগি তাহাকে বলিল—"আর্থার! চলো বেড়াতে যাই।" অর্থার জিজ্ঞাসা করিলেন—"অ্যানা কই ?" "সে আসবে না। তার মার কাছে বসে আছে। চলো আমরা দুজনে যাই।" "চলো"।

উভয়ে দুইটী সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদ্যানবাটিকা পার হইয়া গেল। দূরে কক্ষ-গবাক্ষে থাকিয়া অ্যানা তাহা লক্ষ্য করিল। উভয়ে পাশাপাশি চলিয়াছে। কর্ণেগি হাসিতে হাসিতে আর্থারের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। আর্থার তাহার মুখপানে চাহিয়া সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে। অ্যানা আজ তাহার অন্তরে এক যাতনা অনুভব করিল। সরলা বালিকা ধীরে ধীরে আসিয়া একখানা কৌচে শুইয়া বাহিরে প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্যের দিকে চাহিয় ভাবিতে লাগিল। কি ভাবনা তাহার—সেই জানে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ণেগি—ভ্রমে।

একখানির পর একখানি কালো মেঘ অ্যানার হৃদয়ের উপর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সে মেঘে বর্ষণ নাই,—জ্বালা আছে। সে শয্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—"কর্ণেগি! এই বিদেশিনী, অপরিচিতা বালিকা কি এত শীঘ্র কাহারো প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে ? এত দিনের স্নেহ, ভালোবাসা কি তাহার জন্য অন্তর্হিত হইতে পারে ? এও কি সম্ভব ? আর্থার! সে ত এত লঘু চিত্ত, এত প্রবঞ্চক নয়। তবে কেন এমন হয় ? না—অসম্ভব কি ! এ পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নাই। কে বলিতে পারে আর্থারের হৃদয়ে কর্ণেগির প্রেম অঙ্কুরিত হয় নাই ? কে বলিতে পারে তাহারা উভয়ে উভয়কে ভালোবাসে নাই ? তাহাতে লাভ কাহার ? কর্ণেগির ? হ'তে পারে। কিন্তু আর্থার ! আর্থার !" সে আর ভাবিতে পারিল না।

এইবার কিন্তু আমি বড় গোলে পড়েছি। কেমন করিয়া আমি আমার পাঠক পাঠিকাকে বুঝাইব যে ভাবনা কি ? শুধু অ্যানার নয় ;—বুঝিতেছি ভাবনা সকলেরই ! স্যার হেনরীর ভাবনার কথা বলিয়াছি ; অ্যানার ভাবনাও বলিলাম। কর্ণেগির ও আর্থারের ভাবনা কি ?

কর্ণেগি বুঝিয়াছিল—বৃদ্ধ স্যার হেনরী তাহাকে বড় বেশী যত্ন করিতেছেন। ভারতবর্ষের অন্য গুণ থাক না থাক—অল্পবয়সে বালিকাগুলিকে পরিপক্ক করিয়া দেয়। কর্ণেগি সেই আদর যত্নের মধ্যে কেমন একটু উষ্ণতা অনুভব করিত। কিন্তু তাহার চিত্ত সে দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। সে তাহার অগাধ সৌন্দর্য্য—বিকশিত নব যৌবন লইয়া আর্থারকে ধরিতে ছুটিতেছিল। আর্থারও তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি কর্ণেগির রূপমোহে পড়িয়া অ্যানাকেও দূরে রাখিয়াছিলেন। কর্ণেগির সঙ্গে থাকিয়া অ্যানার সুখসঙ্গ ভুলিয়াছিলেন ; শৈশবের সহচরী, কৈশরের বন্ধু, যৌবনের মানসীপ্রতিমা, ভুবনমোহিনী অ্যানাকে ভুলিতেছিলেন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেহ তাহা না চাহিলেও কর্ণেগি চাইত। কেন চাইত সে জানে না। বোধ হয়, আর্থারের মোহন সৌন্দর্য্য—না হয় আর্থারের ভাবী ধনৈশর্য্যে তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল।

* * * * * *

কিন্তু হঠাৎ একদিন অন্যরূপ ঘটিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। উদ্যান সংলগ্ন এক নিভৃত কুঞ্জের ধারে বসিয়া অ্যানা সান্ধ্য-আকাশে তারার খেলা দেখিতেছিল। এমন সময়ে তাহার সুপরিচিত দুইটি সুকোমল হস্ত তাহাকে বেষ্টন করিল। সে বিরক্ত হইয়া বলিল—"ছেড়ে দাও আর্থার ? আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিবার তোমার অধিকার নাই।" "এ আজ নূতন কথা শুনিলাম ;—চিরদিনই—" "এখন নাই। তুমি স্বহস্তে সে অধিকার কি ছিন্ন করো নাই ? এখন, তুমি যাও।" আর্থার সরিয়া দাঁড়াইল—বলিল—"অ্যানা ! পূর্ব্বে ত তোমায় এমন কখনো দেখি নাই। এ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?" "কারণ কি আর্থার ! নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো—কারণ কি ?" আর্থার মিনতিপূর্ণস্বরে কহিলেন "অ্যানা ! কদিন ধরে, তোমার এ ভাবান্তর আমি লক্ষ্য করেছি। বড় যন্ত্রণা পেয়েছি ! অ্যানা ! বোধ হয়,—মিস কর্ণেগির সহিত আমার ঘনিষ্ঠতাই তোমার বিষাদের কারণ। যদি তাই হয়,—অ্যানা !

কিন্তু আমি কি একা দায়ী ?" অ্যানা বিদ্রূপাত্মক্ স্বরে কহিল—"তবে আমি দায়ী বোধ হয়—?" আর্থার হাসিয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই। তুমি আমায় এতটা স্বাধীনতা কেন দিয়াছিলে! তুমি আমায় ডাক্‌তে না; আমার কাছে আসতে না—কেন অ্যানা ? তবে তুমি যদি ভেবে থাকো যে আমি তাকে ভালোবেসেছি—বা ঐ রকম একটা কিছু—ভুল অ্যানা; তোমার মস্ত ভুল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি আমায় সর্ব্বস্ব যৌতুক দেয়—তবু আমি এই উগ্র উদ্ধতা বালিকা কর্ণেগিকে বিবাহ কর্ত্তে পারি না। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস কর্চ্ছ না ?" "তোমায় ত কখনো অবিশ্বাস করি নাই আর্থার! আজ শুধু—" বাধা দিয়া আর্থার বলিলেন—যাক সে কথা অ্যানা আমাদের চক্ষে এখন সব নিভে যাক্, শুধু আমরা আমাদের মধ্যে নিভৃতে অবস্থান করি!" দুইটি হৃদয় মিলিত হইল। উভয়ের শ্বাস উভয়ের মুখের উপর বহিল। উভয়ের চুম্বন বিনিময় হইল।

আর সেই কুঞ্জবনান্তরালে দুইটি বৃহৎ কৃষ্ণচক্ষু সকলের অলক্ষ্যে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার শরীরে উষ্ণ রক্তপ্রবাহ ছুটিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া রোষ পূর্ণ স্বরে কহিল—এ উত্তম! আর্থার! তুমি আমার প্রতি প্রেম অভিনয় করিয়াছ; আর আজ আবার এক নূতন প্রণয়িনী—! মন্দ নয়। আর্থার! এ উভয়ের মধ্যে কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা ?"

আর্থার ও অ্যানা সর্পদষ্টের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাদের সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। আর্থার নীরবে শুনিতে লাগিলেন "আর্থার, এ উভয়ের মধ্যে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা ?" আর্থার একটু স্থির হইয়া অ্যানাকে কহিলেন—"অ্যানা তুমি গৃহে যাও! আমি আসছি।" অ্যানা চলিয়া গেলে বলিলেন—"কর্ণেগি! কি বলছিলে—বলো ?" "আর্থার! তুমি অ্যানা-কে ভালোবাসো ?" আর্থার জড়িতস্বরে বলেলেন—"অ্যানা আর আমি জীবনাবধি বন্ধু!" "তা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি জানিতে চাহি—অ্যানা তোমার কে ?" আর্থার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। ভাবিলেন—"সত্য কথা বলিতে দোষ কি ?" বলিলেন" একদিন অ্যানা আমার ধর্ম্মপত্নী হইবে। কিন্তু লরেটা—"কর্ণেগি গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল—মিঃ আসলি! যদি তুমি আমার বাড়ীতে বা আমাদের দেশে আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে, আমি তোমায় জোরে কশাঘাত করিতাম,"। আর্থারের শরীরের সমস্ত পেশী মুহূর্ত্তে স্ফীত হইয়া উঠিল; সেই প্রশান্ত ও হাস্যময় বদন-মণ্ডল নিমিষে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু তিনি সংযত ভাবে উত্তর দিলেন—লরেটা,

আমাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে! তবে তুমি যদি ইহাপেক্ষা অধিক কোন বন্ধন কল্পনা করিয়া থাক—প্রার্থনা করি ভুলিয়া যাও।” কর্ণেগি রোষপূর্ণস্বরে বলিল—“উত্তম। তাহাই হইবে। আমি ভুলিব। কিন্তু মনে থাকে যেন এই সন্ধ্যার অপমানের কথা ভুলিব না। যদি পারি, আমি ইহার প্রতিশোধ লইব।—অক্ষরে অক্ষরে!—” সে চলিয়া গেল। আর্থার স্তম্ভিতভাবে আপন মনে কহিলেন—কি নীচ এই হৃদয়! এমন রমণীয় কমনীয় কান্তির ভিতর এত হলাহল! জগদীশ্বরের প্রধানা সৃষ্টি এই রমণী কি কুৎসিতা! তাঁহার অজ্ঞাতে একটী অবজ্ঞার শ্বাস রমণী-জাতির উদ্দেশ্যে বহিয়া গেল। “এত হীন, এত সংকীর্ণ হৃদয়! ছিঃ ছিঃ!”

এদিকে কর্ণেগি বাড়ী আসিয়া বরাবর লেডী পোপের কক্ষমধ্যে গিয়া কর্কশ স্বরে ডাকিল—“লেডী পোপ!” লেডী পোপ শুইয়াছিলেন,—উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—কি লরেটা?

“তোমার কন্যার গুপ্ত প্রণয়ের কথা কিছু অবগত আছো?”

লেডী পোপ কঠিনস্বরে জিজ্ঞাসিলেন “কি?”

“মিঃ আসলি ও অ্যানার গুপ্ত প্রণয়ের কথা জানো?”

লেডী পোপের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহার ওষ্ঠধর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কর্ণেগি আবার কহিল—“জানো না! বেশ! শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, গুপ্ত প্রণয়ের ফল স্বরূপ শীঘ্রই তুমি—”

লেডি পোপ উঠিয়া বসিয়া আরক্ত লোচনে কর্ণেগির দিকে চাহিয়া ক্রোধপূর্ণ স্বরে কহিলেন—কর্ণেগি মুখ সামলে কথা কও, আমার কন্যার নামের সহিত গুপ্ত প্রণয় একসঙ্গে উচ্চারণ করিও না। যদি তুমি আজ আমাদের বড়ীতে অতিথি না হইতে তোমার জন্য বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা কর্ত্তাম। যাও আমার এখান হতে। দূর হও।” কর্ণেগি প্রদীপ্তনেত্রে একবার লেডী পোপের দিকে চাহিয়া—বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে মিসেস্ ওয়ান রাইট দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কর্ণেগির হাত ধরিয়া বলিলেন—“কর্ণেগি, একথা বলা তোমার ভালো হয় নাই। সকলেই ত জানে যে অ্যানা কালে লেডা আসলি হইবে; সে একদিন এই বিস্তৃত আসলির অধিশ্বরী হইবে। অবশ্য যদি স্যার হেনরি অন্য দারপরিগ্রহ না করেন।” মন্ত্রমুগ্ধের মত কর্ণেগি জিজ্ঞাসিল—আর যদি তিনি বিবাহ করেন—তবে?” “তবে আর্থারের অদৃষ্টে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। স্যার হেনরীর নূতন পত্নীর গর্ভজাত সন্তানই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে।” কর্ণেগি কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সে ভাবিতে ভাবিতে

কর্ণেগি—পার্ব্বে না? আচ্ছা, স্যার হ্যারি পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন! তিনি বৃদ্ধ—কিন্তু ধনবান!—প্রেমিক! উত্তম! তাহাই হোক। আপনাকে বলি দিব—তবু প্রতিশোধ চাই—ই। সে স্যার হ্যারীর কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—"স্যার হ্যারী!" ভিতর হইতে ত্বরিত উত্তর আসিল—"কে?" "আমি—লরেটা।" "কর্ণেগি! এসো, এসো—ভিতরে এসো।" কর্ণেগি কম্পিত চরণক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্যার হ্যারীর পার্শ্বস্থ অন্য আসনে উপবিষ্ট হইল। শুভ্র চন্দ্রালোক ও ধীর সমীরণ আসিয়া উভয়ের অঙ্গে চালিত হইতে লাগিল।

শরতের সুনীল অম্বরে উড্ডীয়মান পারাবতের প্রতি শ্যেন যে দৃষ্টিতে দেখে, স্যার হ্যারীর স্বভাবতঃ শান্ত-দৃষ্টি-শ্রী-শোভিত নেত্রে আজ সেই দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। কর্ণেগির রূপ-সৌন্দর্য্য দর্শনে যেন তাঁহার তৃষিত চিত্ত কতক শান্ত হইতেছিল। তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাব-লহরী খেলিয়া যাইতেছিল। পাঠক পাঠিকা! বিরক্ত হইবেন না। বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। সৌন্দর্য্যের আদর কে না করে? বিশেষতঃ যদি এমন—অযাচিত ভাবে, মুক্তচন্দ্রালোকোদ্ভাষিত নির্জ্জন কক্ষে কাহারও নিকট যুবতী, ষোড়শী, সুন্দরী আসিয়া বসে,—তাহার প্রাণে কি ভাবের উদয় হয়? ইহাতে স্যার হ্যারীর দোষ কিছু নাই, আর তিনি এমনই কি বৃদ্ধ! তাঁহার কয়গাছি চুল সাদা হইয়াছে? সেই সুউচ্চ ও প্রশস্থ ললাটে কয়টী রেখা পড়িয়াছে? গায়ের জোরে তাহাকে বৃদ্ধ বলা অসম্ভব!

অনেকক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইবার পর কর্ণেগি কহিল—"স্যার হ্যারী! আমি বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতেছি যে সে দিন আপনার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই।" স্যার হ্যারী বলিলেন—"লজ্জার কোন কারণ নাই। আমার এই বয়স, এই লোলচর্ম্ম দেখে কোন্ রূপসীর মনে ধরে?" কর্ণেগি উত্তর করিল না। সে অবনত মুখে বসিয়া রহিল। স্যার হ্যারী বলিতে লাগিলেন—"কর্ণেগি! আমি খুব অল্পবয়সে বিবাহ করেছিলাম। আমার ভগ্নীর অনুরোধে বিবাহ করেছিলাম,—কিন্তু জানি না, —কেন তা'কে ভালোবাসতে পারি নাই। সে স্নেহময়ী স্ত্রী ছিল; সে সময় আমারও সব ছিল;—তবু তাকে ভালোবাসতে পারি নাই। তারপর,—সেদিন যখন তুমি আমার বাড়ীতে এলে—আমার সঙ্গে কথা কইলে—আমি একটা নূতন সুখস্পর্শ অনুভব কর্লাম। অহরহ শুধু তোমার চিন্তাই আমার মনোমধ্যে প্রবল হ'য়ে উঠলো। কেন আমার ব্যাকুলনয়নদ্বয় সদাই তোমায় দেখতে চায়! কেন আমার তৃষিত শ্রবণ তোমার স্বর শুনতে চায়! সে মনোবৃত্তি আমার দমন করাই

তোমার পাণি প্রার্থনা করেছিলাম—তুমি অস্বীকৃতা হ'য়েছিলে,—এখন বুঝছি—বোধ হয় ভালোই করেছিলে। আমার এ অস্তগামী জীবনে তোমার মত সদ্য-প্রস্ফুটোন্মুখ যৌবন কোরক নষ্ট না করাই উচিত।"

"কিন্তু আমি আজ বলতে এসেছি – যদি আপনার আপত্তি না থাকে ত—"

স্যার হ্যারী ব্যগ্রভাবে বলিলেন—"না থাকে ত!—" "আমার আপনি—" সে চুপ করিল। আনন্দাতিশয্যে স্যার হ্যারী কর্ণেগির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—"কর্ণেগি! একি সত্য বলছো তুমি?" কর্ণেগি ধীরে ধীরে বলিল—"যদি আপনি আমার অপরাধ ভুলে আমায় গ্রহণ করেন—চরিতার্থ হ'ব।" স্যার হ্যারী উঠিয়া দাড়াইয়া তাহার দক্ষিণহস্ত আপনার হস্তমধ্যে চাপিয়া বলিলেন—"তুমি আমায় মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছ না?" "আমি শপথ কর্চ্ছি।" সে এই কথাটী এমন ভাবে বলিল যে স্যার হ্যারী যদি পূর্ব্বের কথা জানিতেন—তিনি বুঝিতেন—যে প্রবঞ্চিত হইয়াছে—সে প্রবঞ্চনা করিতে চাহে না।

স্যার হ্যারী বলিলেন—"লরেটা! বোধ হয় আমাদের পরিণয়ে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। তোমার পিতা জীবিত থাকিলে তিনিও কর্ত্তেন না" কর্ণেগি আপন মনে কহিল—"হয়ত—কিছুদিন পূর্ব্বে হইলে আপত্তি কর্ত্তাম। —যাক্।" সে প্রকাশ্যে বলিল—"না কেহই না।" স্যার হ্যারী বলিলেন—"একটা কথা!—যেন ভুল বুঝেছি যে তুমি আর আর্থার উভয়ে উভয়কে ভালোবাসো;—উভয়ের মধ্যে বেশ প্রীতিবন্ধন হইয়াছে। যদি তাহাই হয়—আহা! সে বেচারীর বড় কষ্ট হইবে।"

যদি স্যার হেনরী সে সময় অতিরিক্ত আনন্দ বিহ্বল না থাকিতেন—তিনি দেখিতেন যে, কর্ণেগির মুখের উপর এক বিচিত্র ভাব খেলিয়া গেল। তাহার চক্ষে একটা হিংসাজ্বালা ফুটিয়া উঠিল। নাসিকার শ্বাস সঘনে বহিল। তিনি আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন—"লরেটা!"

"স্যার হ্যারী!"

"এই সন্ধ্যাকালে—ঐ নীল আকাশের পানে চাহিয়া আমার হাতে হাত রাখিয়া বলো—তুমি আমার।" কর্ণেগি তাহাই করিল। স্যার হ্যারী তাহাকে তাঁহার স্পন্দিত বক্ষমধ্যে চাপিয়া তাহার কোমল অধরে চুম্বন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্থির সংকল্প।

চন্দ্রালোক ও মৃদুসমীরণ এ সংবাদ অতি শীঘ্রই স্থান হইতে স্থানান্তরে যতদূর সম্ভব বহন করিয়া লইয়া গেল। সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। পৃথিবীর লোক কাহারো ভালো দেখিতে পারে না। তাহারা স্যার হ্যারীর বিপত্নীক জীবনের দুঃখ কষ্ট বুঝিল না। তাহারা শুধু আদর্শ অন্বেষণে ব্যস্ত। তাহারা এই সংবাদ শুনিয়া দু'চারিটা বিদ্রূপবাণ পরিত্যাগের সুযোগ ছাড়িল না। একে বৃদ্ধ বয়সে—তায় নিজের আশ্রিতা ক্ষুদ্র একটি বালিকাকে বিবাহ! লোকের চক্ষে বিষদৃশ বোধ হইল।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে, শয্যোপরি শয়ান লেডী পোপ যখন এই সংবাদ শুনিলেন—প্রথমে তিনি স্বীয় কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কন্যা অ্যানাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও এই উত্তর পাইলেন। তথাপি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি পর প্রভাতে স্যার হ্যারীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ভাব তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি প্রশ্নের উত্তর পাইলেন। দেখিলেন—শয্যোপরি স্যার হ্যারী কর্ণেগির আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাড়াইলেন। লেডী পোপ বিরক্তি সহকারে বলিলেন—"হ্যারী তুমি কি সত্যই সেই হ্যারী! না—তার অকারধারী কোন ছদ্মকায় ব্যক্তি?" স্যার হ্যারী অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"লেডী পোপ এই সুমধুর প্রভাতে কেন তুমি আবার বিরক্ত করিতে আসিলে? কি দরকার তোমার এখানে?"

লেডী পোপের অন্তঃস্থলে কে যেন সবলে পদাঘাত করিল। তিনি নয়ন মার্জ্জনা করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"স্যার হ্যারী! এযে আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছি না। বোধ হয় আমার ভুল হয়েছে"। স্যার হ্যারী বিকৃতস্বরে কহিলেন—"তুমি আমার ভগ্নী লেডী পোপ, আমি স্যার হ্যারী আসলি। তোমার কোন ভুল হয় নাই আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি—'কেন তুমি এখানে?'

"ও কে—কর্ণেগি?" "হাঁ। তাই কি?"

"হ্যারী! তুমি আমায় দেখে ত এত বিরক্ত হও না। আমি ত তোমার নিকট এত রূঢ় আচরণ কখনও প্রাপ্ত হই নাই। হ্যারী! যদি আমার উপস্থিতি এখানে তোমার পক্ষে এত বিরক্তিকর, তবে কর্ণেগি এখানে কেন?"

"সে কৈফিয়ৎ কি এখন তোমায় দিতে হবে?"

"দেওয়া না দেওয়া তোমার ইচ্ছা।"

"শোন—লেডী পোপ! তুমি বড় ভীতু। কর্ণেগির ও তার বিষয়ের অভিভাবক আমি, তা তোমার মনে রাখা উচিৎ। আমাদের মধ্যে সাংসারিক ও বৈষয়িক অনেক কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হতে পারে।"

"কিন্তু তার ত একটা সময় অসময় আছে। যখন তখন এমন কণ্ঠলগ্ন—"

মধ্য পথে বাধা দিয়া স্যার হ্যারী বলিলেন—"শোন ভগ্নী! তোমার নিকট গোপন করার প্রয়োজন নাই। মিস্ লরেটা কর্ণেগি শীঘ্রই আমার পত্নী হইবেন।"

"স্যার হেনরী!"

"ভগ্নী?"

"যা শুনেছি—তবে সত্য?"

"সম্পূর্ণ।"

"হ্যারী! এও কি সম্ভব? তুমি কি স্বর্গগতা প্রেমময়ী ইভাঞ্জাইলের প্রেম এত শীঘ্র ভুলেছ। সেই দেবীর আসনে তুমি এক উদ্ধতা বিদেশিনী রমণীকে বসাতে চাও?" "পোপ! আমারও একটা ধৈর্য্যের সীমা আছে জেনো।" লেডী পোপ স্বীয় ললাটে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনেক্ষণ পরে তিনি শুষ্ক স্বরে কহিলেন—"স্যার হ্যারী! তবে কি এটা আর্থারের প্রতি অবিচার করা হয় না?" "সেটা আমার ব্যতীত অপরের বিচার্য্য নয়। তুমি এখন যাও প্রাতঃ ভোজনের সময় সাক্ষাৎ হইবে।" লেডী পোপ উঠিলেন। ব্যথিত হৃদয়ে বাষ্পভারানত নেত্রে দ্বারের নিকটস্থ হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ভ্রাতার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন—"হেনরী! ভাই—প্রিয়তম আমার! একি একান্ত অপরিহার্য্য? ভেবে বলো ভাই।" স্যার হ্যারী দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"হাঁ।" লেডী পোপ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন—ভাই! এ তোমার জন্য! তুমি এ জীবনে সুখ পাইবে না। কোনো পুরুষ কর্ণেগির মত রমণীকে লইয়া সুখী হইতে পারে না। ভালো করে ভেবে দেখ ভাই।"

"অনেক ভাবিয়াছি; আর পারি না। যাও——তুমি——"

"ভেবে দেখেছো? বিষময়, দুঃখময় জীবন অতিবাহিত কর্ত্তে পার্ব্বে?"

স্যার হ্যারী উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—"হাঁ পরীক্ষা কর্ব্ব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঝড় উঠিল।

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এক অশিতিপর বৃদ্ধের সহিত ষোড়শী যুবতীর বিবাহ হইয়াছে। লোকে হ্যারীকে কি চক্ষে দেখিল, জানি না ;—কিন্তু সকলেই একটা ভীষণ ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করিল।

লিভারপুলে,—অক্টোবর মাসে এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

এ বিবাহ সুখের হোক বা দুঃখের হোক,—স্যার হ্যারী সুখ কল্পনা করিলেন। কর্ণেগির পিতৃবন্ধু নেবব কল কর্ণেগির নিকট কিছু প্রত্যাশা করিয়া থাকে—তাহার অভিষ্ট সিদ্ধির উপায় হইল।

অন্য কাহারো বিষয় বলিবার কিছু নাই। আর্থার ও অ্যানা বিবাহে যোগদান করিয়াছিল কিন্তু লেডী পোপ আসেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছিল।

স্যার হ্যারী! বাসনা-বারিধি মন্থন করিয়া সুধাভ্রমে যে গরলরাশি পান করিয়াছ—তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলের জন্য প্রস্তুত হও, স্বর্গের পারিজাত ভ্রমে যে কণ্টকিত কুসুম হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ—তাহার দংশন জ্বালার জন্য প্রস্তুত হও। মনে রাখিও—সে জ্বালার নির্ব্বান নাই। তোমার জীবন জর্জ্জরিত—হৃদয় জ্বালা-কাতর হইবে। সে দাহনের এই আরম্ভ—শেষ নয়!

আর কর্ণেগি! হিংসার প্রেরণায় যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, প্রর্থনা করি তোমার সে ব্রত উদ্‌যাপিত হোক ; তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। বিধাতার বিধান ব্যতিক্রম কর্ব্বার সাধ্য কি!

দ্বিতীয় খণ্ড।

আরম্ভ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক হেন।

দুইজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি কথা কহিতে কহিতে আস্‌লির প্রাসাদ সম্মুখে

চাহিয়া দ্বিতীয়কে কহিলেন,—"এত পরিবর্ত্তন! আমি জানিতাম—স্যার হেন্‌রী ও তাঁহার পত্নী নিঃসন্তান।" দ্বিতীয় ব্যক্তি।—"এতদিন তাই ছিলেন। দাঁড়াও! —গত ১লা অক্টোবর তারিখে আমিই একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়েছিলাম।" প্রথম ব্যক্তি।—তুমি! তবে কি আমি বলিতে পারি না যে, তুমি যোসিয়া গে—?" "না, আমি তাঁর পুত্র। পিতা আজ ১২ বৎসর মৃত।" "তবে তুমি যস্‌?" "না, আমার সে হতভাগ্য কনিষ্ঠও মৃত; আমার নাম নেড্‌। কিন্তু তুমি এত জানলে কি কোরে?" প্রথম ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন,—"আমি বাল্যকালে এই আসলি পরিবারের মধ্যে কিছুদিন ছিলাম, সে কথা আমার বেশ মনে আছে।" "যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তুমিই ফিলিপ হেন্‌।" "হাঁ!—একটু উপরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহে এখন মেজর হেন্‌। মিঃ গে! তুমি ত এখানকার অধিবাসী, স্যার আসলির বর্ত্তমান পরিবারের কথা কিছু শুনিয়ে দাও। আচ্ছা গে! এই বিশ ত্রিশ বৎসর পরে লেডী আসলি একটী পুত্র সন্তান প্রসব কর্ল্লেন—এটা আশ্চর্য্য নয় কি?" "মেজর হেন্‌! তুমি ভুল কচ্ছো। স্যার হ্যারীর প্রথমা স্ত্রী মৃত; এটি দ্বিতীয়।" "অ্যাঁ?" "প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে স্যার হ্যারী এই সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ কোরেছিলেন। তিনবার সন্তান সম্ভাবনা হয়;—কিন্তু এত উগ্র তাঁর মেজাজ, এত অধিক চঞ্চল যে, কয়বারই নষ্ট হইয়া যায়। এবার একটি পুত্র হইয়াছে।" মেজর হেন জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"ইহার জন্মে কাহারও উত্তরাধিকারীত্ব নষ্ট হলো বোধ হয়। হয় নাই কি?" "স্যার হ্যারীর ভাই রাএলকে জান্তে?" "হাঁ।" "রাএল মৃত। তাঁরই পুত্র উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হোয়েছিলো। এখন সে বেচারার সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল।"

দূরে গৃহমধ্য হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। ব্যক্তিদ্বয় ভিতরে প্রবেশ করিলে স্যার হ্যারী মেজর হেনকে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া সমবেত ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—আমার বাল্যবন্ধু—হেন্‌।" গর্ব্বভরে লরেটার পানে চাহিয়া কহিলেন, "লরেটা, আমার অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ—মেজর হেন;—আমার যৌবনের প্রিয় সহচর; আজ বার্দ্ধক্যের মন্ত্রী।" হেন লরেটার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"সুন্দরী যুবতী! হ্যারী, উনি কে?" স্যার হ্যারী হাস্যমুখে বলিলেন—আমায় মাফ করো, বন্ধু! তোমার আগমনে আমি এত অধিক আনন্দিত হয়েছি যে আমার প্রিয়তমা পত্নীকে তোমার সহিত পরিচিত কর্ত্তে পারি নাই।"

ক্রমে শিশুর জন্য ধর্ম্মকার্য্য ও নামকরণ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। সে এক মহা-

বেষ্টন করিয়া বসিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—আর্থার।—সেই সম্পত্তির অধিকারচ্যুত, বিফল মনোরথ আর্থার কেমন প্রসন্নভাবে শিশুর নিকট বসিয়া আছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে কেহ বিষণ্ণ দেখে নাই। মেজর হেন দূরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন—ঈশ্বর কি উপাদানে এই যুবককে সৃষ্টি করিয়াছেন? সে কি মানুষ—না—দেবতা? মানুষ কি এত সরল, এত স্নেহবান, এত ক্ষমাশীল হইতে পারে? তাঁহার চক্ষে আজ এক নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইল।

তারপর যখন আর্থার শপথ পূর্ব্বক শিশুর শুভাশুভ, জীবনমরণের দায়ী হইয়া ধর্ম্মপিতা হইলেন, তখন মেজর হেনের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু বারি নির্গত হইল। সকলে আর্থারকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তিচক্ষে দেখিল।

কর্ণেগি তাহাই চাহিয়াছিল যে আর্থার ঐ ভার লয়। সে নীরবে বসিয়া এক-দৃষ্টে অর্থারের পানে চাহিয়া রহিল। সে আর্থারকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে যখন আর্থার আসলির ভাবী অধিপতি এই শিশুকে দেখিবে তখন সে মর্ম্মাহত হইবে। হৃদয়ে জ্বালা অনুভব করিবে। বুঝিবে যে, সে ইচ্ছা করিলে এই উত্তরাধিকারীই থাকিতে পারিত। নিজ মূর্খতাবশতঃ সে যাহা পদাঘাতে দূরে ফেলিয়াছে—এখন তাহার কিরূপ বিষময় ফল ফলিতে চলিয়াছে, দেখিয়া সে ব্যথিত হইবে। কিন্তু কর্ণেগি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল—আর্থারের সে সব কিছুই হইল না। সে শান্ত ও প্রসন্নচিত্তে সকল কার্য্য সমাধা করিয়া গেল। কর্ণেগির উল্লসিত অন্তঃকরণে বিষাদের ছায়া পতিত হইল।

তবে কি সে আর্থারকে প্রতিশোধ দিতে পারিবে না? তাহার ব্রত কি সাধন হইবে না? সে আজ এই প্রথম উদ্যমে অকৃতকার্য্য হইয়া আরও ভীষণতর উপায় অনুধাবন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"কে ভুলিল?"

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত আনন্দের দিনে আমরা সকলকেই আনন্দিত দেখিয়াছি। কেবল সেই উৎসব কোলাহলের মধ্যে একখানি স্নেহপূর্ণ কোমল আনন দেখিতে পাই নাই। সারা বাড়ী অন্বেষণ করিয়াও সেই কমলনলিনী অ্যানাকে খুঁজিয়া পাই

উৎসব শেষে আর্থার উদ্যানের এক নিভৃত অংশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অ্যানা রুমালে নয়নাবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতেছে।' তিনি তাহার নিকটস্থ হইয়া কোমল স্বরে ডাকিলেন—"অ্যানা!" অ্যানা মুখ তুলিতে গেল, পারিল না। সহস্র ধারায় অশ্রু উথলিয়া উঠিল; আর্থার পুনরায় ডাকিলেন—"অ্যানা! প্রিয়তমে!" অ্যানা সজলনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। আর্থার বলিলেন,—"ছি অ্যানা! কেঁদে লাভ কি? আর কিসের কান্না? কেন, আমাদের দুঃখ কি? ধনৈশর্য্য কিছু সকলের হয় না। আমারা পরস্পরে পরস্পরকে ভালোবেসে এই পৃথিবীতে পর্ণকুটীরে বাস কর্ব্ব। এই সুবিস্তৃত ইউরোপখণ্ডের ভিতর—ভেবে দেখো—কত দরিদ্র; কত দুঃখী আছে। তারা কি শুধু কেঁদেই দিন কাটায়? না—ঈশ্বর দত্ত আপনাপন অবস্থায় সুখী হতে চেষ্টা করে? অ্যানা! প্রিয়তমে! কাজ কি আমাদের ধনসম্পত্তিতে? হয়তো, তা'পেলে আমাদের এখন যা আছে—তা হারাব! যা নাই, যা চাহিব, তাও পাব না। আরও দেখো—কষ্ট আমার মনেও হয় কিন্তু আমি আপনার অবস্থায় সুখী হতে পার্ব্ব। তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী, আমার মানসী প্রতিমা! তুমি অধৈর্য্য হলে—আমি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হব। তুমি আমায় উৎসাহিত করো; তোমার স্নেহ-হাস্যে আমার ম্লান হৃদয়কে সঞ্জীবিত করো। তোমার বলে আমার বল;—তুমি শক্তি;—তুমি আমার প্রাণ!"

অ্যানা আর্থারের মুখের উপর করুণ দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—"আমি আমার জন্য ভাবি না। তুমি চিরদিন ঐশর্য্যে পালিত তুমি এখন কিরূপে এ দারুণ দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন কর্ব্বে তাই ভেবে আমার বড় কষ্ট হচ্চে।"

আর্থার হাস্যমুখে কহিলেন—"অ্যানা। প্রাণাধিকে, তুমি সরলা বালিকা যদি তা পার ত আমি কেন পার্ব্ব না? তুমি কি আর্থারকে এত হীন ভাব, অ্যানা?"

"তোমায় হীন ভাবি আর্থার? এই হৃদয় খুলে দেখ কাহার দেবমূর্ত্তি সযত্নে এখানে রক্ষিত আছে। কাহার দেবচরিত্র আমার শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—ধ্যান, জ্ঞান। তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিতা! আজ আসলির ছোট বড় সকলেই তোমার সুখ্যাতি কর্চ্ছে;—আর্থার, বোধ হয় তাতে আমার মত সুখী এ বিশ্বে কেহ নাই। আর্থার! তোমায় হীন ভাববো? তার আগে যেন আমার হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়। যেন আমার অস্তিত্ব না থাকে।"

আর্থার অ্যানাকে বক্ষমধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

স্যার হ্যারী, আর্থারের বিবাহের কথা শুনিলেন। যৌতুক প্রেরণ করিলেন। ক্ষুদ্র এক গির্জ্জায় তাহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল।

লেডী পোপ কন্যাজামাতার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর কর্ণেগি! সে সেই সন্ধ্যাকালে আপনার কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভাবিতে বসিল। আর্থার ও অ্যানার পবিত্র মিলন দৃশ্যটি তাহার মানস চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। সে দেখিল—যেন এক কুসুমিত উদ্যানে এক শুভ্র জ্যোৎসনা হাসিত সন্ধ্যায়—এই প্রেমিকা দম্পতি উভয়ের আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া সুখে ভ্রমণ করিতেছে। কর্ণেগি আর ভাবিতে পারিল না। সে উঠিয়া ধীরে ধীরে মাণ্টলপ্লেস হইতে একখানি ফটো বাহির কারয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অস্ফুট স্বরে কহিল—"এই সুন্দর আনন, প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল নয়নদ্বয়; এই দীর্ঘ ললাট; রক্তরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ—কি সুন্দর, কত শোভন! সে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। হঠাৎ সেই চিত্রের পার্শ্বে অন্য রমণীর মূর্ত্তি দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল। চিত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

যেন অসহনীয় বেদনায় তাহার হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ হইল; তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সে নিশ্বাসে বেদনা না যাতনা?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্যভ্রষ্ট।

"আজ শেষ দিন তোমরা সে বাড়ী ব্যবহার কর্ত্তে পারো।"

"শেষ দিন?"

"হাঁ, কর্ণেগি! আর্থার সস্ত্রীক সেখানে এসে বাস কর্ব্বে। সে আমায় এইরূপ অভিপ্রায় পত্রে জানাইয়াছে।"

"তার পত্রের মর্ম্মের সহিত আমার পুত্র কন্যার কোন সম্বন্ধ নাই।"

"বিলক্ষণ! অন্য কোন বিষয়ে না থাকিলেও লিনডেনের গ্রীষ্মাবাস সম্বন্ধে আছে। তাহারা সেখানে বাস কর্ব্বে।"

কর্ণেগি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া কহিল—"বাস কর্ব্বে? কাহার অনুমতিতে? তুমি মত দেবে না—নিশ্চয়।"

"তার অপেক্ষাও সে কর্ব্বে না, কর্ণেগি! লিনডেন্ আর্থারের নিজের বাড়ী।

"সে আমি জানিনা; জান্তে চাই না। লিনডেন চিরদিন আমাদের;—এখনও আমাদের।"

একদিন গ্রীষ্মের নিদাঘ প্রদোষে স্যার হ্যারী ও কর্ণেগিতে উল্লিখিতরূপ কথোপ-কথন হইতেছিল। মাঝে মাঝে এইরূপ উষ্ণ বাক্যালাপ হইতই। স্যার হ্যারী পত্নীর সহিত কলহ করিতেন না। আসর জমকাইলেই চুপ করিয়া থাকিতেন। আজও তাহাই হইল। স্যার হ্যারী নীরবে বসিয়া রহিলেন। কর্ণেগি সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল—"কিন্তু স্পর্দ্ধা এই অর্থারের যে, সে আমাদের ইচ্ছার প্রতি-রোধ করে?"

"কর্ণেগি! ভালো করে বোঝ। জানো ত, আমার পিতা ঐ ক্ষুদ্র গৃহখানি আমার সহোদরা লেডী পোপকে দিয়াছিলেন। আর আমিও পোপের সমাধি সংকার কোরে ফিরে এসে তাঁর উইলের মর্ম্ম তোমায় বলেছি যে, লেডী পোপ আর্থারকে ঐ লিনডেন দান করেছেন। এখানে আমার মতামতের কোনো মূল্য নাই। তবে আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, আর্থার নগরের এত দূরে থেকে কি করে সে কাজ চালাবে? হঠাৎ লিনডেনে বাস কর্ব্বার খেয়াল কেন? এত ছোট বাড়ী তার কুলাবে না।"

লেডী আসলি ক্ষণেকের জন্য চুপ করিল। সে জানিত লিনডেন তাহার স্বামীর। সে অবাধে ব্যবহার কর্ত্তে পারে। সে ভেবেছিল ছেলেদের সেখানে পাঠিয়ে দেবে। আজ স্বামীর মুখে অন্যরূপ শুনিয়া তাহার চিত্ত বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল; সে বলিল "দেখো,—যদি তুমি অর্থারের সেখানে বাস না বন্ধ করো আমি বুঝবো,—সকলেই বুঝবে তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার স্নেহ নাই। তুমি আমাদের ভালোবাস না।" কর্ণেগির এ সন্ধানও ব্যর্থ হইল।

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "লরেটা! ছেলেমানুষী কোরো না। আর্থার প্রকাশ্য ভাবে তার আগমন বার্ত্তা জানিয়েছে; আমি সামান্য ইঙ্গিতেও তার প্রতিরোধ কর্ত্তে পারি না। কর্ল্লেও তা নিস্ফল। আমার ছেলেমেয়েরা ঐ লিনডেন ছাড়া সকল আবদারই কর্ত্তে পারে। আরও, তারা সেখানে যাবে। অর্থারের হৃদয়ে তাদের জন্য স্নেহ গচ্ছিত আছে। একরক্তে জন্ম,—তার ছেলেরা এদের সঙ্গী হইবে। অ্যানাও তোমার সহচরী হ'বে।"

কর্ণেগি কঠোর স্বরে কহিল—"আমার ছেলেরা তাদের সঙ্গে মিশতে পাবে না।

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে স্যার হ্যারী পত্নীর পানে চাহিলেন। শান্তস্বরে ডাকিলেন—"লরেটা!"

"আমি তাকে,—আর্থারকে ; তার সম্পর্কীয় সকলকে ঘৃণা করি।"

স্যার হ্যারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ধীরে ধীরে টুপি দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

স্যার হ্যারী! তপ্ত ও শূন্য বক্ষে সুখের আশায় যাহা আদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলে ;—ভগ্নীর আঁখিজল, ভ্রাতুষ্পুত্রের দীর্ঘশ্বাস মথিত করিয়া শান্তি আশায় যে সৌন্দর্য্য বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলে, সে স্পর্শে আজ কি তোমার তপ্ত বক্ষ জুড়াইয়াছে? শূন্য ও মরুপ্রায় হৃদয় কি উর্ব্বরতালাভ করিয়াছে?

স্যার হ্যারী! তবে এখনও কেন তোমার অন্তস্থল বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বহে? তবে কি জ্বালা জুড়ায় নাই?—বৃদ্ধি পাইয়াছে? হায় বৃদ্ধ! সুখের সন্ধান করিয়া কে কবে সুখ পাইয়াছে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্য কথা।

প্রেম! যদি প্রকৃত প্রেম হয়—সে জীবনে দুঃখ নাই। প্রেমে বিচ্ছেদ নাই। প্রেমে মিলন নাই। প্রেম সদাই সম বহমানা। প্রেমে চাঞ্চল্য আনয়ন করে না। প্রেম সন্দেহ জানে না। প্রেমে পরকে আপনার করে। এই অমিয়তুল্য প্রেম যদি স্বামী স্ত্রী মধ্যে স্বচ্ছসলিলা নদীর মত বহিতে থাকে—সে জীবন কি স্বর্গীয় পুণ্যালোকিত নহে?

অ্যানার হৃদয় গভীর প্রেমপূর্ণ। সে আপনার মনে শুধু আর্থারের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহে না। পূর্ণ প্রেম প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। সে আপনি তৃপ্ত। ভালোবাসিয়া তাহার সুখ, সেই তাহার তৃপ্তি। ভাবুকের নিকট প্রেম ভক্তির নামান্তর।

মিঃ আর্থার আসলি ও অ্যানা তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ সহ লিনডেনে আসিয়া বাস করিতেছেন। কর্ণেগি তাঁহাদের আগমনে বাধা দিতে পারে নাই। সে আপন মনে ফুলিতেছিল।

একদিন মিঃ আর্থার, অ্যানা পুত্র-কন্যা পরিবৃত হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নগর প্রান্তে ওয়াটসনের কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে স্যার হ্যারী

কুটীরের দ্বারে এক অতি বৃদ্ধা বসিয়া ঝিমাইতেছিল। মিঃ আর্থার তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—"হ্যানা, আমায় চিন্তে পারো?" বুড়ী তাহার ভগ্নাবশিষ্ট—দন্তদু'টী বিকশিত করিয়া, কোঠরাগত চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিল হেঃ, তোমায় চিন্তে পার্ব্বো না? মিঃ আসলি, তোমায় যে দিন ভুলবো—হেঃ সেদিন হ্যানা মাটীর ভেতর ঘুমাবে।"

"বা হ্যানা! তোমার বেশ স্মরণশক্তি। আচ্ছা, এঁকে চেনো?" হ্যানা অ্যানার মুখপানে চাহিয়া বলিল "ছুঁড়ী বটে! বেশ চেহারাখানি, যেন মোলায়েম রুটী মাখন ছুঁড়ি। বাঃ হেঃ।" আর্থার কৃত্রিমরোষ পূর্ব্বক বলিলেন "চেনো কি না?" "হেঃ তা তোমার হেঃ তাই—তাই—"

"হ্যানা, তুমি বড় দুষ্ট, উনি আমার পত্নী। যিনি অ্যানা রিভার্স—" বুড়ী সহাস্যে বলিল—অ্যানা! সেই পুটকে ছুঁড়ি। বাঃ হেঃ হেঃ মিঃ আসলি! এই পশ্চিমাকাশের দিকে চেয়ে দেখো দেখি। দেখো সে কি সুন্দর! যেন কে অই বিস্তৃত বক্ষে বর্ণের জাল বুনে দিয়েছে। দেখছো; বল ত ও অত সুন্দর কেন?" আর্থার কোন কথা কহিলেন না। সকলে সেই সুনীল অম্বর কোলে অস্তগমনোন্মুখ রক্তাভ সূর্য্যের পানে চাহিয়া রহিলেন। হ্যানা বলিতে লাগিল "ওর পরেই ভয়ানক অন্ধকার, তাই ও এত সুন্দর। হেঃ হেঃ হেঁ" সে অর্থোরের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"হেঃ হেঃ আর্থার! এটি কে?"

"ও আমার প্রথম পুত্র রাএল আসলি।" "বেশ; বেশ; হেঃ হেঃ। খুব যত্ন কোরো ওকে। মিস্ অ্যানা! ঐ,—তোমার পুত্রই—কালে একদিন আসলির অধীশ্বর হইবে। হেঃ হেঃ।"

লেডী আসলি (কর্ণেগি) এতক্ষণ নীরবে হ্যানার কথা শুনিতেছিল। এক্ষণে বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল "বুড়ী, তুই ভুল কর্চ্ছিস।" মাষ্টার কর্ণেগিকে তাহার সম্মুখীন করিয়া কহিল "এই স্যার হ্যারীর পুত্র—আসলির ভাবী অধীশ্বর।"

বুড়ী—"হেঁঃ হেঃ, এই একশো বছর দেখে আসছি, ভুল বড় হয় না। আর্থার হেনরি, রাএল। আর্থার, হেনরি, রাএল। এই নামই কেবল আসলি অধিপতিদের হোয়ে থাকে। এর ব্যতিক্রম হয় না। হেঃ হেঃ।"

লেডী আসলির বদনমণ্ডলে ক্রোধের রেখা প্রকটিত হইল। স্যার হ্যারী পুত্রের জন্য রাএল নামই নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা রাএলের নামানুসারে প্রিয় পুত্রের নাম রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণেগির জন্য তা

কর্ণেগী কলের প্রজাপতি অনুসরণ। —“বিধান।”

নাই। আর্থারের পিতার নামে—তাঁহার পুত্রের নাম হইতেই পারে না। তাই নাম রাখিয়াছিলেন "কর্ণেগি কল।"

স্যার হ্যারী পত্নীর মনভাব বুঝিয়া বলিলেন "হ্যানা, নামের কোনো মূল্য নাই। আমার পুত্র কর্ণেগি কলই আসলির অধিকারী হইবে।"

"ঈশ্বর মঙ্গল করুন। হেঃ হেঃ, কিন্তু মনে করে দেখো, যখন তুমি সেই যৌবনের প্রারম্ভে নানা কারনে লাঞ্ছিত ও দুঃখিত হয়েছিল; তুমি তোমার পিতার ঘৃণাভাজন হ'য়েছিল; তিনি তোমায় ত্যজ্য করেছিলেন; তখন আমি একদিন ঠিক ঐ কথাই বলেছিলাম, যে তুমিই আসলির অধিপতি হইবে। তখন বিশ্বাস হয় নাই। তোমার উপরে দুই হৃষ্টপুষ্ট ও সবল ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু দেখো, আমি মিথ্যা কহি নাই। সে বেচারারা কোথায় গেলো, আর তুমি স্যার হেনরী—আসলি অধিপতি। হেঃ হেঃ।"

স্যার হ্যারী। "বেশ, আমি আমার দ্বিতীয় পুত্রের নাম রাখিব—'রাএল'।"

হ্যানা।—"তা'ও হয় কৈ। তোমার অন্য পুত্রও ত দেখি না। স্যার হ্যারী তুমি হয়ত আমার প্রাতি বিরক্ত হ'চ্ছো, কি কোর্ব্বো। আমি সত্য বলেছি।

"আর তুমি মিঃ আর্থার, তুমি যখন তোমার পিতা রাএলের মৃত্যুর পর নিজেকে এই আসলির ঈশ্বর ভাবছিলে, বলেছিলাম হেঃ তা হবে না। বলেছিলাম হেনরী হ'বেন। এখন রাএলের পালা। যদি এ পরিবারে রাএল কেহ না জন্মাতো, হয়ত তুমি একদিন আসলির উত্তরাধিকারী হতে পার্ত্তে। কিন্তু যখন রাএল আছে—আর তোমার পুত্রী রাএলই স্যার হ্যারীর উত্তরাধিকারী। মিঃ আসলি! হেঃ হেঃ, তুমি হেঃ, বুদ্ধিমানের কার্য্য করেছো; তোমার ছেলের নাম রেখেছো 'রাএল'।"

আর্থার ভয়ত্রস্ত স্বরে কহিলেন "না হ্যানা, আমি অত ভাবি নাই। তা জান্তামও না। আমি আমার স্বর্গগত পিতার পুণ্য স্মৃতি স্মরণে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রেখেছি রাএল।"

হ্যানা রাএলের হাত ধরিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া বলিতে লাগিল "রাএল! যখন তুমি স্যার রাএল হ'বে; তোমার প্রথম ছেলের নাম রেখো আর্থার। বুড়ীর কথা মনে রেখো, আর্থার! অ্যানা, তুমিও ততদিন জীবিত থাকিবে, পৌত্রের নাম রাখবে আর্থার আসলি। ভুলো না।"

অ্যানা। হ্যানা! তোমার বুদ্ধিভ্রম হোয়েছে! শুধু নামের পার্থক্যে যে উত্তরাধিকারীত্ব সম্ভব তা আমরা বুঝিতে পারি না। তুমি খেয়াল দেখছো! এ

হ্যানা বিরক্ত হইল। তাহার লোলচর্ম্মাবৃত বদন মণ্ডলে উচ্চশিরাসমূহ স্ফীত হইয়া উঠিল। সে বলিল "মিস্ অ্যানা! এ পৃথিবীতে কোন্‌টা সম্ভব বা কোন্‌টা অসম্ভব তা আমরা ঠিক বুঝতে পারি কৈ? তবে ছোট বড় একটা শতাব্দী ধরে' যেটা সত্য বলে দেখে আসছি;—ব্যতিক্রম যার দেখতে পাই নাই;—তাই মনের আবেগে বল্লাম। আমার কথা সত্য বা মিথ্যা হয়, আমায় স্মরণ কোরো।"

লেডী আসলি বিরক্তভাবে বলিলেন "স্যার হ্যারী, যদি ইচ্ছা করো, তুমি এই কুৎসিত আমোদে যোগ দিতে পারো; আমি চল্লাম।" সে ক্রোধবিকম্পিত চরণে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। স্যার হ্যারী ও মিঃ আর্থার উভয়েই হ্যানার কথা ভাবিতেছিলেন। সম্ভব, উভয়ের চিন্তা বিভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছিল। দূরে সবুজ ঘাসের উপর কর্ণেগি কল ও রাএল আসলি খেলা করিতেছিল। অ্যানা দূরে দাঁড়াইয়া আর্থারের পানে চাহিয়াছিলেন।

দূরে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া স্যার হ্যারী ও আর্থার উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিলেন। আর্থার চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কর্ণেগি! ছেড়ে দাও ওকে। কেন মাচ্ছ? স্যার হ্যারী কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন—ও কি কর্ণেগি! ও তোমার ছোট ভাই।" মাঃ কর্ণেগি ছাড়িল না, সে রাএলকে পিটিতেছিল। জননীর অনেকগুলি 'গুণ' পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল। সে আরো সবলে রাএলকে মারিতে উদ্যত হইলে আর্থার তাহার কর্ণাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে রাএলকে উদ্ধার করিলেন।

সে উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল। বৃক্ষান্তরাল হইতে লেডী আসলি আসিয়া কর্ণেগিকে উঠাইয়া লইলেন। স্যার হ্যারী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "লরেটা! দেখছিলে কর্ণেগি রাএলকে মার্চ্ছে? ছিঃ!" লেডী আসলি রোষরক্তিম নয়নে একবার স্বামীর প্রতি ও একবার আর্থারের প্রতি চাহিয়া গমনোন্মতা হইলেন। স্যার হ্যারীও পশ্চাদানুসরণ করিলেন।

পথে লেডী আসলি কহিলেন "তুমি ঐ অকর্ম্মণ্য ঘৃণ্য জীবটাকে—ঐ হ্যানা ওয়াটসনকে পেনসান দাও?"

"হাঁ"

লেডী। এই মূহর্ত্তে তাহা রদ করে দাও।"

হ্যারী। সে আমার ক্ষমতার অতীত, লরেটা। আমার পিতা তার পেন্সান আরম্ভ কোরে, আমায় ভার দিয়ে গেছেন। আমি তা বন্ধ কর্ত্তে পারি না।"

না হয়, তোমার জমিদারী হ'তে তাকে তাড়িয়ে দাও। সে আমাদের মুখের ওপর অপমান কর্ল্লে। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, তাকে—"

হ্যারী। তাকে ক্ষমা করো, লরেটা! সে খুব ভালো। সে আমাদের বাল্য কালে আমাদের ভালোবেসে, মাতৃহীন আমরা, মাতার মত যত্নে আমাদের পালন করেছে। সে তোমার ক্ষমার পাত্রী—ঘৃণার নয়। আর, তার অবস্থা চিরদিনই এমন ছিল না। সে আমাদের একজন ক্রীড়া-রক্ষককে বিবাহ কোরে দরিদ্র হোয়ে পড়েছে। তাকে ক্ষমা করো—লরেটা!"

লেডী আসলি ক্ষমা করিল কি না জানি না—সে চুপ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"এ হত্যা।"

ক্ষুদ্র নদীর ধারে ছিপ ফেলিয়া মিঃ আর্থার আসলি বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রাএল খেলা করিতেছিল।

এই সময়ে স্যার হ্যারী মাঃ কর্ণেগির হাত ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন "আর্থার! কি শিকার হোলো?" আর্থার সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন এখনও কিছু হয় নাই।"

ফাতনা ডুবিল। আর্থারও নিপুণতার সহিত টান মারিয়া ছিপ তুলিলেন মৎস্য উঠিল। রাএল ও কর্ণেগি পরম উৎসাহে মাছটাকে বড়শী হইতে খুলিয়া লইল। স্যার হ্যারী বলিলেন—আমি যাই, আর্থার! শিকার আমায় দেখাইও। এস কর্ণেগি।" কর্ণেগি বলিল "না, আমি থাকবো।" "তা হ'বে না। তোমার মা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'বেন।" বালক গোঁ ধরিল। সে কিছুতেই যাইতে চাহে না। আর্থার তাহা দেখিয়া বলিলেন "ও যদি শান্ত শিষ্ট হয়ে থাকে—থাক্। রাএলের সঙ্গে খেলা করুক। আমি দেখবো।"

রাএল এ কথা শুনিয়া পিতার জামার পকেট ধরিয়া দাঁড়াইয়া সভয় বঙ্কিম দৃষ্টিতে কর্ণেগির দিকে চাহিতে লাগিল। কল্যকার চপেটাঘাত স্মরণ করিয়া সে কর্ণেগির প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টভাব প্রদর্শন করিল না।

স্যার হ্যারী ক্রন্দনরত কর্ণেগিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। সে উচ্চ চীৎকার করিতে লাগিল! স্যার হ্যারী ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন "আচ্ছা, যাও বসো গে, সাবধানে। দুষ্টামি কোরো না।"

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাকে নদীতীর নিকটবর্ত্তী দেখিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে কর্ণেগি নদীতীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল ছোট একটা গাছের ভিতর হইতে একটি সুন্দর, সুচিত্রিত প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইল। চঞ্চলমতি বালক প্রজাপতি ধরিতে উদ্যত হইল। কর্ণেগি মাছধরা, আর্থার, রাএল, পিতার আজ্ঞা সব ভুলিয়া গেল। উড্ডীয়মান প্রজাপতির পশ্চাৎ সে এখন দূর হইতে দূরতর যাইতে লাগিল। সে নদীর বাঁক অতিক্রম করিল।

স্যার হ্যারী প্রাস্থান করিলে আর্থার পুনরায় মনোনিবেশপূর্ব্বক মাছ ধরিতে বসিলেন। একটি মাছ উঠে, রাএল আগ্রহসহকারে সেটিকে লইয়া খেলা করে। এই সময়ে স্যার হ্যারীর পরিচারিকা আসিয়া বলিল "মিঃ আসলি! মাঃ কর্ণেগি কোথায়?" আর্থার স্থির ভাবে বলিলেন "কেন, সে ত স্যার হ্যারীর সহিত বাড়ী গিয়াছে।" পরিচারিকা ভীতভাবে বলিল—কৈ না। স্যার হ্যারী আমায় এখানে পাঠাইয়া দিলেন, গৃহিণী অনর্থ করিতেছেন, তাই ডাকিতে আসিয়াছি। কৈ সে?" আর্থার বিস্মিত হইলেন। বলিলেন— তুমি গৃহে যাও। তাঁহাকে বলিও কর্ণেগি তাঁহার সহিত ফিরিয়া গিয়াছে।" দাসী চলিয়া গেল। আর্থার ভাবিলেন দাসী নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছে।' পুনরায় তিনি নিশ্চিন্তমনে 'পাইপ' ধরাইলেন।

অত্যল্পক্ষণ পরেই ক্রোধ কম্পিত কলেবরে বিস্রস্থ বসনে লেডী আসলি আর্থারের নিকটে আসিয়া মেঘমন্দ্রস্বরে কহিলেন—আর্থার। আমার ছেলে কোথায়?" তাঁহার চক্ষুদ্বয় দ্বিগুণ জ্বলিতেছে। আর্থার শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া কহিলেন "এই মাত্র তোমার দাসীকে বাড়ীতে জান্তে পাঠিয়েছি, স্যার হ্যারীর সঙ্গে সে তো গেছে?"

"না, তিনি লয়ে যান নাই আর্থার! আমার ছেলে কোথায়? তাকে জলে ঠেলে দিয়েছো বুঝি?"

এই সময়ে, স্যার হ্যারীও তথায় আসিয়া বলিলেন "কর্ণেগি কোথায়" আর্থার? "তা তো জানি না। আপনি তাকে এখান হতে ল'য়ে গেছেন।" স্যার হ্যারী। "তা জানি। রাস্তায় সে কাঁদছিলো বলে আমি তাকে ছেড়ে দিয়াছিলাম। তোমার দিকে আসতে আমি তাকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

মদ্ররাজ দুহিতা।

১ম বর্ষ | আষাঢ় ১৩২০ | ১২শ সংখ্যা

বিধান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আর্থার। কিন্তু সে আসে নাই। আপনি কি তাকে আমার কাছে আসতে দেখেছিলেন ?

স্যার হ্যারী। হাঁ। কাছাকাছি, সে তীরের মত ছুটে আসছিলো।

আর্থারের সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইতেছিল। পৃথিবীর উজ্জ্বল আলোক যেন চক্ষুর সন্মুখ হইতে মন্ত্রবলে অপসারিত হতেছিল। তিনি আনতনেত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই পরিচারিকা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল "মহাশয় গ্রীন্সের ছেলে আসছিলো, সে বল্লে ওখানে একটা ছেলের টুপি পড়ে রয়েছে, যেন কে জলে ডুবে গেছে।"

আর্থার লাফাইয়া উঠিলেন।—"টুপি ? কোথায় ?—কোনদিকে ?"

"ঐ বাঁকের পারে—জলের কাছে।"

আর্থার ছুটিলেন। সকলে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

নদীর ধারে এক দল লোক জটলা করিতেছিল। তাহাদের একজন একটা টুপি জল হইতে উঠাইয়াছে। এই সময়ে সার্জ্জন গে' তথায় আসিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসিলেন,—কি হোয়েছে এখানে? ব্যাপার কি ?" একজন উত্তর করিল—ব্যাপার গুরুতর। স্যার হ্যারীর ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। এই

"সে জলে পড়ে স্রোতে ভেসে গেছে—আর আমি তার মা,—লেডী-আসলি—এই ব্যক্তিকে তার হত্যাকারী বলে অভিহিত করি;—এ তাকে জলে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলেছে।"

সকলে ফিরিয়া চাহিল। লেডী আসলি তখনও দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা আর্থারকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। স্যার হ্যারী ঈষৎ ব্যস্ততাসহকারে বলিলেন কি বলছো, লরেটা! চুপ করো। তুমি কি বলছো তুমি জানো না।"

"বেশ জানি। সেই ক্ষুদ্র, নিরাপরাধী শিশু আর্থারের আর তার উত্তরাধিকারীত্বের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। কাল এক বুড়ী বলেছিল আর্থারের ছেলে নিশ্চয়ই আসলির অধিপতি হইবে। কিন্তু মধ্যে ব্যবধান ছিল আমার এই শিশু কর্ণেগি। তাই আর্থার তাকে সে পথ থেকে সরিয়েছে। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি আর্থার তাকে হত্যা করেছে।"

আর্থারের সর্ব্ব শরীর হইতে প্রবল বেগে স্বেদ নির্গত হ'তেছিল। ওষ্ঠাধর কম্পিত হচ্ছিল। তিনি চেষ্টা করিয়াও কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। ভিতর হ'তে একটা উষ্ণশ্বাস এসে বাকরোধ কর্চ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে, অনেক কষ্টে আর্থার সেই জনতাকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভাই সব! আমার বোধ হয়, তোমরা সকলে আমায় বাল্যকাল হইতে জানো। বোধ হয় তোমাদের অনেকের স্নেহে, যত্নে আমি বর্দ্ধিত। তোমরা বিচার করো আমি হত্যাকারী কি না? আমি স্যার হ্যারীর শিশুকে হত্যা করেছি কি না? তোমারা আমায় জানো, আমার দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব কিনা বিচার করো।" পার্শ্বস্থিত রাএলের হাত ধরিয়া বলিলেন "এই আমার পুত্র; যদি আমার দ্বারা হত্যা সম্ভব হোত আমি সে উত্তরাধিকারীর পথ হতে সরাবার জন্য একে বিসর্জ্জন দিতাম। যার পুত্র আছে সে পুত্রের মর্ম্ম বোঝে!" তিনি ক্ষণেকের জন্য নীরব থাকিয়া স্যার হ্যারীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"কাকা! আমায় বিশ্বাস করুন। আমি আপনার নামে শপথ করে বলছি যে, যে মুহূর্ত্ত হ'তে আপনি কর্ণগিকে আমার কাছ হ'তে নিয়ে গেছেন আমি তাকে দেখি নাই। কিছু শুনি নাই। তাকে বিপদগ্রস্থ দেখিলে আমি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হ'তাম না।" স্যার হ্যারী সবলে আর্থারের হস্ত ধারণ করিলেন। ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "তা জানি আর্থার!" আর একটি লোক আসিল। সে জেমস্ হিথ। সে

দেখেছে—" বাধা দিয়া উত্তেজিত ভাবে, লেডী আসলি বলিলেন—"দেখেছে? বল কি দেখেছে? কে তাকে জলে ঠেলে দিয়ে মেরেছে?"

হিথ বলিয়া চলিল—"আমার স্ত্রী বল্লে 'একটি ছোট ছেলে নদীর ধার দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। সে খুব ছুটছিল। ছুট্‌তে ছুটতে অকস্মাৎ সে পা পিছলে জলে পড়ে যায়।'—আর কিছু সে দেখে নাই।"

আর্থার বিরক্তভাবে বলিলেন—সে যদি তা দেখ্‌লে, 'একটা ছেলের জীবন রক্ষা কর্ত্তে সে বিন্দু চেষ্টা কল্লে না? সে কেন তাকে বাঁচাতে চেষ্টা কল্লে না?"

সার্জ্জন গে বলিলেন—মিঃ আসলি, সে তা পারে না। নহিলে কর্ত্তো। আজ কয় মাস হতে সে বধির। আমিই তার চিকিৎসক।"

হিথ।—তবু সে গোঁয়ানি স্বরে চেঁচিয়েছিল। স্বর এত অস্পষ্ট যে কারখানার মধ্যে আমি বা আর কেহই তা শুন্তে পাই নাই।"

লেডী আসলি ব্যগ্রতাসহকারে বলিলেন—যদি সে দেখেছে—কে তাকে ধার হ'তে জলে ফেলে দিয়েছে? নিশ্চয় এই আর্থার তাকে—"

হিথ ঘৃণা ও বিস্ময় পূর্ণস্বরে বলিল—আর্থার!—মিঃ আসলি!! হায় নারী! ঈশ্বর তোমায় মাপ করুন। তুমি একথা চিন্তাও কর্ত্তে পারো? তুমি জানো না যে কি চরিত্র তার! কি মহামূল্য উপাদানে গঠিত হৃদয় তার! কাহারও অনিষ্ট করা,—কাহারও কেশ-স্পর্শ করা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ;—তার কাছে ঘৃণ্য কার্য্য! কেন, তুমি কি তা' জানো না? হ'বে। নারী তুমি! তোমার স্বভাবই এই।"

"মিথ্যা! সব মিথ্যা।—এ হত্যা! সহস্রবার এ হত্যা! তোমরা না বল্লেও হত্যা!"—লেডী আসলি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

আর্থার ভগ্ন ও ব্যথিত হৃদয়ে নদীর ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * * * *

সারারাত্রি বালকের দেহের অনুসন্ধান হইল—মিলিল না। প্রভাতে আর্থার সাঁকোর নিম্নে সে শবদেহ পাইলেন। সাশ্রুনয়নে, কম্পিতহস্তে আর্থার তাহা উঠাইয়া স্যার হ্যারীর নিকটে রক্ষা করিলেন। স্যার হ্যারী নীরবে পুত্রের সেই নিশ্চল দেহের পানে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে আর্থার গদগদস্বরে কহিলেন—আমার ধর্ম্মপুত্র। হায়! আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবন দিয়েও যদি তাহাকে

লেডী আস্‌লী আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"এ হত্যা।"

সাধারণ লোকে একবার আর্থারের পানে, একবার মৃত শিশুর দেহের পানে আর প্রসারিত নয়নে একবার আসলির গগনস্পর্শী প্রাসাদ ও অতুল ধনসম্পত্তির দিকে চাহিয়া পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করিল।

সার্জ্জন গে বলিলেন —"বেচারার অদৃষ্টে নাই। বিধির বিধানে সে এত বড় রাজ্যটা ভোগ কর্ত্তে পেলে না।"

সত্যই! অমোঘ বিধান! কঠোর—অখণ্ড!!

তৃতীয় খণ্ড।

আহুতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুঃখে সুখ।

নিশা দ্বিতীয় যাম। সেণ্ট আউষ্ট নগরে দীপমালাশোভিত একটী হোটেলের দ্বারে বসিয়া তিনটি স্ত্রীলোক গল্প করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের বেশভূষা দেখিলে মনে হয়,—সে ধনী। অপর দুইটি তাহার পরিচারিকা। প্রথমা এই হোটেলের কর্ত্রী—শ্রীমতী ডুসমার্ড। ডুসমার্ড অভ্যাগতদিগকে নানা উপায়ে চিত্তোবিনোদন করিয়া আপ্যায়িত করিত। সে অতিথিদিগের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল। শ্রীমতীর স্বামী- শ্রীমানের কেহ খোঁজ খবর জানিত না। পূর্ব্বে তাঁহার যে স্বামী ছিল এ বিশ্বাসও অনেকের হয় না। যাক্ সে কথা। পরনিন্দায় আর কাজ কি?

আজ তাহারা দৈনন্দিন কার্য্যশেষে বসিয়া আছে। গ্রীষ্মের উত্তাপে তাহারা নিদ্রা যাইতে পারে নাই। আর শ্রীমতী এই উদ্যান সম্মুখে বসিতে ভালোবাসেন ইহাও অন্য একটী কারণ বটে।

হঠাৎ একটি পরিচারিকা চমকিয়া উঠিল।—"ঠাকরুণ! ঠাকরুণ! ঐ বুঝি।"

ভৌতিক ব্যতিক উপস্থিত হয়। তিনি হাসিয়া বলিলেন "কি ভূত নাকি?" পরিচারিকা চঞ্চল হইয়া উঠিল—"সে যদি নাও হো'ত, নাম কল্লে"—হোটেলের ভিতর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতে লাগিল "থস্! থস্! প্রাণাধিক থস্!" এক মধ্যবয়স্ক যুবক সেখানে আসিলে সে আবার বলিল—থস্। শুনছো ও কিসের শব্দ? অ্যাঁ, ওকি? তোমার মুখ খানি অমন ইতালি দেশের মত বুটজুতো হয়ে গেল কেন? থস্ তুমি আমায় খুন কর্ব্বে? এরা না হয় পর। তুমি—তুমি কি থস্। তোমার সঙ্গে এত দিনের আলাপ পরিচয় থস্। বাঁচাও আমায়।" যুবকের অবস্থা আরও শোচনীয়। সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কর্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বলিল—ঠাকরুণ, প্রাণে বাঁচাও। আমি জানি তুমি খুব ভালো ওস্তাদ, রাত্রের অনেক রকমের ভূতকে তুমি ঠাণ্ডা করে দাও। ঠাকরুণ! আর একটি পয়সা কখনও চুরি কর্ব্বো না। তোমার দিব্বি। আজকের দিনটে বাঁচিয়ে দাও। এখনো আমার খাওয়া হয় নি।" বলিতে বলিতে সে কর্ত্রীর বস্ত্রান্তরালে লুকাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

একটা হুস হুস শব্দ ক্রমশ নিকটতর হইতেছিল। তবে সেটা যে ভৌতিক কিছু তা বলা যায় না। কর্ত্রী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এ দিকে থস্ ও তাহার প্রণয়িণী আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শ্রীমতী বুঝিলেন কোন আরোহিকে লইয়া গাড়ী পর্ব্বত হইতে বায়ুবেগে অবতরণ করিতেছে। ঠিক তাহাই হইল। অনতিবিলম্বে দুইখানি গাড়ী নামিয়া আসিল। গাড়ীর অশ্ব চতুষ্টয়ের সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতফেনপুঞ্জ নির্গত হইতেছে। শ্রীমতী অতিথির অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ নিশ্চয়ই খুব মস্ত শিকার হইবে। এত রাত্রে—নিশ্চয়! কোন সন্দেহ নাই।

থস্ ও তাহার প্রণয়িনী এক কোণে পড়িয়া আছে। তাহাদের কণ্ঠ হইতে গাঁ গাঁ রূপ একটা বিকৃত রব নির্গত হইতেছিল। গাড়ী থামিলে প্রথমে এক বৃদ্ধ পুরুষ নামিয়া অন্য সকলের হাত ধরিয়া শ্রীমতীর নিকটে আসিয়া বলিলেন—তোমরা কি এখনই একজন চিকিৎসক আনিয়া দিতে পারো?" শ্রীমতীর ইংরাজী জ্ঞান খুব বেশী ছিল না। সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ আবার বলিলেন—ডাক্তার! ডাক্তার! একি, তোমারা ইংরাজী জানো না?" শ্রীমতী এবার কথা কহিল। এত বড় অপবাদটা তাহার অসহ্য হইল। সে বলিল—জানি আমি ইংরাজী। খুব ভালো। তবে তোমারা যে কথা কচ্ছ ওটা ইংরাজী কি

অন্য কিছু তাহাই ভাবিতেছিলাম।" বৃদ্ধ পুরুষ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তবে একজন ডাক্তার ডাকাও। আর তোমার এখানে আমরা থাকিতে পাইব তো?" শ্রীমতী একটি পরিচারিকাকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইল। বৃদ্ধের কথায় তাহার খুব রাগ হইয়াছিল। কত শত রাজ রাজাড়া আসিয়া তাহার হোটেলে থাকিয়া গিয়াছে, আর এ বলে কি না, থাকিতে পাইব তো?' সে চন্দ্রবদনখানি বাঁকাইয়া বলিল —"খুব পাইবে। এখানে কিছুরই অভাব নাই।"

"উত্তম। আমাদের লইয়া চলো।'

শ্রীমতী অতিথিদিগকে লইয়া কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। বৃদ্ধের সহিত একটি মধ্যবয়স্কা রুগ্না রমণী একটি কন্যা ও এক বৃদ্ধা দাসী ছিল। বৃদ্ধ রমণীকে এক খানি পালঙ্কে শোয়াইয়া বাহিরে দ্বারের নিকট ডাক্তারের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে থস্ ও সেই পরিচারিকা উঠিয়া বৃদ্ধকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; অনেকক্ষণ পরে তাহাদের ধারণা জন্মিল "এরা নিশ্চয়ই মানুষ। আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়।" তখন বৃদ্ধকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল।

চিকিৎসক আসিলে বৃদ্ধ তাঁহাকে রমণীর কক্ষে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করাইলেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। রমণী পীড়িতা; আসন্নপ্রসবা।

প্রভাতে সকলেই দেখিল, রমণী একটি শিশু পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বৃদ্ধের অধরোষ্ঠে হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রসূতিরও বেদনা কাতর শরীরে আনন্দ লহরী প্রবাহিত হইল।

পাঠক পাঠিকা! ইহাঁদের চিনিয়াছেন ত? ইহাঁরা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত স্যার হ্যারী আসলি, লেডি আসলি, ব্লাঞ্চি—তাঁহাদের শিশুকন্যা! দাসী—নানা।

স্যার হ্যারী বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে সপরিবারে ফ্রান্সে আসিয়াছেন। গত রাত্রে এই সেণ্ট আউষ্ট নগরে পৌঁছিয়াই তাঁহাদের এই দুঃখের দিনে সুখের হাসি ফুটিল।

* * * * * *

কয়েকদিন পরে এক অপরাহ্নে স্যার হ্যারী হোটেলের বাহিরে বসিয়া আছেন দূরে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মেজর হেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্যার হ্যারী তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দাতিশয্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন—"হেন, এই বিদেশে, এই অশুভ দিনে তোমায় পাইয়া যে আনন্দ অনুভব করিলাম, এ জীবনে এত আনন্দিত কখনো হই নাই।" হেন হাসিয়া বলিলেন—আমরাও ঠিক তাই। যাক্।—এখন তোমার পরিবারবর্গের খবর

বেচারা ইহসংসার ছাড়িয়া গিয়াছে। বড় কষ্টে, বড় দুর্ঘটনা ঘটাইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, আমারই দোষে সে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।" হেন বিমর্ষ হইলেন। স্যার হ্যারী বলিলেন—"হেন, এ যায়গাটা আমার আদৌ ভালো লাগে না। দ্বিগুণ মূল্য দিয়াও কোন জিনিষ মিলে না, শুধু লেডী আসলির হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য এখনও এখানে আছি। শিশু পুত্রের জন্য—" পুলকিত স্বরে হেন জিজ্ঞাসিলেন—"শিশু পুত্র!—" "হাঁ, ভুলে গেছি। আমার এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমাদের সেই এক সুখ, এক সান্ত্বনা।—লেডী একটী শিশু সন্তান প্রসব করেছেন। এসো ভাই, তাকে দেখবে এস।" তাঁহারা ভিতরে যাইতেছেন, এমন সময় দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। একজন জিজ্ঞাসিল—"মহাশয়! বলতে পারেন—এ হোটেলে একটি ছেলে হোয়েছে? সে কাহার?" স্যার হ্যারী বলিলেন—"আমারই।" "বেশ! ঈশ্বর সুখে রাখুন! আপনার নাম? আপনার স্ত্রীর ও ঐ শিশুর নাম কি?

"আমার নাম স্যার হেনরী আসলি; স্ত্রীর নাম লরেটা কর্ণেগি। পুত্রের নাম এখনও হয় নাই।"

"কিন্তু নাম চাই এখনি। আমরা লিখে নিয়ে যাবো।"

"এখনও শিশুর নাম করণ হয় নাই।"

"তা বল্লে চলিবে না। ফ্রান্সের নিয়মই এই। নামটা দিতে হইবে।"

স্যার হ্যারী ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। পার্শ্বেই ফিলিপকে দেখিয়া বলিলেন—"লেখ—ফিলিপ।" হঠাৎ বুড়ি হ্যানার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন—আচ্ছা—ফিলিপ রাএল।"—পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাই লিখিয়া লইল। তাহারা প্রস্থান করিলে স্যার হ্যারী বন্ধুকে কহিলেন—কি বিশ্রী নিয়ম এই ফরাসী জাতির—ছ্যাঃ।" "হাঁ। কিন্তু নিয়ম চিরদিনই এমন!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"সাবধান!—প্রাণের মায়া থাকে ত——"

দুর্ভাগ্য কখনও একাকী আসে না। কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যেমন ঝড় বৃষ্টি বজ্রকে লইয়া প্রলয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে,—দুঃসময়ের ঘটনাগুলিও একে একে আমাদের উপর অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। প্রায়

স্যার হ্যারীও কিছুদিন মধ্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকেরা জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে ও মেজর হেনের প্রাণপাত সেবা শুশ্রূষায় স্যার হ্যারীর জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল। হেনের সেবার কথা লেখনীমুখে প্রকাশ করা যায় না। কবিতার ভাবে তা ব্যক্ত হয় না। সঙ্গীতে গীত হয় না। যদি কেহ এককালে জননীর, পত্নীর, ভ্রাতা ও ভগ্নীর সেবা পাইয়া থাকেন—তিনি কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন—সে সেবা কিরূপ! স্যার হ্যারী সুস্থ হইলেন। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বন্ধুকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। অনেক দিনের পর,—অনেক জ্বালা যন্ত্রনা ভোগের পর, সেই তপ্ত, বেদনা-ব্যথিত হৃদয় যেন শান্ত হইল। স্যার হ্যারী বহুক্ষণ তাঁহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া কাঁদিলেন।—এ যেন সেই শৈশব কাল! এযে বন্ধু! এমন বন্ধু পৃথিবীতে দুর্ল্লভ!

স্যার হ্যারী মেজরের হস্ত আপন হস্তমধ্যে চাপিয়া বলিলেন "হেন্, প্রাণাধিক সুহৃৎ! যদি তোমার শীতল স্নিগ্ধ স্পর্শ না পাইতাম আমার জীবন এতদিন কোথায় পলাইত! বন্ধু! এর প্রতিদান নাই। এ দুর্ভেদ্য ঋণ অপরিশোধ্য!"

"সে যা হোক। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, এই সময়ের মধ্যে তোমার পত্নী লেডী আসলি ত বারেকের জন্যও তোমায় দেখিতে আসিলেন না? শুনিতে পাই তিনি সুস্থ। শিশুও দুই মাস অতিক্রম করিয়াছে। অথচ তিনি—" বাধা দিয়া স্যার হ্যারী বলিলেন "চুপ করো, বন্ধু। আমায় শান্তিতে থাকিতে দাও। শুধু তুমি আমার কাছে থাকো। তুমি আমার সঙ্গে কথা কও। আর কিছু না।"

যখন স্যার হ্যারী পীড়িত, রোগ যন্ত্রনায় কাতর—পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও লেডী আসলি তাঁহার নিকট আসেন নাই। বলিতেন তিনি অসুস্থ, না হয় পুত্র অসুস্থ। কিন্তু প্রত্যহ নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে লেডী আসলিকে বেড়াইতে দেখা যাইত। স্যার হ্যারী ইদানীং তাঁহার কথা উঠিলেই নীরব হইতেন।

স্যার হ্যারী সুস্থ হইলে চিকিৎসকগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। স্যার হ্যারী ফ্রান্সের প্রতি কখনই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ফ্রান্স ছাড়িতে সতত প্রস্তুত। মেজর হেনও ভাবিলেন "তাহাই শ্রেয়ঃ।" তিনি লেডী আসলির নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রস্তাব করিলেন।- বলিলেন—লেডী আসলি! স্যার হ্যারীকে সত্বর ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। আপনি প্রস্তুত হোন।"

লেডী আসলি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "বেশ! সম্মুখে খ্রীষ্টমাস। সে আনন্দউৎসব

"খ্রীষ্টমাস্! সে এখনও প্রায় একমাস দেরী। ততদিন,—আর ৫ দিন থাকিলেই স্যার হ্যারীকে এই সেণ্ট আউষ্ট নগরেই সমাধিস্থ করিতে হইবে।" লেডী আসলি উত্তর করিলেন—"কিন্তু আমি নিরুপায়।"

মেজর বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে লেডী আসলির গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আশ্চর্য্য! লেডী আসলি, তুমি হয়ত' ভাবছো আমি মিথ্যা বলছি, তা নয়। এখানে থাকিলে স্যার হ্যারীর জীবন নষ্ট হইবে। এজন্য আমরা তাঁকে স্থানান্তরিত কর্ত্তে চাই। তুমি যদি না যেতে চাও—থাকো। আপত্য নাই। আমরা কালই স্যার হ্যারীকে লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা কর্ব্ব।" লেডী আসলি কিছুই বলিলেন না। মেজর নীরবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্যার হ্যারীর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিতে গেলে তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—শুন্তে চাই না। তুমি যা ভালো বোঝ করো।"

মেজর হেনের ন্যায় সরল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। একদিকে যেমন স্নেহপরায়ন, কোমল, বন্ধুবৎসল; তিনি অপরদিকে তেমনই দৃঢ়, কঠোর! তিনি স্যার হ্যারীকে লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। স্যার হ্যারী, বিষন্ন অন্তঃকরণে গাড়ীতে উঠিলেন।

* * * * * *

স্যার হ্যারীর উত্তরাধিকারী, লেডী আসলির ভবিষ্য আশা-ভরসাস্থল শিশু বাঁচিল না। স্যার হারীর এই নগর পরিত্যাগের কয়েকদিন পরেই সে মরিয়া গেল। লেডী আসলির লক্ষমুদ্রাপণ, অশেষ চেষ্টা যত্ন—কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। সে মাতৃঅঙ্ক শূন্য করিয়া প্রস্থান করিল। লেডী আসলি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া রমণী সজোরে কপাল চাপিয়া শুইয়া পড়িল।

* * * * * *

সেইদিন গভীর রাত্রে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে;—শ্বণ্ শ্বণ্ শব্দে প্রবল বায়ু দিগন্ত কাঁপাইতেছে;—ঘন ঘন অশনি আলোকে মেদিনী শিহরিতেছে—সেই সময় সেণ্ট আউষ্ট নগরের গ্রাম্য রাস্তা দিয়া তিনটি রমণী আসিতেছিলেন। পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইলেও তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে চলিতেছিল। কে ইহারা? মানবী না পিশাচী! কি চায় উহারা? কেন এ দুর্য্যোগে,—রমণী—প্রথমাকে বিদ্যুতালোকে সুন্দরী ও মহার্ঘ বেশ ভূষায় ভূষিতা বলিয়া বোধ হইল—কেন রাস্তায় বাহির হইয়াছে? প্রাণের ভয় নাই? প্রাসাদমধ্যে দ্বার গবাক্ষরুদ্ধ করিয়াও সকলের হিয়া দুরু দুরু কম্পিত হইতেছে আর কি অসীম দুঃসাহসিকা ইহারা!

তাহারা হোটেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মধ্যপথে একটি রমণী বিদায় গ্রহণ করিল। অপর দুইটি অপর কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রথমা দ্বিতীয়াকে সম্বোধন করিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন—"নানা। সাবধান। যদি প্রাণের বিন্দু মাত্র মায়া থাকে ত—সাবধান! এ বার্ত্তা পৃথিবীর তৃতীয় কর্ণে না প্রবেশ করে। সাবধান! তোমার জীবণ পণ।" দ্বিতীয়া বলিল—আমি তোমার জন্য জীবন দিতে পারি, তোমার কথার অবাধ্য হ'তে পার্ব্ব না।"

"বেশ। মনে থাকে যেন। প্রাণ পণ। যাও, শিশুর সেবা করোগে।"

* * * * * *

ঠিক ঐ সময়ে সেণ্ট আউষ্ট নগরের আর একটি দৃশ্য আমরা পাঠককে দেখাইব। ঐ দেখুন কুটীর মধ্যে একটি রমণী কতকগুলি ছেলে লইয়া বসিয়া আছে। ভগ্নকুটীরের শীর্ষভেদ করিয়া বারিরাশি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে পড়িতেছে; প্রবল বায়ু সংযোগে তাহারা মুহুর্মুহু কাঁপিতেছে; ভগ্ন শীর্ষপথে বজ্রের উজ্বল আলোকে তাহারা কাঁদিয়া উঠিতেছে; ছেলে গুলি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। কি ভীষণ! রমণীর ও শিশুগুলির সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্রের, অনাহারের কাল করাল রেখা। রমণী বজ্রালোকে সেই সন্তানগুলির মুখের দিকে চায়, তাহার দুই চক্ষু হইতে প্রবল বেগে অশ্রু ছুটিতে থাকে। রমণী সন্তানগুলিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে। যুক্তকরে শূন্য পানে দৃষ্টি করিয়া বলে—"ভগবান! তুমি একটিকে আশ্রয় দিয়াছ' তোমায় ধন্যবাদ। সেই সহৃদয়া রমণীকে ধন্যবাদ। প্রভু! এদের উপায় কি? পরমেশ্বর!" 'হু হু' করিয়া প্রবল ও শীতল বায়ু তাহাদের উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যর্থ।

আর্থার আসলি ঈষৎ হাস্যসহকারে, অতি কোমল, শান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ! আর্থার তোমাদেরই একজন। তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের স্নেহে লালিত, পালিত। সে আসলি অধীবাসীবৃন্দের পরম স্নেহের পাত্র। বন্ধুগণ! এই পৃথিবীর মধ্যে যদি আমার প্রকৃত আপনার জন কেহ থাকে ত সে তোমারা—আসলিবাসী। যদি আমার কোনো প্রিয়তম স্থান থাকে ত সে এই আসলি,—আমার জন্মভূমি, আমার কর্ম্মভুমি, মাতৃভূমি আসলি। যদি আমার কিছু ধন সম্পদ থাকে ত সে এই আসলি; সে তোমাদের স্নেহ; ভালোবাসা। তোমরা স্যার

তিনি আরও বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একখানি গাড়ী করিয়া লেডী আসলি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই,—এমন কি স্যার হ্যারী পর্য্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। লেডী আসলি সেই জনতার দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "আসলিবাসীগণ! তোমরা সকলে বোধ হয় আমায় চেনো না; শুন—আমি তোমাদের আসলির অধিপতি স্যার হ্যারীর পত্নী। আজ আমি প্রকাশ্যভাবে তোমাদের বলতে এসেছি যে, তোমরা মন্ত্রীসভার নির্ব্বাচনে কি এক জন উপযুক্ত সৎলোককে নির্ব্বাচিত কর্ত্তে চাও না? যে, তোমরা না ভেবে, মূর্খের মত আর্থারকে নির্ব্বাচিত কর্ত্তে যাচ্ছ?—ধিক!" সমবেত জনমণ্ডলী মধ্যে অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। স্যার হ্যারী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। লেডী আসলি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"তোমরা জানো যে স্যার হ্যারীর একটী পুত্র হয়েছিল। তোমরা শুনেছো যে বালক জলে ডুবে মরেছে। যে, সে একটী দুর্ঘটনা। কিন্তু শোন—আমি তার জননী।—আমি বলছি যে সে দুর্ঘটনা নয়—সে ইচ্ছাকৃত ঘটনা। তোমরা জানো—যে সেই বালকই আসলির ভাবী অধিপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছিলো।—তারপর উত্তরাধিকারীত্তের বিষম অন্তরায় বালকটিকে আর্থার জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছিলো!"—আবার নানারূপ ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। অনেকে প্রদীপ্ত নেত্রে আর্থারের পানে চাহিল।

"কিন্তু ধন্যবাদ! তার দুষ্ট অভিসন্ধি সফল হয় নাই। তার সে চেষ্টা বিফল। সে একটিকে সরিয়েছিল—কিন্তু স্যার হ্যারীর আর একটী পুত্র জন্মেছে! সেই তাঁর উত্তরাধিকারী। এই দেখো সে শিশু"—যান গবাক্ষে একটী ক্ষুদ্র শিশু রক্ষিত হইল।

উত্তেজিত কণ্ঠে লেডী আসলি বলিতে লাগিলেন—চাহো—ঐ শিশুর প্রতি। এখন—তোমরা ঐ হত্যাকারীকে 'ভোট' দিতে চাও? বলো—শিশুঘাতী নরাধমকে ভোট দিতে চাও? বলো—কার কি অভিপ্রায়! ঐ দেখো পাষণ্ড হত্যাকারী—অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। বলো—তোমাদের মত কি?

সকলে চীৎকার করিল—"দাও—স্যার হ্যারীর উত্তরাধিকারীকে ভোট দাও।"

সার্জ্জন গে বলিলেন—"বন্ধুগণ। আসলি অধিবাসীগণ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি তোমাদের সকল কথা বলি। যদি স্যার হ্যারীর পত্নীর অসম্মান না

শপথ করে বলতে পারি—যে, স্যার হ্যারীর পুত্র কর্ণেগি কল অসাবধানতা-বশতঃ খরস্রোতা নদীতে নিমজ্জিত হয়েছিলো। আমরা এ ঘটনায় যতটুকু জানি আর্থার তদপেক্ষা অধিক কিছু জানিতেন না। এখন—তোমরা আর্থারকে জানো—তাঁর নিষ্কলঙ্ক, উদার, নির্ভীক, সরল চরিত্রের কথা তোমরা অবগত আছো—তোমরা কি বিশ্বাস কর্ম্মে যে তিনি হত্যাকারী?"

"না, না। দাও—আর্থারকে———"

আবার গবাক্ষপথে লেডী আসলির জ্যোতির্ম্ময়ী দীপ্তমূর্ত্তি দৃশ্যমান হইল। সকলেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল।

গে'র চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

মিঃ আর্থার আসলি বিষন্ন অন্তঃকরণে, ক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আর্থার ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—সেই বাল্যকাল! সেই কৈশোর! যৌবনের প্রারম্ভে, এক অশুভক্ষণে লরেটার সহিত সাক্ষাৎ! কি সে অশুভমূহুর্ত্ত! কর্ণেগির সেই ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠস্বর এখনও তাঁহার কর্ণে নিনাদিত হইতেছিল—"প্রতিশোধ চাই।" আর্থার গৃহে ফিরিলেন।

স্যার হ্যারী—কি করিলেন? পাঠক পাঠিকা প্রশ্ন করিতে পারেন—স্যার হ্যারী কি করিলেন?

স্যার হ্যারী হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত সময়ে ফ্রান্স হইতে লেডী আসলির আগমনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। অধিকতর বিস্ময়ান্বিত হইলেন—এই নির্ব্বাচন সময়ে তাঁহার উপস্থিতিতে। তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। যখন ধীরে ধীরে জনতা অপসৃত হইল—স্যার হ্যারী আপন প্রাসাদে ফিরিয়া শিশু পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। নানার ক্রোড়ে শায়িত সন্তানকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন—"নানা, এই কি ফিলিপ?" "হাঁ মহাশয়।" "এই ফিলিপ রাএল?" "নিশ্চয়ই।" "তবে তুমি ইহাকে কিরূপ পালন কর্চ্ছ? কেন ইহার রং এত সাদা হয়ে গেছে? সে গোলাপী আভা কৈ? তার চক্ষুও বড় সুন্দর ছিল। তুমি—অপদার্থ অকর্ম্মণ্য নারী!"

যদি স্যার হ্যারী ঘৃনা ও বিরক্তিতে মুখ না ফিরাইতেন—তিনি স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারিতেন নানার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তার ঠোঁট দু'খানা কাঁপছে। নানা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই লেডী আসলি প্রবেশ করিয়া কোমল মধুর কণ্ঠে বলিলেন—"এমন কি পরিবর্ত্তন হইয়াছ যে তুমি চিন্তে পারো না?"

কিল মারিল। নানা পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"লেডী! আমায় ভালোবাসো—আমায় ভালোবাসো।"

* * * * * *

রাত্রি প্রভাত হইল। অনন্তকাল হইতে যেমন সে হইতেছিল, আজও তেমনি হাসিতে হাসিতে প্রভাত হইল। সেই বিহগ বিরাবিত, পুষ্পিত দ্রুম-লতা-আচ্ছাদিত মৃদুমন্দ সমীর বীজিত আসলিতে প্রভাত দেখা দিল। সবই সেই। বুঝি আর্থার সেই নয়। শুধু সেই নূতন। আজও তেমনি পূর্ব্বদিকচক্রবালে স্বর্ণরবি সমুদিত হইল। আজও তেমনি উষার মৃদুমন্দ সমীর বীজণে, বিহগ কল কণ্ঠে আসলি ধ্বনিত হইতে লাগিল। শুধু বুঝি আর্থার সেই নয়। আজ তাঁর চক্ষে জগৎ শ্রীহীন, মলিন; তাঁহার নিকট জীবন সুখহীন, ভারমাত্র। আর্থার ঔজ্জ্বল্যহীন দৃষ্টিপাত করিয়া নগরের প্রাচীরে লক্ষ্য করিলেন, অসংখ্য বৃহৎ কাগজে লেখা আছে—"সে হত্যাকারী। আ———খুনে, শিশু ঘাতক। সাবধান! তাকে নির্ব্বাচিত কোরো না।" আর্থার বক্ষঃস্থল চাপিয়া বসিয়া পড়িলেন।

* * * * * *

তারপর,—তিনি সেই দিনই সপরিবারে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। আসলি—চিরপরিচিত আসলির আধিবাসীগণ, সেই আজন্মের আবাস ভূমি আসলি—পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু—দুর্ভাগ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"তাই!"

সুখে হোক, দুঃখে হোক দিন যায়———থাকে না। সর্ব্বজয়ী কাল মানবের সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার কার্য্য করিতে আইসে, কার্য্যশেষে চলিয়া যায়।

অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আর্থার আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার 'লিনডেন'—ক্ষুদ্র গৃহ তালা বন্ধ রহিয়াছে। পরচর্চ্চা পরায়ণ মানব তাহার দিকে চাহিয়া কত কথা কহিয়া থাকে। তাহাদের দোষ কি?—স্বভাব!

একদিন ডিসেম্বরের অপরাহ্নে এডওয়ার্ড গে' তাঁহার ডিস্পেন্সারীতে বসিয়া

নিবিষ্ট চিত্তে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—বাবা একবার উঠিলে হয়!—সে দু'চারিটা বড়ী টপ্ করিয়া গালে ফেলিয়া দেয়। তাই সে পিতার কার্য্যান্তরে গমন আশা করিয়া বসিয়াছিল।

গে'র সম্মুখে কাচের দ্বার বন্ধ ছিল। তিনি তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"জেমস্ দ্বার খুলে দাও—ঐ যে লোকটী আসছে আমি যেন উহাকে চিনি।" তুষারাবৃত রাস্তায় 'খট্ খট্' শব্দ করিতে করিতে এক ব্যক্তি সেই দিকেই আসিতেছিল। জেমস বলিল—ও কোন বুড়ো পথিক। বড়ী তৈরী দেখবে বলে আসছে। গে ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন—"যা বলিলাম করো।" জেমস্ অপ্রসন্নভাবে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

"এই যে নেড। কেমন আছো বন্ধু?" লোকটী ভিতরে প্রবেশ করিয়া গের হস্তমর্দ্দন করিল। পরে টুপি খুলিয়া বরফ কণা ঝাড়িতে লাগিল। পরে জিজ্ঞাসিল—"ভালো ত?" গে নিজ পার্শ্বস্থিত আসনে তাহাকে বসাইয়া বলিলেন—মন্দ নয়। দিন এক রকম কোরে যাচ্ছেই। তা মেজর হেন, তুমি এতদিন পরে—ওঃ আজ কতদিন পরে। আমরা ভেবেছিলাম আর কখনো তোমায় দেখতে পাবো না।"

"গে, আজ ৫ বৎসর পরে এসেছি। সেই স্যার হ্যারীকে ফ্রান্সের কালাজ্বর হতে তুলে নিয়ে এসেছিলাম। যাক।—তিনি ভালো আছেন ত?"

"না। তিনি আদৌ ভালো নন্। এই বড়ীগুলি তাঁরই জন্য।" জেমস্ এতক্ষণ মেজরের টুপি ঝাড়া বরফ কুড়াইতে ব্যস্ত ছিল। গে তাহাকে বলিলেন—"যশ। যাও—এ গুলি দিয়ে এসো। দেখো যেন রাস্তায় খেয়ে বোসো না।" জেমস প্রস্থান করিলে মেজর হেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"হেনরীর অসুখ কি?" "একটা নয়। তবে 'ড্রপসিই' প্রধান। তাঁর সময় অতি নিকট।" মেজরের প্রশান্ত বদনে বিষাদ রেখাঙ্কিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন—গে, সত্যই কি তিনি এত কঠিন রোগাক্রান্ত—?"

"হাঁ মেজর। আমি মিথ্যা বলি নাই।" মেজর হেন কিয়ৎকাল কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ পরে ঈষৎ হাস্য সহকারে প্রশ্ন করিলেন—আর আমাদের লেডি?" "তাঁর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। পীড়া তাঁকে ভয় কোরে চলে। যে দিন সে আর্থারের প্রতি প্রকাশ্য ভাবে অসৎ ব্যবহার কোরেছিল, তার জলমগ্ন পুত্রের মিথ্যা হত্যা অপবাদ চাপিয়ে আর্থারের নির্ব্বাচন বন্ধ

যদি আমি স্যার হ্যারী হতাম্ তৰ্ক্ষণেই এই দুষ্টা রমণীকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিতাম।"

"গে, জানো কর্ণেগি কলের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু রহস্য আছে ? সত্যই কি আর্থার—" বাধা দিয়া গে বলিলেন—মেজর হেন্, তুমি তা বিশ্বাস করো ?" "না, কিছুতেই না। যদি সে সরল, উদার, কোমল যুবকের সহিত পূর্ব্বে পরিচিত না হইতাম, হয়ত একদিন তা বিশ্বাস হোতে পার্ত্তো। কিন্তু তাকে দেখে, তার কথা শুনে আমি তার পিতা রাএলের মত মনুষ্যাকারে তাকে দেবতা জ্ঞান করি।"

সার্জ্জন গে কর্ণেগি কলের নিমজ্জন রহস্য যতদূর অবগত ছিলেন—বলিলেন। তৎপরে মেজর জিজ্ঞাসিলেন "স্যার হ্যারীর সন্তান এখন কয়টী ?" "সেই ব্লাঞ্চি, আর সেই শিশু যে ফ্রান্সে জন্মেছিলো।—ফিলিপ রাএল। আমরা সে দিন তাকে দেখলাম—যেদিন লেডী আসলি হঠাৎ এসে আর্থারকে হত্যাপরাধে অপরাধী কোরে জন সাধারণকে উত্তেজিত করে।"

"লেডী আসলি তখন এখানে ছিলেন না ?"

না, তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে সেদিন লণ্ডন হোতে এসে পড়েছিলেন।"

"আর আর্থার ?"

"সেই পিশাচির ষড়যন্ত্রে বিকল কাম হোয়ে তিনি লণ্ডনে চোলে যান।" "গে, যখন লেডী আসলি আর্থারকে অপমানিত কর্লে তখন কি সে সভায় স্যার হ্যারী উপস্থিত ছিলেন না ?"

"ছিলেন। বেশ শান্ত হোয়ে সে কথা গুলি শুনলেন। তাহার বিপক্ষে একটী কথাও কন্ নাই; একটী অঙ্গুলি উত্তোলন করেন নাই। মেজর, মানুষ যে এত পশু হোতে পারে তা জান্তাম না। প্রথমা স্ত্রীর সময় স্যার হ্যারী মানুষ ছিলেন, এখন এই দ্বিতীয়ার সময় তিনি পশু।" মেজর হেন্ কিয়ৎক্ষন চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন গে, আমার মনে হয় লেডী আসলির মনে আর্থারের বিরুদ্ধাচরনের কোনো গূঢ় কারন আছে। তুমি কিছু জানো ?"

"অতি সামান্য।"

"কি ?"

"জানি এই মাত্র যে, যখন লরেটা কর্ণেগি তার প্রথম রূপযৌবনের উন্মেষে প্রথম আসলিতে আসে —সে এই রূপবান যুবককে প্রেমের চক্ষে দেখে ছিলো। সে অন্তরে অন্তরে আর্থারকে খুব ভালো বেসেছিল, আর্থার তা জান্তে পেরেও তখন

প্রবাহিত, তখন একদিন সে আর্থার ও অ্যানার প্রণয় লক্ষ্য করে। হিংসায় জ্বলে উঠেছিল।"

মেজর হেন্ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন—"তবে আর্থার! তার ফলভোগ তোমায় কোর্ত্তেই হ'বে। নারীর প্রেম-প্রতিহিংসা বড় ভীষণ! বিশেষতঃ এই ভারতীয়া উগ্র রমণী!" মেজর আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন "গে! তোমার কাছে সকল কথা শুনে আমি স্থির থাকতে পাচ্ছি না! এখন বিদায়। আমি একবার আসলিতে যাই।" বলিয়া বিদায় হইলেন। চিন্তা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে আসলি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মেজর হেনের এই বৃদ্ধ বয়সেও কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল। তিনি সান্ধ্য সমীরণের সহিত মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতে চলিলেন "শেষের সে দিনে বন্ধু!—"

স্যার হ্যারীর প্রাসাদ উদ্যানে প্রবেশমাত্র একটি হৃষ্টপুষ্ট বালক আসিয়া মেজরকে অভিবাদন করিল। মেজর তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বালক! তোমার নাম?" সে ধীরে ধীরে উত্তর করিল "মাষ্টার আসলি।" তিনি সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন—স্যার হ্যারী কি তোমার দাদামহাশয়?" বালক বিরক্তভাবে উত্তর দিল—"না। তিনি আমার পিতা।" মেজর স্বগত কহিলেন—"হ'বে। গে' সংবাদ ঠিক অবগত নহেন।" প্রকাশ্যে বলিলেন—মাষ্টার আসলি তোমার পিতার কাছে চলো, আমি দেখা কর্ত্তে এসেছি।" মাষ্টার আসলি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্যার হ্যারীর কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইল। মেজর দেখিলেন শয্যার উপর একখানি জীর্ণ, কঙ্কালসারদেহ পড়িয়া আছে। তাঁহাকে দেখিলে স্যার হ্যারী বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। শয্যার জীর্ণমূর্ত্তি মেজরকে দেখিয়াই উঠিবার চেষ্টা করিল, লেডী আসলি বাধা দেওয়ায় পুনরায় শয়ন করিল। মেজর নীরবে আসিয়া বন্ধুর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধের মৃত্যুম্লানমুখে প্রসন্নতা প্রকটিত হইল। ধীরে ধীরে শান্তির ছায়া আসিয়া সেই কোটরগত চক্ষুদুটিকে অশ্রুপূর্ণ করিল। মেজর বন্ধুর হস্ত তুলিয়া লইয়া তাহা চুম্বন করিলেন। বৃদ্ধ শান্তস্বরে কহিলেন—আঃ।"

এই সময়ে মাষ্টার আসলি ও তাহার ভগ্নী ব্লাঙ্কি সেখানে আসিয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। মেজর ব্লাঙ্কিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "পাঁচবৎসর আগে এই বাড়ীতে একটি সুন্দরী বালিকা ছিল, যে মূহুর্ত্তমাত্র আমার চক্ষের অন্তরাল হইত না। যে আমাকে দেখিলেই কোলে উঠিয়া বারবার চুমা খাইত। সে ব্লাঙ্কি আজ কৈ?" ব্লাঙ্কি বিদ্রুপ বুঝিতে পারিয়া দৌড়িয়া মেজরের কোলের উপর বসিয়া তাহার

মেজর হেন তাহাকে বারম্বার চুম্বন করিলেন। তিনি এই ব্লাঞ্চিকে বড় ভালোবাসেন। এই স্বর্ণাভ, কুঞ্চিত কেশ সমন্বিতা সুন্দরী বালিকাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাহার কারণ লেডী আসলির গর্ভজাত হইলেও সে স্যার হ্যারীর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

তিনি স্যার হ্যারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যারী, তোমার অপর পুত্র কৈ?"

স্যার হ্যারী মাষ্টার আসলিকে দেখাইয়া দিলেন।

"না, না, ও নয়।" বালকের দিকে ফিরিয়া মেজর বলিলেন—"বালক, তোমার অন্য নাম কি?"

"ফিলিপ।"

"ফিলিপ?"

"হাঁ, মহাশয় ফিলিপ আসলি।"

স্যার হ্যারী বলিলেন—ফিলিপ রাএল আসলি। মেজর, মনে কোরে দেখো, তুমি আর আমি ঐ নামই তা'কে দিয়েছিলাম।

"না হ্যারী। তুমি পরিহাস কর্চ্ছ। যে শিশুকে আমি সেণ্ট আউষ্ট নগরের হোটেলে দেখি সে ফিলিপ কখনো—এ নয়।" বলিয়া মেজর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লেডী আসলি ও নানার পানে চাহিলেন। নানা ভয়চকিত নেত্রে কর্ত্রীর মুখের পানে চাহিল। কর্ত্রী একবার দীপ্ত নয়নে তাহাকে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাদের এ নীরব ঈঙ্গিত,—চোখের এ গুপ্ত দৃষ্টি মেজরের উজ্জ্বল নয়নদ্বয়কে অতিক্রম করিতে পারিল না।

লেডী আসলি ধীরভাবে বলিলেন—"মেজর, তুমি যখন একে দেখে ছিলে, সে মাত্র ছ'মাসের শিশু। তুমি কি তাকে বেশ স্মরণ কর্ত্তে পারো? আর শৈশবে যত পরিবর্ত্তন হয়—"

মেজর হেন ঈষৎ কঠিন স্বরে বলিলেন—স্বীকার করি, কিন্তু এত পরিবর্ত্তন! সে তোমার মত লাল ছিল, তার তোমার মত বড় বড় চোখ ছিল। এ সব যে কিছুই নাই। এও কি সম্ভব?"

লেডী আসলি বিরক্তিপূর্ণস্বরে কহিলেন—হাঁ, সে বদলে গেছে। জ্বরে ভোগার পর হ'তে সে এই রকম হয়ে গেছে।

"কিন্তু এই চক্ষুদ্বয়! এত ছোট ছোট আর বসা। তার চোখ দেখেছিলাম—তোমারই মত বড়। ভাসা। লেডী আসলি নিশ্চয়ই তোমরা পরিহাস কর্চ্ছ।

কোনো কথা বলি নাই। আমি ঠিক বলছি। ঐ ফিলিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে তুমি দেখতে পারো আমি তাকে রং মাখাই নাই। আর তুমি কি বলছো আমি কিছু জানি না।—তার উত্তর দিতে পারি না। এ নিয়ে তোমার তর্ক করা বৃথা। ঐ-ই ফিলিপ আসলি।"

মেজর হেন অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে স্যার হ্যারীর সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন লেডী আসলি কম্পমানা নানার হাত ধরিয়া সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মেজরের বঙ্কিম দৃষ্টি ইহাও লক্ষ্য করিল।

মেজর হেন এক জটিল ও প্রচ্ছন্ন রহস্যের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন।

'এ রহস্য রঙ্গমঞ্চের যবনিকা কি সরিবে না?'

চতুর্থ খণ্ড।

নির্ব্বান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছায়া।

এই মানব হৃদয়ের মত জটিল ব্যাপার বোধ হয় আর কিছু নাই। সে হৃদয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব ভাবের বিকাশ হয়। কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনায়, কোন্ দুরাশার মোহে কখন কোন্ ভাব ধারণ করে তাহা বলা সুকঠিন। কখনো সে হৃদয় পুষ্পবৎ কোমল, স্নেহ সিঞ্চিত, কখনো আবার লৌহবৎ কঠোর, নিষ্ঠুর; কখনো সে হৃদয় পৃথিবী শুদ্ধ জীবকে ভালোবাসিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে চায়; মানুষকে প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করে। আবার কখনো সেই হৃদয়ে ঘৃণা অবিশ্বাস প্রভৃতি সকল কুবৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠে। ইহা অবশ্যম্ভাবি। মানব হৃদয় কখন কোন ভাবে স্ফুরিত, কোন্ চিন্তায় নিবিষ্ট তাহা কে বলিতে পারে? গভীর রহস্য-জালাচ্ছাদিত মানব হৃদয় অজ্ঞাত, অচিন্তনীয়। সে হৃদয়ের ভাব সমূহ

যে মেজর হেন জন্মাবধি বিশ্বাস বলে সকল কার্য্যই করিয়াছেন ; বিশ্বাস—যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ; কাহাকে অবিশ্বাস করিতে যাঁহার কোমল হৃদয় যন্ত্রনায় ব্যথিত হইত ; সামান্য সৈনিক হইতে সেই মন্ত্রোচালিত হইয়া অবশেষে সেনাদলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সন্দেহ যাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল, আজ তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। এই প্রথম,—সন্দেহের ব্যথা তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী শুদ্ধ দর্শকরূপে আসলির পূর্ব্বাপর ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন ; সংসারের ভালোমন্দের প্রতি যাঁহার উদাস দৃষ্টি সচরাচর পতিত হইত না, আজ তাঁহার হৃদয় এই সংসারের পথে নামিতে অগ্রসর হইল। আজ কোন্ প্রবৃত্তি তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহাকে সংসার পথের পথিক করিয়া তুলিল।

হয়ত, অনেকের মনে এটা অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু মেজর হেনের স্বভাব অতি ধীর, স্থির, শান্ত স্নেহশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ন ছিল। তিনি কর্ত্তব্যের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি স্যার হ্যারীর আবাল্য বন্ধু। এটা কি একান্তই অনধিকার চর্চ্চা ?

হেন কর্ত্তব্য বাছিয়া লইলেন। তাঁহার স্বভাবতঃ শান্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টি-শ্রী-শোভিত নেত্রে কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল।

তিনি সার্জ্জন গের নিকট আসিয়া বসিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন "নেড, কালো ছেলে সাদা হয়, কখনো দেখেছো ? না শুনেছো ?" নেড গম্ভীরভাবে বলিলেন "হুঁ; অনেক। সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। যদিও আমি তা কর্ত্তে দেখি নাই।"

"আচ্ছা।—মনে পড়ে সেই কর্ণেগি কলের নাম করণের দিন আমি হঠাৎ আসলিতে এসে পড়ি; সেই রাস্তায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই যে ছেলেটিকে দেখেছিলাম, কালো চোখ, গাঢ় রং, যদি সে কর্ণেগি বেঁচে থাকতো সে কি কখনো সাদা হ'য়ে যেতো ? তার ছোট চোখ ও রং কটা হোত ?"

"তাও কি কখনো হয় ? অসম্ভব ! আমি একদিন কথায় কথায় লেডী আসলিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁর এই শেষ ছেলেটিকে দেখে বল্লাম যে, "বোধ হয় ফ্রান্সে কেহ নিজের ছেলেটিকে চুরী কোরে বদলে এইটি দিয়ে গেছে।" তার কারনও দেখালাম যে, কর্ণেগি হ'য়েছিলো লেডীর মত, ব্লাঙ্কিত স্যার হ্যারীর অনুরূপ। কিন্তু আশ্চর্য্য এইটি এ সংসারের, এ দেশের কারও মত নয়।" উঃ !

করিয়া বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল "স্যার আসলি সার্জ্জন গে'কে ডাকছেন।" বিনা বাক্যব্যয়ে গে ভৃত্যের অনুসরণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিষাদাপ্লুতস্বরে কহিলেন "হেন! শীঘ্রই আমরা ফিলিপকে আসলির অধিপতিরূপে পাইব। স্যার হ্যারীর সময় নিকট।" "সময় নিকট?" "হাঁ, রাত্রের অবস্থা বেশ ভালো বোধ হো'ল না। তুমি তাঁর কাছে যাও। তিনি তোমার অপেক্ষা কর্চ্ছেন।" দ্রুত পদে হেন্ প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধূমায়িত।

স্যার হ্যারী শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। মেজর হেন কক্ষমধ্যে আসিলে তিনি তাঁহাকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মেজর তাঁহার মস্তকে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসিলেন "হ্যারী! বন্ধু তুমি কি খুব অসুস্থতা বোধ কর্চ্ছো?"

"হাঁ ভাই, বড় অসুখ। মনে হয়, রাত্রি যেন আর না আসে। কাল রাত্রি! বড় যন্ত্রনা।"

"হ্যারী! তুমি কি কোনো ভালো চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করেছিলে?" "হাঁ ষ্টপটনের এক প্রথিত যশাঃ চিকিৎসককে নিযুক্ত করেছিলাম। তার দ্বারা কোন উপকার হয় নাই। গে' আমার অনেক ভালো করেছে।"

"হাঃ, গে! তোমার রোগের চিকিৎসা তার বিদ্যাতীত। যাক্। হ্যারী! তুমি কি উইল প্রস্তুত করিয়েছো?"—"না।"

বিস্ময় পূর্ণস্বরে মেজর বলিলেন "সে কি? কেন করো নাই? তোমার নাবালক সন্তান, তাদের ব্যবস্থা করা উচিৎ।"

"জানি—উচিৎ। যেদিন একটু ভালো থাকবো—কর্ব্বো। হেন। আমার ভগ্নী লেডী পোপ বলতো আমার প্রধান দোষ, আমি বড় অসাবধানী।"

"মানুষ মাত্রেই দোষ আছে। স্বাভাবিক দোষশূন্য হ'য়ে কেহই এ পৃথিবীতে আসে না। কিন্তু নিজ নিজ কর্ত্তব্যদ্বারা যতটুকু সম্ভব তা খণ্ডন করা সকলেরই উচিৎ কার্য্য।"

স্যার হ্যারী কিয়ৎক্ষণপরে উপাধান হইতে মস্তকোত্তলন করিয়া বলিলেন "ফিলিপ, আমার নাবালক সন্তানদের জন্য তোমায় অভিভাবক নিযুক্ত কর্ত্তে চাই।"

"কিন্তু আমি তা কর্ব্বো না।"

স্যার হ্যারী হেনের হস্তদ্বয় স্বীয় বক্ষোপরি চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুভারাণত নেত্রে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন "কেন কর্ব্বে না? ফিলিপ! আমাদের জীবনের প্রারম্ভ হোতে স্মরণ করে বলো—কর্ব্বে কি না?

মেজর ভাবিয়া বলিলেন "তা হ'লেও একা;—আর এক জনের আবশ্যক!"

"হাঁ। তাও আমি ঠিক করেছি। মিঃ আর্থার আসলি দ্বিতীয় অভিভাবক।"

মেজর লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন "সে কি? তোমার স্ত্রী তো তাতে অসন্তুষ্ট হ'বেন। আমার মনে হয়—তিনি আর্থারকে আদৌ পছন্দ করেন না।"

"জানি। তবু সে সৎ, সরল ও জ্ঞানী যুবক। হেন, আর্থারের প্রতি আমার বিশ্বাস ও সম্মান রক্ষার জন্যই আমি তাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত কর্ব্ব।" তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বাষ্পপূর্ণস্বরে বলিলেন "কিন্তু যা শুনছি যদি সত্য হয়, আর্থার আমার পরে বেশী দিন বাঁচবে না।"

"ঈশ্বর না করুন; যদি তাই হয় কে এ কায কর্ব্বে?"

"তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাএল।"

"যদি তাই হয়, তোমার এ প্রাসাদে কে বাস কর্ব্বে? তোমার বিধবা?"

"না, রাএল ও তার অভিভাবিকা জননী অ্যানা। ঈশ্বর করুন এ সব যেন না হয়। কিন্তু হেন! তুমি ঐ সুস্থ ও সবল দেহ ফিলিপের মৃত্যু ভেবে এ সব কথা বলছো?"

"ভাবি নাই। তবে অসম্ভব নয়! হ্যারী! তুমি কি ফিলিপের আকৃতির অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিলে?"

"হাঁ, আমিও একদিন তোমার মত আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম সেণ্ট আউষ্টে যখন ফিলিপকে দেখি তখন সে অতি ক্ষুদ্র। আমারও শরীর অসুস্থ ছিল। ভাবলাম—হয়ত আমারই ভুল।"

উভয়েই অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। হেন সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন—"হল, তুমি আর্থারের প্রতি অবিচার করিও না। যা হোয়ে গেছে তার উপর হাত নাই। কিন্তু এখন স্ত্রীর কথায় তার প্রতি অসদ্ব্যবহার কোরো না।"

"ভাই, তখন আমার মতিস্থির ছিল না। জ্ঞান প্রাপ্ত হোয়ে আমি আর্থারের প্রতি আমার উচ্চ ধারণা সকলের নিকট ব্যক্ত করেছি।"

হ্যারী।—না, আদৌ ভালো নয়। তবে আমি তাকে রেখে যাবো। আর তার জন্যই আমার উইল করার বিশেষ ইচ্ছা।”

হেন।—“তুমি কি তাকে কিছু দিয়ে যাবে?”

“হেন, হেন, আমায় তোলো।”—অতি ক্লিষ্ট ও ক্ষীণস্বরে স্যার হ্যারী বন্ধুকে ডাকিলেন। হেন তাঁহার মস্তক তুলিয়া উপাধানে রক্ষা করিলেন। স্যার হ্যারী বলিলেন—আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'বার উপক্রম হচ্ছে। শীঘ্র গে'কে খপর দাও।

তৎক্ষণাৎ ভৃত্য প্রেরিত হইল। মেজর বন্ধুর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

স্যার হ্যারী ক্ষণে ক্ষণে শুধু শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। আত্মগ্লানি বিদগ্ধ অনুতাপ জর্জ্জরিত স্যার হ্যারী আজ অতীতের কথা ভাবিয়া শিহরিতেছিলেন। অতীতে তাঁহার উজ্জল দৃষ্টিতে যাহা নন্দনের মন্দার বোধ হইয়াছিল, আজ তাহা এই জরাজীর্ণ চক্ষে নরকের পাপ প্রসূণ বলিয়া বোধ হইল। সুধাভ্রমে যাহা আকণ্ঠপান করিয়াছিলেন, বুঝিলেন তাহা গরলমাত্র। ভ্রম ঘুচিল! কিন্তু বড় বিলম্বে। তবু প্রতিকার চেষ্টায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

ক্রমে রজনী আরো গভীর হইল। রোগীর চাঞ্চল্যও যেন বর্দ্ধিত হইল। সে সময় বাহিরে বৃষ্টির শব্দ ও ঝড়ের হুহুঙ্কার শ্রুত হইতে লাগিল। রোগ যাতনা-কাতর বন্ধুর শিয়রে উদ্বেগাকুল হৃদয়ে মেজর বসিয়া রহিলেন।

গে' ও একজন ডাক্তার আসিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া উভয়েরই মুখ বিষন্ন হইল। তাঁহাদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

এ সময় লেডী আসলি কোথায়? স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া ত তিনি সেবা করিতেছেন না? কৈ, স্বামীর এ আসন্নসময়ে তিনি কাঁদিতেছেন—কৈ? কোথায় লেডী?

গে তাঁহার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—পর্য্যাঙ্কোপরি দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় লেডী আসলি অকাতরে নিদ্রিতা রহিয়াছেন। বাহিরে প্রকৃতির সেই ভীষন কোলাহল, আর অপর কক্ষে স্বামীর রোগ যন্ত্রনার আর্ত্তনাদ, কিছুতেই তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে না। নীরবে, নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিতা! উদ্বেগ নাই; চিন্তা নাই!—হায় নারী! কি তুমি?

অতি কষ্টে রাত্রি কাটিল। প্রভাতে স্যার হ্যারী উইল প্রস্তুত করাইবার জন্য

বহির্দ্দেশে হেন প্রহরায় রহিলেন। এমন সময়, লেডী আসলি ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলে মেজর বাধা দিয়া বলিলেন—"স্যার হ্যারী উকীলদের দ্বারা উইল প্রস্তুত করাইতেছেন এখন কাহারো প্রবেশানুমতি নাই। কিঞ্চিত অপেক্ষা করুন। শীঘ্রই কার্য্য শেষ হইবে।" অগত্যা লেডী আসলি দূরে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার এক গুয়েমি মেজরের নিকট পরাজিত হইল। কিয়ৎকাল বিলম্বে উকীলদ্বয় বাহিরে আসিলে দ্বার মুক্ত হইল। মেজর হেন ও লেডী আসলি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। লেডী অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন "স্যার হ্যারী। আমায় দ্বারে বাধা দেওয়া হ'য়েছিল কেন ?"

"প্রিয়ে, আমি শ্রেষ্টককে তোমার ও পুত্রকন্যার বিষয় পরামর্শ দিচ্ছিলাম।"

"কি স্থির হো'ল ?"

স্যার হ্যারী হেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ফিলিপ! উইলের মর্ম্ম শুনাইয়ে দাও।"

মেজর হেন উইলের মর্ম্ম বিবৃত করিতে লাগিলেন। হঠাৎ মধ্যপথে বাধা দিয়া লেডী বলিলেন "অভিভাবকের কোন প্রয়োজন নাই। আমি আমার পুত্রকন্যার উপযুক্ত অভিভাবক।"

হেন।—নিশ্চয়ই। তুমি তাদের মা। কিন্তু তাদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষনের জন্য অন্য অভিভাবক প্রয়োজন।

লেডী। কে সে অভিভাবক ?"

হেন। দুঃখের বিষয়, আমি ও মিঃ আর্থার আসলি।"

লেডী আসলির কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পরুষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"কে তোমাদের সে ক্ষমতা দিয়াছে ?"

মেজর হাস্যমুখে কহিলেন "যাহার সে ক্ষমতা আছে। স্যার হ্যারী সে ক্ষমতা দিয়াছেন।"

স্বামীর দিকে ফিরিয়া লেডী আসলি বলিলেন—"স্যার হ্যারী। এ অসম্ভব। তুমি আমার অমতে এরূপ কর্ত্তে পারো না। মেজর হেন অভিভাবক হ'লে প্রায়ই আমাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'বে। কিন্তু আর্থার। সে কখনই আমার বা আমার সন্তানদের অভিভাবক হ'তে পারো না। কখন না। কিছুতে না।"

স্যার হ্যারী কাতর কণ্ঠে কহিলেন "থাম লরেটা! আমি এই শেষ কয়েকবৎসর আর্থারের প্রতি বড়ই অবিচার করেছি। তার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা করেছি।

দুঃখিত হ'য়ো না। তোমার ও ব্লাঞ্চির জন্য আমি যা রেখেছি—যথেষ্ট! আর ফিলিপ সাবালক হ'লে সে আমাপেক্ষাও ধনী হ'বে।"

লেডী আসলির কর্ণে এ কথাগুলি কেমন বেসুরো বাজিয়া উঠিল। তিনি উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন "তবে কি তুমি আর্থারকে টাকা দিয়ে যাচ্ছো?"

"যৎসামান্য! লরেটা—নামমাত্র!" পরে হেনের দিকে ফিরিয়া স্যার হ্যারী বলিলেন "হেন, সুহৃৎ, প্রিয়তম আমার! কাছে এসো বসো। জীবনের শেষ অংশ বড় অশান্তিতে কেটেছে। শান্তি পাই নাই। আজ এই শেষ মুহূর্ত্তে বন্ধু, তুমি আমার প্রাণে শান্তি সুধা ঢেলে দাও।" মেজর পার্শ্বে বসিলেন। লেডী এখনো রাগে ফুলিতেছিলেন। দৃঢ় স্বরে কহিলেন—স্যার হ্যারী! তুমি এই উইল বদলাও —বাতিল করো।"

"না, লরেটা, আমার জ্ঞানকৃত উইল আমি বদলাতে পারি না। গ্রেষ্টক এলেই তাতে সই কর্ব্ব। ইহাই বলবৎ রহিবে।"

লেডী আসলির দৃপ্ত নেত্রে বিদ্রোহ জ্বালা ফুটিয়া উঠিল। মেজর হেন তাহা লক্ষ্য করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন—কি ভীষণ!' লেডী আসলি সদর্পে কক্ষত্যাগ করিলেন।

* * * * * *

সেই দিন অপরাহ্নে মিঃ গ্রেষ্টক উইল লইয়া আসিলেন। মিঃ মার্শ ও স্কয়ার প্রাউট আসিলেন—সাক্ষী হইবেন। উইলখানি বিস্তৃত করিয়া স্যার হ্যারীর দৃষ্টিতলে ধরা হইল। তিনি বলিলেন—"গ্রেষ্টক্। যেখানটা আর্থারের বিষয় লিখিত আছে, সেই খানটা একবার পড়ো ত। আমার সাক্ষাতে আমার বন্ধুগণ তা' শুনুন।" গ্রেষ্টক পড়িতে লাগিলেন।

"যে হেতু আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ আর্থার আসলির প্রতি এক মিথ্যা ও নিষ্ঠুর হত্যাপরাধ দেওয়া হ'য়েছিলো, যে তিনিই আমার পুত্রকে হত্যা করেন। আজ আমি আমার কৃত এই শেষ উইল, ও দান পত্রে দৃঢ় ভাবে উল্লেখ করিতেছি যে তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমি সে অপবাদ কখনো বিশ্বাস করি নাই। আমি অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে, সে সময় আমারই ভ্রমক্রমে সে দারুণ মিথ্যা অপবাদ তাঁহার শিরে পতিত হইয়াছিল। জলমগ্ন কর্ণেগি নিজ দোষেই খরস্রোতা নদীতে নিমজ্জিত হইয়াছিল। আর্থারের তাহাতে কোন দোষ

"থাক, আর দরকার নাই।" তিনি যথারীতি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া, করযোড়ে, উর্দ্ধমুখে চাহিয়া বলিলেন—"পরমেশ্বর। ধন্যবাদ!—যে তুমি আমার অসাবধানতার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলে। তোমায় শত ধন্যবাদ!"

গ্রেষ্টক সেই উইলখানি ভাঁজ করিতেছেন হঠাৎ খাটের নিম্ন হইতে লেডী আসলি বাহির হইয়া অতর্কিত ভাবে তাহা তাঁহার হাত হইতে সবলে কাড়িয়া লইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"স্যার হ্যারী! তোমার উইল!—এই লও। বহু পূর্ব্বেই বলি নাই, যে আর্থার আমার ছেলেদের অভিভাবক হ'তে পারে না। তাদের প্রাপ্য টাকার ভাগও সে পেতে পারে না। তোমার উইলের পরিণাম এই—" বলিয়া উইলখানিকে শতখণ্ড করিয়া অগ্নিকুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া জলন্ত দৃষ্টিতে, কঠোরস্বরে কহিলেন "আজ তোমার উইলের যে দশা হইল, পারি ত কালে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের ওই দশা কর্ব্ব।" তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইলেন। স্যার হ্যারী মৃদুস্বরে বলিলেন "তোমরা আমার শেষ ইচ্ছা অবগত আছো—সেই মতো কার্য্য করিও।"

মিঃ গ্রেষ্টক বলিলেন—ঐ ছিন্ন উইলের নকল আমার কার্য্যালয়ে আছে আমি লইয়া আসিতেছি, আপনি স্বাক্ষর করিলে তাহা সম্পূর্ণ বলবৎ হইবে।"

"যাও, যাও, শীঘ্র আনো।" গ্রেষ্টক ছুটিলেন।

স্যার হ্যারী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। চাঞ্চল্য বড়ই প্রবল। মুহূর্ত্ত পরেই বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র শেষ আস্ফালন করিয়া স্থির হইল। তিনি অস্পষ্টস্বরে কি বলিলেন। মেজর হেন তাঁহার মুখের কাছে নত হইয়া কেবল "আর্থার—ভগবান"—স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। বন্ধুর তপ্ত শবদেহ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন—"হল।"

কি শোচনীয় মৃত্যু! কি আকস্মিক!

দ্বিতীয় উইল স্বাক্ষরিত হইল না। পূর্ব্বেই বৃদ্ধের জরাজীর্ণ দেহ মরণের কোলে এলাইয়া পড়িল। পাঁচ মিনিটে সব শেষ হইল।

* * * * *

এই সময় লেডী আসলি পুনঃ প্রবেশ করিয়া দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়নযুগল প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"মেজর হেন! তোমাদের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল। আমার পুত্র স্যার ফিলিপ আসলি। আর আমি লেডী আসলি—স্বাধীনা!"

হেন কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার দীর্ণ হৃদয় হইতে গভীরতম যাতনায় আর্ত্তনাদ উঠিল—"হল!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মায়ের মেয়ে।

অল্পদিন মধ্যেই আসলির অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দরিদ্র প্রজাদিগের প্রতি স্থানান্তরে যাইবার আদেশ প্রদত্ত হইল ; পেন্‌সান্ ভোগীদের বৃত্তি বন্ধ হইল ; পরিশ্রমিদের প্রতি শুল্ক বসিল ; পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য সমুহ বিতাড়িত হইল ; সেই সকল স্থানে, নূতন কর্ম্মচারি নিযুক্ত হইল। উপকারি বন্ধু গ্রেইকের পরিবর্ত্তে রিচার্ড ষ্টর্ম উকিল নিযুক্ত হইলেন। আসলিতে প্রচণ্ড বিক্রমে ঝড় উঠিল। দিগন্তে হাহাকার ধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই ভয়ার্ত্ত হইল। কখন কাহার উপর কি আদেশ প্রচারিত হয়। সুখ, সমৃদ্ধিশালী আসলি নগরিকে চারি পাঁচ মাস মধ্যে এই বিশৃঙ্খলতা, এই উচ্ছৃঙ্খলতা ছাইয়া ফেলিল।

আমাদের পুর্ব্ব পরিচিত ও স্যার হ্যারীর অন্তিম কালের বন্ধু প্রায় সকলেরই উপর কোন কোন কঠিন আজ্ঞা প্রচারিত হইল।

এক দিন লেডী আসলি মিঃ গে'কে, ডাকিতে পাঠাইলেন—তাঁহার অসুখ হইয়াছে। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জানাইল 'লেডির অসুখে তিনি আসিবেন না।'

'যদি ব্লাঞ্চির বা ফিলিপের অসুখ হয়—তৎক্ষণাৎ আসিবেন। নচেৎ নয়।' শুনিয়া লেডী আসলির সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তৎক্ষণাৎ উকিল ডাকাইয়া বিজ্ঞাপন দিলেন—গে এই মুহুর্ত্তে, আস্‌লি নগরী ও তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।" উত্তরে এবারও গে তাঁহাকে বিশেষ রূপে অপমানিত করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার চারি বৎসরের মেয়াদ আছে। সেই সময় পুর্ণ না হইলে তিনি লেডীর আদেশ গ্রাহ্য করিবেন না। উপরন্তু তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে, লেডী যদি জীবিত থাকেন ও আস্‌লি তাঁহার অধিকার ভুক্ত থাকে—তিনি তখন যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" লেডী আস্‌লি রুদ্ধ বিক্রমে নিস্ফল গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সকল নিষ্ঠুর ঘটনা-চক্রের মধ্যে পড়িয়া একটী ক্ষুদ্র হৃদয় সর্ব্বদাই কাতর ক্রন্দন করিত। যন্ত্রনায় অধীর হইত। সে তরুণ হৃদয় দারুণ ব্যথায় ব্যথিত হইতে লাগিল।—সে ব্লাঞ্চি। একে সে পিতার আদরিনী কন্যা ছিল। সেই স্নেহময় পিতার অন্তর্ধান, তদুপরি দীন দরিদ্র আতুরের প্রতি জননার এইরূপ কঠোর ও নির্ম্মম ব্যবহার। সে কত দিন চিন্তা করিয়াছে—কিন্তু কোন উপায়ই

তাই কাঁদে সে। ভয়ে জননীকে কিছু বলিতে পারে না। তার ভাই স্যার ফিলিপ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুক লইয়াই ব্যস্ত। সে ভাবে পৃথিবীতে কি কেহ নাই যে আমার দুঃখে সমদুঃখী হয়? কেহই নাই যে এই দীন দরিদ্রদিগকে অভয় দান করে? এমন কি কেহই নাই? হায়! আজ যদি আর্থার এখানে থাকিতেন!—তাহার রক্তাক্ত কপোল বহিয়া উৎসমুক্ত বারিধারার মত অশ্রু ঝরিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করে। এক দিন অপরাহ্নকালে লেডী আস্‌লি, পুত্র কন্যাসহ যানারোহনে ভ্রমনে বহির্গত হইলেন। ব্লাঞ্চি রাস্তার দুইধারে চাহিয়া দেখিল—পথিক ভয়ত্রস্ত নেত্রে তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে। আগেও দেখিত, আজও দেখিতেছে। কিন্তু বালিকা বুঝিতে পারিল, সে দৃষ্টিতে আর এ দৃষ্টিতে কত প্রভেদ! সে পিতার প্রতি সন্তানের স্নেহময় দৃষ্টি,—আর এ ব্যাঘ্রের প্রতি ছাগ শিশুর ভয়াকুল দৃষ্টি। সে রক্ষকের প্রতি আশ্রিতের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি, আর এ অত্যাচারীর প্রতি প্রপীড়িতের কাতর করুণ দৃষ্টি। বালিকা দেখিতে দেখিতে চলিল সেই সুন্দর লতা পুষ্পাচ্ছাদিত ও বহু অট্টালিকা পরিশোভিত আস্‌লি নগরী; সেই প্রদোষের স্নিগ্ধ সমীরণ; সেই বিস্তৃতকায় ওক্ বৃক্ষ; কোকিলের সেই মধুর কূজন! রবিকরোজ্জ্বল নীল নভো মণ্ডল—সব সেই। হায়! তবু কেন ব্লাঞ্চি স্থির হইতে পারে না?

যখন পাহাড়ের গায়ে ধীরে ধীরে গাড়ি উঠিতেছিল—একটী অতিবৃদ্ধা রমণী ভিতরের দিকে চাহিয়া লেডী আস্‌লিকে অভিবাদন করিল।

প্রথমে লেডী আস্‌লি গর্ব্বভরে সেদিকে লক্ষ্য করেন নাই। আবার তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে কি ভাব উদিত হওয়ায় গাড়ী থামাইতে বলিলেন। বৃদ্ধা অন্য এক ব্যক্তির স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে কহিল—"লেডী আসলি! আমার প্রতি এ নির্ম্মম আজ্ঞা কেন দিয়াছেন?"

লেডী। তোমার বৃত্তি আমি দিব না। আমার নাবালক সন্তানদের বঞ্চিত করিয়া কতকগুলা অকর্ম্মণ্য জীবকে বৃত্তি যোগাইতে পারি না।" বৃদ্ধা কাতরভাবে বলিল—"আর কত দিন? একশত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর এখন এ ভগ্ন ও শীর্ণ দেহ লইয়া ত খাটিতে পারি না। জীবনের শেষ মূহুর্ত্তে আমাকে কষ্ট দিও না। জীবনে বড় সুখে ছিলাম।" "তা জানি। কতকগুলা স্কট, মিথ্যা হেঁয়ালী নিয়ে বর্দ্ধিত হয়েছো। হ্যানা! এ বালককে চিন্তে পারো?" হ্যানা কিছুক্ষণ বালককে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "আসলি অন্তর্ভুক্ত নয়।" "কি?" "রাগ কোরো না। আমি বলছি যে এ আস্‌লি পরিবারের মত নয়। ঈশ্বরের বিভিন্ন সৃষ্টি!" লেডী আসলি বলিলেন—"ঐ বালকই স্যার ফিলিপ আস্‌লি। হ্যানা,

তুমি না একদিন বলেছিলে স্যার রাএল আসলি আসলির অধিশ্বর হইবে। বলেছিলে না।" "হাঁ বলেছিলাম, সত্য! এখনও বলছি যে স্যার রাএলই আসলির প্রকৃত ভাবী অধিশ্বর। স্যার ফিলিপ যা বলছো, যদি সত্য হয় টিকবে না। স্যার রাএলই—"লেডী আসলি রোষ কষায়িত লোচনে তাহার প্রতি চাহিয়া কুকুর লেলাইয়া দিলেন—"ট্রপ! ধরো ওকে। ধরো, কামড়াও, মারো—স্পর্দ্ধা ওর!—যাও—হিস্-স্-স্-স্ লোঃ"—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ট্রপ হ্যানাকে আক্রমন করিল।

চকিতে, হ্যানাকে আঘাত করিবার পূর্ব্বেই, ব্লাঞ্চি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আগুলিয়া দাঁড়াইল। আজ্ঞাবাহি কুকুর ব্লাঞ্চির গলদেশ কামড়াইয়া ধরিল। সে তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হ্যানাকে সরাইয়া দিল। লেডী আসলি ট্রপকে ডাকিয়া লইলেন।

ব্লাঞ্চি হ্যানার কম্পিত হস্তদ্বয় নিজ হস্তমধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল—"হ্যানা! তুমি দুঃখ কোরো না। আমি যখন বড় হবো, আমার যখন নিজের টাকা হ'বে, আমি তোমায় দিব। ঈশ্বর সাক্ষী, নিশ্চয় দিব। আমার স্বর্গগত পিতা তোমায় স্নেহ কর্ত্তেন, টাকা দিতেন—আমিও দিব।" বৃদ্ধা সাশ্রনয়নে, কৃতজ্ঞ চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল—"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আর—যাহারা আমার এ দুরাবস্থাতেও সন্তুষ্ট নয়,—অপকার কর্ত্তে চায়—জগদীশ্বর! তুমি তাদের বিচার কোরো।"

লেডী আসলি কন্যাকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন—"আবার যদি তুমি অমন করো তোমার প্রহার কর্ব্ব। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথা কহাও তোমাদের উচিৎ নয়।" ব্লাঞ্চি নীরবে রহিল।

লেডী আসলি। এই তোমার কন্যা!

আবার সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। লেডী একবার সগর্ব্ব দৃষ্টিতে কম্পিত-কায়া হ্যানাকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রুকুটি করিলেন।

পরমেশ্বর! পাপকে এমন উজ্জ্বল কোরো সৃষ্টি কোরেছিলে কেন—প্রভু?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দাহন।

চিরপরিবর্ত্তনশীল কালের সাহায্যে ক্রমে মানবের সুখ, দুঃখ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঝঞ্ঝাবাতে তরুর শাখা ভগ্ন হয় আবার নূতন শাখা পল্লবে সে ভগ্নস্থান

এই উইলের পরিণাম—“বিধান”

পূরিত হয়। শোক দুঃখের স্মৃতি চিহ্ন বিলুপ্ত না হইলেও তাহার আতিশয্য থাকে না। যদি ভগবানের এমন বিধান না হইত, তবে এ পৃথিবীতে শোক, দুঃখে কয়জন মানব জীবিত থাকিত? পুত্রশোক, বন্ধুশোক, পিতৃমাতৃশোক মানব কি উপর্য্যুপরি সহিতে পারিত? দারিদ্রে দুঃখ, অর্থনাশে দুঃখ—এ সব কি মানব সহিতে পারিত? ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায় যেমন শরতের স্নিগ্ধ রবিকর ফুটিয়া উঠিয়া বিশ্ব হাসাইতে থাকে;—নীল নভোমণ্ডলে কিরণ বিকীর্ণ করিয়া যেমন প্রফুল্লতা ধারণ করে; শোক দুঃখের পরও মানব কালের সাহায্যে সেই রূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। সংসারের চিন্তা আবার তাহার প্রবল হইয়া উঠে। সে শোক দুঃখ ভুলিতে থাকে।

আজ কয়েকদিন হইতে আর্থার সপরিবারে 'লিনডেন', এ ফিরিয়া আসিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার এ প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না। অধিকন্তু, অনেকে বিস্মিত হইল। বিস্মিত হইবারই কথা। যে আর্থার লেডী আসলির উপদ্রবে আসলির সহিত সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, হঠাৎ সেই আর্থার লেডী আসলির আধিপত্যে আসিয়া বাস করিবেন—ইহা আশ্চর্য্যের কথা।

সার্জ্জন গে' একদিন লিনডেনে আসিয়া আর্থারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন—মিঃ আসলি! এখন কি কর্চ্ছো?" আর্থার উত্তর দিলেন—"যা করা উচিৎ। এক বৎসর ধরে' হৃদরোগে ভুগছি। এখনো সার্ত্তে পারি নাই।"

গে। তাই ত দেখছি। আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে তুমি এত পরিশ্রম কোরো না।"

আর্থার। গে। মুখে পরামর্শ দেওয়া যত সহজ, কার্য্যে তত নয়। আমার সম্বল সম্পত্তির মধ্যে 'থর্ণ ক্লিফের' সামান্য আয়।—আর এই ক্ষুদ্র বাড়ীখানি। যার একটি বৃহৎ সংসার প্রতিপালন কর্ত্তে হয়, তার পরিশ্রম না কর্লে চলে কিরূপে?"

গে। "তা জানি। কিন্তু এত পরিশ্রমে তোমার শরীর টিকবে না। এটা ভাবা উচিৎ।"

আর্থার। তাও ভেবেছি। সামান্য কয়দিনের জন্য একটু পরিশ্রম কর্চ্ছি। জানি যে এই দুঃখপূর্ণ, কালিমা লিপ্ত জীবন আমার শীঘ্রই দেহমুক্ত হ'বে। লোকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সহ্য করে আর্থার বেশী দিন আর এ পৃথিবীতে থাকিবে না। তাই লিনডেনে আমার জন্মভূমি, শৈশব সুখ-স্মৃতি-মণ্ডিত পবিত্র আসলিতে ফিরে এসেছি।" গে' বিষণ্ণভাবে বলিলেন—তুমি এখানে থাকলে সেরে উঠবে।

জন্য আর খরচ কমাবার জন্যই এসেছি।” তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সে হাস্যে এক করুণ বিষণ্ণ ভাব ব্যক্ত হইল। তিনি আবার বলিলেন—“গে শুনবে? আমার সংসারে এখন দুইটি ব্যতীত পরিচারক নাই। ছেলেদের দেখে এমন একটা লোক নাই। সংসারে পরিশ্রম করে আমার পত্নী অ্যানার দেহ কঙ্কালসার হইয়াছে।”

গে। আর্থার! তুমি জানো, স্যার হ্যারী তোমায় প্রায় পোঁচিশহাজার পাউণ্ড দান করে গেছেন। সে উইল ঐ দুষ্টা রমণী নষ্ট করেছে।” “জানি। আমি লেডী আসলির নিকট ঐ টাকা চাইব। যুক্তিমতে তা আমার প্রাপ্য।”

গে। তুমি তা পাবে না। তুমি জানো না, কি প্রবৃত্তিতে সে চালিত হয়। কি ঘৃণ্য কায তার? মেজর হেন আর তুমি স্যার হারীর নাবালক সন্তানদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলে, সেও ঐ রমণী অস্বীকার করে।”

আর্থার। ভালো কথা।—মেজর হেন কি এখানে আছেন?”

গে। না, তিনি স্যার হ্যারীর সমাধির পরদিনই এখান হইতে চলে গেছেন। যাবার সময় আমায় বলেছিলেন—‘যদি কখনো সত্যের, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে পারি, আসলিতে ফিরিব। যদি কখনো আর্থার ও তার পরিবারকে সুখী কর্ত্তে পারি—আবার হেনকে দেখিতে পাইবে। নতুবা আসলির নিকট—তোমাদের বিদায়।’ আর্থার! তিনি আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সে সময়ে তাঁহার চক্ষে বড় বেশী ঔজ্জল্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়াছি।”

আর্থার। তিনি কোথায় গিয়াছেন?

গে। তা জানি না। তাঁর কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে, বোধ হয় টিম্বাকটোয় কোনো কাযে গিয়াছেন।“

উভয়ে নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে আর্থার জিজ্ঞাসা করিলেন—“লেডী আসলি কখন সকলের সহিত সাক্ষাৎ করেন বলতে পারো?

গে। যাহাদের তিনি পছন্দ না করেন—তাহারা কোন সময়েই সাক্ষাৎ পায় না। সে দিন স্কয়ার প্রাউট সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। জানালায় দাঁড়াইয়া লেডী কহিলেন—‘তিনি গৃহে নাই।’ আর্থার তুমিও তাঁর সাক্ষাৎকার পাইবে না।”

আর্থার বলিলেন “হাঃ, হাঃ! আমি দেখা কর্ব্ব।”

গে। না, আর্থার। যেয়ো না। তাহার সহিত উত্তেজক কথাবার্ত্তায় তোমার

সুপ্রিয়া হীরামো'নকে শিকল খুলিয়া উড়াইয়া দিল।

শিশু প্রেস।

"কিছু না। আমি সাবধান হইব।" গে' আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে লেডী আসলি ভোজন কক্ষে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। লেডী ফিরিয়া চাহিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে, চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"একি সৌভাগ্য! আর্থার আসলি আমার কক্ষে? একি সত্য? এসো। বসো,—বসো।" পার্শ্বস্থ অপর আসনে আর্থার উপবেশন করিলেন।

আজ কতদিন পরে আর্থার তাঁহার শৈশবের লীলাস্থল এই বাটীতে উপবিষ্ট হইলেন। এই বাটীতে তাঁহার জন্ম। এইখানেই তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলেন—ভবিষ্যতে একদিন ইহার অধিশ্বর হইবেন। আর আজ! সঙ্কুচিত হৃদয়ে, ততোধিক সঙ্কুচিত পদে সেখানে পরমুখাপেক্ষী হইয়া আসিলেন। আর্থার নীরবে অবনতমুখে বসিয়া রহিলেন। লেডী আসলি হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিলেন "আর্থার! হঠাৎ আমার প্রতি এত অনুগ্রহ!" আর্থার বলিলেন—"আমার এখানে আগমন তোমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে নয়? হ'বারই কথা। আজ আমি আমার পিতৃব্যের গৃহে—" "এ গৃহ এখন আমার। তুমি ভেবেছিলে, আর্থার, যে একদিন ইহা তোমারই হইবে।"

"লেডী আসলি। আমি আজ তোমার কাছে অতীতের কোন কথার আন্দোলন কর্ত্তে আসি নাই।"

"ওঃ— তবে?"

"স্যার হ্যারী মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি উইল করেছিলেন—"

"না, কর্ব্বেন মতলব করেছিলেন। আমি কর্ত্তে দিই নাই।"

"আমি শুনেছি একখানা করেছিলেন, স্বাক্ষরও করেছিলেন।"

"এবং আমি তাহা—তাঁহার, আর সেই সকল মূর্খের সম্মুখে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়েছিলাম। তাহাদের সকল আশা ও দান খয়রাত-পত্র আমি অগ্নিমুখে ফেলে দিয়েছি। তারা তাদের ভিতর এক মূর্খ ও আর্থার আসলির হাতে আমার ও আমার সন্তানদের অভিভাবকত্ব দিয়েছিলো। তাদের ইচ্ছা ছিল, আমি তাদের অনুগ্রহাকাঙ্খিনী হ'য়ে থাকবো। কিন্তু আমি তাহা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছি। তুমি ত লরেটা কর্ণেগিকে অনেকদিন হ'তে জানো—তোমার কি বিশ্বাস হয় যে আমি তাদের ঐ সব সর্ত্ত মাথা পেতে নেবো?' আর্থার নীরবে লেডী আসলির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে বলিলেন—"শুনেছি, তিনি আমায়

"হাঁ, তাদের সেইরূপ কল্পনা ছিল বটে, কিন্তু তা নিষ্ফল।"

"নিষ্ফল কেন? তাহা আমারই প্রাপ্য!"

লেডী আসলি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

আর্থার ধীরে ধীরে বলিলেন "লেডী আসলি! আমার দুটো কথা আছে। শুনবে কি? পরিহাস না কোরে'—শুনবে কি?"

"কি—বল?"

"লেডী আসলি। আমার দিকে চেয়ে দেখো দেখি। ভালো কোরে দেখো। বুঝিতে পার্ব্বে যে শীঘ্রই আমায় এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে হ'বে। আমার পিতার মত হৃদরোগ হ'য়েছে। আমি আমার স্ত্রী ও পাঁচটি অপগণ্ড রেখে যাচ্ছি। তাদের জন্য দুর্ভাগা আমি—কোন সংস্থানই কোরে যেতে পারি নাই। যদি তুমি তোমার অতুল ধন সম্পদের ঐ তুচ্ছ অংশটুকু তাদের দাও— তাদের দারিদ্র্য মোচন হয়। তারা বাঁচতে পারে।—দেবে কি?"

লেডী আসলি ব্যঙ্গস্বরে প্রশ্ন করিলেন—কি সর্ত্তে তুমি তাহা চাহো, আর্থার?

আর্থার। ন্যায়ের সর্ত্তে;—সত্যের সর্ত্তে। আরো, লেডী আসলি তুমি জানো কি—যে তুমিই আমার জীবন নিষ্ফল কোরে দিয়েছো? আমি তার ক্ষতি পূরনের সর্ত্তে তোমার নিকট হ'তে আমারই প্রাপ্য অর্থ যাঞা করি।"

"কি?" তাঁহার মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন "কি?"

"যখন তুমি প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে সেই নিদারুণ, মর্ম্মন্তুদ অপবাদ প্রচারিত কর্লে।—জনসাধারণের হৃদয়ে আমার প্রতি ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বীজ বপন কোরে দিলে।—বল্লে যে, আমি তোমার পুত্রকে জলে ডুবিয়ে মেরেছি।—লেডী আসলি! এত বড় একটা মিথ্যা আমার ঘাড়ে নিঃসঙ্কোচে চাপিয়ে দিলে।—আবাল্য বন্ধুগণও আমায় অবিশ্বাস কর্লে—আমার হৃদয়ে মৃত্যু শেল বিদ্ধ হ'য়েছিলো। আমি দেশ ছেড়ে গেলাম। তুমি জানো সে অপবাদ মিথ্যা কিন্তু আমি তা সহ্য কর্ত্তে পারি নাই। আমার হৃদয় ভগ্ন হোয়েছে। আমি সুখ, শান্তি সব হারিয়েছি। জীবনের প্রারম্ভে, আমার সকল আশা-ভরসা-উন্নতির মূলে তুমি সবলে কুঠারাঘাত করেছো। সেই হ'তে আমি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ কর্চ্ছি। যদি জান্তে, যদি বুঝতে—আমার সে কি যন্ত্রণা, সে কি কঠোর ব্যথা!—যাক্ সে কথা। চিরদিনের জন্য লুপ্ত হোক। লেডী আসলি, পূর্ব্ব কথা ভুলে যাও। আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমার দয়ার প্রার্থী। তুমি আমার পরিত্যক্ত সংসারের কথা ভেবে দয়া

আজ তোমার নিকট হাত পেতেছি। যদি ইচ্ছা হয়—তুমি আমার মৃত্যুর পর তা'দের দিও।"

"আর্থার! তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে।"

"এত নির্দ্দয়া কি তুমি,—লেডী আসলি?"

"আর্থার! দয়ার কথা বলছো;—বল দেখি, আমাদের উভয়ের মধ্যে কে বেশী নির্দ্দয়তা করেছে? তুমি—না আমি?"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পার্চ্ছিনা।"

"শোন। তুমি বল্লে যে, আমি তোমার স্বাস্থ্য ও উন্নতির আশা নষ্ট কোরেছি। আর তুমি বল দেখি, কে আমার জীবনের সুন্দর, কুসুম সুবাসিত সুখ প্রভাত নষ্ট কোরে দিয়েছে?

"তোমার কথা আমি বুঝতে পার্চ্ছি না।"

"যখন এই আসলিতে আমি আসি—কে আমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করেছিল? কে প্রথম আমার রূপের প্রশংসা করেছিল? কে তাহার সুন্দর রমণীয় কমনীয় মূর্ত্তি লয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল? জ্যোৎস্নাবিহসিত শারদাকাশের মত—নদী বক্ষে স্থির-শান্ত ছায়ার মত কে আমার মানস-পটে ফুটে উঠেছিল? কে আমার কোমল হৃদয়ে ধীরে ধীরে নিভৃতে প্রেম সঞ্চালিত করেছিল? তারপর, সরলাবালাকে মুগ্ধ ও মোহিত কোরে—কে বলেছিল যে, সে শুধু আমার সহিত খেলা করিয়াছে। সে অন্য রমণীকে ভালোবাসে, তাহাকে বিবাহ কর্ব্বে! আর্থার। জানো—কে সে?"

আর্থার কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে ক্ষিতিতলন্যস্ত নয়নে বসিয়া রহিলেন। লেডী আসলি পুনরায় বলিতে লাগিলেন। দর দর ধারে অশ্রু তাঁহার দুই গণ্ডস্থল ভাসাইতে লাগিল।

"তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। মানুষ মানুষকে এত ভালোবাসতে পারে না—আমি এত ভালোবেসেছিলাম। সমস্ত জীবন তেমোয় ভালোবেসে কাটাইতাম। যদিও আমি জানতাম যে তুমি আসলির ভাবী অধিকারী, কিন্তু যদি তুমি তা না হোয়ে দীন দরিদ্র ভিক্ষুক হ'তে—আমি তোমায় তেমনই ভালোবাসতাম। আমার বক্ষসংলগ্ন কোরে, আর্থার, তোমায় সব দিতে পার্ত্তাম। কিন্তু এখন এ হৃদয় মধ্যে তোমার জন্য বিন্দুমাত্র স্নেহ, ভালোবাসা নাই। আছে সে সকলের

আর্থার শান্তভাবে বলিলেন—"তুমি ভুল করেছিলে। যদিও আমি তোমার রূপের,—অতুল সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করেছিলাম ; হয়ত, একটু স্নেহও কর্ত্তাম, কিন্তু তোমায় বিবাহ কর্ব্বার কল্পনা করি নাই। কারণ—বহু পূর্ব্বেই আমি অ্যানাকে আমার পত্নীত্বে বরণ কোরেছিলাম।"

লেডী আসলি ঘৃণা ও বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিলেন—"তা'র নাম আমার সম্মুখে কোরো না। সে নাম আমার লৌহশলাকার ন্যায় বোধ হয়। আর তুমি আর্থার! আজ তার ও—তার ছেলেদের জন্য আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর্ত্তে এসেছো। তোমার সাহস আছে—!"

আর্থার। তুমি আমায় যা ইচ্ছা বলতে পারো,—কিন্তু অ্যানার প্রতি কোন রূঢ় কথা বোলো না। সে সরলা বালিকা নির্দ্দোষ। সে এ পাপ অভিনয়ের বিন্দু বিসর্গও জান্তো না। আমি দোষী ;—বোধ হয় তুমিও দোষী—কিন্তু, যাক সে কথা—ভুলে যাও। কেন সে বহু পুরাতন কথা তুলে আমরা মনকষ্ট পাই? —ভুলে যাও।

লেডী।—ভুলে যাবো? সেই দিনই বলি নাই আর্থার!—যে সে কথা কখনো ভুলতে পার্ব্বো না। আমার অস্থি মজ্জায় সে সব কথা এখনো জ্বলছে। ভুলবো না।—এ জীবনে নয়।

আর্থার।—তবে কি আমার যাত্রা নিষ্ফল?

লেডী।—সম্পূর্ণ।

আর্থার।—তুমি কি ক্ষমা কর্ত্তে পারো না, লেডী আসলি?

লেডী।—না তোমায় বা তোমার সম্পর্কীয় কা'কেও ক্ষমা কর্ত্তে পারি না। শোন আর্থার। আমার মনের কথা বলি। যদি তোমার সন্তানেরা অনাহারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, আমি কুকুরের ভুক্ত এক টুকরা রুটীও তাদের দিব না। আশা করি তোমার সোহাগিনী পত্নী দারিদ্র্য ও অনাহারের কোলে বিধবা বেশে দাঁড়িয়ে আমার সুখ সমৃদ্ধির দিকে ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিপাত কর্ব্বে। যার জন্য তুমি আমার প্রেম উপেক্ষা করেছো—তোমার সেই অ্যানা—আমার ও আমার পুত্র কন্যার বিলাস বৈভব দেখবে—আর ফেটে মর্ব্বে। এই চাই। দূরে এই প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে লিনডিনের দিকে চেয়ে আমি হাসবো।

আর্থার।—থাম। লেডী আসলি, তুমি কি সত্যই মানবী—না—"

উচ্চহাস্য সহকারে লেডী আসলি বলিলেন—"মানবী না—পিশাচী? ভালো,—

তন্ত্রীগুলি ছিন্ন কোরে পিশাচী কোরেছে ? সে তুমি আর্থার ! সেই সন্ধ্যাকালে— সেই কুঞ্জবনের ধারে, আর্থার, তুমি আমার পুষ্পিত, আলোকিত তরুণ হৃদয়কে এক মুহূর্ত্তে একটা দারুণ অভিশাপে, একটা কঠোর নৈরাশ্যে পরিণত করেছিলে।

"আর্থার ! আমার মুকুলিত উন্মুখ প্রেমকে একটা অসীম হতাশায় পরিণত কোরে—তুমিই সে হৃদয়কে একটা পৈশাচিক লীলাস্থল করে দিয়েছ। তুমিই তা'তে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা বহ্নি জ্বালিয়ে দিয়াছিলে।—এ তোমারই সযত্ন রচিত বিষবল্লরীর একটি ফল মাত্র ! আর্থার। তোমারই ইঙ্গিত সমুদ্রের একটি তরঙ্গোচ্ছাস মাত্র ! সে দিনও ভিন্নপথ বেছে নিয়েছিলে—আজও আমাদের সম্মুখে মুক্ত পথ—যেতে পারো।"

লেডী আসলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজ হস্ত অগ্রসর করিয়া দিলেন, আর্থার তাহা স্পর্শ করিয়া ধীরে কক্ষত্যাগ করিলেন।

বৃথা আশা আর্থার ! উষর ক্ষেত্রে জল সেচনে কবে, কোথায় কুসুমরাশি উৎপন্ন হইয়াছে ? বিস্তৃত মরুভূমে কাতর প্রার্থনা করিয়া, কে কবে সুশীতল বারি পাইয়াছে ? তুমি ভ্রান্ত !—তাই কর্ণেগির নিকট প্রার্থী হইয়াছিলে।

যতদূর দৃষ্টি চলে লেডী আসলি আর্থারের দিকে চাহিয়া রহিলেন ! আর্থার দৃষ্টি বহির্ভূত হইলে লেডী আসলি এক গভীর উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এ কি লেডী আসলি !—কি করিলে ? আর্থারের দিকে চাহিয়া তুমি কেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে ? তোমার হৃদয়ে কি দীর্ঘ নিশ্বাসের স্থান আছে ? লরেটা ! তবে তোমারও একটা বিবেক আছে !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কূলে।

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যাকালে লিনডেনে মিঃ আর্থার আসলি ও অ্যানা বসিয়াছিলেন। উভয়েই নীরবে চিন্তাকুল হৃদয়ে বসিয়া আছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া ডাকিল—"আর্থার !" আর্থার তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন "মেজর ! আসুন।" মেজর হেন অ্যানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন— এই না তোমার স্ত্রী—আর্থার, বড় দুর্ব্বল দেখাইতেছে যে!" আর্থার ভগ্নস্বরে বলিলেন —"বেঁচে আছে—এই যথেষ্ট মেজর ! দ্বিগুণ পরিশ্রমে,—অ্যানাকে বলছিলাম যে

কর্ত্তাম না। মেজর! আমি শীঘ্রই তাকে সংসারের কঠিন ভার দিয়ে যাবো। কয়টি অপগণ্ড সন্তান লয়ে দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে আমি তাকে রেখে যাবো।"

অ্যানা কাঁদিতে কাঁদিতে মেজরকে বলিলেন—"মেজর হেন! আপনি তাঁহাকে এত চিন্তা কর্ত্তে বারন করুন। আমি সুখে আছি। আমার কিসের দুঃখ? তাঁকে সর্ব্বদা চিন্তিত দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি পরিশ্রম কর্ত্তে ভালোবাসি। কিন্তু ওঁর জন্য ভেবে আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে।"

মেজর হাস্যমুখে কহিলেন—"অ্যানা, তুমি যথার্থই প্রেমিকা পত্নী। সত্যই তোমার মত সুখী, তোমার মত ধনী কে? ভালো, আর্থার! কবে তোমরা আস-লির ও বাড়ীতে যাচ্ছ? তুমিই স্যার হ্যারীর উত্তরাধিকারী।"

"আরও বেশী। মনে করুন আমিই ইংলণ্ডের অধীশ্বর। মেজর! স্যার ফিলিপ জীবিত ও সুস্থ। সেই অধিকারী।"

মেজর হাসিয়া উঠিলেন। কক্ষমধ্যে কিয়ৎক্ষণ পাদচারণ করিয়া আবার তিনি আর্থারের পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়া বলিলেন—"আমার একটা প্রবাদ জানা আছে "রাএল—" বাধা দিয়া আর্থার বলিলেন—"আর্থার!"

মেজর। কি যায় আসে! তুমি তোমার পিতার খুব প্রিয়। যাক্।—রাএল কে?" অ্যানা কোমল মধুর উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"রাএল! রাএল!"

পরক্ষণেই একটি সুন্দর কান্তি বালক দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার চঞ্চলচক্ষে প্রতিভাদীপ্তি, কুঞ্চিত স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছ মধ্য হইতে বিভক্ত।

আর্থার বলিলেন—এই রাএল—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।" পরে পুত্রকে কহিলেন "—রাএল! মেজর হেনের সহিত আলাপ করো।"

বালক নির্ভয়চিত্তে, হাস্যমুখে মেজরের নিকটবর্ত্তী হইয়া মধুর কণ্ঠে তাঁহাকে স্নেহ সভাষণ জানাইল। মেজর তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। বলিলেন—"সাহসী বালক! তোমায় যদি আমি স্যার রাএল বলি—"বালক আব্দারের স্বরে বলিল—না, তাহ'লে আমি রাগ কর্ব্ব। আমার ইচ্ছা বাবা স্যার আর্থার হ'ন। লোকে তাই চায়। তারা বলে,—বাবা খুব ভালো লোক। ব্লাঞ্চিও বলে।"

মেজর। রাএল, তুমি ব্লাঞ্চি আর ফিলিপের সঙ্গে খেলা করো?

রাএল। না মহাশয়। একদিন আমরা গলিতে খেলা কচ্ছিলাম, দিদিমা—

কর্ণেলিয়া ও আর্থার —"বিধান।"

আমার কাছে আসে, আরও মার্ব্বেন। আমার মনে হয়, তাঁরা ধনী,—আমরা দরিদ্র বলে—আমাদের মিশতে নাই।"

মেজর। আচ্ছা। যদি ঘটনাচক্রে তারা দরিদ্র হয়ে যায়, আর তুমি ধনী হও, তুমি ঐ বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করো, তাহারা ঐ কুঁড়ে ঘরে বাস করে,—তবে তুমিও তাদের সঙ্গে মিশবে না—রাএল?

বালক ত্বরিত উত্তর দিল—না না, আমি তা কখনো কর্ব্ব না। আমি তাদের আমার কাছে থাকতে বলবো। তাদের ছাড়বো না।

মেজর পুনরায় বালকের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"হা বৎস! এই রকম হওয়াই উচিৎ। তুমি স্যার রাএল হ'লে এ কথা যেন তোমার স্মরণ থাকে।"

আর্থার বিরক্তিপূর্ণ স্বরে পুত্রকে কহিলেন—"রাএল বাহিরে যাও, খেলা করো গে।" রাএল চলিয়া গেল। "মেজর! প্রার্থনা করি ঐ ক্ষুদ্র বালকের মাথায় ও রকম ভাব ঢুকিয়ে দিবেন না। পরে কষ্ট পাবে। আমি তাদের দুঃখ, দারিদ্র্যে অভ্যস্ত কর্চ্ছি।"

মেজর অন্য কথা পাড়িলেন। "আর্থার! আসবার সময় গের কাছে অনেক নূতন কথা শুনে এলাম, দরিদ্র প্রজাদিগের উপর অত্যাচারের কথা শুনে—"

বাধাদিয়া কাশিতে কাশিতে আর্থার বলিলেন—থাক সে কথা। আসলির গৌরব, সম্মান অতল জলে ডুবিয়াছে। সে কথায় আমার বড় কষ্ট হয়।"

মেজর। হাঁ—ভুলে গিয়াছিলাম, আমার একটা প্রবাদ জানা আছে, ভালোর দিকেও চাও আবার তার অন্ধকারের দিকেও চাও। তুমি যদি চেষ্টা করো খুব শীঘ্র সেরে উঠবে।"

শুষ্কহাস্য করিয়া আর্থার বলিলেন—"রক্ত সমুদ্র!"

মেজর। নরকে যাক্ তোমার রক্ত সমুদ্র। তুমি চেষ্টা কর্ল্লে সার্ত্তে পারো। আর;—আমি একদিন স্যার হ্যারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আজ তোমায় জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি, যদি কিছু মনে না করো,—তুমি কি উইল করেছো?

আর্থার।—করেছি বৈ কি। ভূমিশূন্য রাজা, কপর্দ্দকহীন ধনীর মত উইল করেছি।"

মেজর।—বেশ! শীঘ্রই আর এক খানা উইল কর্ত্তে হ'বে। তোমার উকীলকে কালই সকালে আসতে বলে দাও। তোমার পর রাএল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। আর তোমার ছেলেদের অভিভাবক নিযুক্ত করো। আসলির অধিপতিরূপে সেই উইল কর্ত্তে হ'বে।"

আর্থার সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন—"কিন্তু ফিলিপই অধিকারী।"

"তা হউক। আমি যেমন বলি,—করো।"

"আমায় ক্ষমা করুন। তা' আমি পার্ব্ব না। যে সম্পত্তি আমার নয়,—তাহা আমি উইল কর্ত্তে পারি না।"

মেজর হেন উত্তেজিতভাবে কক্ষ্যমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন—আর্থার! যদি তুমি আমার কথা শান্তভাবে শুনে যাও—সেই মত কার্য্য করো,—আমি তোমায় এক প্রচ্ছন্ন রহস্যের মধ্যে নিয়ে যেতে পারি। কি বলো অ্যানা?

অ্যানা বলিল—নিশ্চয়ই বল্‌তে পারেন।

মেজর বলিলেন—আর্থার! আমি রাএলকে স্যার রাএল বলে সম্বোধন করেছিলাম বলে' তুমি আমায় দোষ দিয়েছিলে। কিন্তু আমি সত্য বলছি, সেই স্যার রাএল আসলি।"

"মেজর! আপনার মস্তিস্ক বিকৃত হইয়াছে।"

"কিছুমাত্র না। বোধ হয়—আমার মত সুস্থ ও সবল দেহ ইংলণ্ডে কেহ নাই। এ সত্য কথা যে রাএলই এখন আসলির ভাবি উত্তরারিকারী।"

"তা সে হ'তে পারে না। সে' আমার উত্তরাধিকারী। আপনার এরূপ অসম্ভব অনুমান——"

দৃঢ়স্বরে মেজর বলিলেন—অনুমান! আর্থার। এ যদি অনুমান হয়, তবে তুমি আনুমান, আমি অনুমান, এই আসলিও অনুমান।—মূর্খ! এ অনুমান নয়—এ ধ্রুব সত্য!"

আর্থার ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"রাএল স্যার ফিলিপের উত্তরাধিকারী?"

"না, সে তোমার উত্তরাধিকারী। যদি আমি তোমায় স্যার আর্থার আসলি বলি———"

আর্থার বাষ্পপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন—তবে কি হতভাগ্য ফিলিপ মৃত? মেজর, কি হোয়েছিলো তার?"

মেজর বলিলেন—"না, সে জীবিত। পূর্ব্বের মত সবল। কিন্তু সে আসলির কেহ নয়। তুমিই প্রকৃত অধিকারী। তোমার পিতৃব্যের পর মুহূর্ত্ত হোতে তুমিই স্যার আর্থার আসলি!"

"অসম্ভব!" অ্যানাও বলিয়া উঠিল--"অসম্ভব।"

মেজর অ্যানার হাত ধরিয়া বলিলেন—না অ্যানা। ইহাই অতি প্রকৃত

আর্থার, অ্যানা,—বিশ্বাস করো। অতি সত্য কথা। আমি যে জীবিত ব্যক্তি—এ যেমন সত্য—এও তেমনি সত্য।"

"মেজর—খুলে বলুন।"

"শোন, ফিলিপ জাল ছেলে;—জাল উত্তরাধিকারী। সে কর্ণেগি বা স্যার হ্যারীর সন্তান নয়।"

বজ্রহতের মত চমকিয়া স্বামী স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—তাঁহাদের সন্তান নয়?"

"না, যেমন তোমার আমার নয়—তেমনি তাঁদেরও নয়।"

"কিন্তু, সেণ্ট আউষ্টে যে ছেলে জন্মেছিলো—তাহারই নাম ফিলিপ।"

"হাঁ তাই ছিল বটে! কিন্তু শুনেছো যে লেডীর অনিচ্ছা বশতঃ আমি তাঁকে সেই হোটেলে রেখে স্যার হ্যারীকে ল'য়ে এখানে আসি। এই সময়ে, ঐ শিশু মারা যায়। লেডী সে কথা কাহাকেও না জানিয়ে চেপে যান। তোমাদের এক কোচম্যানের একটি পিতৃমাতৃহীন পুত্রকে লয়ে, ফিলিপের স্থান পুরণ করেন। তার প্রায় ছ'মাস পরে, এখানে এসে উত্তরাধিকারী বলে প্রকাশ করেন।"

"কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে ছিল—তারাও কি জান্তো না?"

মেজর।—তাঁর সঙ্গে ঐ ভারতবর্ষীয়া বৃদ্ধা নানাই ছিল। আর সেণ্ট আউষ্ট নগরের একটা দাসী শিশুর দাসী নিযুক্ত হ'য়ে ছিল। নানা অবশ্যই এ রহস্যের ভিতরে আছে। আর সেই দাসীকে লেডী প্যারীতে এসে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি প্রমাণ যথাসম্ভব সংগ্রহ করেছি। ফরাসী রেজিষ্টার;—মেরী বো'—এই জাল উত্তরাধিকারীর রক্ষয়িত্রী;—একজন সেণ্ট আউষ্টের কেরানী—সব সঙ্গে এনেছি।"

স্বামী স্ত্রী বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মেজরের শ্বেত শ্মশ্রু পরিশোভিত, স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি এ সন্ধান কি কোরে পেলেন?"

"আমি গত খ্রীষ্টমাসের সময় যখন এখানে এসে ঐ ফিলিপকে দেখি, তার অত্যাশ্চার্য্য পরিবর্ত্তন দেখে বিস্ময়ান্বিত হ'য়েছিলাম। আমি স্যার হ্যারি ও লেডী আসলিকে তা বল্লাম! লেডী ত মহা ক্রুদ্ধা। স্যার হ্যারীও স্ত্রীর কথা অনুমোদন কোরে বল্লেন—'অমন পরিবর্ত্তন হোয়ে থাকে।' বলতে কি—হঠাৎ আমার মনে হো'ল যেন একটা রহস্য গুপ্ত আছে। অনেক ভাবলাম:—সন্দেহ দূর হো'ল না। সেণ্ট আউষ্টে গিয়ে এই সব প্রমাণ সংগ্রহ কোরেছি;—

[illegible] সমাধির রেজিষ্টার, কেরানী;—হোটেলের দাসী

"আশ্চর্য্য !"

"তারো বেশী। স্যার হ্যারী ইহাকে বিবাহ কোরে কি ভুলই কোরেছিলেন। কিন্তু এ ছাড়া আমার মনে আরো একটা কথা সর্ব্বদা উদিত হয়, কেন সে এ সব কর্ল্লে ?"

আর্থার বলিলেন—"আসলির প্রভুত্বাশায়।"

মেজর ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন—আরো কিছু। তুমি যা বল্লে সেটাও একটা উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রধান হ'চ্ছে তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করা। তোমাকে অধিকারচ্যুত করা। কারণ সে তোমার ব্যর্থ প্রেমিকা ;—হতাশপ্রণয়িনী !

আর্থার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তাই হ'বে !"

মেজর। সে তার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়াছে। নারী হৃদয় ল'য়ে তোমরা খেলা করো ; ভাবো না,—তাহার ভিতরে কি কালকূট নিহিত আছে। সে হৃদয়ে যত মধু—তত বিষ। ঈশ্বর আমায় সে অনুগ্রহ হো'তে রক্ষা কোরেছেন।"

"লরেটা আমায় শিক্ষা দিয়াছে। তবে এই শেষ মূহুর্ত্তে যদি তার ক্ষমা পেতাম ————"

"সে দূরের কথা। এখন—কাল তার পালা। চাকা উল্‌টে গিয়েছে—আর্থার ! বড় কঠিন পরীক্ষা।

"আর যা আমি বল্লাম—রাজী আছো ? উইল———"

আর্থার।—দু' একদিন বিলম্বে—"

মেজর। "না, না, খুব শীঘ্রই দরকার।"

আর্থার বলিলেন—তবে তাই। আপনার কথার অবাধ্য হোতে পার্ব্ব না। আপনি আমাদের যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ কোরেছেন———"

মেজর হাস্যমুখে কহিলেন—তার শোধ ত আগেই গালাগাল দিয়ে তুলে নিয়েছো। যাক—এখন বিদায়। শুভ সংবাদের জন্য প্রস্তুত হও"—বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন।

আর্থার ও অ্যানা—উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিলেন। আপনা আপনি উভয়ের নয়নে কয়েক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

সে অশ্রু—আনন্দের—না বিষাদের ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটিত।

তাহার পরদিবস মধ্যাহ্নে মেজর হেন, সুবিখ্যাত সেরিফ কর্ণেল রাসারফোর্ড, উকীল মিঃ গ্রেষ্টক ও সার্জ্জন গে হাসিতে হাসিতে লেডী আসলির কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি তখন একটি জানালার ধারে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। সহসা বিনানুমতিতে এতগুলি শত্রুর গৃহ প্রবেশে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যদের ডাকিতেছিলেন, কিন্তু পরিহাসপ্রিয় গে তাঁহাকে বাধা দিয়া বসিতে বলিলেন ও সকলে ভিন্ন ভিন্ন আসনে বসিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। লেডী আসলি সকল কথাই অস্বীকার করিলেন। শপথ করিলেন—'ফিলিপ তাঁহার পুত্র—নিজের।' তিনি বেগে কক্ষ হইতে বাহির হইতেছিলেন—অসুরবিক্রমী গে দ্বার বন্ধ করিয়া কহিলেন—"ক্ষান্ত হৌন। সকল কথার মীমাংসা হোক।"

লেডী আসলি অধীরভাবে বলিলেন—"কিসের মীমাংসা? কি কথা? তোমরা কি সকলে আমার পুত্র স্যার ফিলিপকে জাল প্রমাণিত কর্ত্তে এসেছো?"

মেজর হেন আরম্ভ করিলেন—"তোমার পুত্র ফিলিপ সেণ্ট আউষ্টে মারা যায়। সেখানে ক্যাথলিক গির্জ্জার বাহিরে সে সমাধিস্থ হয়। তারপর, তুমি—তোমার গাড়োয়ান, যে আমাদের সেণ্ট আউষ্ট নগরে পৌছানর রাত্রেই মারা যায়—তার ছোট ছেলে রবার্ট বো'কে ফিলিপ কোরে নিয়েছো? তুমি কি অস্বীকার করো—তুমি তাকে এনে ফিলিপ বোলে প্রকাশ করো নাই?

"মিথ্যা কথা! সব মিথ্যা। আমার পুত্র ফিলিপ মরে নাই। অন্য কোন ছেলেও নেই নাই।"

মেজর হেন শান্তভাবে বলিলেন—বৃথা চেষ্টা লেডী। সবে মাত্র আমি সেণ্ট আউষ্ট হো'তে ফিরে এসেছি। সঙ্গে সহস্র প্রমাণ এনেছি। যে দিন সন্ধ্যায় তোমার পুত্র মারা যায়, সেই রাত্রেই তুমি সেলেষ্টাইনকে সঙ্গে লয়ে বো'র বাড়ী গিয়াছিলে ও বৃদ্ধার নিকট এই শিশুটিকে চাওয়ায় সে তোমায় দিয়েছিলো। সে রাত্রে কি ভীষণ দুর্য্যোগ। তুমি ঝড় বৃষ্টি মাথায় কোরে শিশুকে কাপড়ের ভিতর পুরে হোটেলে ফিরে এসেছিলে। ভাবলে—সে অন্ধকারময়ী রজনীতে, কেহ তোমাকে দেখে নাই—ভুল সে। মসীময়ী অন্ধকারের মধ্যে সত্যের উজ্জ্বল

দৃষ্টি। আকাশে বজ্রের সতর্ক দৃষ্টির হাত ত তুমি এড়াইতে পারো নাই। সেলেষ্টাইন তার প্রমাণ—সে এখানে আছে।"

লেডী আসলি চমকিয়া উঠিলেন—"এখানে!!!"

"হাঁ। সে বাহিরে অপেক্ষা কর্চ্ছে।"

মুহূর্ত্তে লেডীর রক্তবর্ণ কপোল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই কৃষ্ণতার দীপ্ত নয়নযুগল নিষ্প্রভ হইল। লেডী আসলি সঙ্গোপনে সে দুর্ব্বলতা রক্ষা করিয়া বলিলেন—"তবে কি তোমরা আমাপেক্ষা একটা ক্রীতদাসীর কথা অধিক বিশ্বাস কর্ব্বে?"

তিনি কর্ণেল রাসারফোর্ডকে বলিলেন—"আমি আরো আশ্চর্য্য হ'চ্ছি যে আপনি এরকম একটা কাজে মন দিয়েছেন। একটা মিথ্যা ষড়যন্ত্র!

মেজর হেন তৎক্ষণাৎ বলিলেন—লেডী আসলি। সেলেষ্টাইন একা নয়। তার সঙ্গে মেরি বোও এসেছে! আর সেই পরিচারিকা, যাকে তুমি প্যারীতে ছেড়ে এসেছিলে সে, আর রেজেষ্ট্রী আফিসার, যে ফিলিপের মৃত্যু রেজেষ্ট্রী করেছিল, তাকেও এনেছি। ভেবে দেখো, আর কিছু বলতে চাও? দোষস্খালনের অন্য তর্ক আছে?

লেডী আসলি ক্রুদ্ধ ও নিস্ফল দৃষ্টিতে হেনের মুখের দিকে চাহিয়া কক্ষ প্রাচীর ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ণেল রাসারফোর্ড বলিলেন—"লেডী আসলি। আমি তোমায় মনকষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু জাল প্রমাণিত হোয়েছে। এখন তুমি ধীরে ধীরে আসলি পরিত্যাগ করো।—আজই নয়। স্যার আর্থারের আদেশক্রমে এক সপ্তাহ থাকতে পারো।

ভ্রুকুটি-কুটিল ও হিংস্রনয়নে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া লেডী জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্যার আর্থার?"

"হাঁ! স্যার আর্থার! তিনিই আসলির অধীশ্বর। এতদিন তিনি তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতে তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন।" কর্ণেল রাসারফোর্ডের কথা শেষ হইবামাত্র মেজর হেন বলিলেন—কথাটা ভালো লাগলো না—না? কি কর্ব্বো বল? সত্য যা,—চিরদিনই এমনই কঠোর!—এমনই তীক্ষ্ণ! লেডী আসলি, তুমি যে ব্যবহার কোরেছো, স্যার আর্থার ও লেডী আসলি এই এক সপ্তাহ সময় দেওয়ায় তোমার সহিত অধিক সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।"

এই পরিণাম ? এত চেষ্টা, এত যত্ন, এতখানি অভিনয়—হায় ! শেষ এই পরিণাম ?

মেজর হেন বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিলেন—কি আবার কোন পোষ্য-গ্রহণের মতলব হ'চ্ছে নাকি ? বেশ ফন্দি। শেষটা টিকে না। ঐ রঙ আর চোখ—ঐ ত দোষ। বদলায় না।"

লেডী আসলি আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। রক্তাক্ত লোচনে সকলের পানে চাহিয়া কঠোরস্বরে বলিল—নিষ্ফল এ ষড়যন্ত্র। আমার পুত্র স্যার ফিলিপ আসলিই আসলির অধীশ্বর। কাহারো সাধ্য নাই—তাহাকে জাল প্রমাণ করে।"

তখন সকল প্রমাণই লওয়া হইল। মেরী বো আসিয়া ফিলিপকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিল। উভয়ের আকৃতি প্রকৃতির সাদৃশ্যে লেডীও চমকিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করিল।

সে স্যার হ্যারির কৃত উইল নিজে নষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছামত তাহার প্রাপ্য অর্থেরও সে অধিকার-চ্যুতা হইল।

এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া ব্লাঞ্চিকে সঙ্গে লইয়া সকলে লিনডেনের দিকে চলিলেন। পথে হ্যানা ও তৎপুত্র ওয়াটসনের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিল—"গিন্নি তাহাদের তাড়াইয়া দিয়াছেন। তাহারা অন্য কোথায় মজুরীর আশায় যাইতেছে।"

কর্ণেল রাসারফোর্ড তাহাদের ফিরিতে বলিলেন—"যাও—ফিরে যাও।"

"মহাশয় ?"

"যাও—আসলিতে ফিরে যাও। যদি কেহ আপত্য করে—লিনডেনে খবর দিও। আসলি এখন স্যার আর্থারের রাজ্য। লেডী তাঁহারই কৃপাদত্ত বৃত্তিভোগিনী বিধবা মাত্র। স্যার আর্থারই তোমার মনিব।"

যে কয়জন পথিক সেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহারা উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল। ওয়াটসন জানু পাতিয়া বসিল। প্রার্থনা করিল—হে পরমেশ্বর ! মঙ্গলময় ! যেন তাই হয়।"

হ্যানা এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। সে বলিল—ঠিক কি স্যার আর্থার —না স্যার রাএল ?

"রাএল হ'বে কেন ? স্যার আর্থারই আসলীশ্বর।"

রাএলই ঠিক। হ্যারির পর যখন শুনলাম—ফিলিপ,—মনে হো'ল, ভিতরে কোন গোল আছে-ই আছে। আর আর্থার হোলেও ঠিক হয় কৈ ?"

গে বিরক্তি সহকারে বলিলেন—"হানা, তুমি—স্যার আর্থারের রাজত্ব পছন্দ করো না ?"

"হা ভগবান! সরল, স্নেহময়, দয়ালু যুবক আর্থারের রাজত্ব পছন্দ করি না ? কি বলবো!—কিন্তু আমার বিশ্বাস উল্টে গেল! হ্যারী—আর্থার ?"

"তাই—স্যার হ্যারীর মৃত্যুর পর হইতে স্যার আর্থারই আসলির অধিপতি।"

তাঁহারা চলিয়া গেলন। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন রাএল ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। সার্জ্জন গে উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—শীঘ্র আসুন। পিতার অবস্থা ভালো নয়। তিনি রক্তবমন কর্চ্ছেন।"

"রক্ততরী! সেই রক্ত সমুদ্র! যা ভয় করি।"—বলিতে বলিতে তিনি ছুটিলেন।

বাড়ীতে পৌছিয়া বালককে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র অ্যানা তাঁহার উভয় হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরাম অশ্রু নির্গত হইতেছিল। শোকে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সার্জ্জন গে' চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। মূহুর্ত্তের মধ্যে কয়েক বিন্দু অশ্রু তাঁহার আঁখিতটে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। অ্যানা তাঁহার হস্ত পরিত্যাগ করিবামাত্র আঁখিবারি পদতলে ঝরিয়া পড়িল।

বাহিরে তাঁহার সহচরগণ ও রাএল দাঁড়াইয়াছিল। সার্জ্জন গে'র বিষণ্ণ মুখভাব দেখিয়া মেজর হেন ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—সংবাদ কি ?" গে'ও নিম্নস্বরে কহিলেন—বৃদ্ধার কথাই ঠিক। স্যার আর্থারের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত।"

রাএল দূরে দাঁড়াইয়াছিল। সে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—অন্ধকার। ছুটিয়া মেজর হেনকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসিল—"তবে কি আমার স্নেহময় পিতা আসলির অধীশ্বর স্যার আর্থার মৃত ?"

মেজর হেন তাঁহাকে বক্ষোপরি তুলিয়া লইয়া কহিলেন—"বৎস! কাঁদিতে নাই। তোমার পিতা এখন অন্তলোকে গমন করিয়াছেন। ঐ আকাশের দিকে দেখো।—ঐ নীল নভোমণ্ডলে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে দেখো, ঐ সেই সুন্দর রাজ্য! ঐ নির্ম্মল, দিগন্তপ্রসারিত জগৎ—উদার, মহান! সেখানে জরা, মৃত্যু নাই। শান্তি ও সুখপূর্ণ জগতে তিনি প্রস্থান করিয়াছেন। কাঁদিও

পরিত্যক্ত এই অগণ্য সন্তান আসলিবাসীকে সুখ, শান্তি দান কর। আর এক সান্ত্বনা, বৎস! পরম পিতার আশীর্ব্বাদ!"

সকল সান্ত্বনা ভেদ করিয়া বালকের তপ্তাশ্রু ধরিত্রী সিক্ত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুনরুদ্ধার।

এক সপ্তাহ পরে লেডী আসলি (অ্যানা) তাঁহার পুত্র কন্যাসহ আসলিতে প্রবেশ করিলেন। রাএল প্রকাশ্যভাবে আসলি অধিপতি স্যার রাএল হইলেন। নাবালক পুত্রের স্বাভাবিক অভিভাবিকা জননী লেডী আসলি নিজ হস্তে প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। অতি শীঘ্রই আসলির পূর্ব্ব শোভা-শ্রী ফিরিয়া আসিল। বহুকাল পরে আবার লোকে প্রাণ ভরিয়া হাসিল। নিরুদ্বেগে আহার করিল। বহু বিনিদ্র রজনীর পর সুখে নিদ্রিত হইল। আবার মাতৃঅঙ্কে শুইয়া শিশু আনন্দে স্তন্যপান করিতে লাগিল। বালক নির্ভয়ে ক্রীড়নক লইয়া খেলাইতে গেল। যুবক যুবতীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল। বৃদ্ধ মনের আনন্দে গল্প করিতে লাগিল।

একটা মহা আন্দোলন, একটা প্রলয়কাণ্ড, একটা তুমুল তরঙ্গোচ্ছাস, একটা ভীষণ ভূমিকম্পের পর মেদিনী যেন স্থিরভাব ধারণ করিল।

স্যার আর্থারের উইলের মর্ম্মানুসারে রবার্ট বো' শূন্য অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে অ্যানার প্রদত্ত অর্থাদি লইয়া মেরীর সহিত স্বদেশে ফিরিয়া গেল। ব্লাঙ্কি করুণারূপিণী প্রেমময়ী, মধুর হৃদয়া লেডী আসলির বক্ষে তৃপ্তিলাভ করিল। মধ্যে মধ্যে তাহার জননীর কথা ভাবিয়া—যখন সে বিষণ্ণ হইত তখনি আবার শস্যশ্যামলা, হাস্যমুখর, জয়োল্লসিত, সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ আসলির পানে চাহিয়া সে শান্ত হইত।

পাঠক পাঠিকা! বর্ত্তমান উপন্যাস আমরা সমাপ্ত করিলাম। আপনারা স্যার রাএলের অধীনে আসলির শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন বোধ হয় সে বিষয় কাহারো কোন আক্ষেপ নাই—তবে বুঝিতেছি, কোন কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকা লরেটার সন্ধান করিতেছেন। পূর্ব্বাপর তাহার ব্যবহারে আমরা অসন্তুষ্ট থাকিলেও কেবল আপনাদের অনুরোধে তাহার সন্ধান লইতে চলিলাম। চলুন দেখিয়া আসি—কোথায় সে?

উপসংহার।

ঝড়ের পর।

'নীরব'

এক সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে একটি রমণী প্রবেশ করিয়া মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। পৌষ মাস। শৈত্য বায়ু আসিয়া রমণীর অলক্ত দাম উড়াইয়া দিল। শুভ্রবাস বিক্ষিপ্ত হইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাহিরের অন্ধকারময়ী প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া এক করুণ, হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এই আজ আমি কত বৎসর পরে ফিরে এসেছি। আমার শৈশবের, বাল্যের কৈশোরের, ক্রীড়াস্থলে আজ আবার আমি ফিরে এসেছি ;—সেই স্থান।—সে ঠিক আছে। সেই শান্ত, স্থির সন্ধ্যায়, সেই জন কোলাহল, সেই পরিচিত ও অপরিচিত মুখ সব—সেই ত। ঠিক আছে। শুধু আমিই বদলেছি।" রমণী সহসা উঠিয়া কক্ষবিলম্বিত বৃহৎ মুকুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীয় ও উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত মুকুরে অবিকৃত ছায়া প্রতিফলিত হইল।

রমণী বিগত যৌবনা হইলেও শরীরে সৌন্দর্য্যের সকল লক্ষণই বর্ত্তমান রহিয়াছে। রক্তাভ কপোল, ম্লান, শুষ্ক হইলেও—মনোহর! কৃষ্ণ চক্ষুর চারিধারে গাঢ় কালিমা লিপ্ত হইলেও—উজ্জ্বল! রমণী বলিলেন—"শুধু আমিই বদলেছি।" পুনরায় আসনগ্রহণ করিয়া বলিলেন—আমার উপর দিয়ে 'একটা ঝড় বয়ে গেছে। আমায় ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেছে।"

পার্শ্বদ্বার মুক্ত করিয়া অপর একটি সুন্দরী রমণী তথায় উপস্থিত হইলেন। বয়স প্রথমার সমান হইলেও দেহে যৌবন এখনো কুলে কুলে উচ্ছসিত। পাতলা গোলাপাভাযুক্ত অধরোষ্ঠে হাসিমাখান। চঞ্চল চক্ষে—মৃদু দৃষ্টি! দ্বিতীয়া ধীর স্বরে ডাকিলেন—লরেটা! ও সই?" বোধ হয় প্রথমা শুনিতে পান নাই। দ্বিতীয়া পুনর্ব্বার কোমল মধুর উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"সই?" কোন উত্তর আসিল না। প্রথমা একবার দ্বিতীয়ার মুখপানে চাহিয়া আবার বাহিরের দিকে তাকাইলেন। দ্বিতীয়া রমণী বিরক্ত হইয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রথমার হস্ত মর্দ্দিত করিয়া শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিলেন।

দ্বিতীয়া প্রস্থান করিলে—প্রথমা রমণী আপন মনে কহিলেন "কেন এমন হয়? কি জানি। কে আমায় এমন কোরেছে?—ইংলণ্ড! শয়তানের লীলা-ভূমি ইংলণ্ড! তাই সেখানে গিয়ে শান্তি পাই নাই। যা নিয়ে গিয়েছিলাম তা ত নাই, যা এনেছি মনে হয় সেটুকু না নিয়ে এলেও ছিল ভালো। ভারতবর্ষ! তুমি আমায় বুকে রাখো। আমার প্রাণে শান্তি ফিরিয়ে দাও। চিরদিন আমি তোমার জল, বায়ুতে শান্তি পেয়েছি, আজ বহুদিনের পর তপ্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন হৃদয় লয়ে তোমার কাছে এসেছি, এসো সোণার ভারতবর্ষ! আবার তেমনি তুমি আমায় ঘুম পাড়াও। তেমনি হাসাও। তেমনি স্রোতে ভাসিয়ে দাও। এসো! *

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

সমাপ্ত।

শান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লুনী তটে।

বর্ষাকাল—সমস্ত বৎসর বিশাল মোগল অনিকিনীর সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর আজ সমগ্র মারবার প্রদেশ কিছু শান্ত, কিছু প্রকৃতিস্থ ও কিছু শান্তিপ্রদ। ঔরংজীব আজকাল সুদূর দিল্লী প্রদেশের ময়ূর-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কুটীল সভাসদগণের সহিত জটিল মন্ত্রণায় নিযুক্ত। আজকাল আর লুনীর পবিত্র সলিল রাঠোরের পবিত্রতম রক্তবিন্দু সংসর্গে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দিগ-দিগন্তে

---

* Mrs. H. Wood এর কোনো উপন্যাস অবলম্বনে, অনুমতিক্রমে রচিত। শ্রীবিঃ—

মারবারের অনৈসর্গিক বীরত্বের, অমানুষিক সাহসের ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বহন করে না। পঙ্গপালের ন্যায় মোগল সৈন্য মাঠে, শস্যক্ষেত্রে গ্রামে পড়িয়া যে সমস্ত ক্ষতি করিয়া গিয়াছিল, এইকালে বৃষ্টি পাইয়া সে ক্ষতির অংশতঃ পূর্ণ হইতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয় নাই। ভগ্ন বৃক্ষে, শাখার অগ্রভাগে, নূতন নূতন দু একটী পল্লব দেখা দিতেছে। গ্রাম্য পশু আনন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা অনেকদিন পরে নির্ভয়-চিত্তে লুনী প্রবাহে, দল বাঁধিয়া, গল্প করিয়া, জল আনিতে যাইতেছে। রাখাল বালকেরা লুনী তটস্থিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বালিয়াড়ির উপর বহুদিন পরে মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

বর্ষারম্ভে রাঠোর বীরেরা কিছুদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে চিন্তাশূন্য নহে। প্রবীণেরা ভবিষ্যৎ যুদ্ধোপযোগী খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহে, এবং সৈন্যবল ও যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবনে সচেষ্ট। যুবকগণের সেদিকে বড় একটা লক্ষ্য নাই; যুদ্ধের অবসানে ক্বচিৎ তাহাদিগের মুখে দু একটী অস্ফুট প্রেমগীতি শোনা যাইতেছে।

আর্ব্বুধ নিভৃত গিরিনিলয়ে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের একমাত্র শিশু সন্তান, মারবারের ভাবী অধিপতি অজিত, রাঠোর সর্দ্দার খিচিবংশীয় শিবসিংহ, মুকুন্দ ও দুর্গাদাসের দ্বার, পরিরক্ষিত হইতেছিল। লুনীর একপার্শ্বে যতদূর দেখা যায় অনন্ত বিস্তৃত বালুকারাজি ধূ ধূ করিতেছে—মধ্যে মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য বালিয়াড়ি—আর দুই একটী ছোট ছোট বৃক্ষ মারবারের অনুর্ব্বরতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অন্যদিকে বিশাল অর্ব্বুধ উন্নত মস্তকে আকাশগাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে; লুনীর স্বচ্ছ সলিল এই নৈসর্গিক দৃশ্যরাজির মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উদ্বেগ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সাগর সন্ধানে ছুটিয়াছে। যখন সন্ধ্যার কালো ছায়া অল্পে অল্পে ধরণীপৃষ্ঠ অধিকার করিত, কাকেরা কা' কা' করিয়া কুলায় গিয়া নীরব হইত, শিশুরা ক্রমে ক্রমে জননীর ক্রোড়ে ঘুমায়ে পড়িত, শৃগালের বিকট চীৎকার অনন্তে মিশিয়া যাইত, অতিদূরে প্রান্তরের বহির্ভাগে কালো গ্রামের কুটীর অট্টালিকা বৃক্ষাদি ভেদ করিয়া সন্ধ্যার আরতিকালীন ঝাঁঝ, কাঁসরের, ঐকাতান শব্দ উত্থিত হইয়া নীলাকাশে বিলীন হইত, তখন শিশু রাজকুমারকে নিদ্রিত দেখিয়া বীরবর মুকুন্দ পর্ব্বত কন্দর হইতে প্রশান্তচিত্তে বাহির হইয়া গিরিশৃঙ্গে

মরবারের ভাবী সৌভাগ্য ও বর্ত্তমান অধঃপতন এবং ঔরঙ্গজীবের নৃশংসতার বিষয় নিবিষ্টমনে চিন্তা করিতেন।

নীল আকাশে অগণিত নক্ষত্র, নিম্নে লুনীর স্বচ্ছ-সলিলে চন্দ্রের কিরণ শতধা বিভক্ত। কাননে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত রকমের কুসুম প্রস্ফুটিত। সুগন্ধি পুষ্পের প্রাণ-স্নিগ্ধকারী সুবাসে চতুর্দ্দিক আমোদিত। মুকুন্দ কখনও ফুলের সুগন্ধ গ্রহণ করে, কখনও চাঁদ দেখে, কখনও অনন্ত বিস্তৃত নীল চন্দ্রাতপের নিম্নভাগে বিহঙ্গ সন্তরণ দেখিয়া শুভ্রবসনাবৃত প্রান্তরের অনির্দ্দিষ্ট পথের দিকে চাহিয়া থাকে; বুঝি কে আসিবে, বুঝি আর আসিল না, তাই ক্ষণে ক্ষণে চাহিয়া কিছু ক্লান্ত, কিছু দুঃখিত;—কিন্তু বিরক্ত নহে।

মুকুন্দ আজিও কিছুক্ষণ ফুলের আসে পাশে, বৃক্ষের অন্তরালে, পর্ব্বতের শৃঙ্গে, নির্ঝরের তীরে ঘুরিয়া ফিরিয়া, কিছু পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে একটী ক্ষুদ্র ছায়া চন্দ্রালোক ভেদ করিয়া মাঠের অনির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম পূর্ব্বক পর্ব্বতের পাদদেশে—যেখানে অনেকগুলি সোপান নদীতে শেষ হইয়াছে—সেইস্থানে গিয়া থামিল। শিলাতলে উপবিষ্ট মুকুন্দ তাহা দেখিলেন। ধীর পদ-বিক্ষেপে, অধীরচিত্তে, পর্ব্বতগাত্র অবতরণ পূর্ব্বক ঘাটে আসিয়া—মুকুন্দ ছায়া লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শান্তি! আজ এত বিলম্ব হইল কেন? আমি তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলাম।" ছায়ামূর্ত্তি উত্তর করিল, "আমি আর আর দিনের মত খুব সত্বর আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কার্য্যগতিকে উহা ঘটিয়া উঠে নাই। আপনার কি বিশেষ কোন কাজের ক্ষতি হইয়াছে?" কথাগুলি কোমল ও মধুর। এ স্বর রমণী-কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইবার সম্ভব "কাজের ক্ষতি নহে, তবে কি জানি মন বড় চঞ্চল, তাই তোমার বিলম্বে বড় ব্যস্ত হইতেছিলাম।" ঘাটের উপর গাছের একটী ছোট গুড়ি ছিল। মুকুন্দ উহাতে উপবেশন করিলেন, বালিকা ঘাড় হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণকাল উভয়েই নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হাসিতে হাসিতে মুকুন্দ বলিলেন, "শান্তি, আজ দু'তিন বৎসর তোমাদের এখানে আছি; কি জানি কবে চলিয়া যাইব; চলিয়া গেলে আর বোধ হয় গুহাস্থিত জনৈক দরিদ্র সৈনিকের কথা স্বপ্নেও স্মৃতিপটে উদিত হইবে না।" বালিকা অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া একবার মুকুন্দের মুখপানে চাহিল, আবার নেত্রদ্বয় মৃত্তিকাতে নিয়োজিত করিল। স্নেহপূর্ণ চক্ষে জল টল্ টল্ করিতে লাগিল, যেন বর্ষণোন্মুখ জলদজাল

নিষ্পত্তি করিল না, কিন্তু তাহার আনত আনন, কাতর দৃষ্টি, সলজ্জ মুখছবি হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতেছিল। মুকুন্দ বুঝিলেন, তিনি কি গুরুতর অন্যায়ই করিয়াছেন, হাসিতে হাসিতে সরলা কোমলা প্রেমবিহ্বলা বালিকা-হৃদয়ে কি মর্ম্মভেদী আঘাতই করিয়াছেন। বালিকাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা শান্তি, তুমি প্রতিদিন এ সময়ে ঘাটে এস, তাহাতে কেহ কিছু বলেন না ?" বালিকা উত্তর করিল, "মা আমাকে প্রতিদিন নিয়মিত কাজ কর্ম্মের শেষে জল লইতে বলিয়া দিয়াছেন। এখন ত আর বিদেশী সৈন্য আসিয়া উৎপাত করে না, যে তজ্জন্য ভয়ের আশঙ্কা করিবেন। আচ্ছা সে কথা যাউক। আপনি যে এখান হইতে যাইবার কথা বলিতেছেন, তাহা কি সত্য ?" মুকুন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না শান্তি, তোমারই মন বুঝিতেছিলাম।" মুখের কথা মুখে থাকিতেই কে যেন গুরু গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "মুকুন্দ!" মুকুন্দ চমকিত হইয়া "যাই" বলিয়া পরক্ষণেই অন্তর্হিত হইলেন। শান্তি ক্ষণকাল মুকুন্দের গতিপথ নিরীক্ষণ করিয়া জল লইয়া ধীরে ধীরে প্রান্তরের পথে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুমার আকবর।

যেদিন সেনাপতি টাহিবার খাঁর সাহায্যে রাজপুত্র আকবর নাদোলের ভীষণ যুদ্ধে রাঠোরসৈন্য বিধ্বস্ত করেন, সেই দিন, সেই ভীষণ যুদ্ধের পুরোভাগে রাণা রাজ সিংহের পুত্র বীরাগ্রগণ্য কুমার ভীম সিংহ অমিত বলে অমানুষিক সাহসে বিপক্ষ পক্ষকে বিপর্য্যস্থ বিত্রস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া স্বদেশের জন্য অম্লানবদনে নিজ জীবন সমরাঙ্গণে আহুতি দিয়াছিলেন। সেই দিন অগণিত রাঠোর সৈন্য সমরাঙ্গণে উন্মত্ত হইয়া "হর হর মহাদেও" রবে সরিৎ প্রান্তর কম্পিত করিয়া সহস্র মোগল মহারথীকে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন। সে দিন গিয়াছে, এখন রাঠোরের সে তেজ, সে সাহস, সে প্রতাপ আর নাই। যতদিন জগতে বীরের মর্য্যাদা ও স্বদেশ প্রেমের আদর থাকিবে, ততদিন রাজপুতানা জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিবে।

প্রকৃত বীরত্ব দেখিয়া শত্রুরও আনন্দ জন্মে। প্রকৃত গুণের অধিকারীকে কে না ভাল বাসে ? তাই রাজকুমার আকবর শত্রু হইয়াও শত্রুতা ভুলিয়া

দুর্গাদাসের নিকট সন্ধিপত্র প্রেরিত হইল। মন্ত্রণাকালে কোন কোন রাঠোর সর্দ্দার যবনদিগকে "কপটী" বলিয়া সন্ধি করিতে অস্বীকৃত হইলেন; কিন্তু বীরেন্দ্র কেশরী দুর্গাদাসের তেজোময় ও গম্ভীর বাক্যে সর্দ্দারগণের হৃদয়ের সকল অন্ধকার দূরীভূত হইল। পরস্পরের হৃদয়ের ভাব পরস্পরের নিকট প্রকাশিত হইল। যুক্তি পরিস্ফুট ও কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইল। অচিরে সন্ধিবন্ধন শেষ হইয়া উভয় পক্ষের প্রধান সামন্ত সর্দ্দারগণের সম্মতি অনুসারে আকবরের মস্তকোপরি রাজছত্র উত্থিত হইল। আকবর নিজনামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। সমগ্র বিশাল ভারত সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইল। দুই সম্রাটের অধীন হইল। ভারতে, আবার সনাতন ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

মুকুন্দ পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া দেখেন যে তাঁহার জন্য দুর্গাদাস অপেক্ষা করিতেছেন। দুর্গাদাসের মুখ গম্ভীর, ক্রোধ ব্যঞ্জক, ললাট কুঞ্চিত, ভ্রূ যুগল কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত, হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ; ইঙ্গিতে মুকুন্দকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে বলিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভয়ে, সন্দেহে, বিস্ময়ে মুকুন্দ পশ্চাৎ-গামী হইলেন। উভয়ে পর্ব্বত পথ অতিক্রম করিয়া মাঠের দিকে আসিলেন। অনেকক্ষণ পরে কয়েকটী বাবুল গাছের ঝোপের পার্শ্বে আসিয়া দুর্গাদাস পশ্চাৎ ফিরিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে মুকুন্দের হস্তধারণপূর্ব্বক কর্কশস্বরে বলিলেন, "মুকুন্দ, আমি তোমাকে অন্যায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং সেই বিশ্বাসের উপযুক্ত ফলও হইয়াছে। তুমি মাড়বারের রাজার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, শিশু রাজকুমারের মৃত্যুর পথ সুগম করিয়াছ। তোমাকে ভ্রাতা অপেক্ষা ভাল বাসিতাম, তোমাকে নিজ হৃদয়ের অধিক বিশ্বাস করিতাম বলিয়া তোমার হস্তে এই গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। তুমি সে বিশ্বাসের যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়াছ।" মুকুন্দ প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কি বলিবেন তাহাও ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। দুর্গদাস হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বলিলেন,—এই তরবারি স্পর্শ করিয়া সকলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। তুমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ, তুমি বিশ্বাস ঘাতক হইয়াছ। এবার মুকুন্দ দুইহাতে চোক ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; কাতর স্বরে বলিলেন, "দাদা আমি চিরদিন আপনাকে দাদার ন্যায় বিশ্বাস ও ভক্তি করি, আপনাকে স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি

আমি বিশ্বাস ঘাতকতা করি নাই। আমাদের বংশের সে রীতিও নাই; যে শাস্তি দিতে হয় দিউন, অনায়াসে সহ্য করিব, কিন্তু "বিশ্বাস ঘাতক" বলিবেন না। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, দুর্গাদাস সমস্তই জানিতেন, জানিয়াও তাহা প্রকাশ করিলেন না। অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, "তবে তুমি এত রাত্রে রাজকুমারকে অন্যের নিকট রাখিয়া নদী সৈকতে দাঁড়াইয়া কাহার সহিত কথা বলিতেছিলে? তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিয়া রমণীর নিকট আমাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছ। একটী সামান্যা রমণীর জন্য রাঠোর বীরেরা কর্ত্তব্য বিচ্যুত হয় এ কুশিক্ষা আজ তোমারই নিকটে শিখিলাম। ছি! ছি! প্রেম!!—প্রেম ত বালক বালিকার সুখ-স্বপ্ন মাত্র। এই প্রেমের জন্য তুমি বীরের বীর-মর্য্যাদা ভুলিতে বসিয়াছ!"

প্রেমের ছায়া বুঝি দুর্গাদাসের হৃদয়ে কখনও প্রতিফলিত হয় নাই। তাই অত দম্ভে, অত তেজে, অত অহঙ্কার-গর্ব্বিত মুখে অমন শ্লেষের সহিত কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

ক্ষণকাল উভয়ে নিস্তব্ধ—নিস্তব্ধ যামিনী যেন ধরিত্রীর বক্ষে নিস্তব্ধতা আরও গভীর করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে। কোথাও কিছু শুনা যাইতেছে না। দুর্গাদাসের তীব্র তিরস্কার বায়ুর সাহায্যে দূর দূরান্তরে—নক্ষত্র মালা পরিশোভিত সুনীল গগনতলে বিলীন হইল। মুকুন্দের হৃদয়ে কত কথা উঠিল—আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল—বলি বলি করিয়াও বলা হইল না। দুর্গাদাস পুনরায় অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মুকুন্দ, যাহা হইবার হইয়াছে। বল আর কোনদিন এরূপ কার্য্য করিবে না। তরবারি স্পর্শ করিয়া বল, আর কাহারও সহিত, এমন কি সেই তরুণীর সহিত, সাক্ষাৎ করিবে না।"

মুকুন্দ নীরব—এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া দিল—মুকুন্দ নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। দুর্গাদাস স্নেহ বিজড়িত স্বরে বলিলেন, "ভাই! রোদন করিও না। রোদনে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। আমাদের স্কন্ধে গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে। আমি সংবাদ পাইলাম, ঔরংজীব আমাদের গুপ্ত আশ্রয়ের বিষয় জানিতে পারিয়াছে। তুমি এবং শিবসিংহ এখনই নিদ্রিত রাজকুমারকে লইয়া মেওয়ারের অরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি ভ্রাতা সোলিঙ্গকে সেনাপতিত্বে নিয়োজিত করিয়া মরুভূমির বালুকাময় প্রদেশের বালিয়াড়ির মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ঔরংজীবের গতিরোধ করিব। আমি তোমার হৃদয় জানি—সামান্য কারণে অযথা অনুযোগ করিয়াছি
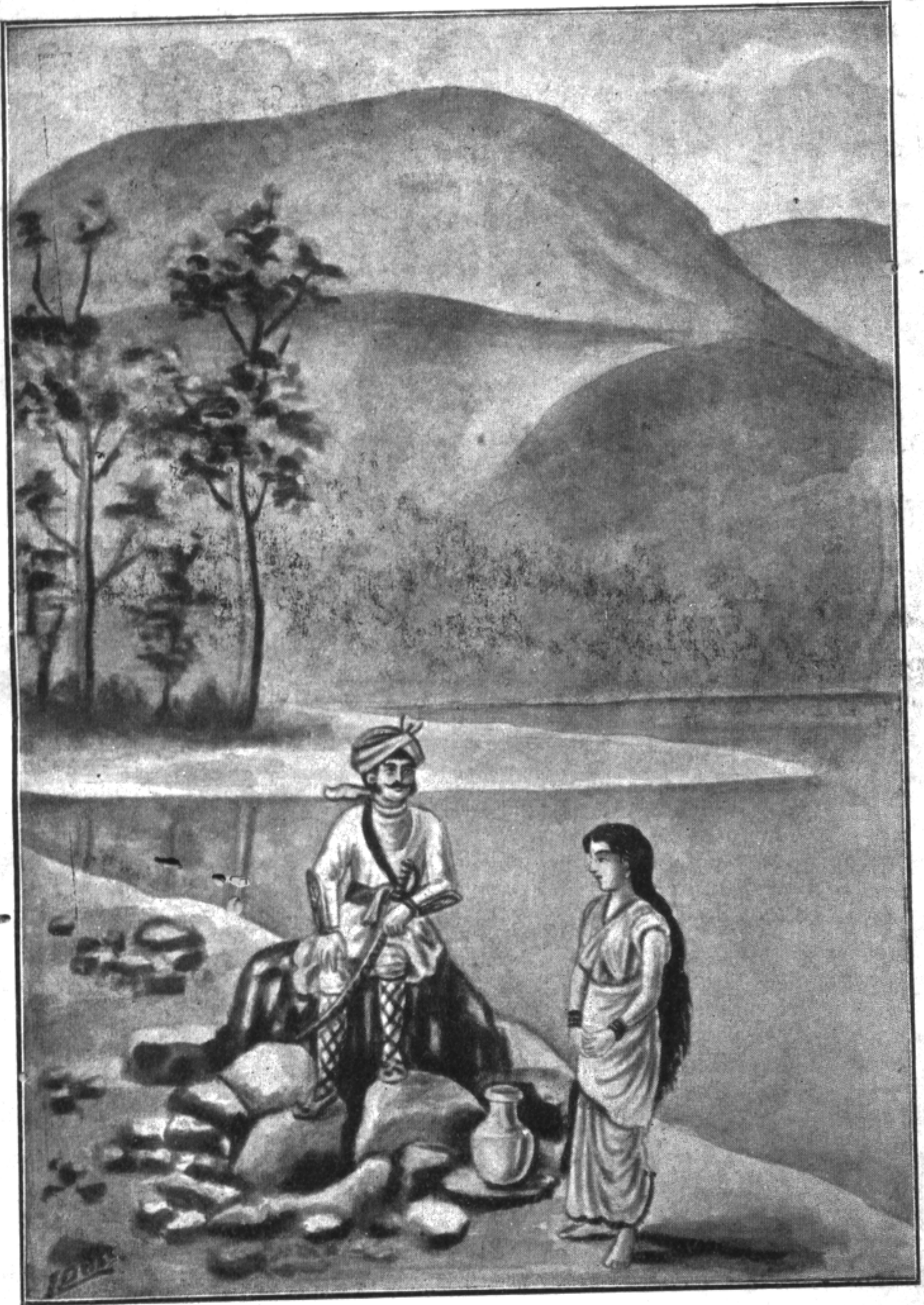
মুকুন্দ ও শান্তি

বলিয়া রাগ করিও না। আমরা শত্রুব্যূহের মধ্যে বাস করিতেছি—আমাদিগের অনেক দিক দেখিয়া চলিতে হয়, তাই তোমাকে এতদূর বলিয়াছি! যাও, সাবধান, দেখিও যেন কোন প্রকারে রাজকুমারের অনিষ্ট না হয়। আমি চলিলাম”—কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, না হয় কল্য যাইও, আমি অন্য স্থান নিরূপণ করিতে চলিলাম, কল্য দেখা হইবে।” মুকুন্দ কাতরকণ্ঠে বলিলেন, “যাইবেন, যাউন, কিন্তু বলিয়া যান, যাহার সহিত দেখা করিলে কাহারও কিছু অনিষ্ট নাই, যাইবার কালে তাহার সহিত একটীবার শেষ দেখা করিতে পারিব না?”

গমনোদ্যত দুর্গাদাস একটু দাঁড়াইলেন, ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিলেন,— “যদি জান কোন্ অনিষ্ট হইবে না, তবে মাত্র একবার দেখা করিতে পার। মুকুন্দ বলিলেন “তার পর,—” “তার পর যে দিন আজমিরের পুনরুদ্ধার হইবে, শিশু রাজকুমার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিবে, মহারাজ যশোবন্ত সিংহের ঋণের এক কণিকাংশ পরিশোধ হইবে, সেই দিন তুমি তোমার ইপ্সিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবে।” দুর্গাদাস ত্বরিত পদে প্রস্থান করিলেন। মুকুন্দ বহুক্ষণ ধরিয়া আনমনে দুর্গাদাসের গতিপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যখন তিনি দৃষ্টির অন্তর্হিত হইলেন, তখন ক্ষুণ্ণ চিত্তে পর্ব্বতাভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন। আকাশে মেঘ উঠিয়াছিল, শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে, মুকুন্দ আর বাহিরে দাঁড়াইলেন না। তাঁহার হৃদয় সহস্র চিন্তায় পীড়িত হইতেছিল এই যে কয়েক মূহুর্ত্ত পূর্ব্বে কত কমনীয় স্বর্ণচিত্র মানসনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কল্পনার কত মোহিনী-প্রতিমা হৃদয়ে অঙ্কিত করিতেছিলেন, হায়! দেখিতে না দেখিতে সকলই ছিন্ন হইয়া গেল। আর্ব্বুধ ত্যাগ করিতে হইবে, শান্তিকে বহুকালের জন্য, এমন কি চির জীবনের জন্য চক্ষের অন্তর করিতে হইবে, যুবক হৃদয়ে এই দুঃখ, চিন্তা বারংবার সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। বিপদের ও দুঃখের প্রথম মুহূর্ত্ত বড়ই ভয়াবহ। সে শোক, সে যন্ত্রণা বুঝি পাষাণ হৃদয়ও সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু হায়! মানব সর্ব্বংসহ, সে কঠিন প্রাণে সমস্তই সহ্য করে। মুকুন্দ রাজপুত, রাজপুতের নিকট কোন দুঃখই দুঃখ নহে। যে জাতি হাসিতে হাসিতে নিজের অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেয়, সে জাতির নিকট কোন কষ্টই কষ্ট নহে, কিন্তু প্রেম' তুমি ধন্য, তোমার প্রভাবে রাজপুতের নির্ম্মম হৃদয়ও বিগলিত হয়। মুকুন্দের ভাবী বিরহ-বেদনায় চক্ষে এক ফোটা জল আসিল। সযত্নে তাহা মুছিয়া ফেলিল। সে রাত্রিতে মুকুন্দের নিদ্রা হইল না।

* * * * * *

রাজকুমার অজিতের শরীর-রক্ষকদিগের মধ্যে কেহ দিবাভাগে বাহির হইতে পারিতেন না। সে দিন শেষরাত্রি হইতে ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল। যদিও দ্বিপ্রহরে বৃষ্টি একটু থামিয়াছিল, কিন্তু আকাশ তখনও ভয়ানক মেঘাচ্ছন্ন। বৈকাল হইতে আকাশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিল। স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হইল, বর্ষাবারি-স্নাত ধরিত্রী বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পর্ব্বতোপরি সদ্যঃজাত নব মল্লিকা বৃষ্টির ফোটা হৃদয়ে ধরিয়া গরবে দুলিতে লাগিল। অদূরে ছোট্ট ছোট্ বাবুল প্রভৃতি চারা গাছ অল্পে অল্পে মাথা নাড়িয়া যেন উহার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিল। লুনীর কুল কুল ধ্বনি শ্রবণ-কুহর পরিতৃপ্ত করিল। মুকুন্দ পর্ব্বতকন্দর হইতে বাহির হইলেন। আজ আর প্রকৃতির সহস্র নয়ন-মন-বিমুগ্ধ কর রমণীয় পদার্থ দর্শনে হৃদয় একটুও পরিতৃপ্ত হইল না। মুকুন্দ আজ আর অন্যদিনের মত পাহাড়ে উঠিলেন না। নীরবে নদী তটে পায়চারি করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যৎ বিরহ-বেদনায় উদ্বেল হৃদয় আরও উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুকাল পরে কলসী কক্ষে শান্তি ঘাটে আসিল। সহসা মুকুন্দের হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। এখনই যাইতে হইবে, এতক্ষণ বোধ হয় দুর্গাদাস আসিয়াছেন, আর ত সময় নাই। ক্ষণমাত্র এই সমস্ত চিন্তা করিয়া লইলেন। এখন মুকুন্দের বদন মণ্ডল শান্ত, নির্ম্মল, স্থির—নয়নে কেবল এক ফোটা জল—শান্তির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "শান্তি, আজ তোমাকে কয়েকটা কথা বলিবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি। তুমি জান আমরা সৈনিক। কোন গুরুতর ভার আমাদের স্কন্ধে অর্পিত, আমাদের সেনাপতির আদেশানুযায়ী আমরা অদ্যই এই স্থানে ত্যাগ করিব। জানি না আর কতদিনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।—কি একেবারেই হইবে না, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। দিনে দিনে, মাসে মাসে, পলকে পলকে তুমি যে একজন সামান্য সৈনিককে কত ভালবাসিয়াছ, তাহা আমার স্মৃতিপটে চির জীবন জাগরূক রহিবে।

আমার যতদূর কষ্ট হইবে জানি তোমারও তদাপেক্ষা কম কষ্ট হইবে না। কিন্তু শান্তি, কি করিব, আমাদের এই কষ্টের ফলে আমাদের স্বদেশের মঙ্গল সাধিত হইবে। তুমি কি তদাপেক্ষা এ অকিঞ্চিতকর কষ্টকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবে না?" মুকুন্দ নীরব হইলেন। সহসা একেবারে শত বজ্রাঘাত হইলেও বোধ হয় শান্তি এতদূর চমকিত ও স্তম্ভিত হইত না। শান্তি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িবার

উপক্রম হইলে মুকুন্দ তাহাকে ধরিলেন। এক হস্তে শান্তিকে সযত্নে রক্ষা করিয়া, অন্য হস্তে বারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রাবণ মাসের লুনীতটে নিশাথে মুকুন্দ একাকী হৃদয়ের প্রিয়তমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন—আকাশে চাঁদ হাসিতেছে।

কতক্ষণ পরে শান্তির আয়তলোচন ধীরে ধীরে উন্মিলিত হইল, সে নয়নরশ্মি মুকুন্দের নয়নোপরি পতিত হইল। আহা যেনএক মুহূর্ত্তের জন্যও মুকুন্দ স্বর্গ-সুখ অনুভব করিলেন। শান্তি ধীরে ধীরে উঠিলেন, এবার উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মুকুন্দ দেখিলেন, সে ক্লান্ত ম্লান অথচ সুন্দর মুখ ঈষৎ কালিমা বেষ্টিত, ঈষৎ অভিমান ব্যঞ্জক। উজ্জ্বল সুন্দর আয়ত নয়ন প্রান্তে এক বিন্দু জল। ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া শান্তি কহিল, "যাইবেন—কিন্তু আসিবেন কবে।" "আসিব, —যে দিন যোধপুরের পুনরুদ্ধার হইবে, আজমির হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক শাসিত হইবে, যশোবন্ত সিংহের সিংহাসনে তাঁহার পুত্র উপবেশন করিবে—সেই দিন। সেই শুভদিনে আ...দের সাক্ষাৎ হইবে।" যোদ্ধার নয়নদ্বয় ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল, হৃদয় বীরভাবে পূর্ণ।

শান্তি রাজপুতবালা, এ বাঙ্গালীর অন্তঃপুরবাসিনী ভীতা রমণী নহে যে স্বামী অদর্শনে আকুলা হইবে, অথবা চক্ষেরজলের বাঁধন দিয়া চিরকাল গৃহে রাখিবে। শান্তি মুকুন্দের উচ্চ আশা শুনিয়া বলিলেন, "যাউন, কিন্তু দাসীকে মনে রাখিবেন। আর যদি যুদ্ধে কোন অমঙ্গল হয়, তবে দাসীও পশ্চাৎ আসিতেছে জানিবেন।" সেই শ্রাবণের চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রিকালে ধীরে ধীরে শান্তি জল লইয়া গৃহে ফিরিল। যতদূর দেখা যায়—মুকুন্দ চাহিয়া রহিলেন, চাহিয়া চাহিয়া নয়নদ্বয় ক্লান্ত হইল, কিন্তু চাহিবার আশা মিটিল না। যখন আর দেখা গেল না, তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে আপনার মনে বলিলেন, "জগদীশ! সহায় হও, প্রতিজ্ঞা পালনান্তে যেন এই রমণীরত্ন লাভ করিতে পারি।" সেই রাত্রে মুকুন্দ দুর্গাদাসের সহিত মিলিত হইয়া রাজকুমারকে লইয়া মেওয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। "নকটী" অর্থাৎ রাজকুমারের গোপনাবাস মাড়বাড়ের একটী প্রধান স্মরণীয় স্থান।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঔরংজীব।

যে দিন কুমার আকবর আপনাকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যে দিন রাজস্থানের সমস্ত প্রধান সামন্তবর্গ, এমন কি বীরকেশরী দুর্গাদাস ও তাঁহার বীর ভ্রাতা সোলিঙ্গ, কুমারের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই দিন হইতে ঔরংজীব চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বড় বিশেষ কিছুই হইল না। তবে কি পিতৃরক্তে, ভ্রাতৃরক্তে স্নান তর্পণ করিয়া এতদিন পরে ময়ুর সিংহাসন, মতোর মালা নিজের সন্তানকে দিতে হইবে। তাহা ত কখনই হইবে না, ঔরংজীব ক্রোধে, ক্ষোভে, মনোদুঃখে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিপদের সময় তাঁহার কয়েকটী সঙ্গিনী দেখা দিত, তাহাদেরই সাহায্যে সকল বিপদ হইতে সকল সময় উদ্ধার পাইতেন। আজও তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। সুচতুর ঔরংজেব সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া বক্র পথ অবলম্বন করিলেন। দুর্গাদাসকে বশীভূত করিবার জন্য ৪০০০০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন।

যদিও রাঠোর বীরেরা কপটতা জানিতেন না, তথাপি বারংবার শত্রু কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া কপটতা শিখিয়াছিলেন। সুতরাং পুনরায় ঔরংজীবের ফাঁদে পড়িলেন না। দুর্গাদাস সম্রাট প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা নিজ সৈন্য-বল বৃদ্ধি করিলেন, কতকাংশ তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। সৈন্যেরা পুরস্কার পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইল। ঔরংজীবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। কুটীল-মতি মোগল সম্রাট ইহাতেও নিরস্ত হইলেন না। কপটতা প্রবঞ্চনা তাঁহার জীবনের সহচর ছিল। কুমার আকবরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়াদিলেন, আকবর ফিরিয়া আসিলে তাহাকে নিজ হস্তে সমগ্র রাজপুতানার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু আকবর পিতার মন জানিতেন। স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, পিতার সম্মুখীন হইলে তাঁহাকে আর ফিরিতে হইবে না। তিনি দূতকে বিদায় দিয়া বারংবার রাজপুতের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রাজপুতগণ তরবারি স্পর্শ করিয়া আকবরের সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুত হইলেন। আকবর নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু ঔরংজীব

যে যদি কোন প্রকারে তিনি কুমারের দলভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন তবে পুনরায় দিল্লি প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে বিশেষ পুরস্কার দিবেন। এই লোভ পরিত্যাগ করা টাইবার খাঁর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুরাত্মা বিদ্রোহাচরণ করিল। নিশীথে যখন সকলে নিদ্রার সুখময় ক্রোড়ে শায়িত, তখন বিশ্বাসঘাতক টাইবার খাঁ নিজ মোহর অঙ্কিত করিয়া রাঠোর সেনাপতি সোলিঙ্গের নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিল যে অদ্য কুমার আকবর পুনরায় পিতার সহিত মিলিত হইয়াছেন; আপনাদের সহিত সন্ধির একমাত্র আমিই গ্রন্থিস্বরূপ ছিলাম। অদ্য হইতে তাহা বিচ্ছিন্ন হইল। বীরেন্দ্রকেশরী সোলিঙ্গ প্রথমতঃ এ পত্র বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু মোহরাঙ্কিত দেখিয়া শেষে বিশ্বাস করিলেন। সমস্ত রাজপুত সৈন্য তখনই ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। টাইবার খাঁ এখন সানন্দে উক্ত পুরস্কারের আশায় বুক বাঁধিয়া ঔরঙ্গজেবের সহিত দেখা করিতে গেল। কিন্তু পাপের উপযুক্ত প্রতিফল ঈশ্বরই দিয়া থাকেন। সম্রাট টাইবারের মস্তক ছেদনের আদেশ করিলেন—অবিলম্বে মস্তক দেহ বিচ্যুত হইল। পরদিন কুমার আকবর নিজ নির্দ্দোসিতা প্রমাণপূর্ব্বক রাজপুতগণের নিকট বিশ্বাসভাজন হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বালিকা।

শান্তির বাটী নানাজাতীয় যত্ন-পরিপালিত বৃক্ষে পরিবেষ্টিত। শান্তির পিতা এই বৃক্ষগুলিকে বাটীর চতুঃপার্শ্ব দিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করিয়াছিলেন। পিতা ভগবান দাসের এক কন্যা ও এক পুত্র। পুত্র রঘুপতি শান্তির জ্যেষ্ঠ। বৃদ্ধ ভগবান দাস পুত্রটীকে নিকটস্থ কোন গ্রামে বিবাহ দিয়া মনের মত পুত্রবধূ আনিয়া সুখের ঘর সংসার পাতিয়াছেন। দুই বৎসর হইতে রঘুপতি মহারাণার অধীনে সৈনিকের পদে কার্য্য করিতেছে। শান্তি ননদিনী-নাম বজায় রাখিতে পারে নাই, বরং প্রথমতঃ সে ভ্রাতৃজায়া মোহিনীকে ভয় করিত, তাহার সহিত—বড় বেশী মিশিত না। ছোটবেলা হইতে শান্তির প্রকৃতি বড় শান্ত ছিল বলিয়া পিতা মাতা আদর করিয়া তাহাকে শান্তি বলিয়া ডাকিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধ পুত্রকন্যা লইয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রাজপুত বীরেন্দ্রকেশরী প্রতাপের বীরত্ববিষয় গল্প করিতেন। শুনিতে শুনিতে রঘুপতির চক্ষু কখনও ক্রোধে

রক্তিমাভা ধারণ করিত, আবার কখনও শোকের জলে ভরিয়া আসিত। বালিকা শান্তি এই সকল বীরত্বের বিষয় শুনিতে শুনিতে প্রকৃত বীরের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল। এমন কি গল্পের সময় বীরের নাম শ্রবণ করিলে উদ্দেশ্যে শতবার প্রণাম করিত। এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল। রঘুপতি বহুকাল ধরিয়া পিতার নিকট যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়াছিল, অবশেষে বিবাহ করিয়া সৈনিক দলে মিশিল। এই সময় হইতে মুকুন্দ ছদ্মবেশে বৃদ্ধ ভগবান দাসের বাটীতে গমন করিতেন, এবং ফলমূল ও নানাপ্রকার আহার্য্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। এইখানে শান্তির সহিত মুকুন্দের পরিচয়, কিন্তু শান্তি তখনও এই উৎসাহী সৈনিকের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই। একদিন লুনিতটে, পাহাড়ের পাদদেশে মুকুন্দকে দেখিয়া বালিকা কথায় কথায় মুকুন্দের মহদুদ্দেশ্য অবগত হইল, বালিকা সেই অবধি মুকুন্দকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত ও হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল।

মুকুন্দ চলিয়া গেলে প্রথম কয়েক দিন শান্তি বড়ই কষ্টে দিনপাত করিতেছিল, সেই সরল প্রফুল্ল পঙ্কজবৎ সদাহাসি মুখখানি ক্রমে ঈষৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। সেই উজ্জ্বল আয়তলোচনদ্বয় ঈষৎ কালিমা বেষ্টিত হইল, সেই শৈশবের সরল প্রাণের সরল উপকথা, সেই প্রতাপের বীরত্বকাহিনী আর ভাল লাগিত না, বালিকা এখন সর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে, তাই অনেক সময়ে একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া থাকে, আপনার মনে ফুল কুড়ায়, মালা গাঁথে, আবার সেই গ্রথিত মালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। বালিকার এই ভাবান্তর শীঘ্র কেহ ধরিতে পারে নাই; কিন্তু বুদ্ধিমতী মোহিনীর নিকট ইহা অধিক দিন ছাপা থাকিল না। মোহিনী একদিন তাহাকে চাপিয়া ধরিল, বলিল "আচ্ছা, তুমি এখন প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় কিসের চিন্তা কর? পূর্ব্বে ত তোমাকে কোনও দিন এ প্রকার দেখিতাম না। তোমার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ আমার নিকট বলিতেই হইবে।" কেমন করিয়া আত্মগোপন করিতে হয়, সরলা বালিকা তাহা শিক্ষা করে নাই। সুতরাং মোহিনীর প্রশ্নে ধরা পড়িয়া গেল। মোহিনী কথার চাতুর্য্যে সমস্তই অবগত হইলেন। মোহিনীও বড় সুখে ছিলেন না। যাহার স্বামী বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহার হৃদয়ে যতটুকু সুখ শান্তি থাকা সম্ভব মোহিনীর তাহাই ছিল। তাই মোহিনী বহুদিন পরে ব্যথার ব্যথী পাইল। দুঃখী না হইলে দুঃখীর দুঃখ কে বুঝে? এখন হইতে মোহিনী ও শান্তির মধ্যে

করিয়া নানারূপ সুখ দুঃখের কথা তুলিতেন, মোহিনী প্রাচীন রাজপুত বীরগণের গৌরব-গাথা, রাজপুত রমণীর যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন-দান প্রভৃতি কত গল্প বলিতেন। বালিকা সরল প্রাণে এই সকল কথা শুনিত, অনেক সময় শুনিতে শুনিতে ভ্রাতৃ-জায়া মোহিনীর বক্ষস্থলে মস্তক স্থাপন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িত। এইরূপে কত রজনী অতিবাহিত হইয়া যাইত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যোধপুরের যুদ্ধ—সন্ধি।

১৭৩৭ অব্দের ৪ঠা আষাঢ়ের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মোগল সৈন্য "আল্লা হো আকবর" রবে দিল্লিনগরী বিকম্পিত করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় আজমীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে. পথ ঘাট ও শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া সৈন্য দলের গমনাগমনে কৃষকদিগের বিশেষ ক্ষতি হইলেও কাঁহারও সাহস করিয়া কিছু বলিবার ক্ষমতা ছিল না। রাজপথের উভয় পার্শ্বে যে সমস্ত গৃহস্থের বাড়ী পড়িল, সৈনিকেরা উহা যথেচ্ছা লুঠ করিয়া লইল এবং গৃহের লোকদিগকে মার ধর করিল। অবিশ্রান্ত দুই দিন গমন করিয়া আজমীরের অদূরে সম্রাট আওরঙ্গজীব শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলেন। যে দিন সম্রাট সহস্র সহস্র সৈন্য লইয়া দিল্লীনগরী ত্যাগ করিলেন, সেই দিন বিশ্বস্ত অনুচরের নিকট হইতে দুর্গাদাস সে সংবাদ পাইলেন। তখনই মাড়বারের প্রধান প্রধান অমাত্য, সর্দ্দার প্রভৃতিকে আহ্বান করা হইল। মন্ত্রণা ঠিক হইয়া গেল। দুর্গাদাস স্বয়ং কতিপয় সৈন্য লইয়া দিল্লী হইতে মাড়বারের মধ্যস্থিত পথে ক্ষুদ্র বৃহৎ বালিয়াড়ির মধ্যে থাকিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর বীরবর অমিত-প্রতাপশালী দুর্গাদাসের ভ্রাতা রাঠোর বীরকুলচূড়ামণি সোলিঙ্গ সহস্র সৈন্য লইয়া যোধপুর আক্রমণ করিলেন। ৭ই আষাঢ় রাঠোর বীর সোলিঙ্গ যোধপুর দুর্গ বেষ্টন করিলেন। সেদিন রাঠোরের সে বীরত্ব, সে তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সেনাপতি আসসাদ খাঁ দুর্গ দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আজ যোধপুর দুর্গ হস্তগত করিব, আজ কুমার অজীতের সিংহাসন নিস্কণ্টক করিব, আজ সম্রাটের প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লইব, ইত্যাকার প্রশ্ন প্রত্যেক যোদ্ধার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। সকলে নিষ্কোশিত অসি হস্তে লম্ফে লম্ফে দুর্গপ্রাকারে

উঠিতে লাগিল। মোগল অসিও কোষবদ্ধ ছিল না। দেখিতে দেখিতে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষের শত শত যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। রাঠোরেরা অদম্য তেজে, অপ্রতিহত গতিতে দুর্গ প্রাচীর হইতে অসি হস্তে লম্ফে লম্ফে দুর্গ মধ্যে পড়িয়া দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলিল। তখন সমুদ্র বিক্ষোভিত তরঙ্গমালার ন্যায় অজস্র রাজপুত সৈন্য যোধপুর দুর্গ হস্তগত করিল। অচিরে এ সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি তখনই সৈন্য সমূহকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। এ দিকে সোলিঙ্গ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যোধপুর হস্তগত করিয়া সোলিঙ্গ দ্বিগুণ উৎসাহে সম্রাটের আগমন প্রতিক্ষা করিতেছিলেন। শিবসিংহের উপর কামান সংস্থাপনের ভার অর্পিত হইল; দেখিতে দেখিতে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। বেলা দ্বিপ্রহরে ঔরংজীবের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ বাধিল। নির্ভীক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সৌলিঙ্গ ও অনুগত সামন্তবর্গ প্রবল উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই চিরদিনের আকাঙ্খিত শত্রুকে সম্মুখে পাইয়া আজ প্রাণের জ্বালা মিটাইতে ব্যস্ত। পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের ভাব নীরবে ব্যক্ত করিয়া নীরবে অসি হস্তে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, উভয় পক্ষের সহস্র সহস্র সৈনিক হত ও আহত হইতে লাগিল। অসম সাহসী কয়েক শত রাজপুত অগণিত মোগল সৌনিকের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। মোগলের জয়নাদে মেদিনী বিকম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু রাজপুত হাঠিল না। আজ সম্রাট প্রধান শত্রুকে সম্মুখে পাইয়াছেন, আজ বিদ্রোহী পুত্রের সহায়তাকারীকে, প্রধান রাজপুতবীরকে সম্মুখে পাইয়া ঔরঙ্গজীব ভীষণ প্রতিহিংসা সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। অগণিত রাঠোর বীর সমরে হত হইতে লাগিল। কিন্তু রাঠোরের পরাক্রম হ্রাস পাইল না। অগণিত মোগল সৈন্যের সম্মুখে মুষ্টিমেয় রাঠোর সৈন্য কতক্ষণ যুঝিবে। হায়! রাজপুতের গৌরবরবি বুঝি চিরতরে অস্তমিত হয়! এই রাঠোর-সমস্যা-সঙ্কুল অবস্থায় সহসা ভীম বিক্রমে "হর হর মহাদেও" রবে জলস্থল কম্পিত করিয়া কয়েক সহস্র রাজপুত যোদ্ধা মোগলের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিল। যোদ্ধাদিগের হস্তে ভীষণ খড়্গ তীর, ও বর্ষা—দেখিতে দেখিতে সহস্র মোগল যোদ্ধা বর্ষাগ্রে বিদ্ধ হইল। সভয়ে সম্রাট চাহিয়া দেখিলেন।—"দুর্গাদাস" তখনই যুদ্ধ স্থগিত হইল। সম্রাট সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। উভয়পক্ষের সম্মতি অনুসারে সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতা সাক্ষী করিয়া তখনই সন্ধিপত্র লেখা হইল। সেনাপতি আসসাদ খাঁ সন্ধি পত্রে মধ্যস্থ স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন। আর সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সম্মতি অনুসারে সেই

দিন হইতে রাঠোর বীরকুলচূড়ামণি সোলিঙ্গ আজমীরের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হইলেন। আর রাজকুমার অজিত সম্রাটের অধীনে সাত হাজারী মনসবদার পদ প্রাপ্ত হইলেন। কয়েকদিনের জন্য রাজস্থানে শান্তি হইল। কিন্তু দুর্গাদাস ও সোলিঙ্গ থাকিতে ঔরঙ্গজীব হৃদয়ে শান্তি পাইলেন না। তিনি পর বৎসর কৌশলে সোলিঙ্গকে হত্যা করিয়া অম্লান বদনে সন্ধিপত্র অস্বীকার করিলেন। এই কার্য্যে রাঠোর হৃদয়ে যে, প্রচল বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহাতে মোগল সিংহাসন ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক তাহা অবগত আছেন। আমরা তাহার আলোচনা না করিয়া বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত বৃদ্ধ ভগবান দাসের কুটীরে কি হইতেছে একবার তাহার সন্ধান লইব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

দেখিতে দেখিতে বর্ষাকাল অতীতের গর্ভে ডুবিয়া গেল, শরতের আগমনে প্রকৃতি মনোহর বেশ ধারণ করিল। শরৎকালে দিগন্ত বিস্তারী শস্য-ক্ষেত্র রাজস্থানের সমতল প্রান্তর ভূমিকে হরিদ্বর্ণে ভূষিত করিয়াছে, পার্ব্বত্য নদী-সমূহের উচ্ছ্বসিত জলরাশি ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, ফলকথা শরতে রাজস্থান অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এতদিনে সম্রাটের সহিত রাঠোরের সন্ধি হইয়া গিয়াছে, রাজকুমার পিতৃ সিংহাসনে বসিবার অনুমতি পাইয়াছেন। আজমীর পুনরায় হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক শাসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং আজ সকলেই সুখী।

* * * * * *

রজনী গভীরা, বিশ্বপ্রকৃতি নিদ্রার কোলে এলাইয়া পড়িয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই—সকলই নীরব নিশ্চল, ধ্যানমগ্ন! এই গভীর রজনী কালে বালিকা শান্তি বাতায়ন তলে শয্যোপরি উপবেশন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্না। শান্তির জীবনে পুনরায় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বের সে প্রফুল্ল হাসি হাসি মুখ নাই। সে আনত নয়নদ্বয় আজ যেন ঈষৎ কোটর প্রবিষ্ট, সে প্রশান্ত হৃদয়ে আজ কেন অশান্তির প্রবল ঝটিকা বহিতেছে। সেই তেজঃপুঞ্জ নয়ন ও বদনমণ্ডল, জবানিন্দিত ওষ্ঠাধর, বঙ্কিম ভ্রূযুগল যেন আজ তেমন কিছুই নাই।

বালিকার আহারে রুচি নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, প্রাণে শান্তি নাই, কেবল রাত্রি দিন নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসে। যুদ্ধান্তে কিছুকালের জন্য ভ্রাতা রঘুপতি গৃহে আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি এখন সংসারের কার্য্যেই অনেক সময়ে ব্যস্ত থাকেন। শান্তির সরল প্রাণ গল্পের স্রোতে ডুবাইয়া রাখিবার এখন আর তাঁহার অবসর নাই। শান্তির ও তাহাতে বড় আপত্তি ছিল না। চিন্তাভারক্লিষ্টা বালিকা একাকিনী থাকিতে ভালবাসিত। মধ্যাহ্নে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষের তলে ঘুঘুর প্রেম নিঃসৃত করুণ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে বালিকা সমস্তই ভুলিয়া যাইত। চক্ষুজলে বক্ষস্থল সিক্ত হইত। যুদ্ধান্তে মুকুন্দ আসিবেন, আবার তেমনি আদর করিয়া ডাকিবেন, অভাগিনী শান্তির অদৃষ্টে কি সে সুখের দিন আসিবে? বালিকা ভাবিত, তিনি বীরপুরুষ, কত যুদ্ধ করিতেছেন, কত দেশ জয় করিতেছেন, কত দেশে শান্তি সংস্থাপন করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় যুদ্ধের উল্লাসে উল্লাসিত, বীরত্ব গৌরবে পূর্ণ, এখন কি আর বৃক্ষ পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীরের দরিদ্র রাঠোর বালিকার কথা মনে পড়িবে? অমনি আয়ত নয়নদ্বয় ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইত, বালিকা নয়ন জলে কিছুই দেখিতে পাইত না। অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া বালিকা পুনরায় ভাবিত, তিনি যোদ্ধৃ পুরুষ; যোদ্ধার অটল প্রতিজ্ঞা কখনই বিচলিত হয়না। তিনি কখনই অভাগিনীকে পায়ে ঠেলিবেন না। তখন হৃদয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন কোন দিন সমস্ত রজনী ঐ ভাবে একই স্থানে কাটিয়া যাইত। নিদ্রিত অবস্থায় বালিকা মুকুন্দের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে আকুল হইয়া জাগিয়া উঠিত।

দিবসের কর্ম্মাবসানে কৌমুদীস্নাত রজনীতে পিতা ভগবান দাস ও পুত্র রঘুপতি গৃহের বারান্দায় উপবেশন করিয়া স্নিগ্ধ সমীর উপভোগ করিতেন, আর সেই সময়ে পিতা পুত্রে যুদ্ধের নানা কথা চলিত। শান্তি এই সময়ে অদূরে উপবেশন করিয়া একমনে যুদ্ধকাহিনী শ্রবণ করিত—যুদ্ধের কাহিনী তাহার নিকট তত প্রীতিপ্রদ না হইলেও বালিকার চঞ্চল হৃদয় মুকুন্দের বীরত্ব কাহিনী শ্রবণের জন্য আকুল হইয়া উঠিত। রঘুপতি যখন বলিতেন, "যোধপুরের দুর্গপ্রাচীরে যখন সেনাপতি সোলিঙ্গ ও খিচিবংশীয় বিশ্বস্ত বীর মুকুন্দ অসি হস্তে উঠিলেন, তখন রাঠোরেরা জয়নাদে দিংমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া ভীমবিক্রমে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিল। সেই ভৈরব গর্জ্জনে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী আজমীরে সম্রাট ঔরংজীবের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।" তখন শান্তির হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না—বালিকা অন্য স্থানে গিয়া বাসিত।

একদিন সজল নয়নে শান্তি মোহিনীকে বলিল, "বৌ, একটী কথা বলিব।" সেই সজল নয়নে; সেই অশ্রু গদ্গদ বাক্যে—মোহিনী বালিকার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিয়া ফেলিল। মোহিনী বলিল, "আমি সমস্তই বুঝিয়াছি। তোমার দাদার নিকট তোমার কথা বলিয়াছিলাম, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ মুকুন্দের অনুসন্ধান করিতেছেন। মাও তোমার কথা শুনিয়াছেন, অচিরেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।"

এই ঘটনার প্রায় আট দশ দিবস পরে একদিন মধ্যাহ্নে শান্তি আর্ব্বুধের পাদমূলে বসিয়া লুনীর চল,চল, কল কল শব্দ শুনিতেছিল, আর অতীতের সুখস্মৃতির সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতেছিল। শৈশবের শত রমণীয় পদার্থের সহিত একখানি রমণীয় মুখমণ্ডল শান্তির চক্ষুর সম্মুখে পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠিতেছিল, যে মুখখানি তিনি আজ দুই মাস ধরিয়া শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে ধ্যান করিতেছেন, যে মুখখানি তিনি হৃদয় কন্দরে সংস্থাপিত করিয়া নিশিদিন পূজা করিতেছেন, আজিও সেই মুখখানি বালিকার হৃদয় পুর্ণ করিয়াছিল। বালিকা আজিও আর্ব্বুধের পাদদেশে উপবেশন করিয়া ভাবিতেছিল। হায়! অভাগিনী আর কত দিন এইরূপে আশাপথ চাহিয়া থাকিবে! কতদিন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কৈ, তিনি ত দাসীকে স্মরণ করিলেন না! তবে কি এই নিরাশ্রয় বালিকাকে পায়ে ঠেলিলেন! মুকুন্দ, তুমি পায়ে ঠেলিলে অভাগিনীর আর জগতে স্থান কোথায়। স্বামীন, আমি তোমার,—তুমি আমার কিনা, দাসীর তাঁহা জানিবার অধিকার নাই। —"বালিকা আর ভাবিতে পারিল না—অকস্মাৎ শিলাতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় ছিল বালিকা তাহা জানে না। সংজ্ঞা পাইলে বোধ হইল, যেন তাহার মস্তক কাহারও উরুদেশে সংন্যস্ত রহিয়াছে। ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বালিকা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বালিকা মনে করিল, এ স্বপ্ন,—না বাস্তব ঘটনা। বালিকা দেখিল মুকুন্দের জানুর উপর তাহার মস্তক সংন্যস্ত রহিয়াছে। মুকুন্দ আপনার বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা শান্তিকে ব্যজন করিতেছেন। শান্তি ধীরে ধীরে উঠিল, কিন্তু বসিতে পারিল না, থর থর করিয়া পড়িয়া গেল। আবার মুকুন্দ শান্তিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিলেন। কতক্ষণ উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে বদ্ধ। ক্ষণপরে মুকুন্দ বলিলেন, "শান্তি, আমার কথা কি মনে ছিল?" বালিকা কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিল না—লজ্জায় গণ্ডদেশ আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। মুকুন্দ বলিলেন, "সত্যই বলিতেছি, যুদ্ধের সময় আহারে

বিহারে; শয়নে স্বপনে একদিনও তোমার মুখ খানি ভুলিতে পারি নাই।" শান্তি কাঁদিতেছিল, এত আনন্দের দিনেও শান্তি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। শান্তির অশ্রুবিন্দু যে কত সুখের অপরে তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? সেইদিন মুকুন্দ রঘুপতির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রঘুপতি মুকুন্দকে বিশেষ ভাবে জানিতেন—জানিতেন বলিয়াই বিবাহে বিন্দু মাত্র অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন না।" রঘুপতি মুকুন্দের অধীনে যোধপুরে যুদ্ধ করিয়া গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। পিতাপুত্রে আনন্দের সহিত শান্তিকে মুকুন্দের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিবাহ বাসরে একবার মোহিনীর সহিত সাক্ষ্যাৎ হইয়াছিল। মোহিনী বলিয়াছিল "কেমন ঠাকুর ঝি, জামাই পছন্দ হয়েছে ত?"

শ্রীকেশব লাল বসু।

কারমাইকেল প্রেস, ১৭৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র বসাক দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।